কায়স্থ-পত্রিকা।

(মাসিক পত্রিকা)

১৩০৯ বঙ্গাব্দে সমারব্ধ।

নবপর্য্যায়

সপ্তম খণ্ড

১৩২৩

৪৬ নং গ্রে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

কার্য্যালয়।

—•:*:•—

৪৬ নং গ্রে ষ্ট্রীট্, সমাজ-যন্ত্রে

শ্রীমনোমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা হইতে প্রকাশিত।

BLANK PAGE(S)
BRITTLE PAGES.
Tight Binding
INSIDE

পঞ্চদশ বর্ষের সূচী-পত্র।

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
১।	অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব	৬৪০
২।	অর্থের আদর্শ ব্যয়	শ্রীরমণীরঞ্জন গুহ রায়	১৮
৩।	অষ্টমনীষার নন্দী-বংশ	শ্রীনীলমাধব রায়	৩৫২
৪।	আগমনী	শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ	৩০৪
৫।	আচার্য্যগুরু	শ্রীমধুসূদন রায়বিশারদ	২৭৮
৬।	আড়াই হাজারী রায়চৌধুরী	শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী	১৮৫
৭।	আত্ম-বিস্মৃতি কায়স্থ জাতি	শ্রীহেমচন্দ্র সেন	২২৯
৮।	আদালতে কায়স্থ ও বৈদ্য	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বি-এল্	৬১৭
৯।	আদিনাথের যৎকিঞ্চিৎ	শ্রীবীরেন্দ্রভূষণ বসু বি-এ	২৫৫
১০।	আন্তর্গণিক বিবাহ	শ্রীপ্রসন্নকুমার রায় বি-এ	৭৬
১১।	আন্তর্গণিক বিবাহ	শ্রীহেমচন্দ্র সরকার এম-এ	৪০১
১২।	আবাহন (পদ্য)	শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম	১৬২
১৩।	আবেদন	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী	৬৩
১৪।	আমাদের দোষগুণ	শ্রীহরিহর ঘোষ	৩৭৮
১৫।	আমাদের বংশ কথা	শ্রীহর্ষনাথ দেব	৬৩৭
১৬।	উপাসনা-তত্ত্ব	শ্রীহরিহর অগ্নিহোত্রী	৪৬৬
১৭।	ঋদ্ধ্যভাবে নিঃক্ষত্রিয়ম্	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী	৬১১
১৮।	কর্ত্তব্যের পথে আহ্বান	শ্রীযজ্ঞেশ্বর মিত্র	৪০৫
১৯।	কর্ম্ম	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়	২৭৫
২০।	কাঙ্গালের নিবেদন	শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ	২৮
২১।	কায়স্থ	শ্রীসারদাচরণ মিত্র এম্-এ, বি-এল্	৬
২২।	কায়স্থোপনয়ন	শ্রীযজ্ঞেশ্বর মিত্র	৩৪১
২৩।	কায়স্থ উপনয়ন-পদ্ধতি	শ্রীতারকচন্দ্র দেব	৫২৯
২৪।	কায়স্থের নিয়তি	শ্রীমধুসূদন সরকার	২২৫
২৫।	কায়স্থ ক্ষত্রিয় কিনা	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল্	১৬৫
২৬।	কার্য্যবিবরণী ...	... ...	৵০
২৭।	কালীশঙ্কর স্মৃতি (পদ্য)	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি-এল্	৪৮০,৫৪০
২৮।	গৌড়-কাহিনী (গল্প)১৫—১৭	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন, বি-এল্	৮,৮১,১৬০,১৯৮, ২৫৯,৩১৯,৩৯৫,৪৪২,৫১৩,৫৯৩,৬৯১
২৯।	চন্দ্রসেন (নাটক)	৺ভূপেশ্বর হালদার বি-এল্	১৭৪
৩০।	জন্ম, মৃত্যু ও পরলোক-রহস্য	শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়	৩০৬,৫৭২
৩১।	জাতিভেদে শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য	শ্রীগোপালচন্দ্র বাচস্পতি	১২৩,২১৬,৫২৩
৩২।	জাতি-সমস্যা	শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু বি-এ	৩২৩
৩৩।	জাতীয় কলঙ্ক	শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন	৬৭১
৩৪।	জেপলিন্ (পদ্য)	শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়	৬৫৯
৩৫।	টাকীর মুন্সি-বংশ	শ্রীঅঘোরনাথ কবিশেখর	৪৯৪
৩৬।	দণ্ডভুক্তি	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বি-এল্	৫৬৮
৩৭।	দাস পদ্ধতি	শ্রীরামকৃষ্ণ দাস মহলানবীশ	৩৬
৩৮।	দুর্গাপদের দুর্গোৎসব (গল্প)	শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন	৩২৯
৩৯।	ধর্ম্ম-তত্ত্ব (পূর্ব্বানুবৃত্তি)	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি-এল্	১০৪
৪০।	নববর্ষ ও কায়স্থ জাতি	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ	১
৪১।	নাগচৌধুরী বংশ	শ্রীঅঘোরনাথ কবিশেখর	৮৮
৪২।	পুরাতন-প্রসঙ্গ	শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন	২৬৭
৪৩।	প্রচার	শ্রীসরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী	২৯৬
৪৪।	প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান	শ্রীবিনোদবিহারী রায়	১৪৭
৪৫।	প্রার্থনা (পদ্য)	শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম	৫৫১
৪৬।	বঙ্গবীর (পদ্য)	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৬৬৯
৪৭।	বঙ্গভাষা (পদ্য)	শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম	১১২
৪৮।	বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ	৩০৮
৪৯।	বরপণ-প্রথার অপকারিতা	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বি-এল্	৪১০
৫০।	বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ	শ্রীনিকুঞ্জবিহারী রায়	৪৫৭
৫১।	বিচার-রহস্য	শ্রীসারদাচরণ মিত্র এম্-এ, বি-এল্	২৪৩
৫২।	বিদ্যানিধির সম্বন্ধ-নির্ণয়	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী	১২৯,২০২, ২৪৬,৩৪৪,৩৭০,৪৪৭,৫০৭,৫৫৯,৬২৭,৬৮০
৫৩।	বিবাহ	শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ	৫১৭
৫৪।	বিশ্ব সৃষ্টি (পদ্য)	শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম	৩০৩
৫৫।	বীরাত্মার প্রতি অভিনন্দন (পদ্য)	শ্রীকালীকৃষ্ণ মজুমদার	৬৫৯
৫৬।	বৃন্দাবনে কায়স্থ	শ্রীহরিহর ঘোষ	১৬৮

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
৫৭।	বৈষ্ণব-কবি (পদ্য)	শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম	২৭৩
৫৮।	ব্রহ্মচর্য্য	শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর	৩৬৫
৫৯।	ভাঙ্গিয়া গঠন	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার	২২
৬০।	ভারতীয় কায়স্থ মহাসম্মেন	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী	৫৮২
৬১।	মদনমোহন সরকার	শ্রীমধুসূদন সরকার	৫০৪
৬২।	যদুনাথ সর্ব্বাধিকী	শ্রীসারদাচণ মিত্র এম-এ বি-এল্	৪৩০
৬৩।	রাজার আহ্বান (পদ্য)	শ্রীকালীকৃষ্ণ মজুমদার	১২৭
৬৪।	রাজর্ষি মহিমারঞ্জন	শ্রীহীরালাল রায়	৫৫৩
৬৫।	রাজার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ	৪৯১
৬৬।	রায় রামশঙ্কর	শ্রীপ্রসন্ননাথ রায় বি-এল্	২৮৮
৬৭।	রাসপূর্ণিমা (পদ্য)	শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন	৩৯৩
৬৮।	শক্তি-বিকাশ	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়	২১৯
৬৯।	শরদ্বর্ণন (পদ্য)	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৩৪০
৭০।	শ্যামাপূজা (পদ্য)	শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন	৩৬৩
৭১।	শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব	শ্রীরেবতীমোহন কাব্যতীর্থ	৫৯৭,৬৫০,৭০৬
৭২।	সমাজ ধর্ম্মের মূল্য	শ্রীবিনোদবিহারী রায়	৪১২
৭৩।	সমাজ উদ্বোধন (পদ্য)	শ্রীআশুতোষ বসু	৪১০
৭৪।	সমাজের সুসমাচার	শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ	২৮৩
৭৫।	সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তন	শ্রীসারদাচরণ মিত্র এম্-এ, বি-এল্	২০৮
৭৬।	সমালোচনা		৪৯,১১৩,১৭৪,২৯৯,৫৪৩,৬০৭,৬৬৬,৭২১
৭৭।	সাময়িক প্রসঙ্গ		৫০,১১৫,১৭৬,২৩৬,৩০০,৩৫৭,৪২৪,৪৮৩,৫৪৪,৬০৮, ৬৬০,৭২৩
৭৮।	সুপ্রজনন-বিজ্ঞান	শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র বি, এ,	৫২২,৫৮৯
৭৯।	সেখ শুভোদয়া ১২—১৩	শ্রীহরিদাস পালিত	৯৯,২১১,
৮০।	সৃষ্টি-রহস্য-বিকাশ	শ্রীকুমুদবন্ধু রায়	১৩৪
৮১।	সংস্কার	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৭১৭
৮২।	সংস্কারে অন্তরায়	শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন	৪৭৪
৮৩।	স্বধর্ম্ম সাধন	শ্রীআশুতোষ বসু	২২১
৮৪।	স্বর্গীয় রসিকলাল রায় ...	... ...	২৯২
৮৫।	স্ত্রী-শিক্ষা	শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ	৬৭৪
৮৬।	হাইকোর্টে কায়স্থ জাতি নির্ণয়	শ্রীসারদাচরণ মিত্র এম-এ, বি-এল্	৩১৬

DOUBLE COLOUR

শ্রীজয়গোপাল নন্দী — সাং কোন্নগর।
১৩।৫।৪৬

কায়স্থ-পত্রিকা।

বৈশাখ, ১৩২৩। } নবপর্য্যায় ৭ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

নববর্ষ ও কায়স্থজাতি।

দিনে দিনে মাসে মাসে একটী বর্ষ অনন্তকাল-কুক্ষিগত হইয়া গেল। আমাদের জাতীয় জীবনের, ব্যক্তিগত জীবনের কিয়দংশ ও খসিয়া ঝরিয়া পড়িল। আবার পুরাতনের স্থান অধিকার করিয়া বসিল। ইহা নূতন নহে—কতবার আসিয়াছে—কতবার আসিবে—কতবার গিয়াছে, কতবার যাইবে, ক্ষুদ্র মানব-মনের কি সাধ্য যে তাহা ধারণা করে। পৃথিবী-বক্ষে মানবজাতি যতদিন থাকিবে, তাহাদের কল্পিত কাল বিভাগও ততদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিবে যাইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহা খুবই সত্য, যে গিয়াছে তাহাকে আর ফিরাইয়া পাওয়া যায় নাই, কখনও পাওয়া যাইবে না। কিন্তু যে গিয়াছে, সে চিরতরে গেলেও মানব হৃদয়ে কতগুলি এমন স্মৃতি আঁকিয়া দিয়া গিয়াছে; যাহার ফলে মানবজাতি ও ব্যক্তি বর্ত্তমান জীবন সুপরিচালিত করিয়া মানব নামের গৌরব রক্ষা করিতে সক্ষম হইতে পারে। নববর্ষে পুরাতন বর্ষের কর্ম্মস্মৃতির আলোচনা কাজেই অপ্রাসঙ্গিক বা অপ্রয়োজনীয় নহে। তাই বিগত বর্ষের ত্রুটী বিচ্যুতি, সাফল্য অসাফল্য আসস্য ঔদাস্য, আশা নিরাশার, উৎসাহ উদ্যমের স্মৃতি চর্চ্চায় আমাদের শুভফল লাভের সম্ভাবনা ও জাতীয় জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবার সুবিধা বোধে আমরা জাতীয় জীবনের গত বর্ষের কর্ম্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হইতেছি। এখানে জাতীয় জীবন অর্থে শুধু কায়স্থজাতির জীবন বুঝিতে হইবে। আমরা এই অল্প জাতির গণ্ডীর মধ্যেই

আমাদের চিন্তা নিবদ্ধ—বিরাট বাঙ্গালী জাতিকে বুঝিতে পারি নাই—বুঝাইতে পারিব না। সজ্জনেরা যতই সঙ্কীর্ণচেতা মনে করুন, আমরা তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইব না। আমাদের বিশ্বাস, যে আপনাকে আপনার জাতিকে বুঝিতে পারে নাই—প্রেমের বন্যায় ডুবাইতে সক্ষম হয় নাই; সে বিরাট জাতিকে বুঝিতে গেলে—প্রেমের বন্যায় প্লাবিত করিতে গেলে, ধৃষ্টতা তাহার সঙ্গে সঙ্গে যায়—বিফলতা তাহার সঙ্গের সাথী হয়! প্রথমে আপনাকে মানুষ কর, আপনার সম্প্রদায়কে মনুষ্যত্বের উচ্চমঞ্চে উত্তোলন করিয়া লও পরে বিরাট জাতিকে আপনার করিয়া লইতে বাহু প্রসারণ করিও, তখন তাহা শোভন হইবে। দুর্ব্বল শরীরে বলবানের অভিনয় মৃত্যুর মার্গ পরিষ্কার করে। কায়স্থজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ আমাদের ঈপ্সিত। সুতরাং কায়স্থজাতির প্রতি আমাদের প্রেম স্বাভাবিক। আর সেই প্রেমের তাড়নায় কায়স্থ-চিন্তায়ই আমাদের বিভোর হওয়া অনৈসর্গিক নহে। আমরা কায়স্থ প্রেমিক হইলেও শুভ নববর্ষে বলিয়া রাখি, অন্য কোন জাতির উন্নতির আমরা পরিপন্থী নহে। বরং কায়স্থজাতির উন্নতির প্রতিকূল না হইলে সর্ব্বথা আনুকূল্য করিতেই প্রস্তুত আছি। আপনার প্রতি প্রেম শূন্য হইয়া, পরের প্রতি প্রেম প্রদর্শনের উচ্চতা আমাদের না থাকিলেও আমরা অপরের প্রতি অযথা অসূয়া পরবশ নহে।

কায়স্থজাতির বিগত বর্ষের জাতীয় কার্য্যাবলীর আলোচনা করিতে আসিয়া অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। এক্ষণ প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। বঙ্গীয় কায়স্থজাতি যে কতিপয় শতাব্দী হইতে উন্নতির শিখর হইতে ধীরে ধীরে নিম্ন ভূমিতে আসিয়া পৌছিয়াছে, আচারে ব্যবহারে পূর্ব্ব গৌরব বজায় রাখিতে পারে নাই; শিক্ষায় সম্পদে খর্ব্বতা লাভ করিয়াছে, বঙ্গের প্রভুতা হস্তস্খলিত হইয়া পড়িয়াছে; সে সম্বন্ধে মত বিরোধ নাই। যেহেতু অভাব না হইলে কি কখন পূরণের চেষ্টা লক্ষিত হয়? কায়স্থজাতির অভাববোধের চিহ্ন কায়স্থ-সভা—কায়স্থজাতির সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় সংস্কার জন্য সৃষ্ট। কায়স্থ-সভার প্রস্তাব সমূহ শুধু কায়স্থজাতির উন্নতি সঙ্কল্পে সংগঠিত। কায়স্থজাতি কায়স্থ-সভার প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেই সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সংসাধিত হইবে, কায়স্থজাতির অভাব অভিযোগ অপনোদিত হইয়া হৃষ্টপুষ্ট ও মহিমাময় করিয়া তুলিবে; ইহাতে সন্দিহান হইবার কারণ নাই। আমরা তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব, গতবর্ষে কায়স্থজাতি কায়স্থ-সভার প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কি প্রকার উত্তম প্রকাশ করিয়াছেন; এবং কি পরিমাণ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। নানা দুর্ব্বিপাকে বিশেষতঃ ইউরোপের মহাসমর

জন্য বিগত বর্ষে বঙ্গবাসী যদ্রূপ 'অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা জ্বরে জীর্ণ' অবস্থায় দিন যামিনী শঙ্কিত ও অবসন্ন প্রাণে যাপন করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের সন্নিধানে কোনরূপ সামাজিক উন্নতি কর কার্য্যের আশাই করা যাইতে পারে না। তবু যদি কিছু হইয়া থাকে, তাহা শক্তিমত্তারই পরিচায়ক বলিতে হইবে।

কায়স্থজাতি বিগত বর্ষের দুর্দ্দিনের মধ্যেও সামাজিক সংস্কার সংসাধনে উদাসীন ছিলেন না, ইহা যেমন সুখকর, তেমনই আশাপ্রদ নহে কি? কায়স্থ-সভার প্রস্তাবাবলীর প্রভাবের দ্যোতক নহে কি? দিন যত যাইতেছে, কায়স্থগণ কায়স্থ-সভার প্রস্তাব নিচয়ের উপযোগিতা ততই হৃদয়ঙ্গম করিতেছে; ইহা আমরা দিব্যচক্ষে দর্শন করিতেছি। সর্ব্বাদৌ ক্ষত্রিয়াচার-উপনয়ন গ্রহণের কথাই বলা যাউক। বিগত অন্যান্য বর্ষাপেক্ষা গত বর্ষে বহুসংখ্যক কায়স্থ-সন্তান উপবীত পরিগ্রহ করিয়াছেন। ইহার কয়দংশ কায়স্থ-সভার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলেও অবশিষ্ট সংস্রব বিহীন, তথাপি তাহারা শুধু উপবীতী হওয়ার বৈধতা উপলব্ধি করিয়াই উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। কতিপয় স্থলে এমন কতগুলি লোক সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন যে তাহারা সভার মুখাপেক্ষা না করিয়া জাতীয় সংস্কারের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়ে মুক্তহস্ত হইয়া আছেন। বিগত বর্ষে দিনাজপুরাধিপতির সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ একটী বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। উচ্চস্তরের গর্ব্বোন্নতবক্ষ অবিবেকগণের দর্শনের বিষয়। আমাদের ভরসা হয়, বিগত বর্ষের উপনয়ন দৃষ্টান্ত, নববর্ষে কায়স্থ-সমাজকে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ পক্ষে অধিকতর উৎসাহিত করিবে।

গতবর্ষে কয়েকটী আন্তর্গণিক বিবাহের সংবাদ ও অবগত হওয়া গিয়াছে। বিনাপণে বিবাহ প্রথা একেবারে আশানুরূপ প্রচলিত না হওয়ায় আমরা দুঃখিত হইতে পারি, সমাজকে তিরস্কার করিতে পারি, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে তাহা অনর্থক বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। অপ্রচলিত বা অভ্যস্ত প্রথা অতিক্রান্ত প্রচলিত বা পরিত্যক্ত হইতে পারে না। কাযেই আমাদের নিরাশ হইবার হেতু নাই। কায়স্থ-সভার অন্যান্য প্রস্তাব কিঞ্চিন্মাত্রও কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই কায়স্থজাতির শিক্ষা ও দারিদ্র্য সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে কোনরূপ প্রচেষ্টাই লক্ষিত হয় নাই। সত্যানুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য ইহা কায়স্থ-সভার প্রচার কার্য্য শৈথিল্যের ফল কাযেই সভার অপরাধ।* আবার ইহাও অসত্য নহে

* লেখক মহাশয় এ বিষয়ে অনুসন্ধান হীন। তিনি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য। তিনি কি দারিদ্র বিধবার ৬৩ টাকা, দুইটী ছাত্রকে ৫৭৲ টাকা সাহায্য করা হয়, এবং আর্য্য-বিদ্যালয়ের জন্য ৩২৪।৵০ ব্যয় হইয়াছে, তাহা কি তিনি জানেন না? কাঃ পঃ সঃ।

যে, প্রচারকের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়াও উপযুক্ত প্রচারক কায়স্থ জাতিতে পাওয়া যাইতেছে না, ইহা কায়স্থ জাতির অপরাধ। এই সকল দোষে কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য-গুলি আশানুরূপ ফল প্রসব করিতে না পারিয়া জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে। পরস্পরের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপনের নিমিত্ত কায়স্থ-সভার একটী প্রস্তাব আছে। আমরা গতবর্ষে অনেক স্থলে অপ্রীতি সংস্থাপিত হইতে দেখিয়াছি। বর্ত্তমান বর্ষে প্রীতি প্রস্রবণে স্নাত দর্শনের কল্পনা করিতে পারি কি? ভগবান বিরোধী স্বজাতীয় সুধীগণের অন্তরে অন্তরে প্রীতির সংযোগ করত কায়স্থ জাতিকে শক্তিশালী করুন।

আমরা একদিকে সদাচার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছি—শাস্ত্রীয় ক্ষত্রাচারে বিভূষিত হইতে চাহিতেছি—ক্ষত্রিয়ের উচ্চাদর্শ জাতির সমক্ষে ধরিতেছি, আমাদের সঙ্কল্প যে অতি উচ্চ, নিতান্ত শত্রুও তাহা অস্বীকার করিবে না। বড়ই দুঃখের বিষয়, জনৈক বন্ধুর নিকট শুনিতে পাইলাম, অন্য দিকে কতগুলি উচ্ছৃঙ্খল কায়স্থ-সন্তান, জাতির কজ্জল স্বরূপ হইয়া কদাচারে কায়স্থ জাতির মুখ মসীলিপ্ত করিতেছে। তাহারা সদাচার গ্রহণ করিবে দূরে থাকুক, পদে পদে শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করিয়া নীচতা প্রকাশে গর্ব্বানুভব করিতেছে। অন্য শাস্ত্রাদেশ প্রতিপালন ত' দূরের কথা পিতৃ-মাতৃ বিয়োগে ব্রহ্মচর্য্য পালনও তাহারা আবশ্যক বোধ করে না—ম্লেচ্ছাচারে নিজেদের হীনত্ব জ্ঞাপন করে! সামাজিক শাসনে এই সব কুষ্মাণ্ডকে সৎপথে আনয়ন করা কি সম্ভব নয়? অথবা ইহাদের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করাই কি সমীচীন নয়? দুরাত্মাদের দৌরাত্ম্যে সমাজ অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে। অন্য জাতি উপহাস করিতেছে! স্বেচ্ছাচারীগণের স্বেচ্ছাচার দর্শনে সমাজের সদাচার বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। কায়স্থ-সভা ও কায়স্থ-সমাজের এদিকে দৃষ্টিপাত আবশ্যক। জাতীয় আচার ব্যবহার জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি যাহার আসক্তি নাই, জাতীয়তা বজায় রাখিতে যে জানে না, সে নিশ্চয় কাপুরুষ। জাতির বিশেষত্ব রক্ষা কল্পে যে যত্নবান্ সেই প্রকৃত মানুষ। কাপুরুষ দিগকে যে জাতি প্রশ্রয় দান করে, সে জাতিই কাপুরুষ হইয়া যায়। পুরাতন বর্ষের অনুশীলনে নব বর্ষের প্রারম্ভে আমরা বহু কথা বলিলাম, কায়স্থ জাতি এসম্বন্ধে চিন্তা করিলে—উদ্যম প্রকাশ করিলে—কার্য্যে পরিণত করিলে আমাদের বক্তব্য সার্থকতা লাভ করিবে। অন্যথা অরণ্যে রোদন মাত্র।

কায়স্থ মহোদয়গণ, গত বর্ষ আমাদের হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে; আমাদের কর্ম্ম শৈথিল্যজনিত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবার সুযোগ দিতে বর্ত্তমান বর্ষ সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। আসুন, সমবেত চেষ্টায় কর্ম্মের তুলিকায় নূতন বৎসরের

বক্ষোপরি গৌরবের ছবি আঁকিয়া দেই। ত্রুটী বিচ্যুতিগুলি সংশোধন করিয়া লইয়া অনুতাপের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি। নববর্ষে আমাদের চিত্ত নির্ম্মল ও উৎসাহপূর্ণ হউক—কাপট্য আমাদিগকে পরিহার করুক। কায়স্থ-সভার প্রস্তাব-গুলি কার্য্যে পরিণত করিতে যেন আমরা যথেষ্ট শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করিতে পারি। কায়স্থ জাতি ও কায়স্থ-সভার কর্ম্মশক্তিতে যেন কায়স্থ জাতির মুখ জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠে। আলস্য ঔদাস্য উপেক্ষা গতবর্ষের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া যাউক। কায়স্থ-সভার এমন কতগুলি সম্ভ্রান্ত সভ্য আছেন, যাঁহারা শ্যাম কুল উভয় রক্ষা করিতে চাহেন; পুরাতন প্রথা বজায় রাখিয়া নূতন প্রথার প্রতি মৌখিক প্রেম দেখান, নবপ্রথা প্রবর্ত্তন জন্য একেবারেই ব্যাকুলতা বর্জ্জিত; ভগবদ্চরণে প্রার্থনা করি, তাহাদের হৃদ্গত ভ্রান্তি তিরোহিত হইয়া সুবুদ্ধি উদয় হউক—জড়ত্ব অপনোদিত হইয়া কর্ম্মশক্তি জাগিয়া উঠুক; এই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্তেই কায়স্থ-সংস্কারকার্য্য কূর্ম্মগতি লাভ করিয়াছে। সত্য বলিতে কি, কায়স্থ-সভার বিরোধী-দলের শত্রুতাচরণে কায়স্থ-সমাজের যত না অপচয় হইতেছে, সভার সভ্যবৃন্দের উপেক্ষায় তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইতেছে! কায়স্থ-সমাজের সংস্কার জন্য যেরূপ আমরা উদ্যম প্রকাশ করিব, কায়স্থ-সমাজের দারিদ্র্য-সমস্যা সমাধান ও শিক্ষা বিস্তার জন্যও যেন তদ্রূপ যত্ন প্রকাশ করিতে ভুলিয়া না যাই। দারিদ্র্য ও অশিক্ষাই সমাজ সংস্কারের প্রাচীন রিপু। অনাচার কদাচার জনিত কায়স্থ কলঙ্ক যেন সদাচার প্রতিষ্ঠায় বিধৌত করিয়া ফেলিতে শক্তি লাভ করি। সর্ব্বোপরি স্বধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও মানব নীতির প্রতি শ্রদ্ধা যেন প্রত্যেক কায়স্থের হৃদয়ে স্থানলাভ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের উদ্বোধক হয়। আগামী বর্ষে যেন আমরা স্মিত মুখে উচুবুকে বলিতে পারি;—"কর্ম্মশীলতায় কায়স্থ জাতি গৌরবের মুকুট শিরে ধারণ করিতে পারিয়াছে। আলস্য ঔদাস্যের ত্রুটী বিচ্যুতির কলঙ্ক-কালিমা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ভীরুতা পরমুখাপেক্ষিতা তাহার কাছেও ঘেঁশিতে সক্ষম হয় নাই। স্বধর্ম্ম স্বকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সে ধন্য হইয়াছে।" মহাশক্তি তাহাই করুন—আমাদের মনোবাঞ্ছা সফল হউক। নববর্ষে নব-শক্তির দ্বারে এই একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

———

কায়স্থ।

"কায়স্থ শব্দের নাম নিরুক্তি" এবং "শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের দেবত্ব" সম্বন্ধে তিনটী প্রবন্ধ কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। গত বর্ষের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম-নিরুক্তি প্রবন্ধ তর্কের মূল। প্রাচ্যবিদ্যার্ণব, শব্দরত্নাকর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধের প্রতিবাদ লেখেন এবং শাস্ত্রী মহাশয়ও প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর লেখেন। উভয় প্রবন্ধই কায়স্থ-পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। আবার তাঁহারা তাঁহাদের মত সমর্থন করিয়া পুনর্ব্বার প্রবন্ধ লিখিয়া কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। তর্ক অনন্ত; কেবল তর্ক দ্বারা সকল বিষয়ের সত্য পাওয়া যায় না। সত্যের অনুসন্ধানে সত্যের প্রতি প্রেম আবশ্যক, তর্কে জিগীষা প্রায়ই সত্যের লোপের মূল। তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের প্রবন্ধ দুইটী প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করি না। আশা করি তাঁহারা আমাদের এই ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

প্রাত্নতাত্ত্বিক বিষয় মাত্র জটিল। "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্"; পুরাণাদিতে মোটামুটি পাঠে অনেক বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়, বহুশত বর্ষ বাদে তাহাদের ব্যাখ্যাও সহজ নহে। সুতরাং শাস্ত্রী ও বিদ্যার্ণব মহাশয়দ্বয়ের মতভেদ অসম্ভব নহে। আমরা "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত মনে করি। নূতন একটা কথার সত্যতা বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত গ্রহণ করা যায় না। কায়স্থ জাতি ব্রহ্মকায়া হইতে উৎপন্ন, চিত্রদেবের সন্তান; চিত্রদেব দেবতা ও যম হইতে বিভিন্ন দেবতা, এই আমাদের বহুকালের সংস্কার। সে সংস্কার পরিবর্ত্তনের উপযোগী প্রমাণ আমরা এখনও পাই নাই। কখন পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। পদ্মপুরাণ আধুনিক পুরাণ নহে; তাহাতে যে—

"ক্ষণং ধ্যানস্থিতস্যাস্য সর্ব্বকায়াৎ বিনির্গত।
চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাতো ধর্ম্মরাজ সমীপগঃ॥
ব্রহ্মকায়েদ্ভেবো যস্মাৎ কায়স্থো জাতিরুচ্যতে।
নানা গোত্রাশ্চ তদ্‌বংশ্যা কায়স্থ ভুবি সন্তি বৈ॥"

শ্লোকদ্বয় আছে, তাহা প্রক্ষিপ্ত মনে করিবার কোন কারণ নাই। শাস্ত্রী মহাশয় পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ড হইতে যে চতুঃশ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাও যে প্রক্ষিপ্ত তাহারই বা প্রমাণ কি? পদ্মপুরাণের প্রথমোক্ত দুইটী শ্লোকের সহিত শেষোক্ত দুইটী শ্লোকের অসামঞ্জস্য নাই। চিত্র বা চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মকায়া হইতে জাত, উভয়

হইতেই প্রতিপন্ন হয়। শেষোক্ত শ্লোক চতুষ্টয়ে বিচিত্র শব্দ বা নাম ব্যবহার পার্থক্যের লক্ষণ নহে। ভবিষ্য পুরাণ হইতে শাস্ত্রী মহাশয় যে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাদেরও পদ্মপুরাণের সহিত অসামঞ্জস্য নাই। (কায়স্থ-পত্রিকা ১৩২২ বৈশাখ ৩পৃঃ)। বস্তুতঃ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণের বচনই প্রামাণ্য। পুরাণ বচন গুলিতে উৎপত্তি ও নাম উভয়েরই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আমরা এসকল প্রমাণ ঠেলিয়া ফেলিতে পারি না। শাস্ত্রী মহাশয়ের অধ্যয়ন, জ্ঞান ও পরিশ্রমের জন্য কায়স্থ মাত্রই গৌরবান্বিত, তাঁহার গবেষণার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ; কিন্তু এখনও আমরা তাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি।

বাসস্থান বা ব্যবসা হইতে জাতির বা শ্রেণীর নামের উৎপত্তি অনেক স্থলেই লক্ষিত হয়। বর্ত্তমানকালে ঐতিহাসিক পন্থার অবলম্বন কালে—অধিকাংশ ইতিহাসক লেখক ও পুরাতত্ত্ববিৎ বাসস্থান বা ব্যবসার উপরই নির্ভর করেন। কিন্তু কেবল বাসস্থান বা ব্যবসায়ই নামের কারণ নহে। শ্রেণীর নাম সম্বন্ধে তাহা কারণ হইতে পারে, বর্ণের বা প্রধান প্রধান জাতির নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক মতদ্বৈধ আছে। কায়দেশ হইতে কায়স্থ নাম হইয়াছে ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। কায় দেশই বা কোথায়? কাইথলই কি "কায়' দেশ? প্রত্যেক প্রশ্নেই জটিলতা। সিদ্ধান্ত করিতে অনেক সময়ই যুক্তির নির্ভর না করিয়া অনেকেই কল্পনার উপর নির্ভর করেন। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যে দেবনির্ম্মিত পবিত্র দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত। তন্মধ্যে কাইথল নামে দেশ আছে বটে। কিন্তু কাইথল যে পুরাণোক্ত কায়স্থ দেশ তাহা কিরূপে জানা যাইতে পারে? ইহাই ব্রহ্মকায় তাহারই বা অখণ্ডনীয় প্রমাণ কি? ঋক্‌বেদ ৮।৪ হইতে ১৭।১৮ পদ উদ্ধৃত করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, ব্রহ্মাবর্ত্তে এক চিত্র রাজা ছিলেন। চিত্র নামে একাধিক রাজার অস্তিত্ব অসম্ভব নহে। বেদোক্ত এই চিত্র রাজা যে কইথল প্রদেশে রাজত্ব করেন ও তিনিই যে কায়স্থ জাতির পূর্ব্ব-পুরুষ ছিলেন ইহারই বা প্রমাণ কি? আমাদের বহুকালের বিশ্বাস কায়স্থ জাতি আছে যতকাল চন্দ্রসূর্য্যগগনে, "যাবদ্‌মেরুস্থিতে দেবাঃ যাবৎ গঙ্গা মহীতলে।" কায়দেশ ও কইথল প্রদেশ একই, চিত্র রাজাই কায়স্থ জাতির আদিপুরুষ, চিত্রগুপ্তও তিনি কইথলে রাজত্ব করেন, তিনটীরই শাস্ত্রী মহাশয় যে প্রমাণ দিয়াছেন, তদপেক্ষা আরও অধিক প্রমাণ আবশ্যক। পরম্পরাগত প্রবাদ ভিত্তিহীন হইতে পারে, কিন্তু প্রবাদ মিথ্যা, অলীক ইহা যতকাল বিশিষ্টভাবে প্রমাণিত না হয়, ততকাল আমরা প্রবাদের বিরুদ্ধে মত দিতে পারি না। আমরা Provincial Gazetteer বা District Gazetteers লইয়া কচ্‌কচি করিতে প্রস্তুত নহি। Gazetteersএ

অনেক ভুল থাকে, অনেক অমূলক শোনা কথা থাকে। কপিস্থল হইতে কাইথল নাম হইয়াছে কি না তাহা আমাদের বিচার্য্য নহে। আমরা তাহা অপ্রাসঙ্গিক মনে করি। অগ্রে কাইথল যে কায়দেশ তাহাই প্রমাণের বিষয়।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব দেবতা কি মানব? চিত্ররাজা মানব ছিলেন; আমরা চিত্রগুপ্তদেবকে আবহমান কাল দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি। তিনি যমের সহকারী।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

গৌড় কাহিনী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আত্ম-কথা।

"বরিষার কালে, সখি, প্লাবন পীড়নে
কাতর প্রবাহ ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারি রাশি দুই পাশে; তেমতি যেমন;
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।"

(মেঘনাদবধ কাব্য।)

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরী এক্ষণে মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে। তাহার প্রাচীন সমৃদ্ধির নিদর্শন গুলি নির্দ্দয় কাল ধীরে ধীরে কঠোর হস্তে চিরকালের জন্য মুছিয়া ফেলিয়াছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টকমালা—খণ্ড খণ্ড প্রস্তরসমূহ—সমুচ্চ ভূমি-খণ্ড—সর্ব্বোপরি, মহাস্থান দুর্গের প্রাচীর ও পরিখা এবং তন্মধ্যস্থ ও সন্নিহিত বিহার, স্তূপ, সঙ্ঘারাম, মন্দির ও দীর্ঘিকাগুলির ধ্বংসাবশেষ ব্যতিত এই গৌরবময়ী নগরীকে পরিচিহ্নিত করিবার এক্ষণে আর কোন উপায় নাই। কিন্তু আমরা যে সময়ের আখ্যায়িকা বর্ণনা করিতেছি, তৎকালে এই নগরীর সমুচ্চ সুদৃঢ়, দুর্ভেদ্য প্রাচীর ও সুগভীর সুবিস্তৃত পরিখা বেষ্টিত সুরক্ষিত দুর্গ—স্থবির স্থবিরা ভিক্ষু ভিক্ষুনী, উপাসক উপাসিকা সমাবৃত অভ্রভেদী স্তূপ বিহার ও দেবালয়সমূহ—বৃক্ষচ্ছায়া সমন্বিত সরল সুপ্রশস্ত বর্ত্মশ্রেণী—শ্রেণীবদ্ধ সমুচ্চ সুদৃশ্য সৌধমালা—নানা-দেশীয় দ্রব্য সম্ভারপূর্ণ সুসজ্জিত বিপনীশ্রেণী—নাগরিকগণের অতুল ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত

তড়াগ-বিটপী-সমাচ্ছাদিত ভবন বিভব, এবং তাহাদের মার্জ্জিত রুচি ও জীবনযাত্রা-প্রণালী বিদেশীয়গণকে বিমুগ্ধ করিত।

আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত যোদ্ধৃপুরুষ চতুষ্টয় যে তরণীতে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিতে দেখিতে তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া এই সমৃদ্ধিশালী নগরীর একটী ত্রিতল অট্টালিকার পাদমূলে আসিয়া সংলগ্ন হইল। আরোহীগণ কাল বিলম্ব না করিয়া নৌকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুতপাদ বিক্ষেপে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করত দেখিতে দেখিতে অট্টালিকার সর্ব্বোপরিস্থ তলে উপনীত হইলেন। তখন রজনী প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। অরুণের প্রাথমিক রশ্মিমালা অন্ধকার ভেদ করিয়া সবেমাত্র প্রকাশের উদ্যোগ আয়োজন করিতেছে। সুশীতল গন্ধবহ ধীরে ধীরে দ্বারে দ্বারে সুগন্ধ বহন করিয়া ফিরিতেছে। প্রভাতী বিহঙ্গম দল চতুর্দ্দিকের গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে সুমধুর সঙ্গীতলহরী সৃষ্টি করিতেছে। সেই সৈনিকবেশী পুরুষগণ সেই সময় সেই উন্মুক্ত গগণতলে সেই সুপ্রশস্ত ছাদের উপরিভাগে ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিলেন, এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই পরস্পর কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত প্রথম যোদ্ধা বলিলেন "মহাবীর সুরথসেনের পুত্র! অদ্য হইতে আপনি আমাদের বন্ধু শ্রেণীতে পরিগণিত হইলেন। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আপনাকে আমাদের পরিচয় প্রদান করা উচিত। রাষ্ট্রকুট বংশীয় অঙ্গাধিপ মহনদেবের নাম বোধ হয় আপনার অবিদিত নহে—সেই মহাবীর মহনদেব আমার পিতৃব্য—আমার নাম নাম শিবরাজ। আর আমার সঙ্গীদ্বয় অপর কেহই নহেন—স্বয়ং অঙ্গাধিপ মহনদেবের পুত্র। ইহাদের নাম কাহ্নুরদেব ও সুবর্ণদেব। ইহারা উভয়েই অঙ্গরাজ্যের মহামাণ্ডলিক—আমার সর্ব্ববিপদে সহায় ও সর্ব্বকার্য্যে দক্ষিণহস্ত। মহাকুমার শূরপালদেব ও রামপালদেবের উদ্ধার সাধন আমাদের ব্রত। সম্প্রতি সেই ব্রত উদ্যাপনার্থ আমাদের এখানে আগমন। সহসা অতর্কিত ও প্রত্যাশিতভাবে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আমরা অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ ও বিস্ময়াপনোদন করিতে বোধ হয় আপনার আপত্তি নাই।"

শিবরাজ নীরব হইলেন। অঙ্গরাজ্যের মহাপ্রতীহার শিবরাজ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও নীতি কুশলতায় তৎকালে সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ ব্যক্তির ও অঙ্গরাজ্যের মহাকুমার দ্বয়ের সহিত আকস্মিক সম্মিলন ও আকস্মিক বন্ধুতা সংঘটিত হওয়ায় যুবক কেদারেশ্বর প্রথমতঃ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন—তৎপর মনে মনে সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিলেন। পরিশেষে ধীরে ধীরে স্বকীয় জীবন কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। কেদারেশ্বর বলিতে লাগিলেন "মহাত্মন্!

আমার নাম কেদারেশ্বর। আজ আমি অনাথ—নিসম্বল, কিন্তু আমার জীবন স্রোত চিরকাল এইরূপ ভাবে প্রবাহিত হয় নাই। আমি বীরাগ্রণ্য ঐশ্বর্য্যশালী পিতার একমাত্র বংশধর ছিলাম। পিতা সুরথসেনের কথা পূর্ব্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি। আমার বাল্যকাল নানাপ্রকার সুখ সৌভাগ্যের মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। পিতা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন—কিন্তু তাই বলিয়া আমার সুশিক্ষা বিধানে ত্রুটী করেন নাই। তিনি স্বয়ং নিজহস্তে আমাকে সর্ব্বপ্রকার সামরিক কৌশল শিক্ষা দিতেন। তাঁহার অপূর্ব্ব শিক্ষাগুণে আমি অল্পবয়সেই অশ্বারোহণে সুপটু হইয়াছিলাম। অসি ও বর্শা সঞ্চালনে আমার সমবয়স্কগণের মধ্যে কেহই আমার সমকক্ষ ছিল না। শুনিয়াছি, পিতামহ রুদ্রশেখর সেনের দুই পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠ অল্পবয়সেই সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়া, ভগবান্ বুদ্ধদেবের সম্বোধিমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক সংসার ত্যাগী হইয়াছিলেন—তাঁহাকে আমি কখনও দেখি নাই। কনিষ্ঠ সুরথসেন আমার পিতা। তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন দুর্গের অধ্যক্ষ, জম্বুগ্রামের মহাসামন্ত, পালরাজ (৩য়) বিগ্রহ পালদেবের সমগ্র সামন্তচক্রের চূড়ামণি ও গৌড় কায়স্থ-মণ্ডলীর শিরোমণি ছিলেন। আমাদের বংশ পুরুষানুক্রমে বহুরণক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ শৌর্য্যপ্রভাবে পরাক্রান্ত পাল-সাম্রাজ্যের শুভ্রযশঃ-সৌরভ দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল। মহারাজ বিগ্রহ পালদেব (৩য়) পিতা সুরথসেনকে স্বীয় দক্ষিণবাহুস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। দহলাধিপতি প্রতাপশালী কর্ণের সহিত যখন মহারাজ বিগ্রহপাল-দেবের ভীষণ সমর আরম্ভ হয়, তৎকালে যাঁহারা পিতৃদেবের অসাধারণ পরাক্রম অবলোকন করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিতেন, তিনি পূর্ব্বকালীন রাজা সুরথের ন্যায় বল বীর্য্য ধারণ করিতেন। বস্তুতঃ, তৎকালে গৌড়মণ্ডলে তাঁহার ন্যায় বীর একান্ত সুদুর্লভ ছিল। তিনি ভুজবল-প্রভাবে কর্ণদেবকে কেবলমাত্র সমরে পরাজিত করিয়াই যে ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার সূক্ষ্ম রাজনৈতিক কৌশলে সন্তুষ্ট হইয়া, রাজা কর্ণদেব স্বীয় লাবন্যবতী দুহিতা যৌবন শ্রীকে বিগ্রহপালদেবের হস্তে সম্প্রদান করিয়া গৌড়রাজবংশের সহিত স্থায়ী আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ফলকথা, কি রণচাতুর্য্যে,—কি কূটরাজনীতিক্ষেত্রে তৎকালে পিতৃদেব বহুবিস্তৃত পাল-সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন।

কালক্রমে ধর্ম্মনিষ্ঠ বিগ্রহপালদেব অন্তিমশয্যায় শয়ন করিলেন। তৎপুত্র "অনীতিকারন্ত" মহীপালদেব (২য়) পাল-সিংহাসনে গ্রহণ করিয়া নানা প্রকার দুষ্কার্য্যে নিরত হইলেন। পাল-সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ সামন্তরাজগণ কেহ পদ-চ্যুত—কেহ বিষয়চ্যুত—কেহ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত—কেহ বা কারারুদ্ধ হইতে

লাগিলেন। অরাজকতার ছায়াসম্পাতে সমগ্র বরেন্দ্রমণ্ডল এক অনাগত বিপদের আশঙ্কায় প্রমাদগণিতে আরম্ভ করিল। লোকের ধন-প্রাণ-মান-সম্ভ্রম দুর্নীতিপরায়ণ স্বার্থান্ধ নব্য রাজকর্ম্মচারীগণের হস্তে অবিরত লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। মহারাজ গোপালদেবের (১ম) নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে গৌড়বঙ্গে যেরূপ "মাৎস্যন্যায়ের" আবির্ভাব হইয়াছিল, পুনরায় চতুর্দ্দিকে সেই সমুদয় লক্ষণ-সমূহ দেখিয়া বিজ্ঞপ্রজাগণ আতঙ্কে আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল—সাধারণ প্রজাগণ অনবরত হাহাকার করিতে লাগিল। এই সময় কূটবুদ্ধি দুর্নীতিপরায়ণ নব্যসচিবগণের কুপরামর্শে মহারাজ মহীপালদেব মহাকুমার শূরপালদেব ও "সর্ব্ব-সম্মত" কনিষ্ঠ মহাকুমার রামপালদেবের গর্হিত উপায়ে প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া গুপ্তষড়যন্ত্রমূলে তাঁহাদিগকে ধৃত করত উভয়কে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন, এবং মহারাজের সেই দুষ্কর্ম্মের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া তেজস্বী পিতৃদেব রাজরোষে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ও বিষয় সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইলেন। পিতার মৃত্যুতে মাতা অশোকা-দেবী সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া—সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া—পিতৃবন্ধু মথুরাপুরের সামন্ত মহানুভব সোমেশ্বরসিংহের হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়া—পিতার সহিত সহমৃতা হইলেন। তৎকালে আমি সপ্তদশবর্ষীয় বালকমাত্র। সে সময়ের নিদারুণ স্মৃতি আমার চিত্রপটে আজও চিরউজ্জ্বল রহিয়াছে—মর্ম্মে মর্ম্মে তাহার সমুজ্জ্বল চিত্র খোদিত হইয়া রহিয়াছে—আর তাহা প্রাণে এক নিদারুণ প্রতিহিংসা জাগরিত রাখিয়াছে।

এইরূপে অকালে অকারণে পিতৃমাতৃহীন হইয়া, আমি পিতৃ-সুহৃদ সোমেশ্বর সিংহের আশ্রয়ে আগমন করিলাম। বৃদ্ধ সামন্ত সোমেশ্বরসিংহ আমাকে পুত্রবৎ স্নেহে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু ভগবান তাহাকে পুত্রহীন করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা মাধবীই তাবৎ বাৎসল্যের অধিকারিণী ছিল। মাধবী যখন দুইবৎসরের শিশু তখন, তাহার মাতা পরলোকগমন করেন—কিন্তু সোমেশ্বরসিংহ পুনরায় দারপরিগ্রহ না করিয়া তদবধি শিশু কন্যার প্রতিপালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাধবী অনিন্দ্য সুন্দরী ছিলেন। তদুপরি পিতার শিক্ষাগুণে নানা প্রকার সদ্‌গুণরাজি অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমার আগমনের পর হইতেই আমাদের মধ্যে বিশেষ প্রণয় জন্মিতে লাগিল। তারপর যতদিন যাইতে লাগিল ততই মাধবীর সহিত আমার প্রণয় গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। মাধবীর সংস্পর্শে বাস

করিয়া আমি আমার পূর্ব্বস্মৃতি ক্রমশঃ বিস্মৃত হইতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে কালসাগরে ছয়টী সুদীর্ঘমাস নিরুদ্বেগে ও আমার অজ্ঞাতসারে বিলীন হইয়া গেল। এক দিন আশ্রয়দাতা সোমেশ্বরসিংহ কথা প্রসঙ্গে তাঁর একটী আত্মীয়কে বলিতে ছিলেন "কেদারেশ্বরের পিতার সহিত আমার অভিন্নহৃদয় ছিল। আমার ধনসম্পত্তি ও অভ্যুদয়ের মূলকারণ বন্ধু সুরথসেন। কেদারের হস্তে আমার প্রাণপ্রতিমা মাধবীকে সম্প্রদান করিতে পারিলে আমার শেষ জীবনের সকল অভিলাষ ও কর্ত্তব্য পূর্ণ হয়।" তৎকালে আমি ঐ গৃহের বাহিরে লতামণ্ডপে বসিয়া মাধবীর নিমিত্ত একটী পুষ্পমাল্য রচনা করিতে ছিলাম—সহসা সেই কথা কয়টী আমার 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করিল। মনে মনে ভাবিলাম 'মাধবীর ন্যায় পত্নীলাভ অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে?' যাহার কথা শয়নে স্বপনে ভাবিয়া থাকি—যাহার সহিত বিচ্ছেদ কল্পনা করিতেও অন্তর ব্যথিত হয়—যাহার শুভ্র মুখশ্রী কল্পনার ন্যায় সুন্দর—যাহার সরল উদার ব্যবহার শিশুহৃদয়ের ন্যায় অকপট ও মধুর—সেই মাধবী সত্য সত্যই আমার—একান্ত আমার হইবে, ইহা মনে করিতে আমার শরীর প্রকৃতই পুলকে রোমাঞ্চিত হইল—ভগবানকে অন্তরের সহিত অগণ্য ধন্যবাদ দিলাম। সেই অবধি আশা কুহকিনী এক উজ্জ্বল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমার হৃদয় মনঃ অধিকার করিয়া বসিল—কল্পনার আলোকে আমার ভবিষ্যৎ জীবন এক নবীন আকার ধারণ করিল। হায়! তখন বুঝি নাই—এই দুরাশাই আমার সর্ব্বপ্রকার কষ্টের—সর্ব্বপ্রকার অশান্তির কারণ হইবে!

ক্রমে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল—সকলেই বুঝিল—সকলেই জানিল—মাধবীও জানিল ও বুঝিল, মাধবীর সহিত আমার বিবাহ হইবে। ক্রমে বিবাহের শুভ দিন পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ হইয়া গেল—কেবল বিবাহই বাকী। কিন্তু হায়! মানব গড়ে—বিধাতা ভাঙ্গেন। এ সংসারে মানবের কয়টি আশা পূর্ণ হয়—কয়টি স্বপ্ন সফল হয়—কয়টি বাসনা চরিতার্থ হয়—কয়টি আকাঙ্ক্ষা সার্থক হয়? আশা মরিচীকার ন্যায় আমাদিগকে প্রলুব্ধ করে,—আকাশ কুসুমের ন্যায় আমাদের অন্তরের সুপ্তবাসনাগুলি জাগাইয়া দেয়,—তারপর আমাদিগের সম্মুখে নিষ্ফলতা—পরিত্যাগ ও বেদনার হুতাশন জ্বালাইয়া দিয়া দূরে দূরে অট্টহাস্য করে। আমার আশার পরিণামও তাহাই হইল। শুনিতে চান কি হইল? সহসা একদা মধ্যাহ্ন আহারের পর বৃদ্ধ সোমেশ্বরসিংহ অদ্ভুত রোগে আক্রান্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন—বহু চেষ্টা, বহু শুশ্রূষা, বহু চিকিৎসাতেও সে

মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল না—তাঁহার শেষ জীবনের বাসনা অতৃপ্তই রহিয়া গেল, সেই দিবসেই দেখিতে দেখিতে তিনি মাধবীকে কাঁদাইয়া—আমাকে কাঁদাইয়া—বন্ধু-বান্ধবকে কাঁদাইয়া—গ্রামবাসিগণকে কাঁদাইয়া—প্রজাপুঞ্জকে কাঁদাইয়া ইহ-লোকের নাট্যশালা হইতে প্রস্থান করিলেন। সেই দিন এই বিরাট সংসারে মাধবী অনাথা হইল—আমিও পুনরায় অনাথ হইলাম। হায়! তখন বুঝি নাই মাধবীর ভালবাসায় আমার এক প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়াছিল।

হরিপাল নামক এক যুবক মহানুভব সোমেশ্বরসিংহের এক কর্ম্মচারী ছিল। সোমেশ্বর সিংহের যাবতীয় বিষয় সম্পত্তির পরিচালনার ভার এই যুবকের উপর ন্যস্ত ছিল। তাহার কার্য্যপটুতা ও বিষয়বুদ্ধিও অসাধারণ ছিল। হরিপাল লোকও নিতান্ত মন্দ ছিল না। কিন্তু যেরূপ আপদ্‌কাল উপস্থিত না হইলে বান্ধবকে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না, তদ্রূপ পরীক্ষাস্থল উপস্থিত না হইলে লোক-চরিত্রেরও সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না। যতদিন সোমেশ্বরসিংহ জীবিত ছিলেন, ততদিন হরিপাল সমুদয় কার্য্য নিরতিশয় শৃঙ্খলা ও সততার সহিত নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিল। এমন কি, তাহার কার্য্য দক্ষতায় সোমেশ্বরসিংহের বিষয় সম্পত্তির যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল এবং তাহার কার্য্যে অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বৃদ্ধ সোমেশ্বরসিংহ একরূপ নিশ্চিন্ত ছিলেন। যুবক হরিপাল যে মনে মনে মাধবীকে আকাঙ্ক্ষা করিত, তাহা বৃদ্ধ সোমেশ্বরসিংহের মনে আদৌ স্থান পায় নাই।

সোমেশ্বরসিংহের আকস্মিক মৃত্যুর পর হইতে হরিপালই তাঁহার বিপুল সম্পত্তির একমাত্র কর্ণধার হইল। দেখিতে দেখিতে কতিপয় মাস চলিয়া গেল, ক্রমে সর্ব্বময় প্রভুত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ বুঝিয়া হরিপালের দুরাকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। তদ্ব্যতিত তাহার মনোমধ্যে এক দুর্দ্দমনীয় লোভ আসিয়া তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি অভিভূত করিয়া ফেলিল,—দরিদ্রের পক্ষে সে দুরাকাঙ্ক্ষা—সে লোভ সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল। যুগপৎ মাধবীর ন্যায় স্ত্রী ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবার এমন সুবর্ণ সুযোগ পরিত্যাগ করা সুচতুর হরিপাল সমীচীন বোধ করিল না—ইচ্ছা থাকিলেও পারিল না।

ক্রমে যতই দিন যাইতে লাগিল, হরিপালের মনোগত অভিপ্রায় তাহার কার্য্যকলাপের মধ্য দিয়া—আচরণ ব্যবহারের মধ্য দিয়া—কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হইতে লাগিল। সংসারে মাধবীর নিকট সম্পর্কীয় কেহ ছিল না—দূরবর্ত্তী যাহারা ছিল, হরিপালের প্রলোভনে, কতকটা ভয়ে বাধ্য হইয়া তাহার

সহায়ক হইয়া উঠিল,—দাসদাসী, কর্ম্মচারীগণ সময় বুঝিয়া হরির পক্ষ অবলম্বন করিল। এই সময় আর একটী সুযোগ উপস্থিত হইয়া হরির কার্য্যসিদ্ধির পথ অনেকটা সুগম করিয়া তুলিল। হরির পরম সুহৃদ বারেন্দ্র কৈবর্ত্তগণের নায়ক শক্তিশালী 'ভীম' এই সময় মহাস্থান দুর্গের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলেন, এবং রাজ সংস্কারে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইতে লাগিল। সুতরাং ভীমের সহায়তা লাভ করিয়া রাজসভাতেও তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে কেহ সাহসী হইল না। এই প্রকারে সকলকে হস্তগত করিয়া হরিপাল স্বীয় অভিসন্ধি সিদ্ধির পথ প্রকাশ্যে পরিষ্কার করিতে অগ্রসর হইল। একদিন হরি স্বীয় কক্ষে আমাকে নির্জ্জনে ডাকাইয়া বলিল "কেদার! এক্ষণে তোমাদের ভবিষ্যৎ পথ উন্মুক্ত করিয়া লওয়ার ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। এখানে অপরের গৃহে আলস্যে কালহরণ না করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা সুব্যবস্থার চেষ্টা এখন হইতে করা উচিত। অপরের গলগ্রহ হইয়া থাকা তোমার ন্যায় গর্ব্বিত যুবকের কিছুতেই উচিত নহে। তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে লক্ষ্য করিয়াই আমি তোমাকে কথাগুলি বলা আবশ্যক বোধ করিলাম।

হরিপালের নিকট ইদানীং এইরূপ প্রস্তাব প্রত্যহই আশা করিতেছিলাম।—সুতরাং সে দিনের সেই নিদারুণ বাণীর নিমিত্ত আমি অপ্রস্তুত ছিলাম না। মথুরাপুর ক্রমশঃ আমার পক্ষে বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিতেছিল—হরিপালের ব্যবহার দিনের পর দিন আমার অপ্রীতিকর হইয়া উঠিতেছিল—আমার মনের শান্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল। হরিপালের সেই স্বার্থ বিজড়িত ঘৃণিত বাক্যের প্রত্যুত্তর না দিয়া রোষে ও ক্ষোভে শরবিদ্ধ মৃগের ন্যায় সেই কক্ষ হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিলাম—মনে দারুণ আত্মগ্লানি জাগিয়া উঠিল—মনে মনে সেই দিন, সেই মুহূর্ত্তেই মথুরাপুর পরিত্যাগ করিয়া অকূল সংসার সাগরে ঝাঁপ দিতে কৃত সঙ্কল্প হইলাম।

তখন অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যদেবের লোহিতাভা পশ্চিম গগনে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ঘনপল্লবিত বৃক্ষশীর্ষে—উপবনের কুঞ্জ মুহে—সরোবরে মৃদু পবন সঞ্চালিত সলিলরাশিতে—ঊর্দ্ধে দ্রুত সঞ্চরণশীল মেঘমণ্ডলে প্রতিফলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে এক অভিনব মনোহর স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। উন্মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গমগণ সুনীল উদার অনন্ত আকাশে কেমন স্বাধীন নির্ভীকভাবে নিরুদ্বেগে ছুটাছুটি করিতেছিল। আমার মনটা কেমন উদাস হইয়া গিয়াছিল—সংসারের সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ও মায়া মমতার শৃঙ্খল অসহ্য বোধ হইতে

লাগিল—বিপুল ধরণী পৃষ্ঠে ঐ গগন বিহারী পাখিগুলির মত ছুটিয়া বেড়াইবার এক দারুণ অভিলাষ প্রাণে জাগিয়া উঠিল—তাড়াতাড়ি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম—যেখানে এই সুদীর্ঘ অর্দ্ধ বৎসর কাটাইয়াছি, যাহার প্রতি প্রাচীরের, প্রতি নিভৃত কোণের, প্রতি দ্রব্যের সহিত কত স্মৃতি, কত স্বপ্ন, কত আশা আকাঙ্ক্ষা জড়িত হইয়া গিয়াছে। তাহা আজ হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ বিজন অরণ্যের ন্যায় ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। আর বিলম্ব করিলাম না—বেশ পরিবর্ত্তন করিলাম না—সাগ্রহে পিতৃদত্ত খড়্গখানি গ্রহণ করিলাম, এবং অন্যের অলক্ষিতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার ধূসরচ্ছায়া সমগ্র জগতে ঘনাইয়া আসিতেছিল। অদূরে ভৈরবেশ্বরের আরতি ঘণ্টা ঢং ঢং শব্দে বাজিতেছিল—ধূপ ধুনার সৌরভে চতুর্দ্দিকে আমোদিত হইয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু আমার সে আরতির দিকে মন ছিল না। তথাপি সেই দিকে উদ্ভ্রান্তচিত্তে মাধবীর অন্বেষণে ছুটিলাম। তথায় মাধবী—এ সংসারে আমার একমাত্র সুখ দুঃখ ভাগিনী মাধবী—ঝটিকা বিক্ষুব্ধ জীবন তরণীর একমাত্র ধ্রুবতারা মাধবী প্রতিদিনের ন্যায় সে দিনও আমার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছিল। চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত অসংখ্য প্রদীপ মালার উজ্জ্বল স্নিগ্ধ-রশ্মি-সম্পাতে তাহার বদনমণ্ডল অপ্সরীর ন্যায় সুন্দর দেখাইতেছিল—তাহার তখনকার ভক্তিপূর্ণ মুখমণ্ডলে এক অপার্থিব সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হইতেছিল। প্রতিদিনের ন্যায় ধীরে অতি ধীরে তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিলাম। তাহার সুকোমল হস্তে হস্ত রাখিয়া প্রাণের দারুণ বেদনার মর্ম্মভেদী করুন-কাহিনী-সমূহ—অনাগত জীবনের মোহময় আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নগুলি—দূর ভবিষ্যতের নবীন জীবনের কল্পনা পরম্পরা একে একে তাহাকে জানাইলাম। হৃদয়ের ভার কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হইল—মাধবীর দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তারপর—তারপর কি হইল, তাহা বলিবার আবশ্যক করে না—আমি দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য উন্মাদের ন্যায় এই বিশাল সংসার সমুদ্রে—রহস্যপূর্ণ জনসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম।"

বক্তা এইখানে ক্ষণকালের নিমিত্ত চুপ করিলেন—তাঁহার হৃদয় আবেগে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল—শ্রোতাত্রয়ের চক্ষুও জলপূর্ণ হইয়া উটিয়াছিল। কিয়ৎ কাল নীরব থাকিয়া অতি কষ্টে আত্ম-সম্বরণ করিয়া কেদারেশ্বর পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"মহাত্মাগণ! তদবধি দেখিতে দেখিতে ছয়টি সুদীর্ঘ মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। সময়ের মধ্যে কত দেশ—কত তীর্থ—কত গিরি—কত কান্তার

ভ্রমণ করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই—কত লোকের সহিত মিশিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই। অবশেষে বাত্যাবিতাড়িত মেঘমণ্ডলের ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া এক দিন বরেন্দ্র মণ্ডলের অন্তর্গত অভ্রভেদী চূড়া সমন্বিত বিখ্যাত মৃগস্থাপন স্তূপ সন্নিধানে উপনীত হইলাম। স্তূপের বর্ণ শ্বেত—উপরিভাগে ছত্র, উহা হইতে দুই দিকে দুই খানি পতাকা বিলম্বিত। স্তূপের অধোভাগে পদ্ম রচিত ছয়টী ছাদ—উপরিভাগে গম্বুজ। গম্বুজের পুরোবর্ত্তি স্থানে বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত—মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে দুইজন উপাসিকার মূর্ত্তি। শ্বেত মর্ম্মর খচিত সুদৃশ্য সোপানশ্রেণী নদী বক্ষ হইতে স্তূপের পাদমূল পর্য্যন্ত বিন্যস্ত। অনন্ত নীলাকাশে চন্দ্র উদিত হইয়াছিল। নদীর অপর পারে ঘনকৃষ্ণবনরেখা। অদূরে শুভ্র জ্যোৎস্না-স্নাত বালুকারাশি—নিম্নে দোলয়মান তরঙ্গ রাশি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল। দূরে শ্মশান বক্ষে সংসারের অনিত্যতা—ভোগ বিলাসের অনিত্যতা—প্রেমের অনিত্যতা—ঐশ্বর্য্যের অনিত্যতা—সর্ব্ব বিষয়ের অনিত্যতা দেখাইয়া চিতানল ধূ ধূ জ্বলিতে ছিল। আমি ধীরে ধীরে সেই সোপানশ্রেণীর উপরিভাগে ক্লান্ত দেহে উপবেশন করিলাম—তখন মন উদাস হইয়া গিয়াছিল—শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল—সংসারের প্রতি একটা তীব্র অবজ্ঞা—প্রাণের প্রতি একটা নিদারুণ নির্ম্মমতার ভাব উপস্থিত হইয়াছিল—সেই বিমল জ্যোৎস্নালোকে, স্রোতস্বিনীর সেই সুশীতল সলিল মধ্যে নশ্বর জীবন বিসর্জ্জন দিবার কল্পনা ধীরে ধীরে মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিতেছিল। সেই মুহূর্ত্তে—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে—সেই সহস্তে শুভ্র-জ্যোৎস্নালোকে সহসা এক কষায় পরিহিত সুদীর্ঘ সুপ্রশান্ত গম্ভীর জ্যোতির্ম্ময় স্থবির মূর্ত্তি সেই স্তূপ মূল হইতে আমার পার্শ্বদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। স্থবিরের আকৃতিতে কেমন এক অলৌকিক অতি মানুষিক অপার্থিব ভাব ফুটীয়া উঠিতেছিল—আমি তাঁহার বদন মণ্ডলে পিতার মুখচ্ছায়া দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। স্থবির ধীরে ধীরে আমার পার্শ্বে মর্ম্মর সোপানে উপবেশন করিলেন—ক্রমে ক্রমে আমার জীবনের করুণ-কাহিনী আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন। তারপর গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"বৎস! যতদূর দেখিতেছি, তোমার অদৃষ্টাকাশ ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে—তুমি অবিলম্বে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীতে গমন কর—তোমার অভীষ্ট সিদ্ধির পথ সুগম হইবে।" সেই সময়ে সেই বৃদ্ধ স্থবিরের গম্ভীর বাণী আমার কর্ণকুহরে দৈবাদেশের ন্যায় ধ্বনিত হইল, তাঁহার দিকে ফিরিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না—পুনরায় দেশে ফিরিবার আকাঙ্ক্ষা মনে জাগিয়া উঠিল—পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে

প্রবেশ করিবার অভিলাষ জন্মিল। সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজনীতে আমি স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সংকল্প করিলাম। তারপর বহু গ্রাম—বহু বনভূমি—বহু নদনদী অতিক্রম করিয়া অদ্য রজনীতে এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীতে উপনীত হইয়াছি—অতঃপর সৌভাগ্যক্রমে আপনাদের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া এই স্থানে আগত হইয়াছি।" এইখানে কেদারেশ্বরের আত্মজীবনের সকরুণ জটিল কাহিনী পরিসমাপ্ত হইল। তখন রজনীর অন্ধকার অন্তর্হিত হইয়াছে—প্রভাতের মৃদু মন্দ সুশীতল সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে—পূর্ব্বাকাশে উষার স্নিগ্ধালোক ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মহাকুমারত্রয় কেদারেশ্বরের সেই দুঃখময় করুণ কাহিনী একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিলেন—তাঁহাদের হৃদয় সমবেদনায় ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া মহাকুমার শিবরাজ বলিলেন "হতভাগ্য যুবক! তোমার রহস্যপূর্ণ আত্মকাহিনী আমাদের চিত্ত দ্রবীভূত করিতেছে—তোমার বিগত জীবনের দুঃখ পরম্পরা আমাদের হৃদয়ে সত্যসত্যই শেলবিদ্ধ করিতেছে। ভগবান্ আমাদের সহায় হউন—বৃদ্ধ স্থবিরের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হউক। সুরথ-সেনের পুত্র! তোমার আকৃতিতে তোমার পিতার তেজস্বিতা প্রকটিত হইতেছে—তোমার বাক্যে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা সূচিত হইতেছে—সত্য সত্যই তোমার অদৃষ্টাকাশ মেঘমুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। হে বীর! প্রকৃত বীরের ন্যায় অসি হস্তে স্বীয় পথ পরিষ্কার কর—শত্রুকে পদদলিত করিয়া উত্থিত হও। আমাদের ব্রতে ও তোমার ব্রতে প্রকৃত পক্ষে কোন পার্থক্য নাই। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, আমাদের অদ্যকার এই শুভসম্মিলন আকস্মিক ঘটনা নহে—এই সম্মিলন সেই পরম করুণাময় ভগবানেরই অভিপ্রেত। এক্ষণে মহাকুমার শূরপাল ও রামপালদেবের উদ্ধার সাধন অসম্ভব মনে হইতেছে না—অচিরে তাঁহাদের কারামুক্তি অবশ্যম্ভাবী। সঙ্গে সঙ্গে বরেন্দ্রভূমি পুনরায় মাৎস্যন্যায়ের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবে—প্রবলের হস্তে দুর্ব্বলের নির্য্যাতনের অবসান হইবে। আর সেই শুভদিনে তোমার সৌভাগ্যসূর্য্য সহস্র কিরণে সমুজ্জ্বল হইয়া পুনরায় বরেন্দ্রমণ্ডলে সমুদিত হইবে—তোমার শত্রুগণ বাত্যাবিতাড়িত তৃণদলের ন্যায় অন্তর্হিত হইবে।"

শিবরাজের গম্ভীর-কণ্ঠ নীরব হইল। সেই উন্মুক্ত ছাদের উপরিভাগে—সেই উদার, প্রশান্ত, অনন্ত গগণতলে তাঁহার প্রত্যেক বাক্য—প্রত্যেক শব্দ দৈববাণীর ন্যায় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা।

অর্থের আদর্শ ব্যয়।

সাম্প্রদায়িকতা মাত্রেই নিন্দনীয় নহে—সাম্প্রদায়িকতা মাত্রেই যে নিন্দনীয় একথা বলিতে পারা যায় না। বরং কদাচিৎ উহা যে সমাজের পক্ষে বরণীয়, উন্নতির সহায়ক তাহা ইতিহাস পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন। সমস্ত দেশটাকে তুলিতে হইলে উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশসমূহকে একে একে গঠন করিয়া লইলে যে সুফল ফলিবে, তাহা কে অস্বীকার করিবেন? বাহির হইতে ইহা যতই স্বার্থপরতার রংরঞ্জিত দেখা যা'ক না কেন, এহেন সম্প্রদায়গত উন্নতির চেষ্টা বস্তুতই স্বার্থপরতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া পরার্থপরতার আকাশে পক্ষবিস্তার করিয়া থাকে। ফলে সমগ্র দেশটা, সমগ্র জাতিটা এইভাবে জগতের কাছে এক নূতন রকমে আসিয়া উপস্থিত হয়। মোটের উপর চাই একটা সীমা। এই সীমাই রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সকল প্রকার সংস্কারের প্রকৃষ্ট পন্থা। যে সংস্কারক যখনই এই সীমা অতিক্রম করিয়া অসীমে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সমাজের বা দেশের উন্নতি সাধন নামে তিনি নৈরাশ্য ভিন্ন অন্যকিছু লাভ করিতে পারেন নাই। পুরাতন ভারতের সঙ্গে পুরাতন গ্রীসের এইভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া কার্য্য করা সম্পর্কে অনেকটা মিল বর্ত্তমান ছিল। ভারতবর্ষ সম্প্রদায়িকতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। ফলতঃ ভারতের উন্নতি বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা কি সেই পুরাতন প্রথার নিকট দায়ী নহে? গ্রীসদেশও তেমনি কতকগুলি 'League' বা দলে বিভক্ত ছিল, যাহাদের পরস্পর সম্প্রদায়গত উন্নতিই গ্রীসের তৎকালীন উন্নতির সমষ্টি। গ্রীসের সে উন্নতির পাশে কে স্পর্দ্ধা করিয়া দাঁড়াইতে পারেন? তাই আমরা বলিতে ছিলাম, সম্প্রদায়মাত্রেই হীনতার পরিচায়ক একথা যিনি বলিবেন, তিনি সত্যের অপলাপ করিবেনমাত্র।

সম্প্রদায়গত অর্থ সাহায্য উন্নতি মূল। জাতির উন্নতি বলিতে যাহা বুঝি, তাহা জাতির অর্থ সাহায্যের প্রতি অনেকটা নির্ভর করে। এবং ইহাও অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, সেই অর্থ কতকগুলি বিশিষ্ট সম্প্রদায় যখন তত্তৎ উন্নতির জন্য নিয়োজিত করিয়াছে, তখনই আশানুরূপ ফল লাভ হইয়াছে। সাধারণের শিক্ষা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়—কিন্তু ইহাতে আমরা দেখিয়াছি, যে জাতির যে সম্প্রদায়ই যখন উন্নত হইয়াছে—তাহা কেবলমাত্র তাহাদের স্বকীয় অর্থের দ্বারা। নতুবা সে উন্নতি লাভ হইত কি না সন্দেহ। সার্ব্বজনীন শিক্ষার জন্য, দেশময় জনসাধারণকে মানুষ করিবার জন্য অর্থ সাহায্য করা কয় জনের সাধ্য? অথবা

সাধ্য থাকিলেও যে প্রাণের অভাব সর্ব্বত্রই বিরাজমান, তাহা কে পূরণ করিতে সক্ষম হইবেন? এমতাবস্থায় স্বীয় শ্রেণীর জন্য, সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্যই যে আমাদের মত একটী বৃহৎ দেশের ধনীগণ অর্থ সাহায্য করিবেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা বাতুলতা মাত্র। শুধু আমাদের দেশ বলিয়া কেন, সকল দেশেই এই রীতি, এই নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। উন্নতি সাধন কর—পূর্ব্বে স্বীয় প্রতিবেশীর। পৃথিবী হয়তঃ তোমার পথই অনুসরণ করিতে পারে।

বঙ্গীয় কায়স্থ সম্প্রদায়ের অভাব। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়—বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সম্প্রদায়ের তদ্রূপ কোন উন্নতির সহায়ক অর্থ সাহায্য প্রাপ্তি নিতান্তই দুর্ব্বল। যদি কেহ একথার প্রতিবাদ করিয়া এস্থলে 'দুর্ব্বল' শব্দের বিলোপ করিতে চাহেন, তবে আমরা অবশ্য বলিব, ইহা নিতান্তই অপ্রচুর। কারণ অন্বেষণ করিলে বা প্রমাণ আবশ্যক হইলে আমরা গত Census Report উপস্থিত করিয়া বলিতে চাহি, কায়স্থের শিক্ষিতের জন সংখ্যা শত করা কত অল্প। ইহা শুধু এই কারণ সম্ভূত যে, কায়স্থের জনসংখ্যার তুলনায় ইহার শিক্ষার উন্নতিকল্পে অর্থ সাহায্য প্রাপ্তি অকিঞ্চিৎকর।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের আনুপাতিক উন্নতি—বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণের জন্ম সংখ্যায় ১০০ হইলে তন্মধ্যে শিক্ষিত ১০, মুসলমানের জনসংখ্যা ১০০ হইলে তন্মধ্যে শিক্ষিত ৬, বৈদ্য ১০০ হইলে শিক্ষিত ১২, কায়স্থ ১০০ হইলে শিক্ষিত৫, সুতরাং ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই—আনুপাতিক হিসাবে শিক্ষায় কায়স্থ সকলের নিম্নে। মুসলমান সম্প্রদায় স্বজাতির অর্থানুকূল্যে অতিদ্রুত গতিতে শিক্ষার পথে অগ্রসর হইতেছে—ইহা অতি সুখের বিষয়। অবশ্য তাহাদের সংখ্যা অতিঅল্প সন্দেহ নাই। এবং ইহাই তাহাদের জাতির উন্নতির সহায়ক যে তাহাদের জাতীয় অর্থ ঐরূপ সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যয়িত হইতেছে।

ব্রাহ্মণদের শিক্ষার আনুকূল্যে অতি পূর্ব্বকাল হইতেই সমাজে বিবিধ জনের বিবিধ অনুষ্ঠান বর্ত্তমান। আধুনিক সময়েও ইহা বিরল নহে। হিন্দু-সমাজের প্রাতঃস্মরণীয় কোন মহাত্মা একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতির শিক্ষার্থীদের আনুকূল্যে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অর্থ সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে ব্রাহ্মণদের দৈনন্দিন সাহায্য করিতেছে। ইহা অবশ্যই অতি আশার কথা ও বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই। এবং এরূপ দানই মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভে উন্নত করিয়া তুলে। এই সেদিন মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন শিক্ষিত নেতা স্বজাতির শিক্ষার নিমিত্ত বহু সহস্রমুদ্রা উৎসর্গ করিয়া মুসলমান জাতির মুখউজ্জ্বলতর করিয়াছেন।

বহু দিন হয়, কোন প্রতিষ্ঠাবান্ মুসলমান ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের হাতে বহু অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন; যাহার ফলে অদ্যাপি মুসলমান বিদ্যার্থীগণ উক্ত রাজকীয় বিদ্যালয়ে অতি অল্প বেতনে শিক্ষা লাভের অধিকার ভোগ করিতেছেন। এরূপ না হইলে কি আর জাতির উন্নতি সাধিত হয়?

অর্থের আদর্শ ব্যয়:—তাই আমরা বলিতেছিলাম—এই সকল অর্থ ব্যয়ই আদর্শ অর্থ ব্যয়। তিনিও ধন্য, যিনি এরূপ অর্থ ব্যয়ের কর্ত্তা—এবং ইহাকেই আদর্শ ব্যয় বলিব, যাহা জাতির উন্নতি সাধন করিয়া থাকে।

আমরাও এমনটি চাই:—সুতরাং আমরাও এরূপ স্বজাতীয় অর্থ সাহায্য চাই যাহাতে কায়স্থ জাতির শিক্ষার পক্ষে সাহায্য করিতে পারে। আমরা চাহি, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত সাম্প্রদায়িক অর্থদান, যাহাতে আমাদের সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ অশিক্ষিত জনগণকে শিক্ষার পথে আনিতে পারে। নতুবা আশা কোথায়? অবশ্য আমাদেরও গৌরবজনক কোন কোন মহাত্মা আছেন, যাঁহারা সার্ব্বজনীন শিক্ষার জন্য অগাধ ধনরাশি দান করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন—দেশের বিরাট উপকার সাধন করিয়াছেন। সে দানের জন্য, সেই মহাত্মাদের জন্য আমরা কায়স্থ সম্প্রদায় গৌরবান্বিত—আজ স্ফীতবক্ষ। উহা উদার—আমরা উদার—আমরা হৃদয়বান্। কিন্তু কথা এই, আমাদের নিজস্ব কিছু চাই। নতুবা এদানের তরঙ্গ প্রবাহের কতটুকুন বেগ আসিয়া আমাদের ভাসাইয়া তুলিবে, আশা করিব? ফলতঃ "মোরা যে তিমিরে, মোরা সে তিমিরে"ই আছি।

কায়স্থ জাতির ব্যয় বাহুল্যতা:—প্রসঙ্গতঃ আমরা একটী সামান্য অথচ খুব সত্য কিন্তু শ্রুতিকটু একটি কথা বলিয়া রাখিতে চাই। আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি—কায়স্থ জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অমিতব্যয়ী। বিবাহ প্রভৃতি উৎসব কার্য্যে কায়স্থগণ যত আড়ম্বর করিয়া থাকেন, অন্য কেহ তদ্রূপ করিতে সাহস করেন না। অবশ্য একথা যখন তুলনা করিয়া দেখা যায় তখনই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। অপরের অবস্থার সহিত তুলনায় আমাদের যাহা ব্যয় করা উচিত, তদপেক্ষা অধিক ব্যয়িত হইয়া থাকে। ইহা দিন দিনই আমাদিগকে দারিদ্রের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। একথাও আমরা বুঝি, কিন্তু তবু যেন উন্মত্ততায় বিভোর হইয়া প্রতিকারের চেষ্টা করিতে পারি না। ফলে এই দাঁড়াইতেছে—পিতা যথাসময়ে পুত্রের শিক্ষা দান করিতে পারিতেছে না। ব্যক্তিগত অর্থাভাবে জাতির অবনতি

অলক্ষিতভাবে সাধিত হইতেছে। এসম্বন্ধে আশা করি কায়স্থ-পত্রিকার লেখকগণ ভবিষ্যতে আলোচনা করিবেন—যাহাতে প্রতিকারের আশা থাকিতে পারে।

একটী আশার কথা:—বড়ই আনন্দের সহিত আজ আমরা জানাইতেছি, আমাদের কোন কায়স্থ ভ্রাতা উদার প্রাণতার উদাহরণ স্বরূপ একটী জাতীয় গৌরবজনক কার্য্যে অর্থব্যয় করিয়া কায়স্থ-সমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। তিনি মা কমলার কৃপায় অতুল সম্পদের অধিকারী। অবশ্য তাঁহার অবস্থার তুলনা কায়স্থ-সমাজে কিন্তু বিরল নহে। তিনি বিগত মাসেককাল হইল স্বীয় অর্থে সকল বিষয় অনুষ্ঠান করিয়া কলিকাতায় তদীয় বাসভবনে এক দিনে ৩০ জন কায়স্থের উপবীত সংস্কার সাধন করিয়া দিয়াছেন। উপস্থিত শতাধিক লোকের ভুরি ভোজেরও ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ইহাতে যে "সংস্কারে অন্তরায়" উপস্থিত হয় নাই, তাহা নহে। উক্ত সহৃদয় মহাশয়ের দেশে, তাঁহার এই কার্য্যে ক্ষুণ্ণ হইয়া ব্রাহ্মণগণ ও বৈদ্য ভায়ারা তাঁহার গৃহের কোন মাঙ্গলিক কার্য্যে বাধা প্রদান করিলে, উক্ত মহাশয় তৎক্ষণাৎ কলিকাতা হইতে নব বস্ত্রাদি সহ দেশে গমন করেন ও এক কেন্দ্রে তাঁহার সুরম্য হর্ম্ম্যে ৭০ জন কায়স্থের উপবীত সংস্কার সম্পাদন করিয়া দেন। এই দুই কার্য্যে তাঁহার প্রায় ৫০০শতেরও অধিক টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। এবং দেশের ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণ গত্যন্তর খুঁজিয়া না পাইয়া "যো পলায়তি সঃ জীবতিঃ" নীতি অনুসরণ করিয়াছেন। ইনি কায়স্থ-সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। আমরা এহেন 'আদর্শ অর্থ ব্যয়' দেখিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছি।

আমাদের একটী প্রস্তাব:—উপসংহারে আমরা একটী কথা বলিতে চাহি যে, এমনটী হইলে বোধ হয় ভাল হয় যে "কায়স্থ-সভার একটী শাখা সমিতি থাকে যাহার কর্ত্তব্য হইবে, সহরে ও মফঃস্বলে যাহারা এক কালীন বহু অর্থ দান করিতে অক্ষম তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের সাধ্যানুযায়ী অর্থদান সংগ্রহ করিয়া তাহা জাতির সার্ব্বজনীন মঙ্গলের জন্য ব্যয় করা।" কারণ ইহাতে এমনটী হয় যে, যাহারা প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতে পারেন না অথচ কিছু দিতে পারেন ও দিতে চাহেন—তাদের সে দেওয়াটীও হয়। এবং তাহা সভার হাতে ব্যয়িত হইবে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস থাকায় কোন সংশয় রাখেন না। ফলে এবম্বিধ সঙ্কলিত অর্থ সহরে কিম্বা মফঃস্বলে সমিতির জ্ঞাতসারে আদর্শ কোন কার্য্যে প্রযুক্ত হইতে পারে। জাতির উন্নতিকর কার্য্যে ব্যয়িত হইতে পারে। অবশ্য এহেন কার্য্য

আয়াসসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। কিন্তু তবু আমরা বলিতে চাহি যে, এমনটী হইতে বোধ হয় সুখেরই হইত।

শ্রীরমণীরঞ্জন গুহরায়।

ভাঙ্গিয়া গঠন।

পাঠক মহাশয়ের জানা থাকিতে পারে যে, সোনারূপার অলঙ্কার কখন কখন ভাঙ্গিয়া গঠিবার প্রয়োজন হয়। অলঙ্কার যখন ব্যবহারবশতঃ ক্ষয় হইয়া যায়, তখন ভাঙ্গিয়া গড়িতে হয়। যখন ছোট অঙ্গ কালক্রমে বড় হইয়া উঠে, তখন পূর্ব্বের ছোট অলঙ্কার ভাঙ্গিয়া গড়িতে হয়। যখন অলঙ্কার কোন কারণে ফাটিয়া টুটিয়া যায়, তখন তাহা ভাঙ্গিয়া গড়িতে হয়। যখন অলঙ্কারের ফ্যাসান উল্টাইয়া যায়, তখন উহা ভাঙ্গিয়া গড়িতে হয়। নহিলে চলে না। প্রয়োজন মত না ভাঙ্গিয়া গড়িলে সে অলঙ্কার ব্যবহারের অযোগ্য হয়,—অথবা ব্যবহার করিলেও তদ্দ্বারা দেহের শোভাবৃদ্ধি না হইয়া বরং স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের হানি হইয়া থাকে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি যে, সময়ে সময়ে কোন কোন রমণী "সেকেলে" অলঙ্কারে সাজিয়া তরুণীমণ্ডল মধ্যে সুতীব্র সমালোচনার এবং মর্ম্মভেদী উপহাসের বিষয়ীভূত হইয়াছেন। অতএব একটু "সেকেলে" হইয়া পড়িলেই আর সে জিনিসকে একালে নিরাপদে চালাইবার উপায় নাই; তখন তাহাকে ভাঙ্গিয়া গঠিবার প্রয়োজন হয়।

কৌলীন্য-প্রথা আমাদের একটি সামাজিক অলঙ্কার। মহারাজ বল্লালসেন প্রথমে এই অলঙ্কার গঠিয়া হিন্দু-সমাজের উত্তমাঙ্গে পরাইয়া দিয়াছিলেন। হয়'ত সেকালে ইহার দ্বারা সমাজের কতকটা সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হইয়া থাকিবে। কিন্তু বল্লালসেন এই অলঙ্কারটিকে যেরূপ আকার দিয়াছেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই। তাই সমাজের অঙ্গে এই অলঙ্কার চাপাইবার জন্য প্রবল প্রতাপ বল্লাল সেনকে কতকটা জোর জবরদস্তির আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। কুলগ্রন্থে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে,—

"কেহ কেহ রাজ-আজ্ঞা করিল গ্রহণ।
কেহ নবকৃত পদ করিল নিন্দন॥
* * * *
উৎপাত করিয়া রাজা না থুইল দেশ।
স্বস্থান ছাড়িয়া সবে গেল অবশেষ॥"
(ঢাকুর।)

এত করিয়াও রাজা সকল সমাজের অঙ্গে এ অলঙ্কার পরাইতে পারেন নাই। বৈদিক-ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র-কায়স্থ এবং উত্তররাঢ়ীয়-কায়স্থ-সমাজ তাঁহার সে অলঙ্কার কখনই গ্রহণ করে নাই,—ইহা কুলগ্রন্থপাঠে জানিতে পারা যায়।* বারেন্দ্র-কায়স্থ-নেতা ভৃগু নন্দী, মুরহর দেব ও নরদাস ঠাকুরকে লইয়া, বরেন্দ্র-ভূমের অধিপতি নাগভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যে স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপিত করিয়াছিলেন; এবং স্বতন্ত্র আকারের কৌলীন্য-আভরণসংগঠনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা আপনাদের সমাজকে সাজাইয়াছেন। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণও সেইরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজ বল্লালীর আভরণ ধারণ করেন; কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তাহাকে ভাঙ্গিয়া গড়িবার প্রয়োজন হইয়াছিল। বঙ্গজ-সমাজে একবার রাজা দনুজমর্দ্দন, আর একবার রাজা পরমানন্দ সে অলঙ্কার ভাঙ্গিয়া গঠিয়াছেন। দক্ষিণরাঢ়ীয়-সমাজে মহামতি পুরন্দর খাঁ বল্লালীর আভরণ ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছেন। বারেন্দ্র ও উত্তররাঢ়ীয় সমাজের কৌলীন্য অলঙ্কার ইতি-পূর্ব্বে কখন ভাঙ্গিয়া গড়া হয় নাই বটে। কিন্তু এখন এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, চতুঃশ্রেণী কায়স্থেরই একযোগে, একসঙ্গে পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া গঠিবার একান্ত আবশ্যকতা হইয়া পড়িয়াছে।

কৌলীন্য প্রথার মূলের উদ্দেশ্য আমরা হারাইয়া বসিয়া আছি। অনেক দিন হইল, ভিতরের সার পদার্থ ফেলিয়া দিয়া, উপরের অসার খোসা লইয়া ক্ষুব্ধ হইয়া রহিয়াছি। এই মোহ-পাশ কাটিতে না পারিলে আমাদের কল্যাণ নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় কিরূপ কৌলীন্যপ্রথা সমাজের পক্ষে হিতকর হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিবার কাল উপস্থিত হইয়াছে।

হিন্দুর দেশ রাজর্ষি-শাসিত দেশ। পুরাকাল হইতে রাজর্ষিগণকর্ত্তৃক বিধি-

---

* ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-সমাজের মধ্যে যাঁহারা বল্লালী কৌলীন্য-প্রথা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারাও যে একসময়ে সে প্রথার বশবর্ত্তী হয়েন নাই—এমন কি, অনেকে যে বল্লালসেনদেবের রাজত্বকালের মধ্যেও উহার অনুগত হয়েন নাই,—তাহারও বলবৎ প্রমাণ আছে।

[illegible] আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। দেশের ও জনসমাজের অবস্থানুসারে যখন যেমন আবশ্যক হইয়াছে, ঋষিগণ তদনুসারে পূর্ব্ববিধির পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। শাস্ত্রে "নানা মুনির নানা মত" তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ঐতিহাসিক কালের মধ্যেও, যাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত নিয়ম সকল সমাজ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছে—যাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে সমাজ পরিচালিত হইতেছে, তাঁহারাও ঋষিপদবাচ্য। কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তক ও পরিবর্ত্তকগণের সম্বন্ধেও একথা বলা যাইতে পারে। আর ইহাও জোর করিয়া বলা যায় যে, বর্ত্তমান কালে কায়স্থজাতির মধ্যে এমন ব্যক্তি সকল বিদ্যমান রহিয়াছেন, যাঁহারা ঋষিপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী। এই সকল মহাত্মা যদি একযোগে পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া নূতনের গঠন করিতে পারেন,—সময়ের উপযোগী, জাতির কল্যাণকর নূতনের গঠন করিতে পারেন,—আর তাহাই যদি সাধারণ সামাজিক নেতাগণ সোৎসাহে, একতানে, যত্নশীল হইয়া সমাজের অঙ্গে পরাইতে পারেন,—তবে এই হীনপ্রভ জাতি নূতন ভূষণে ভূষিত হইয়া অচিরাৎ এক অভিনব শোভায় শোভান্বিত হইয়া উঠে, এইরূপ আমাদের ধারণা। তাই আমরা ক্ষুদ্র হইয়াও আজি এই মহতী কথা উত্থাপিত করিয়াছি; কারণ আমাদের দুরাশা যে, সমাজের শীর্ষস্থানীয় সুধীগণ এই বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিয়া জাতির কল্যাণ-সাধনে অবহিত হইবেন।

পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া কিরূপ নূতনের গঠন প্রয়োজনীয়,—তাহাও আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি, সেইরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিব। প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, আমরা "একটা নূতন কিছু" করিবার পক্ষপাতী নহি; এবং সেরূপ করিতে কাহাকে বলিও না। আমরা পুরাতন বুনিয়াদ ঠিক রাখিয়া তাহার উপরে নূতন ইমারত তৈয়ারি করিবার প্রস্তাব করিতেছি। কারণ আমাদের সেই পুরাতন বুনিয়াদ বড় শক্ত। সে বুনিয়াদ কি? সকলেই জানেন, কৌলীন্যের মূলভিত্তি নবধা কুল-লক্ষণ—

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা স্তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥"

এই নববিধ কুল-লক্ষণকে সকল সম্প্রদায়ই সমভাবে কৌলীন্য প্রথার মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। আমরা যে নূতন সংগঠনের প্রস্তাব করিতেছি, তাহাও এই প্রসিদ্ধ নয়টি কুললক্ষণ অবলম্বনেই গঠিয়া তুলিতে হইবে। (১)

আচার, (২) বিনয়, (৩) বিদ্যা, (৪) প্রতিষ্ঠা, (৫) তীর্থদর্শন, (৬) নিষ্ঠা, (৭) আবৃত্তি, (৮) তপঃ, ও (৯) দান,—এই নয় প্রকার লক্ষণ অবলম্বনে কৌলীন্য প্রথার সংস্কার করিতে হইবে। কিরূপে সে কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা পরে বলিব। আগে এই নবলক্ষণের অর্থ আমরা যেমন বুঝিয়াছি, তাহাই বিবৃত করিব। শাস্ত্র এবং যুক্তির * সাহায্যে এই সকল কুল-লক্ষণের অর্থানুসন্ধান করিতে হইবে।

(১) আচার—কুলীনের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ আচার। আচার অর্থাৎ স্বীয় বর্ণোচিত সদাচার। কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত; ক্ষত্রিয়োচিত আচার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। সে আচার—দ্বিজত্ব। উপনয়ন ভিন্ন দ্বিজত্ব ঘটে না। অতএব যাহার উপনয়ন হয় নাই, সে কৌলীন্য-লক্ষণ বর্জ্জিত। উপনীত ব্যক্তি ব্যতীত কাহার কৌলীন্য-পদে কোন দাবী দাওয়া নাই।

(২) বিনয়—দ্বিতীয় কৌলীন্য-গুণ বিনয়। মান্য ব্যক্তির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের নাম বিনয়। বিদ্যা, কর্ম্ম, বয়স, সৌহার্দ্দ ও বিত্ত,—এই সকল মান্য-স্থান বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। † কুলীন ব্যক্তি বিনয়ী হইবে।

(৩) বিদ্যা—পূর্ব্বে শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণাদি অষ্টাদশ বিদ্যা প্রসিদ্ধ ছিল। এখন তাহার সঙ্গে, আমরা পাশ্চাত্য ভূখণ্ড হইতে যে সকল বিদ্যা লাভ করিয়াছি, সে সমুদয় যোগ করা যাইতে পারে। এইরূপ কোন বিদ্যায় পাণ্ডিত্য কৌলীন্যের নিমিত্ত প্রয়োজনীয়।

(৪) প্রতিষ্ঠা—অর্থাৎ লোকসমাজে সম্মান। কুলীন জনপ্রিয় হওয়া চাই।

(৫) তীর্থদর্শন—ঈশ্বরে ভক্তি ও শাস্ত্রে বিশ্বাস থাকিলেই মানুষ তীর্থ ভ্রমণ করে। তীর্থপর্য্যটনদ্বারা কুলীনের সেই ভক্তি-বিশ্বাস প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক।

(৬) নিষ্ঠা—মোক্ষপরতা ও ভগবৎপ্রীতির নাম নিষ্ঠা। ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিই কৌলীন্য পদের যোগ্য।

(৭) আবৃত্তি—বেদাধ্যয়নকে আবৃত্তি কহে। সকলেই কিছু ঋক্-যজুঃ

* "যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।"

† "বিদ্যা কর্ম্মবয়ো বন্ধুর্বিত্তং ভবতি পঞ্চকম্।
মান্যস্থানানি পঞ্চাহুঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং গুরুত্তরাৎ॥"
—ইতি পদ্মপুরাণে স্বর্গখণ্ডে।

সাম অধ্যয়ন করিতে পারে না; নিত্য গায়ত্রী উপাসনা করিলে বেদাধ্যয়ন সফল হয়। সেজন্য গায়ত্রীদীক্ষা প্রয়োজনীয়। যে ব্যক্তি গায়ত্রী-উপাসনা বিমুখ, সে কুলীন নহে।

(৮) তপঃ—শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তপস্যা ত্রিবিধ,—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। দেব-দ্বিজ-গুরু ও বিজ্ঞজনের প্রতি সম্মান, শৌচ, ব্যবহারে সরলতা এবং ব্রহ্মচর্য্য,—এইগুলি কায়িক তপস্যা। কাহাকেও দুঃখ না দিয়া, সত্য, আনন্দদায়ক ও হিতজনক বাক্যের ব্যবহার এবং বেদাভ্যাস, এইগুলি বাচিক তপস্যা। মনের প্রসন্নতা, সৌম্যভাব, বাক্‌সংযম, মনঃসংযম এবং চিত্তের অকপটতা, এইগুলি মানসিক তপস্যা। * কুলীনের এই সকল গুণ যথাসম্ভব আবশ্যক।

(৯) দান—ইহাই কৌলীন্যের শেষ গুণ। কৌলীন্য প্রবর্ত্তনের এক যুগে কেহ কেহ কন্যাদান-অর্থে এখানে দান-শব্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কালে তাঁহাদিগের শাসনাধীন সমাজে তাই কন্যাগত কুলের বিধি ঢুকিয়াছে। কিন্তু সকলে দান-শব্দের সে অর্থ স্বীকার করেন নাই। যাঁহারা করেন নাই, তাঁহাদিগের শাসনাধীন সমাজে কন্যাগত কুলের নিয়মও ব্যবস্থিত হয় নাই। দান-শব্দের যে সহজ, সরল ও উদার অর্থ দেশ-কাল-নির্ব্বিশেষে সমভাবে প্রযোজ্য, সেই অর্থই তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। † বস্তুতঃ আজি দেশের দশা দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, সরল ও উদার অর্থ থাকিতে কোনরূপ কষ্টকল্পিত ও সঙ্কীর্ণ অর্থে দান-শব্দের ব্যবহার সমাজের পক্ষে হিতকর নহে। অতএব প্রচলিত আভিধানিক ‡ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। যিনি কুলীন হইবেন, তাঁহার—দানের শক্তি যেমনই হউক—দানের প্রবৃত্তি থাকা চাই। কুলীন দাতাই হইতে হইবে, প্রতিগ্রহ তাঁহার নিষিদ্ধ। অতএব একথা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে,—"ছেলের বিবাহ দিয়া টাকা লইব"—এমন জঘন্য প্র

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৭ অঃ, ১৪-১৬ শ্লোক।

† বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজের কুলবিধি-প্রণেতাগণ বলিয়াছেন,—

"কন্যাগত কুল করা বড় অনুচিত।
দৈবে ধনহীন হৈলে হবে বিপরীত॥"

(ঢাকুর।)

বর্ত্তমান যুগে এদেশে অধিকাংশ কন্যাকর্ত্তাই এই ভবিষ্যদ্বাণীর সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

‡ যতদূর জানি, কোন কোষকারই দান শব্দের "কন্যাদান" অর্থ করেন নাই।

যাহার মনে আছে, সে কৌলীন্য-পদের অযোগ্য। আর যে ব্যক্তি ছেলের বিবাহ—অলৌকার শোণিত-শোষণের ন্যায়—কন্যাকর্ত্তাকে পীড়ন করিয়া অর্থ-শোষণে লজ্জিত হইবে না, সে, কুলীন হইলে, কৌলীন্য-পদ হইতে বিচ্যুত হইবে,—এইরূপ বিধান বাঞ্ছনীয়।

কুলবিধির সংস্কারার্থ এই কয়টি মূল সূত্রই যথেষ্ট। ভরসা করি, সহৃদয় বুধমণ্ডলী বিষয়টির অনুধাবনে কৃপণতা করিবেন না!

জানি যে, একদল লোক এই ভাঙ্গিয়া গঠনের প্রস্তাবে ঘোর প্রতিবাদী হইবেন। যাঁহারা উত্তরাধিকারসূত্রে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া 'ভোগ-দখল' করিয়া থাকেন, অথচ নবধা কুল-লক্ষণের কোন ধারও ধারেন না, খবরও রাখেন না, এমন ব্যক্তি সকল আমাদের প্রস্তাবিত সংস্কারের কথায় ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইবেন। বলিতে কি, এই শ্রেণীর লোক বুদ্ধিমানের মত রাগ করিতেও জানেন না; ইহাঁরা আত্মদোষসম্বন্ধে অন্ধীভূত হইয়া থাকেন,—অথচ অন্য লোকে ইহাঁদের দোষ দেখাইয়া দিলে, এবং সংশোধনের উপায় বলিয়া দিলে, চটিয়া লাল হন। তাই বলিতেছি, ইঁহারা বুদ্ধিমানের মত রাগ করিতেও জানেন না। কৈ—একবার ইঁহারা রাগের ঝোঁকে নবধা কুললক্ষণের মধ্যে দুই একটির পরিচয় দিন দেখি! কুল-লক্ষণগুলির মধ্যে প্রধান দুইটি—প্রথমটি ও শেষটি—আচার ও দান। এই দুইটির সমবায়ই কৌলীন্যের নিকষ-পাষাণ। কৈ—আমাদের ক্ষুব্ধ কুলীনকুমার একবার এই দুইটি গুণের পরিচয় দিয়া আপনার কুলীনত্ব সপ্রমাণ করুন দেখি। তবেই তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিব। নচেৎ বলিব, তিনি কৌলীন্যবর্জ্জিত কুলীন-সন্তান। যে অকুলীনে এই দুইটী গুণ বিদ্যমান আছে, সে অকুলীনও তাঁহার অপেক্ষা উচ্চতর পদের উপযোগী।

এখানে ইহাও বক্তব্য যে, এই বিষয়ের সহিত আমাদের কোনরূপ ব্যক্তিগত স্বার্থ বিজড়িত নাই। কেননা এইরূপ ভাঙ্গিয়া-গঠনদ্বারা ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কোনরূপ পদবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই; আমরা এখন যেমন আছি, তেমনই থাকিব বলিয়াই আশা করি। পক্ষান্তরে বরং এরূপ কার্য্যে আমাদেরই অনেক স্বজনের পদাবনতির আশঙ্কা আছে।

এখন কিরূপে নবধা কুল-লক্ষণের বিধান সামাজিক জীবনে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, সেই কথাটি বলিতে বাকী আছে। এ বিষয়ে আমাদের যাহা বলিবার তাহার অধিকাংশই কুল-লক্ষণগুলির বর্ণনাকালে বলিয়াছি। এখানে অল্প কথাতেই আমাদের বক্তব্য শেষ হইতে পারে। যে সকল মহাত্মা সমাজের

বাজারে কুলীনের মূল্যে বিকাইয়া থাকেন, কুল-লক্ষণের নিকষ-পাষাণে ক
তাঁহাদের কৌলীন্য যাচাই করিতে হইবে। এই কষ্টিপাথরের পরীক্ষায় যাঁ
মেকি বলিয়া ধরা পড়িবেন, তাঁহাদিগকে কৌলীন্য-মর্য্যাদা হারাইতে হইবে
পক্ষান্তরে যদি সমাজের মধ্যে এমন কোন অকুলীন কায়স্থ থাকেন যে, তিনি নব
কুল-লক্ষণে বিভূষিত, তবে তাঁহাকে কুলীনের প্রাপ্য মর্য্যাদা প্রদান করি
হইবে। এইরূপ বিধান যদি বিধিবদ্ধ হয়, তবে এই নির্জ্জীব, অধঃপতিত জাতি
জীবনে আবার সজীবতা এবং অভ্যুত্থানের লক্ষণ দেখা দিবে। যাঁহারা উ
আছেন, তাঁহারা আপনাদের আসন ঠিক রাখিতে যত্নবান্ হইবেন; যাঁহা
নয়ে আছেন, তাঁহারা উপরে উঠিতে সচেষ্ট হইবেন। জাতীয় দেহে যেদি
এইরূপ সজীবতার নিদর্শন দেখা যাইবে, সেইদিন জাতীয় অভ্যুদয়ের প
পরিষ্কৃত হইবে।

কিন্তু একটা কথা উঠিতে পারে যে, এরূপ বিধি-ব্যবস্থা করিবে কে, ত
শুনিবেই বা কে? একথার আমি অতি সহজ উত্তর দিতে পারি। কায়স্থ-সভা
এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য শ্রেণীচতুষ্টয়ের সভ্য লইয়া একটি কার্য্যকরি সমি
গঠন করিতে হইবে। এই সমিতির সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করিবার নিমি
চারি শ্রেণীতে পৃথক্ পৃথক্ চারিটি শাখা-সমিতির সৃজন করিতে হইবে। নেত
গণদ্বারা এই সকল সমিতির সংগঠন হইলে সংস্কার কার্য্য আর অসম্ভব থাকিবে
না। আমাদের নিশান্ধকারময় জাতীয় জীবন কোন দিন কি এমন প্রোজ্জ্ব
অরুণালোকে উদ্ভাসিত হইবে?

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বর্ম্মমজুমদার।

কাঙ্গালের নিবেদন।*

ওঁ শিব! শিব!! শিব!!! এ সভায় আমার যাহা কিছু বক্তব্য আছে
তাহা বলিবার পূর্ব্বে চিরমঙ্গলময় শ্রীভগবানের রাতুল চরণে কোটি কোটী প্রণা
করিতেছি। তার আমাদের আদি পুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব ও সমাগত বর্ণগু

* হাসাইল সমিতির ৩য় বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে পঠিত।

ব্রাহ্মণগণের এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুণশ্রেষ্ঠ স্বজাতীয় মহাত্মাদিগের পদে যথাবিহিত প্রণাম, নমস্কার ও অভিবাদন করিতেছি। তাঁহাদের শুভ আশীর্ব্বাদে আমাদের আরব্ধ কার্য্য সুফলপ্রদ ও সুসম্পন্ন হউক।

সমাগত সভ্য মণ্ডলীর অনেকেই জ্ঞানে-গুণে, বয়সে ও অভিজ্ঞতায় এবং বিজ্ঞতা ও বাগ্মীতায় আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞজন সম্মিলিত এতাদৃশ মহতী সভায় মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির কিছু বলিতে প্রয়াস পাওয়া ধৃষ্টতা না হইলেও যারপর নাই প্রগল্‌ভতার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি প্রয়োজনের অনুরোধে বাধ্য হইয়া—অযোগ্যতার আবর্জ্জনাময় অপ্রীতিকর পসরা মাথায় বহিয়াই উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাকে দণ্ডায়মান হইতে হইবে; আলোচ্য বিষয়ে অসম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়াই আমার দুই চারি কথা বলিতে হইবে। আশা করি, সদাশয় সভ্যগণ, স্বজাতীয় সমাজের কল্যাণকর প্রস্তাব বলিয়া আমার এ ত্রুটী গ্রহণ করিবেন না।

আমি যাহা বলিব, তাহার একটী কথাও নূতন বা কাল্পনিক নহে। হয়ত আপনারা অনেকেই তাহা জ্ঞাত আছেন। তবু পুনঃপুনঃ আলোচনার্থ সেই পুরাতন কথাগুলি বলা একান্ত প্রয়োজন। হরিনাম কৃষ্ণনাম কে না জানে? তবু ভিখারী নামের পসরা মাথায় লইয়া গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হয়। কারণ বিষয়-বিমুগ্ধ-মানবদিগকে মাঝে মাঝে ভগবানের পবিত্র নাম—পরকালের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হয়। আমার অদ্যকার আলোচ্য বিষয় আপনাদের অপরিজ্ঞাত না থাকিলেও স্বজাতীয় সমাজের কল্যাণ ও জাগরণ জন্য উহার পুনঃ পুনঃ আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন। কেন না, আন্দোলন আলোচনা সমাজের সজীবতার পরিচায়ক।

প্রাচীন ও আধুনিক হিন্দু-সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে হিন্দুআর্য্য সমাজের শীর্ষস্থানে ভূদেব ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠাসনের নিম্নেই সর্ব্বপ্রথমে ক্ষত্রিয় কায়স্থের উচ্চ আসন, তৎপর অন্যান্য জাতির যথাযোগ্য স্থান পরিলক্ষিত হয়। এতদ্‌দৃষ্টে ব্রাহ্মণের পর ক্ষত্রিয় কায়স্থগণই যে, সমাজে অন্যান্য জাতিসমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত জাতি তাহা স্বতই প্রতীয়মান হয়। ভীষণ রাষ্ট্র বিপ্লবাদি ঘোরতর স্বেচ্ছাচারিতা ব্যতীত প্রায় প্রতি স্থলেই শাস্ত্রের পবিত্র নির্দ্দেশ বা নির্ম্মলচিত্র সামাজিক ব্যবহার দর্পণে অবিকল প্রতিফলিত হয়। সুতরাং এশুভ্র দর্পণের পবিত্র রসায়ন চিত্র ভিত্তিশূন্য বা উপেক্ষণীয় নহে। আবাহমান কালই যে জাতি সমাজের যত উচ্চাসনে সমাসীন, জাতীয়তার হিসাবে সে জাতিই তত শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত; ইহা একরূপ সর্ব্ববাদীসম্মত নিত্য সত্য। প্রতি স্থলেই হিন্দুশাস্ত্রও এই নিত্য প্রত্যক্ষীভূত

পবিত্র সত্যেরই পক্ষ সমর্থক। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় এই যে, অধুনা কতিপয় জিগীষা পরতন্ত্র কায়স্থ-বিদ্বেষী ব্যক্তি ঈর্ষা বশতঃ কায়স্থদিগকে শূদ্র প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাওয়ায় এক ভীষণ সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। বিদ্বেষীগণ জন সমাজে কায়স্থের যে ঘৃণিত চিত্র প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা কায়স্থ জাতির পক্ষে যারপর নাই লজ্জা, ঘৃণা ও ক্ষতি জনক, সন্দেহ নাই। আপনারা সকলে উপবীত গ্রহণ করিয়া কায়স্থজাতির এই কলঙ্ক মোচন ও ক্ষতি পূরণ করুন। আমরা আবার সসম্মানে ক্ষত্রিয়ের আসনে উপবিষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে পবিত্র হই—ধন্য হই—আমাদের জাতীয় গৌরব বর্দ্ধিত হউক। বৃথা 'উজু হাতে' আর কেহ স্বধর্ম্ম গ্রহণে অযথা কালবিলম্ব করিবেন না। আর বৃথা কল্পিত শূদ্রত্বের ধ্বজা উড়াইয়া স্বজাতি ও স্বসমাজের মুখে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিবেন না। ঐ দেখুন জাতি সমূহ কেমন উজ্জ্বল চক্ষে আপনাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিতেছেন।

বস্তুতই কায়স্থগণ কখনই শূদ্র নহেন। কায়স্থ চিত্রগুপ্তবংশজ ক্ষত্রিয় সন্তান। আমাদের অশূদ্রত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক কত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা—কত শত গ্রন্থ পত্র আছে, আমাদের প্রত্যেকেরই যত্ন পূর্ব্বক তাহা পাঠকরা অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনার জাতীয় তত্ত্ব না জানিলে আত্ম সম্মান বোধ থাকে না; আত্ম সম্মান বোধ হীন জাতির অধঃপতন অনিবার্য্য।

আমরা চিত্রগুপ্তবংশজ ক্ষত্রিয়-সন্তান; সুতরাং দ্বিজ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতিই দ্বিজ। আমাদের নামের পরে দাস-দাসী শব্দের পরিবর্ত্তে বর্ম্মা ও দেবী শব্দ উচ্চারণ এবং ক্ষত্রিয়বৎ দ্বাদশ রাত্রি অশৌচ গ্রহণ ও জাতীয় চিহ্ন শিখা-সূত্র ধারণ আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা বেদপাঠ, গায়ত্রী উচ্চারণ ও সাবিত্রী সংস্কারে সম্পূর্ণ অধিকারী।

এখনও ভারতের নানা স্থানে ক্ষত্রিয়াচারী ও উপবীতধারী বহু কায়স্থ বিদ্যমান আছেন। স্মরণাতীত কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তাঁহারা শিখা-সূত্র ধারণ ও ক্ষত্রিয়াচার প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। ক্ষত্রিয়-সমাজের এমন কি ক্ষত্রিয় রাজাদের সহিতও তাঁহারা সম্বন্ধ-সূত্রে—রক্ত মাংসের মধুর সম্পর্ক চির সম্পর্কান্বিত। আর আমরা কি না, ক্ষত্রিয়-সন্তান হইয়া—তাঁহদেরই অতি নিকট আত্মীয় হইয়া শুধু শিখা-সূত্র বর্জ্জন দোষে শূদ্রবৎ ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও অবজ্ঞাত জীবন যাপন করিতেছি। চিরদিনই কিন্তু আমরা এমন শূদ্রবৎ উপবীত হীন—এমন অধঃপতিত ছিলাম না; বৌদ্ধ বিপ্লব এবং তান্ত্রিক

দীক্ষাই আমাদের এ অধঃপতনের মূল। তখন শুধু আমরাই যে উপবীত হীন হইয়াছিলাম তাহা নহে, ব্রাহ্মণেরাও অনেকে ঐরূপ উপবীত হীন হইয়াছিলেন। বহু দিন হইল—ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কালে, তাঁহারা উহা পুনঃ গ্রহণ করিয়াছেন; আর আমরা এত দিন সেই "হারাণ রতন" কুড়াইয়া না নেওয়ায় এখন পুনঃ সেই জন্মগতসত্ব লাভে প্রয়াসী হইয়া বিদ্বেষীদল কর্ত্তৃক এত লাঞ্ছিত ও নিষ্পেষিত হইতেছি! অহো! ক্ষত্রিয়-সন্তান ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের বংশধর আমরা—আমাদের আজ এই শোচনীয় অধঃপতন—আমাদের প্রতি আজ এমন ভীষণ সামাজিক নির্য্যাতন!

সে বেশী দিনের কথা নহে, কিঞ্চিদধিক তিনশত বৎসরের পূর্ব্বে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং ব্রাহ্মণ হইয়াও কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয়াসনে সমাসীন করিয়া অগ্নিহোত্র যজ্ঞ পম্পন্ন করিয়াছিলেন। যথা :—

"অগ্নিহোত্র মহাযজ্ঞে কায়স্থান্ ক্ষত্রিয়াসনে।
বরার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ নবদ্বীপপতিঃ সুধীঃ॥"

ক্ষিতীশ বংশাবলী।

মহারাজ আদিশূরের পুত্রেষ্টিযজ্ঞে পঞ্চ ব্রাহ্মণসহ পঞ্চ কায়স্থও হয়'ত এ উদ্দেশ্যেই এদেশে আগমন করিয়া থাকিবেন। তাঁহারা হীন শূদ্র বা ভৃত্যবৎ আসেন নাই; মহাসম্ভ্রান্ত উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তির ন্যায় অশ্ব, হস্তী ও পাল্কীতে আসিয়াছিলেন। ভট্টেরা রাজ-সভায় অতি গৌরবের সহিত তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহারা শূদ্র বা সাধারণ ভৃত্য হইলে কখনই পাল্কীতেও আসিতেন না, দ্বিজ সংজ্ঞায়ও অভিহিত হইতেন না। শূদ্র কখনও দ্বিজ নহে। ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণই দ্বিজ। যথা :—

"বঙ্গেশ্বরো মহারাজঃ পুত্রেষ্টিং সমনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজদশ॥"

দেবীবর, ধ্রুবানন্দ ও মড়ভট্ট।

এই দশজন দ্বিজই আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞার্থে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ। ইঁহারা কেহই শূদ্র নহেন। ব্রহ্ম-কায়জাত কায়স্থ, 'বর্ম্ম' সংজ্ঞাসম্পন্ন ক্ষত্রিয় ও জপ-যজ্ঞাদি নিরত। এবং তাঁহারা ত্রিপাদ গায়ত্রীর অধিকারী যথাঃ—

"ব্রহ্মকায়াৎ সমুদ্ভূতঃ কায়স্থো বর্ম্ম সংজ্ঞকঃ।
কলৌহি ক্ষত্রিয়স্তস্য জপ যজ্ঞেষু নিরত॥"

ব্যোম সংহিতা।

"ক্ষত্রিয়ঃ সর্ব্বভূতানাং কায়স্থো বর্ম্ম সংজ্ঞকঃ।
গায়ত্র্যাশ্চ ত্রিপাদোপি অধিকারী পুনঃ পুনঃ॥"

বৃহন্নারদীয় পুরাণ

কায়স্থ যে ব্রহ্মার বাহু জাত ক্ষত্রিয়, তাঁহারা যে কখনই শূদ্র নহেন, শাস্ত্রে তাঁহার বহু প্রমাণ আছে। এস্থলে তাহার দুই একটি উল্লেখ করিব মাত্র। যথাঃ—

"বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগদীতলে।"

বেদ—আপস্তম্ব শাখা।

"কায়স্থক্ষত্রিয়োবর্ণো নতু শূদ্রঃ কদাচন।"

বিজ্ঞান তন্ত্র।

আপনারা অনেকেই হয়'ত এসব শ্লোক জানেন। সুতরাং কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও অশূদ্রত্ব প্রতিপাদন সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না। তবে অশৌচ সম্বন্ধেও আপনারা অবশ্যই জ্ঞাত আছেন যে,—

"উপবীত ক্ষত্রিয়শ্চ দ্বাদশাহেন শুধ্যতি।
মাসেনানুপবীতশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ শুধ্যতি স্তথা।"

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়। স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ তাঁহাদের উপবীত গ্রহণ ও দ্বাদশ রাত্রি অশৌচ প্রতিপালন অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা হিন্দু শাস্ত্রেরই বিধান। হিন্দু মাত্রেরই এ বিধান মানিয়া চলা উচিত। অন্যথা ধর্ম্মের গ্লানি ও শাস্ত্রের অবমাননা করা হয়। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা, বহু শাস্ত্রদর্শী নিরপেক্ষ মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী এবং সুধী কায়স্থ-সমাজ এই শাস্ত্রীয় অভিমত—এই মহাসত্য সুদীর্ঘকাল যাবৎ সযত্নে সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া আসিতেছেন। সে সব শাস্ত্রীয় তত্ত্বের—সে সব ঐতিহাসিক গবেষণার আলোচনা করিবার মত সময়, সুযোগ ও শক্তি এ ক্ষুদ্র ব্যক্তির নাই। যে বিষয় নিয়া আজ চতুর্দ্দশ বর্ষেরও ঊর্দ্ধকাল ঘোর আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে, সে বিষয়ে এস্থলে এত অল্প সময়ে এ অযোগ্য অধম আর কি আলোচনাই বা করিবে? মহামান্য দিনাজপুরের মহারাজ বাহাদুর, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মাননীয় সারদা-বাবু, পরলোকগত রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর, প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্ত-বারিধি বিশ্বকোষের নগেন্দ্রবাবু ও ফরিদপুরের মহাকর্ম্মী মহাপুরুষ বৃদ্ধ কালী-প্রসন্ন বাবু প্রমুখ কায়স্থ-সমাজের প্রাণ দেবতাগণ যে কার্য্যে অগ্রণী, ঋষি কল্প মহাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্ক পঞ্চানন ও যদুনাথ সার্ব্বভৌম (নবদ্বীপ)

প্রমুখ পূজ্যপাদ পণ্ডিত মণ্ডলী যে বিষয়ের ব্যবস্থা (পাঁতি) দাতা, তাহা নিঃসন্দেহ অকাট্য মীমাংসা বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহারও মনে বৃথা সংশয় উপস্থিত হওয়া উচিত নহে। তথাপি আপনাদের কাহারও মনে সেরূপ অন্যায় সন্দেহের কারণ থাকিলে উপযুক্ত শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া অনায়াসেই'ত তাহার সুমীমাংসা করিতে পারেন। সময় ও সুযোগ অভাবে যাঁহারা বহু শাস্ত্রালোচনায় একান্তই অসমর্থ, তাঁহারা আধুনিক সংগৃহীত গ্রন্থগুলি এবং 'কায়স্থ-পত্রিকা' এবং 'আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা' প্রভৃতি পাঠ করিলেও'ত ভ্রমান্ধকার দূর হইতে পারে। অধুনা কায়স্থ-তত্ত্ব-গ্রন্থেরও অভাব নাই। কিন্তু আমি দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি, কায়স্থ জাতির মধ্যে এখন আর এমন কেহ নাই, যিনি আপনার ক্ষত্রিয়ত্বে সন্দিহান্। বড়ই সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয় এই যে, আপনারা সকলেই একথা সমর্থন করিতেছেন। এক্ষণ সকলে অচিরে উপবীত গ্রহণ করিয়া—বহুদিন অনুষ্ঠিত ঘৃণিত শূদ্রাচার পরিহার পূর্ব্বক—ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচয় সূচক জাতীয় চিহ্ন শিখা সূত্র ধারণ করিয়া স্বজাতি ও স্বসমাজের মুখোজ্জ্বল করুন।

আর 'নম' 'নম' করিয়া মন্ত্র পড়িয়া পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতা মাতার শ্রাদ্ধে তাঁহাদের পবিত্র নাম লইয়া দাস-দাসী উচ্চারণে শ্রাদ্ধাদি পণ্ড ও স্বীয় রসনা কলঙ্কিত করিবেন না। আপনারা সমস্ত বিঘ্ন-বিপত্তি—সমস্ত সামাজিক বিপ্লব ও অশান্তি-অসুবিধার কথা বিস্মৃত হইয়া প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীরের ন্যায় উপনীত হইয়া জাতীয় ধর্ম্ম—স্বধর্ম্ম রক্ষা করুন। আর অলীক আশঙ্কায় স্থাণুর ন্যায় বৃথা বসিয়া থাকিয়া স্বজাতির অঙ্গে ঘৃণিত শূদ্রত্ব কালিমা লেপন করিবেন না। জাতীয় চিহ্ন উপবীত গ্রহণ করিয়া জাতীয় গৌরব বর্দ্ধন ও স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করুন। ঐ দেখুন, আমাদেরই আদর্শ পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পর ধর্ম্মো ভয়াবহ।" (গীতা) আর মুহূর্ত্তমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া উপবীত গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীভগবানের শুভ আদেশ প্রতিপালন করুন। আপনাদের সম্মুখে মহাসুযোগের মহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। এ শুভ মুহূর্ত্তে সকলে শ্রীভগবানের পবিত্র নাম লইয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া অচিরে পবিত্র যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করুন। অন্তরে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সকলে বলুন, হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!! আবার বলুন, হরিবোল! হরিবোল!! হরি-বোল!!! পুনরায় বলুন, হরি হরি বোল! হরি হরিবোল!! হরি হরিবোল!!! এই শ্রীভগবানের পবিত্র নাম লইয়া ত্রিসত্য গ্রহণ করিলেন; কেহ যেন হেলায়

প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইয়া—সত্যভঙ্গ করিয়া অনন্ত নীরয়ের পথ প্রশস্ত না করেন আপনারা আজ যাঁহার চির পবিত্র নাম লইয়া এই পবিত্র ব্রত গ্রহণের মহা শপথ করিলেন, তিনিই আপনাদের এ সাধু কার্য্যে বল দিবেন, সহায় হইবেন কলি-কলুষ-নাশন পবিত্র হরিণামে আমাদের বহু দিনব্যাপী শূদ্রত্ব কলুষিত মন পবিত্র ও আত্মা উন্নত হউক; ক্ষত্রিয়ত্বের মহাগৌরবে—দ্বিজত্বের শুদ্ধাচারে বিশাল কায়স্থ জাতির হৃদয় পূর্ণ হউক! আমরা সকলে সুখে-দুঃখে, শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সহস্র কাজের মধ্যে থাকিয়াও আজীবন কেবলই বলিতে থাকি হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ বর্ম্মা।

যজ্ঞসূত্র বিচ্যুতির কারণ।

বৈদিক গ্রন্থাদিমন্ত্র পাঠে অবগত হওয়া যায়, আদিমকালে কোন বর্ণভেদ ছিল না। সকলেই একমাত্র ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইত। প্রয়োজন বোধে গুণ ও কর্ম্মভেদে ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি হয়। সত্বগুণান্বিত শ্বেতবর্ণ জ্ঞানী ও উপাশকগণ ব্রাহ্মণ ও কাম-ভোগ-প্রিয়, সাহসী, রজরাগোদীপ্ত, রক্তবর্ণগণ ক্ষত্রিয়; ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বর্জ্জিত, পশুপালক, কৃষিজীবী, পীতবর্ণগণ বৈশ্য এবং হিংশুক, লোভী, মিথ্যাবাদী শৌচাচার ভ্রষ্ট, নিকৃষ্ট কর্ম্মজীবী, কৃষ্ণবর্ণগণ শূদ্রাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাজ্য শাসন ব্যাপার লিপ্ত ক্ষত্রিয়গণ অসিজীবী ও মসীজীবী নামে দুই শাখায় বিভক্ত ছিলেন। অসির সাহায্যে রাজ্য লাভ হইত, মসীর সাহায্যে সেই রাজ্য সুশৃঙ্খলিত ও সুশাসিত হইত। রাজ্য রক্ষার্থ রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ শাসন বিভাগ। এই বিভাগ অবলম্বনই মন্ত্রণা বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, সমর বিভাগ ও পূর্ত্তাদি বিভিন্ন বিভাগ সকল সৃষ্টি হইয়া থাকে। রাজকার্য্যের প্রধান অঙ্গই লিপিকার্য্য, সুতরাং এই কার্য্যটী নিতান্ত গুরুতর ও জটীল। এই বিভাগটীর সমস্ত কার্য্যই ক্ষত্রিয়গণ আপন হস্তে রাখিতেন। যাহারা এই বিভাগ কার্য্য করিত তাহাদিগকেই লেখক বা মসীজীবী ক্ষত্রিয় বলিত। লিপি কৌশলটী ইহাদের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তদ্ধেতু মসীজীবীগণের অপর নাম অক্ষরজীবী। রাজনীতি ক্ষেত্রের অষ্টাঙ্গে

যে সকল লেখক নিযুক্ত হইতেন; তাঁহারা মেধাবী ভাষাভিজ্ঞ ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী, শ্রুতি-জ্ঞান সম্পন্ন না হইলে, লেখকশ্রেণীর যোগ্যতা স্বীকৃত হইত না। সংহিতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে এই মসীজীবী লেখকগণই কায়স্থ নামে অভিহিত। বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, মনুর মেধাতিথি ভাষ্যে, এবং গরুড়, স্কন্দ, মৎস্য, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণে কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় যে একি পর্য্যায়ের তাহারও প্রমাণ সবিশেষ আছে। তথাপি যাহারা বিদ্বেষ বশতঃ কায়স্থগণকে শূদ্র বলিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন না, তাহা কেবল তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ মাত্র।

পুরাকালে যাহারা কুলশীল, শৌর্য, বীর্য্য, বিদ্যা বিভবের গৌরবে গৌরবান্বিত, যাহারা যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া রাজন্যবৃন্দের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ রাজ্যাদির পরিচালন ও সম্পাদন করিয়াছেন—যাহাদের একমাত্র লেখনী হইতে বিধি ব্যবস্থা সকল প্রসূত, কোষাগারে, রাজ্য সুশৃঙ্খল ব্যাপারে সৈন্য বিভাগ সন্ধিবিগ্রহাদি কার্য্য যাহাদের কৃতিত্ব সর্ব্বদা প্রকাশ পাইত—যাহারা এক সময়ে মগধ, গৌড়, বঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া অমিত অরাক্রমে দুই সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন,—যাহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে দিবা প্রদীপের ন্যায় স্তিমিতভাবে বর্ত্তমান—যাহাদের প্রদত্ত ধন রত্নাদি ও দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ভূমি সমস্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অধস্তন পুরুষগণ এখন ভোগ করিতেছেন—যাহাদের যাগ, যজ্ঞ, পূজা, শান্তি ও সংস্কার কার্য্যাদি নিরত ব্রাহ্মণ মণ্ডলী সমাজের শীর্ষস্থানীয়—যাহাদের দান গ্রহণে, পৃষ্ঠপোষকতায়, সমাজ, দেশ রক্ষিত হইয়া আসিতেছে—সেই প্রবলপরাক্রান্ত বঙ্গের কায়স্থগণ আজ একমাত্র উপবীত সংস্কার বিহীন হইয়া মন্বাদি শাস্ত্র কথিত নিরক্ষর, সংস্কার বিহীন, বেদাদি শাস্ত্র পাঠ বর্জ্জিত, সেবা মাত্রোপজীবী, চিরদাস শূদ্রগণের সঙ্গে একাসনে সমাসীন।

এই ঘোর পরিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, একমাত্র শাক্যসিংহ প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল পরাক্রমে, যখন সমস্ত ভারত হইতে বৈদিক ধর্ম্ম সকল এক প্রকার গিরি কন্দরে লুক্কাইত ছিল; যখন রাজা প্রজা, ব্রাহ্মণ শূদ্র, ধনী নির্ধন সকলেই একমাত্র "অহিংসা পরমধর্ম্ম" এই মহামন্ত্র জপ করিয়া জাতি নির্বিশেষে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, তখনই বঙ্গীয় ক্ষত্রিয়গণের পরম পবিত্র যজ্ঞসূত্র সকল পরিত্যক্ত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোধানে তন্ত্রের প্রাবল্য সময়েও তাহারা উপবীত গ্রহণকে তত প্রয়োজন মনে করিলেন না। পঞ্চদশ

শতাব্দীতে সর্ব্বজাতি সমন্বয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের কবল হইতে শাক্তদিগকে রক্ষা ক
বার মানসে সংস্বতীর লীলা নিকেতন পবিত্র নবদ্বীপে অসাধারণ ধীসম্পন্ন পণ্ডি
শ্রেষ্ঠ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ৺রঘুনন্দন যখন নব্যস্মৃতি প্রচার করেন, তখন ক্ষ
কায়স্থগণের গলদেশ বিলম্বিত যজ্ঞসূত্র না থাকাই তাহাদের শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কা
সুদীর্ঘকালের মোহ নিদ্রার ঘোরে কায়স্থগণ আপন জাতটী পর্য্যন্ত ভুলিয়া যা
কি দুঃখের কারণ নহে? অদ্যাপি কোন কোন জিলার কায়স্থ অধিবাসী
আপনাদিগকে শূদ্র হইতে বিভিন্ন মনে করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন।

বঙ্গের কায়স্থ ও বৈদ্যগণ উভয়েই নব্যস্মৃতি মূলক শূদ্রাচার সম্পন্ন, কিন্তু এ
দেড়শত বৎসর গত হইল, রাজা রাজবল্লভ অজস্র অর্থব্যয় ও চেষ্টা করি
বঙ্গের ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে বৈদ্যগণের শূদ্রত্ব ঘুচাইয়া দ্বিজধর্ম্মাক্রান্ত করি
ছিলেন, তাঁহারাও ৩০ দিনের স্থানে পঞ্চদশ দিবস অশৌচ ধারণ করিয়া থাকে
তবুও সমাজের নেতা ব্রাহ্মণমণ্ডলী তৎসম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করেন
অথচ প্রকৃত ক্ষত্রিয়গণের বেলা অন্যরূপ হয় কেন? কায়স্থগণের একত
অভাব ও নিশ্চেষ্টতাই ইহার মূল। এস ভাই বঙ্গের কায়স্থগণ! আমরা
শুভ দিনে সকলের সমবেত শক্তিতে মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করত ক্ষত্রিয়াচ
গ্রহণ করি।

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

'দাস' পদ্ধতি।

আজ কাল অনেকেরই "দাস" ভীতি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণে
দাবিদার বৈদ্য-দাস আপনার 'দাস' পদ্ধতির "স,কে 'শ'কারে পরিবর্ত্তন করিতে
ছেন। কৈবর্ত্তের দাশের 'শ'কার 'স'কারে দেখা দিয়াছে। এখন 'দাস' পদ্ধতি
কায়স্থ কি করিবেন? তাহার 'দাস' লোপ করিলে'ত কিছুই থাকে না। আবা
পক্ষান্তরে 'দাসশর্ম্মা' বলিয়া একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ থাকাও জানা যায় এবং নবশা
দিগের মধ্যে 'দাস' পদ্ধতি আছে এবং একশ্রেণীর জলাচরণীয় দাসও আছে
উহারা 'দাস' বলিয়া পরিচিত ছিল, সেন্‌সাস্ কালে মাহিষ্য-দাস হইয়াছে। এই

ক্ষণ প্রশ্ন হইতেছে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখ, কৈবর্ত্ত, হালুয়াদাস এক কি? উপরোক্ত "দাস" ভীতির কোন কারণ আছে কি? "দাস"শব্দটী বৈদিক সংহিতা প্রভৃতি আর্ষ সাহিত্যে কি অর্থে প্রয়োগ এবং বর্ত্তমানে কি অর্থে প্রচলিত ইহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য।

বোধ সৌকার্য্যার্থে আমরা অগ্রে প্রাগুক্ত প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। বৈদিক সাহিত্যে দাস ও দস্যু 'শূদ্র' নহে। ঐ দস্যু-দাস হিন্দু সমাজের বাহিরের লোক। আর শূদ্র হিন্দু-সম্প্রদায়ের চারিবর্ণের একবর্ণ। ঋক্‌বেদের পুরুষসূক্তের চতুঃবর্ণ সম্বন্ধীয় ঋক্‌টীর অর্থ লইয়া রথী মহারথিগণ মধ্যে বহু বাগ্‌বিতণ্ডা-জল্পনা-কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন, ঐ ঋক্‌টী প্রক্ষিপ্ত; শূদ্র বলিয়া বেদের অন্যত্র কিছু বর্ণনা নাই। যে যাহাই বলুন আমরা যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছি, তাহার ব্যতিক্রম যিনি যাহা বুঝাইতে চাহেন, তাহা তাহার বোধ শক্তির উক্তি বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া কি করি? মুসলমান খৃষ্টিয়ান প্রভৃতির যে কোন সভ্য জাতির প্রতি দৃষ্টি করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ঐ ঐ জাতীয় লোকের কেহ কেহ আপনার জাতীয় লোকের জন্মে, বিবাহে ও মৃত্যুতে পৌরহিত্য করিয়া থাকেন। সুতরাং হিন্দু জাতির ব্রাহ্মণ হিন্দুজাতির যে কার্য্য করেন, মুসলমান জাতির মোল্‌লা ও খৃষ্টিয়ান জাতির পাদরী স্ব স্ব জাতীয় লোকের সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, অতএব মুসলমানের মোল্লা, খৃষ্টিয়ানের পাদরি ও হিন্দুর ব্রাহ্মণ স্ব স্ব জাতি সম্বন্ধে এক এবং অভিন্ন। তদ্রূপ ঐ সকল জাতির যে যে লোক শাসন ও যুদ্ধাদিতে নিযুক্ত —যে যে লোক ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্মে ব্যাপৃত ও যে যে লোক সেবা কার্য্যে ও শিল্প কার্য্যে ব্যাপৃত তাহারাও হিন্দুর ঐ ঐ কর্ম্মে ব্যাপৃত লোকেরা স্ব স্ব জাতি সম্বন্ধে এক এবং অভিন্ন, সুতরাং যখন সমস্ত সভ্যজাতি মধ্যেই এইরূপ চারিশ্রেণীর লোক দেখিতে পাই এবং হিন্দুজাতির মধ্যেও এবম্প্রকার চারিশ্রেণীর লোক বর্ত্তমানকালেও বিদ্যমান আছে, তখন হিন্দু সভ্যতার আদি কালে এইরূপ চতুঃবর্ণ ছিল না বোধ করিবার কি কারণ হইতে পারে? বস্তুতঃ এইরূপ চতুঃবর্ণ বিহীন সমাজ কদাচ সভ্য সমাজ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। আর স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারাই লোক সকল ব্রাহ্মণাদি বর্ণ প্রাপ্ত হয়, মুশলমান ও খৃষ্টিয়ান জাতিতে ইহা যেমন প্রত্যক্ষ বিষয়; হিন্দু জাতির মধ্যেও প্রকৃত প্রস্তাবে তদ্রূপই হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ বিষয়। মুসলমান ও খৃষ্টান জাতির এক বাপের চারি পুত্রের কেহ মোগল বা পাসার কেহ শাসন বা যুদ্ধাদিতে ব্যাপৃত, কেহ গৃহস্থ ও বাণিজ্য

ব্যবসায়ী, কেহ সেবাকার্য্যে বা শিল্প কার্য্যে নিযুক্ত, তদ্রূপ হিন্দু সমাজেও এ
পিতার চারি পুত্র ঐরূপ চারি বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত থাকা বিরল নহে। ব্রাহ্মণে
পুত্র লৌকিক হিসাবে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইলেও যিনি ব্রাহ্মণের কর্ম্ম করে
না; তিনি কার্য্যতঃ ব্রাহ্মণ নহেন। রামকৃষ্ণ গোপের স্ত্রী যেরূপ নামে মহারা
কার্য্যত মহারাণী নহে, যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের কার্য্য করেন না, তিনি কার্য্যত
ব্রাহ্মণ নহেন—নামে ব্রাহ্মণই বটে। বাস্তবিক কর্ম্ম দ্বারাই ব্রাহ্মণাদি চতুঃবর্ণ
জন্ম দ্বারা কিছু হয় না। ইহা যেমন মুসলমানাদি জাতিতে প্রত্যক্ষ, হিন্দু-সমাজে
প্রকৃত প্রস্তাবে কথাটা তাহাই। মুসলমানাদি জাতির মধ্যে যেমন গুণ ও কর্ম্ম
বিভাগ মতে চতুঃবর্ণ হওয়া প্রত্যক্ষ, হিন্দুদেরও সেইরূপে চতুঃবর্ণ হইয়াছি
এবং মুসলমানাদি জাতির যেমন চারি শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর আহা
বিহার ও আদান প্রদানের ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়, বৈদিককালে হিন্দুজাতিরও চতুর্বর্ণে
পরস্পর আহার বিহার ও আদান প্রদান ও একবর্ণ হইতে অপর বর্ণ হওয়ার
এক পিতার চারি পুত্র গুণ কর্ম্ম বিভাগে চারি বর্ণ হওয়াও জানা যায়। হিন্দু
দিগের সামাজিক অবস্থাও ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুযায়ী। অনতিপ্রাচীন পুরুষসূক্তে
চারি বর্ণের বিষয়ই লিখিত আছে বটে কিন্তু, ঋক্‌বেদের প্রাচীনতম সূক্তসমূহে
বর্ণভেদ থাকার কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রথমে হিন্দুদিগে
বর্ণভেদ ছিল না। ঐ ব্যবস্থা সংস্থাপিত হইলেও প্রথমে কুলপরম্পরাগত ছিল না
লোকে আপন আপন গুণ কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বলিয়া উল্লেখিত হইত
একবর্ণ হইতে অন্যবর্ণ উৎপন্ন হইত। গ্রন্থ বিশেষে এক ব্যক্তি হইতে ব্রাহ্মণ,
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র চারিবর্ণের উৎপত্তির প্রসঙ্গ বিনিবেশিত আছে। এ সম্বন্ধে
শাস্ত্রীয় বিস্তারিত প্রমাণ শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্র বাবুর মানব-তত্ত্ব নামক প্রবন্ধে উদ্ধৃত
আছে, ১৩২২ সনের কায়স্থ-পত্রিকা ১৯৭ পৃঃ।

শাস্ত্রে হিন্দুধর্ম্ম কর্ম্মের প্রাধান্য যেরূপ কির্ত্তীত আছে, অন্য কোন জাতির ধর্ম্ম
শাস্ত্রে কর্ম্মের প্রাধান্য এমন বিশদভাবে উক্ত হয় নাই। হিন্দুধর্ম্ম মতে কর্ম্মই
অদৃষ্টের জনক এবং অদৃষ্ট বশেই জীব দেব, মনুষ্য, পশু, তির্য্যকযোনি এমন কি
তৃণ গুল্মাদি রূপে জন্মগ্রহণ করা কথিত আছে। ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির আর কি কথা।
কর্ম্মফল ভোগের জন্যই ভোগায়তন দেহ ধারণ জীবের ধর্ম্ম।

অতঃপর আমরা সংহিতার কালের 'দাস' সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।
বর্ত্তমানে প্রত্যেক সভ্যজাতির গবর্ণমেণ্ট যেরূপ শান্তির শান্তি সমৃদ্ধির জন্য
উপযুক্ত যোগ্য লোকদ্বারা বিধি প্রণয়ন করেন। হিন্দু সভ্যতার সেই আদিমকালে

হিন্দুজাতির ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য আপ্ত ঋষিগণ দ্বারা যে সকল বিধি প্রণীত হইয়াছিল, তাহারই নাম সংহিতা। ঐ সকল সংহিতায় রাজধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণাদি চতুঃবর্ণের ধর্ম্ম নিরূপিত আছে। অর্থাৎ রাজা প্রজা যাহাতে সংসারধর্ম্ম সাধন করিতে করিতে সংযমের সহিত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া নিবৃত্তি মার্গে আত্মোন্নতি করিতে পারেন—প্রবৃত্তির তাড়নায় যে সকল কর্ম্ম সুখকর বলিয়া বোধ হয়, তাহা সংযমের সহিত ভোগ করিয়া যাহাতে সেই সকল কর্ম্মে প্রকৃত সুখ না থাকার জ্ঞান জন্মিয়া লোক সকল প্রকৃত সুখের পথে অগ্রসর হইতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে চারি প্রকার বুদ্ধির লোকের জন্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের জন্য চারি বিভিন্ন রকম বিধি নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। এজন্যই সংহিতাগুলি ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া খ্যাত। এই সকল শাস্ত্রে শূদ্রের দ্বিজাতি সেবাই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশিত আছে যথা—

"এক মেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষা মেব বর্ণনাং শুশ্রূষা মনসূয়য়া॥"

৯১।১ মনু

দ্বিজাতির গর্ভাদান হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত দশটী সংস্কার ও অন্ত্যেষ্টিকর্ম্ম মন্ত্র যোগে হইবার বিধান আছে, এবং তাহাদেরই শাস্ত্র পাঠেও অধিকার আছে। শূদ্রের ঐ সকল ক্রিয়া মন্ত্রযোগে হইবার বিধান নাই, এবং শাস্ত্র পাঠেও অধিকার নাই। যথা,—

"ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা বর্ণাস্ত্বাদ্যাস্ত্রয়ো দ্বিজাঃ।
নিষেকাদি শ্মশানান্তাস্তেষাং বৈ মন্ত্রতঃ স্ত্রিয়াং॥"

১০।১ যাজ্ঞবল্ক্য

তবে শূদ্রের অধিকার না থাকার কথাটা অসঙ্গত নহে। নিকৃষ্ট বুদ্ধির লোকেরাই অকর্ম্মা, সুতরাং প্রভুর শাসনভিন্ন স্বয়ং কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না শূদ্র তমঃ প্রধান, শূদ্রের স্বেচ্ছায় কর্ম্ম করার সামর্থ্য নাই। কর্ম্ম রজঃ গুণাত্মক। এজন্যই মানবধর্ম্মবক্তা শূদ্রের জন্য উপরুক্ত বিধি করিয়াছেন।

ভগবান ব্রহ্মা শূদ্রদিগের পক্ষে অসূয়া বিহীন হইয়া বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষাদি কার্য্য করার ভার অর্পণ করিয়াছেন—

"বিপ্রাণাং বেদ বিদুষাং গৃহস্থাণাং যশস্বিনাম।
শুশ্রূষৈব তু শূদ্রস্য ধর্ম্মে নৈঃ শ্রেয়সঃ পরঃ॥"

৩৩৪।৯ মনু

বেদজ্ঞ গৃহস্থ এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানেরত যশোযুক্ত ব্রাহ্মণগণের সেবা শুশ্রূষা করা শূদ্রের শ্রেয়স্কর ধর্ম্ম।

এখানে মানবশাস্ত্র শূদ্রের পক্ষে যে বিধি করিয়াছেন, তাহা অতি উৎকৃষ্ট বটে। প্রথম শ্লোকে সাধারণভাবে দ্বিজাতি সেবা বিধি করিয়া, দ্বিতীয় শ্লোকে বিশেষ বিধি করত কি প্রকার দ্বিজসেবা কর্ত্তব্য, তাহা নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। কর্ম্মী লোকের সংশ্রবে থাকিয়া শূদ্রের তমগুণের হ্রাস হইয়া রজগুণ উদ্রিক্ত হওয়া উপায়ই এই বিধির মর্ম্ম। সুতরাং শূদ্রের শূদ্রত্ব অপনয়ন বাসনায় কৃপা পরবশ হইয়া মনু এপ্রকার বিধির আরোপ করিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন,—

"ক্ষত্রিয়স্যৈব বৈশ্যস্য ব্রাহ্মণোবৃত্তিকর্ষিতৌ।
বিভৃয়াদানৃশংস্যেন স্বানি কর্ম্মানি কারয়ন্॥ ৪১১
দাস্যন্তু কারয়ন্ লোভাদ্ ব্রাহ্মণঃ সংস্কৃতান্ দ্বিজান্।
অনিচ্ছতঃ প্রাভাবত্যাদ্ রাজ্ঞা দণ্ড্যঃ শতানিষট্॥ ৪১২
শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্য ক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥ ৪১৩
ন স্বামিনা নিসৃষ্টোঽপি শূদ্র দাস্যাদ্বিমুচ্যতে
নিসর্গজং হি তৎ তস্য কস্তস্মাৎ তদপোহতি॥ ৪১৪
ধ্বজাহৃতো ভক্তদাসো গৃহজঃ ক্রীতদত্রিমৌ।
পৈত্রিক দণ্ডদাসশ্চ সপ্তৈতে দাস যোনয়ঃ॥" ৪১৫

মনু ৮ম অঃ

বঙ্গার্থ—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্ববৃত্তি দ্বারা ভরণাদি-নির্ব্বাহাশক্ত হইলে, ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্ম করাইয়া অনৃশংসভাবে প্রতিপালন করিবেন। ব্রাহ্মণ যদি প্রভুত্ব বা লোভ বশতঃ অনিচ্ছুক সেই সংস্কৃত দ্বিজগণকে (ক্ষত্রিয়-বৈশ্যকে) স্বীয় পাদপ্রক্ষালনাদিরূপ দাস্য কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, তবে রাজা তাহাকে ছয়শত পণ দণ্ড করিবেন। পরন্তু ক্রীত হউক বা অক্রীত হউক, শূদ্র দ্বারা তিনি দাস্য কর্ম্ম করাইয়া লইবেন। যেহেতু বিধাতা দাস্যকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। শূদ্র স্বামী কর্ত্তৃক বিমুক্ত হইলেও দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হয় না। দাসত্ব কর্ম্ম তাহার স্বাভাবিক, অতএব কে তাহাকে উহা হইতে মুক্ত করিতে পারে? ধ্বজাহৃত অর্থাৎ যুদ্ধ জয় করিয়া যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভক্তদাস অর্থাৎ ভাতের জন্য যে দাস্য স্বীকার করে, গৃহজ অর্থাৎ দাসীর পুত্র, ক্রীত, দত্রিম, পৈত্রিক অর্থাৎ পুরুষানুক্রমিক দাস এবং রাজদণ্ড প্রাপ্ত, এই সাত প্রকার দাস শাস্ত্রে নির্দ্দেশিত আছে।

উপরোক্ত সপ্তবিধ দাসের মধ্যে ক্ষত্রিয় বৈশ্যও পাওয়া যাইতেছে। আবার ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে এমনও আছে, যে ধ্বজপতাকাদি রাজচিহ্ন যুক্ত ক্ষত্রিয়ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অন্যের দাস হইতেন। কিন্তু এই ক্ষত্রিয়-বৈশ্য দাস বিজেতার—এমন কি ব্রাহ্মণেরও পাদপ্রক্ষালন করিতেন না, যে ব্রাহ্মণ প্রভুত্ব বশে করাইতে উদ্যত হইয়াছেন, তিনি নরপতি কর্ত্তৃক বিশেষভাবে দণ্ডিত হইয়াছেন। কায়স্থ-সমাজের দাস-পদ্ধতিক যে সকল বংশ দৃষ্ট হয়, সম্ভবতঃ তাঁহারা ঐ ক্ষত্রিয় দাস, যেহেতু তাঁহারা কখনই ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালনাদি দূষণীয় কার্য্য করেন নাই। অধিকন্তু বসু-মিত্র-গুহাদি বিশুদ্ধ বঙ্গীয় ক্ষত্রিয়দিগের সহিত আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং ঐ দাস বংশীয়গণ যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় তাহাতে কোন সংশয় নাই। হয়ত এক সময়ে বিজয়ী কোন বীরের নিকট স্বীয় রাজচিহ্ন বিচ্যুত হইয়াছিলেন অথবা স্বগণ ভরণ-পোষণে অশক্ত হইয়া (আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের বর্ত্তমান কালের প্রিয়তর চাকরী রূপ) দাস্য দ্বারা জীবন যাপন করায় 'দাস' এই পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফলতঃ কায়স্থ-সমাজের 'দাস' পদবী যে শূদ্রত্ব বোধক নহে, ইহা উহাদের কার্য্যের দ্বারাই বিনির্দ্দেশিত হইয়া থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ দাস মহালানবীশ।

বরপণ প্রথার অপকারিতা।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা নানাস্থানের সাম্বৎসরিক অধিবেশনে আপনাদিকে 'বরপণ প্রথার অপকারিতা' সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়া আসিতেছেন, আজ আবার আপনাদিগকে সেই কথা বলিবার নিমিত্তই আমি উপস্থিত হইয়াছি। ব্যক্তিকে লইয়াই আমাদের সমাজ—আবার সমাজকে লইয়াই জাতি—এস্থলে আমি সমগ্র হিন্দুজাতির কথাই বলিতেছি। ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি এরূপ পরস্পর সাপেক্ষ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট যে একটিকে বাদ দিয়া অপরটি অগ্রসর হইতে পারে না। সমাজের ভিত্তি ব্যক্তি—আবার সমগ্র জাতি সমাজ সমষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তির মঙ্গলেই সমাজের মঙ্গল—সমাজের মঙ্গলেই জাতির মঙ্গল। একটি ব্যষ্টি অপরটি সমষ্টি। তাই জাতীয় আদর্শকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে, আমাদিগকে তাহা

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্য দিয়াই করিতে হইবে। প্রাচীন ভারত তাহা বুঝিয়াছি
এবং বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাই এককালে ভারত সমসাময়ি
জাতিসমূহের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আর আমরা এ
সহজ কথাটা বুঝিতে অবহেলা করিয়া, অথবা বুঝিয়াও তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃ
না হইয়া সমগ্রজাতিটাসহ কেবলই বিফলতা—কেবলই নিরাশার অতল গভী
ডুবিয়া যাইতেছি। প্রাচীন ভারতের মূল লক্ষ্য ছিল সমগ্র জাতিকে 'আ
জ্ঞান' লাভের উপযুক্ত করিয়া তোলা—আর তাহার মূল মন্ত্র ছিল "নায়মা
বলহীনেন লভ্যঃ'—'আত্মজ্ঞান দুর্ব্বলের লভ্য নহে।' সে বুঝিয়াছিল, তাহা
এই লক্ষ্য লাভ করিতে হইলে—সমগ্র জাতিটাকে শরীর ও মন উভয় দিক দি
সবল করিয়া তুলিতে হইলে, তাহা ব্যক্তির মধ্য দিয়াই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে—
ব্যক্তিকে শৈশব হইতে সংযমের পথে চালিত করিয়া নিঃস্বার্থ ও নিষ্কামকর্ম্মী
সবলদেহী করিয়া তুলিতে হইবে। তাই সে সর্ব্ব প্রথম ব্যক্তিগত জীবন গঠনে
দিকেই মনোযোগ দিয়াছিল—তাই সে সর্ব্ব ধর্ম্মলাভের উপায় স্বরূপ ব্যক্তিগ
জীবনে চতুরাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল যে, সংযম শিক্ষা
হইলে লোক সবলদেহী এবং নিঃস্বার্থ ও নিষ্কামকর্ম্মী হইতে পারে না এ
ব্যক্তি নিঃস্বার্থ নিষ্কামকর্ম্মা ও সবলদেহী না হইলে জাতিগত ধর্ম্মলাভ হয় না
সে আরও বুঝিয়াছিল যে, সংযম কেবলমাত্র অভ্যাসের ফল এবং এই সংয
শৈশব হইতে অভ্যাস না করিলে লাভ করা যায় না। তাই সে সামাজি
প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে প্রথম জীবনে ব্রহ্মচর্য্য; দ্বিতীয় জীবনে বানপ্রস্থ ও শে
জীবনে সন্ন্যাস—এই চতুরাশ্রম বিহিত করিয়াছিল। ফলে, সংযমে ও ধর্ম্মবলে
নিষ্কাম কর্ম্ম ও ত্যাগের আদর্শে প্রাচীন ভারত এক অপূর্ব্ব শক্তি লাভ করিয়
ছিল—যাহার সম্মুখে সমগ্র বিশ্বকে অর্ঘ্য হস্তে অবনত কন্ধর হইতে হইয়াছিল
আর আজ আমরা সেই সংযমের মূলমন্ত্র হারাইয়া কেবলই স্বার্থপরতা, সংকীর্ণত
ও ক্ষুদ্রতার পঙ্কে ডুবিয়া যাইতেছি; এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট হেয় ও অনাদৃ
হইতেছি—এমন কি আমাদের মধ্যেই কেহ কেহ ইতিমধ্যে আমাদের সমগ্র
জাতিটার ধ্বংসোন্মুখতার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।
আমাদের এই সংযম শিক্ষার অভাবে আমরা গার্হস্থ্য জীবনে অত্যন্ত স্বার্থপর ও
সংকীর্ণ হইয়া উঠিতেছি এবং আমাদের এই স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতাই আমাদে
যাবতীয় সামাজিক ব্যাধির নিদান স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। আজ যে আমাদে
সমাজ অন্যান্য ব্যাধি ব্যতিত 'বরপণ প্রথা' রূপ নিদারুণ ব্যাধির পীড়নে অহরহ

নিপীড়িত হইতেছে—ইহারও নিদান অনুসন্ধান করিলে আমরা ইহার মূলে
আমাদের সংযম শিক্ষার অভাব জনিত ব্যক্তিগত শোচনীয় স্বার্থপরতার প্রকট
মূর্ত্তিই দেখিতে পাইব। সমগ্রজাতি ও সমাজের মঙ্গলের নিমিত্তমূলে ব্যক্তিগত
স্বার্থত্যাগ করিতে হইলে যে প্রকার সংযম আবশ্যক, আমাদের ভিতরে তাহার
শতাংশের একাংশ বিদ্যমান থাকিলেও আমাদিগকে আজ সমাজের এই নিদারুণ
চিত্র দর্শনে ব্যথিত হইতে হইত না। আসল কথা, আমরা "ইতোভ্রষ্ট ততোনষ্টঃ"
হইয়াছি—আমরা আমাদের প্রাচীন আদর্শ হারাইয়াছি, অথচ তৎপরিবর্ত্তে
পাশ্চাত্যর নবীনজাতিসমূহের আদর্শ গ্রহণের উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারি
নাই। অধুনাতন পাশ্চাত্য জাতিগণের মূল লক্ষ্য স্বতন্ত্র হইলেও সংযম ও নিষ্কাম
কর্ম্ম শিক্ষা ব্যতীত লক্ষ্য লাভের যে উপায়ান্তর নাই, তাহা তাঁহারা বুঝিয়াছেন।
পাশ্চাত্যজাতির মূল-মন্ত্র হইতেছে, "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তণ" (survival of the
fittest) তাঁহারা বলেন, ধরাপৃষ্ঠে পরিণামে সেই জাতিই টিকিয়া যাইবে—
যে জাতি সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতম হইবে। অতএব তাঁহাদের মতে
জাতিকে চিরজীবী হইতে হইলে তাহাকে সর্ব্ব বিষয়ে যোগ্যতম হইতে হইবে।
শুধু শারীরিক যোগ্যতায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিলেই চলিবে না—
মানসিক যোগ্যতায়ও সর্ব্বোচ্চস্থান লাভ করিতে হইবে—তবেই জাতি টিকিতে
পারিবে—অন্যথা তাহাকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। এই
জাতিগত যোগ্যতা লাভের উপায় কি? তাহাও তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।
প্রাচীন ভারতের ন্যায় তাঁহারাও ব্যক্তিগত ও সমাজগত যোগ্যতার মধ্য দিয়াই
জাতিগত যোগ্যতা লাভের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। তাই তাঁহারা ব্যক্তি
কিসে শারীরিক ও মানসিক বলে বলীয়ান হইতে পারে—ব্যক্তি কিসে শারীরিক
ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভ করিয়া সমাজ ও জাতিকে বলশালী ও মেধাবী ও কর্ম্ম-
পটু করিয়া তুলিতে পারে, তজ্জন্য নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রণালীর আবিষ্কার ও
নানা ভাবে জীবন গঠনের উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন,
যে ব্যক্তি জন্মগত দুর্ব্বল হয়, তবে তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে সম্পূর্ণ সবল
করিয়া তোলা সাধ্যায়ত্ত নহে—ব্যক্তি যদি শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য
লইয়াই এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, তবে তাহা আমার শত চেষ্টাতেও আশানু-
রূপ সফলতা লাভ করিতে পারে না—তাই তাঁহারা English (সুপ্রজনন বিদ্যা)
নামক বিজ্ঞান শাস্ত্রের পরিপুষ্টি বিধান করিতেছেন। কিসে সবল সুস্থ দেহী ও
মনস্বী শিশু সমাজে জন্মগ্রহণ করে—কিরূপ বয়সে কিরূপ শ্রেণীর দম্পতির মিলন

হইলে জাতশিশু নীরোগ ও সবলকায় ও উপযুক্ত মানসিক শক্তি লা
করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা করিবার জন্য
পাশ্চাত্য জগতে নানাপ্রকার আন্দোলন আলোচনা ও প্রতিষ্ঠাসমূহের আবির্ভা
হইয়াছে ও প্রতি নিয়ত হইতেছে।

প্রাচীন ভারতেও বিবাহ ও সন্তানোৎপাদন সম্বন্ধে কতকগুলি বিধিবদ্ধ শা
প্রচলিত ছিল—প্রত্যেক গৃহস্থকে সেই সমস্ত শাস্ত্রীয় নিয়ম মান্য করিয়া চলিতে
হইত। বিবাহ ও সন্তানোৎপাদন সম্বন্ধে তৎকালে এখনকার ন্যায় উচ্ছৃঙ্খলতা—
যথেচ্ছাচারিতা প্রচলিত ছিল না। তাই প্রাচীন ভারতে যেরূপ সবল সুদীর্ঘ পরিপু
ও মেধাবী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিত এখন আর তেমনটি পরিদৃষ্ট হয় না। অন্য
দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ভারতীয় জাতিসমূহের মধ্যে যেরূপ প্রণালীবদ্ধ উদ্বাহ ও সন্তান
জনন প্রথা প্রচলিত ছিল—সুপ্রাচীন মনুসংহিতা হইতে তাহার কতকটা আভা
প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব
রাক্ষস ও পৈশাচ এই অষ্টবিধ বিবাহের বিষয় মনুসংহিতাকার উল্লেখ করিয়াছেন
কন্যাকে মূল্যবান বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন ও অলঙ্কারাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়া
বিদ্যা ও সদাচার সম্পন্ন বরকে স্বয়ং আমন্ত্রন করতঃ যে কন্যাদান, তাহাই ব্রাহ্মবিবাহ। জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের পর সেই যজ্ঞে কর্ম্মকর্ত্তা পুরোহিতকে সা
কন্যাদানই দৈববিবাহ। যাগাদি অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মের নিমিত্ত বরের নিকট
হইতে গোবলিবর্দ্দ এক বা দুই যুগ গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে যে বিধিবৎ কন্যাদান
তাহার নাম আর্ষ-বিবাহ। "তোমরা উভয়ে গার্হস্থ ধর্ম্ম আচরণ কর" এই
অনুরোধ করিয়া অর্চ্চনাপূর্ব্বক বরকে যে কন্যাদান, তাহার নাম প্রাজাপত্য-
বিবাহ, স্বেচ্ছামতে কন্যার পিতা প্রভৃতিকে এবং কন্যাকে ধন দিয়া যে কন্যা
গ্রহণ, তাহার নাম আসুর-বিবাহ। কন্যা এবং বর উভয়ের অনুরাগ বশতঃ যে
মিলন তাহার নাম গান্ধর্ব্ব-বিবাহ। কন্যাপক্ষীয় লোকদিগকে হনন করিয়া
তাহাদিগের গৃহ ভেদ করিয়া রোরুদ্যমানা কন্যাকে হরণ করিয়া যে বিবাহ
তাহার নাম রাক্ষস-বিবাহ। নিদ্রায় অভিভূতা, মদ্যপানে বিহ্বলা অথবা উন্মত্তাদি
স্ত্রীলোকে যে অভিগমন, তাহার নাম পৈশাচ-বিবাহ। [মনু ৩য় অধ্যায় ২৭-৩৪
শ্লোক]।

সর্ব্বোচ্চস্তরের সমাজ হইতে সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীর সমাজের মধ্যে যত প্রকারে
যত ভাবের বিবাহ প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল, মনুসংহিতা তাহাদে
শ্রেণী ভেদ (classify) করিয়া তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত আটটি শ্রেণীতে বিভা

করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ সকল বিবাহের মধ্যে কোনটিতেই—এমন
কি সর্ব্ব নিকৃষ্ট ও সর্ব্বজন নিন্দিত পৈশাচ বিবাহেও কন্যার পিতার নিকট হইতে
বরমূল্য বা বরপণ গ্রহণের দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হয় না। বরং দুইটী স্থলে অর্থাৎ আর্ষ
বিবাহ ও আসুর বিবাহে বরের অথবা বরকর্ত্তার নিকট হইতেই পণ গ্রহণের
প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বর অথবা বরকর্ত্তার নিকট হইতে
ঐরূপ পণ-গ্রহণ যে অতীব নিন্দনীয় ও অধর্ম্ম জনক বলিয়া পরিগণিত হইত
মনুসংহিতায় তাহা শতমুখে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐরূপ কন্যাপণ গ্রহণের বিরুদ্ধে
মনুসংহিতাকার বলিতেছেন—"ধনগ্রহণ দোষজ্ঞ পিতা কন্যাদান নিমিত্ত অল্প
মাত্র শুল্কও গ্রহণ করিবেন না; কারণ লোভ বশতঃ শুল্ক গ্রহণ করিলে অপত্য
বিক্রয়ী হইতে হয়। গো-বধ ও অপত্য-বিক্রয়ী উভয়েরই সমান উপপাতক
(৩।৫১ শ্লোঃ)। আর্ষ বিবাহে যে গো-মিথুন বরের নিকট হইতে গ্রহণ করা যায়,
কেহ কেহ বলেন, ইহা শুল্ক; কেননা, অল্পই হউক আর অধিকই হউক, কন্যার
কারণ যাহা কিছু গ্রহণ করা যায়, তাহাতেই বিক্রয় সিদ্ধ হয় (৩।৫৩ শ্লোক)।"
মনুসংহিতা আরও বলিতেছেন 'ব্রাহ্ম্যাদি চারি বিবাহে যে সন্তান জন্মে, তাঁহারা
তেজযুক্ত ও সাধু সজ্জন হন। তাঁহারা সুরূপ, স্বত্বগুণ প্রধান, ধনবান্,
পর্য্যাপ্ত ভোগবান্ ও ধার্ম্মিক হন এবং শতবর্ষ জীবিত থাকেন। অবশিষ্ট
বিবাহে ক্রূরকর্ম্মা, মিথ্যাবাদী, ধর্ম্ম ও বেদ বিদ্বেষী পুত্রসকল জন্ম
গ্রহণ করে। নিন্দিত বিবাহে মনুষ্যদিগের নিন্দিত সন্তান জন্মে এবং অনিন্দিত
বিবাহে অনিন্দিত সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। এই হেতু নিন্দিত বিবাহ সর্ব্বপ্রযত্নে
পরিত্যাগ করিবে (৩।৩৯-৪২ শ্লোক)। বলা বাহুল্য—বরপণ গ্রহণ মূলক বিবাহ
নিন্দিত বিবাহ, স্বেচ্ছামতে কন্যার পিতা প্রভৃতিকে এবং কন্যাকে ধন দিয়া যে কন্যা
গ্রহণ, তাহার নাম আসুর-বিবাহ। কন্যা এবং বর উভয়ের অনুরাগ বশতঃ যে
মিলন তাহার নাম গান্ধর্ব্ব-বিবাহ। কন্যাপক্ষীয় লোকদিগকে হনন করিয়া
তাহাদিগের গৃহ ভেদ করিয়া রোরুদ্যমানা কন্যাকে হরণ করিয়া যে বিবাহ
তাহার নাম রাক্ষস-বিবাহ। নিদ্রায় অভিভূতা, মদ্যপানে বিহ্বলা অথবা উন্মত্তাদি
স্ত্রীলোকে যে অভিগমন, তাহার নাম পৈশাচ-বিবাহ। [মনু ৩য় অধ্যায় ২৭-৩৪
শ্লোক]।

সর্ব্বোচ্চস্তরের সমাজ হইতে সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীর সমাজের মধ্যে যত প্রকারে
যত ভাবের বিবাহ প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল, মনুসংহিতা তাহাদে
শ্রেণী ভেদ (classify) করিয়া তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত আটটি শ্রেণীতে বিভা

করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ সকল বিবাহের মধ্যে কোনটিতেই—এমন
কি সর্ব্ব নিকৃষ্ট ও সর্ব্বজন নিন্দিত পৈশাচ বিবাহেও কন্যার পিতার নিকট হইতে
বরমূল্য বা বরপণ গ্রহণের দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হয় না। বরং দুইটী স্থলে অর্থাৎ আর্ষ
বিবাহ ও আসুর বিবাহে বরের অথবা বরকর্ত্তার নিকট হইতেই পণ গ্রহণের
প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বর অথবা বরকর্ত্তার নিকট হইতে
ঐরূপ পণ-গ্রহণ যে অতীব নিন্দনীয় ও অধর্ম্ম জনক বলিয়া পরিগণিত হইত
মনুসংহিতায় তাহা শতমুখে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐরূপ কন্যাপণ গ্রহণের বিরুদ্ধে
মনুসংহিতাকার বলিতেছেন—"ধনগ্রহণ দোষজ্ঞ পিতা কন্যাদান নিমিত্ত অল্প
মাত্র শুল্কও গ্রহণ করিবেন না; কারণ লোভ বশতঃ শুল্ক গ্রহণ করিলে অপত্য
বিক্রয়ী হইতে হয়। গো-বধ ও অপত্য-বিক্রয়ী উভয়েরই সমান উপপাতক
(৩।৫১ শ্লোঃ)। আর্ষ বিবাহে যে গো-মিথুন বরের নিকট হইতে গ্রহণ করা যায়,
কেহ কেহ বলেন, ইহা শুল্ক; কেননা, অল্পই হউক আর অধিকই হউক, কন্যার
কারণ যাহা কিছু গ্রহণ করা যায়, তাহাতেই বিক্রয় সিদ্ধ হয় (৩।৫৩ শ্লোক)।"
মনুসংহিতা আরও বলিতেছেন 'ব্রাহ্ম্যাদি চারি বিবাহে যে সন্তান জন্মে, তাঁহারা
তেজযুক্ত ও সাধু সজ্জন হন। তাঁহারা সুরূপ, স্বত্বগুণ প্রধান, ধনবান্,
পর্য্যাপ্ত ভোগবান্ ও ধার্ম্মিক হন এবং শতবর্ষ জীবিত থাকেন। অবশিষ্ট
বিবাহে ক্রূরকর্ম্মা, মিথ্যাবাদী, ধর্ম্ম ও বেদ বিদ্বেষী পুত্রসকল জন্ম
গ্রহণ করে। নিন্দিত বিবাহে মনুষ্যদিগের নিন্দিত সন্তান জন্মে এবং অনিন্দিত
বিবাহে অনিন্দিত সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। এই হেতু নিন্দিত বিবাহ সর্ব্বপ্রযত্নে
পরিত্যাগ করিবে (৩।৩৯-৪২ শ্লোক)। বলা বাহুল্য—বরপণ গ্রহণ মূলক বিবাহ
নিন্দিত বিবাহ, স্বেচ্ছামতে কন্যার পিতা প্রভৃতিকে এবং কন্যাকে ধন দিয়া যে কন্যা
গ্রহণ, তাহার নাম আসুর-বিবাহ। কন্যা এবং বর উভয়ের অনুরাগ বশতঃ যে
মিলন তাহার নাম গান্ধর্ব্ব-বিবাহ। কন্যাপক্ষীয় লোকদিগকে হনন করিয়া
তাহাদিগের গৃহ ভেদ করিয়া রোরুদ্যমানা কন্যাকে হরণ করিয়া যে বিবাহ
তাহার নাম রাক্ষস-বিবাহ। নিদ্রায় অভিভূতা, মদ্যপানে বিহ্বলা অথবা উন্মত্তাদি
স্ত্রীলোকে যে অভিগমন, তাহার নাম পৈশাচ-বিবাহ। [মনু ৩য় অধ্যায় ২৭-৩৪
শ্লোক]।

সর্ব্বোচ্চস্তরের সমাজ হইতে সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীর সমাজের মধ্যে যত প্রকারে
যত ভাবের বিবাহ প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল, মনুসংহিতা তাহাদে
শ্রেণী ভেদ (classify) করিয়া তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত আটটি শ্রেণীতে বিভা

শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইত—তাহার উদ্দেশ্য ছিল সুসন্তানোৎপাদন।
এখন নারীর মর্য্যাদা অপেক্ষা অর্থের মর্য্যাদাই অধিক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে,
পুরুষের সহিত তুলনায় নারীর মর্য্যাদার কোন স্থান আছে বলিয়া—অন্ততঃ কার্য্যকালে
আমরা স্বীকার করিতে চাহি না। বিবাহে বরকর্ত্তা যখন একটা অসঙ্গত বরপণ

দাবী করিয়া বসেন, তখনই তিনি অজ্ঞাতসারে কার্য্যতঃ সেই বরপণকে বর ও কন্যা
মর্য্যাদার বিয়োগফল বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি কন্যার মর্য্যাদাকে বরের মর্য্যাদ
সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করেন না—তাই কন্যাকে বরের সমকক্ষ করিবার জন্য কন্য
সহিত কতকগুলি অর্থ দাবী করিয়া থাকেন। আমরা আমাদের জীবনের ল
ভুলিয়াছি—সমাজের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছি—জাতির আদর্শ অগাধজলে বিসর্জ
দিয়াছি। নারীজাতির মর্য্যাদা খাটো করিতে যাইয়া, পরস্পর পরস্পরের রক্তশো
রূপ আত্মঘাতী নীতি অবলম্বন করিয়াছি—শাস্ত্রবাক্য যখন নিজের স্বার্থ সি
অনুকূলমত প্রকাশ করে, তখনই শাস্ত্রের দোহাই দিতে অভ্যস্ত হইয়াছি—পরন্তু শ
যদি আপাতঃ স্বার্থ সিদ্ধির বিপরীত মত প্রকাশ করে তবে তাহা উরগক্ষত অঙ্গুল
ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেছি না। মনু বলিয়াছে
বিবাহে শুল্ক গ্রহণ গোবধের তুল্য উপপাতক—কিন্তু মনু কথিত এই বাক্য আপা
স্বার্থ সিদ্ধির বিপরীত অতএব তাহা আর আমাদের শ্রোতব্য বলিয়া বিবেচিত হইতে
না। মনুর মতে শুল্ক গ্রহণ পূর্ব্বক বিবাহ নিন্দনীয় এবং নিন্দিত বিবাহে নি
সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, অতএব ঐ প্রকার নিন্দিত বিবাহ সর্ব্বথা পরিহার যোগ
—কিন্তু দুর্ভাগ্যগতঃ আমরা মনুর এমতে কোন প্রকার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি
পারিতেছি না—যেহেতু ইহাতে আমাদের আপাতঃ স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটি
সম্ভাবনা। মনু বলিয়াছেন—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়া॥"

(মনু ৩।৫৬)

"যেখানে নারীগণ পূজা প্রাপ্ত হন, তথায় দেবতারা প্রসন্ন থাকেন। অ
যেখানে নারীগণ পূজা প্রাপ্ত হন না, তথায় ক্রিয়া কর্ম্ম সমুদায়ই বৃথা।" আব
আমাদের শাস্ত্রেই কুমারী পূজার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়—যাহা পৃথিবীর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট
না। এইরূপে স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা সম্বন্ধে দ্বিসহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে প্রাচী
ভারতে যে উদারবাণী বিঘোষিত ও উদার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল—তাহার সম্ব
আজ বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাভিমানী আমাদিগকে অধোবদন হইতে হয়,—ই
অপেক্ষা লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে?

আমার মনে হয়, বিবাহে 'বরপণের' অর্থ আর কিছুই নহে—নারী জাতি
অমর্য্যাদাখ্যাপন করা। আমার আরও মনে হয়, এই নারী জাতির অমর্য্যাদাই ভারত
আর্য্যজাতির অধঃপতনের হেতু। যেস্থলে বিবাহে এইরূপ সংকীর্ণ নীতি প্রশ্রয় প্রা

হয়, তথায় সুসন্তান জন্মিতে পারে না। প্রথমেই বলিয়াছি ব্যক্তির উপরেই সমাজ ও সমাজের উপরে জাতি প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যেখানে সুসন্তানের অভাব তথায় সমাজ ও জাতি যে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না এবং সে জাতির যে অধঃপতন ও ধ্বংস একান্তই অবশ্যম্ভাবী তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। দেশের ও জাতির এই নৈতিক, মানসিক ও শারীরিক শোচনীয় অধঃপতনের সময় যখন বহুসংখ্যক সবল সুস্থদেহী মেধাবী সন্তানের আবির্ভাব, জাতিকে ধ্বংসমুখ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে—তখন আমি আমার স্বজাতীয় বৃন্দকে—এমন কি ভারতীয় প্রত্যেক সামাজিককে বরপণ গ্রহণরূপ আত্মঘাতী নীতি পরিহার করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। শাস্ত্রে উপযুক্ত বর অভাবে কুপাত্রে কন্যা সম্প্রদান না করিয়া বরং কন্যাকে চিরকুমারী রাখিবার ব্যবস্থাও দেখিতে পাওয়া যায়।* আমি সেই শাস্ত্রকারগণের বাণীরই প্রতিধ্বনি করিয়া কন্যা কর্ত্তাগণকেও বলিতে চাই যে, তাঁহারা গৌরীদানের কামনা পরিত্যাগ করিয়া জাতির উদ্ধার জন্য মনে মনে সংকল্প করুন যে, বরং তাঁহারা কন্যাকে আজীবন কুমারী রাখিবেন, তথাপি শুল্ক বা পণগ্রাহী অথবা পণগ্রহণে অভিলাষী বরকর্ত্তার পুত্রাদিকে কিছুতেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন না।

বরগণের নিকটও আমার বক্তব্য এই যে, তাঁহারাই আমাদের সমাজের ভরসাস্থল—তাঁহারা জাতির মঙ্গলের জন্য, সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রতিজ্ঞা করুন যে, বিবাহে তাঁহারা পণগ্রহণ করিবেন না এবং করিতে দিবেন না। এইরূপে বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তা ও বরের সমবেত চেষ্টায় সহজেই আমাদের সমাজ ও জাতি মহাবিপদের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া কল্যাণ লাভে সক্ষম হইতে পারিবে। আমাদের জাতীয় ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে—আমাদের জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে অকপটচিত্তে—আন্তরিকতার সহিত আমাদিগকে এইরূপ সমবেতভাবে চেষ্টা করিতেই হইবে—তবেই আমরা এই জাতীয় সঙ্কটে উদ্ধার লাভ করিতে পারিব। সরলতা ব্যতিত সিদ্ধি লাভ হয় না—সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে ভিতরে ও বাহিরে এক হইতে হইবে—কথায় ও কার্য্যে সামঞ্জস্য রাখিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে—জাতির তাবৎধারা অক্ষুণ্ণ ও সবল রাখিতে হইলে, আমাদিগের জাতিকে যোগ্যতম করিয়া তুলিতে হইবে। আবার জাতিকে যোগ্যতম করিতে হইলে, সমাজে যোগ্যতম ব্যক্তির যাহাতে সম্ভব হইতে পারে, আমাদিগকে সেই দিকেই সর্ব্ব প্রথমে মনোযোগ দিতে হইবে। উদার বিজ্ঞান সম্মত বিবাহ প্রণালী প্রচলিত

* সম্ভবতঃ চিরকুমারী নহে, কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া দেখিবার কথা আছে। কাঃ পঃ সঃ

না হইলে, সমাজে শত শত—সহস্র সহস্র সবল সুস্থ ও মেধাবী সন্তানের জন্ম
পারে না। সুতরাং জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও যোগ্যতম করিতে হইলে, আমাদি
বিবাহ পদ্ধতিকে সর্ব্বাগ্রে উদার স্বার্থ-সম্পর্ক-শূন্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতি
করিতে হইবে। যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন শুধু কথায় উপচিত হয় না। বিশ্বের
যুগ পরিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণে কোনও জাতি শুষ্ক কথা দ্বারা বিকাশ প্রাপ্ত হ
পারিবে না। জাতির কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে জাগ্রত রাখিয়া ধীরে ধীরে সতর্কতার
লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা যেন কেবল বৃথা মৌখিক বাগা
আমাদের অবসন্ন জাতীয় জীবনের ক্ষীণ শক্তিটুকুর অপব্যয় করিয়া অসার আত্ম
সন্তোগ না করি। স্বার্থত্যাগ ব্যতিত আত্মশক্তির উদ্বোধন হয় না—এ
নিষ্কাম কর্ম্ম ব্যতিত কোন সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয় না। সেই আত্মশক্তির উ
ব্যতিত অন্য কোনও মুষ্টিযোগে আমাদের কোনও জাতীয় ব্যাধির উপশম হইবে
সাধনা ব্যতিত কখনও সিদ্ধি লাভ হইবে না। বহু স্বার্থ ত্যাগ করত আমাদি
আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—নতুবা শুধু বাগাড়ম্বরে আমাদিগের দুঃখ
না। সুখের বিষয় এ দেশে নানাদিক্ হইতে এক্ষণে আবার ত্যাগমূলক
সংবাদ পাওয়া যাইতেছে—বিবাহ ক্ষেত্রেও দুই একজন স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ বি
মাত্রও বরপণ গ্রহণ না করিয়া পুত্রের বিবাহ দিতেছেন, এরূপ সংবাদ অধুনা
মধ্যে আমাদের কর্ণগোচর হইতেছে। অতএব আমাদের নিরাশার কোন হেতু
ভগবান্ বলিয়াছেন—

"নেহাভি ক্রম নাশোস্তি
প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্প মাত্রশ্চ যো ধর্ম্মঃ
ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, এই যে নিষ্কাম কর্ম্ম, ইহার প্রারম্ভের নাশ নাই, ই
কোন প্রত্যবায়ও নাই, ইহা স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও মহৎভয় হইতে পরিত্রাণ প
যায়।

আজ চতুর্দ্দশ বৎসর হইল 'বঙ্গদেশীয়কায়স্থ-সভার' প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়া
যে মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া কায়স্থ-সভা স্থাপিত হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্যের দিকে আ
বিশেষ অগ্রসর হইতে পারিরাছি বলিয়া বোধ হয় না। সামাজিকগণের নিশ্চে
স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতাই যে ইহার কারণ, তদ্বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু
নিশ্চেষ্টতা সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতার মধ্যেও দুই একজন ত্যাগশীল, উদার,

ত্যাগী নিষ্কামকর্ম্মী পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই জাতীয় দুর্দ্দিনের সুগভীর অন্ধকার
ধ্যে তাঁহারাই স্বীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা আশায় উজ্জ্বল রশ্মি বিকীরণ করিয়া আমাদিগকে
বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আজ এই আশা ও নিরাশার দ্বন্দের মধ্যে
হারাই আমাদের পথ প্রদর্শক স্বরূপ কার্য্য করিতেছেন—ইঁহারা আমাদের ধন্যবাদের
াত্র—এই মুষ্টিমেয় কর্ম্মবীরের জন্যই আমাদের এই প্রতিষ্ঠান এখনও দণ্ডায়মান
হিয়াছে। গীতাকারের মহাবাক্য সত্য হইলে এই স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্ম্মই
ামাদিগকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিবে। আজ আমরা এই জাতীয় জাগরণের
দ্ধিক্ষণে আশা ও নিরাশার মধ্যস্থলে অরুণের ক্ষীণ রশ্মিমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া ভয়ে
য়ে যে সিদ্ধিলাভের আলোচনা করিতেছি—আশা করি আমার পঞ্চবিংশবর্ষ পরবর্ত্তী
লখকের মনে আর সে আশঙ্কা থাকিবে না—তিনি জাতীয় উন্নতির প্রখর সূর্য্য-
করণের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদিগকে কেবলই আশারবাণী—কেবলই সিদ্ধির
র্ত্তা জ্ঞাপন করিতে সক্ষম হইবেন।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা।

সমালোচনা।

আনন্দ-বাজার পত্রিকা। এই পত্রিকা ৺শারদীয়া পূজার পর কিয়দ্দিবস বন্ধ
করা পুনরায় গত ১২ই ফাল্গুন নূতন আকারে ৯নং বিশ্বকোষ লেন হইতে রীতিমত প্রকাশিত
তছে। কয়েক দিন এই পত্রিকার অভাবে কায়স্থ-সমাজের সাধারণ সংবাদ প্রকাশের বিশেষ
বিধা ভোগ করিতে হইয়াছে; ভগবানের নিকট পত্রিকার স্থায়িত্ব কামনা করি।

গম্ভীরা। এই সুপরিচালিত দ্বৈমাসিক পত্রিকা তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। গম্ভীরা
তা ও সমাজের উন্নতি বিধানার্থ আত্ম নিয়োগ করায় দিন দিন সকলের আদরের সামগ্রী
া পড়িতেছে। বৈশাখ সংখ্যার বিবিধ প্রসঙ্গটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং বঙ্গবাণী সংগ্রহ
য়া সাধারণের সমক্ষে বঙ্গের অভাব অভিযোগ দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই পত্রিকার
র নির্ব্বাচনও উত্তম।

নমঃ শূদ্র হিতৈষী। ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সমাজনীতি বিষয়ক মাসিক পত্র। শ্রীভারত
সরকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। কার্য্যালয়—বেরস, পোঃ টোপের বাড়ী, ঢাকা।
ক মূল্য সর্ব্বত্র ১৷৷০ টাকা।
এই মাসিকখানি সবে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। উদ্বোধন (কবিতা), অবতরণিকা ও কৃষি

কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা এই তিনটী প্রবন্ধ, অতঃপর সংবাদ। অবতরনিকায়া জাগরণের সূচনা হইয়াছে।

সঙ্গীত মালা। শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত, ত্রিপুরার অন্তর্গত তেলানগর হইতে, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তিকায় বিবিধ রাগ-রাগিনী সম্বলিত ২৫টী সঙ্গীত আছে। সঙ্গীত ধর্ম্মমূলক।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ঐতিহাসিকের টানাটানি ঃ—

The Calcutta University Magaxine, মার্চ্চ সংখ্যায় কলি বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক বৃত্তিপ্রাপ্ত পুরাতত্ত্ববিদ বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন যে, মাসিডোনিয়া বীর— ing Alexandarকে ভারতীয় দস্যুরূপে প্রতিপন্ন ক পারেন। আরও বলিয়াছেন, আলেকজাণ্ডারের প্রকৃত নাম 'অলিকসুন্দর' (A sundar) তিনি এবিষয় তাঁহারই সঙ্গে আলোচনা করিবেন, যিনি Gree Latin ভাষা সম্যকভাবে অবগত আছেন।

অন্যদিকে Asiatic Society of Bengalএর গত ৭ই এপ্রিলের অধিবেশনে মহামান্য শ্রীযুক্ত বাঙ্গাল সরকারের সভাপতিত্বে, কাশ্মীর রাজ্যের তত্ত্ব-অনুসন্ধান বিভাগের Director শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "আর্য্য প্রাগ্‌ভারতীয় আবাসভূমি (pre-Historic Indian home of the V Aryans) শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, আ ভারতে আসিবার পূর্ব্বে পণ্টাশ, আর্ম্মেনিয়া, ককেশস্, এসিয়ামাইনর ও ক্রীট বাস করিতেন। রামায়ণ মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধ ভারতীয় ঘটনা নহে ; আর্য্যগণ দেবের জন্মের কিছু পূর্ব্বে ভারতে আগমন করেন। কুরুগণ খারসুট নদী বাস করিতেন। Boghozkui ক্ষোদিত শিলাখণ্ডে পাঞ্চালদিগের উল্লেখ Orentes নদীতীরে 'হত্তিনা' আমাদের হস্তিনা।

বৈদিক সাহিত্যের দাস জাতিও ভারতের আদিম জাতি নহে, তাহারা কা ও এশিয়ামাইনরের অন্যতম প্রাচীন জাতি। রাজা সুদাস ইউফ্রেটিস্ নদীর Pizvon এ রাজত্ব করিতেন। ফলতঃ মথুরা, ইরাবতী, অযোধ্যা, লঙ্কা, ও কাশী এ সমস্তই ঐ দেশের বিখ্যাত স্থান, ভারতের নহে ইত্যাদি বলিয়া জগদীশ বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বস্তুতঃ আজ কালকার অনেক ঐতিহাসিকই আর মনুকথিত আর্য্যাবর্ত্তকে আর্য্য-জাতির আদি নিকেতন স্বীকার করেন না। তাঁহারা সকলেই এদেশের প্রাচীন অনুর্ব্বরতা ঘোষণা করেন, ইহা কালের দোষ কি শিক্ষার দোষ ? ভারতীয় আর্য্যগণের প্রতিভা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে কি পরিব্যাপ্ত হইবার সুযোগ ছিল না যে, কুরু-পাঞ্চাল-দিগের কীর্ত্তিগাথা তদ্দেশীয় শিলাফলকে স্থান পাইতে পারেনা ?

উচ্চপদে বাঙ্গালী ঃ—

বাঙ্গাল সরকারের সাধারণ বিভাগের সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই-সি-এস্,সি-আই-ই মহোদয় চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারপদ প্রাপ্ত হইয়া তথায় গমন করিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ উচ্চপদ লাভে কায়স্থজাতি গৌরবি হইয়াছেন। ভগবানের নিকট আমরা, তাঁহার কল্যাণ কামনা করি। অন্যত্র বিহারেও বাঙ্গালী কমিশনার হইলেন। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন অস্থায়ীভাবে ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল মজুমদার মহাশয় আগামী জুন মাসে বিহার ও উড়িষ্যা এদেশের Accountant General পদে নিযুক্ত হইবেন, এইরূপ শুনা যাইতেছে। দুইজন উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী বিহারের উচ্চ রাজ-কার্য্য পরিচালন করিলে বিহারি ভ্রাতৃগণের রুটি হজম হয়'ত ভাল।

প্রাপ্তি স্বীকার ঃ—

জিলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কোয়ের নিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র সিংহ মহাশয় ১৩২৩ সনের সভার চাঁদার সহিত চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারেও ১৲ এক টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। এবং মালদহ কালীগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত কামিনীকান্ত সেন মজুমদার ১৩২২,২৩ সনের সভার চাঁদার সহিত উক্ত ভাণ্ডারে ১৲ একটাকা প্রেরণ করায় আমরা উভয় মহাত্মার দান ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিয়া তৎপ্রাপ্তি স্বীকার করিলাম।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন ঃ—

এবার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের নবম বার্ষিক অধিবেশন গত ৮ই ও ৯ই বৈশাখ যশোহর নগরে হইয়াছে। এই অধিবেশনের বিবিধ শাখার সভাপতি নির্ব্বাচন লইয়া প্রায় ৬।৭ মাস যাবৎ প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকদিগের সহিত মত বিরোধ চলিতেছিল, তৎপর আবার মহিলা সাহিত্যিকদিগের নিমন্ত্রণ লইয়া কিঞ্চিৎ আন্দোলন আলোচনা হয়। অতঃপর এই উভয় গোলযোগে অভ্যর্থনা সমিতিই কতকটা স্বউদ্দেশ্যের অনুকূল কার্য্য করিতে সমর্থ হন। ফলে কিন্তু সভাপতি

চতুষ্টয়ের অভিভাষণ ব্যতীত তেমন ভাল প্রবন্ধ উপস্থিতির কথা জানিতে যায় নাই। সাহিত্য-শাখায় যত লোক সমাগম হইয়াছিল, তাহা অপে ইতিহাস শাখায় অল্প, তদপেক্ষা বিজ্ঞান শাখায় অল্পতর এবং দর্শন শাখায় একে অল্পতম লোকসমাগম দৃষ্ট হইয়াছিল। দর্শন ও ইতিহাস চর্চ্চায় যাঁহারা ৫ সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশকেই ঐ উভয় শাখায় খুঁ পাওয়া গেল না। ইতিহাস শাখায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চারু বসু এফ্-আর্-এ-এস্ এবং বগুড়ারইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বি-এল্ ব্যতীত প্রসিদ্ধ আর কোন ঐতিহাসিক বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও পা না। ইতিপূর্ব্বে বিশ্ববার্ত্তা সংবাদ দিয়াছিলেন,"পূর্ব্ববঙ্গে এক স্বতন্ত্র সাহিত্য সম্মি কল্পনা চলিতেছে।" উত্তর বঙ্গ পূর্ব্ব হইতেই উহা করিয়া বসিয়াছেন। এখন বঙ্গের সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইলে, বাকী থাকিবে আর আটদিক্, তন্মধ্যে উ অধঃ প্রদেশের সম্মিলনের স্থান কোথায় হইবে, প্রতিনিধিগণ এখন হইতেই ভাবিয়া ব্যাকুল।

বার্ষিক কায়স্থ-সভা ঃ—

গত ৯ই ও ১০ই বৈশাখ শনিবার ও রবিবার যশোহরে বঙ্গদেশীয় ক সভার চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভার পূর্ব্ব দিন হইতে দলে প্রতিনিধি ও নিমন্ত্রিত সভ্যগণ যশোহরে গমন করিয়াছিলেন। স্থ উৎসাহী কর্ত্তব্যপরায়ণ স্বেচ্ছাসেবক বালক ও যুবকগণ অভ্যাগতদিগের যথো অভ্যর্থনা করিতে উপস্থিত ছিলেন। কুমার শ্রীযুক্ত সতীশকণ্ঠ বর্ম্মরায়, শ্রী যোগেন্দ্রনাথ মিত্র বি-এল্, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত কেশবলাল চৌধুরী বি-এল্, রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর বি-এল্, যোগীন্দ্রনাথ বসু বি- সুরেন্দ্রনাথ হালদার, যশোহর পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন চৌধুরী প্রভৃতি অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ আগন্তুক প্রতিনিধি ও নিমন্ত্রিতদি অভ্যর্থনা, আহার, বাসস্থান ও সুখসুবিধার ব্যবস্থা করিতে তৎপর ছিলেন। পুষ্প-মালা সুশোভিত সুবিস্তীর্ণ মণ্ডপে সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সহস্রা ভদ্রমহোদয় আসন পরিগ্রহ করিলে সভাস্থান উৎসাহ ও একপ্রাণতার সু চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই জাতীয় যজ্ঞের উদ্বোধনে যোগদান করি বাঙ্গলা ও বিহারের বহু ঋত্বিক্ আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে হাইকোর্টের ভূত জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা, রায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, চাঁচ কুমার শ্রীযুক্ত সতীশকণ্ঠ বর্ম্মরায়, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, কায়স্থ-স

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা বি-এল্, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সহঃসম্পাদক শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায়, বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা, জমীদার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু, মিঃ প্রমথনাথ বসু বি-এস্-সি, এফ-জি-এস্, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত, ডাক্তার প্রফুল্ল-চন্দ্র রায়, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা ও পীযুষকান্তি ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি-এ, রায় সাহেব ঈশান-চন্দ্র ঘোষ, প্রথননাথ দত্ত (বার-এট্-ল), রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ, নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী (বিশ্বদূত সম্পাদক), রঙ্গমহালের জমিদার শ্রীযুক্ত গোপালহরি ঘোষবর্ম্মচৌধুরী, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ, কুঞ্জ-বিহারী বসু এম-এ-বি-এল্, হাটবেড়িয়ার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায়, নড়াইলের শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীধরপুরের শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু, বাঘুটিয়ার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভূধরকৃষ্ণ ঘোষ, বেবাগদির শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু মোক্তার, জঙ্গলবান্ধালের শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ ঘোষ, পাঁজিয়ার আশুতোষ বসু, উকিল মহেন্দ্রচন্দ্র সেন, প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মবিশারদ, বাকুড়ার সবজজ শ্রীযুক্ত শরৎকিশোর বসুবর্ম্মরায়চৌধুরী, কটকের শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর বর্ম্মরায়, মতিহারীর শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, বরিশালের শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ঘোষ দস্তিদার বি-এল্, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মজুমদার, ওলপুরের শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার রায়চৌধুরী, ফরিদপুরের উকীল শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ বর্ম্মরায় বি-এল্ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কায়স্থ-সভার নিমন্ত্রিত অধ্যাপকদিগের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, পণ্ডিত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, মধুসূদন কাব্যরত্ন এবং যশোহর জিলার অধ্যাপকদিগের মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ তর্কবাগীশ, পণ্ডিত আশুতোষ তর্কভূষণ, পণ্ডিত বামনদাস বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ভট্টাচার্য্য, মাননীয় মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ব্যারিষ্টার, রায় বাহাদুর পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় জজ, শ্রীযুক্ত গনেশচন্দ্র রায় পরিদর্শকদিগের মধ্যে রায় যদুনাথ মজুমদার বহাদুর ও রেভাঃ মিঃ রীড্স্এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় ঐক্যতানবাদ্য দ্বারা সভার কার্য্যারম্ভ হইল। প্রথমে নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় "সদসিজরিষ্টে গুরুসৌম্যকাব্যৈঃ সমলঙ্কৃতসুবর্ণপুষ্পৈঃ কায়স্থকৌস্তুভমণেঃ মন্দার-কূটকবিতা কিমলঙ্করোতি" প্রভৃতি স্বয় রচিত নানার্থগর্ভা কবিতা পাঠ ও ব্যাখ্যা

করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপর পণ্ডিত আশুতোষ তর্কভূষণ, নড়ালের পণ্ডি
শ্রীযুক্ত বামনদাস বিদ্যাসাগর মহাশয়দ্বয় শুভশ্লোক উচ্চারণ করিয়া মাঙ্গলিক ধান্য
দুর্ব্বাদ্বারা সভাপতি মহাশয়কে এবং সম্মিলন সমবেত কায়স্থমণ্ডলীকে আশীর্ব্বা
করিলেন। তৎপর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বর্ম্মকবিকুসুমবাচস্পতি ঐক্যতান সহযোগে
স্বরচিত আবাহনকবিতা পাঠ করিলেন,—

"কর স্বজাতির শিক্ষা-প্রচার
কুরীতি কুপ্রথা কর পরিহার,
অতীত গৌরব ফিরিবে আবার—
অচিরেগো পুনঃ নবীন জীবন।" ইত্যাদি

অনন্তর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি চাঁচড়ার কুমার শ্রীযুক্ত সতীশকণ্ঠ সি
বর্ম্মরায় মহাশয় তাঁহার সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করিয়া প্রতাপশা
প্রতাপাদিত্য, মহাবীর সীতারাম ও সুকবি মধুসূদনের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত যশোহ
সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। এবং নড়াইলের জমিদ
বংশের প্রতিনিধি রায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুরকে সভাপতির আ
গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ
মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে, কিরণবাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন
সভামণ্ডপ ঘনকরতালিধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। অতঃপর সভাপ
মহাশয়ের গলে মাল্য প্রদান করা হইলে তিনি একটী নাতিদীর্ঘ সুযুক্তি
অভিভাষণ পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয় কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য বুঝাই
গিয়া বলিলেন, "কায়স্থ-জাতির স্ববর্ণহিত পুরুষ পরম্পরাগত উচ্চ সম্মান সংর
ও উন্নতি সাধন এই সভার উদ্দেশ্য। * * কায়স্থজাতি আপন সীমার মধ্যে থা
য়াই যাহাতে মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া গৌরব লাভ করিতে পারে, কায়স্থ-স
ইহাই লক্ষ্য * * * সমাজের অঙ্গস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি যদি সতেজ
শক্তিশালী থাকে তবেই সমাজের মঙ্গল।" তিনি আরও বলিলেন "হিন্দুর জা
বিশেষের প্রতি আমাদের বিদ্বেষ'ত নাই-ই, পরন্তু আমাদের প্রতিবেশী মুসলমা
গণের সহিতও আমাদের সৌহার্দ্দ অকৃত্রিম।" "উন্নতির ইচ্ছার পরিচালন
যদি অপরকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে চাই, তবে পরের ক্লেশ ও বিদ্বেষের প
হইতে হইবে, কিন্তু যদি সকলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকি তাহা হইলে উপহাসাস্প
হইতে হইবে। প্রথমোক্ত ত্রুটী আমাদের হইবে না, শেষোক্ত ত্রুটী যাহা
না হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।" সভাপতি মহাশয় ধীরতার সহি

শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ ও আচার ব্যবহারের মর্য্যাদারক্ষা করিয়া দেশকালপাত্রানুযায়ী সমাজ-সংস্কারের উপদেশ করিলেন এবং পুরুষের সাধারণ শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা ও কার্য্যকরী শিক্ষার প্রচারের জন্য সকলকে প্রাণপণে উদ্যোগ করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি সমাজের মঙ্গলকর শারীরিক পরিশ্রমের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বিলাত প্রত্যাগতদিগের পরিত্যাগ করা সমাজের পক্ষে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অনিষ্টকর বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। সভাপতি মহাশয় বঙ্গজ বারেন্দ্র এবং উত্তর ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের মধ্যে পরস্পর বৈবাহিক আদান প্রদানের সম্বন্ধ স্থাপনের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিলেন এবং বিবাহব্যয় সংকোচ পণপ্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত কায়স্থমাত্রকেই যত্ন করিতে অনুরোধ করিলেন। অতঃপর তিনি দরিদ্র কায়স্থ বালক বালিকাগণের শিক্ষা ও বিবাহের জন্য এবং সহায়হীনা দরিদ্র কায়স্থ-বিধবাদিগের ভরণপোষণের জন্য সাহায্য করিতে চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিলেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কায়স্থগণের বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করিতে কায়স্থ-সমাজকে আহ্বান করিলেন। উপসংহারে সভাপতি মহাশয় পরলোকগত কায়স্থ স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র, রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর, পণ্ডিত গোলাপচন্দ্রসরকার শাস্ত্রী, ডাক্তার ঈশানচন্দ্র রায়, এটর্ণী রাজচন্দ্র চন্দ্র, কবিরাজ দ্বারকানাথ বসু বর্ম্মা, রায় রজনীকান্ত মজুমদার বাহাদুর, প্রদ্ধিস বাদিত্রবিদ্ হরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রভৃতির জন্য শোক প্রকাশ করিলেন এবং কায়স্থ-সভার অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই-সি-এস্, সি-আই-ই মহাশয়ের চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনরের উচ্চপদে নিয়োগ ও রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বর্ম্মা বি-এল্ ও শ্রীযুক্ত নৃত্য-গোপাল বসু বি-এল্ মহাশয়দ্বয়ের সরকারী উপাধি প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

অনন্তর সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে কায়স্থ-সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্তকিরণচন্দ্র দত্ত গত বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে পঠিত কার্য্য বিবরণ যথারীতি গৃহীত হইল। তৎপর সভাপতি মহাশয় প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন—

"মাহামান্য প্রজারঞ্জক ভারত সম্রাট রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ বর্ত্তমান সময়ে যে ন্যায় যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে বাধ্য হইয়াছেন, তিনি অচিরে যাহাতে সর্ব্বপ্রকার জয়লাভ করেন এবং এই লোকক্ষয়কর পৃথিবীব্যাপী ভীষণ যুদ্ধ যাহাতে শীঘ্র

শেষ হয়, তজ্জন্য বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশনে সকলে সম্মিলিত হইয়া শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র। প্রস্তাবটী অনুমোদিত হইলে, বড়লাটসাহেবের দরবারে তারযোগে প্রেরিত হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—নবাগত রাজপ্রতিনিধি Lord Chelmsford বড়লাট বাহাদুরকে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা সভক্তি সম্ভাষণ জানাইতেছেন এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে, তিনি যেন দয়া করিয়া সভাকর্ত্তৃক গৃহীত প্রস্তাবটী মহামান্য প্রজাবৎসল সম্রাটের গোচরে আনয়ন করেন।

অনুমোদক—রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী। এই প্রস্তাবও যথারীতি গৃহীত হইল। তৎপর সভাপতি মহাশয় জ্ঞাপন করিলেন সন্ধ্যা ৭॥টার সময় সভামণ্ডপে বিষয় নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশন হইবে। সাধারণ সভা ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে স্থানীয় উকীল রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর দণ্ডায়মান হইয়া কায়স্থ-সভা সহিত তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন।

যথা নির্দ্ধারিত সময় বিষয় নির্ব্বাচনী সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। সভার কার্য নির্ব্বাহক সমিতির স্থিরীকৃত প্রস্তাবাবলী সকলকে পড়িয়া শুনাইলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহাই আলোচনার জন্য অবধারিত হইল। শুধু শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবে শিল্প শিক্ষার আবশ্যকতার কথা সংযোজিত হইল। এতদ্ব্যতীত বৃন্দাবন হইতে অগ্নিহোত্রী শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষবর্ম্মা, কটক হইতে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেনবিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মজুমদার, পাবনা হইতে শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায় বিশারদ ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুপ্ত মজুমদার, বরিশাল হইতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ঘোষরায়, শ্রীপুর হইতে রামনারায়ণ সেন ঝিনাইদহের শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ দত্ত, মাগুড়ার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার, নড়াইলে শ্রীযুক্ত মালতীনাথ বসু, খুলনা কায়স্থ-সভা, এবং ঐ জেলার নলধা নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দত্ত, স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সেন, জঙ্গলবান্ধালের শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু ইঁহারা যে সকল লিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রথমে মাননীয় সভাপতি মহোদয়ের অভিপ্রায়ানুসারে মন্মথবাবুর প্রস্তাব আলোচিত হয়। তিনি চাহেন, "বিষয় নির্দ্ধারণ সমিতিতে কায়স্থ মহা সভার সভ্য ব্যতীত স্থানীয় কায়স্থগণের মধ্য হইতে প্রতিনিধি গ্রহণ এবং সাধারণ সভায় প্রস্তাব উত্থাপন সমর্থনের অধিকার প্রদান করা হউক।" এই প্রস্তাবটী মাননীয় সভাপতি মহোদয়ের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভার নিয়মাবলী বুঝাইয়া দিয়া বলেন "আমন্ত্রিত ব্যক্তি মাত্রই বক্তৃতা করিতে পারিবেন রেজেষ্টারীকৃত কোন সভা-সমিতি

এমন নিয়ম নাই। তবে অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণ প্রস্তাব উত্থাপন সমর্থন উভয়ই করিতে পারেন, কিন্তু ভোট দেওয়ার অধিকার তাঁহাদের নাই।" এ কথায়ও বহু তর্কবিতর্ক হইয়া স্থির হয়—স্থানীয় কায়স্থগণের মধ্যে একমাত্র অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যদিগকেই প্রস্তাব উত্থাপন সমর্থনের ক্ষমতা দেওয়া হইল, কিন্তু শেষে ভোটের অধিকারও প্রদত্ত হইল। অনন্তর রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় অপরাপর উপস্থিত প্রস্তাবগুলি যে মূল প্রস্তাবের সঙ্গে ঐক্য আছে, এক এক করিয়া তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। তৎপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির স্থিরীকৃত প্রস্তাবাবলীই আলোচনার জন্য অবধারিত হয়। এই স্থলে বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির কার্য্য শেষ হইলে সভা ভঙ্গ হয়।

পরদিন প্রাতে ৭॥ ঘটিকার সময় পুনরায় সভার কার্য্য আরম্ভে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয় চারি প্রকার অর্থদ্বারা বিবৃত করিয়া সভার উদ্বোধন করেন।

কায়স্থবংশজলধৌ কলধৌতকান্তিঃ
সম্ভূয় শীতকিরণঃ কিরণেন সর্ব্বান্।
সন্তর্প্য চাতকগণানথ কৈরবাংশ্চ
শীর্ষ শ্রিয়ং স বিতনোতু যশোহরশ্চ ॥১॥
রাজ্ঞঃ সতীশস্য সুশাসনেন
দূরে গতান্যস্য কুশাসনানি।
যশোহরস্যপি নবোপচারঃ
তন্নামসে নো বসতাৎ সভাস্থ ॥২॥

অতঃপর কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে তৃতীয় প্রস্তাব স্থাপিত হয় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পর জিয়া নিবাসী পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রতিবাদ করিতে উঠিয়াই তাঁহার সঙ্গীয় ক কর্ত্তৃক প্রতিনিবৃত্ত হন। মোক্তার আশুতোষ বসু এবং উকিল মহেন্দ্রনাথ ন কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে সংশয় করেন। ন পণ্ডিত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা ায়, তিনি দণ্ডায়মান হইয়া কায়স্থের পুরাবৃত্ত বিবৃত করিতে থাকেন; তৎপর যুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় কয়েকটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা নির্দ্দেশ করেন,—দিন পর্য্যন্তও কায়স্থের উপনয়ন সংস্কার ছিল। এই কথায় আর এক আপত্তি ল—পৈতা ছিল, গেল কেন? প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ইহার উত্তর করিলেন। অতঃপর

মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করা হয়, বঙ্গীয় ব
জাতির ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে কিনা ? তদুত্তরে তিনি বলেন, "মহামহোপা
যদুনাথ সার্ব্বভৌম-রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি বঙ্গীয় কায়স্থের ব্রাত্য ক্ষত্রিয়
য[illegible]ের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তখন আমার মতও তাহাই—কায়স্থগণ যদি ব্র
ক্ষত্রিয় হন, তবে ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন হইতে পারে।" পণ্ডিত শ্রী
পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ উঠিয়া বলিলেন, অন্যে কি বলিয়াছেন, এ সভা বো
ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট তাহা জিজ্ঞাসা করেন নাই। ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের প্রায়
করিয়া যে উপনয়ন হইতে পারে, তিনি এই যে বিধি দিলেন, ইহাই
আকাঙ্ক্ষেয় ব্যবস্থা, ইহাই সভা মহামহোপাধ্যায়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া
সর্ব্ববাদিসম্মত ব্যবস্থা কখন হয় না। "নাসৌমুনি র্যস্য মতং ন ভিন্নঃ" এ
প্রধান প্রধান পণ্ডিত যখন বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির উপনয়নের ব্যবস্থা দিতেছেন,
তাঁহাদের মত অনুসারে যজ্ঞোবীত গ্রহণ করা উচিত। আর যদি যজ্ঞোপবীত
না করেন, তাহা হইলেও সেই মাননীয় পণ্ডিতগণের মতের বিরুদ্ধাচরণ করা হ
এই কথা বলিতেই রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "আপনা
মত ?" উত্তরে [illegible]র্থ মহাশয় বলিলেন, "ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বিভি
থাকিলেও আ[illegible]স্থাথ্য বঙ্গীয় ক্ষত্রিয়গণের ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তের যোগ্যতা
করিতে পারি, যদি কেহ তাহাতে প্রতিবাদ করেন, তাহাও খণ্ডন করিতে
আছি।" অতঃপর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় প্রতিবাদ জন্য সভায় পুনঃ
জিজ্ঞাসা করিলেও আর কেহ তাহার প্রতিবাদ না করায় উপনয়নের আবশ্যকতা
প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্ম বিশারদ উত্তেজনাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করি
সেই দিন ৬৯ জন এবং পরদিন ৫৬ জন, দুইদিনে মোট ১২৫জন কায়স্থ
প্রায়শ্চিত্ত অন্তে [illegible]বীতী হন।

অতঃপর মাননীয় [illegible]ভাপতি মহোদয় চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রস্তাব উত্থাপন ক
ভারতবর্ষীয় কায়স্থ [illegible] এক সমাজভুক্ত করণ প্রস্তাব সকলেই সমর্থন করি
জঙ্গলবান্ধালের শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু মহাশয় আন্তর্গণিক বিবাহের প্রস্তাবে অ
করিলে, সারদাবাবু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ও বাঘুটিয়ার শ্রীযুক্ত ভূধরকৃষ্ণ ঘোষ বি
সম্যকরূপে বুঝাইয়া দিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বিবাহাদি সামাজিক বি
ব্যয় সঙ্কোচও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে, অনেক বেলা হওয়ায় সভা ভঙ্গ ক
এবং [illegible] হয়,অপরাহ্ণ ৪টায় পুনরায় সভার কার্য্যারম্ভ হইবে।

সকালে পুনরায় ৪টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হইল, "চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার"

সপ্তম প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, তাহাতে সভাস্থলেই ৯৩৲ [illegible] পর দিন ১০২৲ আদায় হয় এবং আরও কিছু স্বাক্ষরিতও হয়। অধিকন্তু খুল[illegible]-সভার সভাপতি উক্ত শাখা-সভা হইতে বার্ষিক ১৫৲ এবং বাঘুটিয়া নূতন বা[illegible]শ্রীযুক্ত [illegible]নাথ ঘোষ বার্ষিক ৫৲ টাকা দরিদ্রের সাহায্যার্থ কায়স্থ-সভায় দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

শিক্ষা বিষয়ক অষ্টম প্রস্তাবটীও ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দত্ত এম্-এ কর্ত্তৃক উত্থাপিত হয় এবং রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ সমর্থন কালে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ৫০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। তথাকার সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র অনুমোদন করিতে ২৫০৲ টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। এতদ্ব্যতীত আরও ১০২৲ টাকা স্বাক্ষরিত হয়।

সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক নবম এবং প্রচার বিষয়ক দশম প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে একাদশ প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। এই প্রস্তাবে বর্ত্তমান বর্ষের জন্য রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম-এ, বি-এল্ সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। অতঃপর নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ কায়স্থ-প্রতিনিধিবর্গ, সভাপতি, সম্পাদক, অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকদিগকে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৭৷৷টায় সভা ভঙ্গ হয়। এই সময় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে সভাস্থ কায়স্থ মহোদয়গণকে আন্তর্গণিক ভোজের নিমন্ত্রণ করেন। ভোজটী শ্রীধরপুরের বাটীতে হয়। চারিশ্রেণীর প্রায় ৬৷৷ শত কায়স্থ অতিশয় প্রীতির সহিত আহার করিয়াছিলেন।

আহারান্তে অধিকাংশ প্রতিনিধি আপনাপন গন্তব্য স্থানে গমন করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে প্রচারক সরলবাবু সভাপতি মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার স্বজাতি কায়স্থ কর্ম্মচারীগণের বৈদিক সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। প্রথমে সভাপতি মহাশয় কোন উত্তর না করিয়া যতীন্দ্র বাবুর সহিত কথা কহিতে কহিতে গাড়ীতে উঠিতে উদ্যত হইলেন, সেই সময় সরল বাবু একেবারে তাঁহার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হন। তখন সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "উপনয়ন গ্রহণে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, আমাদের কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা বৈদিক সাবিত্রী গ্রহণ করিবেন, যদি তাঁহারা কখন [illegible] সামাজিক বিপদে পড়েন, আমাকে জানাইলে সাধ্যানুরূপ প্রতিকারের চেষ্টা [illegible]।" এই কথা বলিলে কর্ম্মচারীগণ মহা আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে ও সরলবাবুকে ধন্যবাদ দিয়া অবিলম্বেই উপনয়ন গ্রহণ করিবেন জানাইলেন।

এবারে যশোহর কায়স্থ-সভার অধিবেশন লইয়া যেরূপ গোলযোগ চলিতেছিল,

ভগবানের কৃপায় সারদাবাবু, যতীনবাবু প্রভৃতি কায়স্থ-সমাজের নেতৃপুরুষগণ যশে পদার্পণ করিতেই সে সব গোলযোগ কাটিয়া সুন্দরভাবে কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। সফল প্রযত্ন আর কোথায়ও হয় নাই।

প্রচার ঃ—

কায়স্থ-সভার নব নিযুক্ত প্রচারক অগ্নিহোত্রী শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মবি মহাশয় যশোহরের অধিবেশনের পর যে যে স্থলে যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ;—প্রচারক মহাশয় সোমবার প্রাতেও চাঁচড়ার কুমার বাহা সভাপতিত্বে এক সভা করিয়া পরদিন প্রাতে যশোহর হইতে শত্রুজিৎপুর রায় কালীকান্ত রায় মহাশয়ের বাটীতে ও তথা হইতে দেড় ক্রোশ পশ্চিম বনগ্রামে স বাবুদের বাটীতে স্থানীয় কায়স্থবৃন্দকে লইয়া কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্যগুলি বিশদ বুঝাইয়া দেন। প্রথমে সকলে বিরুদ্ধ থাকিলেও ২।৩ ঘণ্টা তাঁহার বক্তৃতা সকলেই উপনয়ন গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন, আমারা আশা করি আগা কোন শুভদিনে বনগ্রামনিবাসী কায়স্থবৃন্দ বৈদিক উপনয়ন সংস্কারে সুশোভিত পারিবেন। দুইটী দশম বর্ষীয় বালক এই স্থানে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়া সরলবাবু বলেন, "বালকদ্বয়ের উপনয়ন গ্রহণের দৃঢ়তা সত্যই আশ্চর্য্য। আমার হয়, এই বালকদ্বয় আদর্শরূপে বনগ্রামে যে বীজ বপন করিল, তাহার ফলে অ এই বনগ্রাম নিবাসী কায়স্থ-মণ্ডলী উপনীত হইতে পারিবেন।" সভায় ২।৪ স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়াছিলেন, কিন্তু প্রচারক মহাশয়ের বিরুদ্ধে কেহ কথা কহিতে সাহসী হয়েন নাই।

সরলবাবু শুক্রবার প্রাতে বিনোদপুর হইতে ষ্টীমার যোগে নড়াইল গমন ক তথাকার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন মিত্র মহাশয়ের ঐকান্তিক য দিন বৈকালে, মহিষখোলা কালীবাড়ীর প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে এক বিরাট কায়স্থ- অধিবেশন হয়, স্থানীয় প্রায় সকল কায়স্থ-মহোদয়—ডাক্তার, মোক্তার, উ জমীদার, যুবক, বৃদ্ধ, বালক সকলেই এই সভায় যোগদান করেন, আনুমানিক শত কায়স্থ এই সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ মহোদয় এই পদার্পণ করিয়াছিলেন; স্থানীয় বৃদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু মহাশয় সভা আসন গ্রহণ করিয়া সভার উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দেন, তাঁহার অনুমতি প্রচারক মহাশয় কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবগুলি একে একে সমবেত স বুঝাইতে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা অতিবিশদভাবে বু দেন। তিনি সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত ওজস্বিনী ভাষায় বেদ-

পুরাণ-তন্ত্র-ইতি যুক্তিতর্ক দ্বারা এবং যখন যাঁহার যে সন্দেহ হইতেছিল, তাঁহার সেই সন্দেহ ভঞ্জন পূর্ব্বক সকলকেই উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করাইতে সক্ষম হইয়াছেন। সভাতে ৪০।৫০ জন বৃদ্ধ ও যুবক আগামী যে কোন শুভদিনে উপনয়ন গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়া নাম স্বাক্ষর করিয়া পাঠাইয়াছেন।

উপনয়ন ঃ—

২রা চৈত্র ১৩২২, জেলা যশোহর বন্ধুগ্রাম শ্রীযুক্ত বনমালী দেববর্ম্মার বাটীর কেন্দ্র। দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চন্দ্র, গঙ্গাচরণ দাস, উপেন্দ্রনাথ দাস, জগন্নাথ ঘোষ, অমূল্যকুমার ঘোষ, ইঁহারা যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীতী হইয়াছেন।

১০ই ১৩২৩, যশোহর, কায়স্থ-সভার কেন্দ্র। নিম্নলিখিত দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ, সাং হদ, নির্ম্মলকান্তি বসু, বিশ্বেশ্বর ঘোষ, সাং অমৃতবাজার, নলিনেশ কুমার ঘোষ, সাং বিদ্যানন্দকাঠী, জানকীনাথ ব্রহ্ম, সাং খালিশপুর, (খুলনা) অনন্তকুমার ঘোষ, সাং হদ, নির্ম্মলকান্তি চৌধুরী সাং বনিদা পাড়া, ননীগোপাল ভৌমিক, সাং রয়ড়া, বিনয়কৃষ্ণ মিত্র, সাং আফরা, সতীশচন্দ্র সিংহ, সাং সেনহাটী, (খুলনা) পূর্ণচন্দ্র বসু, সাং কাঁঠাল, (খুলনা) সুধাংশুকুমার দত্ত, সাং কামঠানা, হীরালাল বসু, সাং পাঁচরই, নীলরতন পাল, সাং রাজাপুর, শরৎকুমার বসু, সাং গুয়াতৈল, বিধুভূষণ মিত্র, হরিপদ বসু, কৃষ্ণদাস মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, সাং হৃদয়পুর, পরেশনাথ মিত্র, সাং গুয়াতৈল, অমূল্যরতন দাস, সাং বিদ্যানন্দবাটী, রঞ্জিতকুমার বসু, সাং পরাণপুর, নরেশনাথ মিত্র, গুয়াতৈল, রাধিকারঞ্জন ঘোষ, সাং নড়াইল ভদ্রবিলা, নিরঞ্জনকৃষ্ণ বসু, সাং ভদ্রবিলা নড়াইল, ফণীভূষণ বসু, সাং রায়টা (খুলনা) সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাং বিদ্যানন্দ-বাটী, সীতানাথ ঘোষ, বিধুভূষণ ঘোষ,সাং মঠবাড়ী, গোপালচন্দ্র মিত্র, মণ্ডলগাঁতী, কৃষ্ণলাল দত্ত, সাং ঘোপ যতীন্দ্রনাথ বিষ্ণু সাং রঘুনাথপুর, শ্রীপতি দত্ত, সাং কুশারীকোঠা, সুরেন্দ্রনাথ সরকার কালীপদ ঘোষ কানাইলাল ঘোষ, সাং গুরখালী, রঞ্জনকুমার ঘোষ [illegible]কুমার ঘোষ, বিমলেশকুমার ঘোষ, সাং বিদ্যানন্দকাঠী, নকুলেশ্বর বসু, সাং গাদগাছী, খগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী সাং নওপাড়া, বিনোদনাথ বসু, সাং দিঘলিয়া, কিরণকুমার মিত্র সাং আকরা, মোহন [illegible]ড়া ঘোষ, সাং হদগ্রাম, যতীন্দ্রমোহন ধর, সাং জালালপুর, ক্ষিতীন্দ্রমোহন ধর, সুরেশচন্দ্র মিত্র, সাং সোনাইকুঠী, কালীপদ ঘোষ, সাং যদুবয়ড়া, যতীন্দ্রমোহন [illegible]র, সাং মনিরামপুর, অবনীকুমার বসু সাং গোপালপুর, প্রমথনাথ বসু, সাং [illegible]াজাপুর, ইন্দুভূষণ ঘোষ, ধীরেন্দ্রনাথ বসু, অজিতকুমার মিত্র, অমূল্যরতন ঘোষ, সাং রামপ্রাণ (নড়াইল) হরিপদ ঘোষ, কালীপদ ঘোষ, ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র, [illegible]ড়াইল, অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ, ভদ্রবিলা, যতীশচন্দ্র বিষ্ণু, সাং রঘুনাথপুর, বিজয়কুমার [illegible]রকার, সাং পাঁজিয়া, যতীশচন্দ্র ঘোষ, সাং ভদ্রবিলা, হরিপদ লাল, সাং গোপাল [illegible]ও, চারুচন্দ্র বসু, সাং ভদ্রবিলা, রামকৃষ্ণ সেন, সাং ঘোতপাড়া, গোপালচন্দ্র রুদ্র ও হরিদাস রুদ্র, সাং পাঁজিয়া এবং বঙ্গজ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুহ, সাং

চাপড়া, (খুলনা) রায় [illegible] ঘোষ, সাং [illegible], ফরিদপুর। নন্দকুমার মজুম
সাং দেবভোগ (২৪ পরগণা) এই উনসত্তর জন কায়স্থ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কু
বিদ্যাবিনোদ, কায়স্থ-সভার সহঃসম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র এবং প্রচার
শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্ম বিশারদের যত্ন ও চেষ্টায় বৈদিক সাবিত্রী সংস্কার
করায় আমরা উৎযোক্তৃত্রয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

১১ই বৈশাখ প্রাতে ৭টার সময় চাঁচড়ার কুমার সতীশকণ্ঠ সিংহ বা
মহাশয়ের সভাপতিত্বে যশোহরে একটী শাখা-সভা গঠিত হয়। ঐ সভায় র
বাহাদুর স্থায়ী সভাপতি, উকিল শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ মিত্র সম্পাদক, শ্রী
যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ধনরক্ষক, বাঘুটিয়ার শ্রীযুক্ত ভূধরকৃষ্ণ ঘোষ ও উকিল শ্রী
মহেন্দ্রনাথ সেন প্রচারক নির্ব্বাচিত হন। অদ্যকার এই সভায় কায়স্থ
সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্ম বিশারদ যে বক্তৃতা প্রদান ক
তৎকালে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপনয়ন গ্রহণ করেন। এবং বা
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ অবিলম্বেই বৈদিক সাবিত্রী গ্রহণ কা
ঘোষণা করেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম বসু, গ্রাম রাজা
হীরালাল ঘোষ, বিভূতিভূষণ মজুমদার সাং অমৃতবাজার, দেবেন্দ্রনাথ
শ্রীরামপুর, কৈ[illegible] বসু, সাং বাকড়া, বিনোদলাল মিত্র সাং কলড়া
গোপাল বসু, খাঁড়খালি, কালিকান্ত বসু, সাং দুর্গাপুর, কালিপদ ঘোষ, হরি
ঘোষ, হেমেন্দ্রনাথ বসু, সাং দুর্গাপুর, অনাথনাথ মিত্র, সাং নেবুতলা মন্মথ
সোম, সাং রায়বাঘান, বেণীমাধব বসু, অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ সাং ডুমরিয়া, শ্যামা
মজুমদার মোক্তার, রাধাবল্লভ মিত্র, সাং দুধসর রমেশচন্দ্র কর, সাং কামারক
নির্ম্মলভূষণ মিত্র, সাং খেরসা, রমেশচন্দ্র মিত্র, সাং মিত্রশিঙ্গা, যতীন্দ্রনাথ
চৌধুরী, সাং জুজেরালী, সুরেন্দ্রনাথ রায়, যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, সাং কলড়া, হরিশ্চন্দ্র
সাং কশুরীকোনা, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাং দাহরপোল, সর
কুমার ঘোষ, সাং কলাগাছি, রাধাকান্ত বসু, সাং দুর্গাপুর, হরিচরণ
সাং গহেরপুর, উপেন্দ্রনাথ বসু, সাং ফাজিলপুর, অমরেন্দ্রনাথ বসু, চারুচন্দ্র
সাং সোনাকুড়া, তপনকুমার বসু, প্রতুলমোহন মিত্র, সাং শ্রীকোল, জগৎবন্ধু
সাং ঘোপ, বিজয়গোপাল দত্ত, সুশীলকুমার মিত্র, সাং মিত্রশিঙ্গা, নগেন্দ্রনাথ
মন্মথনাথ বিশ্বাস, সাং নড়াইল, রাজেন্দ্রনাথ বসু, সাং খলিশখালি (খুল
রসিকলাল ঘোষ, সাং শঙ্করপুর, অশ্বিনীকুমার দে, সাং শুবলকাটী, খগেন্দ্র
মজুমদার, সাং তেঁতুলীয়া, নগেন্দ্রনাথ সেন, সাং বাঘুটিয়া, পুলিনবিহারী
সাং বাঁশগ্রাম, অতুল্যকুমার রায় চৌধুরী, সাং সেখহাটী, কার্ত্তিকচন্দ্র
জ্যোতিন্দ্রনাথ দাস, সাং শুবলকাটী, প্রমথ কুমার দে, সাং সুবলকাটী, ফণী
নাথ দত্ত, সাং কানাইদিয়া, বিনয়ভূষণ মজুমদার, সাং তেঁতুলিয়া, জ্ঞানেন্দ্র
দত্ত, সাং দুর্ব্বাডাঙ্গা, নেপালচন্দ্র দাস মজুমদার সাং তেঁতুলিয়া, হরবন্ধু
প্রিয়লাল রায়, সাং রয়ড়া, জ্ঞানশঙ্কর বিশ্বাস, সাং সেখহাটী এই ৫৬ জন
প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনীত হইয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

নবমাধিবেশন।

২৯শে ফাল্গুন, ১৩২২, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

৮৫নং গ্রেষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(দ) রায় বাহাদুর কিরণচন্দ্র দত্ত (সভাপতি)
(ব) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
(ব) „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্ম শাস্ত্রী।
(দ) „ নগেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী।
(দ) „ ললিতাপ্রসাদ দত্তবর্ম্মা।
(দ) „ নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মপ্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব।
(দ) „ বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা।
(দ) „ বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা।
(উ) „ যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা।
(ব) „ মহেন্দ্রনাথ গুহবর্ম্ম রায়।
(দ) „ শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা (সম্পাদক)

অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং বারেন্দ্র সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ বর্ম্মা মজুমদার মহাশয়দ্বয় অনিবার্য্য কারণে অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করত পত্র লিখেন। পরন্তু মাননীয় সভাপতি মহোদয়ের সঙ্গে শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু, বরাহনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু এবং যশোহর অভ্যর্থনা-সমিতির প্রতিনিধি স্বরূপে শ্রীযুক্ত কেশবলাল রায় চৌধুরী বি-এল্, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন ঘোষ বি-এল্ সভায় উপস্থিত থাকেন। এবং বাগবাজারের শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু দর্শক স্বরূপে আইসেন।

সভারম্ভে গত মাসের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির কার্য্যবিবরণী পঠিত ও মাঘ মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে, উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নি
লিখিত মহোদয়গণ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্য মনোনীত হন।

(ব) „ পূর্ণচন্দ্র মিত্র বি-এল্ উকিল, জলপাইগুড়ি।

(ব) „ কেদারনাথ দেববর্ম্মা সাং ১৬নং মানিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। বার্ষিক অধিবেশনের দিন সম্বন্ধে
এই প্রস্তাব সম্বন্ধে যশোহরের উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের সহিত বিশেষ
আলোচনা করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে ঐক্যমত্যে স্থির হয়—আগামী ৯ই বৈ
ইংরাজী ২৩শে এপ্রেল শনিবার ২টা হইতে ৫টার মধ্যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-স
চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশনের প্রথম দিনের কার্য্য হইবে। এবং ১০ই বৈ
রবিবার সকালে ও বিকালে দ্বিতীয় দিনের কার্য্য হইবে। আর যদি এই
দিনে সভার কার্য্য শেষ না হয়, তবে ১১ই বৈশাখ সোমবার প্রাতেও সভার
হইবে। কেশববাবু সাহিত্য-সম্মিলনের সম্পাদক মহাশয়কে বলিলে, পরে স
পত্রে বিজ্ঞাপন করা হইবে।

তৃতীয় প্রস্তাব। বিবিধ। সভার নিম্নলিখিত সভ্যগণ বাকী চ
টাকা বহুবার তাগিদ দেওয়াতেও আদায় না করায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে, তাঁহা
নাম কাটিয়া দেওয়া হইল।

১। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস, সাং বলতৈড়, দিনাজপুর।

৩। „ আশুতোষ বসু বি-এল্, ১৯নং কালী কুণ্ডু লেন, হাবড়া।

২। „ কিশোরীবল্লভ রায় চৌধুরী এম-এ, বি-এল্, গইবান্ধা, রংপুর

৪। „ সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, সাং টাকী, ২৪ পরগণা।

অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।
সম্পাদক

স্বাক্ষর
শ্রীসারদাচরণ মি
সভাপতি
২৭।১২।২২

কায়স্থ-পত্রিকা।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩। } নবপর্য্যায় ৭ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

আবেদন।

অপার করুণানিলয় ভগবান যাহা করেন, তাহা তাঁহার সৃষ্ট জীবের মঙ্গলের জন্য, মনুষ্য মাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য। গত পূর্ব্ব আদমসুমারির কাগজ পত্রে ায়স্থকে তাহার চির নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণের অব্যবহিত নিম্নের আসন হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, ইহার মূলেও আমরা ভগবানের শুভ ইচ্ছা দেখিতে পাই। লোক-র রিপোর্টে কায়স্থকে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট আসন দান করিলে কায়স্থের এই আত্মাভিমান, াভিমান আসিত না; জাতীয় গৌরবের মূলতত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের বলবতী ইচ্ছা চ না; অনন্ত শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করত স্বকীয় জাতীয় জীবনের উন্মেষ ানের চেষ্টা হইত না—এবং শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বর্ণধর্ম্ম—জাতীয় ধর্ম্ম নির্ণয় করিবার ও ক অন্যবিধ মঙ্গল সাধন করিবার জন্য নির্জ্জীব বঙ্গীয় কায়স্থকুলে সজীবতার হইয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিত না। ফলতঃ আমাদের আন্দোলনের মূলে যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত, তাহা আমরা দিব্য-দেখিতেছি।

াত্যুন্নতিকল্পে উৎসর্গীকৃত প্রাণ বঙ্গীয় কায়স্থ-সভা গত চতুর্দ্দশ বৎসর যাবৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। বৎসরের চেষ্টায় যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে আমাদের আনন্দ বই ন্দ নাই—আশা ভিন্ন নিরাশ হইবার কারণ মাত্র বিদ্যমান নাই। সভার

চেষ্টায় এবং আন্দোলন ফলে এই কয়েক বৎসরে প্রায় লক্ষাধিক কায়স্থ স্বজাতীয় যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন এবং সংস্কার কার্য্য ক্রমশই অগ্রসর হইতে আন্তর্গণিক বিবাহ, বিবাহব্যয়সংক্ষেপ বিষয়ক প্রস্তাবগুলিও যে একেবারে হইতেছেনা তাহা নহে। যে আন্দোলন তরঙ্গে কায়স্থের সমাজতরি ভাসি তাহার কর্ণধারগণকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট—লক্ষ্যভ্রষ্ট করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। তবে স্থানে স্থানে এখনও যে বাদ প্রতিবাদ তর্ক চলিতেছে, ইহার মূলে ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত হিংসা বিজড়িত আছে আমাদের ধারণা। কন্তি ইহাও নিশ্চয় যে, সম্প্রদায় বিশেষের এইরূপ বিদ্বেষ যে আর বেশী দিন স্থায়ী হইবে তাহা নহে, অচিরে তাহার মূলোচ্ছে আবার সমাজে শান্তি স্থাপিত হইবে। আবার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যে সখ্য স হইবে। আবার প্রত্যেক কার্য্যে একে অন্যের সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন।

এই হিংসা সঞ্জাত বা অজ্ঞতা জনিত প্রতিকূলাচরণ আমাদের কিছুই করিতে পারে নাই বরং ইষ্টই করিয়াছে। ব্রাহ্মণগণ আমাদের জাতীয় বিরোধী না হইলে,আমরা বর্ত্তমানে যতদূর অগ্রসর হইয়াছি—মাথায় পয়জার পড়িলে এতটা চৈতন্য—এতটা দৃঢ়তা লাভ করিতে পারিতাম না, ইহাও বি যে, ব্রাহ্মণগণের স্বেচ্ছাকৃত জ্ঞানকৃত বিরুদ্ধাচরণের মধ্য হইতে আমাদে কর্ত্তব্যজ্ঞান ফুটিয়া উঠুক।

কোন কোন স্থানের কায়স্থগণের এখনও ভ্রান্ত মত বিদূরিত হয় নাই। তাঁহ [illegible] শূদ্রত্বে নিমজ্জিত থাকিতে যত্নবান। জাতীয় উন্নতির বিজয় এখনও তাঁহাদের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ লাভ করিয়া কর্ত্তব্য পথের পথিক করিতে নাই। এই সকল ঘরের ঢেঁকি কুমীরের দল মনে করেন, যখন স্মার্ত্ত র বলিয়াছেন :—

"যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণ শূদ্র এবচ।"

তখন অব্রাহ্মণ মাত্রেই শূদ্র জতীয়, শূদ্র বর্ণীয়। এসকল অপরি জাত্যাভিমানহীন—আত্মাভিমান বর্জ্জিত কায়স্থকুলপাবনগণকে যে আমরা জাতীয় জীব বলিয়া গণ্য করিব অভিধান তাহার নির্দ্দেশ করে না। ঈদৃশ সংব কায়স্থনামধারী শূদ্রাচারীবর্গের জন্য আমরা নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে কতকগুলি অবতারণা করিতেছি, তাঁহারা ঐ প্রমাণ দর্পণে তাঁহাদের জাতীয় মুখ প্রাণ নিরীক্ষণ করুন—কর্ত্তব্য স্থির করুন আর গন্তব্য স্থির করুন এবং তাঁহাদের ম বদনমণ্ডলের মলিনত্ব ও ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত শূদ্রত্ব ক্ষালনের জন্য যথাসা

করুন। যাঁহারা এখনও আকণ্ঠ শূদ্রত্বে নিমজ্জিত রহিয়াছেন, তাঁহারা দেখুন কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার তাঁহাদের আছে কি না এবং তাঁহাদের সাধের শূদ্রত্ব কিরূপ উপাদেয়।

হিন্দু সমাজ পৌরাণিক যুগে চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। ৪র্থ বর্ণ শূদ্র ব্রহ্মার পাদসম্ভূত মৌলিকবর্ণ হইলেও শাস্ত্রকারগণ শূদ্রবর্ণীয়গণকে বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন—অতি হীনত্ব দান করিয়া গিয়াছেন। শূদ্রগণ আজীবন দ্বিজ শুশ্রূষা করিবে এবং এই দ্বিজ শুশ্রূষা করিতে সে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য, এবং সে কুকুর তুল্য। শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট শূদ্র এবং শাস্ত্রে শূদ্রের যে অধিকার আছে, তাহা আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

১। পার্থিব ধন রত্নে যাহাদের আদৌ অধিকার নাই, তাহারাই শূদ্র।

২। যাহারা ক্রীত হউক বা বিক্রীত হউক ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের দাসত্ব করিতে বাধ্য, তাহারাই শূদ্র।

৩। স্বাধীনতা লাভ করিলেও যাহাদের দাসত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই, তাহারাই শূদ্র।

৪। যাহারা ব্রাহ্মণের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে ও তাঁহার পদধুলি মস্তকে ধারণ করিতে বাধ্য, তাহারাই শূদ্র।

৫। যাহারা সম্পূর্ণরূপে দ্বিজাতীয়গণের অস্পৃশ্য, তাহারাই শূদ্র।

৬। সর্ব্ববিধ পাপক্ষয় করিবার জন্য যাহারা ব্রাহ্মণের পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবে ও তাঁহার চরণামৃত সভক্তিতে পান করিবার জন্য শাস্ত্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট, তাহারাই শূদ্র।

৭। যাহারা ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য, তাহারাই শূদ্র।

৮। যাহাদের সহিত দ্বিজগণ বাক্যালাপ করিবেন না বলিয়া শাস্ত্রের আদেশ আছে, তাহারাই শূদ্র।

৯। যাহাদের দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হইবার উপায় নাই, তাহারাই শূদ্র।

১০। যাহাদের কোনরূপ পার্থিব সুখ সম্ভোগের অধিকার নাই, তাহারাই শূদ্র।

১১। দ্বিজ শুশ্রূষাই যাহাদের পরম ধর্ম্ম এবং অন্যবিধ ধর্ম্মাচরণে যাহাদের আদৌ অধিকার নাই, তাহারাই শূদ্র।

১২। অর্থ উপার্জ্জন করিলেও যাহাদের তাহা ভোগ করিতে বা সঞ্চয় করিবার অধিকার নাই, পরন্তু সমুদয় অর্থই ব্রাহ্মণকে দান করিতে বাধ্য, তাহারাই শূদ্র।

১৩। ব্রাহ্মণই যাহার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, ব্রাহ্মণই যাহার পরকালের অব
তাহারাই শূদ্র।

১৪। যাহাদের জল গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণকে ইহজন্মে পতিত হইতে হয়
পরজন্মে নীচ যোনি প্রাপ্ত হইতে হয়, তাহারাই শূদ্র।

১৫। ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিলে যাহাদের পার্থিব উন্নতি ও অ
মুক্তি লাভ হয়, তাহারাই শূদ্র।

১৬। যাহারা দেবতার প্রসাদ ভোজন করিতে পারে না, তাহারাই শূদ্র।

১৭। যাহারা উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন, জীর্ণবস্ত্র পরিধান ও জীর্ণশয্যায় শয়ন
তাহারাই শূদ্র।

১৮। কাহারও গৃহে অতিথি হইলে যাহারা গৃহস্বামীর ভৃত্যগণের সহিত
করিবার অধিকার পায়, তাহারাই শূদ্র।

১৯। যাহারা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি সম্মত ধর্ম্মের অধিকারী নহে, তাহারাই

২০। যাহারা বিদ্যা শিক্ষা করিবার অধিকারী নহে,এবং জ্ঞানার্জ্জনেও অন
তাহারাই শূদ্র।

২১। যাহারা ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিবার অধিকারী নহে, তাহারাই শূদ্র।

২২। যাহাদের বেদাদি পাঠ দূরের কথা শ্রবণেও অধিকার নাই তাহারাই

২৩। যাহারা বেদ-পাঠ-শ্রবণ করিলে কর্ণরন্ধ্রে সীসা ঢালিয়া দিবার ব্যবস্থা এবং বেদ পাঠ করিলে জিহ্বাচ্ছেদের বিধান আছে, তাহারাই শূদ্র।

২৪। যাহারা শবের তুল্য, যাহারা প্রত্যক্ষ শ্মশানতুল্য, যাহাদের নিকট ব্র
অধ্যয়ন এবং শাস্ত্র মর্ম্ম প্রকাশ করা নিষিদ্ধ, তাহারাই শূদ্র।

২৫। যাহাদের জপ নাই, তপ নাই, তীর্থযাত্রা নাই, তাহারাই শূদ্র।

২৬। যাহারা স্ব স্ব ইষ্টদেবকে আরাধনা করিবার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত,
দেব দেবীর অর্চ্চনা করিলে যাহাদের মুক্তির পথ রুদ্ধ হয়, তাহারাই শূদ্র।

২৭। যাহারা ব্রাহ্মণের সহিত অতি সামান্য রূঢ়ভাবে কথা কহিলেও ধর্ম্ম
তাহাদের জিহ্বচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে, তাহারাই শূদ্র।

২৮। যাহারা ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন করিলে পশ্চাদঙ্গ গরু
মত দাগিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে এবং ঐ পাপে যাহাদের অঙ্গচ্ছেদ ও নি
হইতে পারে, তাহারাই শূদ্র।

২৯। যাহাদিগকে হত্যা করিলে ব্রাহ্মণের কুকুর বিড়াল ভেক আদি বধে
পাপস্পর্শে, তাহারাই শূদ্র।

সুতরাং শূদ্রত্বাভিমানী কায়স্থবৃন্দ! দেখুন, উল্লিখিত প্রমাণ মুকুরে আপনাদের কেমন সুন্দর চিত্র প্রতিফলিত হইতেছে। মানুষ ডুবিয়া জল খাইলে শিবের বাবারও ক্ষমতা নাই যে, তাহা বুঝিতে পারেন এবং যাহারা জাগিয়া ঘুমায়, কাহারও সাধ্য নাই যে, তাহাদের ঘুম ভাঙ্গাইতে পারে। কায়স্থের মধ্যে এখনও এমন লোক প্রচুর আছেন, যাঁহারা মনে মনে মনকলা খাইতেছেন—অর্থাৎ তাঁহারা বুঝিতেছেন যে, কায়স্থ ক্ষত্রিয় কিন্তু, কি জানি কি ঘুমঘোরে—কি জানি কি মোহ-মদিরায় এমনই আচ্ছন্ন যে, ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণরূপ কর্ত্তব্য জ্ঞান তাঁহাদের উর্ব্বর মস্তিষ্কে উদিত হইতেছে না। এমন কায়স্থও বিরল নহেন, যাঁহাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের অভাব হয় নাই। এবং কতকগুলি কায়স্থ এই দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলনের পরও শূদ্রত্বের ক্ষুদ্রত্বে সন্তুষ্ট থাকিতে একান্ত যত্নপর। এই সকল কায়স্থ কুলবধূরন্ধরগণ চক্ষু থাকিতেও অন্ধ; কারণ—চতুর্দ্দিকে যজ্ঞোপবীত গ্রহণের হোম শিখা প্রজ্জলিত হইতেছে, তাহা ইঁহাদের মানসনয়নে প্রতিভাত হইতেছে না। কর্ণ থাকিতেও বধির, কারণ—ভারতব্যাপী জাতীয় আন্দোলন কোলাহল এবং জাতীয় উন্নতির তূর্য্যধ্বনি চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হইলেও ঐ সকল মহাত্মার কর্ণরন্ধ্রে উহা প্রবেশ লাভ করিয়া কর্ত্তব্য প্রণোদিত করিতেছে না। ঈদৃশ জাত্যুন্নতি বিরোধীগণ নাসিকা থাকিতেও—ঘ্রাণ লইবার শক্তি হইতে বঞ্চিত,কারণ এপর্য্যন্ত প্রায় লক্ষাধিক কায়স্থের উপনয়ন গ্রহণ জনিত হোমগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত—উল্লসিত হইলেও আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা তাহার আঘ্রাণ লইতে পারেন নাই। এই সকল পরিণাম চিন্তাবিরহিত ব্যক্তির জিহ্বা থাকিতেও সাবিত্রী উচ্চারণ করিয়া জিহ্বার সার্থকতা সম্পাদিত করিবার আগ্রহ নাই এবং ইঁহারা আপনাদের ত্বগিন্দ্রিয়ের অস্তিত্বের অনুভব করেন না বলিয়াই মনে হয়;—চক্ষের সম্মুখে দিনে দ্বিপ্রহরে সর্ব্বদা উপবীতি কায়স্থের উপবীত ধারণ দেখিতেছেন, কিন্তু স্বকীয় শরীরকে পবিত্রীকৃত করিবার জন্য যজ্ঞসূত্র গ্রহণের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছেন না সুতরাং বড় দুঃখে প্রাণের আবেগে বলিতে ইচ্ছা হয়:—

"ধন্য রে বিধাতা তুই যখন যারে মাপাস।
রাজ্য ভেঙ্গে হাতীর বোঝা গাধার পিঠে চাপাস॥"

আমাদেরও ঠিক তাহাই হইয়াছে—আমাদের ভাগ্যে যদিবা ঈশ্বর প্রসন্ন হইলেন, তবুও কতকগুলির প্রতি আমাদের সমাজের কর্ত্তৃত্ব বা অধিকার দিলেন বা মুখাপেক্ষী করাইলেন অর্থাৎ যাঁহারা কৌলীন্যের বালাই লইয়া মরিতেছেন, তাঁহাদের স্কন্ধে সমাজের সদিচ্ছারূপ বোঝা চাপাইবার জন্য আজ আমাদের ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিগণকে

সাদার পিঠে কাল চড়াইতে হইল। কায়স্থ-সমাজে এমন লোকও প্রচুর রহিয়াছে যাঁহারা ভাল মন্দ, পূজা পার্ব্বণ, বিবাহ শ্রাদ্ধ সবই করিতেছেন; পারেন না কে সংস্কার গ্রহণরূপ ভাতের কাঠি বহিতে। হায়রে সমাজ!

কায়স্থ-সমাজের অনেকে এখনও সংস্কার গ্রহণ কার্য্যে সন্দিহান;—এখ অনেকে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বে সন্দিহান, এখনও অনেকে কায়স্থ ক্ষত্রিয় কি শূদ্র, ই লইয়া সন্দেহ দোলায় দোদুল্যমান। ইহা কি ম লজ্জার কথা! বিদেশের বিজা সংবাদ আমরা কণ্ঠস্থ করিতে বাল্যকাল হইতেই বিশেষরূপে অভ্যস্থ কিন্তু, স্ব সংবাদ, নিজ জাতির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেই চক্ষুস্থির! এমনই কায় অধঃপাতের নিদর্শনই বটে! গত চতুর্দ্দশ বৎসর ব্যাপী আন্দোলন যদ যাঁহারা স্বকীয় জাতিতত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই, এত আন্দোলা যাঁহাদের জড়ত্ব বা আলস্য উপশমিত হয় নাই, আমরা তাঁহাদের কোন্ জী জীব বলিয়া অভিনন্দিত করিব, তাহা'ত ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিতেছি কায়স্থের জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত সময় হইতেই কায়স্থতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু প্রচারিত হইয়া অধিকাংশের সন্দেহ অপনোদিত করত জাতীয় কর্ত্তব্য জ্ঞান বি করিয়াছে। এবং এখনও কায়স্থ জাতি বিষয়ক বহুতর পুস্তক পুস্তিকা প্রচারিত হ আমাদের সন্দেহ ও ভ্রান্তি বিদূরিত করিতেছে। কিন্তু বলিতে লজ্জা হয়, এখ বহুতর কায়স্থ সন্তানের জাতীয় কর্ত্তব্য জ্ঞান উন্মেষিত হইল না—এখনও বহু কায়স্থ সন্তানের ভ্রম ধারণা বিদূরিত হইল না। সন্দিগ্ধ ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমরা হও বা নির্দ্ধন হও, পণ্ডিত হও বা মূর্খ হও তোমাদের আর কি বলিব! এই বলিতে চাই যে, তোমরা স্বেচ্ছায় স্বখাদ সলিলে ডুবিয়া মরিতে যাইতেছ! তো ইচ্ছা করিয়াই আপনাদের পায়ে আপনারাই কুঠারাঘাত করিতে যাইতেছ! তো ইচ্ছা করিয়াই জঘন্য শূদ্রত্বের অভিমানে নিমজ্জিত থাকিয়া শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ক্ষত্রিয়ত্ব গৌরবোজ্জল মহিমা লাভ করিতে বিমুখ হইতেছ! সন্দিগ্ধগণ! এখনও য তোমাদের কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বুঝিতে সন্দেহ থাকে তবে যাও ভাই! জ বিখ্যাত কর্ত্তব্যবীর প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ধর্ম্মজগতের অদ্বিতীয় পণ্ডি বিবেকানন্দ স্বামী, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা সম্পন্ন ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহোদয়গণে স্বর্গীয় আত্মার নিকট; সেখানে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাইবে—সকলেই সমস্ব বলিবেন, বঙ্গীয় কায়স্থ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়! তাহাতেও যদি সন্দেহ বিদূরিত না হ তাহাতেও যদি ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করিতে না চাও, তবে শুন:—

প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ৺কাশীধামের জগৎপূজ্য মহাপুরুষ ভাস্করানন্দ স্বা

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বহরের চণ্ডীচরণ বসুরায়চৌধুরী মহাশয়কে যজ্ঞোপবীত প্রদান করত ক্ষত্রিয়াচারী করাইয়াছিলেন। পূজ্যপাদ ত্রিপুরলিঙ্গ স্বামী মহোদয় ন্যূনাধিক ২০ বৎসরের মধ্যে প্রায় ৫০ জন কায়স্থকে যজ্ঞোপবীত প্রদান করত সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত করাইয়াছিলেন। সাধুসম্রাট জগতগুরু শঙ্করাচার্য্য যিনি প্রবল প্রতাপ পঞ্চমজর্জ্জ ও তৎসহধর্ম্মিণী সম্রাজ্ঞী মেরীকে রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে দিল্লীতে ভারতীয় সাধু মহাত্মাগণের প্রতিনিধিরূপে ধান দূর্ব্বা দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তিনি ৺পুরীধামে বৈষ্ণবশিরোমণি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষঠাকুরের পুত্র শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণা পত্নীর বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ দ্বারা উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। ন্যূনাধিক ২৫ বৎসর পূর্ব্বে জগন্মান্য বালানন্দ স্বামী দেওঘরে বরিশালের জমিদার শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বিষ্ণুচৌধুরী মহাশয়কে উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। প্রায় দ্বাদশবর্ষ পূর্ব্বে কৃষ্ণনগর কলেজের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয় যোশী মঠের আচার্য্য জগৎপূজ্য শ্রীযুক্ত মশীদানন্দ স্বামীজীর নিকট উপনয়ন গ্রহণান্তে সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। রাজসাহী জেলার ভূতপূর্ব্ব জেলার স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়কে ঢাকা নগরীতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দস্বামী মহোদয় যজ্ঞোপবীত প্রদান করত মন্ত্রশিষ্য করিয়াছিলেন। কায়স্থ-সমাজে উপবীত বিরোধীগণের নয়ন সমক্ষে এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে যে, নিখিল শাস্ত্রবিদ্ সাধু সন্ন্যাসীগণ কায়স্থকে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ক্ষত্রিয় জ্ঞানে স্বেচ্ছায় উপবীত দিয়াছেন এবং মন্ত্রশিষ্য করিয়াছেন। কায়স্থ শূদ্র হইলে কি ঈদৃশ প্রভাব সম্পন্ন যোগী পুরুষগণ কায়স্থকে উপনয়ন সম্পন্ন করাইতেন, না মন্ত্রশিষ্য করত জগতে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব বিঘোষিত করাইতেন? ভো উপনয়ন বিরোধী সম্প্রদায়। আমরা দৃঢ়ভাবে আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনারা দেখান কোন্ শূদ্রকে আজ পর্য্যন্ত কোন্ মহাপুরুষ উপবীতি করিয়াছেন? যদি না পারেন, তবে আপনারা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, কায়স্থ ক্ষত্রিয় এবং উপনয়নের অধিকারী এবং তজ্জন্যই কায়স্থ-সমাজ উপনয়ন গ্রহণ করিতেছেন; আরও স্বীকার করুন যে, আপনারাও অচিরে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করত কায়স্থ-সমাজের গৌরব পুনঃ বর্দ্ধিত করিবেন। ইহাতেও যদি কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রত্যয় না হয়, তবে আসুন আমরা একবার শাস্ত্রের দিকে অগ্রসর হই। এবং দেখি তথায় কিছু পাওয়া যায় কি না?

"ক্ষণং ধ্যানস্থিতস্যাস্য সর্ব্বকায়াদ্‌বিনির্গতঃ।
দিব্যরূপ পুমান্ বিভ্রৎ মসীপাত্রঞ্চ লেখনীম্॥

চিত্রগুপ্ত ইতিখ্যাতো ধর্ম্মরাজ সমীপতঃ।
প্রাণিনাং সদসৎ কর্ম্ম লেখায় স নিরূপিতঃ॥
ব্রহ্মণাহতীন্দ্রিয়জ্ঞানী দেবাগ্নের্যজ্ঞভুক্ স বৈ।
ভোজনাচ্চ সদা তস্মাৎ আহুতির্দ্দীয়তেদ্বিজৈঃ॥
ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো জাতিরুচ্যতে।
নানা গোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কয়স্থা ভুবি সন্তি বৈ॥"

পদ্মপুরাণ।

ক্ষণকাল ধ্যাননিরত ব্রহ্মার সর্ব্বকায় হইতে লেখনী ও মসীপাত্র হস্তে এক [illegible] রূপসম্পন্ন পুরুষ উৎপন্ন হইলেন এবং তিনি চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত হইলেন। [illegible] গণের সদসৎ কর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তিনি বিনিযুক্ত হইলেন। সেই অতী[illegible] জ্ঞানীপুরুষ দেবাগ্নিতে যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হন। তজ্জন্য ব্রাহ্মণগণ ভোজন [illegible] তাঁহাকে আহুতি দিয়া থাকেন। ব্রহ্মকায়োদ্ভব জন্য তিনি কায়স্থ জাতি [illegible] কথিত হইলেন। তদ্বংশীয় কায়স্থগণ নানাগোত্রে বিভক্ত হইয়াছেন।

"ভবান্ ক্ষত্রিয় বর্ণশ্চ সমস্থান সমুদ্ভবাৎ।
কায়স্থ ক্ষত্রিয় খ্যাতো ভবান্ ভুবি বিরাজতে॥

* * *

সংস্কারাদিনি কর্ম্মাণি যানি ক্ষত্রিয় জাতিষু।
তানি সর্ব্বানি কার্য্যানি মদাজ্ঞা বশবর্ত্তীনাং॥"

বৃহৎ ব্রহ্ম খণ্ড।

শাস্ত্র মতে লেখক কিরূপ গুণ ও জ্ঞান সম্পন্ন দেখুন ঃ—

"মেধাবী বাক্‌পটু প্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বশাস্ত্র সমালোকী হ্যেষ সাধু স লেখকঃ॥"

গরুড় পুরাণ উত্তর খণ্ড।

"উপায়বাক্যকুশলঃ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদঃ।
বহ্বর্থবক্তা চাক্লেন লেখকঃ স্যান্নৃপোত্তমঃ।"

মৎস্যপুরাণ।

"গণকো গণয়েদর্থং লিখেন্যায্যঞ্চ লেখকঃ।
শব্দাভিধান তত্ত্বজ্ঞৌ গণনা কুশলৌ শুচী।
নানালিপিজ্ঞৌ কর্ত্তব্যৌ রাজ্ঞা গণক লেখকৌ॥"

শুক্রনীতি।

পূর্ব্বকালে কায়স্থগণই রাজার লেখক ছিলেন এবং তাহারাই রাজার সান্ধি-বিগ্রহিকের কার্য্য করিতেন—এই সান্ধিবিগ্রহিক কার্য্যটী মন্ত্রীর কার্য্য ঃ—

"সন্ধিবিগ্রহকারী তু ভবেদ্ য স্তস্য লেখকঃ।
স্বয়ং রাজ্ঞা সমাদিষ্টঃ স লিখেৎ রাজশাসনম্॥"

মিতাক্ষরা আচার অধ্যায়।

রাজার সন্ধিবিগ্রহকারী লেখকই রাজা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রাজশাসন লিখিতেন।

"রাজ্ঞাতুস্বয়মাদিষ্টঃ সন্ধিবিগ্রহ লেখকঃ।
তাম্রপট্টে পটে বাপি প্রলিখেদ্রাজশাসনম্॥"

অপরার্ক যাজ্ঞবল্ক্য নিবন্ধ- ব্যাস।

সন্ধিবিগ্রহ লেখক স্বয়ং রাজা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তামার পাতে বা সাধারণ পটে রাজশাসন লিখিতেন।

"রাজাগ্রহার শাসনান্যেক কায়স্থহস্তলিখিতান্যেব প্রমাণী ভবন্তি।"

মনুভাষ্যে—মেধাতিথি।

রাজার প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর জমি ইত্যাদির শাসনপত্র যাহা কেবল কায়স্থ হস্তলিখিত, তাহাই প্রমাণ বলিয়া গণ্য।

৮৬৬ সংবতে উৎকীর্ণ চেদিরাজ জাজল্লদেবের শিলালিপিতে একজন গৌড় কায়স্থের এইরূপ পরিচয় আছে ঃ—

"গুরুপ্রস্পর্দ্ধি মন্ত্রাগ্রণী কায়স্থোঽসমশাস্ত্রসার সমতিঃ শ্রীমান্ স গৌড়ান্বয়ঃ।"

অর্থাৎ রাজার উপর প্রভাবে ও মন্ত্রণায় যিনি গুরুর প্রতিদ্বন্দী কায়স্থ শাস্ত্রজ্ঞানে তাহার সমকক্ষ নাই, সেই শ্রীমান গৌড় বংশীয়।

দশম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ জয়াদিত্যের তাম্রফলকে কায়স্থ নাগদত্তের এইরূপ পরিচয় আছে ঃ—

"সুগতপ্রতিমঃ কৃপয়া গুণনিধিরভবজ্জিতেন্দ্রিয়ো বিদ্বান্।
বিপ্রিয় বাদে বিমুখঃ কায়স্থ নাগদত্ত ইতি॥
শুচিনেন তেন রচিতা লক্ষণযুক্তা সুবর্ণ কৃতশোভা।
সদ্বৃত্তা ললিতপদা ভক্ত্যা পরয়া প্রশস্তিরিয়ং॥
স্বগুণ জ্ঞাপন ভীরোস্তস্য ভ্রাতা কনীয়সা রচিতং।
আর্য্যাণাং ত্রিতয়মিদং বিদ্যাদত্তেন ভূতার্থং॥"

অর্থাৎ দয়ায় সুগত (বুদ্ধ) সদৃশ, গুণনিধি, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান্, প্রিয়ভাষী বিদত্ত কায়স্থ। পরমাভক্তি পূর্ব্বক তিনি এই ললিত পদান্বিত প্রশস্তি রচনা

করিয়াছেন। তিনি নিজের গুণ প্রকাশনে ভীরু, সুতরাং তাঁহার কনিষ্ঠ
বিষ্ণুদত্ত কর্ত্তৃক এই তিনটী আর্য্যা রচিত হইয়াছে।
ঘোশলাধিপতি মহাভব গুপ্তের তাম্রশাসনে আছে :—

"লিখিতমিদং ত্রিফলা তাম্রশাসনং মহাসান্ধিবিগ্রহি রাণক শ্রীমল্লদত্ত এ
কায়স্থ আদিত্যসুতেনেতি।"

অর্থাৎ মহাসন্ধিবিগ্রহী রাণক শ্রীমল্লদত্ত প্রবিশুদ্ধ কায়স্থ এই তা
লিখিয়াছেন।

রাজা আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদনকালে এ দেশে শাস্ত্রসম্মত ব্রাহ্মণ ও
না দেখিয়া কনোজ রাজসভায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা
কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। উক্ত পত্র এই :—

"যজ্ঞার্থং যাচতে বিপ্রান্ ক্ষত্রাদিংশ্চ নরাধিপ।
নচেদ্দেহি রণং রাজন্ যথা তব মতিং কুরু॥"

রাজন্! রাজা আদিশূর যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় চাহি
যদি না পাঠান, তবে রাজা যুদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় লইয়া যাইতে প্রস্তুত।
আপনার যাহা অভিরুচি হয় তাহাই করুন।

তৎপর কনোজরাজ আদিশূর রাজার নিকট ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পাঠাই
ছিলেন; তৎপ্রমাণ :—

"আদিশূরো মহারাজঃ পুত্রেষ্টিং সমনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজাদশ॥"

পাঠকগণ অবগত আছেন, আদিশূর রাজসভায় পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ও প
কায়স্থ আসিয়াছিলেন। সুতরাং উল্লিখিত শ্লোকে দশজন দ্বিজ আসিয়া
ইহাই প্রমাণিত হইল। কায়স্থ পঞ্চক ক্ষত্রিয় না হইলে কখনই দ্বিজ শব্দে অ
হইতেন না।

আবার আমরা দেখিতেছি :—

"গোযানেনাগতা বিপ্রা অশ্বে ঘোষাদিকত্রয়ঃ।
গজে দত্তকুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহ সুধীঃ॥"

ব্রাহ্মণগণ গোযানে ও ঘোষাদি কায়স্থগণ হাতী ঘোড়া পাল্‌কীতে
ছিলেন; কায়স্থ শূদ্র বা ভৃত্যভাবে আসিলে কখনই সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণসহ হা
পাল্‌কীতে আসিতে পারিতেন না।

আরও দেখিতে পাই :—

"গজাশ্ব নরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গোযানারোহিণো বিপ্রাঃ পত্তিবেশসমন্বিতাঃ॥"

প্রধানগণ অর্থাৎ কায়স্থগণ হাতী ঘোড়া পাল্‌কীতে ও ব্রাহ্মণগণ সশস্ত্ররক্ষী দ্বারা
রক্ষিত অবস্থায় গোযানে আগমন করিয়াছিলেন। এ প্রমাণেও আমরা কায়স্থের
ক্ষত্রিয়ত্ব বুঝিতে পারিতেছি।

উত্তররাঢ়ীয় ঘটক কারিকায় আছে :—

"বিপ্রপঞ্চ করণপঞ্চ ভৃত্য পঞ্চজন।
ত্রিপঞ্চেতে উপনীত আদিশূরের ভবন॥"

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে,
সে কালে করণ শব্দে কায়স্থকে বুঝাইত সুতরাং ৫ জন ব্রাহ্মণ ৫ জন কায়স্থ ও
তাঁহাদের ৫ জন ভৃত্য আসিয়াছিলেন। এ প্রমাণেও আমরা কায়স্থকে ভৃত্যরূপে
না পাইয়া ক্ষত্রিয়রূপেই পাইতেছি।

দ্বিজঘটক চূড়ামণি মহাশয়ের ১০০৮ সনে রচিত দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ কারিকায়
পাইতেছি :—

"পঞ্চ কায়স্থ আসে নৃপতি সদন।
সসম্ভ্রমে নরপতি দিলা আলিঙ্গন॥
জিজ্ঞাসিল নরপতি মুনিদের স্থানে।
এত শুনি কহে তবে পঞ্চ তপোধনে॥
এই পঞ্চজন হয় কায়স্থ কুমার।
জিজ্ঞাসহ ইহাদিগে কি কহে উত্তর॥
দশরথ মকরন্দ কালিদাস কয়।
শিষ্য অনুগত মোরা শুন মহাশয়॥
দক্ষদ্বিজ আদি করি মুনি পঞ্চজন।
ইঁহাদের দাস হইনু শুন সর্ব্বজন॥
দত্ত কহে ভৃত্য নহি শুন মহীপাল।
এক গ্রামে বসতি আছয়ে বহুকাল॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম শুন নরপতি।
রাঢ়দেশ দেখিবারে আইনু সংহতি॥

এ প্রমাণেও আমরা কায়স্থকে শিষ্যরূপে পাইতেছি—দাসরূপে পাইতেছি না।

তবে যে কায়স্থগণ ভৃত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন,উহা ভক্তি সঞ্জাত বিনয়ন্ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তি ও বিনয় প্রদর্শন জন্যই উহা স্বীকার করা সত্ত্বেও কিন্তু উহাতে স্বীকৃত হন নাই।

তৎপর গৌড়াগত কায়স্থ পঞ্চক স্ব স্ব পরিচয় জিজ্ঞাসিত হইলে, সভা মহাশয় তাঁহাদের যে পরিচয় দিয়াছিলেন,তাহাতেও কায়স্থ পঞ্চককে ব্রাহ্মণ প শিষ্য বলিয়াই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এবং উক্ত পরিচয় মধ্যে কায়স্থগণকে ধ মহাতান্ত্রিক, বীরাগ্রগণ্য, বিরাটপুরুষ, গরীয়ান, সুতাপস, মহাবাহু, দ্বিজ বৈষ্ণব প্রধান, শাস্ত্রজ্ঞ, সুশীল, সুধীর সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ, মহামানী প্রভৃতি বি বিশেষিত করা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে যদি কায়স্থগণ ঐরূপ গুণ ও জ্ঞান প্রশংসার পাত্র না হইতেন, তাহা হইলে ভাট মহাশয় কখনই রাজার সম্মুখে সভায় ঐরূপ মিথ্যা উক্তির অবতারণা করিতে পারিতেন না এবং রাজাও গণকে বসিবার আসন ও আলিঙ্গন দান করিতেন না। সুতরাং এইরূপ দ্বারাও কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। ইহাতেও যদি শূদ্র কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়াচারী হইতে না চাহেন, তবে আরও শুনুন :—

ব্রাহ্মণগণের ন্যায় কায়স্থগণকে মহারাজ বল্লাল কুলীনত্ব দান করিয়াছি তিনি যে সকল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, আবৃত্তি, তপঃ ও দান সম্পন্ন দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই কৌলীন্য দান ক ছিলেন। কায়স্থ শূদ্র হইলে কখনই তাহাদিগের আচারাদি নবগুণ থাকি সুতরাং রাজাও তাঁহাদিগকে কৌলীন্য দান করিতে পারিতেন না। কায়স্থের এই কৌলীন্য প্রথা হইতেও বুঝা যাইতেছে যে, কায়স্থগণও ব্রাহ্মণদি ন্যায় নবগুণ সম্পন্ন ছিলেন ও কৌলীন্য মর্য্যাদা পাইয়াছেন। ইহাও কায় অশূদ্রত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কায়স্থগণ বিচারাদালতেও ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, আমরা নিম্নে তা দুই একটী প্রমাণ উপস্থাপিত করিতেছি :—

কলিকাতা শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা নবকৃষ্ণ অপুত্রক হওয় তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র রামসুন্দরকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। এই পোষ্যপুত্র রাজা গো মোহন। কিছুদিন পর রাজা নবকৃষ্ণের ছোট রাণীর এক পুত্র সন্তান জন্ম, তাঁহ নাম রাজা রাজকৃষ্ণ। রাজা রাজকৃষ্ণ সাবালক হইলে উভয় ভ্রাতায় বিষয় লই বিবাদ বাধে। তাহাতে সুপ্রিম্ কোর্টে রাজা নবকৃষ্ণের দত্তক গ্রহণ শাস্ত্রসম্মত না তাহার বিচার হয়। (Consideration on Hindu Law as it Current in Bengal by Honble Sir Francis W. Macnaghten (824) এই মোকদ্দমায় রাজা নবকৃষ্ণ দ্বিজাতি ও ব্রাহ্মণের নিম্ন ও বৈশ্যের উর্দ্ধতন বলিয়া স্থিরীকৃত হয়েন। সুতরাং ক্ষত্রিয় বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হইয়াছেন।

বাঁকিপুরের সবজজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিত্রের আদালতে কায়স্থের বর্ণ বিষয়ে এক মোকদ্দমা হয়। ঐ মোকদ্দমাতেও কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছেন।

এইরূপ আরও শাস্ত্রীয়, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সাহিত্যিক প্রমাণ দ্বারা কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছেন। ইহাতেও যদি সংস্কার বিরোধী কায়স্থ-গণের ভ্রম ধারণা বিদূরিত না হয় এবং তাঁহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বিশ্বাস করিতে না চাহেন, তাহা হইলে আমরা সময়ান্তরে ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

আর একটী কথা :—বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা চতুঃশ্রেণীবিশিষ্ট কায়স্থ-সমাজের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া যাহাতে নিখিল কায়স্থজাতির জাতীয় উন্নতি সংসাধিত হয়—যাহাতে আমরা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট জাতীয় ধর্ম্মে উপনীত হইতে পারি, যাহাতে শ্রেণীচতুষ্টয়ান্তর্গত কায়স্থবৃন্দ,সকলে আপনাদিগকে একই পিতার পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া পরস্পর ভেদ বুদ্ধি ভুলিয়া একত্ব লাভ করিতে পারেন, সেইরূপ চেষ্টাই করিতেছেন। ইহাতে পরস্পর সহানুভূতি বর্দ্ধিত হইবে—সম্বন্ধ দৃঢ়ীভূত হইবে—সমাজ দৃঢ় হইবে—যৌন সম্বন্ধ সংস্থাপন করিবারও বিশেষ সুবিধা হইবে। শ্রেণীচতু-ষ্টয়ের মধ্যে যাঁহারা কুলীন আছেন, তাঁহাদের কুলীনত্ব কাড়িয়া লইবার বা মৌলিককে কৌলীন্য দান করিবার আবশ্যকতা কেহ অনুভব করেন নাই। সুতরাং কায়স্থ-সভায় কুলীন মৌলিক, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট এ সামাজিক বিভাগ লইয়া কেহ কোন দিনই আলোচনা করেন নাই—করিবেনও না। কুলীনকে কুলীন স্বীকার ও মৌলিককে মৌলীক কেহই যেন মনে না করেন যে, তাঁহাদের সম্ভ্রমের হানিজনক কোন কার্য্য করিতে সভা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। যদি কেহ সেরূপ দেখাইতে পারেন, তবে সভা নিশ্চয়ই তাহা হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইতে প্রস্তুত আছেন। যিনি সমাজে যেরূপ মর্য্যাদা সম্পন্ন, তাঁহাকে সেই মর্য্যাদা সম্পন্ন রাখিয়াই সভার কর্ত্তৃপক্ষ ধীরে ধীরে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন। ইহাতে কুলীনের কুলীনত্ব ক্ষুণ্ণ হইবে না এবং মৌলিকও কায়স্থ-সভার যোগদান করত বত্রিশ সিংহাসনে বসিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন না। যিনি যে তিমিরে ছিলেন সে তিমিরেই থাকিবেন। ফলে হইবে সমষ্টিভাবে জাতির উন্নতি, সুতরাং যাঁহারা কায়স্থ-সভায় যোগ দান করিতে বা সভার আলোচ্য বিষয়গুলি কার্য্যে পরিণত করিতে পশ্চাৎপদ হন

তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। ভগবান এই সকল ভ্রান্তগণকে সুমতি দান করুন। ইহাও বলি, যে কোন সৎ ও শুভকার্য্য করিতে যাইবেন, তাহাতেই কিছু না স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, তবে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হইবে, নচেৎ নহে। আ এই জাত্যুন্নতিকল্পেও প্রত্যেকেরই আবশ্যক ব্যপদেশে কোন না কোনরূপ স্বীকার করার প্রয়োজন, নতুবা অভিপ্রেত বিষয়গুলি কার্য্যে পরিণত হওয়া পরাহত হইবে। অতএব কায়স্থ-পত্রিকার পাঠক মহোদয়গণ! আমরা করজোড়ে কাতরকণ্ঠে আপনাদিগের নিকট নিবেদন করিতেছি, আপনা জাতীয় কার্য্যে উদাসীন থাকিবেন না—জাতীয় উন্নতি লাভের জন্য নিশ্চেষ্ট থা না—জাতীয় গৌরব—কায়স্থের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য বদ্ধ পরিকর সম্মুখে যে সুযোগ সমুপস্থিত এ সুযোগকে বৃথায় পর্য্যবসিত না করাইয়া ইহাকে সাফল্য দান করিতে পারেন—জাতীয় উন্নতি সংসাধিত করিতে তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করুন। কায়স্থ-সভার চেষ্টা, যত্ন, অর্থব্যয়, উদ্দেশ্য হউক।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মচৌ

আন্তর্গনিক বিবাহ।

[বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার যে চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশন সংপ্রতি য সুসম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে এই প্রস্তাব উত্থাপনের ভার পূর্ব্ব হইতে আমার অর্পিত ছিল; কিন্তু সময়ের অল্পতা ও বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় প্রবীণ ও বি ব্যক্তিগণ এ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কায়স্থ-পত্রিকার শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহ অনুরোধে আমার বক্তব্য বিষয়টী এস্থানে অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইল।]

মনুষ্য-সভ্যতার ক্রম বিকাশ লক্ষ্য করিলে আপনারা দেখিতে পাইবেন, বিভিন্ন স্তরে উহার অভিব্যক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। জগতের যে কোন ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করুন না কেন দেখিবেন, প্রথম স্তরে মানুষ যখন এবং বর্ব্বর, যখন তাহারা হিতাহিত বিবেক পরিশূন্য, তখনও তাহারা একত্রে হইয়া বাস করিত। এই যুগে অবশ্যই মনুষ্যে ও পশুতে বিশেষ কোন বিভেদ

হিল, শূকর অথবা বানরের ন্যায় মানুষও দলবদ্ধ হইয়া একত্রে একস্থানে বাস করিত, একত্রে শীকারের সন্ধান করিত, একত্রে শত্রুর সম্মুখীন হইত। এই যুগে মনুষ্যেরা ব্যষ্টিভাবে নিজ নিজ শক্তি প্রকাশের চেষ্টা না করিয়া সমষ্টিভাবে সকলের সমবেত শক্তি প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছে। শত্রুকে আক্রমণ করিয়া জিগীষা বৃত্তির পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু তাহার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া ব্যক্তিগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা করে নাই। দ্বিতীয় স্তরে মনুষ্যে অহংজ্ঞান প্রবল হইয়া তাহাদিগকে ব্যষ্টিভাবে আত্ম-তৃপ্তির অন্বেষণে নিয়োজিত করিয়াছে। এই স্তরে মানুষ আপনার সুখ, আপনার তৃপ্তি, আপনার ভোগ, আপনার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত হইয়া কুরু-ক্ষেত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। ইউরোপে Feudal system ও ভারতে সার্ব্বভৌমত্ব সংস্থাপনের মূলে এই আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বলবতী। এই আত্ম-বিচ্ছেদের যুগে ভাই ভাইকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে, এই যুগেই ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই প্রবচনের সৃষ্টি হইয়াছে। আমি এই ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের যুগকে 'গজ-কচ্ছপী' যুগ বলিতে চাহি; কারণ মহাভারতের এই আখ্যায়িকা দ্বারা এই স্তরের অবস্থা সুস্পষ্ট প্রকটিত হইয়াছে।

ভ্রাতৃবিরোধরূপ তীব্র হলাহল পান করিয়া মনুষ্য-সমাজ যখন জর্জ্জরিত, ক্ষীণ ও দুর্ব্বল, যখন সকলে বুঝিল 'united we stand, divided we fall' যখন সকলে আবার ভ্রাতৃত্বের স্বর্গীয় সুধা পান করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল, তখন মনুষ্য-সভ্যতার এই তৃতীয়স্তরের আরম্ভ। জটিল শব্দশাস্ত্র ও ভাষাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া ইউরোপীয়দিগের পক্ষে পারশিক ও ভারতীয়গণের সহিত ভ্রাতৃত্বস্থাপনের প্রয়াস এই স্তরের ক্ষীণ ও প্রাথমিক অভিব্যক্তি। আমি এই স্তরকে সভা-সমিতির যুগ বলিতে চাই। এই যুগেই ইংরেজের পার্লামেণ্ট, আমেরিকার কংগ্রেস ও জার্ম্মাণীর রেইষ্টাজ প্রভৃতির সৃষ্টি। মানুষ যখন দেখিল আর ভাই হইয়া ভাইএর সহিত বিবাদ শোভনীয় নহে, যখন তাহারা পরস্পর মিলনের জন্য লালায়িত হইয়া নানা সভা-সমিতির সৃষ্টি করিল এবং আপনাদিগের মিলনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। ভারতের জাতীয় মহাসমিতি প্রভৃতি সংস্থাপনের মূলেও এই চেষ্টা বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই যুগ প্রলয়কারী ইউরোপীয় মহাসমরের মূলেও এই একীকরণের আকাঙ্ক্ষা বিরাজিত। এতদিনের ভ্রাতৃবিরোধের ফলে ইউরোপের সমগ্র শ্লাভ জাতি বুঝিয়াছে, তাহাদিগের জাতীয়তা রক্ষা করিতে হইলে পরস্পরের মধ্যে মিলন ও একতা সংস্থাপন একান্ত আবশ্যকতাই বলিয়া ক্ষুদ্র সার্ভিয়ার সাহায্যার্থ তাহার পার্শে দাঁড়াইয়াছে। সমগ্র টিউটন জাতি বুঝিয়াছে—পৃথিবীতে তাহাদের অস্তিত্ব বজায়

রাখিতে হইলে, আপনাদিগের ক্ষুদ্র দলাদলি ভুলিয়া একপ্রাণে শ্লাভজাতির ন্যায় অভ্যুত্থান ভিন্ন অন্য উপায় নাই। আপনারাও যদি কায়স্থ জাতির দুর্ব্বলতা উদ্ঘাটন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনাদিগকে দলাদলি ভুলিয়া ঐ শ্লাভজাতির ন্যায় শীঘ্রই মিলিত হইতে হইবে। ভারতের যাবতীয় রাজকার্য্য এককালে যে কায়স্থ স্বীয় শিক্ষা, দীক্ষা ও চরিত্রবলে সকলের আদরণীয় যে কায়স্থের রাজভক্তি চির পরীক্ষিত, সেই কায়স্থের আজ কি শোচনীয় অধোগতি! —আচারনিষ্ঠ কায়স্থ আজি কাদাচারী শূদ্র, উচ্চশিক্ষিত কায়স্থ জাতি শিক্ষার অভাবে নিষ্প্রভ, বিদ্যাই যাহার মুকুটমণি সে আজি গাঢ় অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন, রাজ সরকারের চিরপ্রিয় কার্য্যকুশল কর্ম্মচারী আজি অন্নের জন্য লালায়িত! আমাদের এই অধোগতির কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিবেন, একমাত্র ইহার কারণ। বল্লালসেনের রাজত্বকালে সামাজিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়া যে দিন বঙ্গের কায়স্থ জাতি চারি সমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন, সেই স্মরণ করুন। তদবধি ভীষণ দলাদলিতে সমাজ অন্তঃসার শূন্য হইয়া গিয়াছে। দিনও কায়স্থ-সমাজের মুকুটমণি স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর স্বয়ং কায়স্থের ক্ষ বিশ্বাসী হইয়াও এই দলাদলির ফলে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের কায়স্থের প্রতিপাদনের প্রয়াসকে ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত স্বীয় শব্দকল্পদ্রুমে কায়স্থের শূদ্রত্ব পাদনের জন্য কল্পিত শ্লোকের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন! যদি এই দলা জর্জ্জরিত জাতিকে সুস্থ ও সবল করিতে চান, যদি এই নিদ্রিত সমাজকে জাগ চান, যদি এই নিষ্ক্রিয় জড়সমাজে চেতনার সঞ্চার করিতে চান, যদি এই আ (বিন্ধ্য গিরির ন্যায় অবনত মস্তক) কায়স্থ জাতিকে পুনরায় উত্তুঙ্গ হিমগিরির উন্নতিশীর্ষ অবলোকন করিতে চান, তবে আসুন এই শুভ মুহূর্ত্তে আমরা পুনরায় ভাই আলিঙ্গন করিয়া এক হইয়া যাই!

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ইউরোপীয়গণ অস্পষ্ট শাব্দিক তত্ত্বাদির সা পারশিক ও ভারতীয়গণের সহিত ভ্রাতৃত্বস্থাপনের প্রয়াসী। কিন্তু আপনারা দেশীয় কায়স্থ-সমাজের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সুস্পষ্ট নিদর্শন লক্ষ্য করিয়াও পরস্পর ভাবে মিলিতে বিলম্ব করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনার বিষয় আর হইতে পারে।

আপনারা যখন কায়স্থের ক্ষাত্রিয়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তখন আপনারা সমর্থই স্বীকার করিবেন যে, বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ সকলেই চিত্রগুপ্তদেবের সন্ত আপাততঃ দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়—আমাদের চক্ষু, কর্ণ, না

কুলেতিহাস প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিলে, আপনারা দেখিতে পাইবেন, আদি- রের সময়াগত পঞ্চ কায়স্থ বীজ পুরুষের ন্যায় অন্যান্য কায়স্থগণও রাজকার্য্য উপলক্ষে যোধ্যা, মিথিলা, কান্যকুব্জ, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে উপনিবেশী ইয়াছেন। মহারাজ আদিশূর বাসার্থ এক একটী গ্রাম দিয়া ইহাদিগকে গৌড়বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেন। বংশ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের সন্ততিগণ নানা স্থানে বিস্তৃত ইয়া পড়েন। কালক্রমে যখন বল্লালসেন বঙ্গদেশকে রাঢ়, বারেন্দ্র প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত করেন, তদবধি তত্তৎ প্রদেশে বসবাস হেতু কায়স্থগণ চারিটী বিভিন্ন সমাজে আবদ্ধ হইয়াছেন। চারিটী সমাজ ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ হইলেও বল্লাল কর্তৃক কুল- নিয়ম সংস্থাপনের পূর্ব্বে ও পরে অনেকে এক সমাজ ত্যাগ করিয়া অন্য সমাজভুক্ত ইয়াছেন, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। দশরথ বসুর সন্তানগণের মধ্যে অলঙ্কার ঘ বঙ্গে গমন করেন; কিন্তু সেই অলঙ্কারের সন্তান আবার রাঢ়ীশ্রেণীভুক্ত ইয়াছেন দেখা যায়। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ মহেন্দ্রনাথ বসু অলঙ্কারের সন্তান ইয়াও রাঢ়ীশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। বিখ্যাত বসন্তরায়ের বংশীয় শিবচন্দ্র গুহ ক্ষিণরাঢ়ীয় হইয়াছেন। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ কারিকার মতে সোমঘোষ হইতে করন্দ ঘোষের উৎপত্তি। দক্ষিণরাঢ়ীয় গুহগণ সকলেই বঙ্গজ ছিলেন। আবার জ মিত্রগণ সকলেই দক্ষিণরাঢ়ীয় ছিলেন। চারি সমাজের বিভিন্ন বংশের গোত্র, বর ও সমাজ স্থান অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, একই সেন, কর ও

ধর বংশ বঙ্গজ বারেন্দ্র ও দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে বিদ্যমান। একই সিংহ ব
সমাজেই বর্ত্তমান। একই বটগ্রামী দত্ত বঙ্গজ, বারেন্দ্র ও দক্ষিণরাঢ়ীয়
বিদ্যমান। কানসোনার দেববংশ বঙ্গজ, বারেন্দ্র ও দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে বি
অত্রিগোত্রীয় দাসবংশ বারেন্দ্র ও বঙ্গজ সমাজে বিদ্যমান। এই যশোহর
ঢাকুরিয়ার মজুমদারগণ পূর্ব্বে বঙ্গজ সমাজভুক্ত ছিলেন বলিয়া প্রবাদ।
জেলার রাংদিয়ার মৌদ্গল্য গোত্রীয় দত্তবংশ—যাহারা আফরা. মসিদপুর, পাই
প্রভৃতি গ্রামে বাস করেন। তাঁহারা পূর্ব্বে বঙ্গজ সমাজভুক্ত ছিলেন। উহা
জ্ঞাতি অন্য এক শাখা সিংগাতি গ্রামে বঙ্গজ সমাজভুক্ত হইয়া বাস করিতে
অল্পদিন পূর্ব্বেই প্রতাপপুরে একটী দত্ত পরিবার দক্ষিণরাঢ়ীয় হইতে বঙ্গজ
মিশ্রিত হইয়াছেন। রায়ের কাঠির নিকট কোন গ্রামে একটী পরিবার আ
হইয়াছে, যাঁহারা মাত্র তিন চারি পুরুষ পূর্ব্বে বঙ্গজ সমাজভুক্ত ছিলেন।
অনুসারে যে যে সমাজ যত নিকটবর্ত্তী ছিল, তাহাদের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন
বেশী সংঘটিত হইাছে।

চারিটী সমাজ পরস্পর পৃথগ্‌ভূত হইলেও বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপনে
ইহাদের মধ্যে একতা সংস্থাপনের চেষ্টা নূতন নহে। বল্লালসেনের বহু পরে শ্রী
দেবের সময়েও যে এইরূপ আন্তর্গণিক বিবাহ নিন্দনীয় ছিল না, তাহার
পাওয়া যায়। প্রেমবিলাস নামক বিখ্যাত বৈষ্ণব গ্রন্থে লিখিত আছে—

"রাঢ়ীতে বারেন্দ্রে বিয়ে না ভাবিহ আন।
রাঢ়ীও বারেন্দ্র হয় একের সন্তান॥
রাঢ়ীও বারেন্দ্রে বিয়ে হয়েছে অনেক।
দেশ ভেদে নাম ভেদে এই পরতেক॥

দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতে পারে, বারেন্দ্র সমাজের সুপ্রসিদ্ধ দেবীদাস খাঁ
তাঁহার পুত্র উত্তররাঢ়ীয় চুয়ার সিংহ বংশের কন্যা বিবাহ করেন। উত্তররাঢ়ী
সীতারাম রায় চারি শ্রেণীর কায়স্থ কন্যা বিবাহ করিয়া কায়স্থ শক্তিকে প্রবল
চেষ্টা করিয়াছিলেন। উত্তররাঢ়ীয় সমাজের শীর্ষস্থানীয় করাতিয়া ব্যাসসিংহ
বারেন্দ্র সমাজে বিবাহ করিয়া বারেন্দ্র সমাজভুক্ত হন। উত্তররাঢ়ীয় দাসবংশ
কেহ কেহ বারেন্দ্র সমাজভুক্ত হইয়াছেন। দিনাজপুর ও মালদহ অঞ্চলে
উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ বর্ত্তমান আছেন, যাহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ বারেন্দ্র ও উক্ত
সমাজে আছে। ব্যাস সিংহের বংশধর করণগুরু লক্ষ্মীধর সিংহের এক পুত্র
কন্যা বিবাহ করেন। বসন্তরায় বংশের একব্যক্তি বাকুড়ার দক্ষিণরাঢ়ীয়
বিবাহ করিয়া ঐ সমাজভুক্ত হইয়াছেন।

অতএব যখন আমরা দেখিতে পাইতেছি বঙ্গদেশের কায়স্থগণ সকলেই চিত্রগুপ্তের
সন্তান, যখন আমরা দেখিতে পাইতেছি মূলতঃ সকলেই এক, যখন আমরা দেখিতে
পাইতেছি—বঙ্গদেশে আসিবারও বহু পরে এই সকল শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে, যখন
আমরা দেখিতে পাইতেছি, বর্ত্তমান কালের যশোহর, নদীয়া, বরিশাল, বীরভূম,
ফরিদপুর প্রভৃতি জেলা বিভাগের ন্যায় কায়স্থগণের চারিটী সমাজ চারিটী ভৌগলিক
বিভাগ মাত্র, যখন আমরা জানিতে পারি এরূপ বিবাহ পূর্ব্বকালেও প্রচলিত ছিল,
যখন আমরা জানিতে পারি এইরূপ আন্তর্গণিক বিবাহে কোন শাস্ত্রীয় বাঁধা নাই,
তখন বলুন কেন আমরা পুনরায় আন্তর্গণিক বিবাহ প্রথা প্রচলনের দ্বারা চারি সমাজ
মিলিয়া এক সমাজে পরিণত না হই?

শ্রীপ্রসন্নকুমার রায়বর্ম্মা।

গৌড়-কাহিনী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কারামুক্তি।

বরেন্দ্রমণ্ডলের প্রাচীনতম নাম পৌণ্ড্রদেশ। বিশ্ব-বিশ্রুত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর
ইহার প্রাচীনতম রাজধানী। এই রাজধানীর নামানুসারে এই রাজধানীর অন্তর্ভুক্ত
পদ্মা নদীর পূর্ব্বকূলে অবস্থিত প্রদেশ সমূহ লইয়া পরবর্ত্তীকালে 'পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি'
বিভাগ গঠিত হইয়াছিল। রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর কত প্রাচীন তাহা নির্ণয়
করিবার উপায় নাই। খৃষ্টজন্মের প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত কল্পসূত্র নামক
সুপরিচিত জৈনগ্রন্থে ইহার উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। 'দিব্যাবদানের কোটিকর্ণাব দান'
পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে স্বয়ং ভগবান্ তথাগত উপালীর
নিকট এই পূর্ব্বদেশীয় পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। মহাভারতের
মতে সূর্য্যবংশীয় বলিরাজার অন্যতম পুত্র 'পুণ্ড্র' এই দেশে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন
বলিয়া তাঁহার নামানুসারে এ দেশের নাম 'পৌণ্ড্র' দেশ হইয়াছে। মহাভারত ও
হরিবংশের মতে এখানে বাসুদেব নামা জনৈক প্রবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব
করিতেন। দ্বারকাধিপ বাসুদেব হইতে পরিচিহ্নিত করিবার নিমিত্ত ইঁহাকে ঐ

গ্রন্থদ্বয়ে 'পৌণ্ড্রক বাসুদেব' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পীঠ ও অপর্ণাপীঠের মাহাত্ম্য নানা পুরাণ ও তন্ত্রে অদ্যাপি বিঘোষিত হইতেছে। এখানকার 'মন্দার' নামক শিবের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। ৮৫৫ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দ সুবর্ণবর্ষ পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে হইতে সমাগত কৌশিক গোত্রীয় কেশবদীক্ষিত লোহ গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এককালে এখানকার "ত্রিশরণ বুদ্ধমূর্ত্তির খ্যাতি সমগ্র গৌড় বঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে বিখ্যাত চীনদেশীয় পরিব্রাজক য়ন-য়ন্থ-চুয়াঙ্ এখানে আগমন করিয়াছিলেন। তৎকালে পৌণ্ড্র [বর্দ্ধন] দেশ চতুর্দ্দিকে ৪০০০ লি. ও রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর চতুর্দ্দিকে ৩০লি [প্রায় ৫ মাইল] ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল। রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর বসতি সম্পন্ন, এবং বহুসংখ্যক সরোবর, রাজকার্য্যালয় ও শ্রেণীবদ্ধ পুষ্পোদ্যান পরিশোভিত ছিল। এদেশের মৃত্তিকা কিছু আর্দ্র, নিম্ন ও সর্ব্ব শস্যোৎপাদিকা ছিল, এবং এখানে অপর্য্যাপ্ত পনস ফল উৎপন্ন হইত। এখানকার জলবায়ু কর ও অধিবাসীগণ বিদ্যানুরাগী ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। রাজ্য মধ্যে বিংশ সঙ্ঘারামে হীন যান ও মহাযান মতাবলম্বী প্রায় তিন সহস্র শ্রমণ বাস করিতেন। দেবালয়ের সংখ্যাও প্রায় একশত ছিল। এখানে নানা সম্প্রদায়ের লোক সদ্ভাবে বাস করিত—তন্মধ্যে দিগম্বর নির্গ্রন্থদিগের সংখ্যাই অধিক ছিল। ধানীর ২০ লি [প্রায় তিন সমস্ত এক তৃতীয় মাইল] পশ্চিমে সমুচ্চভিত্তির উপরি প্রতিষ্ঠিত 'ভাসু [পুর] বিহার' নামক একটি সুবৃহৎ বিহার বিদ্যমান ছিল। বিহার বৃহদায়তন বিশিষ্ট গৃহ ও কক্ষসমূহে মহাযান সম্প্রদায় ভুক্ত ৭০০ শ্রমণ ও ভারতের বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ ভিক্ষু প্রতিনিয়ত অবস্থান করিত। ইহারই অদূরে যেখানে ভগবান শাক্যবুদ্ধ ত্রিমাসকাল ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, যথায় অশোক প্রতিষ্ঠিত স্তূপ বিদ্যমান ছিল, তৎসন্নিধানে অবলোকিতেশ্বর দেবের মূর্ত্তি একটি প্রকাণ্ড মন্দির অবস্থিত ছিল। উক্ত দেবতার অলৌকিক ক্ষমতার কথা বিদেশে পরিব্যাপ্ত ছিল এবং নানাদেশ হইতে জনসমূহ প্রত্যাদেশের নিমিত্ত আগমন করিত।

খৃষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে এখানে জয়ন্তনামা জনৈক পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করিতেন। কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থ রাজা জয়াদিত্যের সহিত রূপ লাবণ্যবতী দুহিতা কল্যাণদেবীর বিবাহ হইয়াছিল এবং তিনি তাঁহার সহায়তায় পঞ্চগৌড়ের অধিপতিগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের অধিশ্বর হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তৎকালে এখানকার স্কন্দ মন্দিরের খ্যাতি সুদূর বিস্তৃত

এবং রাজা জয়াদিত্য ছদ্মবেশে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে প্রবেশ করত এই কার্ত্তিকেয় মন্দিরে দেবনর্ত্তকী কমলা ও অন্যান্য পাত্রগণের নাট্যাভিনয় দর্শনে অতীব চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তৎকালে কমলার বহুমূল্য ভবন বিভব ও রাজধানীর বিপুল ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধি তাঁহাকে অতীব বিস্ময় বিমুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মহারাজ জয়ন্তের পূর্ব্বে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে শৈল-বংশীয় জনৈক রাজা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অধিকার করিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য 'শিলাদ্বীপ' ও উহার প্রধান বিভাগ "শিলাবর্ষ" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এই 'শিলাবর্ষ' মধ্যেই রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর অবস্থিত। অধুনা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর 'মহাস্থান' নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। প্রায় দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ অতীত হইয়াছে, কিন্তু মহাস্থান গড় ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ কীর্ত্তিকলাপসমূহ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই—কালের কঠোর আক্রমণ প্রতিহত করিয়া, তাহার বিশাল ধ্বংসস্তূপ অদ্যাপি দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে।

পাল-নরপালগণের শাসনকালে সমগ্র বরেন্দ্রমণ্ডলে মহাস্থান দুর্গের প্রতিষ্ঠা ছিল। এই সমুচ্চ সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য প্রাকার শত্রুর হৃদয়ে ভীতি উৎপাদন করিত। দুর্গ প্রাকারের পূর্ব্ব প্রান্তে নিম্নে বিশালকায়া করতোয়া 'বাঙ্মতী' নাম ধারণপূর্ব্বক উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল সাগরের ন্যায় সুদূর চক্রবাল রেখা পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। প্রাকারের উত্তর দিকে ও পশ্চিমপার্শ্বের কতকদূর পর্য্যন্ত সুগভীর সুবিস্তৃত কৃষ্ণতোয়া 'কালীদহ সাগর' পরিখার কার্য্য সাধন করিত। এই কালীদহের মধ্যে "অন্ধকোট" নামক কারাগৃহ অবস্থিত ছিল—সম্ভ্রান্ত দুষ্ট প্রকৃতির বন্দীগণ এই স্থানে অবরুদ্ধ থাকিত। দুর্গের পশ্চিমে উত্তরার্দ্ধে গিলাতলা ও দক্ষিণার্দ্ধে বারাণসী নামক পরিখা দ্বারা পরিরক্ষিত হইত—বারাণসী খাল দুর্গের পশ্চিম প্রান্ত হইতে দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হইয়া করতোয়ার সহিত সংযুক্ত ছিল। নৌবহর সমাচ্ছন্ন করতোয়া বক্ষঃ তৎকালে গৌড়ীয় নৌবাহিনীর উচ্চ সিংহনাদে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইত। দুর্গের পশ্চিম প্রাচীরে দুইটী দ্বার ছিল—তাহার একটী সিংহদ্বার, অপরটীর নাম 'তাম্র দ্বার'। দুর্গের অপর তিনটী প্রাচীরেও দুইটী করিয়া প্রবেশ দ্বার ছিল। তন্মধ্যে উত্তর প্রাচীরের 'সাগর দ্বার' ও দক্ষিণ প্রাচীরের "বড় দ্বার" বিশেষ বিখ্যাত ছিল। পূর্ব্ব প্রাচীরের দ্বারদ্বয়ের মধ্যে একটী গুপ্ত দ্বার ছিল। এই গুপ্তদ্বারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আরব্যোপন্যাসের ন্যায় নানাপ্রকার অদ্ভুত গল্প প্রচলিত ছিল—ইহা কিন্তু কোথায় কিরূপভাবে অবস্থিত, তাহা কেহ জানিত না—কেহ বা সমুদয় গল্প অলীক কাহিনী বলিয়া উড়াইয়া দিত।

দুর্গের দক্ষিণ পূর্ব্বকোণে কোটেশ্বরী দেবীর গগনচুম্বী মন্দির। আমা
সময়ের আখ্যায়িকা বর্ণন করিতেছি, তৎকালে এই দেবীর মাহাত্ম্য সমগ্র বরেন্দ্র
পরিব্যাপ্ত ছিল। দুর্গাভ্যন্তরে হস্তীশালা, অশ্বশালা ও সেনানিবাস ছিল—
প্রতিনিয়ত বহু সংখ্যক রণহস্তী, যুদ্ধাশ্ব ও রণনিপুণ সৈনিক মণ্ডলী অবস্থান ক
সৈন্যগণের অধিকাংশই গৌড়বাসী ছিল। একালের বাঙ্গালীর ভীরুতাপবাদ
বিস্তৃত হইলেও সেকালে বাহুবল সম্বন্ধে গৌড়বঙ্গের মর্য্যাদা সামান্য ছিল না।
কালের বাঙ্গালীরা স্বয়ং দুর্গ নির্ম্মাণ করিত, নিজ বাহুবলে তাহা রক্ষা করিতে জা
বাহুবলেই তৎকালে আত্ম রক্ষা করিতে হইত—আবার বাহুবলেই আত্ম প্রতিষ্ঠা
করিতে হইত। আজ বহুশতাব্দীপর গৌড়-বঙ্গের এই বাহুবলের কথা
কাহিনী বলিয়া মনে হইলেও, ইহা কাহিনী নহে—অলীক বলিয়া উড়াইয়া
উপায় নাই। অধুনা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতিনিয়ত যে শ
তাম্রশাসন—শত শত শিলালিপি ও সমসাময়িক ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ দুই এ
হস্তলিখিত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতেছে, তৎসাহায্যেই ইহার সত্যতা অবিসংবাদি
প্রমাণিত হইতেছে—তাহারাই বাঙ্গালীর প্রাচীন যুগের বাহুবলের পরিচয়
কীর্ত্তন করিতেছে।

দুর্গের অভ্যন্তরে দক্ষিণপ্রান্তে 'বারাণসী' পরিখার উপরিভাগে কারুকার্য
সুধাধবলিত মনোরম সমুচ্চ রাজপ্রাসাদ। সম্রাট কখন কখন বিশ্রামভোগলা
কখনও বা বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে স্বয়ং তথায় বাস করিতেন—অন্য সময়ে এ
শূন্য পড়িয়া থাকিত। রাজ প্রাসাদের সংলগ্ন দুর্গাধ্যক্ষ ও অপরাপর প্রধান রা
চারীবৃন্দের স্বতন্ত্র আবাস ছিল। এতদ্ব্যতীত, কোটেশ্বরী মন্দিরের ঠিক উ
প্রস্তরবিনির্ম্মিত একটি স্বল্পায়তন সুদৃঢ় অট্টালিকা পরিদৃষ্ট হইত—তন্মধ্যে স
রাজবংশীয় দুই একজন বন্দীকে সতর্ক প্রহরীবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করি
যাইত। তৎকালে এইরূপ বহুসংখ্যক হর্ম্ম্যরাজিতে দুর্গাভ্যন্তর পরিপূর্ণ
দুর্গের বহির্ভাগে পূর্ব্বদিকে করতোয়াতট হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে সা
ও তৎপশ্চিম তীরবর্ত্তী ভাসু [পুর] বিহার পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড সহর। পূর্ব্ব
স্কন্দদেবের ন্যায় এখানকার গোবিন্দদেবের মন্দিরও তৎকালে প্রসিদ্ধি লাভ
ছিল। স্কন্দমন্দিরের সম্মুখভাবে প্রকাণ্ড নাট্যশালা বর্ত্তমান ছিল—তথায়
নাট্যশাস্ত্রানুযায়ী নাটকাদির যে অপূর্ব্ব অভিনয় হইত, তদ্দর্শনে নানাদিগ্
সুধীবর্গ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেন। এতদঞ্চলে ঐ সমস্ত দেব-মন্দির
শংশদেব, হেত্বীশ্বরদেব, চণ্ডেশ্বরদেব ও সোমেশ্বরদেবের মন্দিরের খ্যাতিও সুদ

হইয়াছিল। ঐ সমস্ত মন্দির পার্শ্বস্থ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা একালের ন্যায় সে
কালেও বিস্ময়ের বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইত।

একদা এই প্রথিতযশ মহাস্থান দুর্গের উত্তর পূর্ব্ব কোণে অতি সন্তর্পণে,
সংগোপনে ও সতর্কপাদবিক্ষেপে চারিজন যোদ্ধৃবেশী পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
তখন রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। অমাবস্যার রাত্রি - সূচীভেদ্য অন্ধকার
চতুর্দ্দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। প্রকৃতি নীরব নিস্তব্ধা সমগ্র জগৎ
সুপ্ত—গম্ভীর। সেই ঘনান্ধকারময়ী রজনীতে—সেই সুগভীর নিথর নিশীথে একটী
মাত্র গুপ্ত আলোকের সহায়তায় সেই যোদ্ধা চতুষ্টয় দুর্গ-প্রাচীরের পার্শ্বদেশ অবলম্বন
করিয়া—লতাগুল্ম কণ্টকাদির বাধা ভেদ করিয়া ধীরে—অতিধীরে অগ্রসর হইতে
লাগিলেন। কোন স্থানে দাঁড়াইয়া—কোন স্থানে উপবেশন করিয়া—কোথাও
বা হামাগুড়ি দিয়া, সেই লতাগুল্মাদির সাহায্যে তাঁহারা নিঃশব্দে অতিকষ্টে একশত
দুইশত তিনশত ক্রমে চারিশত পদ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। একটা শৃগাল
তাঁহাদের পার্শ্বদেশ দিয়া সড়্ সড়্ শব্দে দ্রুতবেগে পলাইয়া গেল—অনতিদূরে একটা
নিশাচর পক্ষী সহসা কর্কশকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল। প্রত্যেক শব্দে প্রত্যেক ধ্বনিতে
তাঁহাদের হৃদয় বিপদাশঙ্কায় দুর দুর, করিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। যোদ্ধৃ
পুরুষগণ সভয়ে এক একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তৎপর
পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় সহস্রপদ গমন করিবার পর
অগ্রগামী যোদ্ধা সহসা গতিসংযত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন—কিয়ৎকাল হস্তস্থিত
গুপ্তালোকের সাহায্যে সেই দুর্গগাত্রে একটি স্থানে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলেন এবং
সঙ্গীত্রয়ের সাহায্যে তথা হইতে একে একে তিনখানি সুবৃহৎ প্রস্তর খণ্ড সবলে
অপসারিত করিলেন। অতঃপর সেই সঙ্গীত্রয় সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, তাঁহারা
একটী ক্ষুদ্র গহ্বরের মুখ প্রান্তে উপনীত হইয়াছেন। তখন তাঁহাদের নেতার ইঙ্গিত
ক্রমে তাঁহারা ক্রমশঃ সেই বিবর-পথে প্রবেশ করিলেন এবং ক্রমশঃ ধীরে ধীরে কয়েক
পদ অগ্রসর হইবার পর কতকগুলি নিম্নগামী সোপান অবলম্বনে কিয়দ্দূর নিম্নাভিমুখে
গমন করত একটি অপ্রশস্ত কক্ষের ন্যায় স্থানে উপস্থিত হইলেন। এই স্থান হইতে
কতকগুলি সোপান ঘুরিয়া ফিরিয়া ঊর্দ্ধাভিমুখে গমন করিয়াছে—তদবলম্বনে তাঁহারা
অবস্থিত সেই ক্ষীণালোকের সাহায্যে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন। এইরূপ কখন
ঊর্দ্ধে, কখন নিম্নে—কখন বামে, কখন দক্ষিণে ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রায় সার্দ্ধেক দণ্ড
কাল সেই অন্ধকারময় সংকীর্ণ গহ্বর পথে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সময়ে
সময়ে তাঁহাদের সম্বন্ধরোধ হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। সেই গভীর নিস্তব্ধতার

মধ্যে দুই একটি টিক্‌টিকির শব্দে যেন তাঁহাদের মনে ভীতি ও উদ্বেগের
করিতে লাগিল। অবশেষে একটি স্থানে আসিয়া তাঁহাদের অগ্রগতি স্বতই
হইয়া গেল—তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিলেন তাঁহাদের আর অগ্রসর রহইবার উপায়
হস্তস্থিত অস্পষ্ট আলোক সাহায্যে দেখিতে পাইলেন,—তাঁহাদের সম্মুখভাগে
বিনির্ম্মিত সুদৃঢ় কপাট, ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। কপাটের উভয় পার্শ্বে
মুখ প্রস্তরদ্বারা সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত। আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব দেখিয়া
সকলে মিলিয়া খনিত্র সাহায্যে কপাটের পার্শ্বদেশস্থ সেই প্রস্তরগুলি অপ
করিতে চেষ্টা পরায়ণ হইলেন। কিয়ৎকাল যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার পর এক
সুবৃহৎ প্রস্তর খণ্ড সহসা স্খলিত হইয়া আসিল—উৎসাহে তাঁহাদের বক্ষ
হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ক্রমে আর একখানি—তারপর অপর একখানি এই
অল্পকালের মধ্যেই ছয় সাতখানি সুবৃহৎ প্রস্তর খণ্ড স্থানচ্যুত হইল এবং
চারি দণ্ডকাল ব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের পর মনুষ্য প্রবেশের উপযোগী একটী
রন্ধ্রপথের সৃষ্টি হইল। বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া বন্ধু চতুষ্টয় সেই অপ্রশস্ত
সেই দুর্ভেদ্য প্রাচীর অতিক্রম করত অপর পার্শ্বে উপনীত হইলেন। তথায়
হইয়া দেখিলেন, তাঁহারা একটী ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত কক্ষের ন্যায় স্থানে উপনীত হই
এবং তাঁহাদের বামপার্শ্ব হইতে একটী প্রস্তর প্রাচীর লম্বভাবে প্রায় দশহাত
উচ্চ হইয়া সমুত্থিত হইয়াছে। তাঁহারা আরও দেখিতে পাইলেন, সেই
গাত্রস্থ একটী ক্ষুদ্র বাতায়ন পথে একটি স্তিমিত ক্ষীণ আলোক রশ্মি ভিতর
প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া বাহিরে আসিতেছিল। সেই আলোক রশ্মি লক্ষ্য
সেই অগ্রগামী যোদ্ধৃপুরুষের মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—তিনি
দিকে তাকাইয়া বলিলেন "বন্ধুগণ, এতক্ষণে আমাদের পরিশ্রম সফল হইবার
হইয়াছে,—আমরা কারা প্রাচীরে নিম্নদেশে উপস্থিত হইয়াছি—এক্ষণে
কীলকের সাহায্যে ঐ বাতায়ন মুখে উপস্থিত হইয়া পথ পরিষ্কার করিয়া
পারিলেই আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে।" এই বলিয়া তাঁহার সঙ্গীত্রয়ের
প্রাচীর গাত্রে কতিপয় লৌহ কীলক প্রথিত করিলেন এবং তৎসাহায্যে
মধ্যেই সেই বাতায়ন পথের সন্নিধানে উপনীত হইলেন। বিশেষ পরীক্ষা
বুঝিতে পারিলেন, বাতায়নটি ক্ষুদ্র হইলেও তন্মধ্য দিয়া একটী মনুষ্য
যাতায়াত করিতে পারে। কিন্তু বাতায়নপথ লৌহ দণ্ডসমূহ দ্বারা
তিনি মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিলেন! তারপর সহসা কি মনে করিয়া একটী
দণ্ড ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করিলেন। সেই সবল হস্তের আকর্ষণেই হউক,

ছাদের নিপতিত বৃষ্টির জল চোয়াইয়া সেই বাতায়নের চৌকাঠগুলি শিথিল ভাবাপন্ন
হওয়াতেই হউক, সেই লৌহ দণ্ডটি অপেক্ষাকৃত শিথিল বলিয়া বোধ হইল—তারপর
পুনরায় সবলে আকৃষ্ট হইবামাত্র সহজেই চৌকাঠ হইতে খসিয়া আসিল। তখন
সাহসে নির্ভর করিয়া অপর একটি লৌহদণ্ড ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন—সেটিও
আকৃষ্ট হইবামাত্র খসিয়া আসিল। ক্রমে সাহস পাইয়া অপর লৌহদণ্ড গুলিও
তিনি ঐরূপে খুলিয়া ফেলিলেন! বাতায়ন পথ উন্মুক্ত হইল।

সেই কারাকক্ষের এক কোণে তখন পর্য্যন্ত একটি ক্ষুদ্র প্রদীপ স্তিমিতভাবে
জ্বলিতেছিল। সেই ক্ষুদ্র প্রদীপের অস্পষ্ট আলোকে সেই কক্ষমধ্যে একটী সুদীর্ঘ
মানবমূর্ত্তি বাতায়ন নিম্নে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল।
সেই নীরব নিশিথে সহসা কারাকক্ষের বহির্ভাগে উপর্য্যুপরি শব্দ হওয়ায় যেন সেই
মূর্ত্তিটি জাগ্রত হইয়া শব্দের কারণ অনুসন্ধান করিতেছিল। আমাদের সেই পূর্ব্ব
বর্ণিত অগ্রগামী যোদ্ধৃপুরুষ বাতায়ন পথে সেই দণ্ডায়মান মূর্ত্তিকে বিশেষ সাবধানে
লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন মূর্ত্তিটী স্বয়ং মহাকুমার শূরপালদেব। সাফল্যের আনন্দে
তাঁহার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এদিকে সেই অসময়ে—সেই বাতায়ন
পথে—সেই অবস্থায় অকস্মাৎ একটী অপরিচিত মানব-মূর্ত্তি দেখিয়া মহাকুমার
শূরপালদেব নিদারুণ বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। সেই বাতায়ন পথস্থ মানব-মূর্ত্তি
তৎকালে তাঁহার নিকট প্রেতমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং কিংকর্ত্তব্য
বিমূঢ় হইয়া যেমন সবিস্ময়ে চীৎকার করিতে যাইবেন, অমনি সেই মূর্ত্তিটী তাঁহার
বিস্ময় আরও পরিবর্দ্ধিত করত, তাঁহাকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া ধীরে ধীরে
বলিতে লাগিল "মহাকুমার শূরপাল, আমরা আপনার ও মহাকুমার রামপালের উদ্ধারার্থ
এখানে উপস্থিত হইয়াছি—আপাততঃ ইহার অধিক পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই।
আপনি অকারণ বিস্ময়াভিভূত হইয়া কার্য্য নষ্ট করিবেন না। অদ্য আপনার কারা-
মুক্তির দিন উপস্থিত। বাতায়ন পথ কৌশলে উন্মুক্ত হইয়াছে। আমার এই
দোদুল্যমান উত্তরীয় অবলম্বনে বাতায়ন পথে আরোহণ করিতে বোধ হয় মহাকুমার
শূরপাল অশক্ত নহেন।" বক্তা নীরব হইলেন—তাঁহার প্রত্যেক বাক্যে সত্য
প্রতিফলিত হইতেছিল। মহাকুমার শূরপালের দ্বিধা অন্তর্হিত হইল। তিনি
অবিলম্বে সেই দোদুল্যমান উত্তরীয় অবলম্বনে নিঃশব্দে বাতায়ন পথে উপস্থিত
হইলেন এবং সেই বাতায়ন পথ অবলম্বনে সেই বাতায়ন পথস্থ মূর্ত্তিটির ইঙ্গিত ক্রমে,
সেই কারাগৃহ হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এবং অবিলম্বে তাঁহারা উভয়ে
কারা প্রাচীরের বহির্ভাগে প্রাচীর মূলস্থ যোদ্ধাত্রয়ের সহিত সম্মিলিত হইলেন।

মহাকুমার শূরপাল মহাকুমার রামপালদেবের কোন সংবাদ বলিতে পারি
তাঁহারা অবরুদ্ধ হইবার পর এই কারাকক্ষে কয়েক সপ্তাহ মাত্র একত্র ছি
তারপর রামপালদেব কোথায় স্থানান্তরিত হইয়াছেন, তাহা তিনি পরিজ্ঞাত
না। অগত্যা তাঁহারা তথায় অকারণ সময় নষ্ট না করিয়া সেই পূর্ব্ব বর্ণিত
পথে বহির্গমন করিতে লাগিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই দুর্গ প্রাচীরের বা
উপনীত হইলেন।

বাহিরে তখন শীতল হাওয়া বহিতেছিল। উন্মুক্ত উদার আকাশে
নক্ষত্র মণ্ডলী হাসিতেছিল। নিম্নে করতোয়ার কলধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে
চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ জগৎ ঘুমাইতেছিল। তাঁহারা নিঃশব্দে সুড়ঙ্গমুখে প্রস্তর খণ্ড
যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। তৎপর পূর্ব্ব পরিচিত পথে ধীরে ধীরে প্রস্থ
করত যথাস্থানে নৌকারোহণ করিলেন। নৌকা অবিলম্বে নক্ষত্রবেগে কল
উত্তাল তরঙ্গ রাশি ভেদ করিয়া স্রোতাভিমুখে ছুটিয়া চলিল এবং দেখিতে দে
দূরে রজনীর গভীর অন্ধকারের আবরণে মিশিয়া গেল।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন

নাগচৌধুরী বংশ।

প্রাচীনকালে বাঙ্গালা দেশে যে সকল গ্রামপল্লী ধনে জনে প্রসি
করিয়াছিল, তন্মধ্যে ২৪ পরগণা-বসুরহাটের তারাগুণিয়া গ্রাম অন্যতম।
যে কতদিনের পুরাতন তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। তবে একথা অনেকেই
আছেন যে, যখন মোগল সেনাপতি মানসিংহ যশোহরের কায়স্থপ্রবর
প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন—তাঁহার বিপুল বাহিনী, তাঁহার
'গৌড়বঙ্গ পথ' অবলম্বনে এই গ্রামের দক্ষিণদিক দিয়া, প্রতাপ-রাজধানী
অভিমুখে অগ্রসর হয়, তখনও ইহার অবস্থা সমুন্নত ছিল। তারাগুণিয়ার
ও নামকরণ সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে—স্মরণাতীত কালপূর্ব্বে এই স্থানের পূ
বক্ষিনী শীর্ণা স্রোতস্বতী যমুনা-ইচ্ছামতী এক বিপুলকায়া মহানদীর
প্রবাহিত হইত। তখন তাহার বিস্তৃতি ছিল ৭।৮ ক্রোশেরও অধিক, আর

খেয়া পড়িত দিবারাত্রে মাত্র দুইবার। নদীর উভয় তটবাসী পাটনীরাই পারাপারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিত তাহারা পরপার হইতে কাক ডাকা শুনিয়া অর্থাৎ রাত্রি প্রভাত হইবামাত্রই নৌকা ছাড়িয়া তারাগণিয়া অর্থাৎ সন্ধ্যায় তারাদলের প্রথম প্রকাশ দেখিয়াই এ পারে আসিয়া পঁহুছিত এবং এ পার হইতে সায়াহ্নে তারাগণিয়া যাত্রা করত, প্রভাতে কাক ডাকা শুনিয়া ওপারে গিয়া উপনীত হইত। এইভাবে বহুদিন যাবৎ নদী পথে যাতায়াত চলিতে থাকায়, ক্রমে উভয় তীরের নির্দ্দেশ সূচক 'কাকডাকা' ও 'তারাগণা' নামক দুইটী অভিনব শব্দের উদ্ভব হয়; পরিশেষে সেই শব্দদ্বয় হইতেই নদীর উভয় তীরবর্ত্তী স্থান যথাক্রমে 'কাকডাঙ্গা' ও তারাগুণিয়া নামে পরিচিত হইয়া উঠে। তারাগুণিয়ার এই নামোৎপত্তি বিষয়ে ভিন্ন কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনেরা বলিয়া থাকেন, তারাগুণিয়ার প্রখ্যাত নাম্নী স্ত্রী-পীর, 'বিবি রগুন' যখন তাঁহার জন্মস্থান বোগ্‌দাদ্ হইতে জলপথে বাঙ্গালা দেশে আগমন করেন, তখন তিনি স্বীয় সঙ্গীদিগকে বলিয়াছিলেন যে, যেস্থানে দিবাভাগে আকাশে তারাগণা বা দেখা যাইবে, সেই স্থানেই যেন তাঁহাকে সমাধি দেওয়া হয়। তদনুসারে বিবির অনুচরগণ, তাঁহার মৃত্যুর পরে, তাঁহার শবদেহ লইয়া নৌকা যোগে নানাস্থান ভ্রমণান্তে শেষে এইস্থানে উপস্থিত হন এবং অকস্মাৎ দিনমানে আকাশে তারা দেখিয়া এই স্থানের নদী তীরে সেই দেহের সমাধি দিয়া যান। সেই দিবাভাগে তারার গণন বা দর্শন হইতেই এই স্থান তারাগুণিয়া নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

প্রাগৈতিহাসিকযুগে তারাগুণিয়া, তন্নিকটবর্ত্তী অপর সকল স্থানের ন্যায়, সুন্দরবনের গর্ত্তগত ছিল। কালক্রমে বন পরিষ্কৃত ও স্থানে স্থানে 'চাষ আবাদ' আরম্ভ হইলে, কয়েকজন পাটনী ক্ষেয়ার দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের অভিপ্রায়ে, নদীর তীরে আসিয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ করে। তাহারাই তারাগুণিয়ার আদি অধিবাসী আর তাহাদের দেখাদেখিই ক্রমে বহুলোক আসিয়া বসবাস করায়, শেষে এই স্থান গ্রামরূপে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। কথিত আছে—পাটনীদিগের আগমনের পূর্ব্বে, নদীতীরস্থ বনে একদল দস্যু বাস করিত। তাহারা এক অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে কালী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। দেবী ছিলেন মৃন্ময়ী ও চতুর্ভূজা আর তাঁহার বৃহদাকার ঘটটী ছিল তামার। দস্যুরা যথারীতি দেবীর পূজা করিত এবং সময়ে সময়ে আড়ম্বরের সহিত তাঁহার পূজা দিয়া, দূরবর্ত্তী গ্রাম নগরে দস্যুতা করিতে যাইত। তারপর নিকটে লোকের বসবাস হইলে, তাহারা স্থান ত্যাগ করে এবং তাহাদের সেই দেবী প্রতিমাও ধীরে ধীরে ভগ্ন ও মৃত্তিকাসাৎ হইয়া যায়। উত্তরকালে নাগবাবুরা

যখন তারাগুণিয়ায় আসিয়া কালীবাড়ী নির্ম্মাণ করেন, তখন তাঁহারা সেই 'ডাকাতে কালী'র তাম্রঘট লইয়া দেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই ঘট, সেই বহু জীর্ণ ও 'টোপ খাওয়া' তামার ঘট এখনও তাঁহাদের কালী মন্দিরে বর্ত্তমান রহিয়া এবং 'ডাকাতে কালী'র লুপ্তস্মৃতি সাধারণের মনে জাগাইয়া দিতেছে।

প্রাগুক্তরূপে তারাগুণিয়ার প্রতিষ্ঠা হইলেও, বহুদিন এখানে ভদ্রলোক বসবাস হয় নাই। তারপর যখন মাহীনগর হইতে 'বসু', আক্‌না হইতে 'বালী হইতে 'দত্ত' এবং অপরাপর নানাস্থান হইতে নানা উপাধিধারী কায়স্থ ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বাস করিলেন, তখনই গ্রামের সুখ সমৃদ্ধি ও সম্ভ্রম বাড়িয়া উঠিল। আর সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, নানাস্থানের ব্যবসায়ীরা দলে দলে এখানে আসিয়া ক্রয় বিক্রয় আরম্ভ করিয়া দিল। সেই ক্রয় বিক্রয় সূত্রে, বহুদিন পরে, কেশবচন্দ্র নাগচৌধুরী। গ্রামের জনৈক কায়স্থ ব্যবসায়ী এখানে আসিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সাধু ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া, গ্রামের ভদ্রমণ্ডলী তাঁহাকে তারাগুণিয়ায় বাস করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু নানা কারণে অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি, সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। অবশেষে এক আকস্মিক বিপদাশঙ্কা তাঁহাকে স্বগ্রাম ত্যাগে বাধ্য করে। তিনি স্বীয় পুত্র কলত্রাদিসহ তারাগুণিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হন।

সেই আগন্তুকের নাম কেশবচন্দ্র নাগচৌধুরী। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে, বঙ্গেশ্বর আলিবর্দ্দী খাঁর শাসন সময়ে যখন সমস্ত বঙ্গদেশ বর্গীদিগের উপদ্রবে উপদ্রুত হইয়া উঠে, তখন তিনি স্বগ্রাম বোড়াল হইতে বাস উঠাইয়া, তারাগুণিয়ায় আসিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করেন এবং স্ত্রীপরিজনদিগের সহিত পরমসুখে কালযাপন করিতে থাকেন। * কেশবের পরলোকান্তে তাঁহার বংশধরদিগের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য তাঁহারা অনেকেই পুরাতন গৃহ ছাড়িয়া গ্রামের নানাদিগে গিয়া, বসতি স্থাপন করেন। বাসভূমির সেই পরিবর্ত্তন বশতঃ এখন তাঁহারা 'পুরাণবেড়ে', 'বাগানে', 'নূতনবেড়ে' ও 'মাঠেরবেড়ে' এই চারি নামে সাধারণে অভিহিত হইতেছেন। এই শেষোক্ত অর্থাৎ 'মাঠেরবেড়ে নাগ বাবুরাই উত্তরকালে সুবিস্তৃত ভূসম্পত্তি ও বিপুল বিত্তের অধিকারী হইয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। শক্তিমত্তায় "তারাগুণের নাগ না সুঁদুরবনের বাঘ" এই গৌরবাত্মক আখ্যায় আখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে এই মাঠের বাড়ীর নাগ-পরিবারের সংক্ষিপ্ত বংশ কথাই আমরা লিপিবদ্ধ করিব।

নাগবংশের বীজপুরুষ কেশবচন্দ্র ভূ-স্বামী পদবাচ্য না হইলেও প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং সম্ভ্রান্ত ধনী গৃহস্থের ন্যায় সগৌরবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া ছিলেন। কিন্তু তাহার অদূরবর্ত্তী অধস্তন বংশধরেরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া নানা স্থানে বসবাস করায় অচিরকাল মধ্যেই তাঁহাদের অবস্থা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহারা স্বল্পবিত্ত গৃহীর ন্যায় একরূপ কায়ক্লেশেই সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে ছিলেন। সহসা তাঁহাদের গ্রহ সুপ্রসন্ন হইল। মাঠেরবাড়ীর নাগবংশে এক ভাগ্যবান পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। তিনি কেশবের অধস্তন অষ্টম পুরুষ দেবীপ্রসাদ নাগচৌধুরী। দেবী কলিকাতা পুলিশকোর্টে মাত্র ষোল টাকা মাসিক বেতনে কেরাণীর কার্য্য করিতেন। তখন পুলিশের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন বাইচণ্ডী (?) সাহেব। তিনি দেবীকে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতা ও সর্ব্বোপরি সাধুতা সদ্‌গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার উন্নতি বিধানে সদাই সচেষ্ট থাকিতেন। এজন্য সাহেব যখন পুলিশের কাজ ছাড়িয়া, কলিকাতার রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন, তখন দেবীকে তাহার অধীনে কন্‌ট্রাক্‌ট লইতে অনুরোধ করিলেন। দেবী অর্থাভাব প্রথমতঃ সে অনুরোধ রক্ষায় সমর্থ হইতে পারেন নাই। কিন্তু পরিশেষে তাহার পরম সুহৃদ বাগবাজার নিবাসী রামজয় মুখোপাধ্যায় মহাশয় আবশ্যক অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইলে, তিনি আনন্দের সহিত কন্‌ট্রাকট কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কন্‌ট্রাক্ট হইতেই দেবীর দৈন্য-দুঃখের অবসান হইল। তিনি বিপুল বিত্তের অধিকারী হইলেন। তাঁহার জীবন অমানিশায় সুখের পৌর্ণমাসী ফুটিয়া উঠিল। সংসারে অর্থ হইতেই সামর্থ্যের উদ্ভব হয়, এবং সেই সামর্থ্যের বলেই অধনের সাধ্য প্রায় তাবৎ কার্য্যই মানুষের সুসাধ্য হইয়া উঠে। বর্ত্তমান ব্যাপারেও তাহার অভিচার ঘটিল না। দেবীর উপার্জ্জিত অর্থে তাঁহার ভ্রাতৃচতুষ্টয় শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন এবং তৃতীয় ভ্রাতা রামনারায়ণ ভূ-সম্পদ অর্জ্জনে আত্মনিয়োগ করিলেন। রামনারায়ণের বিষয় বুদ্ধি অতি প্রখরা ছিল। কুট কৌশল ও কর্ম্ম নৈপুণ্য বলে তিনি তাঁহার সকল সহোদরকেই অতিক্রম করিয়াছিলেন। এজন্য সমস্ত সাংসারিক কার্য্যের ভার তাঁহার উপরেই সন্যস্ত হইয়াছিল। তিনি দেবীর নিকটে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ পাইয়া অচিরকাল মধ্যে একুশখানি সম্পূর্ণ তালুক ও যশোহর-জিলা গ্রামের অন্তর্গত কাগজ পুকুরিয়া নামা বিখ্যাত তালুকের ।৵০ ছয় আনা অংশ

* কেশবের কনিষ্ঠ সহোদর বেদগর্ভও তাহার দৃষ্টান্তের অনুসারী হইয়া ছিলেন। তিনি তারাগুনিয়ায় না আসিয়া যশোহর জিলার রাখালগাছী গ্রামে গিয়া বাস করিয়া ছিলেন। সেখানে তাঁহার বংশধরেরা এখনও বাস করিতেছেন। লেখক।

ক্রয় করিলেন, এবং অট্টালিকা নির্ম্মাণ, জলাশয় খনন, উদ্যান ও বাজার প্রভৃতি ধনিজনোচিত নানা কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। যথাসময়ে সে কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে, তাঁহারা ভূস্বামী পদবী লাভ করিলেন, এবং সর্ব্বত্র সুপ্র গণ্যমান্য ও প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়া উঠিলেন। এস্থলে একটি কথা বলার প্রয়ো রামনারায়ণের তত্ত্বাবধানে যখন তাঁহাদের প্রাসাদতুল্য বাসভবনের নির্ম্মাণকার্য্য হয়, তখন সেই স্থানে, সেই প্রান্তর মধ্যস্থ কেতকীকুঞ্জের অভ্যন্তরে একটী প্ শিবলিঙ্গ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। কে, কখন কি উদ্দেশ্যে যে সেই কেয়াবনে লিঙ্গমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। উহা যমুনা-ইন্দ্র তটবর্ত্তী ডাকাতে কালীর ন্যায় 'ডাকাতে শিব' কিনা, তাহাও স্থির করিয়া পারা যায় না। যাহা হউক রামনারায়ণ, গৃহ নির্ম্মাণের জন্য, সেই লি স্থানান্তরিত করেন নাই। তাঁহাকে যথাস্থানে রক্ষা করিয়াই অট্টালিকার গঠ করিয়াছিলেন। অধুনা সেই শিবলিঙ্গ তাঁহাদের বৈঠকখানার পশ্চিমপা স্বতন্ত্র ছাদহীন গৃহে বিরাজিত রহিয়াছেন, আর তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত হাট স্মৃতি এখন একমাত্র দমদমার 'নাগেরবাজার'ই কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা আসিতেছে।

দেবীপ্রসাদের উপার্জ্জিত অর্থ কেবল নাগবাবুদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানে, ধ হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণেই পর্য্যবসিত হয় নাই। তদ্দ্বারা কয়েকটী কল্যাণকরকীর্ত্তি কার্য্যেরও অনুষ্ঠান হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে দ্বাদশশিবমন্দির সমন্বিত বাড়ীই সর্ব্বপ্রধান। সেকালে যেখানে 'ডাকাতে কালী'র মৃৎকুটীর দ ছিল, সেই স্থানে—নদীর দক্ষিণ-তীরস্থ অশ্বত্থবৃক্ষ মূলেই তাঁহাদের কা বিনির্ম্মিত হইয়াছে। তাঁহারা অজস্র অর্থ ব্যয়ে দ্বাদশটি ইষ্টক রচিত ও কালীবাড়ী গঠন এবং উহার চতুঃপার্শ্বে সুদৃশ্য স্তম্ভ প্রাচীরে পার শিবশক্তির স্থাপনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণপ্রস্তর রচিত দ্বাদশটী ক্ষু শিবলিঙ্গ এবং দেবী 'আনন্দময়া'র মনোমোহিনী দ্বাদশ প্রতিমা এবং মন্দিরের পাষাণময় স্তম্ভপীঠ * কাশী হইতেই আনীত হইয়াছিল। দেবীপ্রসা

* এই স্তম্ভপীঠের একটি আনিবার কালে, জলে পড়িয়া নষ্ট হওয়ায় নাগবাবুরা অনুরূপ আর একটা গঠন করাইয়া মন্দিরে স্থাপন করেন, সেই স্তম্ভপীঠ; বালুচূর্ণ ও যোগে এরূপভাবে প্রস্তুত যে, শতবার দর্শন করিলেও তাহাকে 'প্রস্তর রচিত' না বলিয়া পারা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তখন এদেশীয় শিল্পীরা, সিমেণ্টের নাম পর্য্যন্তও শ্রবণ করে নাই।

কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠাকালে যে উৎসব আড়ম্বরের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গদেশের এক স্মরণীয় আদর্শ ঘটনা বলিয়া সর্ব্বত্র সুপরিচিত। তিনি এই উপলক্ষে নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের সমস্ত কায়স্থ ব্রাহ্মণ ব্যতীত ভাটপাড়া, নবদ্বীপ ও কাশী প্রভৃতি স্থানের সমস্ত স্বনাম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও অধ্যাপকদিগের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, এবং সকলকেই উপাদেয় ভোজ্য পানীয়ে পরিতৃপ্ত এবং উপযুক্ত পাথেয় ও 'বিদায়' দান করেন। প্রধান অধ্যাপকদিগকে ১০১৲ একশত এক টাকা পর্য্যন্ত বিদায় দিয়া, সম্মানিত করিয়াছিলেন। এই সুমহৎ সদনুষ্ঠান বঙ্গীয় শাকের ১২১৯ বর্ষের শুভ বৈশাখে সমাহিত হইয়াছিল, আর ইহাতে ব্যয় পড়িয়াছিল কিঞ্চিদধিক একলক্ষ মুদ্রা।

উপযুক্তরূপে প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য নির্ব্বাহিত করিয়া নাগবাবুরা তাঁহাদের সেই দেব-প্রতিষ্ঠান প্রাচীর পরিরক্ষিত সমগ্র কালীবাড়ী আপনাদের ইষ্টদেবের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং শিবচন্দ্র সরখেল, কানাইলাল বাচস্পতি এবং রামহরি চক্রবর্ত্তী নামক তিনজন ব্রাহ্মণকে যথাক্রমে পূজা, চণ্ডীপাঠও তাহার সাহায্যার্থে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি বাজিতপুর এবং শেষোক্ত দুইজন চৌরা-গন্ধর্ব্বপুর হইতে আনীত হন, এবং নাগবাবুদের অধিকারে কয়েক বিঘা করিয়া নিষ্করভূমি ও বাগানাদি জমা পাইয়া তারাগুনিয়ায় বাস করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে সেই ব্রাহ্মণত্রয়ের কোনও বংশধরই আর পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে নিযুক্ত নাই। এখন এক জন উড়িষ্যাদেশীয় ব্রাহ্মণই দেবীর পূজাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। পূর্ব্বে আনন্দময়ীর মন্দির প্রাঙ্গণে মহাসমারোহে ৺চড়কপূজা ও তদুপলক্ষে 'পিঠফোঁড়া' 'জিব্‌ফোঁড়া' 'পাটাসভাঙ্গা' প্রভৃতি এবং শ্যামাপূজার সময়ে 'তরজা', কবিগান ও যাত্রাদির অনুষ্ঠান হইত। কিন্তু এখন নাগবংশের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে, সমস্তই প্রায় রহিত হইয়া গিয়াছে।

দেবীপ্রসাদের অপর দুইটী যশের কাজ, তাঁহার জননী কমলমুখীর 'তুলোট' বা তুলাদান উৎসব এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী রামমণির বৃষোৎসর্গ সহকৃত আদ্যশ্রাদ্ধ। উভয় কার্য্যে কিঞ্চিদূন দুইলক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল, এবং অধ্যাপক বিদায়, ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও কাঙ্গালী ভোজন এবং দানাদি অতি সমারোহ সহকারেই সম্পাদিত হইয়াছিল। শেষোক্ত কার্য্যের সম্পর্কে দেবী এক অতি শুভ সামাজিক অনুষ্ঠানের নিয়ামক হইয়া, স্বজাতি হিতৈষণার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি পুঁড়াগ্রামের বহুসংখ্যক অচল ('হুজাতের হেঙ্গমা' উপলক্ষ্যে জাতিচ্যুত) ব্রাহ্মণ কায়স্থকে স্বসমাজে পুনর্গ্রহণ করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার সৎসাহস ও সহৃদয়তা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। দেবীর অনেক সদ্‌গুণ

ছিল। কিসে সমাজের উন্নতি হইবে, গ্রামবাসিরা সুখে থাকিবে, কায়স্থ তিনি কেবল তাহারই চেষ্টা করিতেন। গ্রামবাসিদের দস্যুভয় নিবারণ জন্য সমস্ত গ্রামখানিকে পরিখা বেষ্টিত করিতে অর্থাৎ গ্রামের চারিদিকে 'গ কাটিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আরব্ধ কার্য্য শেষ হয় নাই- কালের আহ্বান আসায়, সেই অসমাপ্ত পরিখা সেই ভাবে রাখিয়াই, তাঁহাকে সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। দেবীর খনিত 'গড়খাই' স্থানে স্থানে 'গড়' নামে বিদ্যমান থাকিয়া, তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী ঘোষণা করিতে

দেবীপ্রসাদের জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্গাপ্রসাদও কৃতীপুরুষ ছিলেন। তিনি বাজারের রাজা গোপীমোহন দেবের নিকট হইতে 'বেলেপরগণা' পত্তনী লইয়া কৃষ্ণনগরের রাজা সতীশচন্দ্র বাহাদুরের নিকট হইতে সিমলার তালুক ও ভবানীপুর ক্রয় করিয়াছিলেন এবং স্বরূপনগর, আঁন্ধার মানিক, গন্ধর্ব্বপুর, পুকুরিয়া প্রভৃতি সাতটী গ্রামে সাতটী নীলকুটী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃসম্পদের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুখ্যাতি প্রতিপত্তিও যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়া কিন্তু তাঁহার খুল্লতাত রামনারায়ণের ঔদ্ধত্যদোষে অধিক দিন সে সমস্ত নাই। বরঞ্চ তাঁহার পিতৃসঞ্চিত বিপুল অর্থরাশি, বায়ুস্পৃষ্ট কর্পূরের ন্যায়, মধ্যেই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। রামনারায়ণ আপনার অনন্য সুলভ বিষয় প্রভাবে একদিকে যেমন নাগবংশের বৈষয়িক উন্নতির মূলীভূত হইয়া অন্যপক্ষে আবার নিজ ঔদ্ধত্যদোষে, তাহারই অধোগতির কারণ হইয়া উঠিয়া দেবীপ্রসাদ এক কপর্দ্দকও ঋণ রাখিয়া যান নাই, বরঞ্চ তাঁহার দেহান্তে ব্লাইচণ্ডী সাহেব, গোপীনাথ রায়,রাজনারায়ণ রায় প্রভৃতির নিকট তাঁহাদের দি দুই লক্ষ টাকা (১,৮০,৮৬৫৸০) প্রাপ্য ছিল। তদ্ব্যতীত জমিদারী ও প্রভৃতির আয় হইয়াছিল, বর্ষে প্রায় এক লক্ষ টাকা। কিন্তু রামনারায়ণ সমস্ত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার রূঢ় ব্যবহারে তাঁহাদের পরম মিত্র গোঁসাইপুরে আমীরের সহিত তাঁহাদের মোকদ্দমা বাধিল এবং ভর্সাকলু ঘটিত ও অপরাপর সম্পর্কীত নানা মামলা মোকদ্দমায় সমস্ত সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষিত হইয়া জমিদারী বাঁধা পড়িল এবং এক এক করিয়া সমস্ত তালুক ও নীলকুটী তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইল। এইরূপে সমস্ত বিষয় বিভব হারাইয়া, কষ্টের ভোগ করিয়া অদূরদর্শী উদ্ধত রামনারায়ণ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বংশের দুঃখ দুর্দ্দশাও শতগুণে বাড়িয়া উঠিল।

অতঃপর দুর্গাপ্রসাদের ভ্রাতা রাজাপ্রসাদ তারাগুনিয়ার বাস্তুভিটা ত

তাঁহাদের কলিকাতাস্থ সিমলার বাটীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন। তিনি অতি উচ্চমনা লোক ছিলেন। পরোপকার ও স্বজাতি পালনই তাঁহার জীবনের ব্রতস্বরূপ ছিল। তিনি তথাবিধ দুঃখ দারিদ্র্যে পতিত হইয়াও জ্ঞাতিভ্রাতা গৌরমোহন নাগচৌধুরীর চারিটী কন্যার সমস্ত বিবাহ ব্যয় নিজেই বহন করিয়াছিলেন। তাঁহার যথেষ্ট অন্ন ব্যয় ছিল। সে সময়ে এ অঞ্চলের যে কোনও লোক যে কোনও কার্য্যে কলিকাতায় গমন করিত, সকলকেই তিনি অন্ন ও আশ্রয় দিতেন। তারাগুণিয়ার বহু লোক কাজের চেষ্টায় কলিকাতায় গিয়া, বহুদিন যাবৎ তাঁহার বাসগৃহে অবস্থিতি করিত। তিনি কখনও কাহারও প্রতি অবজ্ঞা বা অনাদর প্রদর্শন করিতেন না। তাঁহার সঞ্চিত অর্থ এক কপর্দ্দকও ছিল না। জমিদারী নিলামে বিক্রীত হইয়া গেলে যে পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রা 'পণ ফাজিল' রূপে তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, তাহাতেই তিনি, আপনার শত অভাব নিবারণ করিয়া, উল্লিখিত পরোপকার ব্রত প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। সেই পরোপকারী রাজাপ্রসাদের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ নাগচৌধুরী নাগবংশের বর্ত্তমান কর্ণধার। প্রথমাবস্থায় তিনিও তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের ন্যায়, ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন—বাস্তুভিটা হইতে একরূপ নির্ব্বাসিত হইয়াই কলিকাতায় বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু নিজের অসাধারণ বৈষয়িক জ্ঞান ও বিচক্ষণতা প্রভাবে অন্যূন বিংশতিবর্ষকাল মোকদ্দমা করিয়া (প্রসিদ্ধ 'বুড়া আক্টের মামলা'য় জয়ী হইয়া) নষ্ট সম্পত্তির কিয়দংশের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। এবং একরূপ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেই কালযাপন করিতেছেন। তাঁহার সেই সম্পত্তি সমুদ্ধার সম্পর্কে তদীয় পিতৃস্বস্রীয় ভ্রাতা বলদেব বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। বলদেব প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত ছিলেন। তাঁহার অমানুষ স্বার্থত্যাগ ও অলৌকিকী বিষয় বিতৃষ্ণাই যে নাগবংশের বর্ত্তমান সুখ-সমৃদ্ধির কারণ, তাহা এদেশের কাহারও অবিদিত নহে! ত্রৈলোক্য বাবুও সেকথা বিস্মৃত হন নাই আর তজ্জন্যই তিনি বলদেবের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়কে তারাগুণিয়ায় বাস করাইয়া কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার ঋণ মুক্ত হইয়াছেন! ত্রৈলোক্য বাবু ভাগ্যবান্ পুরুষ। পিতৃপুণ্যে—পিতা রাজা-প্রসাদের পুণ্যপূত পরোপকারিতা গুণের পুরস্কার রূপে, নাগবংশের এই অধোগতির দিনেও তিনি অনেকটা সুখী—পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ও অপরাপর আত্মীয় স্বজন লইয়া, স্বচ্ছন্দভাবেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ হইয়াও বেঙ্গের অনারারী মেজিষ্ট্রেট পদে সমাসীন আছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র অবিনাশচন্দ্রও তাঁহার তুল্য বিষয়ী ও ভাগ্যবান। তিনি বর্ত্তমানে বাদুড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস চেয়ারম্যানের কার্য্য করিতেছেন।

নাগবংশ মৌলিক, দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত। [illegible] কুলীন ও আট ঘর সম্মৌলিকের নিম্নে যে বাহাত্তর ঘর মৌলিক আছে, [illegible] অন্তর্নিবিষ্ট। কিন্তু তারাগুণিয়ার নাগবাবুরা বহু শ্রেষ্ঠ কুলীনের সঙ্গে আদান [illegible] করায় শ্রেষ্ঠ সম্মৌলিক রূপে পরিগণিত হইয়াছেন। এদেশের যেখানে যত [illegible] আছেন; তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেকের সহিত, তাঁহারা বৈবাহিক সম্বন্ধে সংযুক্ত তজ্জন্য 'নাগের ঘরে নবরঙ্গকুলবাধা' বলিয়া সকলেই তাঁহাদের গৌরব করিয়া [illegible] এই বংশে অনেক বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও কৃতীপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। [illegible] মধ্যে রাজমোহন, বারাণসী, মথুরানাথ, উমেশচন্দ্র, হরিচরণ, অক্ষয়কুমার, অম্বি গোবিন্দচন্দ্র, রামহরি, গোবর্দ্ধন, বিনোদবিহারী, বন্ধুবিহারী, মহেন্দ্রনাথ, চন্দ্র কালীপ্রসন্ন, ত্রৈলোক্যনাথ, রাখালদাস, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উ তমলুকে 'নেমক পোক্তানের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার ন্যায় পার্সিভাষাবিদ্ পা নিরপেক্ষ মীমাংসক, কর্ত্তব্য পরায়ণ সামাজিক ও সর্ব্বজন প্রিয় সদাশয় লোক বংশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। তারাগুণিয়ায় মধ্য ইংরাজী স্কুলের [illegible] করিয়া তিনিই সর্ব্ব প্রথম এদেশে ইংরাজী শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করেন। কমিসনর রূপে তিনি তারাগুণিয়ার রাস্তা, ঘাট, ড্রেণ প্রভৃতির যে শ্রীবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিনই তাঁহার নাম স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। উ পরেই, বুদ্ধি বিদ্যা ও বিচক্ষণতায় বন্ধুবিহারীর নাম উল্লেখ করা যায়। তি সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের বাঁকুড়া ষ্টেটের তত্ত্বাবধায়কতা করিয়া [illegible] পরিচয় দিয়াছেন। এক্ষণে মেদিনীপুর চন্দ্রকোণার প্রখ্যাতনামা কায়স্থ [illegible] বাবু চন্দ্রশেখর সরকার বি, এল, মহোদয়ের জমিদারীর ম্যানেজার হইয়া [illegible] সহিত স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন। মহেন্দ্রনাথ পুরুলিয়ার উকিল [illegible] তাঁহার ন্যায় নিপুণ ব্যবহারাজীব এদেশে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। দাস মেট্রোপলিটান স্কুলের শিক্ষকতা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার সা রাগ অসাধারণ। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সে চর্চ্চা পরিত্যাগ করেন নাই। নাথ যৌবনে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া দেশত্যাগী হন। রামহরি একজ নিষ্ঠ সাধুপুরুষ বলিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠি মন্দির ও সরোবর এখনও তাঁহার ধর্ম্মানুরক্তির সাক্ষ্য দান করিতেছে। মন্দির বঙ্গীয় স্থাপত্য শিল্পের এক বিচিত্র নিদর্শন। এরূপ কারু কৌশলময় মন্দির এ অঞ্চলে আর নাই। ইহার প্রবেশ পথের উপরিভাগে বালিচুণে [illegible] [illegible] কাক মূর্ত্তি এবং তদুপরি অঙ্কিত লতা-পাতা-পুষ্প-মুকুলের মধ্যে

[illegible] দণ্ডায়মান হনুমানের যে দুইটী বর্ণচিত্র বিদ্যমান আছে, তাহা যেমন নয়নরঞ্জন, তেমনই চিত্ত-বিনোদন। কিন্তু পরিতাপের কথা, যত্নাভাবে এমন সুন্দর মন্দিরও দিন দিন শ্রীহীন, জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। নাগবংশে প্রাগুক্ত পুরুষদিগের ন্যায়, অনেক রমণীও নানা গুণে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সতীত্ব গৌরবে বিশ্বম্ভরা নাগচৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীই সকলের শীর্ষস্থানীয়া হইয়া গিয়াছেন। তিনি সহমৃতা হইয়াছিলেন—বক্ষোধৃত স্বামিশব সহ জলন্ত অনলে আত্মাহুতি দিয়া তিনি পতিপরায়ণতার যে পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিনই নাগবংশকে গৌরব মণ্ডিত করিয়া রাখিবে। নাগবংশের প্রাচীনেরা এখনও সেই সতী সাধ্বীর পুণ্যপূত সহমরণ ভূমি—কালীবাড়ীর নিকটস্থ অশ্বত্থ বৃক্ষতল, সগৌরবে প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

নাগবংশ বহুব্রাহ্মণের পালক ও আশ্রয় দাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। অধুনা তারাগুণিয়ায় যে সকল ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের অধিকাংশই নাগ বাবুদের আনীত এবং সকলেই প্রায় তাঁহাদের বৃত্তিপুষ্ট ও ব্রহ্মোত্তর ভোগী। তাঁহারা 'কাঁটাদে-বন্ধঘাটী'র রামকৃষ্ণ বিদ্যারত্ন (বন্দ্যোপাধ্যায়) নাম্না জনৈক সাধু পুরুষকে আপনাদের পৌরহিত্যে বরণ করিয়াছিলেন, এবং যথোপযুক্ত ভূমিসহ জলাশয় ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া, তাঁহাকে বাস করাইয়া ছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা এখনও নাগবাবুদের পৌরহিত্যে নিযুক্ত আছেন। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাদের বর্ত্তমান পুরোহিত।

নাগবংশের উন্নতির সহিত তারাগুণিয়ার অবস্থা যেমন উন্নত হইয়াছিল, তাঁহাদের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ততোহধিক অবনত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রাচীনেরা ১২৭৮ বঙ্গাব্দের ভীষণ মহামারীকেই উক্ত অবনতির প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন, সেই মহামারীতে তারাগুণিয়া প্রায় জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল! কোন গৃহই তাহার হস্তে অব্যাহতি পায় নাই—প্রত্যেক বাটীতেই দুই চারিজন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। তবে মাঠেরবাড়ীর নাগপরিবারে লোক মরিয়াছিল অত্যধিক—পঁয়ত্রিশজন! সেই যে জনহীনতা বশতঃ তারাগুণিয়ার অবস্থা হীন হইল, আর উন্নত হইল না। কখনও যে হইবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বরঞ্চ যাহা কিছু সুখ সমৃদ্ধি অবশিষ্ট ছিল, তাহাও যেন দিন দিন চলিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বের সে উৎসব আনন্দও আর নাই। চারিদিকেই নিরানন্দ, সকলেই যেন উৎসাহ হীন ও বিমর্ষ। পূর্ব্বে যে গ্রামে পঞ্চাশখানির অধিক দেবীপ্রতিমার পূজা হইত, এখন সেখানে হইতেছে মাত্র তিন খানির।

একালে যেস্থান শাস্ত্রালোচনার কেন্দ্রস্থলরূপে পরিগণিত হইত—যেখানে [illegible] সিদ্ধান্তবাগীশ, কালীবর শিরোমণি, তারিণীচরণ ন্যায়ালঙ্কার, পার্ব্বতীচরণ ন্যায়-[illegible] বিশ্বম্ভরবিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ সদা শাস্ত্রালোচনায় [illegible] থাকিতেন, ন্যায় ও ব্যাকরণের তিনটী চতুষ্পাঠীতে বহু বিদেশাগত শিষ্য [illegible] অকাতরে বিদ্যা ও অন্নদান করিতেন, আজ সেস্থান পণ্ডিতশূন্য, একটী সর্ব্বাঙ্গ[illegible] পাঠশালাও আর সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানে জয়পুর মধ্য [illegible] কলেজের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য অধ্যক্ষ ৺হরিদাস শাস্ত্রী মহাশয় যদিও তারাগুণি[illegible] পণ্ডিত শূণ্যতার অখ্যাতি কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত করিয়াছিলেন, কিন্তু [illegible] দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনিও কাল কবলিত হইয়াছেন। অধুনা কি কায়স্থ, কি [illegible] কোন সম্প্রদায়েই আর সেরূপ কৃতবিদ্য মনস্বী লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। আজকাল গ্রামের বালকদিগের মতিগতি শিক্ষার দিকে যেরূপ শনৈঃ শনৈঃ [illegible] হইতেছে; তাহাতে আশা হয়, অদূর ভবিষ্যতে বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন [illegible] পারে। তবে পূর্ব্ব সমৃদ্ধি পুনরাগত হইবে কি না, তাহা সেই সর্ব্ব নিয়ন্তা [illegible] বলিতে পারেন। উপসংহারে আমরা নাগবংশের বর্ত্তমান প্রবীণ বংশধর [illegible] বাবুকে অনুরোধ করি, তিনি ও তাঁহার অনুরূপ গুণসম্পন্ন আত্মজ [illegible] স্বেচ্ছায় যে স্বদেশহিতব্রতের গুরুতার স্কন্ধে লইয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার [illegible] যাহাতে গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হয়, তৎপক্ষে যত্নবান্ হউন। [illegible] বিশ্বাস, তাঁহারা চেষ্টা করিলে, সাধারণের সহিত ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত [illegible] পাইলে, এখনও এই দুঃস্থ ও হতভাগ্য গ্রামবাসীদের অনেক প্রকার উপকার [illegible] পারে। অলমতি বিস্তারেণ।

নাগচৌধুরীদিগের সংক্ষিপ্ত বংশলতা এইরূপ:—কেশবচন্দ্র নাগ[illegible] (সৌগায়ন গোত্র, হরিহর নাগচৌধুরীর ধাবা, আদি বাসস্থান ২৪ পরগণার [illegible] বোড়াল) তৎপুত্র কামদেব, গুণানন্দ (ইনি আড়বালিয়ায় বাস করেন) কামদেব রাজীবলোচন তৎপুত্র মহাদেব তৎপুত্র অনন্তরাম তৎপুত্র রামরাম তৎপুত্র [illegible] তৎপুত্র প্রাণনাথ, দেবীপ্রসাদ, রামনারায়ণ। দেবীপ্রসাদের পুত্র দুর্গাপ্রসাদ, [illegible] প্রসাদ, তৎপুত্র ত্রৈলোক্যনাথ, তৎপুত্র অবিনাশচন্দ্র, তৎপুত্র কালীশঙ্কর, [illegible] তারাগুণিয়ায় বাস ১৭৪ বৎসর।

শ্রীঅঘোরনাথ কবি[illegible]

সেখ-শুভোদয়া।

(১২)

(১৩২২ পত্রিকার ২৭৭ পৃষ্ঠার পর)

অথ পরদিনে প্রাতঃকালে সর্ব্বে সেকাশ্রমং গতাঃ। ততঃ সেকো রাজানং [illegible] ভবান্ কথং মাং যোগিনাঞ্চ সেবতে। কলৌ ঈদৃশোরাজা কেঽস্তি সাক্ষাদীশ্বরবরঃ পুন রীশ্বরাৎ শব্দভেদী অস্মৎ সেবায়া স্বমবমং সান্তে লোকাঃ। অতএব শ্রীমতাং ভদ্রং ন। বয়ং পাশ্চাত্যা অতোঽস্মাদ্বিভাতি লোকাঃ ত্বং গঙ্গাতীরং গত্বা আত্মনো ধনুর্বিদ্যাং দর্শয়। ততো মহাধনুষ্কোঽসৌ রাজা ইতি লোকানাং বিদিতং ভবিষ্যতি। তচ্ছ্রুত্বা রাজা সৈন্যেন পরিবৃতো গঙ্গাতীরে ধনুরাদায় সমাগতঃ। তস্মায়াতে সতি কচিৎ শৌণ্ডিকবধূঃ কলসমাদায় জলমানেতুং যাতি। কর্ণয়োস্তান পত্রং দত্বা পথি সমায়াতি। তদপি দৃষ্টা রাজা শরমাদায় তাং প্রেষয়ামাস। তদ্দূরং কর্ণরন্ধ্রং প্রবিশ্য গতং সা পশ্যতি ন পশ্যতি পুনঃ পুনঃ, পুনঃ তদাসর্ব্বে বিবদন্তে 'লোকাঃ ধন্যোঽসৌ রাজা' ততো মাগধা রাজোন্নতিং বিবদন্তে। আর্য্যা! স্বস্ত্যস্ত পাণ্ডু-বিষয়ে শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন মহাবীর কর্ণরন্ধ্রং ভেত্তা। ইতি পুনপুনঃ বিবদন্তে ভট্টাঃ।

অনন্তর পরদিন প্রাতঃকালে সকলে সেকের আশ্রমে গমন করিল। ইহাতে সেক রাজাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল—"কেন আপনি আমাকে এবং যোগিদিগকে সেবা করেন? কলিকালে এরূপ শব্দমাত্র ভিন্ন সাক্ষাৎ ঈশ্বরতুল্য রাজা আর কে আছে? আমাদিগকে সেবা করিলে সকল লোক আপনাকে অবজ্ঞা করিবে। অতএব ইহা আপনার মত শ্রেষ্ঠ জনের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। আমরা পশ্চিম দেশ হইতে আগত, সেই হেতু জনসাধারণ আমাদিগকে ভয় করে। আপনি গঙ্গাতীরে গিয়া স্বকীয় ধনুর্ব্বিদ্যার পরিচয় প্রদান করুন। ইহাতে লোক সকলের ধারণা হইবে যে, এই রাজা মহাধনুর্দ্ধর।" ইহা শুনিয়া রাজা সৈন্যসমূহ পরিবেষ্টিত হইয়া ধনু গ্রহণপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় কোন শৌণ্ডিক-বধূ জলানয়নার্থ কলসী লইয়া পথে যাইতেছিল। উহার কর্ণদ্বয়ে তালপত্র সুশোভিত ছিল; রাজা তাহা দেখিয়া শর গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে লক্ষ্য করিলেন। দেখিতে না দেখিতে সেই শর উক্ত বধূর কর্ণ-রন্ধ্র ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। ইহা দেখিয়া সকল লোক বলিতে লাগিল—"এই রাজা ধন্য! চারণগণ রাজার অভ্যুদয় সূচক স্বস্তি অস্ত পাণ্ডুবিষয়ে শ্রীমৎ লক্ষ্মণসেন মহাবীর কর্ণরন্ধ্রে ভেজে তীর" ইত্যাদি প্রকার গান পুনঃ পুনঃ করিতে লাগিল।

ততঃ সৈন্য মধ্যাদেকঃ পদাতিকঃ মদননামা সমাগত্যা ব্রবীৎ। বদন্তে ত্ব
শ্রী * * "কি রাজা বড়বীর, অভ্যাসের কারণে ভেজে তীর" ইতি বারং
বিবদতে। লোকান্তমপি বারায়ামাস। হে মূঢ়। কামিতি বিবদসে মৃত্যু অপে
তদা বদন্ত নান্যথেতি কর্ণা কর্ণো রাজা শ্রুতবান্। অরে পাপ অত্রাগচ্ছ; আ
রাজ্ঞা পৃষ্টঃ—ত্বমপি কঃ কেন সহ বা অন্বাতিষ্যসে। ততঃ সোঽবদৎ উমাপতিধর
পদাতিকোঽহং। ততো রাজা মন্ত্রিণ আনেতুং দূতং প্রেষয়ামাস। সেবকা
মন্ত্রিণে উক্তাপয়ামাস। মন্ত্রিন্ রাজা ত্বাং সমানয়িতুং অস্মান্ প্রেষয়ামাস।
বিবদতে অস্মাকং গন্তুং সময়া ন। জ্ঞাত্বা ততো রাজা কটিং বিধৃত্য ত্বরয়া সমানীয়
পুনঃ সেকং প্রতি ভাষতে রাজা ত্বমপি ন কদাচিদস্য মন্ত্রিণেঽর্থে কঞ্চিন্ন বাচ্যতাং;
কোটিং বিধৃত্য মন্ত্রিণং সমানীতশ্চ রাজা বদতি, অয়ং মন্ত্রী দুরাত্মা মমাপবাদয়তে
মশ্রুতং কারয়ামি। পুনরিদানীং সাক্ষাৎ শ্রুতং অয়ম্ সেবকোঽস্মাকং চাপবাদয়
সোঽপি নিন্দাবদতি। অথশিরঃ কর্ত্তনং কর্ত্তব্যং যোঽপি মাং বাধয়তে সোঽস্মা
মন্দ ইতি। যতঃ। বিদগ্ধাশ্চ * * ভক্তাস্য গণিতস্যচ। অমাত্যস্য দুষ্টস্য সমূলামু
স্বয়ং। ততো রাজা বিমুখোভূত্বা সেবকায় সমাদেশয়ামাস ইমং মন্ত্রিণং বহির্নি
শিরচ্ছেদনং ক্রিয়তা মিতি। মন্ত্রী প্রহেকাঽবতিষ্যতে। তমব্রবীৎ সেকঃ, হে ম
কেন ততোমন্ত্রী আর্য্যো যবে যেন। পুনঃ সেকঃ "রাম রাজা বর্ত্ত ইন্দ্র বষ্ণৈ
বৃক্ষারোয়েসে অবশ্যধরে ফল।" ততোমন্ত্রী

"যে বৃক্ষ রোয়ে তার অবশ্য করিবে আশ।
যদি বা শীঘ্র ফলে তবেত হয় ছয় মাস।"

ততো রাজান মবাদীৎ সেকঃ। যতঃ। আরোপ্যতে শিলাখণ্ডে হ্যব্রেণ মহতা
নিপত্যতে সুখেনাধাস্তথানি দোষয়োঃ। কথমেত দৃশ্যতে পরাপবাদেন পরং
মানন্ধসে ব্যবহারং পরিজ্ঞায় ততো রাজা সেকয়ে কথয়ামাস। ত্বমপি পূর্ব্বে বারিতা
অস্মৎ ব্যবহারং ত্বমপি ন জানাসি। ত্বামপি বিষ ভোজনং কারিত। সেকঃ
কিমস্মাকং ভূতং। পুনরায় সেকঃ, শৃণু রাজান্! তব কল্যাণ মপেক্ষতে ভৃত্য স্বাপ
স্বামিনো দণ্ড ইতি যদুক্তং তদবিদ্যমানে।

অনন্তর সৈন্যগণের মধ্য হইতে মদন নামক জনৈক পদাতিক সেখানে
বলিতে লাগিল—"কি রাজা বড়বীর, অভ্যাসের কারণে ভেজেতীর"।
বারংবার বলায় লোক সকল তাহাকে বারণ করিতে লাগিল—হে মূর্খ!
প্রতিবাদ করিতেছ? তুমি কি মৃত্যুর অপেক্ষা কর না? যাহা হউক
কানাকানির ফলে স্বয়ং রাজা ইহা শুনিতে পাইয়া বলিলেন—"অরে পাপ!

তুই কে? কাহার সহিতই বা এখানে আসিয়াছিস? অনন্তর সে (মদন)
বলিল—আমি মন্ত্রী উমাপতিধরের পদাতিক। ইহা শুনিয়া রাজা মন্ত্রীকে আনিবার
জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। দূতগণ মন্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—মন্ত্রিন্!
আপনাকে নিয়া যাইবার জন্য মহারাজা আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। মন্ত্রী বলিল—
আমার এখন যাইবার অবসর নাই। রাজা ইহা জানিতে পারিয়া বলিলেন—"শীঘ্র
কটি ধারণ পূর্ব্বক আনয়ন কর।" তারপর সেকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—
"তুমি এই মন্ত্রীর জন্য আজ আর আমাকে কোন কথা বলিতে পারিবে না।" মন্ত্রীকে
কটি ধারণ পূর্ব্বক আনয়ন করা হইলে, রাজা বলিলেন—"এই দুরাত্মা মন্ত্রী সর্ব্বদা
আমার অপবাদ করিয়া থাকে। আমি তাহা শুনি না; কিন্তু এখন সাক্ষাৎ শুনিতে
পাইলাম, এব্যক্তি আমার সেবক হইয়া আমারই নিন্দাবাদ করে, সেও (মদনও
নিন্দা করিতেছে। অতএব ইহার শিরচ্ছেদন করা কর্ত্তব। যে ইহাতে আমাকে
বাধা দিবে সেও আমার শত্রু। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে দুষ্ট অমাত্যের সমূলে
উচ্ছেদ করাই কর্ত্তব্য।" অনন্তর রাজা বিমুখ হইয়া ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন—
"এই মন্ত্রীকে বাহিরে নিয়া শিরশ্ছেদন কর।" মন্ত্রী মৌন হইয়া রহিলেন। সেক
তাহাকে বলিল—মন্ত্রিন্! এরূপ কেন হয়? মন্ত্রী বলিল—"যাহার ইচ্ছায় সকল
হয়? সেক বলিল—* * * যে বৃক্ষ রোপণ করে অবশ্য ফল ধরে। মন্ত্রী বলিল—

"যে বৃক্ষ রোয়ে তার অবশ্য করিবে আশ।
যদি বা শীঘ্র ফলে তবে'ত হয় ছয় মাস"।

অনন্তর সেক রাজাকে বলিল—রাজন্! শিলাখণ্ড উপরে স্থাপন করিতে মহা যত্নের
প্রয়োজন, কিন্তু অধঃপতিত করিতে অনায়াসেই পারা যায়। আপনি ব্যবহার শাস্ত্র
জানিয়াও একের অপবাদে অন্যকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহা কিরূপ?
ইহা শুনিয়া নৃপতি সেককে কহিলেন—"তোমাকে আমি পূর্ব্বেই নিষেধ করিয়াছিলাম,
ইহার বিষয়ে ব্যবহার শাস্ত্র তুমিও জাননা। তোমাকেও বিষ ভোজন করাইয়াছে!
সেক বলিল—তাহাতে আমার কি হইবে? কিন্তু হে রাজন্। শ্রবণ করুন, আমি
আপনার মঙ্গলই ইচ্ছা করি। ভৃত্যের অপরাধে যে প্রভুর প্রতি দণ্ড দানের বিধান
আছে, তাহা ভৃত্যের অবিদ্যমান স্থলেই হইয়া থাকে।

ভৃত্যে ততোঽপি সেকঃ তস্য মন্ত্রিণঃ সেবকং সমানয়ামাস। সমানীতে তমব্রবীৎ—অরে
কস্ত্বং? পুনঃ সোঽপি মদনাখ্যঃ পদাতিকোঽহং রাজশাসনাৎ মন্ত্রিসকাশ সমতিষ্ঠেঽহং!
পুনর্বদসি কিং রাজানং তদুক্তং পুনর্গাথা কথিতং পুনর্ভবতশ্চ বেতনং কিং মদনোঽবদৎ
দুর্ভোটিক নিত্যমেব কপর্দ্দকং প্রাপ্তং পুনস্তমাহ চ সেকং ভবতোঽপি গুণো দৃশ্যতাং

সক্রতে ধানুষ্কোহহং সেকঃ বয়ং অপেক্ষমাহ তবধনুষ্কতাং। পুনঃ সোহপি বেতনভুতোহত্রৈব সমবাতিষ্ঠতে তত্ত্যক্ত্বা কথমস্মাকং স্বল্পগুণং দ্রষ্টুং অপেক্ষসে স্বল্পজীবী পশ্চাদস্মাকং গুণং দ্রক্ষ্যসি। পুনঃ সেকঃ তেষাং গুরুত্ব কার্য্যেষু গুণং পুনরিদানীং ভবতাং গুণং অবশ্যং দ্রষ্টব্যং। অতি হৃষ্যয়া মদনোহবদৎ চতুর্হস্ত পাটখণ্ড মানীয়ঃ গঙ্গা জলাভ্যন্তরে স্থাপ্যতাং। পুনরস্মাকং ষষ্ঠাধিক শতদ্বয় শর য়তাং, ইত্যুক্ত মাত্রেণ সর্ব্বং কারিতাং রাজ্ঞা। প্রাপ্তে সতি মদনোহপি জল শরান্ ক্ষেপয়ামাস। শরে সমাপ্তে পাটখণ্ডং সমুদ্ধার সর্ব্বে পশ্যন্তি ম ময়ুরোভূতোহভীতি। পুচ্ছ-পাদ-মুকুটানিব সর্ব্বাঙ্গানি বিচিত্রানিচ। সর্ব বিবদন্তে মহাশ্চর্য্যমতি ধন্যোয়ং পদাতিকঃ তদুচ্চাবচং মহৎ শব্দ মভূৎ তদা তত সর্ব্বান্ নিবারযামাস। সেকো বদতি মদনায়ং শৃণু, দশগণ্ডা ভবতোহপি গুণা পুনরপরো দৃশ্যতাং মদনোহবদৎ সপ্তহস্তি নত মমাগ্রে স্থীয়তাং। পুনরপি হস্তি শস্ত্রপাণির্ভূত্বা অবতিষ্ঠন্ত। পৃষ্ঠে সব্যেদক্ষিণে ক্রোড়ে চ মাং প্রাপ্তে সর্ব্বে হন্ত শক্ত্যা ময়া চূর্ণমণ্ডিত লগুড় সমানীয়তান্ ঘাতয়ামি। উভয়োরপি বিজানন্ত যে হন্তং সমর্থা। মম মরণেন রাজা হৃদগত শল্যং ত্যজতু। মদনোহপি সর্ব্বান্ তা লোকানপি। ঘাতনভূত চূর্ণচিহ্নানি সর্ব্বেষাং গাত্রাণি ভূতমন্তি। দৃষ্টা লোকা ধন্যোহসি।

ইহা বলিয়া সেক সেই ভৃত্যকে আনয়নপূর্ব্বক বলিল—অরে! তুই কে! বলিল—আমি মদন নামক পদাতিক, রাজার আদেশে মন্ত্রীর নিকটে অবস্থান সেক জিজ্ঞাসা করিল—তুই রাজাকে কি বলিতে ছিলি? সে পূর্ব্বোক্ত গাথাটী আবৃত্তি করিল। সেক— তোর বেতন কত? মদন—প্রত্যহ এক কপর্দ্দক। তোর কি গুণ আছে, দেখাইতে পারিস? মদন—আমি ধানুষ্ক। সেক—আমরা ধনুর্বিদ্যার পরিচয় দেখিতে চাই। মদন—বহু বেতনভোগী অনেক লোক'ই ত আছেন, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেন অল্পগুণ বিশিষ্ট আমার বিদ্যার দেখিতে চান? আমি স্বল্পজীবি, সকলের পর আমার গুণ দেখিবেন। তাহাদের গুণ শ্রেষ্ঠ কার্য্যে দেখিব। এখন তোমার গুণ অবশ্য দেখাইতে অতিশয় হর্ষের সহিত মদন বলিল—চারি হাত প্রমাণ পাটখণ্ড (পেঁকাটি) পূর্ব্বক গঙ্গাজলে স্থাপন করুন এবং আমাকে ২৬০টী বাণ প্রদান করুন। মাত্রে সেইরূপ অনুষ্ঠিত হইলে মদন জলমধ্যে শরসমূহ নিক্ষেপ করিল। নিক্ষেপ শেষ হইলে সকলে দেখিতে পাইল—সেই পাটখণ্ড উঠিয়া একটী ময়ুর হইয়াছে। পুচ্ছ, পাদ, মস্তক, পক্ষ, ইন্দ্রিয় সকলই বিচিত্র। সকল

বলিল—মহাশ্চার্য্য ঘটনা! ধন্য এই পদাতিক! এইরূপ উচ্চ ধ্বনি হইতে লাগিল। অনন্তর সেক তাহাদিগকে বারণ করাইয়া বলিল—মদন! তোমার আরও গুণ আছে? আর একটী গুণের পরিচয় দেও। মদন বলিল—সাতটী হাতী আমার নিকটে স্থাপন করান। হস্তিবাহকগণ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করুক, পৃষ্ঠে, দক্ষিণে, বামে, ক্রোড়ে আঘাত করিয়া আমাকে হত করিতে চেষ্টা করুক, আমিও যথাশক্তি লগুড় দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করিতে চেষ্টা করি; দেখুন এই উভয়ের মধ্যে কে কাহাকে হত্যা করিতে সমর্থ হয়। আমার মৃত্যুতে রাজার মনের দুঃখ অপনীত হইবে। এই বলিয়া মদন সকলকে আঘাত করিতে লাগিল। তাহার ফলে হস্তীবাহক সকলেই সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়াছিল; ইহা দেখিয়া সকল লোক বলিতে লাগিল তুমি ধন্য!

সেকোহবদৎ পণমেকো ভবতাং গুণোবিদ্যতে। পুনরপরগুণো দৃশ্যতামিতি। ততো মদনোহবদৎ অষ্টকোপরি বিদ্দাল স্থীয়তাং দক্ষিণে পঞ্চ বামে চতুঃ পশ্চাদ্ভয়-মপি। ততোহহং সমপাদোকত্বা একৈক শরেণ সর্ব্বানপি ভেদয়ামি। ততঃ সর্ব্বে দৃষ্টা ধন্যোহয়ং পদাতিকঃ অস্মেরাজত্ব মর্হতি। ততো রাজা মৌনমাস্থায় ভীতোহ-বতিষ্ঠে। তমপি সেকোবদতি ময়ি বিদ্যমানে ভবতাং কিয়দপি ভয়ং নাস্তি। মাভৈষীঃ সুস্থোভব অঙ্গে প্রসাদো দীয়তাং। রাজা বিবদতে মেতৎ প্রদীয়তাং ততোহপি সেকঃ মুদ্রা মেকাং সমাসীনয় মদনায় প্রাদাপয়ৎ। পুনঃ স্বকীয়ং চম্পক পুষ্পয়ো প্রদান মকারাৎ। পুনর্মদনায় পৃচ্ছতি সেকঃ ভবতাং মাতাপিতরৌ বিদ্যতে। পুনঃ সোহপি মহাত্মন্! মাতাপিতরৌ একোহপি মম অস্মাৎ। ততঃ সেকোহপি ভবতাসহ মিত্রত্বী মম। অস্মাকমত্রদেশে কোহপি নাস্তি। ভবতা মৎস্থানে স্থীয়তা মিতি। ততো রাজা সেকমাহ লোকানবগাহিতু মশক্তোহহং কোহস্মাকং কঃ পরামিতি। ততঃ সেকোহপি মন্ত্রিণং বস্ত্রেণ ভূষয়িত্বা প্রেষয়ামাস। ততো রাজা তৎকৃতমিতি। সর্ব্বসৈন্যসমেতেন মন্ত্রী গতবান্ পশ্চাদ্ রাজা নিজালয়ং গতবান্। ইতি হলায়ুধ মিশ্রকৃতৌ সেখ-শুভোদয়াং মদনোপাখ্যানে দ্বাদশ পরিচ্ছেদঃ।

সেক বলিল, তোমার আরও গুণ আছে? আর একটী গুণের পরিচয় দাও। অনন্তর মদন বলিল, অষ্টকের উপর দক্ষিণ দিকে পাঁচ, বামে চার এবং পশ্চাদ্ভাগে তিনটী বিড়াল স্থাপন করুক। আমি সমপাদে অবস্থিত হইয়া একটী মাত্র বাণের দ্বারা তাহাদের সকলকে ভেদ করিব। মদন তাহাই করিল। অনন্তর সকলে দেখিয়া বলিল এই পদাতিক ধন্য। এই ব্যক্তিই রাজত্ব লাভের যোগ্য। অনন্তর রাজা মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক সভয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেক তাহাকে বলিল, আমি

বিদ্যমান থাকিতে আপনার কিছু ভয় নাই ; কিছু ভয় করিবেন না। সুস্থ হ
ইহাকে প্রসাদ স্বরূপ কিছু দান করুন। রাজা বলিল, যাহা দিবার হয়, তুমি
অনন্তর সেক একটী মুদ্রা আনয়ন পূর্ব্বক মদনকে দান করিল এবং স্বকীয়
পুষ্পদ্বয় তাহাকে দান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার মাতা পিতা বিদ্যমান
সে বলিল আমার মাতাপিতা একমাত্র আপনি,আর কেহ নাই। অনন্তর সেক
তোমার সহিত আমার অদ্য হইতে মিতালি স্থাপিত হইল,আমাদের এ দেশে
কেহ নাই ; অতএব তুমি আমার নিকট অবস্থান কর। অনন্তর রাজা
বলিলেন, আমি এই লোক-সমুদ্রের মধ্যে অবগাহন করিতে পারিতেছি না,
কে আমার আত্মীয়, কে পর, তাহা বুঝা যাইতেছে না। সেক বলিল, আপনি
বস্ত্রাদির দ্বারা ভূষিত করিয়া পাঠাইয়া দিউন। অনন্তর রাজা তাহাই করিয়াছি
সমস্ত সৈন্যের সহিত মন্ত্রী প্রস্থান করিলে পর রাজা নিজালয়ে গমন করিলেন।

ইতি হলায়ুধ মিশ্রকৃত সেক-শুভোদয়া গ্রন্থের মদনোপাখ্যান নামক
পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

শ্রীহরিদাস পালিত।
শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভগবান গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রকৃতি পুরুষের বিবেক বা ক্ষেত্র ও
বিভাগ যোগে প্রকৃতিপুরুষের পার্থক্য ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে প্রকৃতির গুণসম্ভূত
এবং পুরুষের সৎস্বরূপই বা কি, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। সম্প্র
অমোঘাস্ত্র প্রয়োগে দেহধারী থাকিয়াও পুরুষ প্রকৃতির সম্বন্ধ হইতে বিযুক্ত
পারেন, সেই অমোঘাস্ত্র কি এবং ঐ অস্ত্রাঘাতে প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে
প্রকৃতি পুরুষের বিবেক জ্ঞানের বা অসঙ্গভাবের উদয় হইলে এই অমুচৈতন্যের
যে পরমপদার্থে স্থিতি লাভ হয়—সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তমকেই লাভ করিতে
তাহা এবং পরম পদার্থ বা পুরুষোত্তমের সৎস্বরূপ কি, প্রধানতঃ এই কয়
বুঝাইবার জন্যই ভগবান গীতার ১৫ দশ অধ্যায়ের অবতারণা করিয়াছেন।

এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য ভগবান সংসারকে অশ্বত্থবৃক্ষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।
প্রাত হইলে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের আভাস পাইলেই যাহার অস্তিত্ব থাকে না, তাহাই
ব্দ শব্দে বাচ্য বা অশ্বত্থ শব্দের অর্থ। ভগবান জীবের সংসারকে অশ্বত্থ শব্দবাচ্য
শাখা ও মূল পরিব্যাপ্ত মহাবৃক্ষ অশ্বত্থ বলিয়াছেন। কারণ, তত্ত্বজ্ঞানরূপ
দয়ের আভাস পাইলেই জীবের আর সংসারের অস্তিত্ব থাকে না। এবং অশ্বত্থ
র্থের সার্থকতা হয়। অথচ অশ্বত্থবৃক্ষের মত অস্থায়ী এই সংসার বৃক্ষও বাসনা
ত কর্ম্মবীজোত্থিত শাখাপল্লবযুক্ত ও প্ররোহ প্রভৃতি দ্বারা দৃঢ় মূল বিশিষ্ট—জীবের
ন্মের বহুকর্ম্মশাখাসম্যুৎপন্ন প্ররোহরূপ দৃঢ় মূল সকল (নাম্‌না সকল) যুক্ত অথচ
হরূপে অব্যয়। যেমন অশ্বত্থ বৃক্ষের আদিমূল ছিন্ন হইলে ঐ অশ্বত্থবৃক্ষের
খাপল্লব ও শাখোৎপন্ন ডালগা ঝুরি সকল মৃত্তিকাতে দৃঢ়বদ্ধ থাকিলেও উহাদের
আর অস্তিত্ব থাকে না সেইরূপ আদিমূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে এই সংসার বৃক্ষেরও
আর অস্তিত্ব থাকে না। তাই সংসার একটি অশ্বত্থবৃক্ষ কিন্তু ইহার আদিমূল ঊর্দ্ধ।
ভগবান বলিতেছেন :—

"ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১
অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা, গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥" ২

গীতা, ১৫শ অঃ

অর্থ :—এই অশ্বত্থ (পরদিন প্রভাত পর্য্যন্ত অস্তিত্বের অযোগ্য প্রবাহরূপে অব্যয় হইলেও অস্থায়ী বৃক্ষ) যাহা (অনাদি প্রারব্ধ ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন পরিণামময় অস্তিত্বে) নিত্য, যাহার মূল (যে বৃক্ষের মূল) ঊর্দ্ধে (অনন্তদেহাদিরূপ ক্ষেত্র ও ঐ ক্ষেত্রজ্ঞ জীব হইতে উৎকৃষ্ট পরমপুরুষ যাহার মূল) ও যাহা অধঃশাখা বিশিষ্ট (সংসারে প্রবৃত্তিমার্গগামী হিরণ্যগর্ভাদি হইতে আরম্ভ করিয়া কীটানুপর্য্যন্ত অনন্ত জীবরূপ অধঃশাখা বিশিষ্ট), বেদ সকল এই বৃক্ষের পর্ণস্থানীয় (বেদবিহিত কর্ম্ম কর্ত্তা জীব সকল এই দেহরূপ সংসার ক্ষেত্রকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্মফলরূপ পল্লবিত শাখার ছায়ায় সুশীতল হয়, অর্থাৎ দেহ আশ্রয় করিয়া এবং বেদোক্ত কর্ম্মপরায়ণ হইয়া অবৃত্তিমার্গের জীবসকল কর্ম্মফল ভোগে সুশীতল হয়; তাই যে বেদ সকল এই সংসার বৃক্ষের পর্ণ। এই সংসার অশ্বত্থকে এইরূপ যিনি জানেন (প্রবৃত্তিমার্গের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দেবের কর্ম্মকাণ্ডই এই অশ্বত্থ বৃক্ষের অর্থ বলিয়া যিনি জানেন) তিনিই বেদবিদ।১

ইহার (জীবের এই সংসার বৃক্ষের শাখা সকল অধঃ ও ঊর্দ্ধে বিস্তৃত রহিয়া
(আদি মূল হইতে সমস্ত শাখাই অধঃ ছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি শাখা ঊ
কতকগুলি শাখা অধোদিকে প্রসৃত - ব্রহ্মাদি কীটানু পর্য্যন্ত জীবসকল মধ্যে ম
সুকৃতিশালী জীবগণ ঊর্দ্ধ শাখারূপে ও পশু প্রভৃতি দুষ্কৃতিশালীগণ অধঃশাখা
বিস্তৃত রহিয়াছে।) এই শাখা সকল গুণরূপ জল সেচনে বর্দ্ধিত (বৈসম্যযুক্ত
গুণত্রয়ের প্রভাবেই এই স্থাবর জঙ্গমের অভিব্যক্তি ও বিস্তার হয়।) রূপ
বিষয় সকল ইহার পল্লব (গুণত্রয়ের বিশেষ পরিণতিই ইন্দ্রিয় সকল এবং এই ই
গণের সহিত বিষয় সকল সংযুক্ত বলিয়া বিষয় সকল ইহার পল্লব স্বরূপ) এই
প্রধান মূল ঊর্দ্ধে (পরমেশ্বর)। এবং ভোগ বাসনারূপ অবান্তর মূল সকল
ভাগে বিস্তৃত হইয়াছে। তাহাতেই (কর্ম্মফল ভোগাবসান হইলেও) পুনর্ব্বার
লোকে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি জন্মে।২ (কিন্তু এই বৃক্ষ ছেদন করিয়া নিষ্কাম
পরম পদার্থ রূপ নিবৃত্তি মার্গের পরম ফল লাভ করা যায় এবং তাহাতে (ইহা
করিলেও) প্রবৃত্তি মার্গের অনন্ত সুফল লাভ জনিত আনন্দ তুচ্ছকর বলিয়া
হয়।

সংসারে আবদ্ধ জীব সকল এই সংসারের আদি অন্ত এবং কি ভাবে এই সং
অবস্থিত আছে, তাহা বুঝিতে সক্ষম হয় না। জীব যে অস্ত্র দ্বারা এই সংসার বৃ
ছেদন করিয়া ইহার ঊর্দ্ধ আদি মূল পরমপদ লাভ করিতে পারে এবং
অস্ত্রাঘাতে যে এই সংসার-বৃক্ষের বীজ তাহার পক্ষে চিরতরে ধ্বংস হইয়া যায়,
সেই জীবই যে সংসার বৃক্ষকে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে, ভগবান মহাত্মা অর্জ্জুনকে
অস্ত্রের বিষয় এবং তদ্বারা সংসার-বৃক্ষ ছেদনের ফল বলিতেছেন :—

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ় মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥৩
ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥৪

গীতা। ১৫শ অঃ।

এই সংসারে স্থিত প্রাণী সকল সংসার বৃক্ষের পূর্ব্বোক্ত রূপ (ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখা
যাহা পূর্ব্বে বলা হইল তাহা) উপলব্ধি করিতে পারে না। ইহার (এই সংসার
অবসান আদি ও স্থিতি (প্রলয়-সৃষ্টি-স্থিতি রূপপরিণামময় প্রবাহরূপে
কিন্তু পরিণাম শূন্য নিত্য যে নহে তাহা) বুঝিতে পারে না। (এই হেতু)
রূপে বদ্ধমূল এই সংসার বৃক্ষকে * অসঙ্গরূপ (অহং মমতা ত্যাগ রূপ) অস্ত্র দ্বারা
বা মূল হইতে পৃথক করিয়া (প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিয়া)
মূলের (আদি মূল বা পরম পদার্থের) অন্বেষণ করিবে,—যে পরমপদ প্রাপ্ত
জীবের আর তথা হইতে পুনরাগমন † করিতে হয় না। যাহা হইতে
চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তি বিস্মৃত হইয়াছে, সেই আদি পুরুষের শরণাগত হইলাম
রূপ একান্ত ভক্তি দ্বারা (সেই আদি পরম পদার্থের) অন্বেষণ করিবে।৪ (কারণ
ভক্তি অহৈতুকী বা নিষ্কাম হইলে অব্যভিচারিণী হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ
সেই জ্ঞানানন্দেই স্থিতি বা আত্মারাম বিভূভাবের স্ফূর্ত্তি হয়)।

পরবর্ত্তী শ্লোক সকলের মর্ম্মার্থ লিখিয়া এবং আর দুই একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া
আমরা এই অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করিব। ভগবান বলিতেছেন :—যে ব্যক্তি
নিতে অহঙ্কার ও মিথ্যা অভিনিবেশ রূপ মোহ দূর হইয়াছে, যাহার পুত্রাদিতে
সক্তিরূপ দোষ নাই, যিনি আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠাযুক্ত এবং বিশেষভাবে যাহার কামনা
বৃত্ত হইয়াছে, যিনি সুখ দুঃখাদিরূপ শীতোষ্ণাদি হইতে মুক্ত হইয়াছেন (সুখাদিতে
হাকে প্রফুল্ল এবং দুঃখাদিতে যাহাকে ক্লিষ্ট করিতে পারে না, যিনি এইরূপ সহিষ্ণু)
লিয়া অজ্ঞানতাশূন্য (অবিদ্যা যাহা হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে) এইরূপ অসঙ্গ
ক্তি আমার সেই অব্যয়পদ প্রাপ্ত হন। পরবর্ত্তী ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান তাঁহার সেই
ব্যয় পদের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

সূর্য্য ও চন্দ্রাগ্নি যাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না (যিনি স্বপ্রকাশ এবং সূর্য্য

* এই অসঙ্গ বা নির্লিপ্ত অবস্থাকেই বিবেক বলে, ইহা সংসারের প্রতি বিরক্তি নহে,
সার বিরক্তি। সংসার-বিরক্তি দ্বারা বিশ্ব-বিজ্ঞান মধ্যে সেই জ্ঞানানন্দকে ধরা যায় না।
ক্তি হইতে বিদ্বেষ জন্মে; বিদ্বেষ অসঙ্গভাব নহে। বিদ্বেষে দ্বিষ্ট বিষয়ের সহিত দ্বেষ্টার দূর সঙ্গ
ক। নির্লিপ্তভাবে বিশ্ব-বিজ্ঞান মধ্যে জ্ঞানানন্দের অন্বেষণ করিলে, তাহাতে স্থিতি লাভ
-দ্বেষভাবে বিশ্ব-বিজ্ঞান পরিত্যাগ করিলে তাহা হয় না।

† এই পুরুষোত্তম বা আদি পুরুষের পরমপদ যে প্রকৃতি সংযুক্ত পুরুষ নহেন, তাহা এই
ক্যটীই সম্পূর্ণ বুঝা যায়। কারণ, প্রকৃতি সংযুক্ত পুরুষকে লাভ করিলে পুনরায় সংসারে
সিতে হয়, কেবল সেই অনাদি পুরুষকে লাভ করিলেই সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না।

চন্দ্রাগ্নি প্রভৃতিরও প্রকাশক) এবং যাহা প্রাপ্ত হইলে যোগিগণ সংসা
পুনরাগমন করেন না তাহাই আমার পরম ধাম (স্বরূপ)।

কর্ম্ম জন্য প্রবৃত্তির সঙ্গদোষে তাঁহারই অংশই যে অনুচৈতন্য (জী
প্রাপ্ত হইয়া সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকেন, তাহা পরবর্ত্তী ৭ম হইতে
পর্য্যন্ত ৫টি শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন :—

আমারই অংশ কর্ম্ম সংস্কার বশতঃ প্রকৃতির সঙ্গদোষে অবিদ্যাভিভূত,
জীব ভাব প্রাপ্ত হইয়া সংসারীরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন এবং প্রকৃতিতে লীন (
সময়ে) অন্তঃকরণ, প্রাণ, জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয়দিগকে সংসার ভোগার্থ (প্রলয়া
পূর্ব্ব স স্কার বশতঃ) তিনিই জীবলোকে আকর্ষণ করেন। (অসঙ্গ না
পারিলে কর্ম্মস স্কার জন্য অবিদ্যা বশতঃ জীবকে পুনরায় অন্তঃকরণাদি আ
করিয়া সংসারে আসিতে হয়—প্রলয়াবসানে প্রবৃত্তিরূপ সংস্কারাবদ্ধ জীব প্রকৃ
লীন অন্তঃকরণাদি কর্ম্মদাগযুক্ত প্লেটখানি বাছিয়া লইয়া পুনরায় সংসারে
হন। অসঙ্গ চৈতন্যলীন সঙ্গরহিত ভক্ত ও জ্ঞানীর প্রকৃতিরূপ সংসা
অন্তঃকরণাদির সহিত সংশ্রব থাকে না বলিয়া আর সংসারে আসিতে হয় না—
চিদানন্দেই অবস্থান করেন।) বায়ু যেমন পুষ্পাদি হইতে গন্ধ গ্রহণ
অদৃশ্যভাবে গমন করে, সেই শরীরের স্বামী (জীব) যখন কর্ম্মাধীন দেহান্ত
হন, তখন পূর্ব্ব শরীর (স্থূল দেহ) হইতে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া (ই
সূক্ষ্মাংশ লইয়া) প্রাপ্ত শরীরে গমন করেন এবং শ্রোত্র-চক্ষু-ত্বক্-রসনা-
বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া জীব শব্দাদি বিষয় উপভোগ
জীব দেহান্তরেই গমন করুন বা সেই দেহেই অবস্থান করুন বা বিষয় উপ
করুন অথবা ইন্দ্রিয় যুক্তই হউন, অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাহা আলোচনা কর
কিন্তু অসঙ্গ ব্যক্তিগণ জ্ঞান চক্ষু দ্বারা তাহা দেখিতে পারেন। ধ্যানাদিতে
শুদ্ধচিত্ত যোগিগণ দেহে অবস্থিত জীবকে প্রত্যক্ষ করেন কিন্তু শাস্ত্রাদি
দ্বারা যত্ন করিলেও অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ তাহা দেখিতে পারেন না।

ভগবান যে নির্লিপ্তভাবে অনন্ত বিশ্ব ও বিশ্বের যাবদীয় পদার্থকে ব্যক্ত
ও পালন করিতেছেন, পরবর্ত্তী শ্লোকে ভগবান তাহা বলিতেছেন :—

আদিত্যনিহিত যে তেজঃ অখিল জগতকে প্রকাশিত করিতেছে এবং চ
যে তেজঃ অবস্থিত আছে, তাহাই আমারই তেজঃ বলিয়া জানিবে। (জগ
প্রকাশ শক্তি কথঞ্চিৎ লাভ না করিলে সূর্য্যচন্দ্রাগ্নি কেহই কিছু প্রকাশ
পারে না।) আমিই বল দ্বারা পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিয়া চরাচর ধারণ করি

রসময় সোম হইয়া ব্রীহি প্রভৃতি সমস্ত ওষধী সংবর্দ্ধিত করি। আমিই
বৈশ্বানর অগ্নি হইয়া প্রাণিগ্রহণের দেহে প্রবেশ করত প্রাণ ও আপন বায়ুর সহিত সংযুক্ত
থাকিয়া প্রাণিগণের ভুক্ত চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করি।
সর্ব্বান্তর্যামীরূপে আমিই প্রাণিগণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট আছি, অতএব আমা হইতে
পূর্ব্বানুভব-জনিত স্মৃতি ও বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগ জনিত ভাব এবং ঐ স্মৃতি
ও জ্ঞানের অন্যথা হইয়া থাকে। সর্ব্ববেদের দ্বারা আমিই জ্ঞেয়, আমিই বেদান্তকৃৎ
(জ্ঞানদাতা গুরু) এবং বেদার্থবেত্তা।

ভগবান তাঁহার পুরুষোত্তম স্বরূপের পরমভাব বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত তিনটি
শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন :—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥১৬
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যা ঈশ্বরঃ ॥১৭
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮

গীতা, ১৫শ অঃ

অর্থঃ—এই সংসারে এই দুইটি পুরুষ প্রসিদ্ধ, একটী ক্ষর। অন্যটি অক্ষর পুরুষ।
ক্ষরভূত (ব্রহ্মাদি হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত) ক্ষর এবং কুটস্থ অক্ষর বলিয়া উক্ত হন।১৬

এই ক্ষর ও অক্ষর হইতে অন্য উত্তম পুরুষ পরমাত্ম বলিয়া উক্ত হন, যিনি
নির্ব্বিকার ঈশ্বর এবং লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট থাকিয়া সকল প্রতিপালন করিতেছেন।১৫

যে হেতু আমি (সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া) ক্ষরের অতীত এবং (সর্ব্বনিয়ন্তা বলিয়া)
অক্ষর হইতেও উত্তম, তাই, লোকে ও বেদে আমি পুরুষোম নামে বিখ্যাত।১৮

ভগবান এস্থানে ব্রহ্মাদি হইতে স্থাপর পর্য্যন্ত সকল জীবদেহ ও তদতিরিক্ত অন্য
জড় পদার্থ অর্থাৎ সর্ব্বভূতকে ক্ষর পুরুষ বলিতেছেন। ক্ষর শব্দের অর্থ উৎপত্তি
সাময়িক স্থিতি বৃদ্ধি বিনাশাদি পরিবর্ত্তন বা পরিণাম ধর্ম্ম বিশিষ্ট—যাহা সর্ব্বদা
(কালত্রয় ব্যাপিয়া) এইরূপ ভাবে অবস্থান করেন, যাহার ক্ষরণ চলন বা
একরূপাবস্থায় হইতে অন্যরূপাবস্থায় পতন বা পরিবর্ত্তন হয়, তাহার নাম ক্ষর।
এই ক্ষর পদার্থকেও ভগবান পুরুষ বলিতেছেন। ভূত সকল জড়বর্গের অন্তর্গত
তাহা যে পরিণাম-ধর্ম্ম বিশিষ্ট ও প্রকৃতি বা মায়ার কার্য্য সুতরাং তাহার যে বিকার
আছে, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত ; কিন্তু ভগবান ইহাকে পুরুষ বলিয়াছেন কেন ? এবং

স্বরূপতঃ যে পুরুষ অক্ষর পদার্থ, তাহার ক্ষর বিশেষণই বা দিয়াছেন কেন? বুঝিতে চেষ্টা করিব।

অনাদি প্রারব্ধ সৃষ্টিপ্রবাহে ক্রমিক তামস কর্ম্ম জন্য সংস্কারবশতঃ আত্মা তমসাচ্ছন্ন ও আধ্যাত্ম বায়ুরূপে জড়াত্মভাবে সংবদ্ধ আছেন এবং কীটানু পর্য্যন্ত দেহীগণও কর্ম্মসংস্কার বশতঃ দেহাত্ম বুদ্ধিতে দেহই আমি দেহাতিরিক্ত পদার্থ ও আমার বা আমার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট ভাবিয়া প্রকৃতি পরিণত হইয়াছেন; অথচ ঐ জড়বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার শক্তি তাহার নিহিত আছে, তাই, ভগবান তাহার নাম পরাপ্রকৃতি দিয়াছেন। যতদি বন্ধন হইতে তিনি মুক্ত না হন, তত দিন তিনি প্রকৃতির কার্য্য দেহাদির আপনাকে বিকারগ্রস্ত মনে করেন। তাই, সংস্কারাবদ্ধ দেহী 'ক্ষরপুরুষ' অভিহিত ও উক্ত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। স্ব স্বরূপে এই নির্ব্বিকার পুরু এই জড়ের আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইয়া যান, তখন এই পুরুষের ক্ষরভাব ধ্বংস যায় এবং পরমভাবে স্থিতি লাভ করেন—তাহার আর ক্ষরভাব থাকে না, তাই এই দেহাত্ম সংস্কারাবদ্ধ জীবকে ক্ষর পুরুষ বলিয়াছেন।

"কূট" শব্দের অর্থ মায়া, মিথ্যা কল্পিত প্রকৃত পদার্থ। এই মায়ার প্রকৃতির কার্য্যরূপ পরিণামময় অনন্তবিশ্বে যিনি তিনকাল ব্যাপিয়া অবিকল ও দ্রষ্টাভাবে অবস্থান করিতেছেন এবং নির্লিপ্তভাবে সর্ব্বকারণের হেতুরূপে ব্যক্ত প্রকাশ ধারণ ও পালন করিতেছেন—প্রকৃতির বিকার-ধর্ম্ম মধ্যে সর্ব্বদা থাকিয়াও যিনি কখনও বিকৃত হন না—বিকারের অভিনয়ও করেন না, তাঁ ভগবান কূটস্থ অক্ষর পুরুষ বলিয়াছেন। অনন্ত বিশ্বে এই ক্ষর ও অক্ষ যেন বিভক্ত বা স্বতন্ত্র পুরুষরূপে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু ভগবান (নি ও জড়ের অতীত বলিয়া) এই ক্ষরের অতীত এবং (নির্ব্বিকার নিত্যবু নিয়ন্তা বলিয়া) অক্ষর হইতে (সমস্ত চেতন হইতে) ও উত্তম এবং অন ও জগতের অতীত অনন্ত প্রদেশে কালত্রয় ব্যাপিয়া নির্ব্বিকার ভাবে করিতেছেন—বিভক্তভাবরূপ মোহ তাহাতে বর্ত্তমান নাই—তিনি ক্ষর ও পার্থক্যের অতীত এ আপেক্ষিত (relation) ভাবের অতীত অথচ সকল অবস্থান করিতেছে ও আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতেছে, এই পরমভাব ও পুরুষোত্তম স্বরূপ। তাঁহার এই চিদানন্দ বা আত্মারাম স্বরূপেই তিনি অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিলয়াদি সংঘটক সর্ব্বকারণের

বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাহাকে উক্তরূপ পুরুষোত্তম জানিয়া যিনি তাঁহার ভজনা করেন, তিনি তাহাতে স্থিতি লাভ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ হন। এইরূপে সেই পরমজ্ঞানী ভক্তই কৃতার্থ হইয়া থাকেন। এই বিংশতি শ্লোকাত্মক অতি গোপনীয় জ্ঞানোপদেশ সর্ব্ব শাস্ত্রের সার।

গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তমের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া সাধক যেরূপ সম্পত্তির অধিকারী হইলে পরাভক্তিযুক্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ভগবানের পরমভাবে বা পুরুষোত্তমে স্থিতি লাভ করিতে পারে, ভগবান ষোড়শ অধ্যায়ে তাহাই বলিয়াছেন; এই অধ্যায়টি দেবাসুর সম্পদবিভাগ" বা "প্রকৃতিরভেদো" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই অধ্যায়টি পাঠ করিলেই এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে, তাই এই অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াই আমরা এই অধ্যায় শেষ করিব।

ভগবান এই অধ্যায়ে মানুষের কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির ও নিবৃত্তির ভাব ও কার্য্যকে দৈবীসম্পদ ও দৈবীপ্রকৃতি ও কতকগুলি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও তাহার ভাব ও কার্য্যকে "অসুরসম্পদ" বা আসুর প্রকৃতি বলিয়াছেন। যাহা দৈবী-সম্পদ তাহা মোক্ষ-সাধক এবং যাহা আসুর সম্পদ তাহা সংসার ও নরক সাধক সত্ত্বগুণ প্রকাশ-ধর্ম্মশীল। সত্ত্বের প্রাবল্য হইতে যে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিরূপ কার্য্য বা ভাবের উদয় হয়, তাহা তত্ত্ব বস্তুকে দেখাইতে পারে—সাত্ত্বিক প্রবৃত্তিও একদিন পরম নিবৃত্তিময় পরম ভাবকে দেখাইয়া দিয়া চিত্তের বৈসম্য দূর করিয়া নিবৃত্তিরূপ পরম শান্তি আনয়ন করে এবং পরম শান্ত পরমভাবেই স্থিতি লাভ করায়, এই জন্য ভগবান ভয়ের অভাব, চিত্তপ্রসন্নতা, আত্মজ্ঞান লাভে নিষ্ঠা, উপযুক্ত দেশকাল পাত্র বিবেচনায় দান, ইন্দ্রিয়সংযম যজ্ঞ—ব্রহ্মযজ্ঞ প্রভৃতি স্বাধ্যায়, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্যকথন, অক্রোধন, (কেহ পীড়া প্রদান করিলেও) ত্যাগ, শান্তি (বিষয় বাসনা নিবৃত্তিরূপ), পরোক্ষ পরদোষ কীর্ত্তনরূপ খলতাশূন্যতা, সর্ব্বভূতে দয়া, লোভশূন্যতা, অক্রূরতা, কুক্রিয়ার প্রবৃত্তিতে লজ্জা, চাপল্যশূন্যতা, ব্যর্থক্রিয়া ত্যাগ, তেজঃ ক্ষমা ধৈর্য্য (সুখদুঃখে অবিচলিতভাব,) বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি, হিংসারাহিত্য ও আপনি অতিপূজ্য বলিয়া অভিমান ত্যাগ, এই সকলকে ভগবান দৈবী সম্পদ বলিয়াছেন। ধর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তিরূপ ভেদ-জ্ঞানহীনতা সুতরাং শৌচাচার ও সত্যহীনতা, বেদবিধি ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পরমেশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস স্ত্রীপুরুষের সম্ভোগ কামনা হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস। ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হওয়ার জন্য কাল্পনিক ধর্ম্মাড়ম্বর, বলগর্ব্ব, নিজে অতি পূজনীয় বলিয়া অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অবিবেক এইরূপ প্রবৃত্তিই আসুরী সম্পদ, এই

রূপ আসুর প্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তি জগতের ক্ষয়ের জন্য উদ্ভূত হয়। উহারা দম্ভ কামনা আশ্রয় করিয়া দম্ভ অভিমান ও গর্ব্বযুক্ত হইয়া অকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং বাসনার বশীভূত হইয়া নরকে পতিত হয়। ইত্যাদিরূপে বিস্তৃতভাবে ভগবান সম্পদের বিষয় ও তাহার ফল বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা মোক্ষার্থী, তাঁহারা সম্পদযুক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন এবং দৈবী সম্পদ সঞ্চয় করিয়া পরিণামে লাভ করেন। এই অধ্যায়ের অন্যান্য শ্লোক সম্বন্ধে বিশেষ বলিবার প্রয়োজন শ্লোকগুলি পাঠ করিলেই পাঠক, এই প্রকৃতি ভেদ ও তাহার ফল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্দ্রচন্দ্র দে

বঙ্গভাষা।

জননী গো, বঙ্গভাষা, দুখিনী আমার!
মুছ মা নয়ন-ধারা ;— হের পূর্ব্বাশার
তরুণ অরুণালোকে উজল গগন,
পোহাইল দুঃখ-নিশা! গৌরব তপন
উদিল অম্বরে মাগো, দিগন্ত বিস্তারি'
তোমার মহিমা ভাতি! মুছ' নেত্রবারি?
মেলিয়াছে মুগ্ধ আঁখি তোমার সন্তান
এতদিন পরে, তব বন্দনার গান
কণ্ঠে কণ্ঠে নিনাদিত! নির্ম্মল পুলকে
মহার্হ মুকুটে আনি' তোমার মস্তকে
ধরিয়াছে! আজি তুমি ধন্য বঙ্গবাণী!
ভিখারিণী নহ মাগো, আজি রাজরাণী।
বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আজি তোমার আসন
সুগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। তব পুত্রগণ—

দেশ দেশান্তর হ'তে আহরি' রতন
সযতনে অঙ্গ তব করে সুশোভন।
বিষয় বৈভবে তুমি নহ কাঙ্গালিনী—
দেবভাষা-সুতে, দেবি, গৌরবশালিনী!
তব পুণ্য কথা ক'য়ে, গাহি তব গান
মোদের গৌরবর-রবি, তোমারি সন্তান।
কবিত্বে কল্পনা-বলে লভিলা অপার
পরিপূর্ণ সাধনার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার!
চাহিনা সম্পদ, মাগো! বিভব বিলাস
তুচ্ছ করি!—পাই প্রাণে পরম উল্লাস,
তোমার চরণ সেবি'। অকূল পাথার
অসীম দারিদ্র্য-দুঃখ ঘেরি চারি ধার,
করুক্ তাণ্ডব নৃত্য! উপেক্ষি সবায়,
ধ্যান যোগে মিলিব ও চরণ ছায়ায়!!

শ্রীগোপালচন্দ্র দেববর্ম্মা।

সমালোচনা।

বিক্রমপুর। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত মাসিক পত্র। বার্ষিক মূল্য, সডাক ২৷৵০। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। প্রতি সংখ্যায় ডিমাই ৮ পেজী, ছয় ফর্ম্মা থাকে। ঢাকা ৪৪।১নং নারিন্দা হইতে প্রতিমাসের প্রথমে প্রকাশিত হয়।

'বিক্রমপুর' চতুর্থ বর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা দ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছি। উভয় সংখ্যায়ই কয়েকটী গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ পড়িয়া সুখী হইলাম। প্রথম সংখ্যায় শ্রীকুলচন্দ্র দে রচিত 'বাঙ্গাল মুবিধ্যি নয়' কবিতাটী বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। 'হৃদয়-বাণী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে যে ওজস্বিতা আছে, তাহা দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীচিন্তাহরণ ঘটক লিখিত 'ধনা' প্রবন্ধটী বিশেষভাবে প্রণীধানযোগ্য এবং শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'স্ত্রী-শিক্ষা' প্রবন্ধে যথেষ্ট চিন্তাশীলতা রহিয়াছে। এই পত্রের পরিচালন ভার যোগ্যব্যক্তির হাতেই ন্যস্ত হইয়াছে। আশা করি দিন দিন ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

নব্যন্যায়। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত ও প্রকাশিত ব্যাপ্তিপঞ্চক (মাথুরীটীকাসহ) বঙ্গানুবাদ অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। পঁচিশ বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় ভাষাপরিচ্ছেদ সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সমেত কতকাংশ বঙ্গানুবাদ করেন। তাহার প্রায় একাদশ বর্ষ পরে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী

এম্-এ মহাশয় সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সমেত সম্পূর্ণ ভাষাপরিচ্ছেদের বঙ্গানুবাদক গ্রন্থ অবগাহনদুর্ব্বোধ ন্যায়শাস্ত্রে অল্পবিদ্য ব্যক্তিগণের প্রবেশ পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। ধারণা ছিল যে, ন্যায়শাস্ত্রের বাঙ্গলা অনুবাদ হইতে পারে না, এ ধারণা নিতান্ত অযৌক্তিক। কিন্তু, কায়স্থকুলদীপক ঘোষ মহাশয় এইরূপ কঠোর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া একদিকে স্বকীয় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি বঙ্গভাষা জননীর মণিহারে সজ্জিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। যদিও অনধীত ন্যায়শাস্ত্র-ব্যক্তির পক্ষে ভাষানুবাদ সুখপাঠ্যতম ব্যাপ্তিবাদের তাৎপর্য্য সম্যক উপলব্ধি করাইতে অসমর্থ, তথাপি শব্দ বিরহিত বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে ইহা অক্ষয় ও অলৌকিক সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত সমাদৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থখানি স্বনামখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয়ের উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট ইনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, মৌখিক উপদেশসমূহ যথাযথ লিপিবদ্ধ করত এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন। মহাশয় স্বকীয় গৌরবের আশা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিনয় ও কৃতজ্ঞতার আপনাকে সম্যক্ অবনত করিয়া পাঠকগণের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন।

গাঙ্গেশের আবির্ভাব কাল নিরূপণ করিতে গিয়া ইনি যেরূপ ঐতিহাসিকতার দিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান কালের তত্ত্বতত্ত্ব সুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই অনুকরণীয়,ইহা অযুক্তি গ্রন্থখানি সর্ব্বতোভাবে প্রশংসা যোগ্য হইলেও "মক্ষিকাব্রণমিচ্ছন্তি" রীতি অবলম্বন বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, কোন কোনস্থলে অনুবাদ কেবল সংস্কৃতের অনুস্বার, বিসর্গটী যথাযথ রক্ষা করেকটী রাখা হইয়াছে, সুতরাং যিনি ব্যাপ্তিপঞ্চক গ্রন্থ কখন অধ্যয়ন করে তাঁহার পক্ষে তদ্গ্রন্থ বিষয়ক জ্ঞানলাভের জন্য এই অনুবাদ কতদূর সাহায্যকারী হইবে অনুমান করা সুকঠিন। পক্ষান্তরে ঘোষ মহাশয়কে ইহার জন্য কোনরূপ দোষে দোষী প্রয়াসী নহে, কারণ তিনি এই কঠোরতম ন্যায়দর্শন বুঝাইবার জন্য যতদূর সম্ভবপর রীতি ও ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। যতদিন না ইহা অপেক্ষা সরল ভাষানুবাদ হয়, ততদিন এই গ্রন্থই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণ করিয়া থাকিবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

গ্রন্থখানি রয়াল ৮ পেজী, ৬০ ফর্ম্মা এবং ভূমিকা ১৩ ফর্ম্মা মোট ৬০৪ পৃষ্ঠা। আর্ট্স কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা ; কাপড়ে বাঁধা মূল্য ৫ পাঁচ টাকা মাত্র। ৩নং আরপুলি লেন, গ্রন্থকারের নিকট, কিম্বা ২৮।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, লোটাস্ লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীবাৎস্য চরিত্রম্। শ্রীজগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ প্রণীতম্। চট্টগ্রাম ১ ডিমাই ১৮ পেজী ভূমিকাদহ ১৯ফর্ম্মা (২১৬+১০=)

পণ্ডিত জগচ্চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সত্যানুসন্ধিৎসু, সাহিত্যিক এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিতে চিন্তাশীল সুলেখক। তিনি এই শ্রীবাৎস্য-চরিত্র রচনা করিয়া চট্টগ্রামের বৈদিক ব্রাহ্মণগণের প্রাচীন গৌরব সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। বৈদিক ব্যতীত অপরাপর ব্রাহ্মণ কায়স্থ-বৈদ্য-শূদ্রদিগের চট্টগ্রামে উপনিবেশ স্থাপনের বিবরণ ছেন। তিনি এই পুস্তক রচনায় যে প্রকার কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তদ্রূপ

গ্রন্থের একমাত্র আদিম ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ" প্রবন্ধে পণ্ডিত্যেরও যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তিনি কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন—

তেনৈব বিপ্রেণ মহাপ্রবাত্রা
ক্ষত্রো হি কায়স্থ-কুল-প্রদীপঃ।
গোবিন্দরাম গুহবংশজাতো
রুদ্রাভিধেয়শ্চ মহেশ চন্দ্রশ্চ"

এই গোবিন্দরাম গুহ ও মহেশচন্দ্র রুদ্র আদিশূরের ভট্টাচার্য্যসহ প্রথম চট্টলে গমন করেন। এবং ইহারাই ঐ দেশের প্রথম উপনিবেশ স্থাপক, ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ছনহরার প্রসিদ্ধ দত্ত ও সেন বংশের কীর্ত্তি কাহিনী ঘোষণা করিয়া জাতীয় ইতিবৃত্তের এক উজ্জ্বলতম অধ্যায় বিবৃত করিয়াছেন। গ্রন্থকার বাণী-বন্দনা, মঙ্গলাচরণ ও কারিকাংশ সংস্কৃতে রচনা করিয়া তাহার বৃত্তি ও বঙ্গানুবাদ দিয়াছেন, ইহাতে সুপাঠ্য হইয়াছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সভা সমিতি :—

যশোহর। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশনের পর গত ১১ই বৈশাখ সোমবার প্রাতে যশোহরে যে একটী স্থায়ী কায়স্থ-শাখা-সভার প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্য্যকরী-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

সভাপতি—(ই) শ্রীযুক্ত কুমার সতীশকণ্ঠ রায়বর্ম্মা।

সহঃ সভাপতি—(দ) অম্বিকাচরণ বসু, উকীল (দ) রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর, (ব) শ্রীযুক্ত লালবিহারী রায়, (বা) পরেশনাথ মজুমদার বি-এল্।

সম্পাদক—(দ) শ্রীযুক্ত কেশবলাল রায় চৌধুরী বি-এল, (দ) রাধিকাপ্রসাদ বসু এম্-এ, বিএল্।

সহঃ সম্পাদক—(দ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু বি-এল্,(দ) শ্রীযুক্ত ভূধরকৃষ্ণ ঘোষ, (বাঘুটিয়া)।

ধনাধ্যক্ষ—(দ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র বি-এল্।

এতদ্ভিন্ন আরও ৩০ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কার্য্যকরী-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

যশোহর-কায়স্থ সভার কার্য্যকরী-সমিতির ১ম অধিবেশন ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ সাল স্থান চাঁচড়ার রাজকাছারী গৃহে হয়।

সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাপতিগণের মধ্যে সর্ব্বসম্মতিক্রমে (ব)
লালবিহারী রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর
রাধিকাপ্রসাদ বসু এম্-এ, বি-এল্, কেশবলাল রায় চৌধুরী, দ্বারিকানাথ রায়
ভূধরকৃষ্ণ ঘোষ, যোগেন্দ্রনাথ বসু বি-এল্, মহেন্দ্রনাথ সেন উকিল, যোগেন্দ্রনাথ
বি-এল্, অম্বিকাচরণ বসু উকিল প্রভৃতি মাননীয় মহোদয়গণকে লইয়া
অধিবেশন হয়। তাহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

প্রথম—প্রতি বৎসর যে কোন সময়ে অন্ততঃ একবার সভার সাধারণ অধি
হইবে।

দ্বিতীয়—কার্য্যকরী-সমিতির অধিবেশন প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার হইবে
অন্যূন ১০ জন সভ্য উপস্থিত থাকিলে সভাধিবেশন হইতে পারিবে।

তৃতীয়—বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার মূল উদ্দেশ্য সাধন জন্য এই সভা পরি
হইবে।

চতুর্থ—সভার কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নিয়মাবলী অবধারিত হইল। এবং
নির্ব্বাহক সমিতি নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে পারিবেন স্থির হইল

পঞ্চম—উপরোক্ত নিয়মাবলী মুদ্রিত করিয়া প্রত্যেক সভ্যের ও অন্যান্য
মহোদয়গণের নিকট পাঠাইয়া সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি জন্য এবং অর্থ সংগ্রহ করার
সভার উদ্দেশ্য প্রচার জন্য অনুরোধ করা হইবে, স্থির হইল।

ষষ্ঠ—শ্রীযুক্ত করুণাকুমার রায়, শিবপ্রসাদ বসু, (যশোহর) মণীন্দ্রনাথ
চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, কাশীপ্রসাদ মিত্র (নপাড়া), শচীন্দ্রচন্দ্র বি
কালিদাস মিত্র, লালগোপাল মজুমদার, শিশিরকুমার বসু মহোদয়গণকে সর্ব্বস
ক্রমে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা গেল।

সপ্তম—যশোহর জেলার কায়স্থবর্গের একটী তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে
হয়।

অষ্টম—এই জেলায় কায়স্থ-সমাজের বিবাহ ব্যয় লাঘবের চেষ্টা করা হইবে
তজ্জন্য বিবাহোপযুক্ত পাত্র পাত্রীর তালিকা প্রস্তুত করা হইবে স্থির হয়।

নবম—বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার নিয়মানুসারে এই সভার প্রবেশিকা ও
চাঁদা মোট ৬৲ টাকা প্রেরণ করা হয় এবং সম্পাদককে পত্র লেখা হয়।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা যায়।

বিগত ২৪শে বৈশাখ, বিক্রমপুর ভাটপাড়া গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী আটখানি
কায়স্থগণের একটি সম্মিলন হইয়াছিল। কবিরাজ বরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা

মহাশয়ের যত্নেই এ সভার অধিবেশন হয়। সভার স্থান ছিল ভাটপাড়ার স্বনামখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত কামাখ্যাকুমার দেব দেওয়ান মহাশয়ের বাটীতে। দ্বাদশটি গ্রাম লইয়া একটি কায়স্থ-সমাজ ও একটি কায়স্থ-সমিতি সংস্থাপন করিয়া ঐ সমিতিকে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার অন্তর্গত ঢাকা-সভার সংশ্লিষ্ট করাই সভার মন্তব্য স্থির হইল। এই দ্বাদশ গ্রামের কায়স্থদের সংখ্যা নির্ণয়ও হইবে। বলা বাহুল্য যে, সভা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সকলেই উপবীত গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিয়াছেন।

দান প্রাপ্তি :—

গত বার্ষিক অধিবেশনে যশোহরে চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে যাঁহাদের টাকা আদায় হইয়াছে, তাঁহাদের নাম ঠিকানা ও দেয় টাকার পরিমাণ :—

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মিত্র, সাং মিত্রশিঙ্গা (যশোহর) ১৲, ক্ষীরোদভূষণ পাল, সাং বড়বয়ড়া (নদীয়া) ১৲, উপেন্দ্রনাথ মজুমার, সাং ফতেপুর (যশোহর) ১৲, হরিভূষণ ঘোষ সাং নরেন্দ্রপুর (যশোহর) ১৲, *পঞ্চানন রায়, সাং রয়ড়াবাঘুটীয়া(যশোহর)৫৲, রাজেশ্বর মজুমদার, সাং পপহাটী (যশোহর) ১৲, হেমন্তকুমার বসু, সাং মুরুল্লাপুর (রবিশাল)১৲, বিভূভূষণ বিশ্বাস, সাং বায়সা(যশোহর) ১৲, সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, সাং কুমরিয়া (খুলনা)১৲, অবিনাশচন্দ্র নাগ, সাং আশুনিয়াপাড়া (যশোহর) ১৲, দ্বিজদাস বসু, সাং শ্রীধরপুর (যশোহর) ১৲, অমূল্যচরণ মল্লিক, সাং কাজিরপাড়া (যশোহর) ১৲, নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাং রাধানগর (যশোহর)১৲, হেমন্তকুমার রায়, সাং ঘাসিয়ারা (যশোহর)১৲, ভূপালচন্দ্র দেব সরকার, সাং শোলগাতিয়া (যশোহর)১৲,প্রসন্নকুমার রায়, সাং কারাপাড়া(খুলনা) ১৲, জ্ঞানদাচরণ মজুমদার, সাং জিয়াগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) ২৲, চন্দ্রমোহন মুন্সী, সাং খাঁপুর ১৲, উপেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৲,জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা, সাং বাঘুটিয়া (যশোহর) ১৲,বিজয়গোপাল সরকার, সাং দুধসর ১৲,অমৃতলাল ঘোষ, সাং শোভনা ২৲, রজনী কান্ত দত্তমজুমদার সাং ঢাকুরীয়া ১৲,অভয়চরণ বসু সাং গোবড়া ১৲,তারকনাথ সেন, সাং আড়াদহ১৲,মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, সাং ভেলানগর (কুমিল্লা) ১৲। জিতেন্দ্রনাথ দাস সাং মাগুরা ২৲, অক্ষয়কুমার ঘোষ, সাং বিদ্যানন্দকাটি ১৲, হীরালাল ঘোষ, সাং হাজিবর ১৲, রাধাবিনোদ ঘোষ, সাং ভারেঙ্গা ১৲, সীতানাথ ঘোষ সাং বিদ্যানন্দকাটি ১৲, ত্রৈলোক্যনাথ সরকার সাং কোণা ১৲, জয়গোপাল ধর ।০, ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ, সাং সাগরদাড়ী ১৲, প্রিয়নাথ রায়চৌধুরী, সাং বেবাগদী ১৲, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাং তৈলকুপি ১৲, ললিতমোহন রায় ১৲, শিবচন্দ্র বসু, সাং সুখপুকুরিয়া ১৲, কেশবলাল

* ইনি আরও ১০৲ + ইনি আরও ১০৲ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কাঃ পাঃ সঃ

বসু, সাং কায়েৎখালি ॥০, গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ (বন্ধুচতুষ্টয়সহ) সাং মতিহারি
সুরেন্দ্রলাল মিত্র উকিল ১৲, রজনীকুমার ঘোষ ১৲, হৃদয়নাথ মজুমদার, সাং
১৲, পরেশনাথ মিত্র, সাং গুয়াতলি ১৲, শরৎকুমার বসু ১৲, ভূধরকৃষ্ণ ঘোষ,
বাঘুটিয়া ১৲*সুবলচন্দ্র ঘোষ,সাং জঙ্গল বাঁধাল ১৲,বেণীমাধব সরকার,সাং নাটোর
সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, সাং নপাড়া, (যশোহর) ১৲, প্রসন্নকুমার দাস, সাং পুরু
১৲, অবিনাশচন্দ্র বসু, সাং রাজাপুর ১৲, সন্তোশকুমার রায়চৌধুরী, সাং ওল
(ফরিদপুর) ২৲, দেবেন্দ্রনাথ বসু, সাং ভাণ্ডারপুর ২৲, গোপালচন্দ্র ঘোষ, সাং মা
খালি ২৲, আনন্দময় চৌধুরী ১৲,কাঞ্চনলাল বসুবর্ম্মা ১৲, সত্যগোপাল মজুমদার
গাদগাছী ১৲,ললিতমোহন রায়,সাং খড়িঞ্চিত ১৲,কিরণচন্দ্র বসু,উকিল (যশোহর)
পি,এন্, দত্ত ব্যারিষ্টার ১৲,হৃদয়নাথ বসু ১৲,যজ্ঞেশ্বর বসু সাংব্রাহ্মণপাড়া(মাগুরা)
চুণিলাল বসু,সাং শিঙ্গে ১৲,তারকনাথ সরকার ১০১৲ভুবনমোহন মিত্র,(যশোহর)
অঘোরকুমার পালচৌধুরী২৲,উপেন্দ্রনাথ বসু,সাং জঙ্গলবান্ধাল ১৲,সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌ
১৲,অমৃতলাল দে ১৲,তিনজন ভদ্রলোক৩৲,উপেন্দ্রচন্দ্র বসু১৲,গোপালচন্দ্র কবি
১৲,রমেশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা ১৲, গোপালচন্দ্র ঘোষ, সাং ষোলখাদা ১৲, জয়পাড়ার ৩
ভদ্রলোক ৩৲ কালিপদ ঘোষ, সাং যদুবয়রা ১৲, রজনীকান্ত দত্ত, সাং ফুলবদিনা
আনন্দপ্রসাদ মিত্র,সাং শ্রীপুর ১৲,কুলচন্দ্র দত্ত,সাং বগিয়া ॥০, নলিনীকান্ত পাল
যজ্ঞেশ্বর বসু ১৲, অমৃতলাল ঘোষ ১৲,দীননাথ বসু রায়চৌধুরী ১৲ মোট ১৯৯।০
গত আদায়— ৭৯৲ টাকার প্রতিশ্রুত পাওয়া গিয়াছে। যশোহরের রেকর্ডকি
৫০৲ এবং বাঘুটিয়ার সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ৫৲এবং অপর কয়েকজন দুই টাকা এক
প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অবিলম্বে তাঁহারা স্ব স্ব প্রতিশ্রুতির টাকা পাঠাইয়া
ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

প্রচার ঃ—

প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্ম মহাশয় গত ১৮ই বৈশাখ সোমবার
৭টার সময় উজিপুর, কলোড়া প্রভৃতি অঞ্চলের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কায়স্থ লইয়া
সভার অনুষ্ঠান করেন। সভায় সমবেত শতাধিক সভ্য মধ্যে অনুমান ৩০জন
পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা সকলে একবাক্যে কায়স্থকে শূদ্র ব্যতীত অন্য বর্ণ
করিতে অস্বীকার করিলে, রাত্রি ৭॥টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত বেদ স্মৃতি পুরা
প্রভৃতি হইতে প্রমাণাবলী দেখাইয়া কায়স্থের দ্বিজত্ব প্রতিপাদন ও উপনয়ন
আবশ্যকতা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রযুক্তিতে সন্তুষ্ট

* হরি আরও ৫৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কাঃ পঃ সঃ

স্ব স্ব শিষ্য যজমানগণকে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করিতে স্বীকার করিয়াছেন। সভার ৫০ জন কায়স্থ-সন্তান ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে বৈদিকী সাবিত্রী দীক্ষা গ্রহণ করিতে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়া স্ব স্ব নাম লিখাইয়া দিয়াছেন। আশা করা যায় ১০।১৫ দিনের মধ্যে উজিরপুর, কলোড়া এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের কায়স্থ-বৃন্দ অচিরাৎ উপনয়ন সংস্কারে সুশোভিত হইয়া কায়স্থের মুখোজ্জ্বল করিবেন। কায়স্থ সভার অন্যান্য মন্তব্যগুলিও এই সভায় গৃহীত হয়, এই সভায় আর একটী বিশেষত্ব যে বালক ও যুবক দ্বারা এই সভা গঠিত হয় নাই—স্থানীয় বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ কায়স্থ মহোদয়গণ উপনয়ন গ্রহণ করিতে স্বীকার পূর্ব্বক স্বেচ্ছায় স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করাইয়া দিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন।

উপনয়ন ঃ—

১৮ই বৈশাখ, ১৩২৩। নড়ালের প্রসিদ্ধ উকিল কায়স্থকুলগৌরব শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ মিত্র মহোদয়ের বাটীর কেন্দ্র। দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ঘোষ ও সরোজবিহারী ঘোষ,সাং ভদ্রবিলা (যশোহর),কৃষ্ণপদ ঘোষ,সাং কুমিরা(খুলনা),রমানাথ রক্ষিত, সাং হাটবাড়িয়া (যশোহর) ভবেন্দ্রনাথ মিত্র সাংকলোড়া (যশোহর) অশ্বিনীকুমার ঘোষ ডহরনগর (ফরিদপুর) তারাপ্রসাদ মিত্র জামালপুর (যশোহর) সতীশচন্দ্র মিত্র শিঙ্গাসোলপুর (যশোহর) এই আটজন মাণবকের সংস্কারের ব্যয় ধাধিকাবাবু এবং তাঁহার অপর ৪ জন বন্ধু দিয়াছেন।

২১শে বৈশাখ,১৩২৩। উজিরপুর,শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। রজনীবাবু স্বয়ং এবং ইন্দুভূষণ রায়চৌধুরী, সাং উজিরপুর, দেবেন্দ্রনাথ বসু, সাং বাঁশগাঁ, ধীরেন্দ্রনাথ রায়, বিজয়েন্দ্রনাথ রায় ও বিজয়কৃষ্ণ বসু সাং উজিরপুর, ইহারা উপবীতী হইয়াছেন। ছয়জনই দক্ষিণরাঢ়ীয়।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত স্বর্গীয় রাজা সূর্য্যকুমার গুহরায় মহাশয়ের লক্ষ্মীকোল রাজবাটীর কেন্দ্র। শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষদস্তিদার একজিকিউটর লক্ষ্মীকোল রাজষ্টেট) সাং গাভা, জেলা বরিশাল, উমাকান্ত মজুমদার ও মহিমাচন্দ্র মজুমদার (গভর্ণমেণ্ট পেন্সেনার) সাং ভবদীয়া, সুরেশচন্দ্র মজুমদার,রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভূপেশচন্দ্র মজুমদার, ললিতমোহন বসু, যতীন্দ্রমোহন বসু, বীরেন্দ্রমোহন বসু, কুশলচন্দ্র গুহসরকার, অক্ষয়কুমার গুহসরকার,ভবেশচন্দ্র গুহ সরকার, প্রিয়নাথ গুহসরকার, সুরেন্দ্রনাথ গুহসরকার, জগবন্ধু গুহসরকার, সাং ভবদীয়া, প্রমথভূষণ অধিকারী, সাং রামনগর, রজনীকান্ত বসু,সাং শাইলকাঠী, হারাণচন্দ্র ঘোষ, সাং বেড়াডাঙ্গা, সতীশচন্দ্র মজুমদার, পঞ্চানন ব্রহ্ম, বঙ্কবিহারী সরকার, ভুবনমোহন সরকার, সাং পাকুড়িয়া, (লক্ষ্মীকোল) চন্দ্রনাথ কর, যাদবচন্দ্র সরকার, গিরিশচন্দ্র সরকার, সাং বিনোদপুর, রামগোপাল রাহুত, সাং লক্ষ্মীকোল, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাং জয়পুরহাট (রংপুর)। এই ১৭জন বঙ্গজ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হন।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩। রাজসাহী শ্রীযুক্ত কালীমোহন চৌধুরী মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। (ব) শ্রীযুক্ত শশিকুমার বসু, এঃ মাষ্টার রাজসাহী, কলেজিয়েট স্কুল, কালীমোহন চৌধুরী, সাং ঘোড়মারা রাজসাহী, কুমারজিৎ চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী,

ব্রজগোপাল মজুমদার, আনন্দগোপাল মকুমদার বিক্রমপুর রাউৎভোগ। এই
যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হন।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩। জেলা ফরিদপুর বান্ধব-দৌলতপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত
নাথ দেববর্ম্ম মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। সানেরপাট সাকিনের—শ্রীযুক্ত প্যা
ঘোষ, যোগেশচন্দ্র দাস, রাজেন্দ্রনাথ দাস, সতীশচন্দ্র দাস, পুলিনবিহারী
নিরঞ্জন দাস।

গন্ধর্ব্বদী সাকিনের—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্ত, মণীন্দ্রমোহন দাস, মণিমোহন
রমেশচন্দ্র দাস, প্রিয়লাল দাস, বিধুভূষণ দাস, রামেশ্বর দাস, মাখনলাল দাস।

নগর সাকিনের—শ্রীযুক্ত রসিকলাল দাস, বাঁশীচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ
অন্নদাচরণ দাস, নিশিকান্ত সরকার, ইন্দুভূষণ সরকার, হেরম্বলাল দাস, রাজ
পাল, উপেন্দ্রনাথ দাস, প্যারীমোহন সরকার, কালীকুমার দত্ত, মহেশচন্দ্র
হরিচরণ দে সরকার, শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীশচন্দ্র সরকার, নেপালচন্দ্র দাস,
দাস।

হুজুরী সাকিনের শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন দত্ত, মাখনলাল দাস, অমূল্যচন্দ্র দাস,
মোহন দাস, অশ্বিনীকুমার চন্দ্র, ললিতমোহন সিংহ, বিপিনচন্দ্র দাস, সতীশচ
প্রিয়লাল চন্দ্র, শরচ্চন্দ্র দাস, আশুতোষ দাস, মুকুন্দমুরারী দে, পূর্ণচন্দ্র দাস,
দত্ত, যামিনীকান্ত দাস, রাসবিহারী দাস, নিশিকান্ত চন্দ্র, প্যারীমোহন
যোগেন্দ্রমোহন দাস, অমৃতলাল দাস, কেদারনাথ দাস, গোপালচন্দ্র দাস।

ইশিবপুর সাকিনের—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষ, রজনীকান্ত মিত্র, সুরে
বসু, সুশীলচন্দ্র ঘোষ, অমূল্যচন্দ্র মিত্র, বিনোদভূষণ বসু, কল্যাণচন্দ্র ঘোষ, গগ
মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ দাস, মোহিনীমোহন বসু, হরবিলাস দে, মণীন্দ্রমোহন বসু,
চন্দ্র দাস, ভুবনমোহন কর, বিশ্বেশ্বর দাস, নিশিকান্ত দাস, সতীশচন্দ্র দাস,
গুহ, সুরেন্দ্রমোহন দে, সত্যচরণ সিংহ, নগেন্দ্রনাথ দাস, ধীরেন্দ্রনাথ দাস,
চন্দ্র ঘোষ, মনোমোহন দাস, ভূপেন্দ্রচন্দ্র দাস, নলিনাক্ষ ঘোষ, মুকুন্দলাল বসু,
নাথ দাস, বিনোদবিহারী দাস, প্রভাতচন্দ্র দাস, সুকুমার দাস, কালীপ্রসন্ন দাস,
মোহন দাস, বলরাম দাস, গঙ্গাচরণ দাস, অক্ষয়কুমার কর, হরলাল দাস, কামিনী
বিশ্বাস, গোপালচন্দ্র বিশ্বাস, প্রফুল্লচন্দ্র বসু, মনমোহন বসু, সীতানা
শরচ্চন্দ্র দে।

দৌলতপুর সাকিনের—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত, সুরেশচন্দ্র দাস, হরিশ
বিভূতিভূষণ দত্ত, শ্রীশচন্দ্র দাস, উমেশচন্দ্র দে, হরকুমার দত্ত।

ঘাটমাঝি সাকিনের—শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত দাস, মোহিনীমোহন দাস,
দাস, হেমচন্দ্র ঘোষ, চণ্ডীচরণ দাস, বিধুভূষণ দে, রাধাকান্ত দাস, রোহিণী
নলিমোহন দাস, যামিনীকান্ত দাস, ভুবনমোহন দাস, নিবারণচন্দ্র দে।

হবিগঞ্জ সাকিনের—শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ ঘোষ, সুরেশচন্দ্র ঘোষ, প্রফুল্লকু
বাণীকান্ত ঘোষ, আশুতোষ বসু, উপেন্দ্রনাথ দত্ত, কেদারেশ্বর কর, যতীন্দ্র

হরেন্দ্রলাল কর, যোগেন্দ্রকুমার গুহ, বিনোদবিহারী কর, মধুসূদন গুহ, নকুলেশ্বর গুহ, জানকীভূষণ গুহ, গগনচন্দ্র গুহ, কুমুদরঞ্জন গুহ।

দিঘলপাড়া সাকিনের—শ্রীযুক্ত মনোমোহন দত্ত।

কেন্দুয়া সাকিনের—শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন গুহরায়, নীরদরঞ্জন বসু মজুমদার।

ত্রয়োজ সাকিনের—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ইন্দ্র, নলিনমোহন দে, পূর্ণচন্দ্র দাস, বিনোদবিহারী ভৌমিক, মণীন্দ্রচন্দ্র দাস (ক), মণীন্দ্রচন্দ্র দাস (খ), পূর্ণচন্দ্র দে, রামচন্দ্র ভৌমিক, মোহিনীমোহন দে, মতিলাল ইন্দ্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস, বাণীকান্ত দে, মাখনলাল দাস, মহাতপচন্দ্র দত্ত, প্রকাশচন্দ্র দাস, সুশীলচন্দ্র দাস।

দারাদিয়া সাকিনের—শ্রীযুক্ত হরকুমার সিংহ, জ্ঞানেন্দ্রলাল সিংহ, রাজেন্দ্রচন্দ্র দাস, দেবেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীশচন্দ্র সিংহ, ললিতমোহন দাস, যামিনীকান্ত সিংহ, নরেন্দ্রনাথ সিংহ, নিশিকান্ত সিংহ, যজ্ঞেশ্বর সিংহ, প্রফুল্লমোহন দাস।

শাঁখারপার সাকিনের—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রমোহন নাগ, বিনোদবিহারী পাল মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ পাল মজুমদার, অবিনাশচন্দ্র দে, শশধর পাল মজুমদার, ফণীন্দ্রমোহন পাল মজুমদার, কালীভূষণ দত্ত, রামগতি দাস, ফণীভূষণ ঘোষ, যামিনীকান্ত রাহুত, বিধুভূষণ দত্ত, সুরেন্দ্রমোহন পাল, মহেন্দ্রলাল রাহুত, রাজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল ঘোষ, রসিকলাল ঘোষ।

পিয়ারপুর সাকিনের—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মিত্র।

কোটাপাড়া সাকিনের—শ্রীযুক্ত প্রাণকুমার ঘোষ।

খাটাপাড়া সাকিনের—শ্রীযুক্ত বিহারীলাল নন্দী, গঙ্গাচরণ নন্দী, জিতেন্দ্রমোহন নন্দী।

চণ্ডীদাসদি সাকিনের—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস।

সত্যবতী সাকিনের—শ্রীযুক্ত রাজকুমার কর।

শ্রীরামপুর সাকিনের—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ধর।

দিঘলিয়া-কাসীমপুর সাকিনের—শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বিশ্বাস।

পাঁচচর সাকিনের—শ্রীযুক্ত হীরালাল দেব।

কাসিমপুর সাকিনের—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস।

লক্ষ্মণকাটি (বরিশাল) সাকিনের—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

মোচনা সাকিনের—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ।

হাতিয়া সাকিনের—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন গুহ।

সরমঙ্গল সাকিনের—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত দাস।

সরিফাবাদ সাকিনের—শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার ঘোষ। এই ১৯৩ জন বঙ্গজ যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া পৈতা গ্রহণ করিয়াছেন।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩। যশোহর কলোড়ার পূর্ব্বতন গোষ্ঠীপতিবংশীয় শ্রীযুক্ত লাল মিত্র ইন্দুভূষণ মিত্র (মোক্তার) ও শশিভূষণ দাস উজীরপুরের অতুলকৃষ্ণ ও প্রসন্নকুমার ঘোষ, নড়াইলের প্রসিদ্ধ উকীল রাধিকাচরণ মিত্র, নগেন্দ্রনাথ কুঞ্জবিহারী বসু, অমৃতবাজার নিবাসী আশুনাথ ঘোষ, চারুচন্দ্র কর, ননীগোপাল মন্মথনাথ মিত্র, লক্ষ্মীকান্ত মিত্র, পঞ্চানন বিশ্বাস, তড়িৎকান্তি বিশ্বাস, নরেন্দ্র বিশ্বাস, সরযূনাথ চন্দ্র, নাটুগোপাল চন্দ্র অবিনাশচন্দ্র ঘোষ প্রফুল্লকুমার মজুমদার শৈলেন্দ্রকুমার মজুমদার ও প্রমথনাথ বসু, বিরজাপ্রসন্ন সেন, শরচ্চন্দ্র কর ও অমৃত রতন মিত্র এই ১৬ জন দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত হইয়াছেন।

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩। কায়স্থ-সভার কেন্দ্র, (দ) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, (দ) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু পাণিঘাটা (যশোহর) (বা) শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস ধূপহল (রাজসাহী) যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীতী হন।

প্রেরিত পত্র ঃ—

মাননীয় কায়স্থ-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নমস্কার নিবেদন এই—

বিগত ২৪শে বৈশাখ ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কুইনাগ্রামে একটী কায়স্থ-সভার অধিবেশন হয়,—ঐ স্থানের সমুদয় কায়স্থগণই সভায় উপস্থিত থাকেন। স্থানীয় অধিবাসীগণের কায়স্থের উপনয়নের বিরুদ্ধ মত থাকায় আমি বৈকালবেলা ৪টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত নানাশাস্ত্রীয় যুক্তিতর্ক দ্বারা ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করায় প্রায় অধিকাংশ কায়স্থই সানন্দচিত্তে উপনয়ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন কেবল ২।৩ জন কায়স্থের মত বিরুদ্ধ থাকে। তাঁহাদের যুক্তি অতি অসার শাস্ত্র সম্মত বিচারে, তাঁহাদের ইচ্ছা নাই এবং শাস্ত্রও তাঁহারা মানেন না—আর দেব-দেবী,তাঁহাদের উৎকট বুদ্ধিতে ভক্তি লাভের পাত্র নহেন, এ হেন নাস্তিকবাদী সমর্থনকারী যে যথেচ্ছপরায়ণ হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? কিন্তু স্থানীয় কায়স্থ তাঁহাদের পক্বকেশ ও একটু ইংরাজী বিদ্যার সমাদর করেন বলিয়াই তাঁহারা বিরুদ্ধ পোষণ করিতে সমর্থ। যাহোক তাঁহাদের অসার চার্ব্বাক সদৃশ মত সমস্ত খণ্ডন হইয়া নিজেদের পাণ্ডিত্যাভিমান বজায় রাখিয়া স্বজাতির বিরুদ্ধাচরণে প্রস্তুত হইলেন। দেবযজ্ঞে দানবের অত্যাচর অবশ্যম্ভাবী এক্ষেত্রেও তাহার বৈলক্ষণ্য হইবে কেন তাই যখন ঐ স্থানের কতিপয় কায়স্থ সন্তান উপনীত হইতে কৃতসংকল্প হইলেন, স্বজাতি দ্রোহীর পৈশাচিক বৃত্তির স্ফুরণ হইল; যখন তাহাতেও কিছু হইল তখন মারীচের স্বর্ণ মৃগরূপ ধারণের ন্যায় স্বজাতিদ্রোহী স্বজাতিবৎসল হইলেন—মুখ মিষ্টি, কান্নাকাটি-অনুনয়-বিনয় করিয়া কায়স্থগণকে উপনয়ন গ্রহণে বিরত করি

চেষ্টা করিলেন, শেষে ছলছল্ চক্ষে টস্ টস্ জলে চক্ষুভারাক্রান্ত করিয়া যোড়পাণী হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনারা যদি একান্তই পৈতা লন, তবে অগত্যা এই বৃদ্ধ, পক্বকেশ, শিক্ষিত ব্যক্তি, আপনাদের স্বজাতি, স্বগৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া দেশত্যাগী হইবেন—যাঁহাকে আপনারা এ যাবৎ মানিয়া সম্মান করিয়া আসিয়াছেন, আজ এই বৃদ্ধ বয়সে যদি তাঁহাকে মর্ম্মাহত ও দেশত্যাগী করাই আপনাদের ইচ্ছা হয়, তাই করুণ" ইত্যাকার মায়াকান্না কাঁদিয়া রাক্ষস মারীচের ন্যায় নিজ উদ্দেশ্য কতকটা সফল করাইয়া লইলেন। হায় কায়স্থ! দেখুন্ আজ কায়স্থের কি শোচনীয় অধঃপতন্ যেজাতি ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষা করিবার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক সৃষ্ট—ধর্ম্ম ও সমাজের যত প্রকার ক্ষত আছে, সেই ক্ষত হইতে ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষা করিবার জন্য যাহাদের জন্ম, আজ তাঁহাদের বংশধর ধর্ম্মদ্রোহী—সমাজদ্রোহী হইয়া পিতৃপুরুষের দীপ্ত মুখমণ্ডল মসী-লিপ্ত করিতেও কুণ্ঠিত নহে। যাহোক উপনয়ন গ্রহণেচ্ছু ঐ স্থানীয় কায়স্থগণ অগত্যা বৃদ্ধের সম্মান রাখিয়া উপনয়ন গ্রহণে বিরত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা অচিরে যে ঐ স্থানে উপনয়ন কেন্দ্র করিয়া উপনীত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, এসম্বন্ধে ঐ স্থানীয় ২।৪ জন ব্যতীত প্রায় সকলেই ঐকমত্য হইয়াছেন। বিগত ৩০শে বৈশাখ তারিখে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উপনীত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু উপনয়নের পক্ষপাতীদলই বলেন "উপনয়ন আমরা লইবই আমরা বক্তৃতায় যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে আমাদের উপনীত হইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করিয়াছে? তবে বৃদ্ধের কাতরোক্তিতে দয়া প্রকাশ করা উচিত। এজন্য ৩০শে তারিখে উপনয়ন গ্রহণ না করিয়া আগামী অন্য কোন শুভদিনে নিশ্চয় উপনীত হইব; আশা করি স্বজাতি মহোদয়গণ নিজগুণে আমাদের ক্ষমা করিবেন।"

একদিকে যখন এই প্রকার দৈবাসুর সংগ্রাম হইতেছিল, অন্যদিকে অর্থাৎ ঐ পল্লীর অনতিদূর দৌলতপুরে এক মহাপ্রাণ স্বজাতি জাতীয় যজ্ঞের উদ্বোধনে আত্মহারা হইয়া, তাঁহার দৌলৎপুর বাসভবনে একটী জাতীয় মহাযজ্ঞের আয়োজন করিতেছিলেন। স্বজাতির কল্যাণ কামনায় মান অপমান দূরে ফেলিয়া—নিন্দাস্তুতিকেপদদলিত করিয়া নিজ অর্থ, সামর্থ্য, স্বজাতি-স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যয় করিয়া ধন্য ও কৃতপুণ্য হইয়াছেন; বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিবসে কর্ম্মবীর কেদারনাথের মহীয়সী কীর্ত্তি শূদ্রত্বাপবাদ-কালিমা-রাগ-রঞ্জিত-কায়স্থের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল আলোকে প্রজ্জ্বল করিয়া কায়স্থকে জাতীয় ক্ষত হইতে ত্রাণ পূর্ব্বক নিজ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহার এই জাতীয় যজ্ঞের পূর্ণাহুতিতে দেবলোকের দুন্দুভি নিনাদ—পিতৃলোকের আনন্দ নৃত্য—এবং মর্ত্তবাসী স্বজাতি সমষ্ঠির সুখ শান্তি এ মর লোকে যথার্থই তাঁহাকে অমর করিয়াছে! দুই জন নয়, দশজন নয় একশত তিরানব্বই জন স্বজাতি কায়স্থকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করা সকলের ভাগ্যে হয় না—যাঁহার ভাগ্যে এতাদৃশ ঘটনা সংযোগ হয়, তিনি মনুষ্যরূপে দেবতা ঃ—কেদারনাথের আর এক বিশেষত্ব এই, তিনি স্থানীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণকে এই যজ্ঞে ব্রতী করাইয়া এতদঞ্চলের কায়স্থগণের উপনয়ন গ্রহণের পথ প্রসার করিয়া দিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্য অত্যুজ্জ্বল রত্ন শ্রীযুক্ত কেদারবাবুর কীর্ত্তি যে স্বচক্ষে দর্শন না করিয়াছে, তাহাকে

ঝাইবার উপায় নাই, সপ্তাহ ধরিয়া স্বজাতিগণ এই উপলক্ষে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পে
প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। যজ্ঞ দিবসে আনুমানিক সহ
কি তাহারও বেশী হইতে পারে, নৃযজ্ঞে দূরদেশাগত) অভ্যাগতগণের পাথে
গৃহীতোপবীত প্রত্যেক কায়স্থকে নববস্ত্রাভরণ দান, ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ন
ও ভূতযজ্ঞের যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা ও সুসম্পন্ন করাইয়া – তাঁহার স্বজাতিপ্রীতি
অনুরক্তি ও মহাপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অপরাহ্ণে এক মহতী সভা
অধিবেশন হয়—তাহারও আয়োজন অপূর্ব্ব – সভামণ্ডপ লতা পুষ্প এবং নানা
বর্ণরঞ্জিত চন্দ্রাতপ ও পতকাপরিশোভিত হইয়াছিল। তোরণ দ্বারে মঙ্গল
কদলীবৃক্ষ ও দেবদারুপত্রে শোভিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্যামশোভা ধারণ করিয়াছি
তাহার উপরে উজ্জ্বল অক্ষরে "কায়স্থোপনয়ন কেন্দ্র" অতি মনোহর হইয়াছি
নানা দিক্‌দেশাগত কায়স্থগণের পদধুলিতে সভামণ্ডপ পবিত্র হইয়াছিল,
চিত্রাবলী ও ঝাড় লণ্ঠন এবং সভার ঋত্বিক প্রভৃতি পরিবেষ্টিত এই সভা দেখি
দেব-সভা বলিয়া ভ্রম হয়। পণ্ডিত মধুসূদন কাব্যরত্ন কায়স্থের মঙ্গল কামনা করি
আশীর্ব্বচন করেন, অক্লান্ত কর্ম্মী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বর্ম্মসরকার সভাপতির আস
গ্রহণ করিয়া সময়োপযোগী বক্তৃতা দ্বারা সকলকে চমৎকৃত করেন। শ্রদ্ধেয় শ্রী
শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, সুহৃদ্বর মাখনলাল ধর বর্ম্মা হৃদয় গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলে
স্বজাতি সেবক এ দীন হীন প্রচারক তিন ঘণ্টা কাল স্বজাতির গুণ কীর্ত্তন করি
ধন্য হইয়াছে। সভায়—(১) কায়স্থের উপনয়ন গ্রহণ – (২) উপনীত কায়
কর্ত্তব্য (৩) স্বজাতি বৎসল শ্রীযুক্ত কেদারবাবুকে "কায়স্থ কুলভাস্কর" আখ্যা
স্বজাতির উন্নতিকল্পে যে সমস্ত কায়স্থ প্রতিকুলাচরণ করে ও তাহারা স্বজাতি
মসী-লিপ্ত করে, তাহাদের সহিত সর্ব্ববিধ সামাজিক সংস্রব পরিত্যাগ, এই
চতুষ্টয় যথাক্রমে গৃহীত অনুমোদিত ও সমর্থিত হয়। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিত্র মহা
শেষ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র গুহরায় নেপথ্যে প্রতি
করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিবাদ ভোটাধিক্যে টেঁকে নাই, অগত্যা ৪র্থ প্রস্তা
ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়। এই সভ
এবং উপনয়ন ব্যাপারে যাহা কিছু ব্যয় হয়, তৎসমুদায় উক্ত কুলভাস্কর মহাশয় বহ
করিয়া যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা প্রত্যেক গ্রামের অর্থসম্পন্ন কায়স্থের অনুকরণী
ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘায়ু দান করিয়া কায়স্থের উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন, ইহাই
দেশীয় কায়স্থ-সভার পক্ষে আমি প্রার্থনা করি। এই যজ্ঞে দৌলৎপুর প্রমুখ ষড়বিংশতি
গ্রামের শিক্ষিত বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ কুলীন মৌলিক কায়স্থ মহোদয়গণ উপনয়ন গ্রহ
করিয়া ধন্য হইয়াছেন। আনুমানিক দুইশত স্বজাতির পিতৃশ্রাদ্ধ—দুইশত কা
বৈদিক মন্ত্রপূত যজ্ঞাহুতিতে কেদারবাবুর চণ্ডীমণ্ডপ মুখরিত হইয়া তাঁহার বাসভ
এক পবিত্র তীর্থ পীঠে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, তাই বলিতে ছি
এ ভাগ্য ভগবদকৃপা ব্যতীত হয় না। যে সমস্ত কুলীন কায়স্থগণকে তিনি পূ
নিজালয়ে অনুনয় বিনয় করিয়াও আনিতে পারিতেন না, আর ভগবৎকৃপায় সম
ভেদ জ্ঞান ভুলিয়া সকল শ্রেণীর কায়স্থ একসাথে রাজভোগে পরিতৃপ্ত হইয়াছে
এই মহৎ কার্য্যে তাঁহার অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে।

শ্রীসবলচন্দ্র অগ্নিহো

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

দশম অধিবেশন।

২৭শে চৈত্র, ১৩২২, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

৮৫নং গ্রেষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(দ) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মা। (সভাপতির আসনে)
(দ) " বসন্তকুমার সেনবর্ম্মা।
(দ) " বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা।
(ব) " উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রশাস্ত্রী।
(ব) " শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।
(দ) " নগেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী।
(ব) " মহেন্দ্রনাথ গুহবর্ম্মরায়।
(দ) " গোপালচন্দ্র দে।
(ব) " হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা।
(উ) " যোগেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা।
(ব) " মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মভাবসাগর।
(দ) " শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা। } (সম্পাদক)
(দ) " কিরণচন্দ্র দত্ত। }

সভাপতি রায় কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায়, রংপুরের উকিল অতুলকৃষ্ণ রায়বর্ম্মা ইহাঁরা অনিবার্য্য কারণে অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতি শ্রীযুক্ত সারদা-বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভারম্ভে গত মাসের **কার্য্যবিবরণী** পঠিত ও ফাল্গুন ও **চৈত্রমাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব** প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। অন্যতম উত্তররাঢ়ীয় সভ্য সুপ্রসিদ্ধ বাদিত্রবিদ্ দিনাজপুরের হরেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মরায় মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ তাঁহার অতীত জীবনের গুণাবলী আলোচনা করিয়া শোক প্রকাশ করিলেন। তৎপর স্থির হয়, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ বর্ম্মরায় মহাশয়কে সভার সমবেদনা জানাইয়া পত্র লিখা হউক এবং তাঁহাকে সভার সভ্য হইতে অনুরোধ করা হউক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভ্য মনোনীত হইলেন।

শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দেববর্ম্মা, সাং বান্ধবদৌলতপুর, ফরিদপুর জেলা।
" রাজেন্দ্রনাথ দাস, সাং দারাদিয়া, ঐ
এই দুইজনের প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা।

অতঃপর কর্ম্মাধ্যক্ষ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত নি
দ্র দত্ত মহাশয় সভায় এক কালীন একশত টাকা প্রদান করিয়াছেন, অতএ
াহাকে সভার আজীবন সভ্য করা হউক। সভাপতি মহাশয় বলিলেন, তাঁহাকে ধন্যব
য়া সভার নিয়মানুসারে আজীবন সভ্য করা হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহী
ইল।

তৃতীয় প্রস্তাব। বার্ষিক অধিবেশনের প্রস্তাবাবলী নির্দ্ধারণ।
র্ব্বসম্মতিতে গত বার্ষিক অধিবেশনে আলোচিত প্রস্তাবাবলীই আগামী মহাধিবেশ
আলোচনা করা হইবে স্থির হইল।

চতুর্থ প্রস্তাব। (ক) বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পঠন। সম্পাদক শরৎ
সন ১৩২২ সনের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিলে উপস্থিত সদস্যবর্গ তাহা কিঞ্চি
পরিবর্ত্তিত করিয়া আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন ও আগামী চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশ
উহা উপস্থিত করা স্থির হইল।

(খ) আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী নিয়োগের অনুরোধ। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখি
মহোদয়গণ সভাপতি, সহঃসভাপতি ও সম্পাদক এবং আয় ব্যয় পরীক্ষক নিযু
করিবার জন্য আগামী বার্ষিক অধিবেশনকে অনুরোধ করা হইল :—

সভাপতি :—
(উ) রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ বর্ম্মসিংহ বাহাদুর এম-এ বি-এল্, বাঁকীপুর।

সহঃ সভাপতি :—
(উ) কুমার সতীশকণ্ঠ রায়বর্ম্মা, সাং চাঁচড়া, যশোহর জেলা।
(দ) শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা এম-এ, সাং কলিকাতা।
(ব) রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র এম-এ কলিকাতা।
(বা) শ্রীযুক্ত

সম্পাদক :—
(দ) শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা বি-এল্।
(উ) " যোগেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা বি-এল্।

হিসাব পরীক্ষক :—
(দ) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেনবর্ম্মা, সাং কলিকাতা।
(বা) "

স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা।
শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা।
সম্পাদক

স্বাক্ষর
শ্রীবিনোদ বিহারী রা
সভাপতি
৩০।১।২৩

শ্রীজগৎগোপাল কর্ম্মী। কোন্নগর।
৭ই আষাঢ়, ১৩২

কায়স্থ-পত্রিকা।

আষাঢ়, ১৩২৩। } নবপর্য্যায় ৭ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।

জাতিভেদে শাস্ত্রের গূঢ় অভিসন্ধি।

প্রথম প্রস্তাব।

অধুনা জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ নিচয়ের কর্ত্তব্যতা মূলক ইতিহাস লইয়া হিন্দু-সমাজে তুমুল বাদানুবাদ চলিতেছে; বিভিন্ন মতের সংঘর্ষে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ে বিষম কল কোলাহলের সৃষ্টি হইয়াছে। অথচ এই জাতিভেদ হিন্দুধর্ম্মের মেরুদণ্ড স্বরূপ। এই বৈজ্ঞানিক যুগে মূলানুসন্ধান না করিয়া, স্ব স্ব মতবাদ ও সিদ্ধান্ত পরম্পরা অনায়াসে প্রচারিত হইতেছে, ইহা বস্তুতই বিস্ময়ের বিষয়। আমরা একারণ যতদূর সম্ভব, সূক্ষ্মানুসন্ধান করিয়া এ সকল বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়াসে এই সুবিস্তীর্ণ প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি। কৃতার্থতা বিষয়ে সুধীগণ বিচার করিবেন। আশা করি, এই আলোচনায় আমরা প্রসঙ্গতঃ বিবিধ জাতীয় সমস্যার সমাধান করিয়া অনেকের চিরানুগত ভ্রম নিরাসে সমর্থ হইব।

তীক্ষ্ণ মনীষা সম্পন্ন প্রাচীন আর্য্যর্ষিগণ জগদীশ্বর ব্যতীত, জগতের অন্তর্ভূত যাবতীয় পদার্থকে সপ্ত প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—

"দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকং।
সমবায় স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ॥"

(ভাষাপরিচ্ছেদ)

অর্থাৎ পদার্থ সাত প্রকার, যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, সমবায়, বি
অভাব।

তন্মধ্যে সামান্য পদার্থেরই নামান্তর 'জাতি'। জাতির লক্ষণ এই,—

'নিত্যা অনেক সমবেতা জাতিঃ।'

অর্থাৎ যে পদার্থ নিত্য ও অনেকে সমবেত, তাহার নাম জাতি।

তাৎপর্য্যার্থে জাতি শব্দে শ্রেণী বুঝায়। একবিধ একাধিক পদার্থকে
শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। আর এই দৃশ্যমান জগৎ একাধিক দ্রব্য ও
গুণাদির সমষ্টি। সুতরাং যাবৎ জগৎ বিনষ্ট না হইবে, তাবৎ জাতি ব
পদার্থ বিলুপ্ত হইবে না।

এই জাতি পদার্থ প্রথমতঃ দুই প্রকার। যথা :—'পরা' অর্থাৎ সাধার
এবং 'অপরা' অর্থাৎ বিশেষ জাতি।—

"ব্যাপকত্বাৎ পরাপিস্যাৎ।
ব্যাপ্যত্বাদপরাপি চ॥"

দ্রব্য পদার্থ ও গুণ পদার্থের ইতর বিশেষই বিভিন্ন শ্রেণী বা জাতি প
উৎপত্তির প্রতি কারণ। নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, দুইটী প
সমষ্টির গুণ একবিধ, তিনটি পরামাণু সমষ্টির গুণ অন্যবিধ। এই জন্য
সংখ্যক পরমাণু সমষ্টির জাতি আখ্যাও বিভিন্ন।

অপরন্তু সচেতন জীবগণের আহারের ইতর বিশেষ এবং ব্যবহার্য্য
তারতম্যে শারীরিক পরমাণু পুঞ্জের অন্যথাভাব অর্থাৎ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।
শারীর শাস্ত্রবিদ্‌গণেরও অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্ত। সুতরাং মনুষ্য মাত্রের শরীর যে
বা এক পরিমিত পরমাণুতে নির্ম্মিত, তাহা বলিবার উপায় নাই। অতএব
ভেদে' মানবজাতির শ্রেণী বিভাগ; বিজ্ঞান শাস্ত্রেরও অনুমোদিত হইয়াছে।

যেমন নীল পীতাদিবর্ণ এবং অম্ল মধুর প্রভৃতি গুণভেদে অচেতন দ্রব্য প
শ্রেণী ভেদে পরিণত হয়, তদ্রূপ সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় অর্থাৎ উৎ
প্রবৃত্ত্যাদি মানসিক গুণভেদেও সচেতন জীবগণের শ্রেণী বিভাগ একান্ত অপ
ফলতঃ সনাতন হিন্দুধর্ম্মে ঐরূপ কারণ ও যুক্তি অবলম্বন করিয়াই ব্রাহ্মণ
জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দুর মহামান্য শাস্ত্র গীতায় নির্দ্দিষ্ট আছে;—

"সত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥"

(ভগবদ্‌গীতোপনিষৎ)

হে মহাবাহো! (অর্জ্জুন), প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় অব্যয় স্বরূপ জীবাত্মাকে দেহ ধারণ করাইয়া, দেহী অর্থাৎ প্রাণী রূপে (সংসারে) আবদ্ধ করে।

অপিচ—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধি কর্ত্তারমব্যয়ম্॥"

(গীতা)

তত্র—সত্বগুণ প্রধানা ব্রাহ্মণাঃ, তেষাংশমদমাদীনি কার্য্যানি। সত্বমিশ্রিত রজোগুণপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াঃ, তেষাং শৌর্য্যযুদ্ধাদীনি কার্য্যানি। রজোমিশ্রিত তমোগুণপ্রধানাঃ বৈশ্যাঃ, তেষাং বাণিজ্যাদীনি কার্য্যানি। তমোগুণপ্রধানাঃ শূদ্রা স্তেষাং ত্রিবর্ণসেবা রূপাণি কার্য্যানি।

শমদম প্রভৃতি কার্য্য শাস্ত্রান্তরে বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে;—

"শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্॥"

(ভাগবত, ৭ম স্কন্ধ, একাদশাধ্যায়।)

শম (ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন ব্যতিরিক্ত অন্য বিষয় হইতে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ); দম (শ্রবণাদি ব্যতিরিক্ত বিষয় হইতে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সংযম); তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, আর্জ্জব (সরলতা), জ্ঞান (আত্মানাত্মবিবেক); দয়া, অচ্যুতাত্মত্ব (ভগবদ্ ভক্তি) ও সত্য বাক্য, এই একাদশটী ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

অন্যত্র—

"আকৃতি প্রকৃতি গ্রাহ্যা জাতিঃ কর্ম্মানুসারিণী।"

অর্থাৎ মানবগণের আকৃতি ও প্রকৃতি দ্বারাও জাতিভেদ সংসূচিত হইবে। জাতি পদার্থ আবার মনুষ্যের কর্ম্মানুসারিণী, অর্থাৎ মানবগণ আপন আপন পাপ পুণ্যাদি কার্য্যের ফল স্বরূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে উৎপন্ন হয়।

উল্লিখিত শাস্ত্র ব্যবস্থাতে আকৃতি ও প্রকৃতি ভেদে মনুষ্যের জাতিভেদ নিরূপিত হইয়াছে। জগতের প্রাকৃত ঘটনার সহিত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার সামঞ্জস্য আছে কি না, একবার তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলেই শাস্ত্র ব্যবস্থার একান্ত যুক্তি সিদ্ধতা প্রতিপন্ন হইবে।

ফলতঃ পূর্ব্ব লিখিত দার্শনিক সূত্র ও যুক্তি অবলম্বন করিয়া এই সকল শ
ব্যবস্থার বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে 'ব্রাহ্মণ' বা 'ক্ষত্রিয়' ইত্যাদি প্রত্যে
যখন একবিধ বহুসংখ্যক প্রাণীকে বুঝাইতেছে, তখন উহা যে শ্রেণী
শব্দের বাচ্য ; তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিতে পারে না।

জগতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সাধনের উপযোগী। একবিধ
দ্বারা সাধনীয় কার্য্য, অন্যবিধ পদার্থ দ্বারা সাধন করা যায় না। অতএব
ক্ষত্রিয়াদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মানব যখন ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ, তখন তাহাদে
দ্বারা—একবিধ কার্য্য সাধন বস্তুতঃ অস্বাভাবিক। এবং এইজন্যই বি
জাতি বিশেষের পক্ষে উল্লিখিত রূপ কর্ত্তব্যতার নির্দ্দেশ হইয়াছে।

মনুসংহিতা এ বিষয়ে অন্যবিধ কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।—

"লোকানান্তু প্রবৃদ্ধ্যর্থং মুখ বাহূরু পাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥"

(মনুসংহিতা)

অর্থাৎ বিধাতা জীবগণের বৃদ্ধি সাধন জন্য স্বীয় মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু
ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, এবং পদ হইতে শূদ্র জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন।

অপরন্তু—

"এক এব পুরাবেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ব বাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ॥"

(ভাগবত, ৯ম স্কন্ধ, ১৪শ অধ্যায়)

পূর্ব্বকালে একমাত্র বেদশাস্ত্র ছিল, সকল বাক্যের মূল স্বরূপ এক মা
ছিল, দেব সকলের মধ্যে নারায়ণ ছিলেন, অন্য কেহই ছিলেন না; (
অগ্নির মধ্যে) এক মাত্র অগ্নি ছিল; এবং (চারিবর্ণের মধ্যে) একমাত্র ব
জাতি ছিল।

এইক্ষণ পূর্ব্ব ব্যবস্থার সহিত এই প্রস্তাবের সামঞ্জস্য করিতে হইলে, ইহা
বোধ হয় যে, সৃষ্টিকাল অবধি ব্রহ্মার চারি অঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের
শাস্ত্রের কল্পনা বিশেষ। যথাক্রমে চারিজাতির উৎকর্ষ ও নিকর্ষ বুঝাইবার
উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট স্থান হইতে এইরূপ উৎপত্তি পরিকল্পিত হইয়াছে। এবং
মনুষ্যদিগের মানসিক গুণভেদের বিষয় স্পষ্টরূপে পরিজ্ঞাত না হইয়াছিল,
ব্রাহ্মণাদি শ্রেণী বিভাগ সম্পন্ন হয় নাই। তাই সেই আদিমকাল
মনু একমাত্র জাতির অস্তিত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কিন্তু হায়! কালচক্রের অনুল্লঙ্ঘনীয় আবর্ত্তনে, এই সকল শাস্ত্রের আদেশ ও তাৎপর্য্যের অববোধে আমরা ক্রমশঃ অসমর্থ হইয়া পড়িতেছি! আমাদিগের ধর্ম্ম—জ্ঞানবলের সে দিব্য জ্যোতিঃ দুর্দ্দিনের গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার আবিল মোহে পরিবৃত হইয়া আমরা শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ সকলই বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি। অপিচ মূলানুসন্ধান বিহীন হইয়া, বিশ্ব প্রকৃতির রহস্য রাজ্যে প্রবেশ পথ হারাইয়া, অযথা আত্ম কলহে ও অস্বাভাবিক কল্পনা জালে অভিভূত হইতেছি! এ জাতীয় দুর্দ্দিনে বিশ্ব-বিধাতার অমোঘ আশীর্ব্বাদ আমাদের শিরে বর্ষিত হউক!

"সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোপালচন্দ্র দেববর্ম্মবাচস্পতি।

বিদ্যানিধির "সম্বন্ধ নির্ণয়"।

ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারক শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের সন্তান কায়স্থগণকে স্ববর্ণোচিত ও লুপ্ত সংস্কার পুনর্গ্রহণ করিতে দেখিয়া, কোন কোন ব্যক্তি ঈর্ষাবশেই হউক বা অজ্ঞতা নিবন্ধনই হউক, কায়স্থদিগের সহিত তাঁহাদের পূর্ব্ব সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া কায়স্থগণের জাতীয় উন্নতির অযথা অন্তরায় উপস্থিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। এই সকল কায়স্থতত্ত্বানভিজ্ঞ বিদ্বেষীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। এই বিদ্বেষীগণের মধ্যে শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় অন্যতম। ইনি "ব্রাহ্মণপণ্ডিত" কি না জানিনা, তবে হাল আমলের বিদ্যালয়ে পণ্ডিতি করিতেন বটে। কতিপয় বৎসর অতীত হইল তিনি, তাঁহার রচিত "সম্বন্ধ-নির্ণয়" নামক পুস্তকে বঙ্গদেশীয় জাতি সমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করত প্রকাশিত করিয়াছেন। পুস্তকখানি প্রথম সংস্করণে যেরূপ ছিল, সংস্করণ আধিক্যের সহিত উহা ততই 'পত্র পুষ্প ফলাদি' দ্বারা পরিশোভিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। ইহাতে মৌলিকতা যত থাকুক আর না থাকুক শোনা কথা ও ধারকরা কথায় পূর্ণ। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পণ্ডিত মহাশয় পুস্তকখানিকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন;—

'সম্বন্ধ নির্ণয়' 'সম্বন্ধ নির্ণয়ের পরিশিষ্ট' ও 'সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্রোড় পত্র' ; ইহাই কি খণ্ডের শিরোনাম। কিন্তু ইহাতে আসল কাজে হস্তক্ষেপ না করিয়া অর্থাৎ জাতি বিচার করিতে হইলে যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করা প্রয়োজন সেদিকে আদৌ অগ্রসর হন নাই। তবে দুই চারিটী অসামঞ্জস, অর্থহীন, বিশ্বাসের অযোগ্য, প্রক্ষিপ্ত অথবা মনগড়া শ্লোকের অবতারণা করিয়া পুস্তক খানিকে বৃহদবয়ব সম্পন্ন করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় পুস্তক খানিতে কায়স্থ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন ও যে সকল শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন ; তৎসম্বন্ধে আমরা আমাদের বক্তব্য প্রতিবাদ ব্যপদেশে নিবেদন করিতেছি।

বিদ্যানিধি মহাশয় কায়স্থ জাতিকে শূদ্র প্রকরণ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া বলিতেছেন যে, "নানা মুনির নানা মত। তদনুসারে কেহ বলেন যে শূদ্রগণ ব্রহ্মার পাদদেশ (অধম অঙ্গ) হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই অন্য তিন বর্ণ হইতে নিকৃষ্ট জাতি। কেহ বলেন, ব্রাহ্মকল্পে জগৎ সমস্ত ব্রহ্মময় ছিল অর্থাৎ সকলেরই সাম্যভাব ছিল। উচ্চ নীচ জাতি ছিল না। সকলেই ব্রাহ্মণ। অবলম্বিত কর্ম্মের গৌরব ও লাঘব এবং স্বীয় প্রাকৃতিক গুণের একের আধিক্য হেতু অপর গুণত্রয়ের অপ্রকাশ নিবন্ধন উচ্চ ও নীচ বৃত্তি জন্মে। তদনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই জাতি চতুষ্টয়ের বিভাগ হয়। ব্রহ্মার অধমাঙ্গ হইতে উৎপত্তি নিবন্ধন জাতিগত নিকৃষ্টতা ঘটে নাই। গুণত্রয়ের একের প্রভাব অপরের আবির্ভাব জন্য উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট বর্ণবিভাগ হইয়াছে। কোন কোন ঋষি বলেন, ব্রাহ্মণ সন্তান জাত মাত্র ব্রাহ্মণ। অপর ঋষির মতে ব্রহ্মবংশে জন্ম পরিগ্রহমাত্র ব্রাহ্মণ হয় না, যাবৎ উপনয়নাদি সংস্কার না হয়, তাবৎকাল ব্রাহ্মণ সন্তানগণ শূদ্রতুল্য ; ব্রাহ্মকল্পে সেরূপ ছিল না বটে, কিন্তু অধুনাতন কল্পে বর্ণবিভাগ পুরুষানুক্রমিক হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে জাতিভ্রংশ ঘটিতে পারে, অর্থাৎ নীচ হয়। কিন্তু নীচ জাতীয় ব্যক্তি আর ব্রাহ্মণ্য জন্মে না।"

বিদ্যানিধি মহাশয়ের উল্লিখিত অংশ হইতে আমরা বুঝিতেছি যে, দেশের আচার ব্যবহার বা বর্ণবিভাগ কোন দিনই একরূপ ছিল না—পরিবর্ত্তনশীল ছিল, এবং ইহাও বুঝিতেছি যে, এখনকার মত তখনও জাতি বা বর্ণবিভেদ লইয়া দলাদলি মতভেদ প্রচলিত ছিল। এখনকার মত তখনও ব্রাহ্মণগণ অথবা ক্ষমতাশালীগণ যে সকল নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন, অপরে তাহার দোষ গুণ বিচার করিয়া কখন গ্রাহ্য করিত, কখন বা করিত না। ফলে অধুনাতন কালে যেরূপ হইতেছে, তদানিন্তন কালেও সেইরূপ চলিত, ইহা স্বীকার করা যাইতে

পারে। আর অবলম্বিত কর্ম্মের গৌরব ও লাঘব এবং স্বীয় প্রাকৃতিকগুণের একের আধিক্য হেতু অপর গুণত্রয়ের অপ্রকাশ নিবন্ধনেই যদি পণ্ডিত মহাশয়ের মতে উচ্চ নীচ বৃত্তি জন্মে ও তদনুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি, বর্ত্তমানে সেরূপ দেখিতে পাই না কেন? এখনও বহু ব্রাহ্মণ স্ববৃত্তি ছাড়িয়া পরকীয় বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন ; এখনও বহু ব্রাহ্মণকে শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে দেখিতে পাইতেছি। তবে এই সকল স্ববৃত্তি পরিত্যাগী স্ব-বৃত্তি অবলম্বী ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে শূদ্র না বলিতেছেন কেন? আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট ইহার প্রমাণ জিজ্ঞাসু হইলাম। এবং উচ্চ জাতি নীচ হইবে কিন্তু, নীচ জাতি উচ্চ হইতে পারিবেন না, ইহাই বা কেমন ব্যবস্থা এবং কোন্ অপার্থিব শাস্ত্রীয় বিধান? বর্ত্তমান কলিযুগে পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয়ের যজ্ঞে বৈশম্পায়ন কথিত ব্যাসের মহাভারত, যাহা নৈমিষারণ্যে শৌনকের যজ্ঞে জন্মেজয়ের যজ্ঞের বহু পরে সৌতি ঋষিগণের নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন, সেই কলিযুগে বর্ণিত ভারত ইতিহাস হইতে আমরা দেখিতে পাই, গুণ ও কর্ম্মের উপর জাতি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত। মহাভারতান্তর্গত গীতায় ভগবান "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ" বাক্যে যাহা বলিয়াছেন, উহা অপেক্ষাও সহজ কথায় লিখিত শ্লোক আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই। মহাভারতের অজগর পর্ব্বে, যুধিষ্ঠির সর্পরূপী নহুষের "ব্রাহ্মণকে এবং বৈশ্যকে" এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন :—

"সত্যং দানং ক্ষমাশীলম্ আনৃশংস্য তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তিতে সত্য, দান, ক্ষমাশীলতা, আনৃশংস্য, তপ ও ঘৃণা লক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ।

সর্প :—"শূদ্রেষপি চ সত্যং চ দানমক্রোধ এবচ।
আনৃশংসম্ অহিংসাচ ঘৃণাচৈব যুধিষ্ঠির॥"

অর্থাৎ—হে যুধিষ্ঠির! শূদ্রেও যদি সত্য, দান, অক্রোধ, অনৃশংস্য, অহিংসা ও ঘৃণা লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই শূদ্রও কি ব্রাহ্মণ হয়?

যুধিষ্ঠির :—"শূদ্রেতু যৎ ভবেৎ লক্ষ্য দ্বিজেত্বচ্চ ন বিদ্যতে।
নচ শূদ্রো ভবেৎ শূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্নভবেৎ সর্প তং শূদ্রম্ ইতি নির্দ্দিশেৎ॥"

মহাভারত আরণ্য।১৮০ অঃ।

অর্থাৎ শূদ্রে যদি উক্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকে অথচ ব্রাহ্মণে উক্ত লক্ষণ বি না থাকে, তাহা হইলে উক্ত শূদ্রও শূদ্র নয় এবং উক্ত ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নয়। বা দ্বিজ যাহাতে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণের লক্ষণ বিদ্যমান আছে, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্ম যাহার তাহা নাই, তাহাকেই শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।

"শূদ্রযোনৌহি জাতস্য সদ্‌গুণানুপতিষ্ঠতঃ।
বৈশ্যত্বং লভতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ত্বং তথৈবচ॥
আর্জ্জবে বর্ত্তমানস্য ব্রাহ্মণ্যমভিজায়তে।
গুণাস্তে কীর্ত্তিতাঃ সর্ব্বে কিংভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥"

১১—১২।৪।১১ অঃ। বন। মহাভারত।

যদি শূদ্রযোনি সম্ভূত ব্যক্তিও সদ্‌গুণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সে বৈশ্য ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিতে পারে এবং সেই আর্জ্জব শূন্য ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। ব্র জ্ঞান জন্মিবার পর সেও ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য।

উপরোক্ত প্রমাণে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, বর্ত্তমানে—কলিযুগে জা কর্ম্মানুসারে জাতি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত; এবং জাতি শূদ্রও সদ্‌গুণ বিশিষ্ট এবং আর্জ্জ যুক্ত হইলে ব্রাহ্মণ হয়। তাহার সংস্কারের কোন প্রয়োজনই হয় না। মূল বিদ্যানিধি মহাশয় যে বলিয়াছেন "অধুনাতনকল্পে বর্ণবিভাগ পুরুষানুক্রমিক হ গিয়াছে," ইহা অসার ও ভিত্তিহীন কারণ—শাস্ত্রবিরুদ্ধ। অন্য যুগ বা ক কথা দূরে থাকুক বর্ত্তমানকল্পে—বর্ত্তমান কলিযুগেই যে, জন্মেজয়ের জন্মের পূ গুণকর্ম্মের উপর জাতি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত ছিল। নীচ জাতীয়ও যে উচ্চবর্ণী জাতীয় হইয়াছে, তাহার পোষকে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি—বিদ্যানিধি মহাশ বাসস্থান শান্তিপুরের ৫।৭ ক্রোশ দক্ষিণে বলাগড় গ্রামের বলরাম ওরফে বল ঠাকুর একজন নাপিতকে ব্রাহ্মণ করিয়াছিলেন; এখনও তাহার বংশধর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইতেছে ও ব্রাহ্মণদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। আমাদে ইহাও বক্তব্য যে, ছোট যদি বড় হইতে না পারে, তাহা হইলে "গুণ কর্ম্ম বিভাগশ কথাগুলি গীতা হইতে চিরদিনের জন্য উঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করা সম্বন্ধনি কারের আশু একান্ত কর্ত্তব্য।

আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, স্বধর্ম্মভ্রষ্টজাতীয়ের সন্তানগণ স্ব স্ব বৃ সংস্কারের উন্নতি দ্বারা জাত্যুন্নতি সাধিত করিয়াছে। কারণ শাস্ত্র বলিতেছেন—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈবচ॥"

৬৬।১০ মনু।

এবং গুণের উৎকর্ষাপকর্ষ নিবন্ধন অনার্য্য-নন্দনও আর্য্যপুত্র বলিয়া আর্য্য-সমাজে গৃহীত হইয়াছে, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ—

"বর্ণান্তরগমন মুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাম্।" ৪অঃ গৌতম।

সুতরাং বিদ্যানিধি মহাশয় যে পর্য্যন্ত না এই সকল নিরপেক্ষ শাস্ত্রের, হিন্দুসমাজ হইতে উচ্ছেদ সংসাধন করিতেছেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার "এক্ষণে জাতিভ্রংশ ঘটিতে পারে, অর্থাৎ নীচ হয়। কিন্তু নীচ বর্ণীয় ব্যক্তির ব্রাহ্মণ্য জন্মে না" ইহা বিশ্বাস করিতে বা মানিতে ব্রাহ্মণেতর সমাজ প্রস্তুত হইবেন কি?

সম্বন্ধ নির্ণয়কারের কায়স্থকে শূদ্র বলিবার একটি হেতু এই যে, বঙ্গজ ও দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থগণ নামান্তে "দাস" শব্দ ব্যবহার করেন। কায়স্থগণের নামান্তে "দাস" শব্দ ব্যবহার যে শূদ্রত্ব জ্ঞাপক নহে, পরন্তু বিনয় ও কৌলীন্য বোধক তাহা নিম্নলিখিত প্রমাণেই বিদ্যানিধি মহাশয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

(১) বিপ্রস্য কিঙ্করোভূপো বৈশ্যো ভূপস্য কিঙ্করঃ।
সর্ব্বেষাং কিঙ্করাঃ শূদ্রা ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ॥

(২) জন্মান্তর সহস্রেষু যস্য স্যান্মতিরিদৃশী।
দাসোঽহং বাসুদেবস্য লোকান্ সর্ব্বান্ সমুদ্ধরেৎ॥

(৩) ঈহাযস্য হরের্দ্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

(৪) দাস ভাবাশ্রিতা স্তস্মাৎ সর্ব্বভক্তগণাস্তথা।
অন্যকা কথ্যতে দেবি দাস ভাবাশ্রিতা রাধা॥

(৫) নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি র্বৈশ্যো ন শূদ্রো।
নাহং বনী ন চ গৃহপতির্য্যো বনস্থোযতি র্বা॥
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীর্ভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দ্দাসদাসানুদাসঃ॥

(৬) বিষ্ণোরুপাসকে দাস স্তন্মন্ত্রেষ্টস্তদাশয়ঃ।
তমাহু বৈষ্ণবং লোকে বিষ্ণুসেবা পরায়ণং॥

(৭) যে কৃষ্ণোপসকা লোকে দাসাস্তে পরিকীর্ত্তিতাঃ।

পাঠক মহোদয়গণ। উল্লিখিত শ্লোক কয়েকটীতে দাস শব্দের কিরূপ অর্থ প্রতিপাদিত হইতেছে, অনুধাবন করত বিদ্যানিধি মহাশয়ের উক্তির সারবত্তা কিরূপ তাহা দেখিবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বর্ম্মঘোষচৌধুরী।

সৃষ্টি-রহস্য-বিকাশ।

বিগত ১৩২২ সনের চৈত্র সংখ্যায় "সৃষ্টি রহস্যে ভ্রমাপনোদন" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয় যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে।

সর্ব্বসাধারণের নিকট বাহাদুরী অথবা সুধীসমাজে পরিচিত হইবার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। হৃদয়ের বিশ্বাসানুযায়ী যাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় তাহা লিখিয়া থাকি। সুতরাং তর্কের প্রতিষ্ঠার জন্য কূটযুক্তি, কিম্বা কাহার প্রতি বিদ্রূপ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যদি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বাবু সেইরূপ মনে করিয়া দুঃখ বোধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে রচনা প্রণালীর দোষ বুঝিয়া লজ্জিত হইতেছি এবং তাঁহার মনে আঘাত দিয়াছি বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমাদের বিদ্যা নাই, একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি; এবং যে স্থানে বাস করি, সেই স্থানে লাইব্রেরী নাই বলিয়া আবশ্যক পুস্তকসমূহও দেখিয়া লইবার সুবিধা হয় না, এই নিমিত্ত প্রবন্ধ মধ্যে দোষ ও সংশয় রহিয়া যায়। আমাদের আশা ছিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবু পুস্তকের নাম, অধ্যায় ও পৃষ্ঠার উল্লেখ মাত্র না করিয়া শাস্ত্রীয় বচনাদি এবং ভাষ্যকার ও টীকাকারগণের প্রমাণ উদ্ধার করিয়া তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়টী উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিবেন। আমাদের সে আশা পূর্ণ হইল না। তিনি যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের ভ্রমাপনোদন হয় নাই। কেন হয় নাই তাহাই প্রদর্শন করিতেছি।

"মানব-তত্ত্ব" প্রবন্ধের দুইটী সিদ্ধান্ত এই :—

(১) এক দম্পতী হইতে সমগ্র মানবের উৎপত্তি, এবং (২) এক জাতি হইতে গুণ, কর্ম্ম, ব্যবসা ভেদে ঐতিহাসিক যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং নানা সঙ্কীর্ণ জাতির উৎপত্তি। "সৃষ্টি রহস্য" প্রবন্ধে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। এক দম্পতী হইতে মানবজাতির উৎপত্তির যথেষ্ট প্রমাণ নাই, আর যে প্রমাণ বলে ঐ সিদ্ধান্তের সমর্থন করা হইয়াছে, সেই প্রমাণ গুলির তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, এবং ঐরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে নানা প্রকার বিরোধ ঘটে। পুরুষ সূক্তের ভাষ্যে সায়নাচার্য্য বিরাট্‌কে প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন বলিয়াছেন "প্রজাপতের প্রাণরূপাঃ দেবাঃ যৎ যদা পুরুষং বিরাড়রূপং ব্যদধুঃ সঙ্কল্পেন উৎপাদিতবন্তঃ।" তিনি (গত বৎসর কায়স্থ-পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় ২১২ পৃষ্ঠায়) এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্তু মানেন নাই; অথবা অন্য কোন ভাষ্যকারের ভাষ্যদ্বারাও ইহার অপ্রামাণ্য

প্রতিপন্ন করেন নাই। তিনি পূজনীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ এবং মূয়র সাহেব ও শ্রীমন্মোক্ষমূলরের মতানুসারে সায়নাচার্য্যের ভাষ্য অসঙ্গত মনে করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। এবং পুরুষসূক্তটী "আধুনিক" বলিয়া উহার মর্য্যাদা বা প্রমাণের লাঘবতার প্রতি ঈঙ্গিত করিয়াছেন। তারপর ২১৫ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় সংখ্যক কারণে সাহেবী ব্যাখ্যায় যে দোষস্পর্শ ঘটে, তাহার উল্লেখ করিয়াও ঐ ব্যাখ্যাই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। অতঃপর ২১৪ পৃষ্ঠায় এই সূক্তটীকে রূপক বলিয়া তৎকালীন সমাজকেই বিরাট্‌রূপ কল্পনার যে প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা আমাদের মনঃপূত হয় নাই।

তারপর (ক) বৃহদারণ্যকের ১।৪।৩ বচনের উত্তর গতবর্ষের শ্রাবণ সংখ্যায় ১৮৮পৃঃ দেওয়া হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে উপনিষদ্ বচনে স্থূল স্থূল কয়েকটি কথা আছে; মনুসংহিতা হইতে সেই সব অবকাশপূর্ণ করা যাইতে পারে। (খ) প্রশ্নোপনিষদের ১।২ বচনের উত্তর ১৯২—৯৩ পৃঃ দেওয়া হইয়াছে। ওখানে 'প্রজা' ও 'মিথুন' শব্দের অর্থ লইয়া মতভেদ হইয়াছে। ঐস্থানে 'প্রজা' শব্দ যে একমাত্র মানব, এবং 'মিথুন' অর্থ এক নরদম্পতী, চৈত্রমাসের প্রবন্ধেও তাহা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হয় নাই। (গ) মুণ্ডকোপনিষদের ২।৫ শ্রুতির বিচার ১৯৩।৪পৃঃ করা হইয়াছে, ঐ স্থলের কোন প্রতিবাদ পূর্ব্বক স্বীয় মত সমর্থন করেন নাই।

এইরূপ আমাদের প্রবন্ধে যথাস্থানে তাঁহার যুক্তি ও সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ আছে। তিনি সেই সমুদয় স্থলে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে না পারিলে, তাঁহার সিদ্ধান্ত কিরূপে টিকিতে পারে?*

যাহা হউক আমরা কয়েকটি অবান্তর কথার উত্তর দিয়া, পুরুষসূক্তের সায়ন ভাষ্যানুযায়ী অর্থ যে মহাভারতের বহুস্থানে আছে, এবং একবর্ণ হইতে যে সকল বর্ণের উদ্ভব হয় নাই, তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

১। 'আদম'ও 'ইভা' হইতে সমস্ত মানবের উৎপত্তি হইয়াছে, অথবা বাইবেল হইতে শ্রুতিস্মৃতির মত গৃহীত হইয়াছে, এমন কথা প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন, তাহা

* শ্রীমদ্ দয়ানন্দ সরস্বতী সত্যার্থ প্রকাশের ৮ম উল্লাসে ২৭০—৩০৫ পৃষ্ঠায় সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় প্রকরণে বলিয়াছেন। "*** আদি সৃষ্টি, মৈথুন সৃষ্টি হইতে হয় না; কারণ পরমাত্মা যখন স্ত্রী ও পুরুষের শরীর সৃষ্টি করিয়া জীবের সংযোগ করেন, তাহার পর মৈথুনজাত সৃষ্টি আরম্ভ হয়।" ৩১ পৃঃ। "* * * আদি কালে অনেক অর্থাৎ শত সহস্র মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং সৃষ্টি দর্শনেও ইহা নিশ্চিত হয় যে, মনুষ্য অনেক মাতা ও পিতার সন্তান।" ২৯৩ পৃঃ। প্রত্যুত তিনি এক জাতি হইতে গুণ কর্ম্মভেদে জাতিভেদ স্বীকার করেন।

আমরা বলি নাই। আমাদের কথার অর্থ এই, খৃষ্টিয়েনারা যেমন বাইবেলের আদম ও ইভা এই দুই দম্পতী হইতে মানবজাতির উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া করেন, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবুও শ্রুতিস্মৃতি প্রমাণে এক দম্পতী হইতে মানব উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করেন। পূর্ব্ব প্রবন্ধের 'ন্যায়' শব্দটির দ্বারা মাত্র প্রদর্শন করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

২। 'প্রজা' শব্দের 'সন্ততি' এবং 'জন' এই আভিধানিক অর্থ আমরা করি। কিন্তু ১৩২২ সনের, শ্রাবণ সংখ্যায় ১৯২পৃঃ প্রশ্নোপনিষদের আলোচনা সৃষ্টি প্রকরণে সেই বিশেষ স্থলে 'প্রজা' শব্দের সঙ্কীর্ণ অর্থ না করিয়া, উহার একটুক প্রসারিত করিয়াছি। আর এইরূপ অর্থ যে একেবারে অসঙ্গত, মনে করি না। প্রমাণ স্বরূপ দুইটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া নিজ মন্তব্য করিতেছি।

(১)। "সেই প্রভু কর্ম্মাদিভূত দেবগণ, প্রাণধারী ইন্দ্রাদি দেবগণ, সাধ্য সূক্ষ্ম দেবসমূহ এবং যজ্ঞ সকল সৃষ্টি করিলেন। এই সকল **বিবিধ প্রজা** সৃষ্টি করিবার অভিলাষে তপস্যা, বাক্য, রতি বা ক্রিয়া, কাম বা ইচ্ছা, এবং প্রভৃতির সৃষ্টি করিলেন।" (কায়স্থ-পত্রিকা ৪১৯পৃঃ সৃষ্টি প্রকরণ, অগ্রহায়ণ১৩২

মনুসংহিতার ১ম অধ্যায়ের ২৫শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় "ইমাঃ প্রজাঃ' বাক্যের শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় "এই সকল বিবিধ প্রজা" করিয়াছেন। এখানেও 'প্রজা' শব্দে নানাজাতির মানব বুঝিব? অথবা পূর্ব্বোক্ত "দেবগণ" ও বুঝিব? "ইমাঃ" অর্থ 'প্রসিদ্ধাঃ' করিয়া মনুষ্যসমূহকেও বুঝা যাইতে পারে। তাহা না করিয়া যদি পূর্ব্বোক্ত দেবতাগণকে বুঝায়, তাহা হইলে এ ক্ষেত্রে অর্থ আসিয়া পৌছাইল না। পরন্তু শ্রীমৎ কুল্লূক ভট্ট এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় "ইমাঃ" অর্থ "বক্ষ্যমাণাঃ করিয়াছেন। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দেবগণকে না বুঝাইয়া ৩৬ হইতে ৫১শ্লোক পর্য্যন্ত বর্ণিত দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, লতা, তৃণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সৃষ্ট পদার্থই "প্রজা" শব্দের অন্তর্গত বলিয়া মনে মনু ১ম অঃ ৮ম শ্লোকের "বিবিধাঃ প্রজাঃ" শব্দেরও এইরূপ অর্থ ই হইবে মনে হয়।

(২) শ্রীমদ্ভগবৎগীতার দশম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকটী, যেটী স্বয়ং মহেন্দ্রবাবু উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার "প্রজা" শব্দের অর্থ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য-ভাষ্যে "স্থাবর জঙ্গম লক্ষণাঃ প্রজাঃ" করিয়াছেন। মনুষ্য স্থাবর নহে; সুতরাং বৃক্ষাদি প্রজা শব্দের তাৎপর্য্যের অন্তর্গত বলিয়া মনে হয়।

মন্তব্য ঃ—'প্রজা' শব্দের 'সন্ততি' ও 'জন সমূহ' বা প্রকৃতিপুঞ্জ' অর্থ প্রমাণ করিবার জন্য শকুন্তলার "প্রজাঃ প্রজাঃ স্বা ইব তন্দ্রয়িস্থা" একটী মাত্র স্থল উল্লেখ করিলেই আভিধানিক উভয় অর্থের সমর্থন হইতে পারে, এইটা আমাদের পড়াই ছিল। সুতরাং 'প্রজা' শব্দের আভিধানিক অর্থ জানিতাম বলিয়া স্থান বিশেষে সেই অর্থ সঙ্কীর্ণ বোধ হওয়ায় প্রকৃতি প্রত্যয় দ্বারা অর্থ সম্প্রসারণের হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম মাত্র।

তারপর আমাদের লিখিত "সৃষ্টি-রহস্য" প্রবন্ধ শুধু প্রতিবাদ নহে, পরন্তু এই জটিল বিষয়ে আলোচনা করিয়া জ্ঞান লাভ করাও তাহার উদ্দেশ্য। আমরা বৈজ্ঞানিকের অমর্য্যদা করি নাই, তাঁহার কোন সিদ্ধান্ত ভ্রমশঙ্কুল বলিয়া উড়াইয়া দেই নাই। পরন্তু দর্শনের সাহায্যে দার্শনিক প্রণালীতে বিচার পথ অবলম্বনপূর্ব্বক, মীমাংসার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়াছি। কোন কোন স্থানে ভ্রম প্রমাদ বশতঃ অস্পষ্টতা দোষও জন্মিয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে জীবের জন্মান্তর স্বীকৃত আছে। আর এই কর্ম্মানুযায়ী যোনি ভ্রমণের ফলে বৃক্ষ, পশু, পক্ষী, যক্ষ, রক্ষ, দেব, দানব, মানব সকল প্রকার জন্মই জীবকে ধারণ করতে হয়। সুতরাং জীবতত্ত্বে একমাত্র মানুষকে গণনা করিয়া তীর্য্যক্-যোনি ও দেবযোনি সমুদয়কে বাদ দেওয়া সঙ্গত হইবে কি? আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কথায় 'প্রজা' শব্দের কেবলমাত্র মানুষ অর্থ করা আমাদের নিকট অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। আমাদের শাস্ত্রে বিদ্যা বা অভিজ্ঞতা নাই, স্বীকার করিতেছি। কিন্তু যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছি তাহা বোধ হয় একেবারে অসঙ্গত অথবা অপ্রাসঙ্গিক নহে। আমাদের যুক্তির দোষ বা ভ্রম প্রদর্শন করিয়া বিশয়টী বুঝাইয়া দিলে অবনত মস্তকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সেই উপদেশ গ্রহণ করিতে তিলার্দ্ধ ইতস্ততঃ করিব না। দুঃখের বিষয়, এই বিচারশীল দেশে সম্প্রতি বাদানুবাদটা যেন একমাত্র ঈর্ষা দ্বেষেরই পরিচায়ক হইয়া উঠিতেছে। ঐতিহাসিকগণের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহারা নষ্ট উদ্ধারের জন্য তাহা যাহা কল্পনা করিয়া একটা মত দাঁড় করেন। পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় Ancient India * গ্রন্থে যে সমুদয় যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া আপন মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবুও যেন অধিকাংশ স্থলে সেই সমুদয়ের উপরই আপন প্রবন্ধের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

* এই পুস্তকের জাতিভেদ-প্রথার এক দীর্ঘ প্রতিবাদ ইংরাজীতে লিখিয়া রাখিয়াছি; কেবল কয়েক খানা পুস্তক দেখিয়া Reference গুলি একটুক পরীক্ষা করা বাকী আছে। সেই প্রবন্ধে শান্তিপর্ব্বে ১৮৮ অঃ শ্লোকাবলী ও পুরুষসূক্তের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

৩। Evolution theory :—আধুনিক evolution বিবর্ত্তবাদ ডারয়ুইনের নামে প্রসিদ্ধ হইলেও পূর্ব্বে ও পরে অনেকে এই তত্ত্বের সুবহুল ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আজকাল পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন যেন এক পর্য্যায়ে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিবর্ত্তনের মধ্যে যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকা আ... তাহার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, কেবলমাত্র পূর্ব্ব ও পরকাল ঘটিত ব্যাপার দে... অনেকে evolutionএর স্বপ্ন দেখেন। পরন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যেরূপ দৃ... ও পরীক্ষা এবং পর্য্যবেক্ষণ লব্ধ ফলের উপর গভীর গবেষণার ফলে এই নব... প্রচারও সমর্থন করেন, আমাদের দেশে সেইটী নাই।

শ্রদ্ধেয় রায় মহাশয় যে কয়টীশ্লোকের উদ্ধার করিয়া এবং লিঙ্গপুরাণে... বিবরণের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া evolution তত্ত্বটী আমাদের শাস্ত্র সম্মত ... উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের তৃপ্তি হয় নাই। আশা করি এমন ... মহাতত্ত্বের শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করিয়া তিনি আমাদিগকে আপ্যা... করিবেন। এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহগুলি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়া রাখি, তাহা ... তাঁহার প্রবন্ধ প্রণয়নে কতকটা সহায়তা হইবে মনে করি।

১ম। স্তরে স্তরে সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, এবং ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ, পটু হইতে পটু... মহৎ হইতে মহত্তর এই সৃষ্টিক্রম মাত্র evolution নহে। কেননা জগতের ... স্থলময় বর্ত্তমান অবস্থা একদিনে হয় নাই। এবং এই অবস্থা চিরকাল থাকিবে ... সুতরাং যেভাবের জীবের জীবন ধারণ প্রণালী যেরূপ, তদনুরূপ অবস্থার আবির্ভা... হইলে সেই প্রকার জীবের সৃষ্টি বা উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব; আর পরে যখন বি... অবস্থা আসিয়া উপনীত হয়, তখনও সেই জাতীয় জীবের ধ্বংস হইয়া থাকে... অতএব পর্য্যায় ক্রমে বিবিধ জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, এই মাত্র বলিলে চলিবে না... ইহাদের মধ্যে জন্য ও জনকত্ব সম্বন্ধও আবিষ্কার করিতে হইবে। যেমন জন... কুলের পরিবর্ত্তন ও সন্তানগণের পরিবর্ত্তন প্রদর্শন করা আবশ্যক, সেইরূপ জ্ঞাতি... গণের ও ক্রম পরিবর্ত্তের একটা হিসাব বা উহার সূত্র আবিষ্কার করা আবশ্যক... নতুবা, দশ অবতারের নাম শুনিয়াই ত evolution theory প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

২য়। জন্মান্তরবাদের নিয়মানুসারে এক আত্মার কর্ম্মফলে উচ্চ নিম্ন জী... দেহ ধারণ এবং অবশেষে বহু জন্মে শুদ্ধ হইয়া ক্রমোন্নত দেহ ধারণ পূর্ব্বক তত্ত্ব... লাভ করত মুক্তি লাভ, নির্ব্বান বা ব্রহ্মত্ব লাভ এক কথা; আর evolution ... কথা। evolution আত্মার ঊর্দ্ধ বা অধোগতির জন্য দেহান্তর গ্রহণ স্বীকার করে...

পরন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংগ্রামে বংশগত রূপান্তর বা জাত্যন্তর প্রাপ্তি প্রতিপাদন করে। একত্র আত্মোন্নতি অন্যত্র বংশোন্নতি।

৩য়। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি বর্ণিত সৃষ্টি ও শাশ্বতিক জাতিভেদ এবং এক জাতির রূপবৈচিত্র নিবন্ধন জাত্যন্তর রূপে প্রতীয়মান হওয়া, এই উভয় তত্ত্বেরও একটা সমাধান না হইলে evolution তত্ত্ব বুঝা যাইবে না।

৪। সমন্বয় :—পুরুষসূক্তের সহিত মনুসংহিতার যে বিরোধ নাই তাহা প্রদর্শন করিতেছি। পুরুষসূক্তে সৃষ্টিক্রম উক্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। শ্রীমন্মোক্ষমূলর এই পুরুষসূক্তকে অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ ও বেদান্তের মূল ভিত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পুরুষ যে বিশ্ব ও জীবের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ, অথবা বিশ্ব যে পুরুষেরই প্রপঞ্চ, পুরুষাতিরিক্ত যে অন্য কোন সত্ত্বা নাই, তাহাই এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। সুতরাং সমস্ত পদার্থেরই ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি এই মাত্র এই সূক্ত হইতে আহরণ করা যাইতে পারে। এই সূক্তে কালক্রম আরোপ করা অসম্ভব; কারণ ভূত, ভাবী সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মময়, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন; সুতরাং ব্রহ্মা, বিরাট, মনু, প্রজাপতিগণ কাহারই স্রষ্টৃত্ব নিষ্পন্ন হয় না। অথচ স্মৃতি ও পুরাণাদি ব্রহ্মা প্রভৃতিকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই পুরুষসূক্তের ব্রহ্মের সিসৃক্ষা কারণবারি, হৈমাণ্ড প্রভৃতি কিছুরই উল্লেখ নাই, অতএব এখানে কালপর্য্যায় বা ক্রম সৃষ্টির উপন্যাস হইতে পারে না। সুতরাং মনুসংহিতার ক্রমবদ্ধ সৃষ্টি প্রকরণের সহিত ইহার বিরোধ ঘটে নাই।

তাহা হইলে তাঁহার নিম্নলিখিত আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। "ঋকবেদের পুরুষসূক্ত কথিত বিরাট সহস্রশীর্ষা পুরুষ বা ব্রহ্ম হইতে জাত। মনুসংহিতার লিখিত বিরাট ব্রহ্মা হইতে জাত, সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা আবার ৭।৮ শ্লোকের প্রতিপাদ্য সূক্ষ্ম, অব্যক্ত অচিন্ত্য ব্রহ্ম হইতে জাত। সুতরাং বিরাটের পুত্র মনু, স্মৃতিমতে পৌত্র। এবং শ্রুতিমতে পুত্র হয়েন। বিরোধ ও সমন্বয় হইল না।" (৬৯২ পৃঃ ১৩২২, চৈত্র)। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবুর ঐ কথাটী সাজাইলে এইরূপ হয় :=পুরুষসূক্তের মতে=বিরাট্ ব্রহ্মের পুত্র; মনুস্মৃতি মতে=বিরাট্ ব্রহ্মার পুত্র, ব্রহ্মের পৌত্র। সুতরাং হয় বেদের বিরাট ও মনুস্মৃতির ব্রহ্মা এক, নতুবা, বিরোধ অবশ্যম্ভাবী।

উত্তর। ব্রহ্ম হইতে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার প্রথম উৎপত্তি স্বীকার করিতেছি। কিন্তু "তস্মাদ্ বিরাড়জায়ত" এই মন্ত্রে বিরাটও প্রথম জাত, এমন কথা কোন্

প্রমাণে স্বীকার করিব? ব্রহ্ম হইতে সমস্ত পদার্থই উৎপন্ন হইয়াছে, সকলকেই প্রথমজাত ধরিয়া লইয়া হিরণ্যগর্ভ বলা সঙ্গত হইবে কি?

"মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥"

গীঃ ১০।৬ শ্লোঃ

মহেন্দ্রবাবুর যুক্তির বলে কি ভগবানের মানসসৃষ্টি ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত, পুলস্ত্য সনকাদি চারি, এবং স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনুকেও প্রথমজাত বলা যাইতে পারে? ইহারাও ত ভগবানের মানস সৃষ্টি। "তস্মদাকাশঃ", "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।" এইরূপ বাক্য হইতে আকাশকে এবং ভূত সকলকেও প্রথমজাত বলি হিরণ্যগর্ভ নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে। এই যুক্তি-পথ অনুসরণ করিলে সমন্বয় যাইতে পারে না। যদি আকাশ না থাকে তবেই বিরোধ জন্মে। পরন্তু যে আকাশ আছে এবং সেই আকাশ শাস্ত্রান্তর হইতে পূরণ হইতে পারে, সেখানে বি কল্পনা সমীচীন নহে। আমাদের পূর্ব্ব প্রবন্ধেও এইরূপেই সমন্বয় করিতে করিয়াছি।

ব্রহ্মা ও বিরাটের একত্ব প্রমাণের জন্য শ্রদ্ধেয় রায় মহাশয় যে ভা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার প্রবন্ধে ঐটিই অত্যন্ত সার এইরূপ সসার যুক্তি উত্থাপন করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে বড়ই প্রীতি সেই স্থলটির আমরা এইরূপ অর্থ করিয়া সমন্বয় করিতে চাই, সঙ্গতি অসঙ্গতি গণ বিচার করিবেন।

"প্রজাপতিঃ প্রথমজঃ অণ্ডজঃ শরীরী অভিধীয়তে। সচ পুরুষবিধ।" প্রকার শিরঃ পাণ্যাদি লক্ষণো "বিরাট স এব প্রথম সম্ভূতঃ।" (কাঃ পঃ ৬৯ চৈত্র।)

এই বচনে ব্রহ্মাকে বিরাট্ বলিলে, এই বিরাট্ শব্দটী বিশেষ্য, না বি বলিয়া ধরিব? মনুসংহিতায় যে বিরাটের উল্লেখ আছে, ভগবান্ সায়নাচার্য্য পু সূক্তের বিরাটকেও সেই বিরাট্ বলিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এতদ্বিপরীত করিয়াছেন, এইরূপ মনে করিতে বড়ই আশঙ্কা হয়। সুতরাং বিরাট্ শ বিশেষণ বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক আমরা এইরূপ অন্বয় করিতে চাই। স চ পু (পুরুষ প্রকার শিরঃ—পাণ্যাদি লক্ষণ বিরাট্) স এব প্রথমজাতঃ। বিরাট শব্দের অর্থ বৃহৎ বা দীপ্তিমান্ করিয়া এই অর্থ নির্ব্বাহ করিতে অ করি।

সেই প্রজাপতি হস্তপদাদিবিশিষ্ট প্রথমজাত অতি বিপুলকায় ও জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ। কিন্তু বিরাট্ (=বেদোক্ত বিরাট্ পুরুষ) স (প্রজাপতি) এব। এই অন্বয় করিতে চাহি না। কেননা এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে বিরোধ ঘটে। যেখানে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ব্যাখ্যা করা যায়, সেখানে শাস্ত্রবচনের পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করা উত্তম পন্থা নহে।

প্রবন্ধ লেখক মহাশয়ের ব্যাখ্যায় অসামঞ্জস্য ঘটে এই নিমিত্তই আমরা, তাঁহার মত গ্রহণ না করিয়া অন্যপ্রকার অর্থ করিতেছি, এই অর্থ যদি অসঙ্গত বা অসম্ভব বা ভুল হয়, তাহা প্রদর্শন করিলে কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে সেই উপদেশ গ্রহণ করিব।

৫। মহাভারতের কথা :—শ্রদ্ধেয় রায় মহাশয় ভাষ্যকার সায়নাচার্য্যের ভাষ্যে দোষারোপ করিয়াছেন। মনুসংহিতার বচনে সংশয় করিয়াছেন, স্বমতবিরুদ্ধ পুরাণের অপ্রমাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্যুতঃ আমরা সকলের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্যতা লাভ হইয়াছে, তাহা সুধীপাঠক-সমাজ অবধারণ করিবেন। এমন দুরূহ বিষয়ের উপযুক্ত সমাধান আমাদের মত অল্পজ্ঞ লোকের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব।

প্রবন্ধ লেখক শ্রুতি হইতে যে সকল মন্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন, সেই সকল মন্ত্রের বলে এক দম্পতী হইতে মানবের উৎপত্তি প্রমাণিত হয় না। এ নিমিত্ত সেই সিদ্ধান্তের অযৌক্তিতা প্রদর্শনের জন্যই আমরা যথাস্থানে, তাঁহার ব্যাখ্যার ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছি। দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি আমাদের আপত্তি শুনিয়া কোন উত্তর দেন নাই।

যাহা হউক তিনি মহাভারতকে খুব প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন এবং এই গ্রন্থ অভ্রান্ত, এমন কি পঞ্চমবেদ বলিয়াও তিনি বিশ্বাস করেন। আমরাও তাহাই মনে করি। মহাভারতেও যে মৈথুন-সৃষ্টির পূর্ব্বে দেবতা বিশেষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে ও মন হইতে প্রজাসৃষ্টির উল্লেখ আছে, এবং পুরুষসূক্তের সায়নভাষ্যানুযায়ী মতের স্পষ্ট উল্লেখ আছে—ব্রহ্মার মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তির বিবরণ আছে, তাহা প্রদর্শন করিতেছি। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৪৭শ অধ্যায়ে ভীষ্মকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রে এইরূপ আছে;—"ব্রাহ্মণ যাঁহার মুখ, ক্ষত্রিয় যাঁহার বাহুদ্বয়, বৈশ্য যাঁহার উরুদ্বয়, শূদ্র যাঁহার পদদ্বয় আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, সেই বর্ণাত্মাকে নমস্কার।" ১৪২৭ পৃঃ। এখানে "বর্ণাত্মা" শব্দটিই বিশেষরূপে চিন্তনীয়। যদ্যপি এই স্তব বাসুদেবের উদ্দেশকৃত হইয়াছে, তথাপি তাঁহাকেই এস্থলে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহার পর পুরুরবার প্রশ্নোত্তরে বায়ু এইরূপ বলিয়াছেন, "হে ভরতর্ষভ,

রাজসত্তম! ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয় এবং উরু বৈশ্য উৎপন্ন হইয়াছেন এবং এই বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যার নিমিত্ত পদদ্বয় হইতে নামক চতুর্থ বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে।" ১৪৫৫ পৃঃ শান্তিপর্ব্ব ৭২অঃ।

অনন্তর রাজর্ষি জনকের প্রশ্নোত্তরে পরাশর কহিতেছেন "রাজন্! ধর্ম্মবিৎ ব ইহাই জানেন যে, লোকস্রষ্টা প্রজাপতির মুখ, বাহু, উরু ও পদদ্বয় হইতে ব জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। হে তাত! তন্মধ্যে ব্রাহ্মণগণ প্রজাপতির মুখজ, ক্ষ বাহুজ, বৈশ্যগণ উরুজ এবং পরিচারক শূদ্র সকল পাদজ বলিয়া স্মৃত হয়।" ১ শান্তিপর্ব্ব ২৯৬ অঃ।

মানস সৃষ্টির দৃষ্টান্ত :—"কথিত আছে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, ক্রতু এই ছয় মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হন। "প্রতাপরায় কৃত মহাঃ" আদি, ৬৫ অঃ সম্ভবপর্ব্ব।

ব্রহ্মাঙ্গভূত সৃষ্টি।—"মহাতপা শান্তচিত্ত দক্ষপ্রজাপতি ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গু উৎপন্ন হন। পরে পদ্মযোনির বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে এক কন্যা জন্মলাভ করেন।" "প্র কৃত ১৯১পৃঃ আদি, ৬৬অঃ সম্ভব পর্ব্ব।

মহাভারত হইতে এই মত সমর্থনের জন্য ভূরি ভূরি শ্লোক উদ্ধৃত হইতে সুতরাং মহর্ষি বেদব্যাস ব্রহ্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে সৃষ্টিপ্রবৃত্তির সমর্থন ক অতএব পুরুষসূক্ত, তাহার সায়নভাষ্য, মনুসংহিতা, মহাভারত এবং বহুপুরাণ দেহ হইতে ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তি বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

৬। জাতিভেদ।—মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত লক্ষশ্লোকাত্মক মহাভারত পাঠ করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু আবশ্যক মত সময় সময় কোন কোন অংশ য়াছি। শান্তিপর্ব্বান্তর্গত ১৮৮ অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়টি প্রাতঃস্মরণীয় রমেশচ মহাশয়ের Aneient India পুস্তকের আলোচনার সময় দেখিয়াছিলাম। ছাড়াও এই মর্ম্মের বহুস্থান মহাভারতে দেখিয়াছি, কিন্তু তদ্দ্বারা একদণ্ডী মানবের উৎপত্তি বিস্তার অথবা জন্মোত্তর কালে গুণকর্ম্মাদির ফলে এক নানা জাতিতে বিভাগ প্রতিপন্ন হয় না। ভৃগু বলিলেন, "হে দ্বিজসত্তম! ব্রহ্মা নিজ তেজদ্বারা উৎপাদিত সূর্য্যানলসম প্রভাবিশিষ্ট মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সুখের নিমিত্ত সত্ত্ব তপস্যা, শাশ্বতবেদ, শৌচ ও আচারবিধান করেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও অসুর, মহোরগ, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ, মানব এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তদ্ভিন্ন ভূত সকলের সত্ত্ব, রজ, তমোগুণ মিশ্রিত যে সকল বর্ণ আছে, তাহাও

বলিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের বর্ণ শুভ্র, ক্ষত্রিয়গণের বর্ণ লোহিত, বৈশ্যগণের বর্ণ পীত, এবং শূদ্রগণের বর্ণ কৃষ্ণ হইয়া থাকে।"

ভরদ্বাজ কহিলেন, "ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের জাতিদ্বারা যদি বর্ণভেদ হয়, তবে সকল জাতিরই বর্ণসঙ্কর দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা ও শ্রম সকলের সমানভাবে সম্ভবে না; অতএব কি প্রকারে বর্ণ বিভিন্ন হইবে? স্বেদ, পুরীষ, মূত্র, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও শোণিত সকল শরীর হইতেই ক্ষারিত হইয়া থাকে, অতএব কি প্রকারে বর্ণ বিভাগ হইতে পারে? অসংখ্য স্থাবর ও জঙ্গমজাতির বর্ণ বহুবিধ, সেই সমস্ত বিবিধ জাতির বর্ণ কিরূপে নির্ণীত হইতে পারিবে?" ভৃগু কহিলেন "বর্ণ সকলের বিশেষ নাই; এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রথম সৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণময় ছিল, পরে কর্ম্মানুসারে বিবিধ বর্ণ হইয়াছে। যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ কামভোগে আসক্ত, তীক্ষ্ণস্বভাব, ক্রোধন, সাহসিক, স্বধর্ম্মত্যাগী ও লোহিতাঙ্গ, তাহারাই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা গো সমুদয় হইতে জীবিকা-নির্ব্বাহ করত কৃষিজীবী হইয়াছে এবং স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, সেই পীতবর্ণ ব্রাহ্মণেরা বৈশ্যত্ব লাভ করিয়াছে, আর যে সমুদয় দ্বিজগণ হিংসা ও মিথ্যারত সর্ব্ব-কর্ম্মোপজীবী কৃষ্ণবর্ণ এবং শৌচপরিভ্রষ্ট তাহারাই শূদ্র হইয়াছে। এই সমস্ত কার্য্য-দ্বারা পৃথক্‌কৃত ব্রাহ্মণেরাই বর্ণান্তর গমন করিয়াছে।" ১৫৫।৯ পৃঃ, শান্তিঃ ১৮৮ অঃ।

বিনাবিচারে সরলার্থ গ্রহণ করিলে উপরি উদ্ধৃত অংশ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবুর মতের সমর্থন করে। পরন্তু সরলার্থ বা দ্যোতকার্থ্য দ্বারা ঐতিহাসিকেরা যেমন সহজে আপন সিদ্ধান্ত প্রমাণিত করেন, তত্ত্ববেত্তারা তাহার প্রশংসা করেন না। সরলার্থের দোষ প্রদর্শন করিতেছি। (১) ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ নহেন, ক্ষত্রিয় লোহিতাঙ্গ নহেন, এবং বৈশ্য পীতবর্ণ বা শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ নহেন। এখানে বর্ণ অর্থ রং করিয়া colour theoryটি প্রতিষ্ঠা করা যায় না। (২) জাতিগুলি বর্ণ নহে। অধুনা জাতি ও বর্ণ একার্থক বটে, কিন্তু এস্থলে জাতি ও বর্ণ সমানর্থক হইলে ভরদ্বাজের আপত্তি উত্থাপিত হইত না। (৩) অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি ষট্‌কর্ম্মলক্ষণ ব্রাহ্মণত্ব জাতি, শৌর্য্যবীর্য্য লক্ষণ ক্ষত্রিয়ত্ব জাতি, কৃষিগোরক্ষণ বাণিজ্য লক্ষণ বৈশ্যত্ব জাতি, এবং পরিচর্য্যা লক্ষণ শূদ্রত্ব জাতি। দেবদানব নানা মানব সকল ভূতে সম্ভব নহে, সুতরাং স্থাবর জঙ্গম সকল পদার্থের বর্ণবিভাগ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে না। ইত্যাদি।

এই সকল দোষ পরিহারের নিমিত্ত এবং ঋষিবাক্যের পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমরা একটুকু অর্থান্তর করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণের ন্যূনাধিক্যবশতঃ জীবের নানা প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণের আধিক্য বিশিষ্ট শ্রেণী ব্রাহ্মণবর্ণ, রজঃ প্রধান শ্রেণী ক্ষত্রিয় বর্ণ, রজস্তম সমভাগে থাকিলে সেই শ্রেণী বৈশ্যবর্ণ এবং তমোগুণের আধিক্যে শূদ্র এইরূপে বর্ণবিভাগ কল্পিত হয়। কিন্তু জাতি বা অংশ হিসাবে এই বর্ণভেদ হয় না, ক্ষত্রিয় সন্তানেরাও সকলে রজঃ প্রধান হয় না। সুতরাং জাতি সমূহ মধ্যে বর্ণশঙ্কর দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ বর্ণত্বই একজাতির সন্তান হইয়া করিয়া বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইতে পারে, প্রত্যুতঃ জন্মগত জাতি (বা বর্ণ) পরিত্যাগ অসম্ভব; তারপর চেষ্টার ফলে মানুষের সত্ত্বাদিগুণের ইতর বিশেষ হয়; এবং জীবনে উপার্জ্জিত এই ব্যতিক্রম পরজন্মের জাতিত্ব নিরূপণ করে; ইহাই রহস্য। কিন্তু রক্তপীতাদি বর্ণের সহিত এই গুণগত বর্ণভেদের সম্বন্ধ কি এখনও উল্লিখিত হয় নাই। সত্ত্বাদিগুণের সহিত শ্বেতরক্তাদি বর্ণের একটা আছে। পণ্ডিতেরা সত্ত্বগুণকে শ্বেতবর্ণ, রজোগুণকে রক্তবর্ণ এবং তমোগুণকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বর্ণনা করেন। পীতবর্ণ রজঃ ও তমোগুণের মিশ্রণে উৎপন্ন। আরও নানা বর্ণের সহিত সত্ত্বাদিগুণের সম্বন্ধ আছে বলিয়া তাঁহারা প্রকাশ করেন। সুতরাং ব্রাহ্মণের শুভ্রবর্ণ, ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণ, বৈশ্যের পীতবর্ণ, এবং শূদ্রের কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের গাত্রের বর্ণ বা চর্ম্মের রং সূচনা না করিয়া সত্ত্বাদিগুণের প্রভাবত্ব করে। অতঃপর গুণ ও কর্ম্মের মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহাও প্রদর্শন করিতেছি। রজঃ তমোগুণই জীবের স্বভাব ও চরিত্রের নির্ণায়ক। গুণ প্রভাবেই বিবিধ প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়, এবং প্রবৃত্তিবশেই লোকে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। সুতরাং মানুষের স্বতন্ত্রতা নাই, উহারা গুণজ। এইরূপ সত্ত্বগুণান্বিত ব্রাহ্মণবর্ণ ঈশ্বরপরায়ণ, রজোগুণান্বিত রাজন্যবর্ণ ভোগাভিলাষী ইত্যাদি। এবং এই জ্ঞান ও ভক্তি প্রভৃতি হইতে অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও দানাদিকর্ম্মের উদ্ভব হইয়া ব্রাহ্মণের স্বভাবসিদ্ধ কর্ত্তব্যকর্ম্মে পরিণত হয়। ভোগপ্রবণতা হইতে ক্ষত্রিয়ের শত্রুনির্য্যাতন রাজত্ব, প্রজাপালন প্রভৃতি কর্ম্ম প্রসূত হয়। এইরূপে গুণকর্ম্মগতবর্ণভেদের সূত্র আবিষ্কৃত হয়, এবং স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, সাধনবলে গুণ বৃদ্ধি হইলেই নিকৃষ্ট কর্ম্মে আসক্তির হ্রাস হইয়া উৎকৃষ্ট কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে এবং জীবের উন্নতি লাভ হইয়া পরজন্মে উচ্চ বর্ণে প্রবেশ সুলভ হয়।

এই সূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক শান্তিপর্ব্বের ১৮৮ অধ্যায় পাঠ করিলে, এক হইতে সকল জাতির উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পরন্তু গুণগত বর্ণ ও বর্ণের স্বাভাবিক কর্ম্মগুলি কার্য্যকারণবদ্ধ ও অব্যয় বলিয়া বোধ হয় না।

উত্তরেও সকল সংশয়ের নিরাশ হয় না। এই নিমিত্ত মহাভারতের শ্লোক অবলম্বন করিয়া কিছু নিবেদন করিতেছি।

"একবর্ণমিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীদ্ যুধিষ্ঠির।
কর্ম্মক্রিয়া বিশেষেণ চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥"

হে যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বে এই বিশ্ব একবর্ণ ছিল, কর্ম্মক্রিয়ার বিশেষত্ব দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যখন একবর্ণ ছিল, তখন বর্ণভেদ ছিল না; ক্রিয়াকর্ম্মেরও ভেদ ছিল না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সাম্যাবস্থায় অবস্থিত সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য ছিল না। ইহা প্রলয়ের বর্ণনা! কারণ সত্ত্বাদিগুণ থাকিলেই তাহাদের প্রকাশাদি ক্রিয়া থাকিবে, সুতরাং গুণত্রয়ের বিভাগ হইতে পরে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহাত হইবেই। আর গুণানুসারে কর্ম্মভেদও বর্ণের অন্তর্গত হইবে, তাহাও স্বভাবিক। সুতরাং এই শ্লোক দ্বারা মানব জাতির একত্ব বা একজাতি হইতে ব্রাহ্মণাদির জাতির উৎপত্তি প্রমাণিত হয় না;

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্॥"

বর্ণ সকলের বিশেষ নাই, এই সর্ব্বজগত ব্রহ্মা (বা ব্রহ্ম) হইতে উৎপন্ন। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া কর্ম্মদ্বারা জগৎ বর্ণতা (চাতুর্ব্বর্ণ্য) প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রহ্মার সৃষ্ট এই অর্থে ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে, আর এই ব্রাহ্মণশব্দকে বর্ণবাচক মনে করিয়া দ্বিজশব্দের ব্রাহ্মণ অর্থ করিয়া এক জাতি হইতে গুণকর্ম্মানুসারে জাতিভেদ কল্পনা করা হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। মূলের "ব্রাহ্ম" শব্দের অর্থ জাতি-বাচক বা বর্ণবাচক "ব্রাহ্মণ" নহে। বরং বর্ণবাচক বলা যাইতে পারে, কিন্তু জাতি বাচক নহে। তারপর দ্বিজ শব্দেরও "ব্রাহ্মণ" একমাত্র অর্থ নহে; ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, সংজ্ঞার অন্তর্গত; কেননা তাহাদেরও উপনয়ন সংস্কাররূপ দ্বিতীয় জন্ম হয়। ইহাতে সমস্যার সমাধান হইল না। ব্রহ্মা পূর্ব্বে সৃষ্টি করিলেন, পরে কর্ম্মানুসারে বর্ণভেদ-হইল।" এই কথার তাৎপর্য্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেপারে, যে মানস পুষ্টির সময় জীবের কর্ম্মনির্ব্বাহক ইন্দ্রিয়াদি না থাকাতে তাহাদের কর্ম্ম ছিল না, শেষে যখন তাহারা উপযুক্ত দেহযুক্ত হইল, তখন গুণ ও কর্ম্ম আসিয়া তাহা-দিগকে আশ্রয় করিল এবং যাহাতে যেরূপ গুণকর্ম্ম আশ্রয় করিল সে সেইরূপ বর্ণান্তর্গত হইল। এখানে মানস সৃষ্টি কল্পনা না করিলে প্রাক্তন কর্ম্মানুযায়ী জন্মান্তর-বাদের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, এবং ব্রহ্মার সৃষ্টিতে অসম্পূর্ণতা দোষ আসে।

সুতরাং জীব নিজ প্রচেষ্টার দ্বারা, ঈশ্বর যাহার বিধান করেন নাই, এমন বর্ণাদির সৃষ্টি স্বীকার করিতে হয়। এই সমস্যা দূর করিবার জন্য প্রণি সৃষ্টির কল্পনা করা সঙ্গত মনে হয়।

এক্ষণে ব্রাহ্মণাদির শ্বেতাদি বর্ণ যে গুণের উপলক্ষণমাত্র,তাহাই মহাভার প্রদর্শন করিতেছি। রজঃ, সত্ব ও তমোগুণের রঞ্জকত্ব, স্বচ্ছত্ব ও মলিনত্বে সাম্যবশতঃ রক্ত শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ কল্পিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত গুণত্রয় ভেদ দ্বারা জীবের শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, ধূম্র ও কৃষ্ণ এই ষড়বিধ বর্ণ হয়। রজোগুণের বৈপরিত্যে অর্থাৎ সত্বগুণের সমতা এবং রজোগুণের ন্যূনতা হইলে হইয়া থাকে। এইরূপে রজোগুণের আধিক্য এবং সত্ব ও তমোগুণের ন্যূন সমতা দ্বারা নীলবর্ণ হইয়া থাকে! সত্ব ও তমোগুণের বৈপরিত্যে অর্থাৎ স সমতা এবং তমোগুণের ন্যূনতা দ্বারা লোক সকলের সহতর রক্তবর্ণ উৎপন্ন হয়; গুণের আধিক্য এবং রজো ও তমোগুণের ন্যূনতা ও সমতা হইলে সর্ব্বলোক পীতবর্ণ হইয়া থাকে। সত্বাধিক্যে রজোগুণের সমতা এবং তমোগুণের ন্যূনত একান্ত সুখকর শুক্লবর্ণ উৎপন্ন হয়।"

১৬৯০ পৃঃ শান্তিঃ ২৮৯

কেহ কেহ* ১৮৮ অধ্যায়ের শুক্লাদি বর্ণকে সত্বাদি গুণ বলিয়াও উল্লেখ ছেন। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে ১৮৮ অধ্যায়ের বর্ণভেদ মনুষ্য-স জাতিভেদের ইতিবৃত্ত নহে, সৃষ্টি ব্যাপারের অবিশেষ হইতে গুণকর্ম্মযোগে সবিশে বর্ণনা মাত্র।

শান্তিপর্ব্বের ৬০ অধ্যায়েও ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি বর্ণি আছে এবং ক্ষত্রিয়াদি বর্ণকে ব্রাহ্মণের জ্ঞাতিবর্গ বলা হইয়াছে।

যখন ব্রাহ্মণই ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের যজ্ঞস্রষ্টা এবং তাহাদিগের বিকারেই ক্ষত্রিয়া কন্যা সকলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের উৎপত্তি হইয়াছে, সুতরাং ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্র সাধু এবং ব্রাহ্মণগণের জ্ঞাতিবর্গ, কারণ একমাত্র ব্রহ্মা হইতে প্রথমতঃ ব্রা জাতির উৎপত্তি হয় এবং সেই ব্রাহ্মণ হইতেই ক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে।" ১৪৪৪ পৃঃ শান্তিঃ ৬০ অঃ।

এই স্থলের সহিত নিম্নোদ্ধৃত স্থলটীর সমন্বয় করিতে হইবে। "সকল বর্ণই ব্রা যেহেতু ব্রহ্মা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সকলেই নিয়ত 'ব্রহ্ম' এই বাক্য উ করিয়া থাকে, অতএব আমি ব্রহ্মবুদ্ধি বশতঃ তত্ত্বশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলাম।

* প্রতাপ চন্দ্ররায়ের অনুবাদ।

"বিশ্বই ব্রহ্মময়, সুতরাং এই দৃশ্যমান বিশ্বই ব্রহ্ম; ব্রহ্মার আস্য হইতে ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হইয়াছে, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয় সকল প্রসূত হইয়াছেন, নাভি হইতে বৈশ্য সমুদয় প্রসূত হয়, আর পদযুগল হইতে শূদ্রগণের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব সকল বর্ণকেই অন্যপ্রকার বিবেচনা করা বিধেয় নহে।" ১৬৯৬ পৃঃ শান্তিঃ ৩১৮ অঃ।

ব্রহ্ম হইতে জাত বা ব্রহ্মার অবয়ব হইতে উৎপন্ন বলিয়া সকল বর্ণকেই ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। এইজন্যই ব্রহ্মমূল লক্ষ্য করিয়া সকলে ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পরন্তু ক্ষত্রিয় জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত ব্রাহ্মণাত্মজেরা ক্ষত্রিয়, এই কথার পূর্ব্বেই ক্ষত্রিয় জাতির অস্তিত্ব সূচনা করে। ক্ষেত্রজ সন্তান মাত্রানুযায়ী জাতি লাভ করে, সুতরাং ক্ষত্রিয়ানীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জাত সন্তান ক্ষত্রিয়। আর অনুলোম বিবাহের ফলে এমন বহুসন্তান ক্ষত্রিয়াদি বর্ণে মিলিত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং এই স্থল হইতেও মনুষ্যজাতির একজাতির মধ্যে কর্ম্ম বা ব্যবসায় ভেদে জাতি সকলের উৎপত্তি প্রমাণিত হয় না। সুতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করিতে অসমর্থ। পূজনীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতানুশরণক্রমেই উক্ত মত প্রচার করিয়াছেন, বোধ হয় রায় মহাশয়ও সাহেবদিগের সিদ্ধান্ত হইতে এই মত গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলে উহার সমর্থন করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। বিষয় অতি দুরূহ ও জটিল, ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা অতিশয় অধিক, সুতরাং সুধী সমাজ করুণাপূর্ব্বক ত্রুটি প্রদর্শন করত ভ্রম বিদূরিত করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন, এই নিবেদন।

শ্রীকুমুদবন্ধু রায়।

প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান।

ভারতযুদ্ধ ও অশোকের সময় নির্ণয়।

গত ফাল্গুন মাসের কায়স্থ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ মহাশয় "মহাভারতের সময়" নামক প্রবন্ধে আমার শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ মাসের কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত "প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান" নামক প্রবন্ধদ্বয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, এবং তাঁহার সন্দেহভঞ্জন করিবার জন্য অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আহ্বান

করিয়াছেন। যথা সময়ে তাঁহার আলোচনা আমার হস্তগত না হওয়ায় উত্তর বিলম্ব হইল, আশা করি ভারতী মহাশয় ক্ষমা করিবেন।

শ্রাবণ মাসের কায়স্থ-পত্রিকায় আমি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভারতযুদ্ধের ১৯৩৭ খৃঃ পূঃ নির্ণয় করিয়াছি। এই সময় নির্ণয়ে আমার মূলভিত্তি বিষ্ণুপুরাণের একটা শ্লোক, ম্যাগাস্থিনিসের "সান্ড্রাকোটাস্" শব্দ এবং রাজা অশোকের অনুশাসন লিপি।

শ্লোকটী এই—

"তে তু পারিক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দ শতাত্মকঃ॥"৪।২৪।৩৪

অর্থাৎ হে দ্বিজোত্তম! সপ্তর্ষিগণ পরীক্ষিতের রাজত্বকালে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, তখন কলির শতাত্মক দ্বাদশাব্দ অর্থাৎ ১২০০ গতাব্দ প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

৺বঙ্কিমবাবু এই শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন—সপ্তর্ষি পরীক্ষিতের সময় মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, তখন কলির দ্বাদশশত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

পরীক্ষিতের কাল অর্থ আমি রাজ্যাভিষেক কাল বুঝিয়াছি, বঙ্কিমবাবু পরীক্ষিতের জন্মকাল বুঝিয়া ছিলেন। তাই আমি ১২০০ কলির গতাব্দা মধ্যে যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকাল ৩৬ বৎসর বাদ দিয়া ১১৬৪ কলির গতাব্দা বা ১৯৩৭ খৃঃ পূঃ অব্দ ভারতযুদ্ধের কাল পাইয়াছি, এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাহা প্রমাণ করিয়াছি। ৺বঙ্কিমবাবু পরীক্ষিতের জন্মকাল বুঝিয়া ১২০১ কলির গতাব্দ বা ১৯০০ খৃঃ পূঃ ভারতযুদ্ধ কলি পাইয়া প্রমাণ অভাবে ত্যাগ করিয়াছেন, এবং ১৪৩০ খৃঃ পূঃ নির্ণয় করিয়া লিখিয়াছেন—"বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে খৃঃ পূঃ ১৪৩০ পাওয়া গিয়াছে তাহাই ঠিক বোধ হয়। ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন না যে, মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল।*

আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব ১৪৩০ খৃঃ পূ বা ১৯০০ খৃঃ পূঃ অব্দে ভারতযুদ্ধ হয় নাই, ১৯৩৭ খৃঃ পূঃ অব্দে হইয়াছে। ভারতী মহাশয় লিখিয়াছেন—১৪৩০ খৃঃ পূঃ অব্দে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটনা সম্বন্ধে আমার যে মত, তাহার প্রথম আবিষ্কর্ত্তা বঙ্কিমবাবু—আমি নহি। ইহা অতি অবিচারের কথা।

যাহা হউক তিনি লিখিয়াছেন—"শ্রীযুক্ত বিনোদবাবু কলির শতাত্মক দ্বাদশাব্দ প্রবৃত্ত হইয়াছিল" কিরূপে পাইলেন, তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। বিষ্ণু পুরাণে আছে—

* কৃষ্ণচরিত্র প্রথম খণ্ড পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্য নক্ষত্রং দৃশ্যতে যং সমং নিশি॥
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দ শতং নৃণাম।"

অর্থাৎ সপ্তর্ষি মণ্ডলের মধ্যে যে দুইটা তারা আকাশে পূর্ব্বদিকে উদিত দেখা যায়, ইহাদের সমসূত্রে যে মধ্য নক্ষত্র দেখা যায়, সেই নক্ষত্রে সপ্তর্ষি শত বৎসর অবস্থান করেন। এক এক নক্ষত্রে এক এক শতাব্দী ধরিলে ১২টী নক্ষত্রে ১২ শতাব্দী হয়। এই যে শতবর্ষাত্মক এক একটী অব্দ, ইহারই দ্বাদশটী অব্দের শেষ বৎসর যখন গত হইতেছিল, সেই সময় পরীক্ষিত রাজা হইয়াছিলেন। সপ্তর্ষি এই সময় মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। দেখা যাউক এই কথা ঠিক কি না?

পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, ম্যাগাস্থিনিসের "সান্ড্রাকোটাস্" চন্দ্রগুপ্তের গ্রীক উচ্চারণ, অতএব গ্রীকবীর আলেক্‌জাণ্ডার ৩২৬ খৃঃ পূঃ অব্দে যখন ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত মগধের রাজা ছিলেন। দেখা যাউক এ সম্বন্ধে পুরাণ কি বলেন।

১৯৩৭ খৃঃ পূঃ অব্দে ভারতযুদ্ধে বার্হদ্রথবংশীয় সহদেব হত হইলে, তৎপুত্র সোমাপি রাজা হইয়াছিলেন। এই বংশের পরে প্রদ্যোৎবংশ, তৎপরে শিশুনাগ-রাজত্ব করেন, তৎপরে নন্দের অভিষেক হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—

"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥" ৪।২৪।৩২

অর্থাৎ পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত ১০১৫ বৎসর। শ্রীমদ্‌ভাগবতে লিখিত আছে—

"আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষ সহস্রং তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্॥

টীকাকারগণ ইহার অর্থ করিয়াছেন, পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত ১১১৫ বৎসর। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং অন্যান্য সকল পুরাণ মতেই ভারতযুদ্ধের পর বার্হদ্রথবংশ ১০০০ বৎসর, প্রদ্যোৎবংশ ১৩৮ বৎসর ও শিশুনাগবংশ ৩৬২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত ১০০০+১৩৮+৩৬২=১৫০০ বৎসর পাওয়া যাইতেছে।

অতএব পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেককাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুরাণ মতে ১০১৫ বৎসর, শ্রীমদ্‌ভাগবত মতে ১১১৫ বৎসর এবং বিষ্ণু, শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং অন্যান্য সকল পুরাণ মতে ১৫০০ বৎসর পাওয়া যাইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন শ্লোকের

সংখ্যা পাওয়া যায়, সুতরাং তাহা ভুল হইতে পারে না, একটা একটা শব্দই ভুল হইতে পারে। তাই বিষ্ণুপুরাণের ৩২ শ্লোকের "জ্ঞেয়ং" শ শ্রীমদ্ভাগবতের "শতং" শব্দ, এই দুই শব্দের একটী যে ভুল তাহাতে সন্দে কয়েকটী শ্লোক হইতে ১৫০০ বৎসর পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং পুরাণের জানা যাইতেছে, বিষ্ণুপুরাণের 'জ্ঞেয়ং" শব্দ এবং ১০১৫ বৎসর অর্থ, শ্রীমদ্ভাগ শ্লোকের ১১১৫ বৎসর অর্থ ঠিক নহে। ১৫১০ বৎসর হইবে। অর্থাৎ এক পনর বৎসর বা এক হাজার একশত পনর বৎসর না হইয়া এক হাজার পাঁ দশ বৎসর হইবে। অতএব ব্যাকরণের সাহায্যে যিনি যে অর্থই করুন, ভাগব শ্লোকটীর অর্থ এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু—পঞ্চশতং—দশোত্তরম্ না করিলে সামঞ্জস্য থাকে তাই আমি ঐ শ্লোকের অর্থ ১৫১০ বৎসর ধরিয়াছি।

শ্লোকের অর্থ ১৫১০ বৎসর পাওয়া যাইতেছে, অথচ রাজত্ব কাল ঠিক ১৫০০ বৎসর পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এই দশবৎসর অবশ্যই কোন স্থানে হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, সকল পুরাণ মতেই ঐ প্রদ্যোৎবংশের রাজত্ব ১৩৮ বৎসর; কিন্তু বায়ুপুরাণে ঐ বংশের প্রত্যেক রাজার রাজত্ব কাল এই আছে—

মুনিকঃ স্বামিনং হত্বা পুত্রং সমভিষেক্ষ্যতি।
* * *
ত্রয়োবিংশৎ সমা রাজা ভবিতা স নরোত্তমঃ॥
চতুর্ব্বিংশৎ সমা রাজা পালকো ভবিতা ততঃ।
বিশাখযূপো ভবিতা নৃপঃ পঞ্চাশতীং সমাঃ॥
একত্রিংশৎ সমা রাজ্যমজকস্য ভবিষ্যতি।
ভবিষ্যতি সমা বিংশত্তৎসুতো বর্ত্তিবর্দ্ধনঃ॥
অষ্টত্রিংশচ্ছতং ভাব্যাঃ প্রদ্যোতাঃ পঞ্চ তে সুতাঃ।"

৯৯ অধ্যায় ৩১০—৩১৪ শ্লোক।

অর্থাৎ মুনিক স্বীয় প্রভুকে হত্যা করিয়া স্বীয় পুত্র প্রদ্যোতকে রাজ্যাভিষি করিবে। তিনি ২৩ বৎসর রাজত্ব করিবেন, তৎপুত্র পালক ২৪ বৎসর ক বিশাখযূপ ৫০ বৎসর, তৎপুত্র অজক ৩১ বৎসর, তৎপুত্র বর্ত্তিবর্দ্ধন ২০ প্রদ্যোত বংশের এই পাঁচ জনে ১৩৮ বৎসর রাজত্ব করিবেন।

এই ১৩৮ বৎসর ভুল; প্রত্যেক রাজার রাজত্ব কালের সমষ্টি (২৩+২ ৫০+৩১+২০) ১৪৮ বৎসর হয়, সুতরাং তাহাই এই বংশের রাজত্বকাল হ

১৪৮ বৎসর গ্রহণ করিলে ১০০০+১৪৮+৩৬২=১৫১০ বৎসর পাওয়া যাইতেছে, ভাগবতের শ্লোকের ১৫১০ বৎসর ঠিক মিলিয়া যাইতেছে। এই জন্য আমি ১৪৮ বৎসর গ্রহণ করিয়াছি। পরস্পর সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে ১৪৮ বৎসর না লইয়া উপায় নাই। বিশেষতঃ ইহা পুরাণেরই কথা, অতএব পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত ১৫১০ বৎসরই হইবে। ভারতী মহাশয় দেখিবেন আমার এই গণনা ভুল নহে বরং পুরাণ সম্মত।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে বিষ্ণুপুরাণে এই ভুল হইল কিরূপে? আমার মতে সপ্তর্ষি চার গণনা বুঝিতে না পারিয়া কেহ "শতং" কাটিয়া "জ্ঞেয়ং" করিয়াছেন। ৺বঙ্কিমবাবু, কটকের রায় সাহেব প্রভৃতি মহাত্মাগণও সপ্তর্ষিচার গণনা বুঝিতে পারেন নাই, তাই ঐ গণনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ৺বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন—

"সপ্তর্ষি মণ্ডল কতকগুলি স্থির তারা, উহার বিলাতি নাম Great Bear বা Ursa Major মঘা নক্ষত্রও কতকগুলি স্থির তারা। সকলেই জানেন, স্থির তারার গতি নাই। তবে বিষুবের একটু সামান্য গতি আছে, ইংরেজ জ্যোতির্ব্বিদেরা তাহাকে বলেন, "Precession of the Equinores" এই গতি হিন্দু মতে প্রতি বৎসর ৫৪ বিকলা। এক এক নক্ষত্রে ১৩ একের তিন অংশ। এ হিসাবে কোন স্থির তারার এক নক্ষত্র পরিভ্রমণ করিতে সহস্র বৎসর লাগে—শতবৎসর নয়। তাছাড়া, সপ্তর্ষি মণ্ডল কখনও মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না। কারণ, মঘা নক্ষত্র সিংহরাশিতে, দ্বাদশরাশি রাশিচক্রের ভিতর। সপ্তর্ষিমণ্ডল রাশিচক্রের বাহিরে। যেমন ইংলণ্ড ভারতবর্ষে কখনও থাকিতে পারে না, তেমন সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে পুরাণকার ঋষি কি গাঁজা খাইয়া এই সকল কথা লিখিয়াছেন? এমন কথা আমরা বলিতেছি না। আমরা কেবল ইহাই বলিতেছি যে, এই প্রাচীন উক্তির তাৎপর্য্য আমাদের বোধগম্য নহে। কি ভাবিয়া পুরাণকার লিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।"

কটকের রায় সাহেব যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন—"সপ্তর্ষি নক্ষত্রের গতি যে কাল্পনিক, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ঐ গতির আরম্ভ মঘা নক্ষত্রে বৎসরে ৮ কলা এবং পূর্ব্বাভিমুখে। ঐগতি এমন অস্বাভাবিক যে, পূর্ব্বকালে বিদেশীয় আলবেরুণী উহাকে উপলক্ষ করিয়া আমাদের প্রাচীনদিগকে উপহাস করিতে ছাড়েন নাই।"

আমাদের প্রাচীনদিগকে আমরাই যখন উপহাস করি, তখন বিদেশী লোক করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমরাই তো তাঁহাদিগকে old fool মনে

করি, কেননা আমরা তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী বুঝি। ৺বঙ্কিমবাবু লি
ছেন—আমেরিকার পণ্ডিত Whituey সাহেব বলেন, হিন্দুদিগের জ্যোতিষ
এত অশুদ্ধ যে, তাহা হইতে কোন কালাবধারণ চেষ্টা বৃথা।" Whituey
জ্ঞান যে সীমাবদ্ধ তাহা তিনি মনে করিতে পারেন না, তাই বুছিতে না
"অশুদ্ধ" বলিয়াছেন। আলবেরুণী বুঝিতে পারেন নাই, তাই উপহাস
ছেন। আর আমরা তাহা প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিয়া বুদ্ধিমত্তার পরি
খালাস হইতেছি। হাতে না পাইলে আঙ্গুর টকই লাগে।

আমি সপ্তর্ষিচার গণনা যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। স
গতি নাই, মঘারও গতি নাই, এই উভয়ই স্থির তারা। সপ্তর্ষি পরীক্ষিতে
যেমন মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, আজিও আমরা সেইরূপ মঘা নক্ষত্রেই সপ্তর্ষিকে
পাই। কমলাকর শাকল্য মুনির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন*—

"মুনিবর্ষ শতেনৈকং প্রাগ্‌গত্যা ভং ভুনক্তি বৈ।
ভ-বৃত্তস্যানুরোধেন কল্পনেয়ং বুধৈঃ স্মৃতা॥"

অর্থাৎ সপ্তর্ষি অগ্রগতি অনুসারে শতবর্ষ এক নক্ষত্র ভোগ করে। ভ-বৃ
নক্ষত্রচক্রে অব্দ গণনার অনুরোধে এই গতি কল্পিত হইয়াছে। অনেকেই
অতি প্রাচীনকালে একটী শতবর্ষাত্মক অব্দ গণনা প্রচলিত ছিল। তাহা
লৌকিক অব্দ। ইহারই পরিণাম ঠিক রাখিবার জন্য সপ্তর্ষির এক এক নক্ষত্রে
বর্ষ অবস্থান কল্পনা করিয়া ভ-বৃত্তে বা নক্ষত্রচক্রে ২৭ নক্ষত্রে ২৭০০ বৎসর
করা হইত, এবং প্রতি নক্ষত্রের নামে ঐ শতাব্দীর পরিচয় প্রদান করা
শাকল্যমুনি বলিয়াছেন, "প্রাগ্‌দিকে এই গতি গণিত হইত।" এই "প্রা
শব্দেই পরিবর্ত্তীকালে গোলোযোগ বাধিয়াছে। প্রাক্ অর্থ পূর্ব্বদিক ধরিলে,
অর্থে রাশিচক্রের পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ মঘা পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী ইত্যাদি ক্রমে
বুঝায়। গ্রহদিগের গতি এইরূপ। (২) প্রাক্ অর্থ অগ্রদিক ধরিলে চলি
নক্ষত্রের অগ্র বা সম্মুখ দিকে গতি অর্থাৎ মঘা, অশ্লেষা, পুষ্যা ইত্যাদি ক্রমে
বুঝায়। বিষুব বিন্দুর গতি এইরূপ। এই দুই গতি ঠিক বিপরীত।

বিষ্ণুপুরাণের যে সংস্করণ আমরা পাই, ঐ সংস্করণকর্ত্তা সপ্তর্ষির গ্রহাদির
পূর্ব্বদিকে গতি ধরিয়া গণনা করিয়া ছিলেন। তাই মঘার পরে পূর্ব্বফল্গুনী
পূর্ব্বাষাঢ়া পর্য্যন্ত ১১ নক্ষত্র ধরিয়া উপরিউক্ত শ্লোকের "শতং" স্থলে
প্রক্ষেপ দিয়া ১০১৫ বৎসর করিয়াছিলেন। কারণ বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—

* সাহিত্য পত্রিকা ১৩০৫।৭৪১ পৃষ্ঠা।

"প্রযাস্যন্তি যদা চৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলিবৃর্দ্ধিং গমিষ্যতি॥" ৪।২৪।৩৯

অর্থাৎ সপ্তর্ষি (মঘা নক্ষত্র হইতে) যখন পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে যাইবে, তখন নন্দের রাজ্যকাল (রাজ্য প্রাপ্তিকাল) হইতেই কলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। এখানে মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া একাদশ নক্ষত্র। ইহাতে ১১০০ বৎসর পাওয়া যায়। অথচ "জ্ঞেয়ং" স্থলে "শতং" রাখিলে ১৫১০ বৎসর হয়। তাই ১১০০ শতাব্দী বা ১০১৫ বৎসর ঠিক রাখিবার জন্য "শতং" কাটিয়া "জ্ঞেয়ং" করা হইয়াছে। ভাগবতে এটুকু করা হয় নাই, তাই সেখানে ঠিক আছে। ভাগবতের "শতং" শব্দ ধরিয়া কেহ কেহ ১১১৫ বৎসর করেন, তাহাও হইবে না, কারণ তাহা হইলে মঘা হইতে দ্বাদশ নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়া ধরিতে হয়। শ্লোকে পূর্ব্বাষাঢ়া লিখিত আছে। শ্রীধর স্বামীজীই এই ভুল করিয়াছেন, অন্যে পরে কা কথা।

"প্রাগ্‌গত্যা" অর্থ অগ্রগতি অর্থাৎ সম্মুখের দিকে গতি ধরিলে মঘা হইতে অশ্লেষা, তৎপরে পুষ্যা ইত্যাদিক্রমে ধরিতে হয়। তাহাতে মঘার পরে পূর্ব্বাষাঢ়া পর্য্যন্ত ১৭নক্ষত্রে* ১৭০০বৎসর পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণ ৪।২৪।৩৯ শ্লোকের "নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ" অর্থ "নন্দ প্রভৃতি হইতে" এই সময় কলিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, ধরিলে বুঝা যায়—নন্দ প্রভৃতির সময় কলি যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, পূর্ব্বাষাঢ়ায় অবস্থিতি কালে তাহা অপেক্ষাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নন্দবংশের পর মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত, তৎপরে তৎপুত্র বিন্দুসার তারপরে তৎপুত্র অশোক রাজা হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবলতা হেতু ঐ সময় হিন্দুশাস্ত্র মতে কলি নন্দাদির সময় অপেক্ষাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিলে অসঙ্গত হয় না। [illegible] নন্দ পর্য্যন্ত ১৫১০ বৎসর পাইয়াছি, তৎসহ নন্দবংশের রাজত্বকাল ১০০ বৎসর, চন্দ্রগুপ্তের ২৪ বৎসর এবং বিন্দুসারের ২৫ বৎসর যোগ দিলে ১৬৫৯ বৎসর পাওয়া যাইতেছে, অতএব সপ্তর্ষি মঘার পরে সপ্তদশ নক্ষত্র পূর্ব্বাষাঢ়াতেই আসিয়া পড়িতেছে। সুতরাং এই গতি ধরিয়া সপ্তর্ষি চার ঠিক মিল হইতেছে। এই গণনানুসারে পূর্ব্বাষাঢ়ায় নন্দের কাল পড়ে না, অশোকের সময় পড়ে। অতএব সেই পর্য্যন্তই ধরিতে হইবে। এখানেও টীকাকারগণ ভুল করিয়াছেন। শ্রীধর স্বামীজী লিখিয়াছেন—"কলেঃ প্রবেশ কাল যুক্ত্বা তস্য বৃদ্ধিকালমাহ যদেতি। তদা প্রদ্যোতনাৎ প্রভৃতি বৃদ্ধিং গচ্ছৎ নন্দাৎ প্রভৃতি অতিবৃদ্ধিং গমিষ্যতীত্যর্থঃ। † কিন্তু ১৬৫৯ বৎসর মধ্যে মঘার ৩৬ বৎসর

* অগ্রহায়ণের কায়স্থ-পত্রিকায় ১৬নক্ষত্র লিখিয়াছি, তাহা ভুল।

† ভাগবত ১২।২ অধ্যায়।

বাদ দিলে ১৬২৩ বৎসর থাকে। মঘার পরে ১৫৭৪ বৎসর নন্দ প্রভৃতি পর্য্যন্ত (১৬১০-৩৬=১৫৭৪ বৎসর) হয়, এই সময় সপ্তর্ষি উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে ছিলেন। ১৫৭৪+চন্দ্রগুপ্তের ২৪ বৎসর=১৫৯৮ বৎসর+বিন্দু রাজত্বকাল ২৫ বৎসর=১৬২৩ বৎসর হয়। এই সময় অর্থাৎ বিন্দুসারের ২ রাজত্বের পরে সপ্তর্ষি পূর্ব্বাষাঢ়ায় গিয়াছে। পূর্ব্বাষাঢ়ায় ২৩ বৎসর ভ্রমণ বিন্দুসারের রাজত্ব শেষ হইয়াছে। তারপরে অশোকের রাজ্য আরম্ভ হয় সুতরাং পূর্ব্বাষাঢ়ায় নন্দবংশের সময় পড়ে নাই। এবং তৎকালে কলিও অধি প্রাপ্ত হয় নাই। অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেই কলি অভিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

শাকল্য লিখিয়াছেন—

"যুগাদৌ বিষ্ণুতারায়াঃ ক্রতুর্ভাগ্যে ব্যবস্থিতঃ।"

অর্থাৎ যুগের আদিতে অর্থাৎ কলিযুগ আরম্ভের পূর্ব্বে শ্রবণার আদিতে ছিলেন। কলিযুগ আরম্ভ হইলে উত্তরাষাঢ়ায় তাঁহারা আসিয়াছিলেন। উত্তরা হইতে মঘা পর্য্যন্ত ১২ নক্ষত্র হয়। সুতরাং মঘার শেষ পর্য্যন্ত সপ্তর্ষির ক ১২০০ বৎসর ভ্রমণ করা হয়। অতএব এই গণনাও ঠিক মিল হইল। একটী গণনা আছে। বায়ু পুরাণে লিখিত আছে—

"সপ্তর্ষয়ো মঘাযুক্তাঃ কালে পারিক্ষিতে শতম্।
অন্ধ্রাস্তে তু চতুর্ব্বিংশে ভবিষ্যতি মতে মম॥"

৯৯ অঃ ৪২৩ শ্লোক।

অর্থাৎ "পরীক্ষিতের রাজত্বকালে মঘাতে সপ্তর্ষির শত বর্ষ পূর্ণ হইয়াছি অন্ধ্র রাজাদিগের রাজত্বকালের শেষে আমার মতে চতুর্ব্বিংশতি নক্ষত্রে ছিলেন।"

এই চতুর্ব্বিংশতি নক্ষত্র অর্থ কেহ কেহ কেহ ২৪ নক্ষত্র শতভিষা ধরিয়াছে তাহা ঠিক নহে। আমরা নন্দবংশ পর্য্যন্ত ১৬১০ বৎসর পাইয়াছি। মৌর্য্যবংশ ১৩৭ বৎসর+শুঙ্গবংশ ১১২ বৎসর+কণ্ববংশ ৪৫ বৎসর+অন্ধ্র ৪৫৬ বৎসর মোট ৭৫০ বৎসর পাওয়া যায়। ১৬১০+৭৫০=২৩৬০ বৎসর ২৪ নক্ষত্রই হয়। অতএব কলিযুগের আরম্ভ হইতে অন্ধ্রবংশের শেষ সপ্তর্ষি চার মতে ঠিক মিল হইয়া গেল। সুতরাং সপ্তর্ষির কল্পিত গতি বিষুব ন্যায় অগ্রদিকেই ধরিতে হইবে। গ্রহাদির ন্যায় পূর্ব্ব দিকে ধরিতে হইবে অর্থাৎ মঘা হইতে অশ্লেষা, পুষ্যা ইত্যাদি রূপে সপ্তর্ষিচার গণনা করিতে এখন বোধ হয় সকলেই এই গণনা বুঝিতে পারিবেন। সপ্তর্ষি চার গণনা

এই গণনা ঠিক এবং অতি প্রাচীনকাল হইতে এই গণনা চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্ব সময় হইতেই এই গণনা বিকৃত হইয়াছে জানা যায়।

এই গণনায় আমরা পাইলাম—

ভারত যুদ্ধ		১৯৩৭ খৃঃ পূঃ
বার্হদ্রথ বংশ	১০০০	
		৯৩৭ খৃঃ পূঃ
প্রদ্যোত বংশ	১৪৮	
		৭৮৯ খৃঃ পূঃ
শিশুনাগ বংশ	৩৬২	
		৪২৭ খৃঃ পূঃ
নন্দবংশ	১০০	
		৩২৭ খৃঃ পূঃ
চন্দ্রগুপ্তকাল	২৪	
		৩০৩ খৃঃ পূঃ
বিন্দুসারকাল	২৫	
		২৭৮ খৃঃ পূঃ
অশোকের অভিষেক পূর্ব্বকাল	৪	
		২৭৪ খৃঃ পূঃ
অশোকের ত্রয়োদশ লিপির কাল	১৩	
		২৬১ খৃঃ পূঃ

এই ২৬১ খৃঃ পূঃ তে উক্ত লিপির লিখিত এন্টিওকাস, টলেমী, এন্টিগোণাস, মক্ ও অলিকসুন্দর এই পাঁচজন গ্রীস রাজা বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং অশোকের ঠিক সময়ই পাওয়া যাইতেছে, তাই ১৯৩৭ খৃঃ পূঃ অব্দে ভারত যুদ্ধ হইয়াছে, একথাও নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

আর একটী প্রমাণেও ১৯৩৭ খৃঃ পূঃ অব্দ ভারতযুদ্ধকাল পাওয়া যায়। ভীষ্মদেব উত্তরায়ণারম্ভে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি ৫৮ দিন শরশয্যায় শয়ন

করিয়া ছিলেন। অমাবস্যা তিথিতে ভারতযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। উ
১৪১ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"সপ্তমাচ্চৈব দিবসাদমাবস্যা ভবিষ্যতি।
সংগ্রামে যুজ্যতাং তস্যাং তামাহুঃ শক্রদেবতাং॥"১৮

অর্থাৎ অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে অমাবস্যা হইবে। ইন্দ্রদৈবত বলি
দিবস সংগ্রামের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত।

যুদ্ধের দশম দিবসে ভীষ্ম শরশয্যায় পতিত হইয়াছিলেন। সে দিবস শু
তিথি। এই দিন হইতে শুক্লপক্ষের ৬+কৃষ্ণপক্ষের ১৫+শুক্লপক্ষের ১৫+
পক্ষের ১৫+শুক্লপক্ষের ৮=৫৯ দিন হয়। তন্মধ্যে ত্র্যহস্পর্শের এক দি
দিলে ৫৮ দিন পাওয়া যায়।

"মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তে মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠিরঃ।
ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি॥"

অনুশাসন পর্ব্ব ১৬

অর্থাৎ "হে যুধিষ্ঠির! এই মনোহর মাঘ মাস উপস্থিত হইয়াছে;
ত্রিভাগ অবশিষ্ট রহিয়াছে এবং শুক্লপক্ষ বোধ হইতেছে।"

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে সৌর মাঘ মাস চান্দ্র মাঘ প্রাপ্ত হইলে,
সৌর মাঘের তিনভাগ শেষ হইয়াছিল এবং চান্দ্রমাঘের তিনভাগ অবশিষ্ট ছি
দিন শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ভীষ্মদেব দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।
রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইয়াছিল।

আমার পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়তত্ত্বে যে ব্রহ্মচক্র গণনা
দিয়াছি, তাহাতে ৪৬ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, ১৯৩৭ খৃঃ পূঃ অব্দে ২৩শে মাঘ উত্তরা
হইত। ঐ দিন ভীষ্মের মৃত্যু হইয়াছিল। মাঘ মাসের ২৩+পৌষ মাসের
অগ্রহায়ণ মাসের ৬ দিন (২৪শে অগ্রহায়ণ)=৫৮ দিন হয়। অতএব
অগ্রহায়ণ সন্ধ্যার সময় ভীষ্ম শরশয্যায় পতিত হইয়াছিলেন। তিনি দশ দি
করিয়াছিলেন। সুতরাং ১৪ই অগ্রহায়ণ যুদ্ধারম্ভের দিন পাওয়া যাইতেছে।

২৩শে মাঘের পরে ২৭ মাঘ পর্য্যন্ত অনুলোম ৪দিন+মাঘ মাসের এ
২৭ দিন+পৌষ মাসের প্রতিলোম ২২।৪৪।০=৫৩।৪৪।০ অয়নগতি
পর্য্যন্ত হইয়াছে। ১ অংশে ৭১।৮ মাস অয়ন গতি। ৭১।৮ মাসকে ৫৩
করিলে ৩৭৯৮।৪ মাস পাওয়া যায়। ৪৪ কলায় ৫২ বৎসর ১০ মাস হয়।
+৫২।১০ মাস=৩৮৫১।২ মাস। ৩৮৫১।২—১৯১৫=১৯৩৬।২ খৃঃ

১৯৩৭ খৃঃ পূঃ পাওয়া যাইতেছে। অতএব ১৯৩৭ খৃঃ পূঃ তে ভারত যুদ্ধ হইয়াছে, ইহা তাহার একটী প্রমাণ।

আমার এই গণনা রাজতরঙ্গিণী লেখক পণ্ডিত কহ্লন ভট্টের সহিত মিলে না। তিনি বলিয়াছেন—

"শতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষুচ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ।"১।৫১

অর্থাৎ "৬৫৩ কল্যব্দে যুধিষ্ঠিরাদি কুরুপাণ্ডবগণ বর্ত্তমান ছিলেন।" পণ্ডিতজীর এই গণনায় ভুল হইয়াছে। সেই ভুলটুকু সংশোধন করিলেই ঠিক মিল হইবে।

বরাহমিহির কৃত বৃহৎসংহিতার নিম্নলিখিত শ্লোক অবলম্বনে কহ্লন পণ্ডিত গণনা করিয়াছেন—

"আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্দ্বিক্ পঞ্চ দ্বিযুতঃ শক-কাল তস্য রাজ্ঞশ্চ॥"১।৫৬

অর্থাৎ "রাজা যুধিষ্ঠিরের শাসনকালে সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিল, তাঁহার রাজ্যকাল হইতে শক রাজার সময় ২৫২৬ বৎসর।" সুতরাং ঐ সংখ্যায় চলিত শকাব্দ যোগ করিলে বর্ত্তমান কল্যব্দ বাহির হইবে। যথা—

১৩২২ সালে ১৮৩৭ শকাব্দা চলিতেছিল। তৎসহ ২৫২৬ যোগ করিলে ৪৩৬৩ বৎসর হয়। ৫০১৬ কল্যব্দ মধ্যে ৪৩৬৩ বাদ দিলে ৬৫২ বৎসর অবশিষ্ট থাকে। তাই কহ্লন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন "৬৫৩ কল্যব্দে—ভারতযুদ্ধ হইয়াছে।" বরাহমিহিরের ঐ শ্লোকটীর ভুল অর্থই তাঁহাকে এই ভ্রমে ফেলিয়াছে। কহ্লন পণ্ডিত বৃহৎসংহিতার ঐ শ্লোকটীর যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই। উহার অর্থ—যুধিষ্ঠিরের সময় মঘা নক্ষত্রে সপ্তর্ষি ছিলেন; এখন সেই রাজার শক-কাল ২৫২৬। বৃদ্ধগর্গের এই মত বরাহমিহির উদ্ধৃত করিয়াছেন মাত্র। শকাব্দার সহিত ২৫২৬ যোগ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। শক-কাল অর্থ শকাব্দা ধরিয়াই তিনি এই ভ্রমে পড়িয়াছেন। ৬৫৩ কলির গতাব্দায় ভারতযুদ্ধ হয় নাই—কলির ১১৬৪ গতাব্দায় ১৯৩৭ খৃঃ পূঃ অব্দে হইয়াছে।

কাহারও কাহারও মতে দ্বাপর ও কলির সন্ধি সময়ে ভারতযুদ্ধ হইয়াছে পরবর্ত্তীকালে এই ভ্রমই লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, তাই কলির গতাব্দা ও যুধিষ্ঠির এক হইয়া গিয়াছিল। বৃদ্ধগর্গের পূর্ব্বেই এই মত প্রচলিত হইয়াছিল। তাই তিনি বলিয়াছেন—

"কলিদ্বাপর সন্ধৌ তু স্থিতাস্তে পিতৃদৈবতম্।
মুনয়ো ধর্ম্মনিরতাঃ প্রজানাং পালনে রতাঃ॥"

অর্থাৎ কলি ও দ্বাপরযুগের সন্ধি সময়ে সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। [illegible] গর্গের পূর্ব্বেই যে কল্যব্দ ও যুধিষ্ঠিরাব্দ এক হইয়া গিয়াছে, তাহা অনুমান [illegible] যাইতে পারে। সুতরাং ২৫২৬ যুধিষ্ঠিরাব্দ বা কলির গতাব্দায় যে বৃদ্ধগর্গ [illegible] ছিলেন, তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে। ৩১০১ খৃঃ পূঃ তে কলিযুগ [illegible] হইয়াছে। তাহা হইতে ২৫২৬ বাদ দিলে (৩১০১—২৫৩৬) ৫৭৫ খৃঃ পূঃ পাওয়া যায়, এই সময়েই বৃদ্ধগর্গ বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব বুঝিতে হইবে খৃঃ পূঃ অব্দের পূর্ব্বেই কল্যব্দ ও যুধিষ্ঠিরাব্দ এক হইয়া গিয়াছে। তাই [illegible] কালে এই দুই অব্দ এক সঙ্গে ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

কালাদাগী জিলায় যাহোলের নিকট এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতের শীর্ষে একটী [illegible] জৈনমন্দিরে যে শিলা লেখটী পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে—

"ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহবাদিতঃ।
সপ্তাব্দ শতযুক্তেষু শ (গ) তেষুব্দেষু পঞ্চসু।
পঞ্চাশৎসু কলৌকালে ষট্সু পঞ্চশতাসু চ।
সমাসুসমতীতাসু শকানামপি ভূভুজাম॥"

অর্থাৎ "ভারতযুদ্ধের ৩৭৩৫ বৎসর পরে এবং ৫৫৬ শকগতাব্দে এই [illegible] নির্ম্মিত হইয়াছিল।" এই হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, ৩৭৩৫—৫৫৬ = ৩১৭৯ পূর্ব্বশকাব্দে মহাভারতের যুদ্ধ হইয়াছিল। বৃদ্ধগর্গের পরে এই শ্লোক রচিত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে এই ভুলের প্রকৃত কারণ পাওয়া যায়। উক্ত পুরাণে [illegible] নিম্নলিখিত শ্লোকের ভুল অর্থই যুধিষ্ঠিরের শককাল ও কল্যব্দ এক হইবার কারণ।

"যস্মিন্ কৃষ্ণোদিবং যাত স্তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগং তস্য সংখ্যা নিবোধ মে॥" ৪।২৪।৪০

অর্থাৎ কৃষ্ণ যে দিন স্বর্গে গমন করেন, সেই দিনই কলি উপস্থিত হইল। এক্ষণে কলির সংখ্যা আমার নিকট শ্রবণ কর।

এই শ্লোকের এই অর্থ ঠিক হয় নাই। কারণ ঐ পুরাণেই ৩৫ ও ৩৬ [illegible] লিখিত আছে—

"যদৈব ভগবদ্বিষ্ণোরংশো যাতো দিবং দ্বিজ।
বসুদেবকুলোদ্ভূতস্তদৈব কলিরাগতঃ॥৩৫

যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং পস্পর্শেমাং বসুন্ধরাম্।
তাবৎ পৃথ্বীপরিষঙ্গে সমর্থোনাভবৎ কলিঃ॥"৩৬

অর্থাৎ যে সময় ভগবান বিষ্ণুর অংশ বাসুদেব স্বর্গে গমন করেন, সেই সময়ই কলি আগমন করিয়াছে। ভগবান বাসুদেব যতদিন পাদপদ্ম দ্বারা এই পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া ছিলেন, ততদিন কলি পৃথিবীকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই।

এই শ্লোকদ্বয়ে প্রমাণ হইতেছে যে, কলিযুগ পূর্ব্বেই আগমন করিয়াছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জন্য পৃথিবী স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই শ্লোকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ৪০ শ্লোকের অর্থ করিলে সহজেই বুঝা যায় যে প্রতিপন্ন অর্থ (প্রতি পুনর্ব্বার পদ্ গমন করা) পুনর্ব্বার আগমন করা। অর্থাৎ কলি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বেই আগমন করিয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের সময় পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছিল, তৎপরে তাঁহার স্বর্গ গমনান্তে আবার আগমন করিয়াছিল।

অতএব কলির ১২০০ বৎসর গতাব্দায় শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, এবং যুধিষ্ঠিরাদি মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন, ওকথা ঠিক। সুতরাং আমরা উপরিউক্ত প্রমাণাদির বলে নিঃসংশয়ে অনুমান করিতে পারি ১১৬৪ কলির গতাব্দায় ১৯৩৭ খৃঃ পূঃ অব্দে বিখ্যাত ভারতযুদ্ধ হইয়াছে। ৩২৬ খৃঃ পূঃ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত মগধের রাজা হইয়াছিলেন। ২৭৭ খৃঃ পূঃ তে অশোক রাজত্ব পাইয়াছিলেন।

ভারতী মহাশয় লিখিয়াছেন—বিষ্ণুপুরাণের ৪।২৪।৩২ শ্লোকের "এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্" স্থলে প্রকৃত পাঠ হইবে—

"এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চশতোত্তরম্॥"

অর্থাৎ ১৫০০ বৎসর। কিন্তু এ পাঠ স্বীকার করিলে উপরি উক্ত সময়গুলি সমস্তই অনৈক্য হইয়া যায়। চন্দ্রগুপ্তের সময় ৩২৬ স্থলে ৩৩৬ খৃঃ পূঃ, অশোকের সময় ২৭৭ খৃঃ পূঃ স্থলে ২৮৭ খৃঃ পূঃ এবং পঞ্চ গ্রীকরাজের সময় ২৬১ খৃঃ পূঃ স্থলে ২৭১ খৃঃ পূঃ হয়। গ্রীক প্রমাণে ২৬১ খৃঃ পূঃর পূর্ব্বে ঐ পাঁচজন রাজা এক সঙ্গে রাজত্ব করেন নাই। সুতরাং ১৫১০ বৎসর ধরিতেই হইবে। অতএব তাঁহার পাঠ ঠিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

ভারতী মহাশয় দেখিবেন ম্যাগাস্থিনিসের উক্তি পুরাণের বিরোধী নহে, সমর্থক, সুতরাং কহ্লন পণ্ডিতাদির সিদ্ধান্ত অপেক্ষা তাঁহার উক্তি মূল্যবান কি না?

শ্রীবিনোদ বিহারী রায়।

———

"কলিদ্বাপর সন্ধৌ তু স্থিতাস্তে পিতৃদৈবতম্।
মুনয়ো ধর্ম্মনিরতাঃ প্রজানাং পালনে রতাঃ॥"

অর্থাৎ কলি ও দ্বাপরযুগের সন্ধি সময়ে সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। [illegible] গর্গের পূর্ব্বেই যে কল্যব্দ ও যুধিষ্ঠিরাব্দ এক হইয়া গিয়াছে, তাহা [illegible] যাইতে পারে। সুতরাং ২৫২৬ যুধিষ্ঠিরাব্দ বা কলির গতাব্দায় যে [illegible] ছিলেন, তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে। ৩১০১ খৃঃ পূঃ তে কলির [illegible] হইয়াছে। তাহা হইতে ২৫২৬ বাদ দিলে (৩১০১—২৫৩৬) ৫৭৫ খৃঃ [illegible] পাওয়া যায়, এই সময়েই বৃদ্ধগর্গ বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব বুঝিতে হইবে [illegible] খৃঃ পূঃ অব্দের পূর্ব্বেই কল্যব্দ ও যুধিষ্ঠিরাব্দ এক হইয়া গিয়াছে। তাই [illegible] কালে এই দুই অব্দ এক সঙ্গে ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

কালাদাগী জিলায় যাহোলের নিকট এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতের শীর্ষে একটি [illegible] জৈনমন্দিরে যে শিলা লেখটী পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে—

"ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহবাদিতঃ।
সপ্তাব্দ শতযুক্তেষু শ (গ) তেষুব্দেষু পঞ্চসু।
পঞ্চাশৎসু কলৌকালে ষট্সু পঞ্চশতাসু চ।
সমাসুসমতীতাসু শকানামপি ভূভুজাম॥"

অর্থাৎ "ভারতযুদ্ধের ৩৭৩৫ বৎসর পরে এবং ৫৫৬ শকগতাব্দে [illegible] নির্ম্মিত হইয়াছিল।" এই হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, ৩৭৩৫—[illegible] ৩১৭৯ পূর্ব্বশকাব্দে মহাভারতের যুদ্ধ হইয়াছিল। বৃদ্ধগর্গের পরে এই [illegible] রচিত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে এই ভুলের প্রকৃত কারণ পাওয়া যায়। উক্ত পুরাণে [illegible] নিম্নলিখিত শ্লোকের ভুল অর্থই যুধিষ্ঠিরের শককাল ও কল্যব্দ এক হইবার কারণ।

"যস্মিন্ কৃষ্ণোদিবং যাত স্তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগং তস্য সংখ্যা নিবোধ মে॥" ৪।২৪।৪০

অর্থাৎ কৃষ্ণ যে দিন স্বর্গে গমন করেন, সেই দিনই কলি উপস্থিত [illegible] এক্ষণে কলির সংখ্যা আমার নিকট শ্রবণ কর।

এই শ্লোকের এই অর্থ ঠিক হয় নাই। কারণ ঐ পুরাণেই ৩৫ ও ৩৬ [illegible] লিখিত আছে—

"যদৈব ভগবদ্বিষ্ণোরংশো যাতো দিবং দ্বিজ।
বসুদেবকুলোদ্ভূতস্তদৈব কলিরাগতঃ॥৩৫

যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং পস্পর্শেমাং বসুন্ধরাম্।
তাবৎ পৃথ্বীপরিষঙ্গে সমর্থোনাভবৎ কলিঃ॥"৩৬

অর্থাৎ যে সময় ভগবান বিষ্ণুর অংশ বাসুদেব স্বর্গে গমন করেন, সেই সময়ই [illegible] আগমন করিয়াছে। ভগবান বাসুদেব যতদিন পাদপদ্ম দ্বারা এই পৃথিবীকে [illegible] করিয়া ছিলেন, ততদিন কলি পৃথিবীকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই।

এই শ্লোকদ্বয়ে প্রমাণ হইতেছে যে, কলিযুগ পূর্ব্বেই আগমন করিয়াছিল, কিন্তু [illegible] জন্য পৃথিবী স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই শ্লোকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া [illegible] শ্লোকের অর্থ করিলে সহজেই বুঝা যায় যে প্রতিপন্ন অর্থ (প্রতি পুনর্ব্বার পদ্ গমন করা) পুনর্ব্বার আগমন করা। অর্থাৎ কলি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বেই আগমন করিয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের সময় পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছিল, তৎপরে তাঁহার স্বর্গ গমনান্তে আবার আগমন করিয়াছিল।

অতএব কলির ১২০০ বৎসর গতাব্দায় শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, এবং যুধিষ্ঠিরাদি মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন, ওকথা ঠিক। সুতরাং আমরা উপরিউক্ত পুরাণাদির বলে নিঃসংশয়ে অনুমান করিতে পারি ১১৬৪ কলির গতাব্দায় ১৯৩৭ খৃঃ পূঃ অব্দে বিখ্যাত ভারতযুদ্ধ হইয়াছে। ৩২৬ খৃঃ পূঃ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত মগধের [illegible] হইয়াছিলেন। ২৭৭ খৃঃ পূঃ তে অশোক রাজত্ব পাইয়াছিলেন।

ভারতী মহাশয় লিখিয়াছেন—বিষ্ণুপুরাণের ৪।২৪।৩২ শ্লোকের "এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্" স্থলে প্রকৃত পাঠ হইবে—

"এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চশতোত্তরম্॥"

অর্থাৎ ১৫০০ বৎসর। কিন্তু এ পাঠ স্বীকার করিলে উপরি উক্ত সময়গুলি সমস্তই অনৈক্য হইয়া যায়। চন্দ্রগুপ্তের সময় ৩২৬ স্থলে ৩৩৬ খৃঃ পূঃ, অশোকের সময় ২৭৭ খৃঃ পূঃ স্থলে ২৮৭ খৃঃ পূঃ এবং পঞ্চ গ্রীকরাজের সময় ২৬১ খৃঃ পূঃ স্থলে ২৭১ খৃঃ পূঃ হয়। গ্রীক প্রমাণে ২৬১ খৃঃ পূঃর পূর্ব্বে ঐ পাঁচজন রাজা এক [illegible] রাজত্ব করেন নাই। সুতরাং ১৫১০ বৎসর ধরিতেই হইবে। অতএব তাঁহার পাঠ ঠিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

ভারতী মহাশয় দেখিবেন ম্যাগাস্থিনিসের উক্তি পুরাণের বিরোধী নহে, সমর্থক, সুতরাং কহ্লন পণ্ডিতাদির সিদ্ধান্ত অপেক্ষা তাঁহার উক্তি মুল্যবান কি না?

শ্রীবিনোদ বিহারী রায়।

———

গৌড়-কাহিনী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাজ-রোধ।

পর দিবস মধ্যাহ্নকালে মহীপুর নগরীর রাজ-পথ দিয়া একজন অশ্বারোহী দ্রুতবেগে গমন করিতেছিলেন। এই মহীপুরেই মহারাজ [দ্বিতীয়] মহীপালের রাজধানী। দীর্ঘপথ পর্য্যটনে অশ্বারোহী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন—তাঁহার ললাট ও সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া গিয়াছিল—তথাপি তিনি উপযুপরি তীরবেগে রাজপ্রাসাদাভিমুখে অশ্বচালনা করিতেছিলেন। অশ্বারোহী [illegible] হইলেও তাঁহার সুদীর্ঘ অবয়ব বিশাল বক্ষঃস্থল - সমুন্নত সুপ্রশস্ত ললাট বাহুযুগল ও মূল্যবান্ পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহাকে একজন অসাধারণ বীরপুরুষ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী বলিয়া বোধ হইতেছিল। সেইরূপ অসময়ে সহসা অশ্বারোহীকে রাজপথে দ্রুত ধাবমান হইতে দেখিয়া কৌতুহলাক্রান্ত দুই নাগরিক সন্ধান লইবার জন্য গৃহের বাহিরে আসিল,—কিন্তু অশ্বারোহী এরূপ গতিতে অশ্বচালনা করিতেছিলেন এবং তাঁহার বদন মণ্ডল উষ্ণীষ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল যে, তাঁহাকে কেহই চিনিতে সমর্থ হইল না। দেখিতে অশ্বারোহী রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার সমীপে উপনীত হইলেন। এবং অবতরণ করত দ্বৌবারিকের নিকটে গমন করিলেন। অশ্বারোহী দৌবারিকের অপরিচিত বলিয়া বোধ হইল না, কারণ সে অশ্বারোহীকে দেখিবামাত্র দ্বিধা না করিয়া সৌজন্য সহকারে অভিবাদন করিল এবং সসম্ভ্রমে দ্বারদেশ ছাড়িয়া দিল। অশ্বারোহীও সুপরিচিতের ন্যায় কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। একজন নাগরিক কৌতুহল বশতঃ পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। সে অশ্বারোহীকে অশ্ব হইতে অবতরণ করিতে সবিস্ময়ে ও সসম্ভ্রমে এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল; এবং মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না ছুটিয়া রাজপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অবিলম্বে মহাস্থান দুর্গের নবীন অধ্যক্ষ আগমন সংবাদ মহীপুর নগরীর রাস্তায় ঘাটে—গৃহে চত্বরে সর্ব্বত্র প্রচারিত পড়িল। সেই মধ্যাহ্নকালে—নিদাঘের প্রখর রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া ভীমে একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে সহসা সেইরূপ ভাবে একাকী মহীপুর প্রাসাদে করিতে দেখিয়া শীঘ্রই নগর মধ্যে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল—কৌতূহলী নাগরীকগণের সংখ্যায় রাজপথ জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। প্রত্যেকেই

জানিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে পরস্পর পরস্পরের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—কিন্তু কেহই প্রকৃত সংবাদ দিতে পারিল না—কেবলমাত্র সকলে মিলিয়া ক্রমাগত জনতা ও গোলযোগ বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। অপেক্ষাকৃত নিরীহ ব্যক্তিগণ কিছুকাল এইরূপ ভাবে রাজপথে অপেক্ষা করিয়া কোনই সংবাদ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, সেই প্রখর রৌদ্রে ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া স্ব স্ব গৃহে নিরাশ ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

মহীপুর রাজপ্রাসাদ এককালে বরেন্দ্রমণ্ডলে অতুলনীয় ছিল। প্রাসাদের পাদ-দেশ বিধৌত করিয়া কলনাদিনী তুলসীগঙ্গা খরবেগে প্রবাহিতা। অপর তিনদিকে পরিবেষ্টন করিয়া সুবিস্তৃত সুগভীর পরিখা। প্রাসাদে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত পরিখার উপরিভাগে কাষ্ঠবিনির্ম্মিত সুকৌশলপরিচায়কে সুবৃহৎ সেতু—আবশ্যকালে উত্তোলনশীল। সুমুচ্চভিত্তির উপরে প্রকাণ্ড দ্বিতল মনোহর অট্টালিকা। ভূতলে প্রশস্ত পরিষ্কার আলোকময় দরবারগৃহ—নানাপ্রকার কারুকার্য্যে পরিশোভিত। দ্বার ও বাতায়ণ বহুল, এবং সকলগুলিই সুবৃহৎ। সম্মুখে প্রকাণ্ড উদ্যান। মধ্যে সারি সারি সরল সুদৃশ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ রাস্তা। রাস্তার ধারে ধারে শ্রেণীবদ্ধ নানাজাতীয় সুগন্ধি কুসুমবৃক্ষ সর্ব্বদা পুষ্পভারে অবনত। সুমন্দ গন্ধবহ কুসুমসুরভি বিতরণ করিয়া সতত সঞ্চরণশীল। উদ্যান মধ্যে সুবিস্তৃত সরোবর—তন্মধ্যে স্ফটিক-সলিলরাশি বায়ু সংস্পর্শে ঈষৎ তরঙ্গায়িত। চতুষ্পার্শ্বে শ্বেতমর্ম্মররচিত সোপানাবলী সংযুক্ত বাঁধা ঘাট। ঘাটের উভয় পার্শ্বে অতি মসৃণ মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত উপবেশন স্থান। দরবার গৃহের মধ্যস্থলে অমূল্য রত্নরাজিখচিত রত্ন-সিংহাসন। সিংহাসনের সম্মুখে—বামে—দক্ষিণে পারস্যদেশীয় মহার্হ সুদৃশ্য সুবৃহৎ গালিচা সুবিস্তৃত। তাহার পশ্চাদ্ভাগে মন্ত্রণাগৃহ। মন্ত্রণাগৃহের দক্ষিণপার্শ্বে মহারাজের বিশ্রাম কক্ষ। এই কক্ষ হইতে সোপানাবলি উত্থিত হইয়া দ্বিতলের সহিত সংযুক্ত। দ্বিতলে অন্তঃপুর। সকল প্রকোষ্ঠই অতি মনোহরভাবে সুসজ্জিত, অতিমূল্যবান নেত্রানন্দদায়ক দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ। বিশ্রামকক্ষে বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত মহারাজ সাক্ষাৎ, পরামর্শ ও আলাপনাদি করিয়া থাকেন।

ভীমপ্রসাদ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে একজন প্রতিহারী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সেই বিশ্রাম কক্ষের বহির্ভাগে লইয়া আসিল, এবং অবিলম্বে মহারাজকে সংবাদ জ্ঞাপন করিল। মহারাজ মহীপালদেব ভথায় আহারান্তে নিরুদ্বেগে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছিলেন। সহসা অসময়ে ভীমের আগমন সংবাদে তিনি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই সেই বিস্ময়ের ভাব দমন করিয়া ভীমকে প্রকোষ্ঠ মধ্যে

আনয়ন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। মহারাজের আদেশক্রমে ভীম সেই মধ্যে নীত হইলেন এবং মহারাজকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার অনুমতিক্রমে গ্রহণ করিলেন।

ভীমের মুখমণ্ডল বিবর্ণ—আকৃতি সন্ত্রস্ত, সচকিত ও মলিন। মহারাজ ভাবিলেন নিশ্চই কোন গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছে। বৃথা সময় নষ্ট না প্রকাশ্যে বলিলেন "দুর্গাধ্যক্ষ, আপনার আকৃতি দেখিয়া বোধ হইতেছে, দুর্ঘটনার সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন।"

ভীম। "গুরুতর! অতি গুরুতর! মহারাজ, আপনি ঠিকই অনুমান করি একটি অতি গুরুতর দুঃসংবাদ লইয়া আমি আসিয়াছি।"

মহারাজ। "কোথায় এরূপ দুর্ঘনা ঘটিল, দুর্গাধ্যক্ষ!"

ভীম। "মহারাজ! গতকল্য রাত্রিতে মহাস্থান দুর্গে একটী অভাবনীয় পূর্ব্ব গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছে।"

ম। "কি সে ঘটনা—যাঁর জন্য আপনাকে এইরূপ অসময়ে আসিতে হইয়াছে

ভী। "আমাকে স্বয়ং আসিতে হইয়াছে, মহারাজ!—ইহা হইতেই গুরুত্ব অনুমান করুন।"

ম। "দুর্গাধ্যক্ষ! যথেষ্ট হইয়াছে—এক্ষণে কাজের কথা কি তাহাই ব্যাপার কি শীঘ্র বলিয়া নিশ্চিন্ত করুন।"

মহারাজের স্বর কিঞ্চিৎ বিরক্তিব্যঞ্জক। দুর্গাধ্যাক্ষের অযথা বিলম্বে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার উপক্রম হইতেছিল। দুর্গাধ্যক্ষ মহারাজের ধৈর্য্যচ্যুতি করিলেন। তথাপি তাঁহার মুখ দিয়া তাঁহার বক্তব্য বাহির হইতে ইতস্ততঃ করি ছিল। ক্ষণকালের জন্য একটা অসাধারণ রকমের হৃদয়দৌর্ব্বল্য তাঁহাকে অভি করিতে লাগিল। শেষে অতিকষ্টে দৌর্ব্বল্য পরিহার করিয়া বলিলেন, "মহারাজ বলিতে কি, গতকল্য রাত্রিতে সকলের অজ্ঞাতসারে মহাকুমার শূরপালদেব কারা হইতে পলায়ন করিয়াছেন।"

ভীমের ইতস্ততঃ দেখিয়া মহারাজ মহীপালদেবের মনে এইরূপ একটা সন্দেহ হইতেছিল। পাঠক! এ সংসারে দুষ্কর্ম্ম করিয়া বিবেকের কশাঘাত হইতে কেহ নিষ্কৃতি পায় না। অন্যায়কারীর মনে সর্ব্বদাই একটা প্রতিশোধের আতঙ্ক জাগরি থাকে, একটা বিভীষিকার ছায়া সর্ব্বদা তাহার পশ্চাদনুসরণ করে, এবং সা কারণেই সেই বিভীষিকা প্রবল হইয়া উঠে। সততাই সাহস—দুষ্কার্য্যই ভীরু আমরা অনেক সময় বুঝিতে না পারিয়া—বিশেষ বিবেচনা না করিয়া—

মুগ্ধ হইয়া—কুচক্রীর পরামর্শে সহসা এমন দুই একটা অন্যায় কার্য্য করিয়া যাহার ফলস্বরূপ আমাদের চিত্ত চিরজীবনের নিমিত্ত নিদারুণ বিভীষিকার আবাস গৃহে পরিণত হয়, এবং পরিণামে তাহা হইতে আমাদের জীবনের সর্ব্বপ্রকার সুখ শান্তি বিনষ্ট হয়—এমন কি তাহাই আমাদের পতনের একমাত্র কারণ হইয়া দাঁড়ায়। যে দিন মহারাজ মহীপালদেব স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শূরপালদেব ও রামপাল দেবকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই সর্ব্বদা তাঁহার মনে একটা ভয়ানক আতঙ্ক—একটা মর্ম্মভেদী অশান্তি—একটা তীব্র অসচ্ছন্দতা জাগিতেছিল। পাছে কুমারদ্বয় কোনরূপে কারাগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া, তাঁহার উপর প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করে, এই আশঙ্কা দুষ্ট প্রেতাত্মার ন্যায় তাঁহাকে শয়নে স্বপনে—ভোজনে উপবেশনে সর্ব্বদা বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। সহসা ভীমের মুখ হইতে কথাগুলি নির্গত হইবামাত্র মহারাজ অতিমাত্র বিচলিত হইলেন। বিস্ময়ে ও আতঙ্কে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন—তাঁহার মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। সহসা মস্তকে বজ্রপাত হইলেও বোধ হয় তিনি অধিকতর বিস্মিত কি বিচলিত হইতেন না। তাঁহার মুখ হইতে বিস্ময় বিমিশ্রিত অস্ফুট ধ্বনি নির্গত হইল। উন্মত্তের ন্যায় সহসা আসন ত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "পলায়ন! কারাগার হইতে পলায়ন! মহাস্থান দুর্গের সুদৃঢ়, সুরক্ষিত কারাগৃহ হইতে পলায়ন! সে কি, দুর্গাধ্যক্ষ! সত্যই এ সব কথার আমি অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি কি প্রকৃতিস্থ—না স্বপ্ন দেখিতেছি। সত্যই কি কুমার শূরপাল পলায়ন করিয়াছে!"

মহারাজ নীরব হইলেন ও গম্ভীরভাবে আসন গ্রহণ করিলেন। ভীম দেখিলেন আর দ্বিধা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তিনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—"হাঁ মহারাজ সত্য সত্যই কুমার শূরপাল পলায়ন করিয়াছেন। গত কল্য রাত্রিযোগে অন্ধকারের সহায়তায় কতিপয় দুঃসাহসী ব্যক্তি দুর্গের গুপ্তপথে প্রবেশ করত তীক্ষ্ণ খনিত্র দ্বারা কারাপ্রাচীর ভগ্নপূর্ব্বক—গবাক্ষ পথ উদ্ঘাটন করিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে বন্দী কুমারের উদ্ধার সাধন করিয়াছে। তাহারা এখন পলায়মান।

ম। "কোন্ দুঃসাহসী ব্যক্তি দ্বারা এই দুরূহ কার্য্য হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কি কিছু অবগত হইতে পারিয়াছেন?"

ভী। "মহারাজ! এখন পর্য্যন্ত তাহার কিছুই সন্ধান হয় নাই। বন্দী গত রাত্রিতে মাত্র পলায়ন করিয়াছে—তাহারা নিশ্চয়ই অধিকদূর যাইতে পারে নাই। জলপথে ও স্থলপথে সর্ব্বত্র সাহসী সুদক্ষ সৈনিক কর্ম্মচারীগণ তাহাদের পশ্চাদনু-

সরণের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। কয়েকজন কার্য্যপটু গুপ্তচরও নিযু
তাহারা যে কেহ যখন যে কোন সংবাদ অবগত হইবে, তৎক্ষণাৎ মহারা
এখানে উপস্থিত হইবে—এরূপ আদেশ দিয়াছি।"

মহারাজ অবনত বদনে গম্ভীরভাবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক
করিলেন—"শত্রুরা মহাস্থান দুর্গের গুপ্তদ্বারের সংবাদ কিরূপে অবগত হ
কি কিছু সন্ধান করিয়াছেন ?"

ভী। "আজ্ঞে, না, মহারাজ! আমি বন্দীর পলায়ন সংবাদ অবগ
তাহাকে পশ্চাদ্ধাবন ও ধৃত করিবার নিমিত্ত বন্দোবস্ত করিয়াই, কালবিল
মহারাজের নিকট স্বয়ং নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিয়াছি।"

ম। "স্বয়ং সম্রাট ও দুর্গাধ্যক্ষ ব্যতীত অপর কাহারও দুর্গের গুপ্তদ্বা
জানিবার নিয়ম নাই—তাহা অবশ্যই মহাস্থান দুর্গের অধ্যক্ষের অবিদি
এরূপ অবস্থায় অপরের পক্ষে মহাস্থান দুর্গের গুপ্তদ্বারের সন্ধান অবগত হও
সম্ভবপর হইল, তাহা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন ?"

ভী। "মহারাজ যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিক। শত্রুরা কিরূপে
সন্ধান পাইল—ইহা নিতান্তই আশ্চর্য্যের বিষয়!"

ম। "দুর্গাধ্যক্ষ! আপনার প্রতি আমি অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করি
ছিলাম। কিন্তু দেখিতেছি আমি যোগ্যপাত্রে বিশ্বাস করিতে পারি নাই।

মহারাজ মহীপালদেবের রোষকষায়িত আকৃতি ও কূট সম্ভাষণে অন্ত
হৃদয় পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। প্রকাশ্যে বলিলেন, "তবে কি মহারা
অবিশ্বাস করিতেছেন ? কিন্তু—কিন্তু, মহারাজ—"

ভীম আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন। মহারাজ তাঁহাকে বাধা দিয়া ব
"বিশ্বাসী অবিশ্বাসী কার্য্য দ্বারা বুঝিতে হইবে। ঘটনা পরম্পরা দ্বারা
হইতেছে যে, আপনি আমার বিশ্বাসের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই।
স্বীকার করিতেছেন যে, গুপ্তদ্বারের সন্ধান আপনি ও আমি ব্যতীত
জানিবার সম্ভাবনা নাই। অথচ, শত্রুরা গুপ্তদ্বারে সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছে
তাহাই নহে, সেই দ্বারের সাহায্যে সুরক্ষিত প্রহরী বেষ্টিত দুর্গ হইতে সুদৃঢ় কা
প্রাচীর ভেদ করিয়া তন্মধ্যস্থ বন্দীকে উদ্ধার করিয়া নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করি
হইয়াছে—ইহা দ্বারা কি প্রমাণিত হইতেছে ? ইহাই কি প্রমাণিত হইতে
যে মহাস্থান দুর্গের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যক্ষ শুধু বিশ্বাসঘাতক নহে—তাহার সা
ষড়যন্ত্রেই এই সুদুষ্কর কার্য্য সম্ভবপর হইয়াছে ?"

ভীমের ক্রুদ্ধকণ্ঠ নীরব হইল। রোষে ক্ষোভে অপমানে ভীমের মুখমণ্ডল
লোহিত হইয়া উঠিল—তাঁহার ললাটদেশে স্বেদবিন্দু দেখা দিল। কিন্তু ভীম
কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মহারাজ মহীপালদেব সহসা দ্বারদেশে অগ্রসর হইয়া
প্রহরী চতুষ্টয়কে ডাকিয়া, ভীমের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, দৃঢ়স্বরে আদেশ
করিলেন—"অবিলম্বে ইহাকে কারাধ্যক্ষের নিকট লইয়া যাও।" এই বলিয়া মহারাজ
দ্বিতীয় মধ্যে কক্ষ হইতে দ্রুতবেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার সেই কঠোর আদেশ-
সেই কক্ষকে বিকম্পিত করিয়া কিয়ৎকাল যাবৎ গম্ গম্ করিতে লাগিল।
অতিবিলম্বে ভীম মহীপুর কারাগারে অবরুদ্ধ হইলেন।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা।

কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় কি না ?*

বাঙ্গালা দেশের কায়স্থেরা যে ক্ষত্রিয়-সন্তান, এ বিষয়ে তাঁহাদের সমাজের মধ্যে
কোন নির্দ্দিষ্ট ঐতিহ্য চলিয়া আসিতে ছিল কি না, তাহা এখন কোন বাহিরের
লোকের পক্ষে নিশ্চয় করিয়া ধরা দুঃসাধ্য মনে হয়; কারণ এখন ঐ কথা লইয়া
ঘোলা উঠিয়াছে, বৈদ্যদের সঙ্গে আড়াআড়ী চলিয়াছে, এবং অনেক কথাই স্বার্থজনিত
অভিপ্রায়ের মোহে (with bias) বিচারিত হইতেছে। বাঙ্গলার কায়স্থেরা যে
এ দেশে কোন-কোন রাজবংশের অনভিষিক্ত শাখা হইতে জাত, এবং বহুকাল
হইতেও বিনা-প্রতিবাদে আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন, তাহার কিঞ্চিৎ
প্রমাণ পাইয়াছি।

যে সময়ে কায়স্থেরা বাঙ্গালাদেশে প্রথম উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া একটা
প্রবাদ-গল্প প্রচলিত আছে, তাহার অনেক পূর্ব্বেই খোদিত-লিপিতে কায়স্থেরা
আপনাদিগকে **রাণক** আখ্যা দিয়াছেন। ক্ষত্রিয় রাজবংশের লোকেরাই রাণক
উপাধি পাইতেন, এবং যাঁহারা অভিষিক্ত হইয়া রাজা হইতেন, তাঁহাদের ভ্রাতৃকুল
বা জ্ঞাতি বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। এখানে 'ক্ষত্রিয়' শব্দটি লইয়া কিছু গোল
উঠিতে পারে বলিয়া, প্রথমে ঐ কথাটির একটু বিচার করিব; এবং তাহার পর, যে

* জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত।

প্রাচীন লিপির কথা বলিয়াছি, তাহার কথঞ্চিৎ বিবরণ দিব, নহি
রাণক শব্দের সার্থকতা বুঝিতে পারিবে না।

ক্ষত্র বা ক্ষত্রিয়-শব্দ যুগে-যুগে নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।
যাঁহাদের রচিত মন্ত্রগুলি সংগৃহীত আছে, তাঁহাদের সকলেরই জাতি-
ছিল 'বিশ্'; অর্থাৎ তখন বৈশ্য বলিয়া একটা স্বতন্ত্র জাতির সৃষ্টি হয়
বর্গের মধ্যে যাঁহারা দেবপূজার মন্ত্র বা 'ব্রাহ্মণ' রচনা করিতেন,
ঋষি হইলেও, সাধারণ বিশ্ বর্গের বাহিরের লোক ছিলেন না; বিশ্ বর্গে
ব্রাহ্মণ বা মন্ত্র-রচনা করিয়া ঋষি আখ্যা পাইতে পারিতেন। বিশ্
একজন ব্যক্তি যদি বড়-রকমের ধনী হইতেন, তাহা হইলে তিনি 'ক্ষত্র'
নাম পাইতেন। যিনি ক্ষত্র, যিনি বিশ্ বর্গের মধ্যে একজন রাজা, তিনি
মন্ত্র-রচনা করিলে ঋষি নামে পরিচিত হইতেন। গুণের বলে একজন
জাতির' লোক, সেকালে 'ব্রাহ্মণ-জাতির লোক হইতে পারিতেন বলিয়া
আছে, তাহা মিথ্যা। বৈদিক যুগের ঠিক সামাজিক অবস্থা বুঝিতে না
পরবর্ত্তী সময়ে বিশ্বামিত্রের নামে একটা কল্পিত কৈফিয়ৎ রচিত হইয়াছিল।
জাতি-বিভাগ বিষয়ের একটী প্রবন্ধে, এ সকল কথা পূর্ব্বে অন্যত্র লিখিয়াছি।

যে কারণেই হউক, পরে যখন, একই দলের লোকেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 'জাতিতে' পরিণত হইল, তখন রাজাদের বংশের লোক
নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরা কালক্র
বিভিন্ন শ্রেণীর রক্ত-মিশ্রণে পুষ্ট হউন না কেন, পিতৃকুলের হিসাব ধরিয়া
আপনাদের আপনাদের জাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরূপেই চলিয়া আসি
মহাভারতের সভাপর্ব্বে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিটি পাই, যে তাঁহার সময়ে
সেই প্রাচীন দ্বাপর যুগের শেষভাগে, দেশে নাকি খাঁটি ক্ষত্রিয় কেহ নি
এবং ক্ষত্রিয়েরা :নাকি 'শূদ্রপ্রায়' হইয়া গিয়াছিল। এই যে রক্তমিশ্র
পাইতেছি, এ ত বহু পূর্ব্বকালের কথা। এ বিষয়ে নন্দবংশের অপবাদ
মৌর্য্যবংশের অপবাদ আছে, সকল বংশের অপবাদ আছে। এ অপবাদ
ব্রাহ্মণেরাও রক্ষা পান না, সে কথা স্বতন্ত্র করিয়া না লিখেলে বুঝাইতে পারি
একেবারে নিখুঁত বৈদিকযুগের রক্ত ধরিয়া ক্ষত্রিয়ের বিচার চলে না বলিয়া,
মূল সূত্রটুকু ধরিয়া, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম বিভাগ ধরিয়া, এ যুগে
জাতির কথাই নির্ণীত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া উপায় নাই। এই
কালিদাসের মত পণ্ডিত ব্যক্তি, বৈদিক ব্যুৎপত্তি বাদ দিয়া, শাসন-ক্ষমতা

কিরূপে ভুবনে রূঢ় হইয়াছে, তাহা বলিয়াছেন। কবি তাঁহার
দিগকে 'প্রজারঞ্জনলব্ধ বর্ণ' নামে নূতন বর্ণের লোক বলিয়া আখ্যা
অর্থাৎ সকল অবস্থা মিলাইয়া যাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলা যাইতে পারে,
ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন।

দেখা যাইতেছে, যে কোন ক্ষত্রিয় কতখানি খাঁটি, তাহা যখন নিরুক্তির
করিবার কিছুমাত্র উপায় নাই, তখন যাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া এদেশে
আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই ক্ষত্রিয় বলিতে হইবে।

ওড়িশার বনীয়াদি (Orthodox) ইতিহাসের ঐ প্রদেশের সর্ব্বপ্রথম রাজবংশকে
বংশ বলা হয়, এবং সেই কিশোরী-বংশের আদিপুরুষ জনমেজয়ের পুত্র
বলিয়া উল্লিখিত হয়। জনমেজয় এবং যযাতির কয়েকখানি খোদিত তাম্র-
পাঠ উদ্ধার করিয়া Epigraphia Indica নামক পত্রের দ্বাদশ ভাগে
একটী লিখিয়াছিলাম, তাহাতে ঐ রাজাদের প্রধান কর্ম্মচারীরা যে বাঙ্গালী কায়স্থ
ন, তাহা তাম্র-লিপির নানা কথার বিচারে স্থির করিয়াছিলাম। সংবাদ
াছি, যে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, কোন একটি কায়স্থ মহাসভায় আমার
মন্তব্যটুকু প্রচার করিয়াছিলেন। উক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশ করিবার পর, যযাতির
তাম্রশাসনখানি পাই, তাহাতে আমার সিদ্ধান্তটিকে সম্পূর্ণ নির্ভুল বলিয়া
পারিয়াছি। নানা কারণে এই তাম্রশাসনখানি প্রচার করিতে বিলম্ব
। সম্প্রতি বিহার ও ওড়িশার নূতন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পত্রিকার তৃতীয়
উহা মুদ্রিত হইয়াছে।

পাঠকেরা Epigraphia Indicaর দ্বাদশভাগের প্রবন্ধটি এবং নূতন প্রকাশিত
পড়িলে দেখিতে পাইবেন, যে প্রবাদ-গল্পে কায়স্থ আগমনের সময়ের পূর্ব্বেই
দেশে ঘোষ, দত্ত, নাগ প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থেরা বাস করিতেছিলেন,
তাঁহারা জনমেজয় এবং যযাতি প্রভৃতি রাজাদের বংশের লোকের মত আপনা-
রাণক বা ক্ষত্রিয় বংশজাত বলিয়া রাজকীয় তাম্রশাসনে আপনাদের পরিচয়
। নূতন প্লেটের লিপি হইতে এই নূতন তথ্যও জানিতে পারিবেন যে,
জনমেজয় ও যযাতি যে বংশ হইতে উদ্ভূত, সেই বংশের রাজারা বঙ্গদেশে অবস্থান
করিয়া বঙ্গের অংশ-বিশেষে রাজত্ব করিতেন; ওড়িশার আদি রাজা যযাতি
আপনাকে বঙ্গদেশের রাজবংশের 'পদরজঃ' বলিয়া অর্থাৎ অধীন বলিয়া স্বীকার
করিয়াছিলেন। জনমেজয় ও যযাতি, যে সময়ে ত্রিকলিঙ্গ জয় করিয়া স্বতন্ত্রভাবে
হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের মূলবংশের কোন্ রাজা বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন,

তাঁহার উল্লেখ নাই; কিন্তু তাঁহাদের আশ্রিত বঙ্গের রাণকেরা যে ত্রিকা[illegible] রাজাদের কর্ম্মচারী হইয়া ছিলেন, তাহা উল্লিখিত আছে। বাঙ্গলার [illegible] বহুকাল পূর্ব্ব হইতে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতেছেন এবং সে দাবী যে [illegible] অমূলক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, ইহাই যথেষ্ট। রাঢ়, বরেন্দ্র ও বঙ্গে[illegible] রাজবংশের সন্তানেরাই যে বাঙ্গলায় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থ, ইহার আ[illegible] প্রমাণ পাইয়াছি; কিন্তু প্রত্নতত্ত্বের কোন পত্রিকায় মূল বিষয়টি প্রকাশি[illegible] পূর্ব্বে, উহার প্রচারে বাধা আছে বলিয়া, এখন কোন বিশেষ উল্লে[illegible] পারিলাম না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি[illegible]

বৃন্দাবনে কায়স্থ।

কায়স্থের প্রাচীন কেন্দ্রস্থল এই মথুরামণ্ডলে অদ্যাপি বহু দেশোয়ালী ও [illegible] বাঙ্গালী কায়স্থ বাস করিতেছেন। আমি সমভাবে সকল কায়স্থের নিকটেই [illegible] কথা প্রচার করিতেছি। দেশোয়ালী কায়স্থগণও সামাজিক বিবিধ ব্যাপি[illegible] সর্ব্বত্রই কায়স্থের দুর্দ্দিন দেখিয়া হৃদয় আশাশূন্য হয় ও চক্ষে জল আইসে। [illegible] 'লগন্', 'দরবাজা', 'বিবাহ', 'বিদায়' প্রভৃতি পাঁচ দফায় কন্যা কর্ত্তা বরকে [illegible] করিতে বাধ্য, তা ছাড়া বরযাত্রীরা বরের সহ কন্যালয়ে তিন দিবস থাকেন, [illegible] বিপুল ব্যয় ভার, আবার তদুপরি প্রত্যেকের অন্ততঃ ১৲ করিয়া বিদায় সম্মান [illegible] হয়। বিবাহে ব্যয়বাহুল্য রহিয়াছে। মুসলমান শাসন কালাবধি যে যাবনিক [illegible] সমগ্র ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা'ত সকলেই জানেন। সেই ভাব [illegible] সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল; কারণ রাজ-দরবারে কায়স্থ চিরকালই সর্ব্বেসর্ব্বা। [illegible] মুসলমান শাসনকালে নস্যের ডিবা লইয়া তফাতে তফাতে বেড়াইতেন, তাঁহা[illegible] যখন হাওয়া পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণীষ ছাড়িয়া টুপী মাথায় দিয়া [illegible] করিতেছেন, ফরাস বিছাইয়া সামাজিক আহারাদি, হুকায় তামাক সেবা [illegible] চালাইতেছেন, তখন রাজন্য-কায়স্থের পক্ষে ঐ ভাব সমধিক থাকা আশ্চর্য্য নহে; [illegible] আশ্চর্য্য এই যে, যাঁহারা উচ্চবৃক্ষে উঠিয়াছিলেন, তাঁহারাও নিরাপদ হন [illegible]

[illegible] নীচগর্ভে বিচরণ করিতেছিলেন, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে সংজ্ঞাশূন্য হন [illegible]। যেহেতু অদ্যাপি কায়স্থের মধ্যে উপনয়ন প্রথা একেবারে লোপ পায় নাই; [illegible] শিরোভাগে ঊর্দ্ধ অক্ষরেই "ওঁ" লিখিয়া কায়স্থেরা আর্য্যত্ব অক্ষুণ্ণ [illegible]। বৈদিকভাব স্থানে স্থানে বিদলিত হইলেও শূদ্রত্ব কাহাকে স্পর্শ [illegible] পারে নাই; ক্ষত্রিয়ত্বাভিমান সকলেরই আছে। ব্রাহ্মণের ভোজনান্তে [illegible] করা, কি শূদ্রের হুঁকায় তামাক খাওয়া, শূদ্রের সহাসন কি সহভোজন [illegible] আদৌ দৃষ্ট হইবে না। সামাজিক মজলীশ ব্রাহ্মণ, ছত্রি, কায়স্থ, বণিক [illegible] উপনীতই হউক অথবা ব্রাত্যই হউক, এক ফরাসে ভোজন প্রথা সর্ব্বত্র অটুট [illegible] রহিয়াছে। কালপ্রভাবে বৃত্তি-সাঙ্কর্য্য ও বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে অসমর্থতা প্রযুক্ত, সকল শ্রেণীর স্বজাতির মধ্যেই দেখা যায়, অনেকে যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন না। কিন্তু [illegible] বলিয়া তাঁহাদিগকে এদেশে কেহই অচল করেন না। ধর্ম্মধ্বজীদের ন্যায় [illegible] না করিয়া, এদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ, এই ধর্ম্ম সঙ্কুচিতকালে, যিনি [illegible] যতদূর সক্ষম হন ততদূর করিতেছেন, ইহাই যথেষ্ট জানিয়া, তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ [illegible] করেন না; যাঁহার যেরূপ জাতীয় মর্য্যাদা, তাঁহার প্রতি তদ্রূপ সম্মান দানে কুণ্ঠীত [illegible] না।

[illegible] দেশোয়ালী কায়স্থদের নিকট বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কার্য্য প্রণালী ও উদ্দেশ্য [illegible] প্রচার করিয়া দেখিতেছি, ইঁহারা যথেষ্ট উৎসাহের সহিত সমর্থন করিতেছেন। [illegible] যথেষ্ট ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। আজ পর্য্যন্ত দু'জনমাত্র বৃদ্ধকে এই [illegible] অসম্মত দেখিয়াছি। যাহা হউক তাহাতে কিছু আশা ভঙ্গের কারণ দেখি [illegible] সেদিন মথুরার নওয়াবাজারের শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ মাথুর তদীয় ভ্রাত-[illegible] ও ভ্রাতৃকন্যাগণের বিবাহ বঙ্গদেশে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। দু'ঘণ্টা [illegible] কথোপকথন হওয়ার পর, নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর অবগত হইয়া, দেবীবাবু [illegible] আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তেজস্বীতার সহিত আদর্শ হইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ [illegible]। ইনি একজন সম্ভ্রান্ত মাথুর কায়স্থ। স্কুলের ছাত্রগণের সপ্রেম-হৃদয়ে [illegible] প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইতেছে। "সূর্য্যধ্বজ" কায়স্থের ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত [illegible] এবং অন্যান্য শ্রেণীর সহিত মিশিতে অসম্মতি প্রকাশের মুখ্য কারণ, ইঁহারা [illegible] বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। সকল কায়স্থই এখন সদাচার প্রবর্ত্তনে, ঐ [illegible] ভ্রাতৃগণের সহিত মিশিবার কর্ত্তব্যতা স্বীকার করিতেছেন। অন্যান্য দ্বিজাতির [illegible] এদেশের কায়স্থের একটা বিশেষ খাতির আছে যে, ইঁহারা পানাহার দোষে [illegible] হইলেও পংক্তি দূষক হয়েন না। অবশ্য ইহা যদিও কায়স্থের রাজসম্মান, কিন্তু

তৎফলে সমাজ যে ক্রমে অবৈদিক হইয়া কি অবস্থা প্রাপ্ত হইতে
বুঝাইলাম।

বড়ই দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, প্রবাসী বাঙ্গালী কায়স্থদের নি
সহানুভূতি পাইলাম না। দেশোয়ালী কায়স্থগণ অনেকে হিন্দি পর্য্যন্ত
উর্দ্দুই মাতৃভাষা স্থানীয়। যদি বাঙ্গালা জানা থাকিত, তবে অনেকেই
কায়স্থ-পত্রিকা বা গ্রন্থাদি পড়িতেন, তাহা বেশ বুঝিলাম। কিন্তু বাঙ্গা
তথাকথিত বৈষ্ণব ভজনের পরাকাষ্ঠায়, কেহ বা কায়স্থ-বিরোধী বৈষ্ণ
তুষ্টি সম্পাদনে, কেহ বা জাতিভেদ প্রথার উদাসীনতায়, কেহ বা পাইকপা
পরিবারের মত পার্থক্যতার গুজব লইয়া কায়স্থ-তত্ত্বালোচনা শুনিতে বা পা
নারাজ। কথিত ভজনানন্দগণ যদি বর্ণাশ্রম ত্যাগী হইতেন, যদি কায়স্থ
কন্যার বিবাহ দিতে না হইত, অথবা যদি কায়স্থত্ব ত্যাগে জাতিবৈষ্ণব
করিতেন, অথবা যদি তাঁহাদের ভজনার মূল্যবান্ সময় কোন প্রকার বি
ব্যয়িত না হইত, তাহা হইলে আমরা কখনই তাঁহাদিগকে কায়স্থ গ্রন্থ পাঠে
করিতাম না। একজন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ, কুমার বীরেন্দ্রচন্দ্রের মুদ্রিত
উপনয়ন নিষেধক আজ্ঞা প্রচারিত আছে বলিয়াছিলেন। তাঁহার নিক
একখণ্ড দেখিতে চাহিয়া পাই নাই। তাঁহার নিকট পর দিবস কায়স্থ
দেখাইলাম যে কুমার বাহাদুর দিনাজপুরাধিপতির উপনয়ন কেন্দ্রে স্বয়ং
ছিলেন। কায়স্থ-সমাজের গৌরব ছবি জগদ্বিখ্যাত লালাবাবুর বংশধর যে নি
শূদ্রত্ব ঘোষণা করিয়া উপনয়নে বাধা দিবেন, একথা বিশ্বাস'ত হয়ই না
আনিতেও লজ্জা হয়। লোকে কোন্ সাহসে মহতের কলঙ্ক রটায়, ইহাই
এত দুঃখের মধ্যেও কায়স্থ-সমাজের হিতৈষী বন্ধু রসোড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত
সুন্দর ঘোষ মহাশয়ের সহিত লালাবাবুর কাছারীতে সাক্ষাৎ হওয়ায় একদিন
আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। লালাবাবুর সেরেস্তায় ম্যানেজার বৈদ্য জা
কয়েক জন কায়স্থ কর্ম্মচারীও আছেন বটে, কিন্তু সকলেই কায়স্থ-তত্ত্বে উদা
রাজর্ষি বাহাদুরের কুঞ্জে একদিন কুমার বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ হইল।
রাজর্ষি বাহাদুরের সাম্বৎসরিক উৎসবের আয়োজন হইতেছিল, তজ্জন্য গোস্বা
বৈষ্ণবগণকে লইয়া সে সময় কুমার বাহাদুর যেরূপ ব্যস্ত ছিলেন, তাহার
স্বজাতি প্রেমিকতার পরিচয় দিয়া স্বভাব সুলভ সুমধুর বাক্যে যথেষ্ট অভ্য
করিয়াছিলেন। তারপর কয়েক দিবসকাল বৈষ্ণব সাধুগণের সম্মেলন ও মহামহো
সবে এবং গান কীর্ত্তনের তরঙ্গে তদীয় সুরম্য উদ্যানবাটী বৈকুণ্ঠের গৌর

তজ্জন্য অবসরাভাব জানিয়া আর যাওয়া হয় নাই। স্বর্গীয় রাজর্ষি
বৈষ্ণবধর্ম্ম রত ছিলেন, তদপেক্ষা স্বজাতি প্রেম কিছু কম ছিল না।
বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে স্বজাতি অপেক্ষা উচ্চ আর কিছুই নাই। আবহমানকাল
হে, স্বজাতি নারায়ণের সমাগমে শ্রাদ্ধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়, প্রেতের সদ্গতি হয়।
ড় হউক, জাতীয় যজ্ঞ সম্পাদন করিতে বর্ণাশ্রমী মাত্রকেই হয়।
মনে হয়, প্রায় ১৫।২০দিন ব্যাপিয়া বৈষ্ণবগণের যে মহানন্দ স্রোত বহিল,
ধ্যে যদি একদিন শ্রেণী নির্ব্বিশেষে দেশোয়ালী ও বাঙ্গালী কায়স্থদের
ন ও প্রীতি ভোজের অনুষ্ঠান হইত, তাহা হইলে অধিকতর শোভা ধারণ করিত
নাই এবং তদ্দ্বারা কায়স্থ-সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইত। এরূপ আশা
রূপ ক্ষত্রিয়াচারী রাজপরিবারের নিকট না করিব তবে আর কোথায়? এজন্য
কিছু অন্যায় আব্দার করা হইয়া থাকে, তবে কুমারবাহাদুর যেন ক্ষমা করেন।
রায় কায়স্থের একটি সাধারণ অধিবেশন যাহাতে হয়, তজ্জন্য দেবীবাবুকে
ছি। এখানেও চেষ্টা করিতেছি। যদি তাহা ঘটে তবে কায়স্থ-সভার
সম্পাদক মহাশয়কে জানাইব। পরিশেষে আনন্দের সহিত জানাইতেছি,
কার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কায়স্থকে যথেষ্ট স্নেহের চক্ষে দেখেন। যাঁহারা
বনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আভিজাত্যের দাবী রাখেন, সেই "গৌড়" ব্রাহ্মণ
রাধারমণ জীউর সেবাইৎগণ, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে মুন্সী জগৎ-
মাথুর কায়স্থকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও লালা অমৃতলাল কুলশ্রেষ্ঠকে অধ্যাপক
করিয়াছেন। মদীয় কুমারকে উপনীত করিয়া আশ্রমের ব্রহ্মচারীরূপে
তে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বলেন, কায়স্থ বালক বড় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হয়।
প্রভুপাদগণ বিশেষ সম্মানিত ও সুপণ্ডিত। সমগ্র ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে "গৌড়"
ঢ্য" প্রভৃতি পঞ্জাব ও এতদঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ ভারতের মধ্যে সম্মানিত।
নৌজিয়াগণ" এই সকল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন ভাবাপন্ন। অতএব বাঙ্গালার
সমাজের মূল পুরুষগণের স্বসমাজবাসী "কনৌজিয়া"গণও যাঁহাদিগকে উত্তম
স্বীকার করেন, সেই সকল ব্রাহ্মণ যাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করেন, কূপ-
কায়স্থ-বিরোধী ভারতের ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হীন, জল অনাচর-
জন কতকের কথায় কি সেই জাতির কিছু ক্ষতি হয়? ইহা বাতুলতামাত্র।
রই নাম "মুষিকের পর্ব্বত লঙ্ঘন" ইহারই নাম "বামন হইয়া চাঁদ ধরা।"

শ্রীহরিহর ঘোষবর্ম্মা।

আবাহন।*

(১)

আজ কেন ভাই, মলিন বদন ?
হের সমুদিত জাতীয়-তপন।
উজলি ভারত, ক্ষত্রিয় সুত।
করিছে মাতার চরণ বন্দন।

(২)

যাঁরা ধনে মানে গুণে গরীয়ান্
শৌর্য্যে বীর্য্যে আছিল প্রধান,
উত্থান, পতন, বিধির বিধান,
কেন তবে আর বিষাদে মগন।

(৩)

আজি শুভক্ষণে কর দৃঢ়পণ,
"শূদ্রাচার সবে করিনু বর্জ্জন,
ক্ষত্রিয় আচার করিয়া গ্রহণ—
জাতীয় কলঙ্ক করিব মোচন।"

(৪)

পবিত্র করিলা যে জাতির নাম
প্রতাপাদিত্য রাজা সীতারাম,
কালীরায়, মেনাহাতী খ্যাতিমান,
বীরত্বে ধীরত্বে ধরণী ভূষণ।

(৫)

জন্মিয়া কবি শ্রীমধুসূদন
করিলা দীপ্ত যাঁদের বদন ;
দীনবন্ধু—বঙ্গ উজল রতন.
কবিকুলমণি জানে সর্ব্বজন !

* যশোহরে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশনে গীত।

(৬)

জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লকুমার,
নব নব তত্ত্ব করি আবিষ্কার,
বিজ্ঞানাচার্য্য, বিদিত সংসার,
কায়স্থ-কুলের গৌরব-কেতন।

(৭)

ঘোষবংশচূড়া চন্দ্রমাধব ;
স্যর রমেশচন্দ্র, মিত্রবংশোদ্ভব,
দ্বারকানাথের বিদ্যাবিভব
উজলিল শ্রেষ্ঠ বিচার আসন।

(৮)

এ জাতি কখনো না ছিল ক্ষুদ্র,
কে বলিবে এরা অধম শূদ্র,
কেন বৃথা আর বচন-যুদ্ধ ?
স্বজাতি-সেবায় সঁপ প্রাণ-মন।

(৯)

কর স্বজাতির শিক্ষা-প্রসার,
কুরীতি কুপ্রথা কর পরিহার,
অতীত গৌরব ফিরিবে আবার—
পাইবে গো পুনঃ নবীন জীবন।

(১০)

বিধাতার নাম হৃদয়ে ধরিয়া,
উপহাস বাধা তুচ্ছ করিয়া,
মহিমা স্মরিয়া, হিত আচরিয়া—
সার্থক কর শুভ সম্মিলন।

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

চন্দ্রসেন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ১৩২২ সালের ৭১১ পৃঃ পর)

আসিবে না পুনঃ কি সে হেথা ? দেখিনু কি
স্বপ্ন এতক্ষণ ? না, না, স্পর্শিয়াছি আমি
সুকোমল চারুকরে তার ; পীড়িতেছে
কুসুমশায়কে হৃদি মম, নিদারুণ।
এখানে বসিয়াছিল সে রমা এখনি।
(বাসন্তীর উপবেশন স্থানের দিকে গিয়া)
প্রমত্ত হইনু সুনিশ্চয়—পলায়ন
কর্ত্তব্য এখন এই মায়াস্থল হ'তে।
(বিগ্রহের প্রতি দৃষ্টি পড়ায়) একি !
বিস্মৃত হইনু আমি নমিতে মহেশে
এতক্ষণ ! অনুতাপ ! অনুতাপ ! প্রভো !
বিভ্রান্ত চিত্তের দোষ ক্ষম কৃপা করি !
(প্রণাম করণ।)
বাড়িতেছে ব্যাকুলতা, রহিবনা হেথা।
(সত্বর দ্বাররুদ্ধ করিয়া প্রস্থান)
(দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত)

শ্রীভূপেশ্বর [illegible]

সমালোচনা।

কোরক—শ্রীবিজয়মাধব মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। উৎকৃষ্ট এণ্টিক [illegible] ডবল্‌ক্রাউন্ ১৬ পেজী, ৭॥ ফর্ম্মা ১১৬ পৃষ্ঠা, ছাপা ভাল। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। [illegible] ওয়ালীস্ ষ্ট্রিট কবির নিকট প্রাপ্তব্য।

'কোরক' পদ্যগ্রন্থ। কবি এখনও কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে আছেন। [illegible] এরূপ নবভাবের লেখা কমই দেখা যায়। "আশায়" "হারানিধি" "একটীমান" [illegible] পাখি আয়" "বিপাক" "আঁধার লাগে গো ভালো" "প্রতীক্ষা" "অনুনয়" ও [illegible]

[illegible] ও মধুর। কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ [illegible] নিম্নে কেবল ২।১টী বিশেষ স্থল উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।—

"তোমারি হৃদয়ে রহিয়া আবার
রাখিব হৃদয়ে তোমারে গো।
(অনুনয়)

"তোমাদের আছে কীর্ত্তি ডমরু
উচ্চ ঘোষিতে বিজয় নাম।
তোমাদের আছে মন্দির-গৃহ
তোমাদের আছে স্বর্গধাম
আমার কি আছে ? দীন হীন আমি ;
গিয়াছে যা ছিল প্রাণের বল।
কর্ম্ম গিয়াছে ধর্ম্ম গিয়াছে
রয়েছে কেবল নয়ন জল"
(বসন্তে বরিষা)

"নদীতীরে"—সব কয়টী Stanzaই সুলিখিত।

সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব। শ্রীঅভয়কুমার গুহঠাকুরতা এম-এ, বি-এল প্রণীত, এবং ময়মনসিংহ [illegible] হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ভাল এণ্টিক কাগজে ডবল্‌ক্রাউন ১৬ পেজী, [illegible] এবং বিস্তৃত ভূমিকাসহ। বান্ধাই মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। ছাপা উৎকৃষ্ট।

[illegible] এরূপ মৌলিক গ্রন্থ দুর্লভ। ইহাতে গবেষণা, চিন্তাশীলতা ও রচনা কৌশল [illegible] ; সংস্কৃত সাহিত্য বেদ ও উপনিষদ্ এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী সাহিত্য পাঠের যথেষ্ট [illegible] বিদ্যমান্ আছে। ভূমিকায় গ্রন্থের সারাংশ সন্নিবেশিত হওয়ায়, গ্রন্থ পাঠের বড়ই [illegible] হইয়াছে।

[illegible] ভিন্ন ভিন্ন সভ্যজাতির নিকট সৌন্দর্য্যের প্রকৃতি কিরূপভাবে দৃশ্যমান, তাহার সম্যক্ [illegible] আলোচনার পর, অভয়কুমার সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব বিষয়েভারতীয় পণ্ডিতগণের মত নিবেশিত করিয়া- [illegible]। "মৃদু হাস্যময়ী উষার উজ্জ্বল প্রফুল্ল কিরণ, অস্তমিত সূর্য্যের রক্তিম আভা, পূর্ণিমা-প্রসন্ন [illegible] শোভা, নিবিড় নীরদ মালায় চপলার চমক প্রভৃতিতে সরল প্রাণ ঋষিগণ এক অদ্বিতীয় [illegible] আবির্ভাব দেখিতেন" * * * * তাই মনে হয়, ভারতবর্ষই দর্শনের জন্মস্থান।" [illegible] ভারতবর্ষই দর্শনের জন্মস্থান। গ্রীসদেশের দার্শনিকগণের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বেই ভারত- [illegible] সৌন্দর্য্যের প্রকৃত তত্ত্বের অনুভূতি হয়। "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্" ভারতবর্ষেরই সৃষ্টি। [illegible] স্বরূপ বিচারে অভয়কুমার বিশেষ চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি কায়স্থজাতির [illegible] পাত্র।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ব্রাহ্মণের আধিপত্য :—

ভারতবর্ষে সনাতনধর্ম্মাবলম্বীদিগের সমাজে চিরকালই আধিপত্য ছিল; সময়ে সময়ে বৌদ্ধরাজাদিগের আধিপত্যকালে ব্রাহ্মণাধিপত্যের হ্রাস হইত। বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণবিদ্বেষী ছিলেন না, তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে সমভাবে করিতেন, কিন্তু ব্রিটিসশাসিত ভারতবর্ষে কিছুকাল ব্রাহ্মণদিগের আধিপত্য হইয়াছিল। ইংরাজ শাসনকর্ত্তারা সকল জাতিকে সমানভাবে দেখিতেন; তাঁহাদের রাজনীতি. তাঁহারা গুণই দেখিতেন, জাতি দেখিতেন না, ধর্ম্ম দেখিতেন না। ব্রাহ্মণই হউক, কায়স্থই হউক, ধোপাই হউক বা নমঃশূদ্রই হউক, ব্যক্তির গুণ থাকিলে উচ্চাসন গ্রহণে বাধা নাই। কিন্তু আজকাল ঘটনাচক্রে সেই সনাতন নিয়মের পরিবর্ত্তন হইতেছে। শিক্ষাবিভাগও সেই পরিবর্ত্তনের স্রোত এড়াইতে পারিতেছে না।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের টোলবিভাগে বেদ, বেদান্ত, স্মৃতির অধ্যাপনা। কোন কায়স্থ-যুবক বেদাদি অধ্যয়নের জন্য বিদ্যার্থী টোলবিভাগে ভর্ত্তি হইতে কলেজের প্রিন্সিপ্যালের নিকট আবেদন করেন। মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ সুব্রাহ্মণ, তিনি আবেদন অগ্রাহ্য করেন। তাঁহার মতে বেদ, উপনিষৎ, ব্রাহ্মণদিগের একচেটিয়া আছে, অন্য বর্ণের সে সকল পরাবিদ্যার অধিকার নাই। বর্ণের মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে অধিকার নাই ; বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি পাঠে নাই, এমন কি সংস্কৃতবোর্ডের সভ্য হওয়ারও অধিকার নাই। বোর্ডের নায়ক ডাক্তার নাইট সরস্বতী মহাশয়ও সুব্রাহ্মণ, তিনিও ব্রাহ্মণদিগের একচেটিয়া রক্ষার্থ কৃতসংকল্প। কায়স্থবিদ্যার্থী বিফল মনোরথ হইলেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা গবর্ণমেণ্টে আপীলের আবেদন-পত্র দাখিল করিলেন। উপায়ান্তর নাই। গবর্ণমেণ্ট সকল শ্রেণীর, সকল জাতিরই নিকট কর গ্রহণ করেন, তিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন তহবীল নাই। এক সাধারণ তহবীলে সকল শ্রেণীর কর রক্ষিত হইতেছে ; তাহা হইতেই সংস্কৃত কলেজের টোলবিভাগের অধ্যাপকগণ বেতন পাইতেছেন। সুতরাং সকল শ্রেণীই অধ্যাপনার দাবী করিতে পারেন। মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকগণও প্রকারন্তারে শূদ্র-প্রতিগ্রাহী হইতেছেন, তাঁহারা অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী এ কথা বলা যায় না। কায়স্থরা ক্ষত্রিয়ই হউক বা শূদ্রই হউক, তাঁহারা রাজকোষ পরিপূরণে সাহায্য করিতেছেন, সোজাসুজি না হউক প্রকারান্তরে

বর্ণের অর্থে অধ্যাপকগণের জীবিকানির্ব্বাহ হইতেছে, অথচ শুনা যাইতেছে, তাঁহারাও ব্রাহ্মণেতরবর্ণকে উচ্চশিক্ষা দিতে অনিচ্ছুক। এই সকল তালমন্দ কথা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট কায়স্থ-সভার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের উত্তর এই—

No. 6181—5-T-12.

From

The Director of Public Instruction, Bengal.

Babu Sarat Kumar Mitra, B.L.,
Honorary Secretary, Bangadeshya
Kayastha Sabha, 46 Grey Street, Calcutta.

Calcutta, the 30th March, 1916.

In reply to your memorial, No. 551-A—22, dated the August, 1915, addressed to the Secretary, Government Bengal, General Department. I am directed to forward marginally noted letter for information.

Copy of a letter No. 695, dated the 20th March, 1916, from the Under-Secretary to the Government of Bengal.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
Sd. F. C. Turner,
Asst. Director of Public Instruction.
Bengal.

GOVERNMENT OF BENGAL.
GENERAL DEPARTMENT.
Education Branch.

No. 695.

From

C. W. Gurner, I.C.S.,
Under Secretary to the Govt. of Bengal.

To

The Director of Public Instruction, Bengal.

Calcutta, the 20th Mar

Sir,

I am directed to refer to your letter. No. 21, 11th January, 1916, with which you forward opinion a memorial from the Honorary Secretary, dashya Kayastha Sabha, praying (1) that the st the Kayastha and Vaidya Communities may be ad the Tol Department of the Sanskrit College and (ii) Sanskrit Examination Board may be reconstituted include members of the Vaidya and Kayastha Comm

2. In reply I am to say that the Governor in Co at present advised, is not prepared to interfere discretion of the Principal of the Sanskrit College, in of the exclusion of non-Brahmin students from classes of the Tol Department of the Sanskrit College.

As regards the other point raised in the memorial, to say that the question will be considered when the S Examination Board is reconstituted on a permanent ba

3. I am to request that the decision of Government be communicated to the Honorary Secretary of the Sabh

I have the honour to be,
Sir,
Your most obident servant,
Sd. C. W. Gurner.
Under-Secretary.

True Copy.
Sd. M. C. Roy.
30-3.
Assistant.
Office of D. P. I. Bengal.

যে গবর্ণমেণ্ট প্রত্যুত্তরে non Brahman শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।
উপনিষৎ অধ্যয়নে, কেবল ব্রাহ্মণদিগের অধিকার আছে, অপর
ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগেরও অধিকার নাই। অধিকাংশ উপনিষৎ ক্ষত্রিয়
পুরাকাল হইতে দ্বিজাতিমাত্রেরই অধিকার আছে। অনেক ক্ষত্রিয়ই
থাকিয়া ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট হিন্দুশাসনকর্ত্তা-
ব্রাহ্মণদিগের একচেটিয়ার চেষ্টায় সহকারী হইলেন!

কি জানিবার সকলেরই ঔৎসুক্য হইবে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সাম্যভাব
রূপে এরূপ গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিতেছেন! আমাদের সুবিজ্ঞ প্রশস্তচেতা
যে হটাৎ ক্ষুদ্রচেতা হইয়াছেন, তাহা সহজে মনে আইসে না। আমা-
গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল ও তাঁহার তিন মন্ত্রী যে বিশেষ প্রণিধান
এই আদেশ দিয়াছেন, ইহা আমরা সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না। তবে
ঔদাস্য আছে, কুপরামর্শও হইতে পারে। কেবল স্বার্থপর ক্ষুদ্রচেতা
পরামর্শদাতা হইলে অনেক বিভ্রাটের সম্ভাবনা! যাহা হউক গবর্ণমেণ্টের
গবর্ণমেণ্টের শীর্ষস্থানীয় শাসনকর্ত্তারাই দায়ী। ব্যবস্থাপক বিভাগের
এ বিষয়ে একটী প্রশ্ন করিলে প্রত্যুত্তরে সকল কথাই জানা যাইবে।
বিষয়ের আলোচনায় বৈদ্যরা কি যোগ দিবেন?

প্রচার :—

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু-
বিদ্যামহার্ণব ও প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্ম বিশারদ ইঁহারা পাঁজিয়ায়
যশোহরে উপস্থিত হইলে, স্থানীয় শাখা-কায়স্থ-সভার উদ্যোগে বিগত
এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ
থাকিয়া উক্ত অভ্যাগত মহোদয়গণের সহিত কায়স্থ-সমাজের নানা প্রয়ো-
বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন।

ঘুটিয়া সাকিনের শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূধরকৃষ্ণ ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ,
সাকিনের শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার বসু, উকিল শ্রীযুক্ত কেশবলাল রায়চৌধুরী,
নাথ বসু বি-এল, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল, রাধিকাপ্রসাদ বসু এম-এ,
এল, রায় রাধিকাপ্রসাদ দত্ত বাহাদুর বি-এল, কলোড়া সাকিনের শ্রীযুক্ত শ্যামলাল
, জগবন্ধু মিত্র, যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, যশোহর পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন
চৌধুরী, উকিল শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু এম্-এ, বি-এল, অমূল্যরতন ধর, এম্-এ,
এল, ললিতমোহন ঘোষ, শিখীন্দ্রবিহারী মিত্র, নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, কার্ত্তিকপদ বসু,

তারকনাথ সরকার বর্ম্মা, বিনোদলাল বসু বর্ম্মা, শরচ্চন্দ্র মজুমদার, [illegible] পূর্ণচন্দ্র বসু, দৈবচরণ বসু, শ্যামলাল বসু, রামনগরের জমিদার শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ, লালবিহারী রায়, কামিনীকুমার বসু, হেমেন্দ্রনাথ মুন্সী। এই [illegible] বাঘুটিয়ার কুলীনাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত রাজেকুমার ঘোষ মহাশয় তাঁহার পুত্রগণসহ [illegible] সংস্কার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয়েন। যশোহরের অগ্রণী কায়স্থগণের [illegible] জাতীয়তার ভাব জাগরিত এবং প্রাণেরসঞ্চার হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র [illegible] কায়স্থগণ অচিরে শাস্ত্রোচিত সংস্কার গ্রহণে ধন্য হইয়া স্বজাতির গৌরবরক্ষা [illegible] সে বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিগত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় যশোহরের অন্তর্গত [illegible] গ্রামের পূর্ব্ববাটীতে একটী কায়স্থ-সভার অধিবেশন হয়। স্থানীয় এবং [illegible] পল্লীসমূহের প্রায় চারিশত কায়স্থ-সন্তান এবং বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই সভা [illegible] দিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত রমানাথ বসু [illegible] অনুমোদনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে যশোহরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীন উকীল [illegible] অম্বিকাচরণ বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অনন্তর অনুকূল [illegible] বর্ম্মা বি-এ মহোদয় একটী স্বরচিত স্বাগত সঙ্গীত তান-লয় সংযোগে গাহিয়া [illegible] মুগ্ধ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় মঙ্গলাচ[illegible] কায়স্থের জাতীয় মঙ্গল প্রার্থনা করিলে, সভাপতি মহাশয় ভারতেশ্বর সম্রাট [illegible] জর্জ্জের উপস্থিত যুদ্ধে বিজয়কামনাসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সমাগত [illegible] দণ্ডায়মান হইয়া সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তদন্তর সভাপতি মহাশয় সংক্ষেপে [illegible] উদ্দেশ্য বুঝাইয়া একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু [illegible] বিদ্যামহার্ণব মহাশয় শিলালিপি, তাম্রশাসন, ইতিহাস ও শাস্ত্রযুক্তি [illegible] প্রমাণ প্রয়োগদ্বারা কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন ও যজ্ঞোপবীত গ্রহণের [illegible] কতা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় [illegible] অনুমোদন করিয়া চারিশত বৎসরের পুরাতন হস্তলিখিত জীর্ণপুঁথি সভায় [illegible] করিয়া বলেন যে, ঐ সময়ও কায়স্থজাতি ক্ষত্রোচিত উপনয়নে সংস্কৃত ও [illegible] দশাহে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিতেন। পরে তিনি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বর্ত্তমান বিরুদ্ধবাদী [illegible] গণকে এই শুভকার্য্যে যোগদান করিতে অনুরোধ করেন। তৎপরে ডোঙ্গাহাটা [illegible] শ্রীযুক্ত রঞ্জনকুমার বসু মহাশয় উহা সমর্থন করিলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত [illegible] ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মণ-সমাজের পক্ষ হইতে উপনয়ন গ্রহণের প্রতিবাদ [illegible]

[illegible] প্রশ্ন সভায় উপস্থাপিত করেন। প্রচারক অগ্নিহোত্রী শ্রীযুক্ত সরল- [illegible] মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় সুদীর্ঘ বক্তৃতায় শ্রুতি, স্মৃতি, [illegible] নানাযুক্তি প্রমাণ দ্বারা সভায় উপস্থাপিত প্রতিবাদের সুমীমাংসা [illegible] সমবেত ব্রাহ্মণ কায়স্থবৃন্দের প্রীতি বর্দ্ধন করেন। তাঁহার স্বভাব-সরল-সুললিত [illegible] সমবেত জনসঙ্ঘ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, এবং সকল কায়স্থই উপনীত হইতে [illegible] হইলেন। প্রবীণ সভাপতি মহাশয় আর স্থির থাকিতে না পারিয়া [illegible] বিলম্বিত পুষ্পমালা উন্মোচন করত অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের গলায় [illegible] দেন; তখন সকলেই উচ্চরোল ও ঘন ঘন করতল নিনাদ করিতে লাগি- [illegible] এবং সকলেই আগামী আষাঢ় মাসের যে কোন শুভদিনে উপবীত গ্রহণ [illegible] প্রতিশ্রুত হন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ ও স্মৃতিরত্ন, প্রাচ্য- [illegible] মহার্ণব এবং অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

বিগত ২০শে জ্যৈষ্ঠ, খাজুরা-দুর্গাপুর নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু, [illegible] ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, তারকনাথ বসু, মন্মথনাথ বসু, কায়স্থোপনয়নোৎ- [illegible] কাঞ্চনলাল বসু, হেমন্তকুমার মিত্র, বিজয়লাল বসু, নবকুমার মিত্র, ক্ষিতীশচন্দ্র [illegible] নেবুতলার প্রসিদ্ধ মিত্রবংশধরগণের চেষ্টা যত্ন উদ্যোগে ও অর্থব্যয়ে খাজুরা- [illegible] শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাটীতে উপনয়ন উপলক্ষে এক সভার [illegible] হয়। প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় উক্ত সভায় বক্তৃতা [illegible] এবং তাহার ফলে কয়েকটী কায়স্থ সন্তান যাঁহারা উপনয়ন কেন্দ্রের ক্রিয়াদি [illegible] করিতে আসিয়া ছিলেন, তাহারাও উপনয়ন গ্রহণ করেন। এই কেন্দ্রে ৬৫।৭০ [illegible] বয়স্ক বৃদ্ধ হইতে দ্বাদশবর্ষীয় বালক পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছেন।

[illegible] ২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে চিত্রানদীর অপরপারে এক সভা হয়, তাহাতে [illegible] মহাশয় গৃহীতোপবীত কায়স্থগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে অনুরুদ্ধ [illegible] বক্তৃতা করেন।

[illegible] তৎপর নলডাঙ্গার রাজ-কাছারীর নায়েব মহাশয়ের অনুরোধে বিগত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ [illegible] স্থানীয় স্কুলে এক সভা হয়; নায়েব মহাশয় একজন উচ্চপ্রাণ বৈদ্য। তিনি [illegible] চেষ্টা করিয়া স্থানীয় বিরুদ্ধ ব্রাহ্মণ মহোদয়গণকে আনয়ন করেন; সভা গৃহ [illegible], কায়স্থ, বৈদ্যে পূর্ণ হইয়া গেল এবং ঐদিনও প্রায় ৪ঘণ্টা কাল নানাশাস্ত্রযুক্তি [illegible] বক্তৃতা হইলে সকলেই সানন্দে নিজালয়ে গমন করেন; নায়েব মহাশয়ের [illegible] প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

উপনয়ন ঃ—

২১শে বৈশাখ, ১৩২৩। নদীয়া জেলার অন্তর্গত নগরবাঁকা গ্রা[illegible] অনাদিপ্রসন্ন বসুবর্ম্মার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। তত্রত্য শ্রীমান্ ননীগোপা[illegible] মালীহ্রদ গ্রামের শ্রীযুক্ত তারাপদ মজুমদার যথারীতি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত জেলার কুমারী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ [illegible] মহাশয় পৌরহিত্য করিয়াছিলেন।

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩। যশোহর-দুর্গাপুর (খাজুড়া) নিবাসী শ্রীযুক্ত রা[illegible] বসু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। খাজুরা-দুর্গাপুর সাকিনের বঙ্গজ শ্রীযুক্ত [illegible] মিত্র, দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রীযুক্ত নবকুমার মিত্র, বিজয়লাল বসু, হেমন্তকুমার মিত্র, [illegible] লাল ঘোষ, ভূপতিলাল মিত্র, মন্মথনাথ বসু, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, ক্ষিতীশচন্দ্র [illegible] নরেন্দ্রনাথ বসু, বৈদ্যনাথ ঘোষ, মাধবচন্দ্র বসু, লোহিতকান্ত বসু, ফণীন্দ্র[illegible] বরীন্দ্রনাথ বসু, মণীন্দ্রনাথ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, দেবেন্দ্রনাথ বসু, বিজয়কুমা[illegible] নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, কুঞ্জবিহারী ঘোষ, মন্মথনাথ দত্ত, অমূল্যভূষণ ঘোষ।

আসরাইন সাকিনের—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র, শরচ্চন্দ্র মিত্র, যোগেশ[illegible] অমরেশচন্দ্র ঘোষ।

নেবুতলা সাকিনের—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র, গিরীন্দ্রলাল মিত্র, [illegible] শ্রীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত রসিকলাল মিত্র, হেমেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র, রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র।

ভদ্রডাঙ্গা সাকিনের—শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু, শৈলেন্দ্রকুমার বসু, যতী[illegible] বসু, সচীন্দ্রকুমার বসু, রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ, অনিলকুমার বসু, নরেন্দ্রনাথ বসু, [illegible] প্রসন্ন ঘোষ, জগবন্ধু রাহারায়, উপেন্দ্রভূষণ ঘোষ।

গহেরপুর সাকিনের—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষ, গৌরীপ্রসাদ ঘোষ, [illegible] ঘোষ, ক্ষেত্রমোহন রায়, শরচ্চন্দ্র বসু।

মথুরাপুর সাকিনের—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু, কেদারনাথ বসু।

সালতাফুলবাড়ী সাকিনের—শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ রাহা, বসন্তকুমার ঘোষ, [illegible] দত্ত, মহেন্দ্রলাল দত্ত, তারাপদ ঘোষ।

সেকেন্দরপুর সাকিনের—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু, সতীশচন্দ্র বসু, [illegible] ভূষণ বক্সী।

রাঘবপুর সাকিনের—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু, পন্নগভূষণ রাহা, ক্ষিরোদবিহা[illegible] ক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদার, সতীশচন্দ্র মজুমদার, কালীপদ মজুমদার, শৈলেন্দ্রকু[illegible] বনবিহারী বসু, মণীন্দ্রভূষণ রাহা, নগেন্দ্রনাথ রাহা, ফণীভূষণ রাহা, অহীন্দ্রভূষ[illegible] বিজয়ভূষণ বসু।

[illegible] সাকিনের—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দে, কালীপ্রসন্ন সরকার, নিবারণচন্দ্র [illegible] মজুমদার, রাজেন্দ্রনাথ দত্ত, যোগেন্দ্রনাথ দত্ত, কালীপদ পালিত, [illegible] পালিত, নগেন্দ্রনাথ দাস।

[illegible] সাকিনের—শ্রীযুক্ত রতিকান্ত গুহ।

[illegible] সাকিনের—শ্রীযুক্ত রমানাথ সিকদার।

[illegible]গ্দি সাকিনের শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী দত্ত।

[illegible]কাটী সাকিনের—শ্রীযুক্ত বংশধর ঘোষ।

[illegible]সোনপুর সাকিনের—শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মজুমদার।

[illegible] সাকিনের—শ্রীযুক্ত অমূল্যরতন চৌধুরী।

[illegible] সাকিনের—শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সরকার।

[illegible] গ্রাম সাকিনের—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

[illegible] সাকিনের—শ্রীযুক্ত জগবন্ধু সিকদার।

[illegible] (খুলনা) সাকিনের—শ্রীযুক্ত সত্যচরণ ধর।

[illegible] রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা এবং যজ্ঞেশ্বর মিত্রবর্ম্মা মহাশয়দ্বয়ের ঐকান্তিক [illegible] যত্নে এবং শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নেবুতলার হীরালাল ভট্টাচার্য্য, [illegible] হরকুমার ভট্টাচার্য্য, ভদ্রডাঙ্গার গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, দুর্গাপুরের সুধাংশু [illegible]চার্য্য, তৈলকূপীর প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য, খাজুড়ার যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য এই [illegible] কুলপুরোহিতের পৌরোহিত্যে এই উপনয়ন সম্পন্ন হইয়াছে।

[illegible]শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩। কাঁসারীপাড়া রোড। দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রীযুক্ত জানকী-[illegible] নিজবাসায় যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করেন।

বিবাহ ঃ—

[illegible]শে বৈশাখ, ১৩২৩ ফরিদপুর। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত [illegible]প্রসন্ন সরকার বর্ম্মা মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল সরকার বর্ম্মার [illegible] কন্যা শ্রীমতী লীলাবতী দেবীর, বাঁকুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রাহার [illegible] পুত্র শ্রীমান্ শিশিরকুমারের সহিত শুভোদ্বাহ হইয়াছে।

২১শে বৈশাখ, ১৩২৩। নদীয়া-সোমেশপুর। সোমেশপুর শাখা-সভার [illegible]ক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষবর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী দেবীর, [illegible] নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুবর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ যতীন্দ্র-[illegible] সহিত শুভোদ্বাহ হইয়াছে।

২১শে বৈশাখ, ১৩২১। নদীয়া-কাদিরপুর। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ [illegible] মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী সুবোধকুমারী দেবীর যশোহরের শ্রীযুক্ত [illegible] ভৌমিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ কিরণচন্দ্র বর্ম্মার সহিত শুভোদ্বাহ হইয়াছে।

আমরা এই কয়েকটী বিবাহেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, কিন্তু অনিবার্য্য [illegible] যোগদান করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছি। সুতরাং বিবাহের দেনা পাওনা [illegible] বিষয় জানিতে পারি নাই। আমাদের ধ্রুববিশ্বাস কোনদিকেই কাহারও [illegible] দাওয়া ছিল না।

২১শে বৈশাখ, ১৩২৩। কলিকাতা কায়স্থ-সভার অন্যতম সম্পাদক [illegible] শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মমহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী লীলাবতী দেবীর, সুপ্রসিদ্ধ [illegible] সংস্কারক পুরন্দর খাঁর অধস্তন (মহাভারতীয়) একচক্র (নগর) নিবাসী (কাশী রাজে [illegible] বর্ত্তমান প্রধান বিচারপতি) রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসুমল্লিক মহাশ [illegible] একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ বিধুভূষণের সহিত শুভোদ্বাহ হইয়াছে। এই বি [illegible] ক্ষত্রিয়োচিত কুশণ্ডিকা প্রভৃতি অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সুসম্পন্ন হইয়াছে। পরন্তু চন্দ্র [illegible] বাবু দাবী করিয়া কিছুই গ্রহণ করেন নাই। এ বিবাহের বিশেষত্ব এই, চন্দ্র [illegible] বাবু একজন বিশিষ্ট কুলীন; তিনি বঙ্গজ কুলীনের দৌহিত্রী পুত্রবধু করত [illegible] পুত্রের কুল রক্ষা করিলেন। সুতরাং বুঝা গেল বিভিন্ন সমাজের কুলীন [illegible] সহিত আদান প্রদান সম্ভূত পুত্র কন্যার কুল অক্ষুণ্ণই থাকিবে।

২১শে বৈশাখ, ১৩২৩। নদীয়া জেলার অন্তর্গত নগরবাঁকা নিবাসী [illegible] অনাদিপ্রসন্ন বসু বর্ম্মার ভগিনী শ্রীমতী প্রভাতকুমারী দেবীর সহিত সোমেশ্ব [illegible] নিবাসী শ্রীযুক্ত মাখনলাল মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের প্রথম পুত্র শ্রীমান্ হরেন্দ্রকুমার মি [illegible] বর্ম্মার শুভ-বিবাহ ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহে দাবী দা [illegible] কথা শুনা যায়।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩। কলিকাতা 'লক্ষ্মীনিবাস'। কায়স্থ-সভার ভূতপূর্ব্ব অন্যত [illegible] সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী শিবরাণীর চালতাবাগা [illegible] নিবাসী স্বর্গীয় প্রিয়নাথ ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ লোকেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্-এর সহি [illegible] সুভোদ্বাহ হইয়াছে। এই বিবাহেও বরপক্ষ দাবী করিয়া কিছু গ্রহণ করেন নাই।

শ্রাদ্ধ :—

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩ চট্টগ্রাম। গুজরা-নোয়াপাড়ার ৺কাশীচন্দ্র বিশ্বাস [illegible] ত্রয়োদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ হইয়াছে। গুজরা নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র স্মৃতিতী [illegible] উপস্থিত থাকিয়া এই কার্য্য সম্পাদন করেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

প্রথমাধিবেশন।

৩০শে বৈশাখ, শনিবার, ১৩২৩, অপরাহ্ণ ৬৷৷টা।

৮৫নং গ্রেষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

রায় বিনোদ বিহারী বসু বি-এ (সহঃসভাপতি) সভাপতির আসনে।
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেনবর্ম্মা।
" বসন্তকুমার সয়কার বর্ম্মা।
" মহেন্দ্রনাথ গুহরায়বর্ম্মা।
" ললিতাপ্রসাদ দত্তবর্ম্মা।
" নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্ম প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।
" হেমেন্দ্রনাথ সিংহ।
" যোগেশচন্দ্র দত্তবর্ম্মা।
" গোপালচন্দ্র দে।
" উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রশাস্ত্রী।
" মৃণালকান্তি ঘোষবর্ম্মা।
" শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা। } সম্পাদক
" যোগেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা। }

বর্ত্তমান বর্ষের দক্ষিণরাঢ়ীয় সহঃসম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমারর মিত্রবর্ম্মা, রায় [illegible]চন্দ্র দত্ত বাহাদুর, রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ [illegible]দ্বারা অনিবার্য্য কারণে অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়া [illegible] লিখেন।

সভারম্ভে **গত মাসের কার্য্যবিবরণী পঠিত হইলে,** সর্ব্বসম্মতিক্রমে [illegible] হয়।

প্রথম প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ [illegible]সম্মতিক্রমে সভার সভ্য মনোনীত হইলেন।

(১) শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বসু, সাং দিবলিয়া, পোঃ নড়াইল (যশোহর)
(২) " জানকীনাথ রায় বি-এল, যশোহর।
(৩) " আনন্দমোহন চৌধুরী, সম্পাদক যশোহর-পত্রিকা।

(দ) শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ পালচৌধুরী, সাং সুলতানপুর, পোঃ রংমহাল (য
(দ) „ প্রিয়নাথ জোয়ার্দ্দার বি-এল, যশোহর।
(দ) „ অম্বিকাচরণ বসু উকিল, যশোহর।
(দ) „ কেশবলাল রায়চৌধুরী বি-এল, যশোহর।
(দ) „ যোগেন্দ্রনাথ বসু বি-এল, যশোহর।
(দ) „ মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী, সাং নপাড়া, (যশোহর)
(ব) „ অঘোরনাথ গুহবর্ম্ম রায় বি-এল, (ফরিদপুর)
(দ)কবিরাজ লালগোপাল মজুমদারবর্ম্ম কবিরঞ্জন, সাং গাদগাছী, পোঃ বা

(দ) „ জিতমোহন বর্ম্ম কবিভূষণ, সাং খড়িঞ্চি, পোঃ ষোলখাদা,
(দ) শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বসু, সাং শঙ্করপাশা, পোঃ নপাড়া, (যশোহর)।
(দ) „ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ উকিল (যশোর)
(দ) „ বিজয়কৃষ্ণ মিত্র বি-এল্ (যশোহর)।

এই পঞ্চদশ জন গত বার্ষিক অধিবেশনে এবং অধিবেশনের পরে সহঃ
বসন্তবাবু ও কর্ম্মাধ্যক্ষ শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয়ের যত্নে সচেষ্টায় হইয়াছেন। উপস্থিত
ইহা জানিতে পারিয়া উভয়কেই ধন্যবাদ দিলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। গত বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত
সমূহের কার্য্য প্রণালী অবধারণ। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলি
কার্য্যপ্রণালী স্থির হইল :—

প্রথম—ভারত সম্রাটের বর্ত্তমান যুদ্ধে বিজয় কামনা বিষয়ক যে সংবাদ
অভ্যর্থনা সমিতির কর্ত্তৃপক্ষকে তারযোগে ভারত-রাজ-প্রতিনিধির বরাবর
ভার অর্পিত হইয়াছিল, অভ্যর্থনা-সমিতি উক্ত তার প্রেরণ করিয়া
পাইলেন, তাহা জানা হউক।

তৃতীয়—(১) উপনয়ন বিষয়ক প্রস্তাব। প্রচার যেরূপ করা হইতেছে
কিন্তু তদ্ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য চাঁদাও সংগ্রহ করা হউক। (২) কামদেব
প্রতিপাদক ও উপনয়নের ব্যবস্থা বিষয়ে যে পুস্তক সভায় মজুত আছে,
মূল্যে উপনয়ন গ্রহণেচ্ছুদিগকে বিতরণ করা হউক। তাহাতে যদি
সঙ্কুলান না হয়, তবে উত্তররাঢ়ীয়-হিতকরী সভার প্রকাশিত ব্যবস্থাপত্র
চাহিয়া লইয়া বিতরণ করা হউক। যদি তাহাও যথেষ্ট না হয়, তবে
পুস্তক ছাপাইয়া অল্পমূল্যে বিক্রয় করা হউক।

(দ) শ্রীযুক্ত চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার। যাঁহারা গত বার্ষিক অধিবেশনে এককালীন বা
সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তাগিদ দেওয়া হউক।
তৎপূর্ব্বে যাঁহারা উক্ত ভাণ্ডারে সাহায্য করিতে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন, তাঁহা-
দিগকে তাগিদ দেওয়া হইবে না।

দ্বিতীয়—শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবে আয়ুর্ব্বেদবিদ্যালয় সম্বন্ধে যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে,
তাহা সম্পাদনার্থ নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া এক শাখা-সমিতি গঠিত
হইল। উক্ত সমিতি কার্য্যের সুবিধা মনে করিলে সভার কিম্বা সভার বাহিরের
সভ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম-এ।
„ নিবারণচন্দ্র দত্ত সাং কলিকাতা।
„ বিজয়চন্দ্র সিংহ ঐ
„ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মশাস্ত্রী।

সম্পাদকদ্বয়।

তৃতীয়—প্রচার বিষয়ক প্রস্তাবের কর্ম্মনির্ব্বাহার্থ গত বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক
সভার অধিবেশনের তৃতীয় প্রস্তাবানুসারে শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয়ক
৩০ টাকা বেতনে অস্থায়ীভাবে, ছয় মাসের জন্য বর্ত্তমান সনের ৯ই বৈশাখ
হইতে নিয়োগ স্থির হইল এবং যিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া স্বজাতির কল্যাণার্থ প্রচার
করিতে তিনি পাথেয় চাহিলে পাথেয় অথবা অবস্থা বিবেচনায় পারিতোষিক
দিবেন। কিন্তু বেতন গ্রহণকারী প্রচারক যখন কলিকাতায় উপস্থিত থাকি-
বেন তখন তিনি রীতিমত সভার কার্য্যালয়ে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যের সহায়তা
করিবেন। নতুবা তাঁহাকে তৎকালের বেতন দেওয়া হইবে না।

চতুর্থ—সন ১৩২৩ সনের কর্ম্মচারী নিয়োগ বিষয়ে। (ক) সম্পাদক শ্রীযুক্ত
নিবারণচন্দ্র দত্ত মিত্রবর্ম্মা মহাশয় জানাইলেন, গত বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত বারেন্দ্র
প্রতিপাদক ও উপনয়নের ব্যবস্থা বিষয়ে যে পুস্তক সভায় মজুত আছে, তাহা
প্রস্তাবে যাঁহাকে সহঃসভাপতি স্থির করা হইয়াছিল, জানিতে পারা গেল
লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় এইরূপ জানাইলে সর্ব্ব
সম্মতিক্রমে নিমতিতার জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মচৌধুরী মহাশয় সহঃ-
সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

তৃতীয় প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) পত্রযোগে নিমন্ত্রণ বিষয়ে। এই
বিষয়ে মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের লিখিত প্রস্তাব পঠিত হইলে
কিছু বাদানুবাদের পর সাব্যস্ত হইল যে, এখন ইহা আলোচনা করিয়া কাজ নাই।

তাঁহার প্রস্তাবটী এই—"মাতা পিতা ও তাদৃশ গুরুজনের স্বর্গ হওয়া শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ ব্যতীত, অন্যান্য কার্য্যোপলক্ষে পত্রযোগে নিমন্ত্রণ করা পারে কিনা, তদ্বিষয় আলোচনা প্রার্থনা। যদি পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করা বিবেচিত হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত ও প্রকাশিত হউক—" পিতা ও তাদৃশ গুরুজনের স্বর্গারোহাণান্তে আদ্যশ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্যান্য সামাজিক নিমন্ত্রণ, কেবল পত্র দ্বারা হওয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা এবং কায়স্থগণকে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে সানুনয় অনুরোধ করেন।"

(খ) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগে কায়স্থ-ছাত্র সম্বন্ধে। এ ইতিপূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট সকাশে যে তদ্বির করা হইতেছিল, তাহার শেষ মীমাংসা গভর্ণমেণ্ট যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা সভায় উপস্থিত হইলে, উপস্থিত সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং যথাকর্ত্তব্য আগামী মাসের অধিবেশনে স্থির এই মন্তব্য গৃহীত হইল।

(গ) কতিপয় বিধবার আবেদন। সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন, " নিবানিসী বিধবা দীনতারিণী গুহ, নদীয়া-চৌহাস নিবাসিনী বিধবা দেবীবালা এবং বীরভূম পাইকপাড়া নিবাসিনী বিধবা কৃষ্ণদাসী দাস্যা, ইঁহারা অভাবে সাহায্যপ্রার্থিণী হইয়াছেন। গত বার্ষিক অধিবেশনে যশোহরে চিত্রগুপ্ত-ভা বার্ষিক ১৫৲ ও ৫৲ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি হইয়াছে। চিত্রগুপ্ত-ভা কোম্পানির কাগজ ভিন্ন আরও কিঞ্চিৎ অর্থ আছে। ঐ টাকা হইতে এই কারিনীত্রয়কে বর্ত্তমান ১৩২৩ সালে প্রতি মাসে সাহায্য দেওয়া হউক। জনের মধ্যে দুইজনকে গত বর্ষে চাঁদা তুলিয়া ১০৲ ও ৫৲ টাকা এককালীন করা হইয়াছিল এবং অপর বিধবাটীর সাহায্য উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-হিতকরী- দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। উক্ত সভার সম্পাদক জানান—" কারিণী সাহায্যের পাত্রী বটে, কিন্তু আমাদের এ সভার দাতব্য-ভাণ্ডার না সাহায্য করিতে পারিলাম না।" অতঃপর কেহ কেহ যশোহরের প্রতিশ্রুত টাকা আদায়ের অপেক্ষা করিতে বলেন, কিন্তু শরৎবাবু বলেন, যদি ঐ কুড়ি না পাওরা যায় তাহা হইলেও চাঁদা করিয়া ইঁহাদিগকে এক বৎসর সাহায্য যাইতে পারে। অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রত্যেককে মাসিক ১৲ একটাকা বর্ত্তমান ১৩২৩ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত এক বৎসর সাহায্য করা হইল।

স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ।
সম্পাদক

স্বাক্ষর
শ্রীসারদাচরণ মিত্র।
সভাপতি।
২৯।২।২৩।

কায়স্থ-পত্রিকা।

শ্রাবণ, ১৩২৩। } নবপর্য্যায় ৭ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।

আড়াই হাজারী রায়চৌধুরী।

যশোহর নিবাসী ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) ভরদ্বাজ গোত্রজ শ্যামবংশীয় আদিত্যরামের উত্তমরাম শ্যাম দিল্লীশ্বর মোগল-কুল-তিলক মহাত্মা আকবরের সময় রাজা সিংহের অধীনে সৈনিকদলে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় প্রতিভা ও কার্য্য দক্ষতা গুণে আড়াইহাজার সৈন্যের মন্‌সবদার পদে উন্নীত হইয়া "আড়াইহাজারী রায়চৌধুরী" আখ্যাত হন।

সেই সময় তাঁহার একমাত্র পুত্র যশোবন্তশ্যাম (ইন্দ্রজিত) রাজস্ব বিভাগের নিযুক্ত হন। তিনিও অত্যল্প কালমধ্যেই স্বীয় প্রতিভা ও কার্য্য দক্ষতা যশস্বী হইয়া উঠেন। সুবর্ণগ্রামের ভূঞা প্রসিদ্ধ ঈশাখাঁ রাজা মানসিংহের সহিত দিল্লী দরবারে উপনীত হইলে গুণগ্রাহী সম্রাট আকবর ঈশাখাঁর বীরত্ব, প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরিচয় পাইয়া, তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করত, তাঁহার পূর্ব্ব অধিকার সুবর্ণগ্রাম ব্যতীত অন্যান্য বহুতর পরগণা তাঁহাকে প্রদান করেন (১৫৯৫ খৃঃ অব্দে)। যখন ঈশাখাঁ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন মহাত্মা আকবর যশোবন্তশ্যামকে "কারফর্ম্মা" (রাজস্বমন্ত্রী) পদে নিযুক্ত এবং

* শ্যামবংশ বঙ্গজ কায়স্থ-সমাজে অচলাখ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘটককারিকায় দৃষ্ট হয়। তদ্‌যথা "চাকিশ্চ শ্যাম পুঞিশ্চ খড়্গাকো নাদকস্তথা।" এবং এই শ্যামবংশের আদিপুরুষ যে যদুবংশীয় তাহাও মৎস্যপুরাণে দৃষ্ট হয়—"শ্যামঃ শমীকো গণ্ড বশ্চত্বারস্ত্ববরাঙ্গনাঃ।" কাঃ পঃ সঃ।

"আড়াইহাজারী রায়চৌধুরী" উপাধি দিয়া ঈশাখাঁর সঙ্গে সুবর্ণগ্রামে করেন।* যশোবন্তশ্যাম সুবর্ণগ্রামে আসিয়া খিজিরপুর দুর্গে অবস্থিতি লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই স্বীয় কার্য্য দক্ষতাগুণে যশস্বী ও সকলের হইয়া উঠেন। তিনি অতিশয় মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। একদা রাজকার্য্য ও মৃগয়া ব্যাপদেশে খিজিরপুর দুর্গ হইতে প্রায় কুড়ি মাইল উত্তর বালরামপুর পরগনার অন্তর্গত প্রহ্লাদপুরে উপস্থিত হন। সেই সময় প্রহ্লাদপুর দেববংশে উত্তররাম ও বলরাম নামক দুই ভ্রাতা বিখ্যাত জমিদার ছিলেন। যশো শ্যাম তাঁহাদেরই আতিথ্য গ্রহণ করেন। যশোবন্তশ্যাম কিছুকাল তথায় অবস্থি পর উত্তর রামদেবের কন্যার রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া তদীয় কন্যার পাণি করেন। উক্ত কন্যার গর্ভে চাঁদরাম ও গজেন্দ্ররাম জন্মগ্রহণ করেন। এই দুই উত্তর সাহাপুর ও চাঁদেরচরের রায়চৌধুরী বংশের আদিপুরুষ।

যশোবন্তশ্যামের ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় উভয় ভ্রাতাই তৎকালোচিত ব্যুৎপন্ন ও ক্ষত্রিয়োচিত বিবিধ গুণগ্রামে বিভূষিত হইয়া উঠেন। এবং ভ্রাতাই আড়াইহাজার ফৌজের মনসবদার হইয়া ঢাকা নগরীতে অবস্থান থাকেন। ঢাকার নবাব ইসলাম খাঁর রাজত্বের শেষ সময় মগ ও পর্ত্তুগিজেরা নদীর তীরবর্ত্তী স্থানে অতিশয় উপদ্রব আরম্ভ করে, নবাব উক্ত উপদ্রব নিবা জন্য গজেন্দ্ররামকেই সমধিক উপযুক্ত মনে করিয়া, তাঁহাকে তথায় পাঠাইয়া তিনি স্বীয় কার্য্যে পারদর্শিতা দেখাইয়া নবাব সরকার হইতে "নোয়াবাদ" পরগ তৎসন্নিহিত বহু জমিদারীর আধিপত্য প্রাপ্ত হন। এবং বর্ত্তমান চাঁদেরচর স্থানে স্বীয় বাসস্থান স্থাপন করেন। তিনি অতিশয় ভ্রাতৃভক্তিপরায়ণ ছিলে এই জন্যই স্বীয় বাসস্থানের নাম অগ্রজের নামানুসারে চাঁদেরচর রাখিলেন।

এদিকে উত্তমরাম ও বলরাম এই উভয় ভ্রাতা নিঃসন্তান থাকায় চাঁদরামরায় মাতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। এবং স্বীয় বাসস্থান প্রহ্লাদপুর হ

* যশোবন্তশ্যামকে স্বয়ং সম্রাট "কারফর্ম্মা" (রাজস্বমন্ত্রী) পদে নিযুক্ত করেন, কি উপযাচক হইয়া আনয়ন করেন। এবিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। মোসলমান রাজত্বকালে উপযুক্ত হইলে পিতৃপদের উত্তরাধিকারী হইতেন। এই সূত্রেই যশোবন্তশ্যাম "আড়াই রায়চৌধুরী" উপাধি প্রাপ্ত হন।

† উত্তরসাহাপুর ও বলরামপুর অতিপ্রাচীন পরগনা। কথিত আছে উত্তররাম নামানুসারে উত্তরসাহাপুর পরগনা ও বলরামদেবের নামানুসারে বলরামপুর পরগনার হয়, আইন-ই-আকবরীতেও পরগনাদ্বয়ের নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পরিত করিয়া অর্দ্ধমাইল দক্ষিণে উত্তরসাহাপুর পরগণায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তাঁহারা "আড়াইহাজারী রায়চৌধুরী" বলিয়া স্বীয় বাসস্থানের নাম "আড়াইহাজার" রাখিলেন।

চাঁদরাম ধীর শান্ত প্রকৃতি ও ধর্ম্মভীরু ও দেব-পিতৃভক্ত এবং বদান্য ছিলেন। সরকার সোনার গাঁয়ের অন্তর্গত উত্তরসাহাপুর, সোণারগাঁও এবং মহেশ্বরদী পরগণার অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার প্রদত্ত দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, এবং লাখেরাজ প্রভৃতি ভূমি অদ্যাপিও ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তবে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণই কালক্রমে হইয়া ইংরেজ আমলে স্থায়ী বন্দোবস্তের সময় চাঁদরাম রায়ের নাম লোপ করিয়া স্বীয় নামে তালুক সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বদান্যতার ফলেই আড়াই-হাজারের চৌধুরীবংশ বহুকাল হইতেই এ অঞ্চলের "সমাজপতি" রূপে গণ্য হইয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে পূর্ব্বপ্রভাব না থাকিলেও পূর্ব্ব গৌরব একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। পরগণার প্রায় একপঞ্চমাংশ ভূমি ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, লাখেরাজ, পীরোত্তর এবং নানকর (চারকান) ইত্যাদিতে দান করা আছে।* পূর্ব্বে মেঘনা নদীতে "মাশুলে দরিয়া-ই" নামক এক প্রকার জলকর ও 'কুৎ' আদায় হইত, আড়াই-হাজারের চৌধুরীগণ উক্ত মাশুলের অধিকারী ছিলেন।

চঞ্চলা লক্ষ্মী কোথাও স্থিরভাবে অবস্থান করেন না, আড়াইহাজারের পক্ষেও তাহাই ঘটিল, কুক্ষণে মিঃ জে, পি, ওয়াইজ (Mr. J. P. Wise.) সাহেব উত্তর সাহাপুর পরগণার নানাস্থানে নীলকুঠী স্থাপন করিয়া প্রজাবর্গের উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করেন। (১৮৬৫ খৃঃ অব্দে) এই অত্যাচার নিবারণার্থ আড়াই হাজারের অনামধন্য প্রসিদ্ধ জমিদার ৺বিজয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী, তাঁহার অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গের সহিত মিলিত হইয়া ওয়াইজ সাহেবের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। এই উপলক্ষে প্রায় ন্যূনাধিক পঞ্চবিংশতি বর্ষকাল নানারূপ আদালত-ফৌজদারী, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিয়া ৺বিজয়কৃষ্ণ রায়ই একেবারে হৃত সর্ব্বস্ব হন। এবং অন্যান্য চৌধুরীগণও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই বংশতালিকা পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

* ঢাকা নগরীর প্রসিদ্ধ ৺ঢাকেশ্বরীর বাড়ীতেও এই চৌধুরীবংশের বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। এতদঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ রামচন্দ্রদীর হাটের উপসত্ত্বদ্বারা প্রতি অমাবস্যা তিথিতে মহাসমারোহে ৺ঢাকেশ্বরীর পূজা ও বলি হইত। কথিত আছে, চৌধুরীদিগের পূজা ও বলি না হইলে অন্য কাহারও বলি হইতে পারিত না। নীলকর জে-পি-ওয়াইজের মোকদ্দমায় চৌধুরীগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। রামচন্দ্রদীর হাট ওয়াইজ সাহেব প্রাপ্ত হন এবং সেই সঙ্গেই ৺ঢাকেশ্বরীর পূজা উঠিয়া যায়।

১। আদিত্যরাম শ্যাম।
২। উত্তমরাম রায়চৌধুরী।
৩। যশোবন্ত রায়চৌধুরী।
(ইন্দ্রজিত) যশোহর হইতে আগত।*
৪। চাঁদরাম।
৪। গজেন্দ্ররাম।
সাং চাঁদের চর, জেলা ত্রিপুরা।

—

৪। চাঁদরাম।
৫। নরীন্দ্ররাম।
৫। রমানাথ।
৫। রামচন্দ্র।
৫। গোবিন্দরাম।
৫। রামকৃষ্ণ।
৫। জগৎবল্লভ।
৫। রামেশ্বর।

—

৫। নরীন্দ্ররাম রায়চৌধুরী।
৬। অনন্তরাম।
৬। শিবরাম।

—

৬। অনন্তরাম।
৭। নয়ানরাম। (সাং তালাকচর)
৮। গোপী।

—

৬। শিবরাম।
৭। পরমানন্দ।০
৭। রামবল্লভ।

—

৭। রামবল্লভ।
৮। জগন্নাথ।০
৮। বলরাম।

—

৮। বলরাম।
৯। কিঙ্কররাম।০
৯। শঙ্কররাম।০

—

৫। রমানাথ রায়চৌধুরী।
৬। কামদেব।০

—

৫। রামচন্দ্র রায়চৌধুরী।
৬। রঘুনাথ।
৬। লক্ষ্মীনারায়ণ।
৬। দর্পনারায়ণ।

—

৬। রঘুনাথ।
৭। রূপনারায়ণ।
৮। রামবল্লভ।
৯। তপস্যারাম।০

—

৬। লক্ষ্মীনারায়ণ।
৭। রামস্মরণ।০

—

৬। দর্পনারায়ণ।
৭। জয়গোপাল।
৮। মায়ারাম।
৮। শোভারাম।
৮। রামমাণিক্য।

—

* চিহ্নিত ব্যক্তিগণ বংশীন।

৮। শোভারাম।
৯। শম্ভুনাথ।
১০। রামকানাই।০
১০। রামগবিন্দ মজুমদার।
১০। রামকেশব।০

—

১০। রামগবিন্দ মজুমদার।
১১। জগবন্ধু।
(১ম স্ত্রীর গর্ভে)
১২। ত্রৈলোক্যনাথ।০
১২। সুরেশচন্দ্র।
(২য় স্ত্রীর গর্ভে)
১২। নরেশচন্দ্র।
১২। পরেশচন্দ্র।
১২। ভবেশচন্দ্র।

—

১২। সুরেশচন্দ্র।
১৩। বিনয়ভূষণ।

—

৮। রামমাণিক্য মজুমদার।
৯। রামরতন।
৯। পদ্মলোচন।
৯। রামদয়াল।
৯। রামমণি।

—

৯। রামরতন।
১০। মহেশচন্দ্র।
১০। গগনচন্দ্র।০
১০। দাশু।০

১০। রামনিধি।০

—

১০। মহেশচন্দ্র।*
১১। যদুনাথ।০
১১। তারানাথ।০
১১। হরিনাথ।০

—

৯। পদ্মলোচন।
১০। হরচন্দ্র।
১০। জ্ঞানচন্দ্র।০
১০। নবীনচন্দ্র।০
১০। জগচ্চন্দ্র।

—

১০। হরচন্দ্র।
১১। সতীশচন্দ্র।
১১। সুচারু।
১১। সুশীল।
১১। সুকুমার।

—

১০। জগচ্চন্দ্র।
১১। নিশিকান্ত।
১১। অশ্বিনী।
১১। রুহিণী।
১১। বিলাস।
১১। দীনেশ।
১১। মিথিলেশ।

—

১১। নিশিকান্ত।
১২। সলিলকুমার।০

* ইঁহার দৌহিত্র ঋষীকেশ ও সুধীরকুমার বর্দ্ধন।

১১। অশ্বিনী।
১২। শিশির।
১২। সন্তোষ।

—

১১। বিলাস।
১২। জ্যোতিপ্রকাশ।
১২। খোকা।

—

৯। রামমণি।
১০। মহিমচন্দ্র।
১০। ব্রজচন্দ্র।
১০। অক্ষয়চন্দ্র।*

—

১০। মহিমচন্দ্র।
১১। শ্রীশচন্দ্র।

—

১০। ব্রজচন্দ্র।
১১। যতীন্দ্র।*
১১। যোগেন্দ্র।

—

৫। গোবিন্দরাম রায়চৌধুরী।
(সাং পাইকারচর)
৬। মধুসূদন।
৬। রাধাকান্ত।

—

৬। মধুসূদন।
৭। শ্রীমন্ত।
৭। ভবনাথ।*
৭। রুদ্ররাম।

—

৭। শ্রীমন্ত।
৮। রামধন।
৯। গোলকচন্দ্র।
১০। রামকুমার।
১০। চন্দ্রকুমার।*
১০। কাশীচন্দ্র।

—

১০। রামকুমার।
১১। সতীশচন্দ্র।
১১। জগদীশচন্দ্র।
১১। ভোলানাথ।

—

১০। কাশীচন্দ্র।
১১। রমেশচন্দ্র।
১১। দীনেশচন্দ্র।

—

৭। রুদ্ররাম।
৮। অক্ষয়রাম।*
৮। কৃপারাম।
৮। ভরসারাম।
৮। সত্যরাম।*

—

৮। কৃপারাম।
৯। সন্তোষরাম।*

—

৮। ভরসারাম।
৯। রাজদুর্লভ।
১০। মাধবচন্দ্র।*

—

৬। রাধাকান্ত।
৭। রঘুনন্দন।
৮। বল্লভ।*
৮। হরিবল্লভ।
৮। বিষ্ণুবল্লভ।

—

৮। হরিবল্লভ।
৯। রাজনারায়ণ।
১০। বৈদ্যনাথ।*

—

৮। বিষ্ণুবল্লভ।
৯। কেবলকৃষ্ণ মজুমদার।
৯। রামকান্ত।
৯। রামরতন।*

—

৯। কেবলকৃষ্ণ মজুমদার।
১০। কৃষ্ণচন্দ্র।
১১। রামচন্দ্র।
১১। বিপিনচন্দ্র।
১১। নিবারণচন্দ্র।

—

১১। বিপিনচন্দ্র।
১৩। ধীরেন্দ্র।
১৩। নৃপেন্দ্র।
১৩। রমেন্দ্র।
১৩। হেমেন্দ্র।
১৩। ভূপেন্দ্র।

—

৯। রামকান্ত।
১০। গোপালকৃষ্ণ।*

—

৫। রামকৃষ্ণ রায়চৌধুরী।
৬। কল্যাণ।
৭। শ্যাম।
৮। গদু।*
৮। পঞ্চানন।*

—

৫। জগৎবল্লভ রায়চৌধুরী।
৬। রাজবল্লভ।
৭। অযোধ্যারাম।
৮। বিষ্ণুরাম।
৮। ভরসারাম।
৮। খোসালরাম।

—

৮। বিষ্ণুরাম।
৯। জয়কৃষ্ণ।*
৯। কেবলকৃষ্ণ। (দত্তকযায়)

—

৮। ভরসারাম।
৯। রামকৃষ্ণ। (দত্তকযায়)
১০। উদয়নারায়ণ।
(সাং কাইতলা)

—

৮। খোসালরাম।
৯। কালীচরণ।
৯। বৃন্দাবন।

—

৯। কালীচরণ।*
১০। মধুসূদন।*
১০। রামকানাই।*

—

* ইহার দৌহিত্র বংশের পদবীর উল্লেখ না থাকায় তন্নাম দেওয়া হইল না। কাঃ পঃ সঃ

৯। বৃন্দাবন।
১০। রাজিবলোচন।
১০। ত্রিলোচন।

—

১০। ত্রিলোচন।
১১ রাজমোহন।
১১। যোগেশ।

—

৫। রামেশ্বর রায়চৌধুরী।
৬। রমাকান্ত।
৬। জয়দেব।
৬। মুকুন্দ।
৬। ভবনাথ।
৬। মহাদেব।
৬। গঙ্গারাম।

—

৬। রমাকান্ত।
৭। রঘুনাথ।
৮। দুর্গারাম।
৮। সীতারাম।

—

৮। দুর্গারাম।
৯। সদানন্দ।
৯। রামরাম।
৯। যশোবন্ত।
৯। রাজারাম।
৯। আশারাম।

—

৯। যশোবন্ত।
১০। গোকুলচন্দ্র।
১১। কৃষ্ণচন্দ্র।
১১। ডেঙ্গুরায়।
১১। বিশ্বনাথ।

—

৯। রাজারাম।
১০। কাশীনাথ।
১০। কালীকিঙ্কর।
১১। পাঁচকড়ি (দত্তক)।

—

১১। কালীকিঙ্কর।
১২। প্রসন্নচন্দ্র।

—

৯। আশারাম।
১০। গোলাপকৃষ্ণ।
১০। রাধাকৃষ্ণ।
১০। হরেকৃষ্ণ।
১০। কালিদাস।
১০। ঈশ্বরচন্দ্র।

—

১০। রাধাকৃষ্ণ।
১১। স্বরূপচন্দ্র।

—

৮। সীতারাম।
৯। শিবনারায়ণ।
৯। জয়নারায়ণ।
৯। শূরনারায়ণ।
৯। বদনরাম।
৯। ডেঙ্গুরায়।
৯। বীরনারায়ণ।

—

৯। শিবনারায়ণ।
১০। ভোলানাথ।
১০। ভৈরবচন্দ্র।
১০। গোলকনাথ।
১০। শম্ভুনাথ।
১০। লোকনাথ।

—

১০। ভোলানাথ।
১১। হরকিশোর (দত্তকপুত্র)।
১২। হরিদাস।
১২। ললিত।

—

১২। হরিদাস।
১৩। খগেন্দ্র।
১৩। গিরীন্দ্র।
১৩। ভূপেন্দ্র।
১৩। বীরেন্দ্র।
১৩। দেবেন্দ্র।

—

১৩। খগেন্দ্র।
১৪। দীনেশ।
১৪। ফণিভূষণ।

—

১২। ললিত।
১৩। নৃপেন্দ্র।
১৩। সমরেন্দ্র।
১৩। অমরেশ।
১৩। যোগেন্দ্র।
১৩। মনীন্দ্র।

—

১০। গোলকনাথ।
১১। রামকানাই।

—

৯। বদনরাম।*
১০। রাজেন্দ্র।
১০। হরিশচন্দ্র।
১০। মনোহর।

—

১০। রাজেন্দ্র।
১১। রাজকিশোর।
১১। কালীকুমার।
১১। রামকুমার।

—

১১। রামকুমার।†
(১ম স্ত্রীর গর্ভজাত)
১২। শরচ্চন্দ্র।
(২য় স্ত্রীর গর্ভজাত)
১২। রাজকুমার।
১২। নলিনী।
১২। অবিনাশ।
১২। অতুল।
১২। শরচ্চন্দ্র।
১৩। শৈলেশ।
১৩। নরেশ।

—

১২। রাজকুমার।
১৩। সন্তোষ।

—

* ইনি স্বগ্রামে একটী মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।
† ইনি 'কবিগানে' প্রসিদ্ধ ছিলেন।

৯। বীরনারায়ণ।
১০। ধর্ম্মনারায়ণ।
১১। রামকিশোর।
১১। ভূপতি (দত্তক পুত্র)।
১২। বিভূতিভূষণ।

—

৬। জয়দেব।
৭। প্রেমনারায়ণ।
৮। গোবিন্দরাম।
৮। বিষ্ণুরাম।
৮। বলরাম।

—

৮। গোবিন্দরাম।
৯। রামশঙ্কর।০

—

৮। বিষ্ণুরাম।
৯। রামহরি।০

—

৮। বলরাম।
৯। কৃষ্ণচন্দ্র। *
৯। রমানাথ।

—

৬। মুকুন্দরাম।
৭। নন্দরাম।
৮। কির্ত্তীনারায়ণ।০
৮। রামস্মরণ।
৯। বৈদ্যনাথ।
১০। নবকিশোর। ০
১১। নাবালক। ০

—

* ইনি সঙ্গীতবেত্তা ছিলেন।

৬। ভবনাথ।
(১ম স্ত্রীর গর্ভে)
৭। লক্ষ্মীনারায়ণ।
(২য় স্ত্রীর গর্ভে।)
৭। রামপ্রসাদ।
৭। লালরাম।

—

৭। লক্ষ্মীনারায়ণ।
৮। শ্যামসুন্দর।
৮। দয়ারাম।
৮। মায়ারাম।

—

৮। শ্যামসুন্দর।
৯। শিবপ্রসাদ।০
৯। গৌরীপ্রসাদ।০
৯। গুরুপ্রসাদ।০
৯। চণ্ডীপ্রসাদ।
১০। কৃষ্ণচন্দ্র।০
১০। কিশোরনারায়ণ।০
১০। বলরাম।০
১০। ধর্ম্মনারায়ণ।
১১। তিলকচন্দ্র।
১২। অমরচন্দ্র।০
১২। কালীপ্রসন্ন।*

—

১২। কালীপ্রসন্ন।
১৩। সুরেশচন্দ্র। (দত্তক
১৪। যতিপ্রসন্ন।
১৪। দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ।

[illegible]লাল। (দেবীপ্রসন্ন)

—

[illegible]। দয়ারাম।
[illegible]। জগন্নাথ।
[illegible]। ভোলানাথ।

—

[illegible]। জগন্নাথ।
[illegible]। লোকনাথ। ০
[illegible]। রামসুন্দর। ০

—

[illegible]। ভোলানাথ।
[illegible]। রামকানাই। *
[illegible]। তারকচন্দ্র।
[illegible]। তারাপ্রসন্ন।
[illegible]। যোগেন্দ্রনারায়ণ।
[illegible]। দুর্গাপ্রসন্ন।
[illegible]। রমাপ্রসন্ন।
[illegible]। হরিপ্রসন্ন।
১২। নিবারণ।

—

১২। তারাপ্রসন্ন।
১৩। ইন্দুভূষণ।
১৩। মণিভূষণ।
১৩। ফণিভূষণ।
১৩। গিরিজা।
১৩। খোকা।

—

১২। যোগেন্দ্রনারায়ণ।
১৩। সন্তোষ।

* ইহার অপর ছয় ভ্রাতা বংশহীন।

১৩। শিশির।

—

১২। দুর্গাপ্রসন্ন।
১৩। তমসারঞ্জন।

—

৮। মায়ারাম।
৯। বিজয়নারায়ণ।
(পুত্র না হওয়ায় দৌহিত্র জগন্নাথ দত্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হন।
৯। রাজনারায়ণ। ০
৯। কালীচরণ।
৯। মদনমোহন।
৯। মেঘনারায়ণ।
৯। উদয়নারায়ণ।

—

৯। মদনমোহন।
১০। পীতাম্বর।
(দৌহিত্র জগবন্ধু দাস।)

—

৯। মেঘনারায়ণ।
১০। কির্ত্তীচন্দ্র।
১১। কৈলাসচন্দ্র।
১১। প্রসন্নচন্দ্র।
১১। শরচ্চন্দ্র। ০

—

১১। কৈলাসচন্দ্র।
১২। রাধারমন। ০
১২। বিলাসচন্দ্র।
১২। প্রিয়নাথ।

—

১২। বিলাসচন্দ্র।
১৩। সুখরঞ্জন।
১৩। মনোরঞ্জন।

—

১২। প্রিয়নাথ।
১৩। গোবিন্দপ্রসাদ।

—

৯। উদয়নারায়ণ।
১০। দুর্গাচরণ।
১০। ভারতচন্দ্র। ০
১০। গঙ্গাচরণ।*

—

১০। দুর্গাচরণ।
১১। নবকুমার। ০

—

৭। রামপ্রসাদ।
৮। রামগতি।
৮। নীলমণি। ০

—

৮। রামগতি।
৯। রাজিবলোচন। ০
৯। রামলোচন।
১০। ভারতচন্দ্র। ০
১০। দুর্গাচরণ।
১১। হরিমোহন।
১২। নরেন্দ্রমোহন।
১২। সুরেন্দ্রমোহন।

—

১২। নরেন্দ্রমোহন।
(১ম পক্ষের)
১৩। ধীরেন্দ্র।
১৩। হেমেন্দ্র।
১৩। ভানু। ০
১৩। মাখন। ০
(২য় পক্ষের)
১৩। জাপান (তেজেন্দ্র)।
১৩। ক্ষীরেন্দ্র।
১৩। গিরেন্দ্র।
১৩। গদু।
১৩। সদা।

—

১২। সুরেন্দ্রমোহন।
১৩। বিমল (ফণীন্দ্র)
১৩। বাদল (বিনোদ)
১৩। পরিমল।

—

৭। লালরাম।†
৮। কেবলকৃষ্ণ। (দত্তকপুত্র)
৯। প্রাণকৃষ্ণ।
৯। রাজকৃষ্ণ।
৯। রামকানাই। ০
৯। গোপালকৃষ্ণ।

—

৯। প্রাণকৃষ্ণ।
১০। কালীকৃষ্ণ। ০

* ইঁহার ছয় কন্যার মধ্যে বারদির উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত এবং হারিয়ার ঐশ্বর্য্যকান্ত ও লালমোহন নাগ এই তিন দৌহিত্রের নাম পাওয়া গেল।
† ইঁহার প্রতিষ্ঠিত একটী মঠ বিদ্যমান আছে।

১০। নবকৃষ্ণ। ০

—

৯। রাজকৃষ্ণ।
১০। রমণকৃষ্ণ।

—

১০। রাধাকৃষ্ণ।
১০। হৃদয়কৃষ্ণ।
১০। নবীনকৃষ্ণ।

—

১০। রাধাকৃষ্ণ।
১১। দ্বারকানাথ। ০
১১। দীননাথ।
১১। যদুনাথ।

—

১১। দীননাথ।
১২। জীতেন্দ্রনাথ।

—

১১। যদুনাথ।
১২। মুণীন্দ্রনাথ। ০

—

১০। হৃদয়কৃষ্ণ।
১১। রাজেন্দ্রনারায়ণ।
(দত্তকপুত্র)
১২। সরোজেন্দ্র (ব্রজেন্দ্র)
১২। নৃপেন্দ্র (রবীন্দ্র)

—

১০। নবীনকৃষ্ণ।
১১। নীরোদ। (দত্তকপুত্র)
১২। কেদারনাথ।

—

৯। গোপালকৃষ্ণ।
১০। গিরিশচন্দ্র। (দত্তকপুত্র)

—

৬। মহাদেব।
৭। কাশীরাম।
(পুত্র নাথাকায়, দৌহিত্র রাজারাম গণ সম্পত্তি প্রাপ্ত হন।)
৭। কমলনারায়ণ।

—

৮। নীলকণ্ঠ। ০
৮। শ্রীকণ্ঠ (বঙ্কু)

—

৮। শ্রীকণ্ঠ। (বঙ্কু)
৯। রামকৃষ্ণ। (দত্তকপুত্র)
১০। বিজয়কৃষ্ণ।
১১। দুর্গাপ্রসাদ।
১২। ক্ষীরোদকুমার।
১৩। সুধীরকুমার।
১৩। শচীন্দ্র।
১৩। নির্ম্মল।
১৩। দ্বিজেন্দ্রলাল।

—

১৩। সুধীরকুমার।
১৪। সুধাবিন্দু।

—

৬। গঙ্গারাম।
৭। হরিনারায়ণ। ০
৭। নরহর।
৮। আদিরাম। ০
৮। ভবানীশঙ্কর। ০

৮। নরসিংহ।০	১০। উমাকান্ত।
৮। রামমোহন।	—
৯। রামজয়।	১০। কমলাকান্ত।
৯। রতন জয়।	১১। করুণাকুমার।
—	১১। কুঞ্জকুমার।০
৯। রামজয়।	—
১০। রামদুলাল।০	১১। করুণাকুমার।
১০। রাজচন্দ্র।০	১২। সুমতি।
—	১২। সুশীল।
৯। রতনজয়।	১২। সুবোধ।
১০। কমলাকান্ত।	১২। অনিল।
	—

৺দুর্গাচরণ, ৺রাধাকৃষ্ণ ও ৺রামকুমার রায়চৌধুরী, ইঁহাদের ঐকান্তিক [illegible] চেষ্টায় ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে এখানে প্রথম বাঙ্গলা স্কুল স্থাপিত হয়। পরে ৺কা[illegible] ৺দীননাথ, ক্ষীরোদ ও নরেন্দ্রমোহন রায়চৌধুরীর বিশেষ যত্ন ও চেষ্টায় ১৮[illegible] অব্দের ৬ই মে তারিখে এখানে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়[illegible]

গৌড়-কাহিনী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সন্দিগ্ধ।

মহারাজ মহীপালদেব ভীমকে কারারুদ্ধ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও নিরুদ্বেগ হইল না। নানাপ্রকার বিপদাশঙ্কায় তাঁহার চিত্ত তুমুল অশান্তি উপস্থিত হইল। ভিতরে ভিতরে তাঁহার বিরুদ্ধে যে একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে, এইরূপ ধারণা সহজেই, তাঁহার মনে স্থান প্রাপ্ত হইল। কি[illegible] ষড়যন্ত্রের নায়ক কে? এই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ মনে হইয়া, তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত ও

[illegible]তে লাগিল। ভীমের পিতৃব্য দিব্যোকের প্রভাব ও প্রতিপত্তি রাজ্য মধ্যে [illegible]দ্ধমূল হইয়া উঠিতেছিল—ভীমের বাহুবল, সমর কৌশলও লোকানুরক্তির [illegible] পাইয়া এবং তিনি ক্রমশঃ যেরূপ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিতেছিলেন,তাহাতে ভীম ও [illegible] পিতৃব্য যে এই ষড়যন্ত্রের মূলে বিদ্যমান আছেন, এই অনুমান সহজেই মহা-[illegible] মনোমধ্যে প্রতিভাত হইল, এবং তিনি ঐ বিষয়ে যতই চিন্তা করিতে লাগি-[illegible] ততই তাঁহার ঐরূপ অনুমানের মূল দৃঢ়তর হইতে লাগিল। তিনি মনে [illegible]ত লাগিলেন, মহাস্থান দুর্গের গুপ্তদ্বারের সন্ধান দুর্গাধিপ ভীম ও তিনি স্বয়ং [illegible]ত অন্য কেহই অবগত নহে, এরূপ অবস্থায় ভীমের সহায়তা ব্যতীত দুর্গ মধ্যস্থ [illegible]গার হইতে বন্দীর পলায়ন কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে! সুতরাং ভীম ও [illegible]পিতৃব্য দিব্যকের প্রতি তাঁহার সন্দেহাকুল দৃষ্টি সুতীক্ষ্নভাবে নিপতিত হইল; [illegible] মনে মনে তিনি তাঁহাদিগকেই প্রকৃত অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া, তৎপ্রতীকারে [illegible]া হইলেন।

[illegible]হারাজ [দ্বিতীয়] মহীপালদেবের চরিত্রে রাজোচিত দূরদর্শীতা ও রাজনীতি [illegible]তার সম্পূর্ণ অভাব ছিল। এবং এই জন্যই তিনি অন্যবিধ নানাপ্রকার সদ্‌গুণে [illegible]ত হইলেও জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি সিংহাসনে [illegible]ণ করিয়াই ভ্রাতা শূরপাল ও রামপালদেবকে অন্যায় সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া [illegible]গারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অথচ সেই বীরাগ্রগণ্য ও বিচক্ষণ ভ্রাতৃদ্বয়ের [illegible]বল ও বুদ্ধিবলকে সহায় করিয়া মহারাজ ধর্ম্মপালদেবের ন্যায় সমগ্র উত্তরাপথে [illegible]ত প্রতিষ্ঠা করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত না। দ্বিতীয়তঃ যে সকল প্রধান [illegible]ান সামন্তরাজ তাঁহার পিতার দক্ষিণবাহু সদৃশ ও গৌড়ীয় পালসাম্রাজ্যের স্তম্ভ [illegible]রূপ ছিলেন, তাঁহাদিগকে "সর্ব্বসম্মত" কুমার রামপালদেবের পক্ষপাতী সন্দেহে [illegible]না বিচারে, তাঁহাদিগের কাহারও শিরোচ্ছেদ, কাহাকেও পদচ্যুত, কাহাকেও বা [illegible]রারুদ্ধ করিয়া নিজের সিংহাসনের ভিত্তিমূল দুর্ব্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার [illegible]রূপ অস্বাভাবিক ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া, তাঁহার পিতৃবন্ধুগণ অন্তরে অন্তরে [illegible]ায় উচ্ছেদ কামনা করিতেছিলেন এবং প্রজাবর্গ তাঁহার প্রতি ক্রমশঃ বিরক্ত ও [illegible]ত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। বরেন্দ্রবাসীগণের মানসিক অবস্থা যখন এইরূপ, ঠিক [illegible]ই সময়ে রাজধানীতে ভীমের ন্যায় একজন প্রতিষ্ঠাবান্ রাজপুরুষ ও জননায়কের [illegible]াবরোধ সংবাদ সহসা প্রচারিত হওয়ায় সমগ্র সহরে, এবং ক্রমশঃ সমগ্র বরেন্দ্রী-[illegible]লে এক তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইল।

[illegible]পাঠক! আজকাল কথায় কথায় আমরা গৌড়বঙ্গের জনসাধারণের ভীরুতা-

পবাদের ও সঙ্ঘশক্তির অভাবের কথা শুনিতে পাই, এখানে তাহার সত্যতা [illegible] আলোচনা নিষ্প্রয়োজন ; কিন্তু এ দেশের প্রজাশক্তি যে চিরকাল সুপ্তিমগ্ন ও [illegible] ছিল না, তাহা সাহসের সহিত ও স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বেও এদেশে একাধিকবার প্রজাশক্তির যেরূপ উন্মেষ হইয়াছিল—[illegible] সাধারণের মধ্যে যেরূপ প্রাণস্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল, তাহা জগতের [illegible] ইতিহাসের একটী স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া সগর্ব্বে উল্লিখিত হইবার উপযুক্ত। [illegible] নরপালগণের অভ্যুদয় লাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন সমগ্র গৌড়মণ্ডল "[illegible] ন্যায়ের" শোচনীয় আবির্ভাবে নিদারুণভাবে নিপীড়িত হইতেছিল—যখন সমগ্র গৌড়বঙ্গ বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পরস্পরে মধ্যে অকারণ [illegible] কলহে ব্যাপৃত হইয়াছিল—যখন সমগ্র দেশের উপর ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বিশে[illegible] আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল না—যখন বাহুবলই একশত বল বলিয়া পরিগণিত হইত [illegible] যখন দুর্ব্বল প্রতিপদেই সবল কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইত—এক কথায় যখন অরাজকতা [illegible] নিবিড়তমসাচ্ছন্ন ছায়া সম্পাতে সমগ্র গৌড়বঙ্গে ভীষণ আর্ত্তনাদের একটা সকরুণ [illegible] ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছিল, গৌড়বঙ্গের সেই অশ্রুতপূর্ব্ব, কল্পনাতীত ভীষণ দুর্দ্দিনে [illegible] বর্ত্তমান যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান বিহীন সেই অন্ধকারময় সুদূর অতীতকালে, এদেশের [illegible] প্রকৃতিপুঞ্জ সেই বিষম অরাজকতা বিদূরিত করিবার নিমিত্ত, তাহাদের সমগ্র [illegible] নিয়োজিত করিয়াছিল, এবং তাহারই ফলে গৌড়ীয় পাল-সাম্রাজ্যের সর্ব্ব [illegible] নরপতি প্রসিদ্ধনামা [প্রথম] গোপালদেবকে রাজাধিরাজ নির্ব্বাচিত করি[illegible] ঐতিহাসিক যুগে একবার প্রজাশক্তির বিধিদত্ত অমোঘ বলের পরিচয় প্রদান করি[illegible] ছিল। গৌড়বঙ্গের প্রজাপুঞ্জের সেই প্রশংসনীয় উদ্যম শুধু এ দেশের নহে, পার[illegible] দেশেও এ নীতি এক সময় সর্ব্বথা প্রশংসাযোগ্য ছিল। আমরা যে সময়ের [illegible] লিখিতেছি, তৎকালে "সর্ব্বসম্মত" মহাকুমার রামপালদেবের কারাবরোধে গৌড়ব[illegible] সেই অমোঘ প্রজাশক্তি পুনরায় বিক্ষোভিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং সমগ্র [illegible] দেশনায়ক ভীমের কারাবরোধের বিস্ময়কর সংবাদে তাহা ঘোরতর তরঙ্গায়িত হইয়া [illegible] উদ্বেলিত বিক্ষুব্ধ সাগর-তরঙ্গের বেগে সুপ্রতিষ্ঠিত বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি পর্য্যন্ত [illegible] কম্পান্বিত করিয়া অচিরাৎ সমূলে ধ্বংস করিবার উদ্যোগ করিতেছিল।

এই স্থানে মহাস্থান গড়ের তদানীন্তন অধ্যক্ষ "ক্ষৌণীনায়ক" ভীমের কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক। আমাদের আখ্যায়িকা আরম্ভের সমকালে তিনি সবেমাত্র যুবা পুরুষ। তাঁহার বয়ঃক্রম তখনও পঞ্চবিংশবর্ষ অতিক্রম করে নাই। কিন্তু এই বয়সেই তাঁহার পরাক্রম—পৌরুষ, বুদ্ধিবল ও শস্ত্রচালন কৌশলের খ্যাতি [illegible] পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কৈবর্ত্তকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও তাঁহার [illegible] নিজস্ব তৎকালে বাহুবলে ও কূট-রাজ-নীতি-কৌশলে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ [illegible] ছিলেন। তাঁহার পিতা রুদ্রকের খ্যাতিও নিতান্ত কম ছিল না। তৎকালে [illegible] প্রয়োজন ছিল। শস্য শ্যামলশোভন নীলাম্বর গৌড়বঙ্গ তৎকালে পারিপার্শ্বিক [illegible] জাতিসমূহের লোলুপ দৃষ্টি স্বতই আকর্ষণ করিত। তাহাদিগের সর্ব্বগ্রাসী [illegible] হইতে গৌড়বাসীগণকে জন্মভূমি ও আত্মরক্ষা করিতে হইত। খৃষ্টীয় অষ্টম [illegible] শেষভাগে গুর্জ্জরের প্রতীহার বংশীয় বৎস রাজকর্ত্তৃক গৌড়বঙ্গের "শরদিন্দু-[illegible] ছত্রদ্বয়" অপহৃত হইয়াছিল। আবার ইহারই প্রায় এক শতাব্দী পরে [illegible] বিগ্রহ পালদেবের রাজত্বকালে কুলশূরীরাজ গুণাম্বোধিদেব কর্ত্তৃক গৌড়-[illegible] আর একবার বিলুণ্ঠিতা হইয়াছিল। চোলরাজ পরাকেশরীবর্ম্মা রাজেন্দ্র-[illegible] খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে পুনরায় গৌড়বঙ্গ সবলে আক্রমণ করিয়া [illegible] কিয়দংশ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। আবার তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া [illegible] কাল পরে কর্ণাট রাজ বিক্রমাদিত্যদেব এদেশ আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। [illegible] শতাব্দীর পর শতাব্দী পুনঃ পুনঃ বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায়, সে [illegible] গৌড়বঙ্গবাসীকে বাধ্য হইয়াই বাহুবলের অনুশীলন করিতে হইত। সুতরাং [illegible] যিনি বাহুবলে, শস্ত্রবিদ্যায় ও সৈন্য পরিচালন কৌশলে বিশেষ কৃতিত্ব [illegible] করিতেন, তাঁহার খ্যাতি সর্ব্বত্র অতি সহজেই বিস্তার লাভ করিত, এবং তিনি [illegible] বিদেশে অপরিসীম সমাদর লাভ করিতেন। এই সমস্ত সদ্‌গুণের অধিকারী [illegible]—বিশেষতঃ অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ, অতুলনীয় স্বার্থত্যাগ ও অপরিসীম লোক [illegible] দ্বারা তাঁহার হৃদয় অনুপ্রাণিত থাকায়, ভীমের যশঃ ও সমগ্র বরেন্দ্রমণ্ডল [illegible] অতিক্রম করিয়া গৌড়বঙ্গের বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তৎকালে গৃহে গৃহে [illegible] বীরত্ব কাহিনীর আলোচনা হইত এবং পল্লীতে পল্লীতে তাঁহার সুযশঃ কীর্ত্তিত [illegible]। সুতরাং কেবলমাত্র সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া বিশেষ বিচার বিবেচনা না [illegible], ভীমকে কারারুদ্ধ করিয়া মহারাজাধিরাজ [দ্বিতীয়] মহীপালদেব যে অগ্নি [illegible] প্রজ্বলিত করিলেন, তাহার ফলে অচিরকালমধ্যে সমগ্র বরেন্দ্রীমণ্ডল জ্বলিয়া উঠিল, [illegible] সুবৃহৎ সুসম্বদ্ধ পাল-সাম্রাজ্য পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা।

বিদ্যানিধির "সম্বন্ধ-নির্ণয়"।

(২)

সম্বন্ধ-নির্ণয়কার বিদ্যানিধি মহাশয় বলিয়াছেন—"শূদ্র শব্দের ব্যুৎপত্তির [illegible] ধরিলে এই বোধ হয়, যে ব্যক্তি শোক তাপের নিতান্ত বশীভূত তিনিই শূদ্র। [illegible] কারণে শূদ্রের বেদে অধিকার নাই।" যদি বিদ্যানিধি মহাশয়ের সংস্কৃত বুদ্ধি [illegible] শূদ্র শব্দের এইরূপই হয়, তাহা হইলে প্রতিবাদ ব্যপদেশে আমাদের বক্তব্য [illegible] বিদ্যানিধি মহাশয়েরও বর্ত্তমানে শূদ্রত্ব হইতে খারিজ হইবার উপায় নাই। [illegible] তিনিও যে শোকে তাপে অভিভূত না হন, এমন নহে। তবে শূদ্রের শোক [illegible] পরিমাণের সহিত তাঁহার শোক তাপের পরিমাণের ইতর বিশেষ দেখাইয়া [illegible] বুঝা যাইত কে কোন্ শ্রেণীর শূদ্র।

লেখক বলেন, "ইঁহারা (উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ) আপনাদিগের উপাধির [illegible] "দাস" শব্দ ব্যবহার করিতে লজ্জিত হন ; কারণ, ইঁহারা আপনাদিগকে কান্যকুব্জাগত পঞ্চভৃত্যের অধস্তন সন্তান স্বীকার না করিয়া, 'করণ' কায়স্থ হইতে ইচ্ছা করেন।" আমরা দেখিতেছি, শাস্ত্রীয় বা ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও [illegible] লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় হিংসাপরতন্ত্রতা নিবন্ধন অথবা কোনরূপ আবেগ বশতঃ কিম্বা কাহারও দ্বারা প্রণোদিত হইয়া গায়ের জোরে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ [illegible] সমভিব্যাহারী কায়স্থ পঞ্চককে পুনঃ পুনঃ শূদ্র বা ভৃত্য বলিতে লজ্জা বোধ করে [illegible] নাই। তাঁহার এই স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্মফলে তিনি এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যে নিতান্ত [illegible] নিরয়ে নিমগ্ন হইবেন ও হইয়াছেন এবং শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইয়াছিলেন, [illegible] তিনি মনুর ৮০—৮১।৪ শ্লোক দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। আমরা সম্বন্ধ-নির্ণয় [illegible] দেখিতে পাই :—

"কে যূয়ং নাম কিম্বা কথয়তঃ কৃতিনঃ স্বাগতঃ কাপিদেশাৎ।
কোলাঞ্চাৎ পঞ্চশূদ্রা বয়মপি নৃপতে কিঙ্করা ভূশূরানাম্॥
ধন্যা যূয়ং পৃথিব্যাং পরিচয়মখিলং ব্রূত ভো বিপ্রভক্তাঃ।
শ্রুতোচুর্ব্বিপ্রবর্য্যাঃ সকল পরিচয়ং ভূপতেরস্তি চৈষাম্।
* * * *
চকার নৃপতি স তং বিনয়হীনতো নিষ্কুলম্॥"

(কায়স্থকুলদীপিকা [illegible]

বিদ্যানিধি মহাশয় উল্লিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া কায়স্থগণকে শূদ্র বা [illegible] বলিতে চাহেন। না জানিয়া শুনিয়া যাহারা কায়স্থকে শূদ্র বলে, তাহারা নিন্দা

[illegible] পাত্র। কায়স্থগণের পরিচয় ভিন্ন ভিন্ন কারিকায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যায় ; [illegible] সহিত কাহারও মিল নাই। "কে যূয়ং নাম কিংবা" এই প্রশ্নের "কোলাঞ্চাৎ পঞ্চশূদ্রা" বলিয়া যে উত্তর দেওয়া হইয়াছে, ঐ উত্তর কিন্তু কায়স্থগণ [illegible] মুখে দেন নাই। ন্যূনকল্পে সাতশত বৎসরের পরের একজন ঘটক কায়স্থ [illegible] বশেই হউক অথবা ব্রাহ্মণভক্তি ও বিনয়াদি দেখিয়াই হউক উক্ত উক্তি [illegible] পক্ষ হইতে নিজ মুখে করিয়াছেন। কায়স্থগণের পক্ষ হইতে নিজ মুখে [illegible] ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দেওয়ার পর রাজা তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনাদি করিয়া [illegible] সভায় বসিবার আসন দিলেন কেন? আপনাদিগের আগমনে "ধন্যা যূয়ং" [illegible] ধন্য হইলাম' বলিয়াই বা কায়স্থগণকে আপ্যায়িত করিলেন কেন? রাজা [illegible] কি তবে শূদ্র ছিলেন? শ্রেষ্ঠবর্ণ নিকৃষ্টবর্ণকে অভ্যর্থনা করিবে না, করিলে [illegible] প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবে' ইহাই শাস্ত্রের শাসন (অত্রি ৩০৮) এবং শূদ্রের সহিত একত্র [illegible] বেশনও শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। শাস্ত্র বলিতেছেন :—

"শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কং শূদ্রেনৈব সহাসনম্।
শূদ্রাজ্ ্ঞানগমশ্চাপি জলন্তমপি পাতয়েৎ॥"

৩২।১২ পরাশর। ৮।৮ আপস্তম্ব।৪৯।১ অঙ্গিরা।

অর্থাৎ শূদ্রান্ন ভোজন, শূদ্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপন, শূদ্রসহ একাসনে উপবেশন [illegible] শূদ্রকে জ্ঞান দান করিলে পাতক নিশ্চয়। এবং

"যো ন বেত্ত্যভিবাদস্য বিপ্রঃ প্রত্যভিবাদনম্।
নাভিবাদ্যঃ স বিদুষা যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ॥"

(১২৬।২ মনু)

যে ব্রাহ্মণ প্রত্যভিবাদন করিতে জানেন না, বিদ্বান জন তাঁহাকে অভিবাদন [illegible] না। শূদ্র যেমন অনভিবাদ্য তিনিও তেমনই।

শূদ্র যে সম্পূর্ণরূপে অস্পৃশ্য ও পরিত্যজ্য এবং শূদ্র যে অনভিবাদ্য তাহা আমরা [illegible] লিখিত শ্লোকদ্বয়ে বুঝিতেছি। কায়স্থ শূদ্র হইলে রাজা ঘোষজ, বসুজ প্রভৃতিকে [illegible] অভিবাদন করিবেন কেন? এবং তাঁহারা শূদ্র বা ভৃত্য হইলে রাজা আদিশূর [illegible] তাঁহাদের বিপ্রভক্তি কেমন করিয়া কি দেখিলেন? শূদ্রের বৃত্তি সেবাকরা—তাহার [illegible] অন্য বৃত্তি নাই। সুতরাং পেটের দায়ে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার প্রতিপালন করিবার [illegible] জন্য যখন তাহাকে খানসামাগিরি করিতে হইবে, তখন ভক্তিই বা কি অভক্তিই বা [illegible] কি? মনিব দূর দেশে আসিতেছেন, কেনা গোলাম অবশ্যই সঙ্গে আসিবে, ইহাতে [illegible] রাজা আদিশূর তাহাদের ভক্তির আতিশয্য কি দেখিলেন? তৎপর দেবীবর ঘটক

কায়স্থকে "ব্রাহ্মণের দাস" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই দেবীবর ঘটক ... এবং রাজা বীরসিংহও যে আদিশূরের নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণের সহিত ... পাঠাইয়াছিলেন, ইহা অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। কর্ণাটরাজকৃত ... কৌস্তভ, ধ্রুবানন্দকারিকা, উত্তররাঢ়ীয় ঘটককারিকা এবং দেবীবর ঘটকের ... কারিকার উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে এবং কায়স্থগণ সসম্মানে হাতী, ঘোড়া, ... পাল্‌কীতে আনীত হইয়াছিলেন ইহা, পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাই প্রতীত হইবে যে, ... বীরসিংহ ব্রাহ্মণগণের রক্ষার জন্য শাস্ত্রজ্ঞ, শস্ত্রজ্ঞ, যশস্বী, দেবদ্বিজে ভক্তিমান, ... দীপক, কার্য্যকুশল কর্ম্মচারী, নিমন্ত্রণ রক্ষা ও পথে ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা এবং যজ্ঞ ... রাজকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য কায়স্থগণকে যোদ্ধৃবেশে পাঠাইয়াছিলেন। ... দেশের ইতিহাস "আসামবুরুঞ্জি" পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ ... দেশের রাজা বঙ্গদেশ হইতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ লইয়া গিয়াছিলেন। সেইরূপ ... বশতও যে কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনীত হন নাই তাহাই বা ... বলিল? ভিন্ন ভিন্ন কুলগ্রন্থে এই যজ্ঞ সম্বন্ধেও বিভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হয়। ... কুলপঞ্জিকা বলেন, চন্দ্রমুখীর ব্রত সম্পাদন জন্য, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকারিকা ও ... ঘটককারিকা বলেন, পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞ সম্পাদন জন্য ব্রাহ্মণ আগমন। যদি ... পক্ষে মাত্র যজ্ঞসম্পাদন জন্য ব্রাহ্মণ কায়স্থের আগমন হইত, তাহা হইলে ... বিভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হইত না। সুতরাং বঙ্গাগত কায়স্থগণকে (১) পথে ... গণকে রক্ষার জন্য (২) আদিশূরের নিমন্ত্রণ ও যজ্ঞরক্ষা জন্য (৩) রাজকার্য্যে ... দেশ বিষয়ে বিশেষ দক্ষ বিবেচনা করত রাজা বীরসিংহ ব্রাহ্মণগণের সহিত ... আদি কায়স্থকে হাতী, ঘোড়া, পাল্‌কীতে পাঠাইয়াছিলেন। রাজা আদি- কায়স্থগণকে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, যজ্ঞরক্ষাকারী, যজ্ঞে ক্ষত্রিয়ের বরণ- কারী, বীরসিংহের পক্ষীয় নিমন্ত্রণ রক্ষাকারী এবং তাঁহার রাজকার্য্যে সাহায্য- বিবেচনা করিয়া "আপনাদিগের আগমনে আমি ধন্য হইলাম, এই কথা বলিয়া ... গণের নিকট সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে যে ব্রাহ্মণের ... করিয়া কায়স্থগণ রাজার ধন্যবাদার্হ হইলেন, সেই ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত থাকা ... তাঁহাদের আগমনে আপনাকে ধন্য মনে করিলেন না, কিন্তু বিপ্রভক্ত কায়স্থ- আগমনে 'ধন্য হইলাম' এই উক্তির তাৎপর্য্য লক্ষিত হয় না। সুতরাং কায়স্থ- যে শূদ্র বা ভৃত্য নহেন ইহা চিন্তাশীল ও বিবেচক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। ... শূর রাজার "ধন্যাযূয়ং" উক্তিই কায়স্থগণের অশূদ্রত্বের ও অভৃত্যত্বের প্রকৃষ্ট ... বিশেষতঃ রাজসভায় সভাপণ্ডিত থাকার প্রথা যখন আবহমান কাল ... চালিয়া আসিতেছে, তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, বিদ্যানিধি মহাশয়ের

ফারিকায় লিখিয়াছেন :—

"গোযানাদাগতা বিপ্রা অশ্বে ঘোষাদিকস্ত্রয়ঃ।
গজে দত্ত কুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহ সুধীঃ॥"

এবং স্মার্ত্তরঘুনন্দনের বৃদ্ধ প্রপিতামহ ধ্রুবানন্দ মিশ্র মহাশয় তাঁহার ... মিশ্রকারিকায় লিখিয়াছেন :—

"গজাশ্ব নরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গোযানারোহিণো বিপ্রাঃ পত্তিবেশ দমন্বিতাঃ॥

চাকর কায়স্থগণ হাতী, ঘোড়া, পাল্‌কীতে আসিলেন, আর মনিব ব্রা... গরুরগাড়িতে আসিলেন, মনুর মতে গরুরগাড়ী ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ যান। (... মেধাতিথি ও কুল্লূকের টীকা)। যাহা হউক শাস্ত্র-শাসন না মানিয়াও ... মনিব ব্রাহ্মণেরা গরুরগাড়ীতে আর ভৃত্যগণ হাতী, ঘোড়া, পাল্কীতে আসি... তখন ইঁহারা কেমন ভৃত্য এবং কেমন মনিব তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। ... কায়স্থগণ ভৃত্য হইতেন, তাহা হইলে হাতী, ঘোড়া, পাল্কী তাহাদের যান নির্দ্দি... না। হয়ত তাহাদিগকে তামাক সাজিতে সাজিতে অথবা নস্যের ডিব... পদব্রজে আসিতে হইত। মনিব মহাশয়েরা বিশেষ অনুগ্রহ করিলে, তাঁ... গাড়ীর চালকের নিকট কষ্টে সৃষ্টে স্থান সংকুলান করিয়া লইতে হইত, কিম্বা তা... কৃপা করিলে তাঁহাদের পোটলা পুঁটলিসহ ৫জন ভৃত্যের জন্য ১খান কি দুইখান গ... গাড়ীর বন্দোবস্ত হইত। কিন্তু এক্ষেত্রে তদ্বিপরীত দেখিতেছি কেন? বিদ্যানি... মহাশয় ইহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? তৎপর রাজা আদিশূর ... বসুজ ও মিত্রজের 'ভৃত্য' পরিচয় ও তেজস্বী দত্তজ ও গুহজকে উহার প্রতি... করিতে শুনিয়া কায়স্থগণকে শূদ্র বা ভৃত্য না বলিয়া বিপ্রভক্ত বলিলেন কেন? ... তাহাদের অতিশয় বিপ্রভক্তি দেখিয়া তাহাদের আগমনে 'ধন্য' হইলাম এ... বলিল কেন? যে রাজা আদিশূর বিশুদ্ধভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করিবার জন্য, ... পতিত ব্রাহ্মণগণকে পৌরহিত্যে না লইয়া পশ্চিম হইতে বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রা... আনাইয়াছিলেন, অস্পৃশ্য শূদ্র বা ভৃত্যকে রাজ-সভায় ব্রাহ্মণগণসহ একাসনে ব... আসন দান কার্য্যটী সেই রাজার পক্ষে সম্ভবপর কিনা পাঠক মহোদয়গণ বিবেচ... সম্বন্ধ নির্ণয়কার বিদ্যানিধি মহাশয় তাহা বিবেচনা করিলে ভাল হয়।

রাজা আদিশূরের সহিত কনোজরাজ বীরসিংহের সন্ধিবন্ধনে যখন সৌহার্দ্দ্য ... প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন রাজা আদিশূর যে বীরসিংহকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ কা...

ইপ্সিত রাজসভাতেও সভাপণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন। বিশেষ কনোজ হইতে আগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সম্মুখেই যখন রাজা কায়স্থদিগকে অভিবাদন ও "ধন্যাস্থ" বলিয়া আপ্যায়িত ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তখন কায়স্থগণ শূদ্র হইলে পণ্ডিতেরা রাজাকে নিষেধ করিতেন ও বলিতেন যে রাজা ঐরূপ করিলে

"হীনবর্ণে চ যঃ কুর্য্যাদজ্ঞানাদভিবাদনং।
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত ঘৃতং প্রাশ্য বিশুদ্ধতি॥" ৩০৮ অত্রি।

এই বচন বলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবেন। রাজা ভুল করিয়া কায়স্থদিগকে আপ্যায়িত করিলে পণ্ডিতেরা "শূদ্র অভিবাদ্য নহে" বলিয়া তাঁহার ভ্রম সংশোধিত করিয়া দিতেন। কিন্তু রাজা কি রাজপণ্ডিত, কি কনোজ হইতে আগত ব্রাহ্মণগণ সকলেই যখন উহা অনুমোদন করিয়াছেন, তখন সিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে যে, কায়স্থগণ শূদ্র বা ভৃত্য নহেন।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের উদ্ধৃত শ্লোক হইতে দেখা যায়, পঞ্চ কায়স্থের মধ্যে বসু, ঘোষজ, গুহজ, মিত্রজ আপনাদিগকে যথাক্রমে দক্ষ, ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ ও কাশ্যপ গর্ভ মুনির দাস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দত্তজ পুরুষোত্তম কাহারও দাস বলিয়া স্বীকার করেন নাই। যদি ধরা যায় এই দাস অর্থে শিষ্য নয়—ভৃত্য, দূরদেশে আসিতে হইতেছে বলিয়া এক একজন শুশ্রূষক সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহা হইলে ছান্দড় মহাশয় কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে, তিনি সে দেশে একটী চাকর খুঁজিয়া পান নাই।

"অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রা বিনাগত্বা পুনঃ সংস্কার মর্হতি॥" বৌধায়ন।

শাস্ত্রে এই বচনটী থাকায় ব্রাহ্মণাদি সংস্কারপরায়ণ জাতি বঙ্গে আসিত না। শূদ্রের পক্ষেও কি সেই নিষেধ ছিল যে, ছান্দড় মহাশয় একটীও চাকর খুঁজিয়া পান নাই? ঘোষজ, মিত্রজ, বসুজ আপনাদিগকে দাস বলিয়া স্বীকার করিলেও গুহজ এবং দত্তজ মহাশয়দ্বয় কিন্তু শূদ্রও বলেন নাই, ব্রাহ্মণগণের ভৃত্যও বলেন নাই। বিদ্যানিধি মহাশয় যে স্থানের 'কে যূয়ং নাম কিংবা……ভূসুরাণাম্' এই যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া কায়স্থজাতিকে শূদ্র বলিয়াছেন। সেই স্থানের পরেই শব্দকল্পদ্রুমধৃত দেবীবর ঘটকের কায়স্থের পরিচয় মধ্যে ঐ প্রমাণের বিরুদ্ধ প্রমাণ অথবা অকাট্য নজীর রহিয়াছে, তাহা কি বার্দ্ধক্য নিবন্ধন বিদ্যানিধি মহাশয় দেখিতে পান নাই? ঐ প্রমাণে ক্ষত্রিয় বীর তেজস্বী দত্তজ বলিতেছেন—

"এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোঽস্মি তবালয়ে" ইঁহাদিগকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণকে

রক্ষা করিবার জন্য তবালয়ে আগমন করিয়াছি। মিশ্রকারিকায় এই শ্লোকের পরে সেনাধরো, রথীনাঞ্চরথী, শাস্ত্রজ্ঞ, শস্ত্রজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষণে কায়স্থগণকে বিশেষিত করা হইয়াছে। আমরা যথাস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। রক্ষি—রক্ষা করা কার্য্যটী কি ভৃত্যের? না সেনাধরো, রথীনাঞ্চরথী, শাস্ত্রজ্ঞ, শস্ত্রজ্ঞ শূদ্র হইতে পারে?

"অয়ং গুহ-কুলোদ্ভবো মহান্ কুলাম্বুজ-
মধুব্রতো বিবিধপুণ্যপুঞ্জান্বিতঃ।
নিশম্যগুহভাষিতং সকলসভ্য হাস্যব্যভূৎ।
সবঙ্গোগমনোদ্যতো বিবিধমানভঙ্গো যতঃ॥

* * * *

অহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্যঃ কৃতী,
সুদত্তকুলসম্ভবো নিখিলশাস্ত্রবিদ্যোত্তমঃ।
বিলোকিতুমিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চরাজ্যং প্রভোঃ।
চকার নৃপতি স তং বিনয়হীনতো নিষ্কুলম্॥

এই বিরোধী প্রমাণে দৃষ্ট হইতেছে, দশরথ গুহ আপনাকে শূদ্রও বলেন নাই, বা ব্রহ্মণদিগের ভৃত্যও বলেন নাই। অধিকন্তু তিনি ঘোষজ, বসুজ ও মিত্রজ বাহে ভাটকে, 'পাঁচজন শূদ্র ও ব্রাহ্মণের ভৃত্য' এই কথা বলিতে শুনিয়া আপনাকে অপমানিত মনে করিয়াছিলেন। তৎপর তেজস্বী ও বিদ্বান্ পুরুষোত্তমদত্ত স্পষ্ট কথায় বলিয়াছিলেন, 'আমি এই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এদেশে আসিয়াছি।' এই পরিচয় শুনিলে কে না বলিবে, কে না বুঝিবে যে, উঁহারা প্রকৃত ভৃত্য ছিলেন না। ভৃত্য কি কখন রাজসভায় স্থান পায়? না, রাজসভায় রাজার সমক্ষে মনিবের সহিত মুখামুখী করিয়া ঐরূপ ধৃষ্টতা করিতে পারে? এবং উহা স্বভাব ও ব্যবহার বিরুদ্ধও বটে! সামান্য ভৃত্য হইয়া রাজসভা মধ্যে মনিব ব্রাহ্মণের ও রাজার সাক্ষাতে ঐরূপ ধৃষ্টতা করিলে রাজা কি তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিতাড়িত না করিয়া থাকিতে পারিতেন? আর ঐরূপ অবাধ্য ও ধৃষ্ট ভৃত্যকে রাজা দণ্ডিতই বা না করিবেন কেন? কিন্তু কৈ! গুহজ ও দত্তজ'ত দণ্ডিত হন নাই—বিতাড়িত হন নাই! দণ্ডিত হওয়া দূরের কথা, তাঁহারা রাজা কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত ও অভ্যর্থিত হইয়া বসিবার জন্য রাজনির্দ্দিষ্ট বিশিষ্ট আসন পাইয়াছিলেন, এবং রাজার আপ্যায়নে আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বর্ম্মাঘোষচৌধুরী।

সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তন।

গুণই হউক বা দোষই হউক অনুকরণপ্রিয়তা আমাদের জাতিগত; অনেক সময়েই আমরা ভালমন্দ বিবেচনা না করিয়াই উচ্চ শ্রেণীর অনুকরণ করি। বর্ত্তমান কালে ইউরোপীয়গণ আমাদের পক্ষে উচ্চ শ্রেণীর লোক; তাহারাই এক্ষণে অনুকরণীয় হইয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, অনেকে মনে করেন যে ইউরোপীয়দিগের সুসভ্যতা, কার্য্যদক্ষতা ও কৃতীত্ব তাহাদের বর্ত্তমান সামাজিক আচার ব্যবহারের ফল। কিছুদিন পূর্ব্বে ইউরোপীয় খৃষ্টান জাতিরা মনে করিতেন যে খৃষ্টান ধর্ম্মই তাহাদের পার্থিব উন্নতির কারণ; এক্ষণে সেরূপ বিবেচনা ভিত্তিমূলক নহে বলিয়া অনেকেই বিশ্বাস করেন। এক্ষণে ভারতবর্ষীয় অনেকের তাহাদের আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতি নীতিও মাংসাহার প্রভৃতির উপর শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। প্রকৃত এরূপ কার্য্যকারণ নির্দ্দেশেরই বা কোন ভিত্তি আছে কিনা তাহাও বিবেচ্য। ইউরোপীয়দের বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবহার, বিধবাবিবাহ, গান্ধর্ব্ববিবাহ, আহার, পরিচ্ছদ প্রভৃতিই কি সুসভ্যতা, স্বাধীনতা, আর্থিক উন্নতির কারণ? অনেক সময়ে কার্য্য ও ধূমের বিভিন্নতা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং "ধূমাদগ্নিঃ" নিঃসন্দেহ বলাও যায় না। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন কালের জাতীয় ইতিহাস সম্যক্ পর্য্যালোচনা না করিয়া সামাজিক বিষয়ে কার্য্যকারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। সমাজতত্ত্ব বড়ই গুরুতর জটিল বিষয়; ইহার কোন অংশে ন্যায়দর্শনের বিধিত (induction) বিচার বহু আলোচনার সাপেক্ষ। তজ্জন্য আমরা সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কোন কথায় সহজে মত প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হই না; বিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়া সামাজিক রীতি পরিবর্ত্তনে আমরা অনিচ্ছুক। বস্তুতঃ আমরা অনুকরণের পক্ষপাতী নহি।

তবে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের সকল রীতিই ভাল নহে; পৃথিবীর সকলেই দোষগুণে মিশ্রিত। দেশ ভ্রমণের, ভিন্ন ভিন্ন দেশের আচার, ব্যবহার, পদ্ধতি প্রভৃতি পরিদর্শনের উপকারিতা এই যে আমরা আমাদের সমাজের সংস্কার করিতে পারি। মন্দ ত্যাগ করিব, ভাল গ্রহণ করিব, এই আমাদের মন্তব্য, এই নিয়মে কার্য্য করিতে আমরা সর্ব্বদা প্রস্তুত। আরও নূতন কিছু লইতে হইলে, কোন আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন করিতে হইলে আমরা দেখ বুঝিয়া পরিবর্ত্তন করিব না; দোষাদোষ সম্যক বিচার করিব এবং পরিবর্ত্তন আমাদের আমিত্ব রাখিব। দেশ, কাল বিবেচনার উপর পরিবর্ত্তন সম্যক্ সাপেক্ষ।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" সত্য বটে; বর্ত্তমানকালে ইউরোপীয়গণই আমাদের মহাজন (বড়লোক) ও আমাদের মহাজন (বণিক্ ও অর্থবান্ পুরুষ) ও বটে। কিন্তু তাহাদের প্রদর্শিত পন্থা আমাদের চিরাভ্যস্ত দেশ কালের উপযুক্ত না হইতে পারে। বেদ, স্মৃতি, ঋষিদিগের মত সামাজিক বিষয়ে বড় একটা খাটে না; মহাজন প্রদর্শিত পন্থাও সকল সময়ে সামাজিক বিষয়ে স্বীকার্য্য নহে। অপার্থিব বিষয়ে অন্য কথা।

তবে অনেক বিষয় আছে যাহাতে আমাদের ইউরোপকে অনুকরণ করাই কর্ত্তব্য বোধ হয়। আমাদের পিতৃপুরুষেরা অন্যান্য জাতির আগে আগে চলিতেছিলেন; আমরা পিছাইয়া পড়িয়াছি; এখন অনেক জাতিই আমাদের অগ্রগামী। আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের অকৃতী সন্তান; সুতরাং প্রাচ্য অনেক বিষয়েই প্রতীচ্যের অনুগামী হইতে বাধ্য। সুবিধা বুঝিয়া অনুকরণে ক্ষতিই বা কি? নিরবচ্ছিন্ন স্বদেশী হওয়াও সহজ নহে; কর্ত্তব্যও নহে। বস্তুতঃ খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতে কেহই নিরবচ্ছিন্ন স্বদেশী হইতে পারেন না।

আমাদের যে কোন কোন সামাজিক নিয়মের পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কোন্ কোন্‌টীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা স্থির করা সহজ নহে বটে। মতভেদের সম্ভাবনা সকল কথায়ই আছে। আমরা যেটী ভাল মনে করি, সুবিধাজনক মনে করি, অপর অনেকে তাহা মনে করেন না। আত্মাভিমানও অনেক সময়ে সুবিচারে বাধা দিয়া থাকে। বড়লোকদের বরের যাত্রায় বহু বৎসরাবধি চারি ঘোড়ার গাড়ী ব্যবহৃত হইতেছে; এখন ক্রমশঃ ছয়, আট ও বার ঘোড়াও চলিতেছে। আত্মাভিমান ক্রমশঃ ব্যয়বর্দ্ধন করিতেছে। ইহা ইউরোপীয়দিগের অনুকরণ নহে; ইহা খাঁটি প্রাচ্য প্রদেশের আত্মাভিমান ও আড়ম্বরপ্রিয়তামূলক। আমাদের বড়লোকেরা কি এ বিষয়ে ইউরোপকে আদর্শ রাখিবেন? বোধ হয় না। তাহা করিলে হয়ত নিন্দা হইবে এই ভয়। বরযাত্রায় কাগজের হাতী, উট, ময়ূরপঙ্খী, নাচের বিভীষিকা প্রভৃতিরও অভাব নাই। সত্য বটে "ভিন্নরুচি র্হি লোকঃ"। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি এই প্রথা কি চিরানুসরণীয়। ইহা কি বৃথাভিমান, অশিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের আত্মাভিমানমূলক নহে? এরূপ অনেক বিষয়েই সামাজিক নিয়মের পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

অদ্য আমরা একটী কথার অবতারণা করিতেছি,—মাতা পিতা ও তাদৃশ গুরুজনের স্বর্গারোহণের পর আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে দায়জ্ঞাপন ও শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিমন্ত্রণ ব্যতীত অন্যান্য সামাজিক কার্য্যে যোগদানার্থ নিমন্ত্রণ পত্রদ্বারা করা যাইতে পারে

কিনা ? এক্ষণে দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ ও পত্র প্রদান উভয়ই চলিতেছে। সেকালে দূরদেশে পত্র দেওয়া হইত ; নিকটস্থ স্থানে দ্বারস্থ হইয়া আহ্বানের প্রথা ছিল। এক্ষণে আমরা প্রণাম অথবা নমস্কার করি, হস্তমর্দ্দনও করি ; দেশাচার ছাড়িতে পারি নাই ; অথচ ইংরাজী প্রথায় শিষ্টাচারের পরাকাষ্ঠা থাকা বিবেচনায় হস্তমর্দ্দনও করিয়া থাকি। নিমন্ত্রণ সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছে।

বিবেচ্য এই দুইই কি রাখিতে হইবে ? আমাদের বিবেচনায় একটী আর করা মন্দ নহে। আজকাল কাগজের যেরূপ দর, তাহাতে পত্রসংখ্যা কম করা মন্দ নহে। কিন্তু গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইয়া অনেক সময়ে গৃহস্থকে বা তাহার পরিবারস্থ কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। পত্র বা স্মারকলিপি রাখিয়া যাওয়া অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। সুতরাং কাগজের মূল্য অত্যধিক হইলেও ব্যয় কুণ্ঠিত হওয়া চলিবে না। ইউরোপীয় ভদ্রলোকেরা নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়া থাকেন, কার্ড পাঠাইয়া থাকেন। তাঁহারা একটীই অবলম্বন করেন ; তাহাতে ক্ষতি কি ? ব্যয় ও কষ্ট বিবেচনা করিলে নিমন্ত্রণ পত্রই সুবিধাজনক। যে সকল ভদ্রলোকের অনেক গাড়ী ঘোড়া আছে, মোটারকার আছে, তাহাদের ব্যয়বাহুল্যের ভয় নাই। তাহাদের ভ্রাতা, পুত্র, ভ্রাতস্পুত্র প্রভৃতি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের বাটীতে যাইয়া সহজে নিমন্ত্রণের পূর্ব্বপ্রথা রক্ষা করিতে পারেন। তাঁহাদের জন্য আমাদের চিন্তা নাই ; তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের কোন কথা নাই, তাহারা উচ্চ শ্রেণীর লোক ; তাহাদের সহিত মধ্যবিত্তের তুলনা হয় না। তাহাদের অনুকরণে চলা মধ্যবিত্ত লোকের আয়ত্তের মধ্যে নহে কর্ত্তব্যও নহে। বস্তুতঃ মধ্যবিত্ত লোকদিগের সংখ্যাই অনেক বেশী। তাহাদের পক্ষে কলিকাতা ও সহরতলী প্রদেশে প্রতি আত্মীয় বন্ধুর বাটীতে যাইয়া নিমন্ত্রণ করা কি সহজ ?

আমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে আর একটী নূতন নূতন রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। গৃহের গৃহিণী যাইয়া নিমন্ত্রণ না করিলে নিমন্ত্রিত পরিবারের গৃহিণী আসিবেন না; বালিকা নিমন্ত্রণ করিতে যাইলে বালিকা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন, যুবতী নিমন্ত্রণ করিতে যাইলে যুবতী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন। এই নিয়ম অধুনা প্রচলিত হইয়াছে, কেন হইল আমাদের পুরস্ত্রীরা বিবেচনা করুন। এদিকে স্ত্রীশিক্ষা বাড়িতেছে ; আমাদের স্ত্রীলোকেরা ইংরাজী পর্য্যন্ত শিখিতেছেন। অপরদিকে খরচ বাড়িতেছে, আচারের কঠিনতা বাড়িতেছে।

আশা করি এই কথার আলোচনা আরম্ভ হইবে, আমরা আলোচনার সূত্রপাত করিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

সেখ-শুভোদয়া।

(১৩)

ভীতাঃ ভীতাঃ জনাঃ সর্ব্বে বিবদন্তে পৃথক্ পৃথক্। আগামিদিবসে কিংবা কোঽপি রাজা ভবিষ্যতি॥ ভাগ্যেন প্রস্থিতঃ সেকো মদনঞ্চ ন্যবারয়ৎ। সহায়ো মদনো যত্র কিন্ন রাজ্যং লভেত্ততঃ॥ কিংবা সেকো ভবেদ্ রাজা যোগিনো বা কথঞ্চন। মদনোবাপি সাক্ষদ্ বিবদন্তে সদানরাঃ॥ ভীতো ভূত্বা গতো রাজা মন্ত্রী চ ক্রোধ মূর্চ্ছিতঃ। ধর্ম্মমাশ্রিত্য ন কোঽপি সাক্ষাত্তঞ্চ ন তাড়িতঃ॥ শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং বদিত্বাপি সেকোগতঃ। একদাতু ততো রাজা মন্ত্রিনাসহ বান্ধবৈঃ। গঙ্গাতীরে সমায়তঃ সেকো বচনমব্রবীৎ। ময়াত্র যাবদ্‌বিদ্যতে তাবত্ত্বমপি কিয়দপি বিভেষি ন। দৈবী প্রাপ্তোঽসি সপ্তপুরুষ পর্য্যন্তং এতদ্‌রাজ্য কো নেতুং শক্তঃ। পুনস্ত্বাং হন্তুঞ্চ ময়াপূর্ব্বে দৃষ্টমাসীৎ। বিদ্যুৎপ্রভা নাম্নী নর্ত্তকী বিশেষা তামানয়। সা নর্ত্তয়তু লোকাঃ পশ্যন্তু। এতচ্ছ্রুত্বা রাজা তামানয়মাস।

পূর্ব্বোক্ত কারণপরম্পরায় তত্রত্য সকল লোক ভীত হইয়া পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিল—"আগামী দিবসে কে রাজা হইবে তাহার ঠিক নাই, সৌভাগ্যবশতঃ সেক প্রস্থান করিয়াছে, ধনুর্বিদ্যাপারদর্শী মদনকেও নিবৃত্ত করিয়াছে। মদন যাহার সহায় সে কি রাজ্যলাভ করিবে না ? অথবা যোগি সেকই বা রাজা হয় ? কিম্বা স্বয়ং মদনই রাজ্য গ্রহণ করে।" উপস্থিত জনগণের এইরূপ কথোপকথন শুনিয়া রাজা ভীত চিত্তে এবং মন্ত্রী ক্রোধ মূর্চ্ছিত হইয়া প্রস্থান করিল। ধর্ম্মমাত্র আশ্রয় করিয়াই উপস্থিত জনগণকে বিতাড়িত করিল না। সেকও "সমস্ত জগতের মঙ্গল হোক" এই বলিয়া চলিয়া গেল। অনন্তর একদিন রাজা মন্ত্রী এবং বান্ধবগণ পরিবেষ্টিত হইয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে, সেক বলিল - রাজন্! আমি যতদিন এখানে আছি ততদিন আপনি কোন ভয় করিবেন না। এ দৈবপ্রাপ্ত রাজ্য সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্তের মধ্যে কেহ নিতে সমর্থ হইবে না। তোমাকে আমি ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছিলাম। সে যাহা হৌক বিদ্যুৎপ্রভা নাম্নী নর্ত্তকীকে আনয়ন করুন্। সে নৃত্য করুক লোক সকল তাহা দেখুক। ইহা শুনিয়া রাজা তাঁহাকে আনাইলেন।

শৃণু বিদ্যুৎপ্রভে! ধ্বনিরুদ্‌গীয়তাং গীয়তাং জ্ঞাপয়ামি শুদ্ধং বিজানাসি ন বা ? সা সেকং প্রণম্য রাজানং ধ্বনিরুচ্যতে সুহৈর্নাম রাগঃ তত্নুদ্গার্য্যমানে কচিৎ বণিগ্‌বধূ রূপে জল তোলয়মানে ধ্বনিশ্রুতেসতি সা মুমূর্ষাভূয়ভাণ্ডং ত্যক্ত্বাং পুত্রস্য গলে রজ্জুং স্বা রূপে সমানয়ামাস, পুনস্তোলয়ামাস। ততঃ সা পুত্রঃ মৃতবত্তদবাতিষ্ঠতে। পুন-

র্লোকাশ্চ দৃষ্টা হা হতোহস্মি কৃত্বা (ইদ্দ)র্ব্বানোপি উচ্চাবচং সর্ব্বানবাতিষ্ঠন্তে। তদ্বচং সেক অশ্রৌষীৎ। শ্রুত্বাহবদৎ, রাজন্! মহদুচ্চাবচং শ্রূয়তে। প্রেরকং প্রেরিত্ব জ্ঞাতঞ্চ তদ্বৃত্তান্তং, সেকায় নিবেদিতঞ্চ পুনঃ সেকঃ মনসা চিন্তয়ামাস মমাপিদোষ পুত্রেন সহ সা সমানীয়তাং পুনস্তামানীতঞ্চ। তামানীতে সতি তাং রাজা পৃষ্ট হে পাপীয়সি! ন দৃষ্টং ন শ্রুতমপি স্বকীয় পুত্রস্যগলে রজ্জুং দত্ত্বা কূপে মারয়সি? কিম্ ত্বাং হন্তুং যুক্তায়তে? পুনঃ সমাদেশিত রাজা অস্যাঃ কর্ণনাসিকে বহিষ্কৃত ছিন্ধতাং। ইত্যুক্তে সতি তাং বিধৃত্য নীতে সতি সেকোহবদৎ ক্ষণং তিষ্ঠ। হে পাপীয়সি! কেন হেতুনা পুত্রং কূপে লম্বয়সে ঈদৃশী কথং, মাভৈষীঃ সুস্থোভব পুত্র সাব্রতে ময়া মহান্ একো রাগঃ মর্হে অশ্রৌষীৎ। শ্রুত্বা ময়া মুমূর্ষভয়াজ্ঞানহতা ভূত্ব ভাণ্ডং ত্যক্ত্বা পুত্রস্য রজ্জুং দত্ত্বা কূপে লম্বিতাস্মি স্বপুত্রং হত্থং নান্যথেতি। তত্ত সেকোহপি মনসা চিন্তয়ামাস। ইয়ং পাপীয়সী পুত্রশোকেন কর্ত্তব্যা লোকে প্রকিত্ত ভবিষ্যতীতি। সেকহেতুনা মৃতাকাময়া সমাদেশিতাস্তে নর্ত্তায়িতুং তস্মা মমায় দোষঃ। সেকেন সমাদেশিতস্তস্য মাত্রেকুমারস্য পাদয়োর্ধৃত্বা ভ্রাময়তাং তস্যমাতা তং কৃতবতী ততোমুখাত্তোয়মুদ্গীরন্ ততো ভূমৌ স্থাপিতঃ। ততো বিবদতে সেকং প্র কুমারস্য মুখনয়নং শোভতে। ইত্যুক্ত্বা তং আশালগুড়েন নাসাং পৃষ্ঠঃ। পৃষ্ঠে সতি কুমারোহপি মাতুরুদ্দিশ্য ধ্যায়য়াতে সমুত্থায় মাতুঃ ক্রোড়ং সমাবিষেৎ ততো জনা জয়শব্দ মকার্ষীৎ স্ত্রী পুমানিতি।

সেক বলিল—শোন বিদ্যুৎপ্রভে! বিশুদ্ধ ধ্বনিতে গান কর। দেখি তুমি শুদ্ধ ধ্বনি জান কিনা? সে সেককে প্রণাম করিয়া রাজার নিকট 'সুহৈ' নামক রাগ উচ্চারণ করিল। এ রাগ উচ্চারিত হইলে, নিকটবর্ত্তী কোন কূপ হইতে জল তুলিতে উদ্যতা কোন বণিক্‌বধূ এ ধ্বনি শ্রবণ মাত্রে মৃতপ্রায় হইয়া জলপাত্র পরিত্যাগ করিয়া পুত্রের গলায় দড়ি বাঁধিয়া কূপে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনঃ উত্তোলন করিল। ইহাতে পুত্র মৃতবৎ হইল দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী জনগণ 'হাহতোহস্মি' করিয়া উচ্চৈস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল। সেক সেই শব্দ শুনিয়া রাজাকে বলিল, 'মহান্ কোলাহল শুনা যাইতেছে; লোক পাঠাইয়া জানুন ব্যাপারটা কি?' প্রেরিত লোক আসিয়া যথোক্ত ঘটনা বলিলে সেক মনে মনে ভাবিতে লাগিল এ ঘটনায় আমারও দোষ আছে। যাহা হো'ক্ পুত্রের সহিত তাহাকে এখানে আনয়ন করা আনীত হইলে তাহাকে সেক বলিল—রে পাপীয়সি! কেহ কখনও শোনে নাই, কেহ কখনও দেখে নাই যে মা হইয়া নিজের পুত্রের গলায় দড়ি বাঁধিয়া কূপে নিক্ষেপপূর্ব্বক মারিয়া থাকে! তোমাকে হত্যা করাই যুক্তিযুক্ত। যাহা হৌক

রাজা আদেশ করিলেন—'ইহাকে বাহিরে নাক কান কাটিয়া দেও।' আদেশ মাত্রে তাহাকে বাহিরে নিতে আরম্ভ করিলে সেক বলিল 'ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। হে পাপীয়সি! তুমি কি হেতু পুত্রের গলায় দড়ি বাঁধিয়া ছিলে? এরূপ কেন হইল বল? কোন ভয় নাই সুস্থ হইয়া বল? সে বলিল—আমি 'সুহৈ' নামক এক মহান্ রাগ শুনিয়া মুমূর্ষু হওয়াতে হতজ্ঞান হইয়া পাত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পুত্রের গলায় দড়ি বান্ধিয়া কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। এ আমার নিজের পুত্র অন্য কেহ নহে।' অনন্তর সেক মনে মনে চিন্তা করিল, আমিই নর্ত্তকীকে নৃত্য করিতে ও গাইতে আদেশ করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে এই ঘটনা। এইরূপ চিন্তা করিয়া ছেলের মাকে বলিল—'ছেলেটীর পা দু'খানি ধরিয়া ঘুরাও।' তাহার মাতা তাহাই করিল। ইহাতে মুখ হইতে জল উদ্গীরিত হইল, পরে পুত্রও ভূমিতে স্থাপিত হইল। সেক বলিল—'দেখ কুমারের চক্ষু মুখ ভাল দেখাইতেছে,' এই বলিয়া আশার লাঠী দ্বারা তাহার নাসিকা স্পর্শ করিল। স্পৃষ্টমাত্রেই ছেলেটী মাতাকে উদ্দেশ করিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং উঠিয়া মায়ের কোলে বসিল। ইহা দেখিয়া তত্রত্য স্ত্রীপুরুষ সকলে জয় শব্দ করিতে লাগিল।

ইতি ভূতেসতি কশ্চিৎ ব্রাহ্মণো বুঢ়ন নামাঃ মিশ্রঃ রাজ সভায়াং গত্বা রাজান-মবাদীৎ, রাজন্! মহাগায়নোহহং পুনঃ পণ্ডিতশ্চ। ওড্রেশং গত্বা তদ্রাজস্য জেতাহং সোহপি রাজা কপিলেশ্বরশ্চাস্মাকং ষড়যন্ত্রগজং পুনর্জয়পত্রং দত্ত্বাস্তে। পুনরিদানীং অদ্যাস্যে সমাগতোহস্মি। অস্মাকং সমাং ন কোহপি বিদ্যতে। তামানীয় ময়াসহ বোধয়তু গীতেন শাস্ত্রেনবা। ইত্যুক্তে সতি তমুবাচ সেকঃ হে বিপ্র কশ্চিদ্ ধ্বনিরুদ্-গীয়তাং; ততো দ্বিজঃ পঠমঞ্জুরী রাগ মুদ্গীরিতবান। উদ্গীরিতে সতি পিপ্পল বৃক্ষতলে তস্য পিপ্পলস্য পত্রান্ সমস্তান্যপতৎ। দৃষ্ট্বা লোকা বিবদন্তে সর্ব্বমেতদাশ্চর্য্যমিতি মন্যোহসি বিপ্রঃ ইয়ং বিধেন দৃষ্টং ন শ্রুতমিতি। ততো রাজা ষড়যন্ত্র জয়পত্রং দাতুম্ প্রক্ষতে। ততোনানা বাদ্য মভূৎ তদা সর্ব্বনানীতে সতি জয়দেব মিশ্রস্য ব্রাহ্মণী পদ্মাবতী নাম্নী তচ্ছব্দ মশ্রৌষীৎ। গঙ্গাস্নানং গতে সতি ত্বরয়া রাজসভায়াং সময়াতা চ পুনরুক্তাবতী চ সর্ব্বে সভাসদাঃ বিদিতমস্তু মমোক্তানি। ময়া স্বামিনা সহ বর্ত্তমানে কস্য শক্তি র্বিদ্যতে জয়পত্রং নেতুং। পুনর্ভর্ত্তা ত্বঞ্চ বা যোহস্মাকং গীতরসেন শাস্ত্রেন বা জেতুং শক্নোতি? সোহপি জেতা নান্যথেতি মমভর্ত্তা সমানীয়তাং। তেন সহ ময়াসহ বা বোধয়তু। ততস্তমব্রবীৎ সেকঃ হে ব্রাহ্মণি! বদসি মমভর্ত্তা কবীন্দ্রঃ তস্য গুণোবোদ্ধব্যঃ পশ্চাৎ, সাম্প্রতং ত্বমপি ধ্বনি রুদ্গীয়তাং। ততঃ পদ্মাবতী জয়দেবস্য ব্রাহ্মণী গান্ধার নামা ধ্বনিরুদ্গীরিতা চ। তদুদ্গীরিতে সতি সমস্তা

নৌকাঃ গঙ্গায়াং যদ্‌বিদ্যন্তে শ্রুত্বা তৎসন্নিধানং সমায়াতাচ ; ততস্তান্ সর্ব্বে সভাস্থা পূজয়ামাস তৎক্ষণাৎ। ধন্যেয়ং ব্রাহ্মণী ঈদৃশং ন দৃষ্টাং ন শ্রুতমিতি ধন্যোহসৌ এতয়োর্মধ্যে ব্রাহ্মণী গরীয়সী যস্মান্নির্জীবা নৌকাঃ শ্রুত্বা সমায়াতা। পুনর্বৃক্ষঃ সজীবঃ। ততঃ সেকঃ বুঢ়নমিশ্র মপৃচ্ছৎ। হে দ্বিজ! যুবয়োর্মধ্যে কো জেতা কো অজেতা চ শাস্ত্রেণ ময়াসহ বোধয়তুঃ ব্রাহ্মণী বিবদৎ। ততো বুঢ়ন মিশ্রো নরা শ্রিয়াসহ ন বোদ্ধব্যং। কিঞ্চ অস্মিন্‌রাষ্ট্রে স্ত্রীবহুগুণা পুমান্ নির্গুণঃ। ইত্যুদিতে সতি সা পদ্মাবতী জয়দেবমিশ্র মানয়িতুং দাসীং প্রেরয়ামাস। ততো মিশ্রঃ সমায়াতঃ। সমায়াতে ততোব্রবীৎ। মম ব্রাহ্মণী জেতা পুর্নব্যক্তমপেক্ষসে কথং পুনঃ সেকঃ তং বোধয়ামাস। উভয়োরপি পুনো বিদ্যতে ইদানীং তব গুণো দৃশ্যতাং তদা জয়দেব মিশ্রোহবদৎ অস্যধ্বনিনা নিষ্পত্র বৃক্ষোহভবৎ কিন্তু বসন্ত সময়ে সামান্যে বৃক্ষস্য পত্রাণি পতন্তি মহানিতি কথং পুনস্তমব্রবীৎ সেকঃ শৃণু মিশ্র বসন্তে পত্রাণি পতন্তি ইতি নিশ্চয়ঃ। কিঞ্চ একদিবসে সর্ব্বাণি পত্রাণি ন পতন্তি, দিবসে দিবসে পতন্তি। জয়দেব মিশ্রোহপি পুনরাহ চ। পুনর্দীয়তাং নিষ্পত্র বৃক্ষঃ সপত্রাভবদ্ভূঃ বুঢ়ন মিশ্রোহবদৎ অহং ন শক্নোমি ত্বমপি সপত্রং কর্ত্তুং শক্নোষি। পশ্যতাং কুরু মম পুন জয়দেব মিশ্রোহবদৎ যেনাপি সপত্রঃ ক্রিয়তে স এব জেতা ; ততো বুঢ়ন মিশ্রোবদৎ এক মাস্বিতি নান্যথেতি। তদুক্তং সেকঃ শ্লাঘয়ামাস। ততোর্দ্বয়োরের অযুক্তং। ততো জয়দেব মিশ্রঃ বসন্তরাগ মুদ্‌গীরিতবান্। উদ্‌গীরিতে সতি বৃক্ষস্য কমনীয়ানি নব পত্রানি ভূতানি ততো জয় শব্দঃ সর্ব্বত্র অশ্রৌষীৎ। তদা বুঢ়ন মিশ্রোহপি পূর্ব্ব প্রাপ্তানি দ্রব্যানিচ জয়দেবমিশ্রায় দাতুমিচ্ছতি রাজা তং বারয়িত্বা সেকেন বচসা কিঞ্চিৎ দ্রব্যানি সমানীয় বুঢ়নমিশ্রায় দত্ত্বা বিনষ্টয়ামাস। ইতি হলায়ুধ মিশ্রকৃতৌ সেক শুভোদয়ায়াং মিশ্রোপাখ্যানে ত্রয়োদশপরিচ্ছেদঃ।

এইরূপ ঘটনার পর, বুঢ়নমিশ্র নামক কোন ব্রাহ্মণ রাজসভায় আসিয়া রাজাকে বলিল, আমি "মহাগায়ক" এবং পণ্ডিত। উড়িষ্যাধিপতির নিকট গিয়া সে রাজসভা জয় করিয়াছিলাম, রাজা কপিলেশ্বর আমাকে ষড়যন্ত্র জয়পত্র দিয়াছেন। পুনরায় এখন আপনার রাজ্যে আসিয়াছি, আমার সমান কেহ থাকিলে, তাহাকে আনীয়া আমাকে গীতে অথবা পাণ্ডিত্যে পরীক্ষা করুন। এই কথা শুনিয়া সে বলিল—একটী গান করুন। অনন্তর ব্রাহ্মণ পঠমঞ্জুরী নামক রাগযুক্ত একটী গান করিল। অশ্বত্থ বৃক্ষতলে ঐ রাগ উচ্চারিত হইবামাত্র, অশ্বত্থ বৃক্ষের সমস্ত পত্র পতিত হইল। ইহা দেখিয়া সকলে বলিল—কি আশ্চর্য্য? হে ব্রাহ্মণ তুমি ধন্য! এরূপ কখনও দেখি নাই। কখনও শুনি নাই। অনন্তর রাজা তাহাকে ষড়যন্ত্র জয়পত্র

দিবার জন্য উদ্যত হইলেন। নানাবিধ বাদ্য হইল। সকল ঠিক হইলে জয়দেব মিশ্রের পত্নী পদ্মাবতী গঙ্গাস্নানে গিয়া সেই শব্দ শুনিয়া ত্বরায় রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিল—সকল সভাসদ্‌গণ অবগত হউন, স্বামীর সহিত আমি জীবিত থাকিতে কার শক্তি জয়পত্র নেয়। গীত রসে অথবা শাস্ত্রে আমাকে এবং আমার স্বামীকে জয় করিতে পারে এমন শক্তি কার? আমার স্বামীকে এখানে আনা হৌক, নিশ্চয়ই জয় করিতে পারিবে। তাঁহার সহিতই হো'ক অথবা আমার সহিতই পরীক্ষা হো'ক। অনন্তর সেক তাহাকে বলিল—হে ব্রাহ্মণী! তুমি বলিলে আমার ভর্ত্তা কবিশ্রেষ্ঠ, আচ্ছা তাহার গুণ পরে বুঝা যাইবে সম্প্রতি তুমি রাগ আলাপ কর। অনন্তর পদ্মাবতী গান্ধার রাগ আলাপ করিল। ইহা শুনিয়া গঙ্গায় যে সকল নৌকা আবদ্ধ ছিল, সকলই সেইখানে উপস্থিত হইল। ইহাত সকল সভাসদ্ তৎক্ষণাৎ তাহার পূজা করিলেন। ধন্যা এই ব্রাহ্মণী। এরূপ কখনও দেখি নাই, কখনও শুনি নাই। এ দুইজনই ধন্য বটে তবে ব্রাহ্মণী গরীয়সী ; যেহেতু নির্জীব নৌকা রাগ শুনিয়া উপস্থিত হইয়াছে, মৃত বৃক্ষ সজীব হইয়াছে! অনন্তর সেক বুঢ়ন-মিশ্রকে বলিল—হে দ্বিজঃ তোমাদের মধ্যে কে জেতা কি বিজিত? ব্রাহ্মণী বলিল শাস্ত্রেও আমার সহিত পরীক্ষা হো'ক। বুঢ়নমিশ্র বলিল—আমি স্ত্রীলোকের সহিত বিচার করিব না। পরন্তু এদেশে স্ত্রীজাতি বহুগুণ সম্পন্না কিন্তু পুরুষগুলি গুণহীন। ইহা শুনিয়া পদ্মাবতী দাসী পাঠাইয়া জয়দেব মিশ্রকে আনাইলেন। তিনি বলিলেন—আমার ব্রাহ্মণীই ত জয় করিয়াছে,! একথা বলিতে আর অপেক্ষা করিতেছ কেন? সেক বলিল—এ উভয়েরই গুণ আছে অধুনা আপনার গুণ দেখিতে চাই। জয়দেব বলিলেন—ইহার ধ্বনিতে বৃক্ষ পত্রহীন হইয়াছে, কিন্তু বসন্তকালে ত স্বভাবতই বৃক্ষ সকল পত্র শূন্য হয়। সুতরাং ইহাতে মহত্ত্ব কি হইল? সেক বলিল—শুনুন মিশ্র মহাশয়! বসন্ত সময়ে বৃক্ষ পত্র শূন্য হয় বটে, কিন্তু এক দিনে ত সকল পাতা পড়ে না। প্রতিদিন কিছু কিছু পড়িয়া থাকে। জয়দেব বলিলেন—পুনরায় নিষ্পত্র বৃক্ষকে সপত্র করিয়া দেও। বুঢ়নমিশ্র বলিল—আমি পারিব না। তুমি পারিবে কি? যদি পার কর, জয়দেব বলিলেন—যে ব্যক্তি বৃক্ষকে সপত্র করিতে পারিবে সেই ব্যক্তিই জয়ী হইবে। বুঢ়নমিশ্র তাহা স্বীকার করিলে, জয়দেব বসন্তরাগ গান করিলেন। সেই রাগের প্রভাবে সেই বৃক্ষ কমনীয় নূতন পত্রসমূহে পূর্ণ হইল। ইহা দেখিয়া সভায় জয়শব্দ উচ্চারিত হইল। অনন্তর বুঢ়ন মিশ্রও পূর্ব্ব প্রাপ্ত দ্রব্য সকল জয়দেব মিশ্রকে দিতে ইচ্ছা করিল। রাজা তাহাকে বারণ করিয়া সেকের বচনানুসারে কিছু দ্রব্যাদি আনাইয়া বুঢ়ন মিশ্রকে দিয়া

কথঞ্চিত প্রীত করাইলেন।* ইতি হলায়ুধ মিশ্রকৃত সেকশুভোদয়ানামক গ্রন্থের মিশ্রোপখ্যান নামক ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীহরিদাস পালিত।
শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু।

জাতিভেদে শাস্ত্রের গূঢ় অভিসন্ধি।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

কার্য্যবিশেষ অবলম্বন দ্বারা মনুষ্যজাতির প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। উচ্চ ব্রাহ্মণজাতি, নিকৃষ্ট জাতিবিশেষের বৃত্তি অবলম্বন করিলে, জাত্যান্তরে অধঃপতিত হইতে পারেন। এইজন্য শাস্ত্রে যে জাতির যাহা কর্ত্তব্য, যাহার যাহা বৃত্তি বা ধর্ম্ম, তাহার পক্ষে তাহা সর্ব্বথা অপরিহার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা--

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"।

গীতা।

স্ব-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিধন প্রাপ্ত হইলেও হানি নাই; পরন্তু পরধর্ম্মাশ্রয় কদাপি সমীচীন নহে।

ফলতঃ যে যুক্তি অনুসারে শূদ্রাদি নিকৃষ্ট বর্ণের অপকৃষ্টত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, তদনুযায়ী বিচার করিলে প্রতীতি হইবে যে, ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ যেমন কার্য্যবিশেষ অবলম্বনে নিকৃষ্টত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন, তদ্রূপ শূদ্রাদি নিকৃষ্টবর্ণও দীর্ঘকাল তপস্যাদি উৎকৃষ্ট কার্য্য অবলম্বন করিয়া উৎকৃষ্ট জাতিরূপে পরিগণিত হইতে পারে। অর্থাৎ কার্য্য বিশেষের সাহায্যে মানসিক সত্বাদি গুণের পরিবর্ত্তন অসম্ভাবিত নহে। কালক্রমে ব্রাহ্মণ জাতিতেও শূদ্রবৎ প্রকৃতি এবং শূদ্রজাতিতেও ব্রাহ্মণবৎ প্রকৃতি বিশিষ্ট মানব উৎপন্ন হইতে পারে। এই নিমিত্ত শাস্ত্রে ব্যবস্থিত হইয়াছে যে—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ॥"

[মনুসংহিতা, ১০ম অধ্যায়]

* পূর্ব্বকালে এদেশে সঙ্গীত শাস্ত্রের যে চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। এ সকল আখ্যায়িকা এখন রূপ কথার মধ্যে পরিণত হইলেও পূর্ব্বকালে অসম্ভব ছিল না বরং অতিশয় সম্ভবপর ছিল। কাঃ পঃ সঃ

অর্থাৎ শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়, আবার ব্রাহ্মণও শূদ্র হয়, এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইতেও এরূপ উৎপত্তি হইতে পারে। ফলতঃ দেশকাল পাত্রভেদে কার্য্যবিশেষের সমবায়ে মানসিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন দ্বারা চারি জাতির প্রত্যেক জাতি হইতেই অপর তিন জাতীয় ব্যক্তির উৎপত্তি হইতে পারে।

পক্ষান্তরে একবিধ জাতি হইতে অন্যবিধ জাতির উৎপত্তি হইতে পারে বটে; কিন্তু যাবৎ এক জাতীয় ব্যক্তির মানসিক প্রকৃতির সমতা সাধিত না হয়, তাবৎ কোন নিকৃষ্ট শ্রেণীর মনুষ্য উৎকৃষ্ট জাতির কার্য্য অবলম্বন করিলেও তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় না; বরং তদ্দ্বারা অনিষ্টের উৎপত্তির সম্ভাবনা। কারণ পণ্ডিত ব্যক্তি মূর্খের কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারেন, কিন্তু মূর্খ ব্যক্তি পরিবর্ত্তিত প্রকৃতি হইলেও সহসা উক্ত পণ্ডিতের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে না, এইজন্য দূরদর্শী শাস্ত্রকারগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে,—

"স্ত্রীশূদ্র দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা॥"

অর্থাৎ স্ত্রীলোক, শূদ্রজাতি ও দ্বিজবন্ধু (অসদাচারী ব্রাহ্মণ) ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই সকল ব্যক্তির ত্রয়ী অর্থাৎ ঋক্, সাম ও যজুঃ এই বেদত্রয় শ্রবণের অধিকার নাই।

এতাদৃশ ব্যবস্থা দর্শনে শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের জাতিবিশেষের প্রতি পক্ষপাত বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিতে পারে, কিন্তু ইহা বিবেচনা করা উচিত যে, উল্লিখিত বেদত্রয় যেরূপ দুরবগাহ, তাহাতে নির্ব্বোধ ও মূঢ় প্রকৃতিক ব্যক্তিগণ উহা শ্রবণ করিলে প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া, ধর্ম্মের স্থলে অধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া উৎসন্ন হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সুতরাং এতাদৃশ ব্যবস্থাপকগণের কার্য্যে পক্ষপাত দোষ থাকা দূরে থাকুক, পরন্তু মানবমাত্রের প্রতি পরম হিতৈষা প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রস্তাবিত স্থলে ইহাও বিবেচ্য যে, মহামান্য শাস্ত্র গীতা যে প্রকার জাতিভেদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ সেই

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

উক্ত জাতিভেদ ব্যাপারে কোন নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তির মানসিক প্রকৃতি সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট জাতির মনোবৃত্তির সহিত তুল্যতা লাভ করিয়াছে কিনা, তাহা নিঃসংশয়িতরূপে নির্দ্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নহে। একমাত্র মনুষ্য জাতির মধ্যে যে কারণে অর্থাৎ যে মানসিক প্রকৃতিভেদের গুরুতর কারণ অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদ সৃষ্টি হইয়াছে, সেই কারণেই ঈশ্বরোপাসনা প্রণালীও দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম—সাকার উপাসনা; দ্বিতীয় – নিরাকার উপাসনা।

সাকার উপাসকদিগের মধ্যে প্রকৃতিভেদে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য এই পঞ্চ সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। অপিচ ঐ কারণেই আবার প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অবান্তর বিভাগ দৃষ্ট হয়। যথা—শাক্ত সম্প্রদায়ে বীরাচার, পশ্বাচার। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে রামানুজ, চৈতন্য ও মহাপুরুষীয় সম্প্রদায়। চৈতন্যের মধ্যে আবার নেড়া, বাউল প্রভৃতি।

শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে, উপাসনা প্রণালী সকলের মধ্যে কোন্‌টী উৎকৃষ্ট এবং বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত, আর কোন্‌টী নিকৃষ্ট তাহা সাধন পদ্ধতির ঋজুতা ও অঋজুতা অনুসারেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যাহা হউক, মূল কথা এই যে, সর্ব্বপ্রকার সাকার উপাসনাই নিরাকার উপাসনার সোপান স্বরূপ। পরন্তু নিরাকার উপাসনাই নির্ব্বাণমুক্তির কারণ এবং নির্ব্বাণ মুক্তিই জীবের বা জীবাত্মার চরম লক্ষ্য।

ভিন্ন ভিন্ন সাকার উপাসনা প্রণালী দ্বারা যথাক্রমে উন্নতিসোপানে উত্থিত হওয়া অল্প দিনের কার্য্য নহে। ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে—

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠাদ্ভবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্মং জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥"

উপনয়নাদি সংস্কারে সম্যক্ সুসংস্কৃত হইয়া বেদাদি শাস্ত্রপাঠপূর্ব্বক যৎকালে তিনি ব্রহ্মবিৎরূপে পরিগণিত হয়েন, তখনই তাঁহাকে ব্রাহ্মণ পদের বাচ্য বলিয়া নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করা যায়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সম্বন্ধেই এই প্রণালী প্রযোজ্য। ঐ ব্যাপক উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ আর্য্যর্ষিগণ জীবাত্মার জন্মান্তর ও পরকালের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই সমুন্নতি সাধনরূপ বৃহত্তম ও মহত্তম উদ্দেশ্য বহু জন্মের বহুতর যত্নসাধ্য নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান এবং যথারীতি শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতির উপর নির্ভর করে।

বস্তুতঃ ও যথার্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া হিন্দুশাস্ত্রের সুবিশাল সাগরের অভ্যন্তরস্থিত অমূল্য ব্যবস্থা-রত্নরাজির প্রতি অবলোকন করিলে, অন্তরাত্মা প্রথমতঃ বিস্ময়ে অভিভূত, অনন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে জাতিভেদে ও প্রকৃতিভেদে উপাসনা-প্রণালীর অপেক্ষাকৃত যে গূঢ় কৌশল বিদ্যমান রহিয়াছে, বারান্তরে তদ্বিষয়ে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীগোপালচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শক্তি-বিকাশ।

ভগবত সন্নিকর্ষতা লাভই আর্য্যধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের রাজ্যে গমন করিতে হইলে মনুষ্যকে কতকগুলি পাথেয় সংগ্রহ করিতে হয়। চিত্তশুদ্ধি তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত এবং ঈশ্বরের রাজ্য গমনেচ্ছুর অবশ্য সংগ্রহণীয়। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞানলাভের যোগ্যতা হয় না—ঈশ্বর-রাজ্য-গমনে স্পৃহাও হয় না। অতএব চিত্তশুদ্ধি কাহাকে বলে—দেখা যাউক।

চিত্তের মালিন্য বা পাপ দোষ স্খালনের নাম চিত্ত-শুদ্ধি। রজোদোষ, তমোদোষ প্রভৃতির নাশ সত্বশুদ্ধ্যর্থ কর্ত্তব্য। সত্ব শুদ্ধির জন্য, ব্রহ্মচর্য্য, আহার বিহারে সংযম কামাদিরিপু দমন প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত নিয়ম পালন অবশ্য কর্ত্তব্য। শৈশবাবধি উক্ত নিয়ম পালনে অভ্যস্থ হইতে না পারিলে, কালে উহা সুকঠিন হইয়া পড়ে; বাল্যে উক্ত নিয়ম পালনে অনুপ্রাণিত করিতে পারিপার্শ্বিকগণই সমর্থ। এতএব—

"ক্ষণ মিহ-সজ্জন সঙ্গতি রেকা,
ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা।"

মোহমুদ্গর।

এই অমূল্য মহাজন বাক্যটী সর্ব্বদা হৃদয়পটে প্রতিফলিত করিয়া বাল্যাবধি, সৎসঙ্গলাভে প্রয়াস পাওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। পারিপার্শ্বিকদিগের শক্তি মনুষ্যজীবনের উপর বহুধা আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে; যে সমাজে যত শ্রেষ্ঠ, উন্নতমনা ব্যক্তির সমবায়, সেই সমাজ তত উন্নত।

সমবেত পারিপার্শ্বিক-শক্তি অপেক্ষা আর একটী প্রবল অলৌকিক শক্তি মনুষ্য জীবনে আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। সে শক্তি-প্রভাব প্রতিহত করা বহু সাধন সাপেক্ষ। উহা বংশানুক্রমিক বৈজিক শক্তি। পিতামাতার বংশানুক্রমিক বৈজিক শক্তি সন্তানে বর্ত্তায়। সে শক্তির সাহায্যে সন্তানেরচিত্ত বৃত্তির স্ফরণ হয়। তবে ক্বচিৎ ইহার যে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, উহা বৈজিক শক্তির নিদ্রিতাবস্থা; ঐ নিদ্রা কাল-ধর্ম্ম প্রভাবে অথবা পারিপার্শ্বিক সাহায্যে একদিন না একদিন ভাঙ্গিবেই।

আমি একটী নীচবংশসম্ভূত বালকের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন অবলোকন করিয়াছি। উক্ত বালকটীর ষোড়শ বৎসর বয়স অতিক্রম হইবার পর হইতেই, উহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে এবং বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে, শান্তিলাভাশায় সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করত তীর্থ পর্য্যটন মানসে দেশত্যাগ করে।

যে শক্তির প্রভাবে উক্ত বালকটীর এইরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল, সেই শক্তিকে, কৌলিক-পূর্ব্ব-নিপাত (atarism) বলে। অনুসন্ধিৎসু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন, যে উহার বহুপুরুষ পূর্ব্বে পিতৃ অথবা মাতৃ কুলে কেহ না কেহ ঐ তরুণ হৃদয়ের ন্যায় হৃদয় সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার সেই বৈজিক শক্তি পুরুষানুক্রমে গুপ্তভাবে নিহিত হইয়া আসিয়া উহার সময়ে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। পুরাণাদিতে এবম্বিধ গুপ্ত-শক্তি-বিকাশের বহুল প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া যায়।

ইহা হইতে আমরা জ্ঞাত হইতেছি যে উক্ত বৈজিক-শক্তি বহুকাল সুপ্ত অবস্থায় থাকিয়াও কালধর্ম্ম প্রভাবে এক সময়ে না এক সময়ে জাগিয়া উঠে। তবে, ইহাও স্বীকার্য্য যে, একদিনে একটি সমগ্র সমাজ উক্ত নিহিত শক্তির সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতে পারে না; সমাজের দুই দশজনের মধ্যে সেই শক্তি কাল ধর্ম্ম প্রভাবে জাগিয়া উঠিতে পারে এবং তদনন্তর তাঁহাদের প্ররোচনায় সমাজের অন্যান্য অঙ্গ জাগিয়া উঠিতে পারে। ভ্রৌণিক জীবকোষে যে জৈব উপাদান (germpasim) আছে, তাহাতে ক্রমশঃ কেমন একটী শক্তি বংশানুক্রমে তিলে তিলে সঞ্চিত হয়, এবং কাল সহকারে তাহার উপর যখন একটী ধাক্কা আসিয়া লাগে তখনই উহা জীবের ধারাকে অন্য পথে লইয়া যায়। অতএব ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, এক জাতি বহুকাল একইরূপে চলিয়া আসিতে আসিতে একই সময়ে না হইলেও কালক্রমে রূপান্তর প্রাপ্ত হইবেই। অধুনা সেই নিহিত কৌলিক-পূর্ব্ব-নিপাত শক্তির প্রভাবে ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব বঙ্গীয় বহু কায়স্থ সুসন্তান আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জ্ঞাত হইয়া ক্রমশঃ ক্ষত্রিয়াচারী হইতেছেন। তাঁহারা বহুকালব্যাপী শূদ্রাচারী থাকিয়াও, আজ, আপনাদের বৈজিক শক্তির সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এবং পূর্ব্বপুরুষ আচরিত পন্থা অবলম্বনে কৃতযত্ন হইয়াছেন।

আশাকরি তাঁহারা অহঙ্কার বশতঃ বুদ্ধিভ্রমে পতিত না হইয়া চিত্ত শোধনান্তর ক্ষত্রধর্ম্ম সম্যক অবগত হইয়া এবং সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত হইয়া উপযুক্ত পন্থা অবলম্বনে সমাজের বহুল মঙ্গল সাধনে সমর্থ হইবেন। ঈশ্বর তাঁহাদের সদিচ্ছা পূর্ণ করুন।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

স্বধর্ম্মসাধন।

ইদানীং যাহারা কায়স্থদিগের সংস্কারাদির বিরোধী, ন্যার্য্য বিচারে তাহারা এক্ষণে এই কায়স্থ সম্প্রদায় সমীপে ক্রুর সর্প ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি সংসারের যাবতীয় হিংস্র প্রাণী অপেক্ষা ভয়ানক অনিষ্টকারী হইয়া উঠিয়াছেন। সর্প বা শার্দ্দুলাদি শ্বাপদ একজন বা দশজনকে সংহার করিতে পারে, কিন্তু যাহারা কায়স্থদিগকে শূদ্র বলিয়া সমগ্র কায়স্থ জাতিকে জগৎ হইতে বিলুপ্ত করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে যদি কায়স্থ সন্তান গুরু বা সুহৃদ বলিয়া মান্য করেন বা তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে চেষ্টা করেন, ন্যায়পর ব্যক্তির নিকট তাহার তুল্য সমাজদ্রোহী মহাপাপী বোধ হয় জগতে আর দ্বিতীয়টী মিলিবে না। কি ভীষণ অত্যাচার! সংসারের সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত অতীতের সাক্ষী ইতিহাসে কখন কেহ দেখে নাই যে, বিধাতা প্রদত্ত ন্যায্য সত্ত্ব হইতে কেহ কাহাকে কলমের গর্হিত উপায়ে বঞ্চিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। কুলোকের কুপরামর্শে অথবা স্বীয় অজ্ঞতা হেতু যদি কেহ বিপথগামী হয়, কালে সে তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিলে কি আর সৎপথের অনুসরণ করিবে না? না তাহার ভ্রম সংশোধন করিবে না? দস্যু রত্নাকর বা জগাই মাধাই প্রভৃতির তবে ধর্ম্মপথাবলম্বন করা কর্ত্তব্য হয় নাই।

আমরা শাস্ত্রকুশল এবং ন্যায়বর্ত্তিদিগের সমীপে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক বিনীত প্রার্থনা করি যে, যদি কেহ বা কোন সম্প্রদায় একটী বিশিষ্ট উন্নতিশীল প্রাচীন সম্প্রদায়ের জাতীয় মর্য্যাদা বিনষ্ট করিতে উদ্যত হয়, তাহা কি কর্ত্তব্য? সংসারে যতদিন ক্ষমতাশালী সুশিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দ ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করিবেন, ততদিন তাঁহাদিগের সহিত সকলেই উন্নতির পথে ধাবিত রইবে; আর যখন তাঁহারা বর্ত্তমান বঙ্গীয় অপরিণামদর্শী ঘোর অযথাস্বার্থান্বেষী স্বধর্ম্মবিদ্বেষী কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ্যাভিমানী কতিপয় ব্যক্তি সদৃশ অপর জাতির উন্নতির বিরোধী হইবেন, তখন সে দেশে আত্মবিরোধ উৎপন্ন হইবে ও সে দেশ উৎসন্ন যাইবে। বৃথা আভিজাত্যাভিমানের বশবর্ত্তী হইলে লোকে কখন সমাজে বা দেশে আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয় না। অযথা প্রভুত্ব হেতু ফরাসিদেশে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মহর্ষি কশ্যপ কর্ত্তৃক পরশুরাম শেষ জীবনে দ্বীপান্তরে নির্জ্জন বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; এবং স্বশস্ত্র দশরথ তনয় ভগবান রামচন্দ্রকে অবতার বলিয়া পূজাও করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থে (ক্ষত্রিয়ে) পূর্ব্বাপর কখন যে ধারাবাহিক সদ্ভাব ছিল, ইহার সুচারু প্রমাণ আমরা অদ্যাপি (আমাদিগের সাধ্যানুসারে) শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া

প্রাপ্ত হই নাই। এই অবস্থায় যে কায়স্থ সন্তানেরা এই চিরন্তন প্রথা অবহেলা করিয়া নূতন সৃষ্টির (সদ্ভাবের) চেষ্টা করিবেন বলেন—সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজকে কায়স্থের অনুকূল করিবেন বলেন, হয় তাঁহারা অনভিজ্ঞ নয় স্বার্থপর; কারণ যাহা কখন হয় নাই, তাহা হইবে বলিয়া কদাচিত বিশ্বাস হয় না, সুতরাং তাহার জন্য কেহ চেষ্টাও করে না। দৈবানুগ্রহ ব্যতীত কেহ কখন অসাধ্য ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেনা। সাধারণ কথায় বলে "নয় মণ তৈল পুড়িবে না, রাধাও নৃত্য করিবেনা।" বর্ত্তমান সমগ্র ব্রাহ্মণ কখন তাঁহাদিগের মধ্যে আপনাদিগের ব্যক্তিগত অশান্তির কারণ সমূহ উৎপাটিত করিয়া ও ব্যক্তিগত সামান্য স্বার্থ ভুলিয়া মহাত্মা নামের পরিচয় প্রদান করিবেন না, তজ্জন্য কখন সকলে একবাক্যে কায়স্থের অনুকূলও হইবেন না। কায়স্থ সন্তানেরা ধর্ম্মানুসারে যত্ন ও চেষ্টা করিলে কতিপয় ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের মাত্র আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইতে পারেন; তদ্ব্যতীত তাঁহাদিগের সমীপে এখন অবস্থানুসারে কায়স্থদিগের অতিরিক্ত আশা করা বাতুলতা মাত্র।

আর্য্যদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে মহাপাপী ও পশু অপেক্ষাও হীনাবস্থায় শূদ্রদিগের সত্ত্ব ও অধিকারের বিধিব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহাদিগের প্রতি আর্য্যবুধমণ্ডলী যে সকল নিষ্ঠুর বিধির ব্যবস্থা করিয়াছেন, বর্ত্তমান জগতে এরূপ নৃশংস পাষণ্ড কে আছে যে, তাহা শ্রবণ বা পাঠ করিলে তাঁহার হৃদকম্প উপস্থিত না হয়? আমেরিকার দাস ব্যবসায়ের বিষয় ইতিহাসে পাঠ করিয়া এখন আমরা পুরাকালের ইউরোপবাসী-দিগের তাদৃশ নৃশংসতার কতই না নিন্দা করি! কিন্তু এক্ষণে আর্য্যদিগের গ্রন্থে আর্য্যদিগের দ্বারা শূদ্রনিগ্রহের ব্যবস্থাসমূহ পাঠ করিয়া বুঝিতেছি যে, মানুষের স্বার্থের মোহে পাশব আচরণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে অনুমাত্র দ্বিধা বা পাপের শঙ্কা করে না। তাই আজ কতকগুলি ঘোর নির্লজ্জ স্বার্থপর ব্যক্তি, বিশাল বঙ্গের কায়স্থদিগকে, সেই ঘৃণিত শূদ্রের আসনে স্থাপন করিয়া অতি প্রাচীন সুপ্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাশালী কায়স্থ জাতির ধ্বংস করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। এই অবস্থায় সমগ্র বঙ্গের যাবতীয় দ্বিজপদবাচ্য ব্যক্তিবর্গের সহিত মিলিয়া কায়স্থজাতির উন্নতির কার্য্যাদি সম্পন্ন করিব, যাঁহারা বলেন, তাঁহাদিগের এই আপাতঃ সুললিত বাক্যের মূলে ব্যক্তিগত ঘোর স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে জানিবেন; এবং তাহা সুসিদ্ধ করিবার ইহা একটী ছলনা মাত্র। ছলগ্রাহী নিগূঢ় অভিসন্ধিপ্রিয় পিশুন কায়স্থ-দিগের স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, সংসারে সকলে যদি কখন সমজ্ঞানী ও স্বার্থশূন্য হইতেন, তবে এ সংসারে কখন অশান্তির উদয় হইত না; জগতের আদি হইতে এ পর্য্যন্ত যারপর নাই নিষ্ঠুর যুদ্ধে মানব ও তাহাদিগের বাহনের শোণিতে নিরন্তর

ধরণী প্লাবিত হইত না, মনোহর সমৃদ্ধিশালী শত শত রাজধানী ও দেশ অকালে গহনকাননে পরিণত হইত না, শত শত প্রবলপরাক্রান্ত প্রজারঞ্জন মহীপাল তাহা-দিগের একান্ত অনুগত প্রজাবর্গসহ সবংশে এই বিশাল পৃথিবী হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইতেন না। আজ ব্রাহ্মণমণ্ডলী মাত্র এক পৌরহিত্য কার্য্যের ব্যপদেশে কায়স্থদিগকে শূদ্র বলিতে বিষম আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। আবার মহাত্মা ব্রাহ্মণ সন্তানদিগের মধ্যে যাহাদিগের অকার্য্য কুকার্য্য কিছু বাকী নাই, তাহারা আবার প্রত্যক্ষভাবে কায়স্থদিগকে শূদ্র বলিয়া অতীব অসম্ভ্রম বাক্য প্রয়োগ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন না। অধুনা কায়স্থ সন্তানেরা ব্রাহ্মণ দেখিবামাত্র তাঁহার দোষ গুণ বিচার না করিয়া তাহাকে প্রণাম করেন, এবং দ্বিধা বোধ না করিয়া তাহার চরণধূলি গ্রহণ করেন, এমন কি পাচক ব্রাহ্মণদিগের প্রভুরাও তাহাদিগকে প্রণাম করিতে কখন কুণ্ঠিত হন না; ইহা দ্বারা যদি ব্রাহ্মণেরা কায়স্থদিগের কপট ভক্তি বিবেচনা করিয়া, তাহাদিগের প্রতি এতাদৃশ কুপিত হন, তবে তাহা প্রশমনের উপায় নাই। কায়স্থদিগের বিশ্বাস বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সকল জাতির পূজনীয়। তাঁহারা কুকার্য্য করিলে তাহার ফলভোগ তাঁহারা করিবেন; এজন্য আমরা কেন কলঙ্কিত বা চিরশুভপ্রথার অন্যথাচরণ করিব? আমরা আমাদিগের শাস্ত্র ও ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিব, পরের ছিদ্র অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই।

এই সকল সংসারচরিত্র পর্য্যালোচনা করত কায়স্থদিগের এখন কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া একাগ্র মনে কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে। কায়স্থেরা এখন যদি আপনাদিগের কল্যাণকামী হন, তবে তাঁহারা যেন আর প্রাণান্তেও পরমুখাপেক্ষা না করেন। পরের আশায় তাঁহারা আর বৃথা অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া কায়স্থ জাতি ধ্বংস করিবেন না। ধনপ্রাণ অপেক্ষা বংশমর্য্যাদা শ্রেষ্ঠ। কায়স্থদিগের এই বংশের সম্মান অর্থ বা পদের দ্বারা উপার্জ্জিত হয় নাই। ইহা ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যদিগের সহিত এক সময়ে প্রাপ্ত হইয়াছেন। কায়স্থেরা আপনাদিগের শাস্ত্রোচিত বিধাতা-দত্ত পদবি "বর্ম্ম" উপাধি পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রের ঘৃণিত "দাস" উপাধি বা নাম গ্রহণ করিবে না; যত শীঘ্র পারেন সংস্কারদ্বারা উপনীত ও গায়ত্রীর অধিকারী হউন। আপনাদিগের ধর্ম্মকার্য্যসমূহ আপনারা নিষ্পন্ন করুন।

পৌরহিত্য জন্য ব্রাহ্মণের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ। এই একটী কারণে তাঁহারা যখন আমাদিগের প্রতি এত ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছেন, আমা-দিগের বাটীতে পদার্পণ করিতে ঘৃণা প্রদর্শন করিতেছেন, অথচ গোপনে সকল

নিষিদ্ধ কার্য্যই সমাধা করিতেছেন, আর তাঁহাদিগের সমাজের সমকক্ষ সমগ্র উন্নতিশীল কায়স্থ বংশটীকে শূদ্র শ্রেণীতে স্থাপন করিতে দৃঢ় সঙ্কল্পিত হইয়াছেন, তখন তাঁহাদিগের এই পৌরহিত্যের সম্বন্ধ যত শীঘ্র কায়স্থেরা পরিত্যাগ করিতে পারেন, ততই ভাল, ততই মঙ্গল। তাঁহাদিগের সহিত আমরা কোন সংস্রব না রাখিলে, তাঁহাদিগের সহিত কায়স্থদিগের কোন বিবাদের সম্ভাবনা নাই।

এই পৌরহিত্য ব্যাপারটী এখন একটী রহস্যের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে প্রকৃত আমাদিগের অনিষ্ট বই ইষ্ট নাই। এক্ষণে ব্রাহ্মণবংশে যাঁহারা কৃতবিদ্যান, তাঁহারা প্রায় কায়স্থজাতির সমব্যবসায়ী। যাহাদিগের রসনায় বর্ণ উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা প্রায় নাই, এতাদৃশ পুরোহিত মহাশয়েরা অনন্যোপায়ে দেশে থাকিয়া পূর্ব্ব-পুরুষের নাম করিয়া পুরহিতের কার্য্য অর্থাৎ কায়স্থদিগের ইহজীবনের সারধর্ম্ম-কার্য্যগুলি সমাধা করেন। ইহাতে শাস্ত্রানুসারে কায়স্থদিগের শাস্ত্রীয় কার্য্যকলাপ যেরূপ পণ্ড হইয়া থাকে, তাহা ভুক্তভোগীরাই অবগত আছেন। এস্থলে তাহা লিখিয়া প্রস্তাব বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। কালানুসারে সময়োচিত এই সমালোচনায় হয়ত পল্লীগ্রামবাসী বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা ক্রোধে আরও অগ্নিশর্ম্মা হইবেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সমীপে আমাদিগের কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক বিনীত প্রার্থনা যে, প্রপীড়িত কায়স্থেরা এখন আর সে ব্রহ্মশাপের শঙ্কা করেন না। এখন সকলের গৃহের গোপনীয় রহস্য পরস্পর সকলেই অবগত আছেন। আর যতক্ষণ বিপদ না আইসে, ততক্ষণ ভয় থাকে ; বিপদ উপস্থিত হইলে আর ভয় করিয়া ফল নাই। তখন লোকে তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করে।

পিতৃপিতামহাদির নাম করিয়া কপটতা যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া কৌশলে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বুদ্ধির জন্য যেন আর কোন অপরিনামদর্শী কায়স্থ সন্তান শূদ্রের অবস্থায় না থাকেন। অপর কায়স্থ বিদ্বেষী জাতি অপেক্ষা ইঁহারাই আপাতঃ কায়স্থ জাতির প্রধান অন্তরায় হইতেছেন। বিপদকালে গৃহবিবাদ সর্ব্বনাশের মূল। এই বিদ্বেষ বুদ্ধি বিশিষ্ট কায়স্থদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি আবার প্রসিদ্ধ হইবার জন্য স্বসমাজের বিপক্ষে অন্যায় মার্গানুসরণ করিতেছেন। দুঃখের বিষয় এই নাম কেনা ইংরাজি notorious শব্দভিন্ন আর কিছু নহে। যেমন লোকে বলে অমুক বড় অত্যাচারী, সমাজের পক্ষে ইহাও তদ্রূপ যে অমুক ব্যক্তি কায়স্থ-সমাজের উন্নতির ঘোর বিরোধী। অযথা স্বার্থপরতা ও কল্পিত অভিমান ব্যতীত যশের কার্য্য তাঁহাদের কিছুই নাই,—তাঁহাদের ধর্ম্মশব্দ মুখে, গতি অধর্ম্মের পথে। দুঃখের বিষয়, সামাজিকগণ যে, তাঁহাদিগের এসব ছলনা ও চাতুরী সম্যক বুঝিয়া তাঁহাদিগকে

কৌশলে উপহাস করেন, স্বার্থে জড়িত হইয়া তাঁহারা তাহা অনুমাত্র বুঝিতে পারেন না; অথবা বুঝিয়াও বুঝেন না।

কায়স্থ-সমাজের এখন আর অধিক বাক্যব্যয়ের বা আবেদন নিবেদনের সময় বা প্রয়োজন নাই। এখন কাজের সময় উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে কায়স্থেরা যে অবস্থায় যে স্থানেই অবস্থান করুন, তিনি বা তাঁহারা সত্তর শত শত বাধা বিঘ্ন অবহেলা করিয়া শূদ্রোচিত আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করুন। নতুবা আর উপায় নাই। নেহাত পক্ষে নিজ ধর্ম্মপত্নীর গর্ভসম্ভূত পুত্রের কল্যাণকামনায় ও পিতৃ পুরুষের এবং স্বীয় বংশের কল্যাণ ও নাম রক্ষার জন্য আপনাদিগের ক্ষত্রোচিত ব্যবহারের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করুন। ইহাতে মঙ্গলময় বিধাতা অবশ্য কায়স্থদিগের পক্ষ সমর্থন করিবেন।

শ্রীআশুতোষ বসু।

কায়স্থের নিয়তি।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থান্দোলন পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। যাঁহারা এই আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে লোকান্তরিত হইয়াছেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেববাহাদুর, মহাত্মা রমানাথ ঘোষ, রাজর্ষি বনমালী রায়বাহাদুর, গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী, বরদাচরণ মিত্র, কৃষ্ণবল্লভ রায়, বামাপদ পালচৌধুরী প্রভৃতি অনেকে এক্ষণে লোকচক্ষুর অগোচরে থাকিয়া আমাদের কার্য্যকলাপ দেখিতেছেন। আবার অনেকে বার্দ্ধক্যের আক্রমণে একবার মৃত্যুর দিকে আরবার স্বীয় কৃতকর্ম্মের দিকে তাকাইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন। ফলে আন্দোলনটি অনেকাংশে উদীয়মান পুরুষের হস্তে সমর্পিত হইতেছে। এ সময়ে একবার ভাবিলে দোষ হয় না—কায়স্থের নিয়তি কি, আমরা করিলাম কি ?

কায়স্থ কি বাস্তবিক ক্ষত্রিয়ত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে কিংবা তাহার শূদ্রত্ব দৃঢ়ীভূত হইতেছে ? সত্য বটে নগেন্দ্রনারায়ণ সরকারের যজ্ঞোপবীত গ্রহণের পর, মুকুন্দসুন্দর সরকার বি-এ, বি-এল উপনীত হইলে, পেন্‌সন্‌প্রাপ্ত ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার আড়ম্বরের সহ যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন। তদবধি ইহা

সমাজের উচ্চ অঙ্গ অলঙ্কৃত করিতে প্রয়াস পাইয়া আসিতেছে। মাননীয় সারদাচরণ মিত্র, কিরণচন্দ্র দে, মহারাজ গিরিজানাথ রায় এক্ষণে এই পবিত্র গাত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া কায়স্থ সমাজের শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন। তথাচ প্রশ্নের নিবৃত্তি হইতেছে না আমরা কি ক্ষত্রিয়ত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছি? এইত অল্পদিন হইল উচ্চ বিচারালয়ের বিচারক মহামান্য A. Chaudhuri এবং Newbould সাহেব মহোদয়দ্বয় কায়স্থকে স্পষ্ট ভাষায় শূদ্র বলিলেন; কায়স্থের দত্তক গ্রহণে যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ অমন্ত্রক শূদ্রজাতি।

"Bengali Kayasthas have been uniformly treated as *sudras* in our courts and the question does not appear capable of serious argument, although attempts have recently been made by some members of the community to trace there descent from Kshatriyas and some of them have actually taken sacred thread as belonging to the regerate classes.

Calcutta Weekly Notes.

Vol. xx, page 905.

ইতঃপূর্ব্বে শ্যামাচরণ সরকারের ব্যবস্থাদর্পণে দৃষ্ট হয়, হাইকোর্টের বিচারে কায়স্থ নিরুপবীত এবং ত্রিশদিনে পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ করে বলিয়া শূদ্রত্বে অবনমিত হইয়াছে। কিন্তু মহামান্য চৌধুরী মহোদয় ও New bould সাহেবের বিচারে স্থির হইল কায়স্থের মধ্যে কেহ কেহ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিলেও তাহাদের শূদ্রত্ব দূর হয় নাই। কেবল হাইকোর্ট নহে, গবর্ণমেণ্ট আফিসগুলিও কায়স্থদিগকে এক সুরে রঘুনন্দনী ব্যবস্থার অনুসরণে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। এজন্য সংস্কৃত কলেজের টোলবিভাগে কায়স্থ-বৈদ্য বিদ্যার্থীর প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। কায়স্থান্দোলনের পূর্ব্ব হইতেই শিক্ষা বিভাগের বিবরণীগুলিতে হিন্দু ছাত্রদিগকে "ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ" এই দুই বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল এবং এক্ষণেও সেই নিয়মে তাহারা শিক্ষা-রিপোর্টে প্রদর্শিত হইতেছে।

যাহা শিক্ষা বিভাগের কাগজ পত্রে "ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ" তাহাই রঘুনন্দনের "ব্রাহ্মণ ও শূদ্র"— কেন না ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন আর হিন্দু নাই, ইহাই তাঁহার মত। আবার যাহা রঘুনন্দনের "ব্রাহ্মণ ও শূদ্র" তাহাই বেদের "আর্য্যবর্ণ ও দাসবর্ণ"। যদিও শূদ্র ঠিক দাসবর্ণ নহে, তথাচ ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী-সাহিত্যে ক্রমশঃ দাসবর্ণ ও শূদ্র এক ও অভিন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়া আসিতেছে, এবং তদনুসারে লোকের বিশ্বাস

কাজেই তাহারা যাগযজ্ঞে অপ্রাপ্তাধিকার। এই অধিকার এক সময়ে তাহারা চাহিত না; পরে তাহারা চাহিলেও দেওয়া হয় নাই।

আর্য্য ও দাসের রক্তমিশ্রণ বর্ণ-ভেদের পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল এবং পরেও যখন মিশ্রিত হইয়াছে, তাহা হইতে জাত জনসংখ্যা, হয় একুলে, নয় ওকূলে স্থান পাইয়াছে এবং তদনুসারে তাহাদের ধর্ম্মাধিকার কৃতনির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে,— ব্রহ্ম বা স্তব প্রণেতৃ ঋষিগণের ভাগে যাহারা পড়িয়াছে, তাহারা ব্রাহ্মণ, তদ্ভিন্ন অন্যেরা অব্রাহ্মণ। প্রথমোক্তের বেদে ও ধর্ম্মে অধিকার আছে, অপরের তাহা নাই। এই প্রকারে হিন্দুরা এ দেশের পরাজিত অর্থাৎ দাস বা শূদ্রদিগকে বহুদিন হইতে ধর্ম্মাধিকারে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই অধিকার কেহ তাহাদিগকে দিতে পারে না। ইহা রাজদত্ত জিনিষ নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন স্বদেশীয় রাজা ইহা দাস বা শূদ্রদিগকে দেন নাই। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ও তাঁহাদের বিচারালয়গুলি ইহা তাহাদিগকে দিতে প্রতিশ্রুত নহেন বরং না দিতেই কৃতসঙ্কল্প ইহাই আমরা জানি। এজন্য আমরা হাইকোর্টের ইদানীন্তন ব্রাহ্মণ জজদিগের কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশে কিছুমাত্র বিস্মিত হই নাই। অন্তঃসলিলা স্রোতঃস্বতীর ন্যায় হিন্দুর ধর্ম্মনৈতিক ও সমাজ-নৈতিক জীবনের ব্যবহার-প্রণালী উক্ত নিষ্পত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। জজদিগের দোষ কি? সেইরূপ সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগে কায়স্থ-বৈদ্য প্রভৃতি অব্রাহ্মণদিগকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া গবর্ণমেণ্ট হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় অভিসন্ধি বা নীতি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ও তাঁহাদের উচ্চ আদালতগুলি প্রকারান্তে বলিতেছেন, এই সকল অধিকার দানের জিনিষ নহে, অর্জ্জনের জিনিষ! ক্ষত্রিয়ত্ব ভিক্ষা করিয়া মেলে না; বৈশ্যত্ব শতাব্দ ব্যাপিয়া শিখাসূত্র ধারণ করিলেও ঘটিতে পারে না। বৈদ্যেরও সেইজন্য বৈশ্যত্ব ঘটে নাই। ঘটিলে তাহারা ইতঃপূর্ব্বেই টোলবিভাগে স্থান পাইতেন।

আমাদের মতে অমিশ্রর ক্ত ভারতে দুর্লভ। তবে যাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বলিয়া জয়ঢক্কা নিনাদিত করিতে চান, করুন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত হিন্দুজীবনের স্বাধীন ধর্ম্মভাব তাঁহাদের স্ব স্ব ব্যবহারিক জীবনে প্রতিফলিত করিতে না পারিতেছেন, কেবলমাত্র বাক্যে ক্ষত্রিয়বীর ও বৈশ্যবীর বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, সে পর্য্যন্ত রঘুনন্দনী শৃঙ্খলা হইতে মুক্ত হইতেছেন না। সে পর্য্যন্ত তাঁহারা অব্রাহ্মণ,— ব্রহ্মপ্রধান অর্থ স্তব বা মন্ত্রপ্রধান ধর্ম্মে তাঁহাদের স্থান নাই,—তাঁহারা শূদ্র। তাঁহাদের আবার যাগযজ্ঞ বৈদিক ক্রিয়া কি?

কায়স্থ-বৈদ্য যজ্ঞসূত্র পরিহিত হইলেও তাহাদের ধর্ম্মজীবন স্বাধীন হয় নাই।

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহারা কেহ দেবার্চ্চনে ও যজ্ঞসম্পাদনে প্রবৃত্ত হন নাই। দেবস্পর্শ-দোষ প্রথা দ্বারা তাঁহারা উভয়েই বারিত। ক্ষত্রিয়াচার বা বৈশ্যাচার, কায়স্থ বা বৈদ্যের দৈনদিন জীবনে অতি অল্প মাত্রায়ই আচরিত হইতেছে। সুতরাং তাঁহারা পূর্ব্বেও যেরূপ অব্রাহ্মণ ছিলেন, এক্ষণও তাহাই আছেন। এরূপ অবস্থায় আমরা বিচার আলয় হইতে উপরোক্ত মীমাংসা ভিন্ন আর কি প্রত্যাশা করিতে পারি?

কায়স্থসভা আমাদিগকে মুহুরীর বংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জিদ করিতেছেন। শূদ্রত্বের ঘূর্ণায়মান অলি-গলি হইতে আমাদিগকে বাহির হইতে দেওয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয় না; যে বিজেতৃজাতি সিন্ধুনদের অপর পার হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই বিজেতা বৈদিকজাতির সহিত আমাদের সংস্রব আছে, ইহা তাঁহারা বলিতে চাহেন না এবং বঙ্গদেশেও যে আমরা বিজেতার বেশে প্রবেশ করিয়াছিলাম, বঙ্গে যে আর্য্য সভ্যতা বিস্তারের মূল কারণ আমরা, তাহাও তাঁহারা মুখে আনিতে অনিচ্ছুক। আমরা একটা অদ্ভুত প্রেতপুরবাসীর শুক্রশোণিতে উৎপন্ন হইয়া এই মর্ত্ত্যধামে ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে আসিয়া বাস করিতেছি, ইহাই তাঁহাদের শেষ ও স্থায়ী মত!!!

এই সকল কারণে আমাদের মনে হইতেছে, কায়স্থসভার কার্য্যপ্রণালী দ্বারা বঙ্গে ক্ষত্রিয় জীবনের আবির্ভাব হইতেছে না, বরং পূর্ব্বে কায়স্থ বলিলে লোকের মনে তাঁহার বংশমর্য্যাদার যে আভাস জাগিয়া উঠিত, তাহার ক্রমশঃ তিরোভাব হইতেছে; বঙ্গদেশীয় কায়স্থ ক্রমশঃ মান্দ্রাজী পেড়িয়ার (Pereah) স্থান অধিকার করিতেছে। কালক্রমে দেখা যাইবে যে, যে কিছু যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান অদ্যাপিও কোন কোন শ্রেণীর ক্ষায়স্থের গৃহে আছে, গবর্ণমেণ্ট ও বিচার আদালতগুলির অভিপ্রায় দেখিয়া পুরোহিতেরা তাহাও বিলুপ্ত করিয়া ফেলিবেন। সর্ব্বসাধারণ কায়স্থের গৃহে ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রকৃত প্রবর্ত্তক স্ত্রীলোক; পুরুষেরা তাঁহাদের আজ্ঞাবহ ও দ্বিতীয় স্থানীয়। পরন্তু স্ত্রীলোকেরা পুরোহিতের প্রতিভক্তিশীলা। অতএব এতদ্দ্বারা নিঃসন্দেহে অল্পকাল মধ্যেই পুরোহিতগণের প্ররোচনায় অতঃপর কায়স্থগৃহে অধিক মাত্রায় শূদ্রাচারেই ব্রতস্বস্ত্যয়ণ প্রভৃতি ইহ ও পারলৌকিক কার্য্যগুলি নিষ্পন্ন হইবে। বর্ত্তমান সময়েই অন্নপ্রাশনাদি সংস্কারগুলি ও দেবার্চ্চন নির্ব্বাহকালে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেও বেদমন্ত্রের তেমন ব্যবহার হয় না। অমুক ঋষি, অমুক ছন্দঃ ও অমুক কার্য্যে বিনিয়োগ এই বলিয়াই আহুতি প্রদান করা হয়। ইহা যে অমন্ত্রক কার্য্য, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিতে হইবে না। সুতরাং শূদ্রত্ব'ত সর্ব্বত্রই।

ক্ষত্রজীবন পূর্ণমাত্রায় আরব্ধ না হইলে এই অবস্থার কি প্রকারে উন্নতি হইবে, ইহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

তারপর, কায়স্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল অলীক কিম্বদন্তী এই বৈদিক জাতিকে শূদ্র করিয়া তুলিয়াছে, তাহার অপনোদনের চেষ্টার পথে কণ্টকারোপণ করিয়া কায়স্থনেতৃবর্গ আমাদের শূদ্রত্বই দৃঢ় করিতে বসিয়াছেন। সুতরাং আমাদের নিয়তি বড় ভয়াবহ। ইহা শূদ্রত্বমুখিনী! অলমিতি বিস্তারেণ।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

আত্মবিস্মৃত কায়স্থজাতি।

হে অনুপনীত কায়স্থ ভ্রাতাগণ! তোমরা ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে বিলম্ব করিতেছ কেন? ব্রাহ্মণদের জন্য ভীত হও কি? সকলেই'ত সমান নহে। সমাজে এমন ব্রাহ্মণও আছেন যিনি কায়স্থ কেন, শূদ্রদিগকে পর্য্যন্ত হাতে ধরিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন। তোমরা বোধ হয় নিজকে শূদ্র বলিয়া মনে কর? কিন্তু ভাই! তোমরা শূদ্রনহ ব্রাত্যক্ষত্রিয়, ইহা একটু বুঝিতে চেষ্টা কর। তেলি, মালী, যুগী, জোলা, কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের বেদ ও পূজায় অধিকার আছে, আর ক্ষত্রিয় তুমি, তোমার বেদ ও পূজায় অধিকার নাই, ইহা কোন প্রাণে বিশ্বাস কর? ধিক্ তোমাদিগকে, ধিক্ তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধিকে, আপনাকে আপনি চিনিতে পারিলে না? কচিৎ হীনচেতা ব্রাহ্মণের অত্যাচারে তোমাদের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। তোমরা কি সেই সিংহশিশু হইয়া মেষের ন্যায় রহ নাই? কায়স্থ-পত্রিকার পাঠকদিগের কৌতুহল চরিতার্থ নিমিত্ত সিংহশিশু ঘটিত উপাখ্যানটি এস্থলে বিবৃত করা গেল।

কোন বনে একটী গর্ভবতী সিংহী একদা শিকার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া সে দেখিতে পাইল, একদল মেষ রহিয়াছে; সে তৎক্ষণাৎ সেই মেষদলের উপর ঝম্প দিয়া পড়িল, ঐ চেষ্টায় তাহার দেহত্যাগ হইল এবং একটী মাতৃহীন সিংহ শাবক জন্মগ্রহণ করিল। মেষদল ঐ সিংহ শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন পালনের ভার লইল এবং মেষপালের সহিত একত্র পরিবর্দ্ধিত হইয়া মেষগণের ন্যায় তৃণ, গুল্ম, লতা

পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করিতে ও মেষের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল। এইরূপে অনেকদিন অতিবাহিত হইবার পর যদিও সে একটী রীতিমত সিংহ হইয়া দাঁড়াইল, তথাপি নিজকে মেষ বলিয়া ভাবিতে লাগিল। কিছুদিন পর আর একটী প্রকাণ্ড-কায় সিংহ শিকার অন্বেষণে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিয়াই আশ্চর্য্য হইল যে ঐ মেষপালের মধ্যে একটী সিংহ রহিয়াছে এবং বিপদের সম্ভাবনা দেখিবা মাত্রই পলাইয়া যাইতেছে। সিংহটী উহার নিকটে যাইয়া সে যে সিংহ, মেষ নহে তাহা বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু যেই সে অগ্রসর হইতে লাগিল, অমনি মেষদলের সঙ্গে সঙ্গে মেষ-সিংহও পালাইয়া যাইতে লাগিল। সেদিন আর সে তাহাকে ধরিতে পারিল না, কিন্তু মেষ-সিংহটী কোথায় থাকে, কি করে, স্নেহপরবশ হইয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল। ঘটনাক্রমে একদিন দেখিল সে এক জায়গায় শয়ন করিয়া ঘুমাইতেছে। সিংহটী দেখিবামাত্র তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল ও বলিল 'তুমি মেষ নও সিংহ।' মেষ সিংহটী চীৎকার করিয়া বলিল 'আমি মেষ, সিংহ নহি'। সে কোন মতে বিশ্বাস করে না যে সে সিংহ, বরং সে মেষের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল। সিংহ তাহাকে টানিয়া লইয়া একটী জলাশয়ের ধারে গমন করিয়া বলিল "এই দেখ তোমার প্রতিবিম্ব এই দেখ আমার প্রতিবিম্ব।" তখন সে এই দুইটীর সহিত তুলনা করিয়া একবার নিজের ও একবার সিংহের প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার এই ধারণা জন্মিল যে 'আমি সিংহ'। তখন সে সিংহ-গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার মেষবৎ চীৎকার কোথায় চলিয়া গেল। তাই বলিতেছিলাম, তোমরা অযথা ভ্রান্তিবশে নিজকে মেষ ভাবিয়া পড়িয়া আছ, নিজকে বড় দুর্ব্বল মনে করিয়া কষ্ট পাইতেছ, কিন্তু তোমরা মেষ নহ। সিংহ স্বরূপ, জগতের মহাশক্তি তোমাদের ভিতরে।

বাস্তবিক ভাই তোমরা সিংহের বংশধর হইয়াও মেষের ন্যায় রহিয়াছ। জাগ, উঠ, শাস্ত্ররূপদর্পণে একবার নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে যে তুমি শূদ্র নহ 'বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়'। শূদ্রের যদি বেদ পূজায় অধিকার থাকে তাহা হইলে তোমার থাকিবে না কেন? কতকগুলি শূদ্রাচারী কায়স্থ আছেন, তাহারা মুখে আস্থালন করিয়া থাকেন, অথচ উপনয়ন লন না, মনে করেন খুব চাল চালিতেছি। বিবাহাদিতে পূর্ব্ব পুরুষের নামের শেষে শূদ্রত্ব জ্ঞাপক 'দাস' 'দাসী" আখ্যা ইঁহারা অম্লানবদনে শ্রবণ করিয়া থাকেন—এমনকি ঐরূপ 'দাস''দাসী' বলিবারজন্য অনেককে আদেশ করিয়াও থাকেন। বড় গৌরবের বিষয় কি না? পিতামাতা শূদ্র এবং তুমি তাহাদের ঔরসজাত শূদ্র সন্তান! এর মত গৌরব আর কি আছে?

"কেউ নাচে ধনে জনে—কেউ নাচে কাটা কাণে"। বলি ওহে শূদ্রত্ব-গৌরবে গৌরবান্বিত কায়স্থগণ, শূদ্র কাহাকে বলে তাহা জান কি? শূদ্রের অধিবার কি পর্য্যন্ত, সে জ্ঞান আছে কি? যদি না থাকে তাহা হইলে দুই একটী বলি শ্রবণ কর।

কেহ বলেন শূদ্রের কোনই সংস্কার নাই, আবার কেহ বলেন যে, বিবাহ সংস্কার আছে, কিন্তু তাহাও অমন্ত্রক অর্থাৎ শূদ্র স্বয়ং মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবে না। যদি তুমি শূদ্রই হও, তাহা হইলে বিবাহকালে মন্ত্র উচ্চারণ কর কেন? অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, নামকরণ প্রভৃতি অন্যান্য সংস্কারগুলিই বা কর কেন? ওহে শূদ্রত্বাভিমানী জমিদার পুঙ্গব, তুমি তোমার ধনরাশি তোমার পুরোহিত ঐ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং তাহার স্বজাতিদিগকে বিতরণ কর না কেন? কারণ অর্থে এবং উহার সঞ্চয়ে'ত তোমার অধিকার নাই? বিশ্বাস না হয় শাস্ত্র-বচন শুন—

"বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্ দ্রব্যোপাদনমাচরেৎ।
ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্ত্তৃহার্য্য ধনো হি সঃ॥"৪১৭
(৮ম অধ্যায় মনু)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বিস্রব্ধচিত্তে দাস শূদ্রের ধন আত্মসাৎ করিতে পারে, যেহেতু তাহার নিজস্ব কিছুই নহে, উহার সমুদায় ধনই ভর্ত্তৃহার্য্য।

"শক্তেনাপি হি শূদ্রেন ন কার্য্যোধন সঞ্চয়ঃ।
শূদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে॥"১২৮
(১০ম অধ্যায় মনু)

অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম হইলেও শূদ্রের তৎসঞ্চয়ার্থ যত্নবান হওয়া উচিত নহে; কারণ, শাস্ত্র জ্ঞানহীন শূদ্র ধনমদে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণের অবমাননা করিতে পারে।

বুঝিলে ত উপার্জ্জনে নিষেধ নাই কিন্তু সঞ্চয়ে নিষেধ। তুমি সঞ্চয় না করিলে তাহার চলিবে কিরূপে? আর উপার্জ্জন করা যে সহজ নহে, তাহাও তিনি বিলক্ষণ জানেন, কাজেই তুমি উপার্জ্জন করিতে পার, কিন্তু তারপর? সমস্তই আত্মসাৎ করার অধিকার তাঁহার আছে, ইহা বলাই বাহুল্য। যেখানে তোমার সমস্ত ধনেই ব্রাহ্মণের অধিকার সেখানে পুরোহিতেরা ।০ স্থলে ॥০ দক্ষিণা চাহিলে, রোষকষায়িত লোচনে তাহার সঙ্গে কলহ আরম্ভ কর কেন? এ অপরাধে যে তোমার প্রাণদণ্ড হইতে পারে, তাহা জান কি?

"ব্রাহ্মণান্ বাধমানস্তু কামাদবররবর্ণজম্।
হন্যাচ্চিত্রৈর্বধোপায়ৈ রুদ্বেজনকরৈর্নৃপঃ॥"২৪৮
(৯ম অধ্যায় মনু)

শূদ্রবর্ণ যদি কামতঃ ব্রাহ্মণকে শারিরীক বা আর্থিক পীড়া দেয়, তবে রাজা উদ্বেগকর নাসিকা কর্ণচ্ছেদাদি বিবিধ বধোপায় দ্বারা তাহাকে বধ করিবেন।

এহেন ব্রাহ্মণকে তুমি চাকর নিযুক্ত করিতেও যে কুণ্ঠিত হও না দেখিতেছি। তাহার উপর প্রভুত্ব করার তোমার কোন অধিকার আছে কি? প্রভুত্ব দূরে থাকুক একাসনে উপবেশন করিলে কি শাস্তি তাহাও শুন।

"সহাসনমভিপ্রেপ্সু রুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ॥"

মনু ৮।২৮৭

অর্থাৎ শূদ্র যদি দর্পবশতঃ ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন করে, তবে রাজা উহার কটিদেশ লৌহময় তপ্ত শলাকা দ্বারা অঙ্কিত করিয়া উহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন, অথচ যেন না মরে এইরূপে তাহার পাছা কটিয়া দিবেন।

ওহে শূদ্রত্বাভিমানী কায়স্থবৃন্দ! দেখিলে কি প্রকার তোমাদিগকে দাগাইয়া ও পাছা কাটিয়া দিবার ব্যবস্থা? যদি বল, দেয় না; কেন? ইংরেজ রাজত্ব বলিয়া; নতুবা অনেক দগ্ধচিহ্ন, তোমাদের পশ্চাদঙ্গে দৃষ্ট হইত। তারপর দেখ—

"চতুর্থস্য তু বর্ণস্য প্রায়শ্চিত্তং ন বৈ ভবেৎ।
ব্রতং নাস্তি তপো নাস্তি হোমো নৈব চ বিদ্যতে॥৩
পঞ্চগব্যং ন দাতব্যং তস্য মন্ত্র বিবর্জ্জনাৎ।
খ্যাপয়িত্বা দ্বিজানান্তু শূদ্রো দানেন শুধ্যতি॥"৪

(৫ম অধ্যায় আপস্তম্ব সংহিতা)

চতুর্থ বর্ণ শূদ্র জাতির প্রায়শ্চিত্ত নাই, ব্রত নাই, তপস্যা নাই হোমও নাই, তাহাকে পঞ্চগব্য দিবে না, যেহেতু শূদ্রের মন্ত্র পাঠ বিধি নাই, শূদ্র দান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। নিষেধ সত্ত্বেও ব্রত প্রায়শ্চিত্তাদি তোমরা কর কেন? পঞ্চগব্য ব্যবহার কর কেন! পঞ্চগব্যপায়ী শূদ্র যে চিরদিন নরকে বাস করে? যথা—

"পঞ্চগব্য পিবেচ্ছুদ্রো ব্রাহ্মণস্তু সুরাং পিবেৎ।
উভৌ তৌ তুল্যদোষৌ চ বসতো নরকে চিরম্॥" অত্রি ২৯৪

পঞ্চগব্য অতি পবিত্র জিনিষ, তাহা পান করিলে তোমার নরক হইবে একথা বিশ্বাস হয় কি? সুরাসেবী ব্রাহ্মণেরা কি স্বর্গে বাস করিবেন না নরকে যাইবেন! সুরার বেলা দোষ নাই বোধ হয়।

"জপস্তপতীর্থযাত্রা প্রব্রজ্যা মন্ত্রসাধনম্।
দেবতারাধনঞ্চৈব স্ত্রীশূদ্র পতনানি ষট্॥"১৩৫ (অত্রি সংহিতা)

জপ, তীর্থ যাত্রা, তপস্যা, সন্ন্যাস, মন্ত্রসাধন, দেবতা-আরাধন এই ছয়টী কার্য্য স্ত্রী শূদ্রের পাতিত্যজনক। এ সব করা নিষেধ সত্ত্বেও তোমরা কর কেন? কেবল মাত্র প্রভুদের সেবা কর এবং (শূদ্রো দানেন শুধ্যতি) সর্ব্বস্ব দান করিয়া শুদ্ধ হও। এক্ষণে তোমাদের প্রাণের মূল্য কত তাহাও শুন।

"মার্জ্জার নকুলৌ হত্বা ভাষং মণ্ডুক মেবচ।
স্বগোধোলুক কাকাংশ্চ শূদ্রহত্যা ব্রতং চরেৎ॥" ১৩২

(মনু ১১শ অধ্যায়)

অর্থাৎ জ্ঞানতঃ বিড়াল, নকুল, ভাষ পক্ষী, ভেক, কুকুর, গোধা পেচক ইহাদের একটীকে হত্যা করিলে শূদ্র হত্যার সমান প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

হা ধিক! শূদ্রাচারী কায়স্থগণ, কুকুর, বিড়াল, ভেক, গাধা প্রভৃতির জীবন এবং তোমার জীবনের মূল্য যাহারা সমান বলিয়া মনে করিয়া থাকে, তোমরা এমনই ভারবাহী গর্দ্দভ যে তাহাদেরই ভার বহন করিতেছ। তাহাদিগকে পুরোহিতের আসনে বসাইয়াছ। তাহাদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছ। এমনও অকাল কুষ্মাণ্ড কায়স্থ আছে, যাহারা উপনয়ন বিদ্বেষী, শূদ্রাপবাদকারী, শাস্ত্র জ্ঞান-হীন ব্রাহ্মণ পাইলে হৃষ্টচিত্তে তাহাদের দ্বারা পূজা করায়, কিন্তু তাহাদের অনুপস্থিতিতে, সম্মুখে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সমর্থনকারী বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিতেও, তাঁহাদ্বারা পূজা করাইবে না, ইহাতে পূজা পতিত হয় সেও স্বীকার। কি আশ্চর্য্য! নিজকে শূদ্র বলিয়া অভিমান কর অথচ শূদ্র যে কি জিনিষ তাহা বুঝিয়া দেখিবে না? নিজকে শূদ্র বলিয়া মনে করিলে শূদ্রাচার ষোল আনাই প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

শূদ্রদের সম্বন্ধে শাস্ত্রবচন যে কয়েকটী উল্লেখ করা হইল, ইহাতেই বোধ হয় উত্তম-রূপে টের পাইবে যে, শূদ্র কি, এবং তাহাদের কর্ত্তব্য কি? এক্ষণে আমাদের অনুরোধ এই যে, হে শূদ্রাচারী ভ্রাতাগণ! আর তোমরা নিজকে শূদ্র বলিও না, অবিলম্বে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ কর। তোমরা যে শূদ্র নহ, আত্ম-বিস্মৃত কায়স্থাখ্য ক্ষত্রিয়। অতএব হে শূদ্রাভিমানী কায়স্থগণ! এখন আত্মোন্নতির দিকে দৃষ্টি কর। একথা এখন ব্রাহ্মণগণও স্বীকার করিতেছেন।

বিংশ শতাব্দী উন্নতির যুগ। এযুগে সকলেই স্বীয় স্বীয় উন্নতি সাধনে ব্যস্ত। দেখ মুসলমান তোমার হাতে খায় না, সূত্রধর, গোয়ালা, কামার, কুমার এমন কি যাহাদের জাতির স্থিরতা নাই, এমন যে বৈরাগী সে পর্য্যন্তও তোমার হাতে খাইতে চাহে না; অথচ তাহারা তোমাপেক্ষা কোন অংশেই উন্নত নহে? নিজেদের রন্ধনকৃত

অপকৃষ্ট দ্রব্যাদি ভোজন করিবে, তবু তোমার প্রদত্ত উৎকৃষ্ট ভোজ্য গ্রহণ করিবে না। তাহারা তোমার অপেক্ষা নিজকে হীন মনে করে না। পূর্ব্বে ঐ সব নিম্নশ্রেণীর লোক দ্বারা যে সব কাজ পাইতে আজকাল তাহারা সে সব কাজ আর করিতে চাহে না। বর্ত্তমানে জোর জবরদস্তি কাহারও উপর খাটে না। মুসলমান মোলবীরা বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন যে "হিন্দুর বাড়ী চাকরী করিও না, তাহাদের তার বহনাদি করিও না, তাহাদিগকে নৌকায় লইও না" ইত্যাদি কতকি? তারপর চাকর পর্য্যন্ত এখন দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে, ইহাতে কি বুঝিতে পার না যে উপায় থাকিতে আর কেহ কাহারও অধীন থাকিতে চাহে না, সকলেরই আত্মসম্মান জ্ঞান হইয়াছে।* চাকরকে একটু কর্কশ বলিলে সেও তল্পি গুটাইয়া রওনা হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে সমাজে সাড়া পড়িয়াছে, সকলেই জাগিয়াছে। কিন্তু হায়! শূদ্রাচারী কায়স্থ কেবল তুমিই নিজকে ছোট মনে করিয়া মোহনিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যদি বলেন "ওহে, তুমিত শূদ্র তোমার হাতে খাব না, তুমি শালগ্রাম শিলা স্পর্শ করিও না, ওঙ্কার উচ্চারণ করিও না, নরকে যাইবে"—অমনি তুমি "যে আজ্ঞা প্রভু" বলিয়া তাহাদের পদলেহনে প্রবৃত্ত হও। ধিক্ তোমাকে! ধিক্ তোমার বিদ্যাবুদ্ধিকে!! উপনয়নের আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর যুগি, রাজবংশী পর্য্যন্ত উপনয়ন লইয়া ফেলিল। রাজবংশীরা বলে যে "আমরা শূদ্র নহি পতিত ক্ষত্রিয়।" দুইদিন পরে হয়ত পতিত কথাটাও আর চলিবে না, কেবল ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিবে। অথচ শূদ্রত্বাভিমানী আহাম্বক কায়স্থগণ বলে কি যে—"রাজবংশীগণ যখন পৈতা লইতেছে, তখন সে পৈতার আবার মূল্য কি? উহা না লওয়াই ভাল।" বাস্তবিক পক্ষে পৈতার মূল্য আছে কি না আছে, তাহা ঐ রাজবংশীগণই বুঝিয়াছে। কিছুদিন পর সাহা, সুবর্ণবণিক, সদ্গোপ প্রভৃতির জাতিও বুঝিবে, কারণ এই আন্দোলনের যুগে তাহারাও নিজকে শূদ্র মনে করেনা। তাহারাও বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া উপনয়ন লইয়া বসিবে। যে কাজ ভাল তাহা সকলেই করিয়া থাকে, তাই বলিয়া তাহার কোন মূল্য থাকিবে না এর অর্থ কি? রাজবংশী পৈতা লইলেই যদি পৈতার মূল্য না থাকে, তাহা হইলে রাজবংশী এবং তথাকথিত

* আমাদের মনে হয় দেশের কতিপয় পাশ্চাত্য শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তি সনাতন হিন্দুশাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের প্রতি দোষ দেখাইয়া নিম্নবর্ণের স্বার্থ ঘোষণা করায় সমাজে তাদৃশ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। যাহারা শাস্ত্রের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে অসমর্থ, তাহারাই বেদস্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া নিম্নবর্ণের উচ্চাধিকারের ব্যাখ্যা করিয়া বেড়ান।

কা: প: প:

মুচি, মেথর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু এবং মুসলমানগণ পর্য্যন্ত বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া, উচ্চশিক্ষার কি কোন মূল্য নাই বলিতে হইবে? ছোট লোকেরাও আজকাল উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকে, অনেকে আহারাদিও ভাল করিয়া থাকে, তবে কি তুমি উৎকৃষ্ট দ্রব্যসম্ভার এবং উৎকৃষ্ট ভোজ্য পানীয় প্রভৃতি ব্যবহার করিবে না? দিঘাপাতিয়ার রাজার সুরম্য হর্ম্ম্য, বাগানবাটী বিদ্যালয় এবং রাজোচিত অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য আছে বলিয়া কি নাটোর, দিনাজপুর, কাকিনা, নড়াইল প্রভৃতি স্থানের রাজন্যবৃন্দ অট্টালিকা ও বাগান বাটী নির্ম্মাণ, স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি দেশহিতকর কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন? যাহা ভাল তাহা সকলেই করিয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উন্নতি করিতেছে বলিয়া তুমিও'ত উন্নতি লাভের চেষ্টা হইতে বিরত হও নাই? তাই বলি ভ্রাতাগণ জাগিয়া ঘুমাইও না। উপনয়নের মর্য্যাদা অবশ্যই আছে, নতুবা সকলেই উপনয়ন লইবার জন্য ব্যস্ত হইবে কেন? আর ইহাও মনে রাখিও যে অধিকারীর হাতেই অধিকার থাকে। এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া তুমি বি-এ পাশের কাজ করিতে পারিবে না। অনধিকারী হইয়া যদি কেহ উপনয়ন গ্রহণ করে, তাহা হইলে দুই দিন অগ্র পশ্চাৎ সে তাহা কখনই রক্ষা করিতে পারিবে না। সে সব চিন্তা তোমার করিবার আবশ্যক কি ভাই? তোমার নিজের যাহা অধিকার তাহা তুমি গ্রহণ কর না কেন? এক পয়সার জিনিষ যদি হারাইয়া যায় তাহা হইলে মাথা খুঁড়িয়া মর আর তোমার পূর্ব্ব পুরুষদের অধিকৃত চির পবিত্র ও চির গৌরবান্বিত অমূল্য যজ্ঞসূত্র গাছা হারাইয়াছ বলিয়া কি একটুও দুঃখ হয় না? অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ পৈতৃকভূমি কেহ বেদখল করিলে তুমি উহা লাভের জন্য কত মামলা, মোকদ্দমা, ফৌজদারী প্রভৃতি করিয়া থাক, আর যে পৈতা অভাবে আজ তুমি অধঃপাত যাইতে বসিয়াছ, নিজের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছ, ব্রাহ্মণগণ তোমাকে ঘৃণিত শূদ্র বলিয়া মনে করেন, তুমি অম্লানবদনে তাহা সহ্য করিয়া আসিতেছ! এমন কি তাহার বিরুদ্ধেও কোন কথা বলিতেছ না। হায় কায়স্থ! তোমার কি অধঃপতনই না হইয়াছে! এই সুদীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর ব্যাপী আন্দোলনেও তোমার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল না। তুমি নিজকে চিনিতে পারিলে না। কুম্ভকর্ণ ছয়মাস নিদ্রার পর নাকি একদিন জাগিত। আর তুমি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানব হইয়াও কত যুগ যুগান্তর হইতে ঘুমাইতেছ, এক দিনও জাগিলে না। একবার উঠ ভাই, উঠ, নয়ন মেলিয়া দেখ বিংশশতাব্দীর নব অরুণালোকে চারিদিক উদ্ভাসিত, ছোট বড় উচ্চ নীচ সকলেই আপন আপন অধিকার লাভে ব্যস্ত। তুমি কেন ভাই নিশ্চেষ্ট থাকিবে? শীঘ্র ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়া

জাতীয় অপবাদ দূর কর। ব্রাহ্মণদের জন্য বৃথা ভয় কর কেন? ঐ দেখ তাঁহারাই শূদ্রদিগকে অধিকার দিবার জন্য গ্রন্থ লিখিতেছেন। এর পর আর বোধ হয় কেহই নিজকে শূদ্র বলিয়া স্বীকার করিবে না। শাস্ত্র যুক্তিতে যদি শূদ্রত্ব পরিহার করিতে নাও পার, তথাপি শূদ্রগণের বিরুদ্ধে যে সব বিধি ব্যবস্থা আছে, তাহা কস্মিন্‌কালেও কেহ স্বীকার করিবে না, কারণ শূদ্রও মানুষ'ত বটে! ঈশ্বরের অংশ সকলের ভিতরেই আছে, তবে তাহাদের প্রতি এত অত্যাচার কেন? ভাল কাজ করিলে পাপ হয় তাহা বালকেও স্বীকার করিবে না। তাই বলি ভাই! আর নিজকে 'শূদ্র' 'শূদ্র' বলিও না, এখনও যদি তোমার শূদ্রত্বাভিমান দূর না হয়, তাহা হইলে অতঃপর তোমরাই শূদ্র পদবাচ্য হইয়া থাকিবে। অপরাপর নিম্নশ্রেণীর জাতিসমূহ উঠিয়া পড়িবে।

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সেনবর্ম্মা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

উচ্চ শিল্প বিদ্যালয়ঃ—

কাশীমবাজারের মাননীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, কে-সি-আই-ই, দেশের মধ্যবিত্ত ও সাধারণ গৃহস্থের উন্নতি কামনায় বহুদিন হইতে যে একটী শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়া আসিতেছিলেন, সম্প্রতি কলিকাতা (মানিকতলা রোডের) কাঁকুড়গাছিতে 'Kankurgachi Academical and Training School' নামক একটী শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের সহিত ভূতপূর্ব্ব Royal Engineer Captain J. W. Petavel সাহেবের Indian Polytechnic Co-operative Associationএর সংযোগ আছে।

এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য—নব্য ধরণে অতীতকালের অর্থনীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পেটাভেল সাহেবের এবং তত্ত্বাবধায়কগণের অধীনে থাকিয়া উচ্চ শিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষা পাইবে।

বিদ্যালয়ে পড়া, থাকা এবং খাওয়ার জন্য মাসিক ২০৲ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। শীঘ্রই যত কমে পারা যায় চেষ্টা করা হইবে।

ছাত্রেরা যাহাতে তাহাদের মাসিক ব্যয় স্বীয় উপার্জ্জনে নির্ব্বাহ করিতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা হইবে।

প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের জন্যও বিশেষ বিভাগ খোলা হইবে। প্রবেশিকা পরীক্ষার তিন বৎসর অন্তে City ও Guild Technical Instituteএ Electrical ও Mechanical Engineeringএর সার্টিফিকেটের জন্য পরীক্ষার্থীদিগকে পাঠান যাইবে। দুই বৎসর পড়িয়া Surveyingএর Certificate পাইবে।

মহারাজা কয়েকটী ছাত্রকে বিনা বেতনে পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া free scholarship দিবেন। আমাদের দেশের গণ্যমান্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের বর্ত্তমান অন্নসমস্যার অপনোদন করিতে সাহায্য করিবেন।

কাহারও এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে তিনি ৩০২নং অপার সার্কুলার রোড, প্রোফেসার বি, সি চ্যাটার্জ্জির নিকট লিখিলে জানিতে পারিবেন।

কায়স্থ-সভার গত বার্ষিক অধিবেশনে ব্যারিষ্টার শ্রীযুত প্রমথনাথ দত্ত এম্-এ, শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপন কালে উচ্চ-শিল্পবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কায়স্থ সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কাশীমবাজারের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর এখন শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আমাদের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা কায়স্থ মহোদয়গণ তাঁহাদের বর্ত্তমান অন্নসংস্থানের দুর্দ্দিনে আপনাপন বালক ও যুবকদিগকে শিল্পবিদ্যা শিক্ষার্থ এই বিদ্যালয়ে প্রেরণ করুন।

সংস্কৃত কলেজের টোলে কায়স্থ-ছাত্র ঃ—

গত সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকায় পাঠকগণ জানিতে পারিয়াছিলেন, সংস্কৃত কলেজের টোলে কায়স্থছাত্রকে ব্রাহ্মণ ছাত্রের তুল্যাধিকার দিয়া ভর্ত্তি করিতে গভর্ণমেণ্ট সঙ্কোচিত হইয়াছেন। কিন্তু কায়স্থ-সভার শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্নে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম-এ, পি-এইচ্-ডি, এম্-আর্-এ-এস্, এফ্-এ-এস্-বি মহোদয়ের সহৃদয়তায় এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের দয়ায় জেলা ফরিদপুরের অন্তঃপাতী মালিগ্রাম নিবাসী বঙ্গজ মধ্যল্য দাসবংশীয় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায় মহাশয়ের কৃতীপুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রকুমার ব্যাকরণ-কাব্য-সাংখ্য-তর্কতীর্থকে উক্ত টোলের বেদান্ত অধ্যয়নার্থ ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অধ্যক্ষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীমানের থাকিবার নিমিত্ত স্থানও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই সহৃদয়তায় আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

কায়স্থের কালীপূজা :—

বাঁকীপুর এক্সপ্রেসের জনৈক সংবাদদাতা লিখিতেছেন, গত ১লা আষাঢ় বাঁকীপুরের বরা ষ্টেশন বাজারনিবাসী শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয় তাঁহার সহধর্ম্মিণীর স্বহস্ত নির্ম্মিত ৺কালী প্রতিমা তিনি স্বয়ংই ষোড়শোপচারে পূজা করিয়াছেন। পূজাকালে উপস্থিত পূজাভিজ্ঞগণ বলিয়াছেন, ঘোষমহাশয় কায়স্থ হইয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজার কোন অঙ্গহানি না করিয়াই পূজা সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন। মাতৃমূর্ত্তির গঠন সৌকার্য্যের জন্যও তাঁহার সতী-সীমন্তিনী-পত্নী যথেষ্ট সুখ্যাতি পাইয়াছেন।

সভাসমিতি :—

বিগত ৭ই আষাঢ় ১৩২৩। জেলা যশোহরের অন্তর্গত নড়াইল মহকুমার ধোপাদহ গ্রামে উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীযুত কেশবচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীতে তদীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মিত্রের তত্ত্বাবধানে একটী কায়স্থ-সভার অধিবেশন হইয়াছে। উক্ত সভায় জয়পুর, ধোপাদহ, বহুপটী প্রভৃতি গ্রামের কায়স্থবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন; সর্ব্বসম্মতিক্রমে জয়পুর নিবাসী শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কায়স্থজাতির পরমহিতৈষী স্বেচ্ছাসেবক ও প্রচারক শ্রীযুত যজ্ঞেশ্বর মিত্র বর্ম্মা মহাশয় অতি প্রাঞ্জলভাষায় কায়স্থজাতির ইতিহাস এবং বর্ণ-ধর্ম্মাদি সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি গৃহীত হয়।

১। আপাততঃ জয়পুর, ধোপাদহ ও বহুপটী এই তিন গ্রামের কায়স্থবর্গের সম্মিলনে একটী স্থায়ী সমিতি গঠিত হইল এবং উহা যশোহর কায়স্থ-সমিতির শাখা-সমিতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

২। সমিতির উদ্দেশ্য—কায়স্থের বর্ণানুমোদিত আচার ও ধর্ম্মসংরক্ষণ। স্থানীয় কায়স্থগণের শিক্ষার উন্নতিবিধান, এবং দরিদ্র কায়স্থ ছাত্রদিগকে সাহায্য প্রদান। স্থানীয় কায়স্থগণের ভিতর সামাজিক কি বৈষয়িক বিবাদ মীমাংসার চেষ্টা। বিবাহে পণ প্রথার কঠোরতা লঘু করিবার চেষ্টা।

উপসংহারে বক্তব্য এই—জয়পুরের সুপ্রসিদ্ধ ঘোষবংশীয় শ্রীযুত নীলকান্ত ঘোষ বি-এ এবং নড়াইলের সুপ্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুত দীননাথ ধর মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত রমেশচন্দ্র ধর বি-এ মহাশয়দ্বয়ের উৎসাহ এবং চেষ্টা বিশেষ ধন্যবাদের যোগ্য. উভয়েই উন্নতমনা।

উপনয়ন :—

২০শে বৈশাখ, ১৩২৩। ফরিদপুর কায়স্থ-ধর্ম্মপ্রচার-সমিতির যত্নে শিরথাড়া গ্রামে উক্ত গ্রামের বঙ্গজ শ্রীযুক্ত রাজকুমার দত্ত, শ্যামাকান্ত দত্ত, রসিকলাল গুহ, নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, অবিনাশচন্দ্র বিশ্বাস, মনীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মুকুন্দচন্দ্র বিশ্বাস, মন্মথনাথ ঘোষ, রজনীকান্ত বিশ্বাস, কুলচন্দ্র গুহ, আশুতোষ গুহ ও ভূতনাথ গুহ এই ত্রয়োদশজন যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনীত হইয়াছেন। আর্য্যদত্তপাড়ার শ্রীযুক্ত শশধর বিদ্যারত্ন, হরিগঞ্জের শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র পাঠক এবং ব্রাহ্মণাদির শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র শর্ম্মমজুমদার যথাক্রমে আচার্য্যাদির কার্য্য করিয়াছেন।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩। জেলা পাবনার অন্তঃপাতী খলিলপুরের শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র-নাথ গুহ জোয়ারদার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। খলিলপুর সাকিনের বঙ্গজ শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস জোয়ারদার ও রসিকলাল গুহ; মুরারিপুর সাকিনের শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী ঘোষ, সতীশচন্দ্র কর, বসন্তকুমার সরকার, লালনচন্দ্র নন্দী, এই ছয়জন যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনীত হইয়াছেন।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩। জেলা পাবনার অন্তর্গত হাসামপুরের শ্রীযুক্ত জানকীনাথ গুহচৌধুরী মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। উক্ত গ্রামের বঙ্গজ শ্রীযুক্ত যুগলকৃষ্ণ বসু, গোপালচন্দ্র বসু, সতীশচন্দ্র গুহচৌধুরী, যোগেশচন্দ্র গুহচৌধুরী, সুরেশচন্দ্র গুহ-চৌধুরী, কেদারনাথ সরকার এই ছয়জন যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনীত হন।

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩। জেলা যশোহরের অধীন সালতা-ফুলবাড়ীর দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ঘোষ ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনীত হইয়াছেন।

৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩। ফরিদপুর কায়স্থ-ধর্ম্মপ্রচার সমিতির চেষ্টায় চা'ররশির বঙ্গজ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সোম, বসন্তকুমার রায়, রসিকলাল ভৌমিক, সুরেন্দ্রমোহন গুহ, নগেন্দ্রনাথ ভৌমিক, মেঘনাথ ঘোষ, দীনেশচন্দ্র বসু এবং শ্যামপুর সাকিনের শ্রীযুক্ত রসিকলাল বিশ্বাস, রমেশচন্দ্র বিশ্বাস, কুঞ্জবিহারী দে, ভুবনমোহন ভৌমিক, নগেন্দ্রমোহন দত্ত, বিনোদবিহারী ঘোষ এই দশজন যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনীত হইয়াছেন।

১৪ই আষাঢ়, ১৩২৩। জেলা পাবনার অধীন খলিলপুর কেন্দ্র। উক্ত গ্রামের বঙ্গজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুহ জোয়ারদার, দেবেন্দ্রনাথ গুহজোয়ারদার; বাঘলপুরের

শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মিত্র; মুরারীপুরের শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ, কেদার নাথ ঘোষ, রমনীকান্ত ঘোষ, শ্রীনাথ কর, অভয়চরণ সরকার, গুরুচরণ নন্দী, অনাথবন্ধু নন্দী, মাধব চন্দ্র নন্দী; কালিকাপুরের শ্রীযুক্ত রায়চাঁদ গুহ, তারিণীচরণ চন্দ্র, বিপিনবিহারী দাস, অভয়চরণ দাস, গঙ্গাধর রাহা, প্রসন্নকুমার দাস, নিবারণচন্দ্র গুহ, বেণীমাধব সরকার; হাসামপুরের শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন জোয়ারদার, সীতানাথ দাস, দেবেন্দ্রনাথ পাট্টাদার; গড়গ্রামের শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ পাল এবং জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত বেড়াডাঙ্গার শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ঘোষ এই চব্বিশজন যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনীত হইয়াছেন। খলিলপুরের শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সাগরকান্দির শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য এবং হাসামপুরের শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ শর্ম্মভৌমিক আচার্য্যাদির কার্য্য করিয়াছেন।

১৮ই আষাঢ়, ১৩২৩। যশোহর জেলার অন্তর্গত গুয়াতলী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মিত্র মহাশয় তাঁহার বাটীর কেন্দ্রে, স্বয়ং ও আজমপুর সাকিনের—শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ ঘোষ বি-এ; গুয়াতলী সাকিনের শ্রীযুক্ত যাদুগোপাল মিত্র, ললিতমোহন মিত্র, জ্ঞানদাপ্রসাদ বসু, কালীপদ রাহা, সহায়নারায়ণ রাহা, হেমলাল রায়চৌধুরী; পুড়াপাড়া সাকিনের—শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, রাজনারায়ণ ঘোষ; সুখপুকুরিয়া সাকিনের—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু, নরেন্দ্রনাথ বসু, নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রহ্লাদচন্দ্র বসু, ভুপেন্দ্রনাথ বসু, সতীশচন্দ্র মিত্র; সর্ব্বানন্দ হুদা সাকিনের—শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায়, পঞ্চানন বসু; মাধবপুর সাকিনের—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রভূষণ সিংহ, চন্দ্রভূষণ মিত্র, কৃষ্ণবিহারী ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, রসিকলাল দে, অতুলকৃষ্ণ মিত্র এই একুশজন দক্ষিনরাঢ়ীয় কায়স্থ যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

১৮ই আষাঢ়, ১৩২৩। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁহার কলিকাতার বাসাবাটীতে যে কেন্দ্র করেন। জেলা ফরিদপুরের অধীন দীঘলিয়া-কাশীমপুর সাকিনের—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু, লক্ষ্মীকান্ত দাস, প্রফুল্লকুমার দাস; গোয়ালা-বগাইল সাকিনের—শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় দে; ইশিবপুর সাকিনের—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বিশ্বাস, গোপালচন্দ্র দাস; মাচপাড়া সাকিনের—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস; শরমঙ্গল সাকিনের—শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দাস, নেপালচন্দ্র সরকার, নিবারণচন্দ্র সোম, হারাণচন্দ্র দাস, হরকুমার দে তালুকদার, কুলচন্দ্র দত্ত, ভোলানাথ দাস, রতিকান্ত দাস, ত্রৈলোক্যনাথ দাস, লোকনাথ দাস, আশুতোষ দত্ত, নন্দকুমার দাস, দেবেন্দ্রনাথ পাল, মনোমোহন দাস, চিন্তাহরণ সরকার, মনোদচন্দ্র পাল, সতীশচন্দ্র দাস, শরচ্চন্দ্র দাস,

বিশিষ্ট সাকিনের—শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রমোহন সরকার, সুধীররঞ্জন দত্ত, নিরঞ্জন দত্ত, শ্যামাপদ সরকার; নগর সাকিনের—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস। এই ত্রিশজন সদ্বংশীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রফুল্লকুমার শর্ম্মমজুমদারের পৌরোহিত্যে উপনীত হইয়াছেন।

ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ :—

গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ জেলা নদীয়ার হাঁসপুকুরিয়ার শ্রীমান্ সুধীরকুমার দত্ত বর্ম্মার সহিত মহেশপুর নিবাসী ৺হেমচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুষমাসুন্দরী দেবীর শুভ-বিবাহ ক্ষত্রিয়াচারে কুশণ্ডিকা ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩। জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত পোড়াব্যুহ নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্তের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ জ্যোতিষচন্দ্র দত্তবর্ম্মার সহিত রায়পুর নিবাসী ৺যুত অক্ষয়কুমার বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরযুবালা দেবীর ক্ষত্রিয়াচারে শুভ-পরিণয় সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে নিবারণ বাবু বরপণ বা খরচা বাবদ একটী পয়সাও গ্রহণ না করিয়া যেরূপ উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়! কায়স্থ মাত্রেরই তাঁহার এই উদার দৃষ্টান্তের অনুকরণ অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রেরিত পত্র :—

শ্রীশ্রীহরি শরণং।

২৮নং ভবানীচরণ দত্তের লেন,
কলিকাতা।

মাননীয় কায়স্থ-পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়, মান্যবরেষু—

সবিনয় নমস্কার পুরঃসর নিবেদন, শ্রদ্ধেয় মিত্র মহোদয়! নিম্নের লিখিত স্থানীয় সংবাদটী আপনার "বঙ্গীয় কায়স্থ-পত্রিকায়" প্রকাশ করিয়া চিরবাধিত করিবেন।

ইতি ১৩২৩। ৬ই আষাঢ়।

বিনয়াবনত—
শ্রীহৃষীকেশ সিংহ।

বাঁকুড়া জিলান্তর্গত চাকদহ গ্রামনিবাসী উত্তররাঢ়ীয় প্রসিদ্ধ মিত্র মজুমদার বংশীয় ৺রায় রামকুমার মজুমদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বসন্তকুমারের সহিত, কলিকাতা

পটুয়াটোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ আইচ মহাশয়ের কন্যার শুভোদ্বাহ গত কল্য সম্পন্ন হইয়াছে। বিষ্ণুপুর নিবাসী অনেকগুলি গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ-কায়স্থ এই আন্তর্গণিক বিবাহে উৎসাহবর্দ্ধন জন্য সমাগত হইয়াছিলেন। উত্তররাঢ়ীয় দক্ষিণরাঢ়ীয়ের এই প্রাণগিক আদান প্রদান দেখিয়া আমরা নিরতিশয় প্রীত হইয়াছি।

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ ঃ—

(ত্রয়োদশাহে)

১লা আষাঢ়, ১৩২৩। জেলা মুর্শিদাবাদের অরঙ্গাবাদ নিবাসী ধর্ম্মপ্রাণ, কর্ম্মবীর ৺কেদারনাথ বর্ম্মা মজুমদারের আদ্যশ্রাদ্ধ ও তদঙ্গ ব্রাহ্মণ-ভোজন, এবং অতঃপর স্বজাতি ও অন্যান্য জাতির ভোজন ব্যাপার নির্ব্বাহিত হইয়াছে। কেদার-বাবু সরকারী চাকুরী করিয়া জীবনে অনেক অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন; কিন্তু সদ্ব্যয়ে মুক্তহস্ত ছিলেন বলিয়া কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি পরিণত বয়সে সপরিবারে গায়ত্রী দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা যতদূর জানি, তাঁহার গৃহেই মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে প্রথম উপনয়ন-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। স্থানীয় সঙ্কীর্ণচেতা ব্রাহ্মণগণের এবং কোন কোন নীচমনা কায়স্থ ধুরন্ধরের প্রতিকূলতাকে তৃণজ্ঞানপূর্ব্বক সদর্পে স্বীয় কর্ম্মজীবনের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া, তিনি ক্ষত্রিয়োচিত সৎসাহসের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কৃতবিদ্য পুত্রদ্বয়ের বিবাহে তিনি কন্যাকর্ত্তৃগণের নিকট এক পয়সাও দাবি করেন নাই। কায়স্থসমাজে আমরা তাঁহার ন্যায় কর্ম্মবীর দেখিতে চাই। তাঁহার প্রথম পুত্র কায়স্থ-পত্রিকার পাঠক-গণের নিকট সুপরিচিত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বর্ম্ম মজুমদার বারেন্দ্র সমাজ মধ্যে বোধ হয় প্রথম উপনীত কায়স্থ।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

দ্বিতীয় অধিবেশন।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৩২৩, অপরাহ্ণ ৫টা।

৮৫নং গ্রেষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিত ঃ—

(১) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা (সভাপতির আসনে সমাসীন)।
(২) „ মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মরায়।
(৩) „ বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা।
(৪) „ বসন্তকুমার সেনবর্ম্মা।
(৫) „ নগেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী।
(৬) „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্ম শাস্ত্রী।
(৭) „ নগেন্দ্রনাথ বর্ম্মপ্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।
(৮) কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মভাবসাগর।
(৯) „ গোপালচন্দ্র দে।
(১০) „ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ।
(১১) „ যোগেশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা।
(১২) শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা (সম্পাদক)
(১৩) „ হীরালাল মিত্র বর্ম্মা (সাধারণ সভ্য)

নড়াইলের রায় কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, কুষ্টিয়ার শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মজুমদার, রংপুরের শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ এবং অন্যতম সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা ইঁহারা অনিবার্য্য কারণে অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করত পত্র লিখেন।

সভারম্ভে **গত কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির কার্য্য-বিবরণী** পঠিত এবং **বৈশাখ মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব** প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পটুয়াটোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ আইচ মহাশয়ের কন্যার শুভোদ্বাহ গত কল্য সম্পন্ন হইয়াছে। বিষ্ণুপুর নিবাসী অনেকগুলি গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ-কায়স্থ এই আন্তর্গণিক বিবাহে উৎসাহবর্দ্ধন জন্য সমাগত হইয়াছিলেন। উত্তররাঢ়ীয় দক্ষিণরাঢ়ীয়ের এই প্রাথমিক আদানপ্রদান দেখিয়া আমরা নিরতিশয় প্রীত হইয়াছি।

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ ঃ—

(ত্রয়োদশাহে)

১লা আষাঢ়, ১৩২৩। জেলা মুর্শিদাবাদের অরঙ্গাবাদ নিবাসী ধর্ম্মপ্রাণ, কর্ম্মবীর ৺কেদারনাথ বর্ম্মা মজুমদারের আদ্যশ্রাদ্ধ ও তদঙ্গ ব্রাহ্মণ-ভোজন, এবং অতঃপর স্বজাতি ও অন্যান্য জাতির ভোজন ব্যাপার নির্ব্বাহিত হইয়াছে। কেদার-বাবু সরকারী চাকুরী করিয়া জীবনে অনেক অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন; কিন্তু সদ্ব্যয়ে মুক্তহস্ত ছিলেন বলিয়া কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি পরিণত বয়সে সপরিবারে গায়ত্রী দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা যতদূর জানি, তাঁহার গৃহেই মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে প্রথম উপনয়ন-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। স্থানীয় সঙ্কীর্ণচেতা ব্রাহ্মণগণের এবং কোন কোন নীচমনা কায়স্থ ধুরন্ধরের প্রতিকূলতাকে তৃণজ্ঞানপূর্ব্বক সদর্পে স্বীয় কর্ম্মজীবনের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া, তিনি ক্ষত্রিয়োচিত সৎসাহসের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কৃতবিদ্য পুত্রদ্বয়ের বিবাহে তিনি কন্যাকর্ত্তৃগণের নিকট এক পয়সাও দাবি করেন নাই। কায়স্থসমাজে আমরা তাঁহার ন্যায় কর্ম্মবীর দেখিতে চাই। তাঁহার প্রথম পুত্র কায়স্থ-পত্রিকার পাঠক-গণের নিকট সুপরিচিত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বর্ম্ম মজুমদার বারেন্দ্র সমাজ মধ্যে বোধ হয় প্রথম উপনীত কায়স্থ।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

দ্বিতীয় অধিবেশন।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৩২৩, অপরাহ্ণ ৫টা।

৮৫নং গ্রেষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিত ঃ—

(৮) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা (সভাপতির আসনে সমাসীন)।

(৯) „ মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মরায়।

(৮) „ বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা।

(৮) „ বসন্তকুমার সেনবর্ম্মা।

(৮) „ নগেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী।

(৯) „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্ম শাস্ত্রী।

(৮) „ নগেন্দ্রনাথ বর্ম্ম প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

(৯) কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মভাবসাগর।

(৮) „ গোপালচন্দ্র দে।

(৬) „ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

(৮) „ যোগেশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা।

(৮) শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা (সম্পাদক)

(৮) „ হীরালাল মিত্র বর্ম্মা (সাধারণ সভ্য)

নড়াইলের রায় কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, কুষ্টিয়ার শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মজুমদার, রংপুরের শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ এবং অন্যতম সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা ইঁহারা অনিবার্য্য কারণে অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করত পত্র লিখেন।

সভারম্ভে **গত কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির কার্য্য-বিবরণী** পঠিত এবং **বৈশাখ মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব** প্রদর্শিত হইলে উভয়ই **সর্ব্বসম্মতিক্রমে** গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্যের রাজ সম্মানে আনন্দ প্রকাশ। (ব) নিম্নলিখিত সভ্যদ্বয় ভারত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের জন্মোৎসবে 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হওয়ায় উপস্থিত সভ্যবৃন্দ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। এবং সভার এই আনন্দ বার্ত্তা সম্মানপ্রাপ্ত উক্ত মহোদয়দ্বয়কে লিখা হউক, স্থির হইল।

(দ) শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু মল্লিক (কাশী রাজ্যের প্রধান বিচার পতি)।

(দ) „ গৌরীশঙ্কর বর্ম্ম রায় (কটক)

(খ) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কায়স্থ সদস্য নির্ব্বাচনে আনন্দ প্রকাশ। নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়ায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। এবং এই সংবাদ তাঁহাদিগকে লেখা হউক, স্থির হইল।

(ব) শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা বি-এল্ (কুমিল্লা)

(উ) কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর। (কলিকাতা)

(দ) রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর (কলিকাতা)*

(দ) ডাক্তার দেবপ্রসাদ বসু সর্ব্বাধিকারী এম-এ, এল্ এল্ ডি, সি-আই-ই, কলিকাতা*

(দ) শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল্ (কলিকাতা)

(দ) শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রনাথ রায় (নড়াইল) *

(দ) রায় মহেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর (হুগলি)

(ব) রায় শ্রীনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর (ময়মনসিংহ)

(দ) শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবিহারী দত্ত, ব্যারিষ্টার (মেদিনীপুর *

দ্বিতীয় প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। সভার নিম্নলিখিত সভ্যগণের মৃত্যু সংবাদে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ মৃতগণের অতীত জীবনের স্বজাতি হিতৈষণা প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিলেন। এবং সভার এই সমবেদনা মৃত মহাত্মাগণের জ্যেষ্ঠপুত্রদিগকে লিখিয়া, তাঁহাদিগকে এই মহাসভার সভ্যপদ গ্রহণ নিমিত্ত অনুরোধ করা হউক, স্থির হইল।

(বা) কেদারনাথ সরকার, সাং শাঁখারীপাড়া (পাবনা)

(দ) চারুচন্দ্র বসুমল্লিক (কলিকাতা)

(দ) চারুচন্দ্র ঘোষ, সাং রাজিবপুর (২৪ পরগণা)

(উ) বিজয়শঙ্কর মজুমদার, সাং জোতনবারাম (রংপুর)

(দ) বেণীমাধব মিত্র (অবসর প্রাপ্ত সবজজ, দেওঘর)

* চিহ্নিত মহোদয়গণ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্য নহেন।

তৃতীয় প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভ্য মনোনীত হইলেন।

(দ) শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসুবর্ম্মা, সাং ৪১নং কাঁসারীপাড়া রোড্ ভবানীপুর (কলিকাতা)

(ব) „ ননীলাল রায়চৌধুরী, সাং রায়নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন, (কলিকাতা)

(উ) ডাক্তার বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, এম-বি, সাং ১০৯ কলেজষ্ট্রীট্, (কলিকাতা)

(দ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার বসু, এম-এ, বি-এল্, সাং শিকদারবাগান ষ্ট্রীট্, (কলিকাতা)

(দ) „ তারকনাথ দেববর্ম্মা, সাং মল্লিক লেন, (কলিকাতা)

(দ) „ ক্ষেত্রনাথ মিত্র, সাং বাগেরহাট, (খুলনা)

(উ) „ ভবেশচন্দ্র মজুমদার, সাং কুরুমগ্রাম, (বীরভূম)

(উ) „ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঘোষ, ব্যারিষ্টার, সাং হ্যারিংটন ষ্ট্রীট, (কলিকাতা)

(দ) „ কৃষ্ণপদ ঘোষ, সাং রতনগঞ্জ, (যশোহর)

(উ) ডাক্তার অক্ষয়কুমার ঘোষ, সাং পাঁচখুপী, (মুর্শিদাবাদ)

(ব) শ্রীযুক্ত হৃদয়চন্দ্র দাস, পুলিশ সবইনেস্পেক্টর, সাং ঈশ্বরগঞ্জ, (ময়মনসিংহ)

(ব) „ সুরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী, সাং আড়াই হাজার, (ঢাকা)

(ব) „ বেণীমাধব বিশ্বাস, সাং শিবচর, (ফরিদপুর)

(উ) „ যুগলকিশোর সিংহ, সাং কান্দি, (মুর্শিদাবাদ)

(উ) „ বাণীকণ্ঠ ঘোষ, সাং রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)

(দ) „ হেমচন্দ্র কুণ্ডুবর্ম্ম বিদ্যাবিনোদ, সাং উলিপুর, (রংপুর)

(ব) „ সতীশচন্দ্র সিংহ, সাং দারাদিয়া, (ফরিদপুর)

(ব) ডাক্তার হেমন্তকুমার রায়, সাং মানিকতলা ষ্ট্রীট্, (কলিকাতা)

(দ) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু, জমিদার, সাং পাঁজিয়া (যশোহর)

(উ) „ মতিলাল মজুমদার, সাং মতিহারী।

(দ) „ নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাং গোয়ালানন্দ।

এই একুশ জন সভ্যের মধ্যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ ঘোষ দরিদ্রতায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কুণ্ডু বর্ম্মবিদ্যাবিনোদ ইতিপূর্ব্বে সভার প্রচার কার্য্য করায় এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ বিদ্যালয়ের ছাত্র নিবন্ধন প্রবেশিকার এক টাকা অনুগ্রহপূর্ব্বক ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

চতুর্থ প্রস্তাব। সংস্কৃত কলেজের টোলে কায়স্থ-ছাত্র গ্রহণ না করা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের পত্র। পত্র পঠিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, যখন সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে-

ছেন, তখন আর গভর্ণমেণ্টকে না লিখিয়া ব্যবস্থাপক সভার মাননীয় কায়স্থ-সদস্যগণ দ্বারা উক্ত ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন (interpillation) উত্থাপন করা হউক। এবং আরও স্থির হইল যে, সংস্কৃত পরীক্ষা-সমিতিতে (Sanskrit Examination Board) যাহাতে এই সভার সুযোগ্য সদস্য সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম-এ, বি-এল্ মহোদয়কে সদস্যরূপে গ্রহণ করেন, তজ্জন্য অবিলম্বে অনুরোধ করা হউক।

পঞ্চম প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির দুইজন সদস্য-ভাব সম্বন্ধে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎবাবু বলিলেন, "বর্ত্তমান বর্ষের জন্য নির্ব্বাচিত বঙ্গজ সহঃসম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর রায়চৌধুরী এবং বারেন্দ্র সদস্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নারায়ণ রায় মহাশয়দ্বয়কে যথারীতি সভার চাঁদার জন্য ভিঃ পিঃ যোগে কায়স্থ-পত্রিকা পাঠান হইয়াছিল। বিশ্বেশ্বরবাবুর পত্রিকা unclaimed এবং সুরেন্দ্রবাবুর পত্রিকা Refused হইয়া আসিয়াছে। পত্রিকা ফেরৎ আইসায় উভয়কেই প্রায় কুড়িদিন হইল পত্র লিখা হইয়াছে, কিন্তু কেহই কোন উত্তর দেন নাই। অতএব পুনরায় অপর কোন বঙ্গজ সভ্যকে বঙ্গজ সমাজের পক্ষে এবৎসরের সহঃসম্পাদক এবং বারেন্দ্র সমাজের পক্ষে একজন বারেন্দ্র সদস্য নির্ব্বাচন করা হউক।" সভাপতি মহাশয় উভয়কেই পুনরায় পত্র লিখিয়া আগামী মাসের অধিবেশন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন। শ্রীযুক্ত প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব বলিলেন, সুরেন্দ্রবাবুকে আমি অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেই তিনি চাঁদার টাকাও দিবেন এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যও থাকিবেন। অতঃপর এই ভাবে পত্র লিখাই স্থির হইল।

(খ) দরিদ্র কায়স্থ-ছাত্রের পুস্তক সাহায্য প্রার্থনা পত্র। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, "গত বৎসর দুইটী ছাত্রকে পড়ার জন্য সাহায্য করা হইয়াছিল, সুখের বিষয় দুইজনেই যশের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। অদ্য যাহার আবেদন পত্র উপস্থিত করিতেছি, এই ছাত্রটী গত বৎসরের অন্যতম সাহায্য প্রাপ্ত শ্রীরামপুরের Weaving Institute এর দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর শ্রীমান্ পঞ্চানন ঘোষ। সভার অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু মহাশয় Calcutta University Instituteএর ছাত্র-সাহায্য-ভাণ্ডার হইতে সাহায্য দেওয়াইয়াছিলেন। এইবারই তাহার পরীক্ষার শেষ বৎসর, সুতরাং তাহার তিনখানা পুস্তকক্রয়ার্থ এবারও কিছু সাহায্য করা হউক।" সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল—এবারও উক্ত ভাণ্ডার হইতে সাহায্য দেওয়ার নিমিত্ত মন্মথবাবুকে অনুরোধ করা হউক।

(গ) কার্য্যাধ্যক্ষের আবেদন। কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের কন্যার বিবাহার্থ গত বৎসর সভার আদেশানুসারে যে ৩০০৲ তিনশত টাকা হাওলাত দেওয়া হইয়াছিল, ঐ টাকা গত মাঘ মাস হইতে বেতনের অর্দ্ধেক পরিমাণ মাসে মাসে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য সর্ব্বপ্রকার বাজার মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় ঐ টাকা প্রতি মাসে ওয়াশীল দিতে না পারিয়া প্রার্থনা জানাইতেছেন যে, তাঁহাকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সভা হইতে বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া সেই টাকা দ্বারা তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়া লওয়া হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, এখন আরও ছয়মাস অপেক্ষা করিয়া দেখা যাউক।

(১) সভাভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় জানাইলেন যে, গত মাসের অধিবেশনে কথা হইয়াছিল, 'যশোহর-অভ্যর্থনা-সমিতি ভারত-রাজ-প্রতিনিধির নিকট সম্রাটের বর্ত্তমান যুদ্ধে মঙ্গল কামনা করিয়া তার প্রেরণ করা হইয়াছিল কিনা?" তথাকার সহঃসম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু বি-এল্ লিখিয়াছেন, 'এই বিষয়ে তথা হইতে যে তার প্রেরণ করা হইয়াছিল, রাজপ্রতিনিধি মহোদয় আনন্দের সহিত তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন।"

(২) সংগৃহীত ব্যবস্থা-পত্র সম্বন্ধে যে কথা হইয়াছিল, তাহাও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-হিতকরী সভা বিনামূল্যে ১০০ একশতখানা প্রদান করিয়াছেন।

(৩) আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় সম্বন্ধে যে স্বতন্ত্র সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তদ্বিষয় যাঁহাদের সহিত পরামর্শের প্রয়োজন ছিল, তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইয়াছে, কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন এম-এ, এল্-এম্-এস্ মহাশয় যখন কায়স্থ ছাত্রকেও তাঁহার নব প্রতিষ্ঠিত বৈদ্যক বিদ্যালয়ে আমাদের দাবী রক্ষা করত পড়িতে দিতে সম্মত হইয়াছেন, তখন আর আমাদের স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে।

অতঃপর সভাস্থ সকলে তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিয়া উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ হিতকরী সভাকে ধন্য প্রদান করত সভা ভঙ্গ হয়।

স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ
সম্পাদক

স্বাক্ষর
শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।
সভাপতি।
৩২।৩।২৩

BLANK PAGE(S)

কায়স্থ-পত্রিকা।

ভাদ্র, ১৩২৩। } নবপর্য্যায় ৭ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা।

বিচার-রহস্য।

অসীতমোহন ঘোষমৌলিক আপেলণ্ট ও নীরদমোহন ঘোষমৌলিক রেস্পণ্ডেণ্ট (কলিকাতা উইক্‌লী নোটস্ ২০বালম ৯০১ পৃষ্ঠা নামীয় আপীল, গত মে মাসে নিষ্পত্তি হইয়াছে। চৌধুরী ও নিউবোল্ড্, বিজ্ঞবর জজসাহেবদ্বয় তাঁহাদের যুক্ত রায়ে বলিয়াছেন—

"We agree with the learned Subordinate Judge that Kayasthas according to the law prevalent in Bengal are considered as sudras * * * * As to Bengali Kayasthas being sudras, see the passage from Shyama Charan Sarkar's Vyavastha Darpana quoted in *Raj Coomar Lall v Bissessur Dyal* (I.L.R. 10Cal. 688,694) They have been treated as sudras in our courts for a long series of years and their status as such cannot now be qu-stioned. Asitamohan did not submit any thing to the contrary in his plaint or written statement. No issue was raised as to whether Kayasthas were sudras or not * * * * Bengali Kayasthas have been uniformly treated as sudras in our courts and the question does not appear capable of serious argument, although attempts have been recently made by

some members of the community to trace their descent from Kshatriyas and some of them may have actually taken the sacred thread as belonging to the regenerate classes."

আমরা উক্ত মকদ্দমার আপীলের ছাপা পুস্তক দেখিয়াছি ; এক পক্ষ বলিয়াছিল দত্তকগ্রহণ হয় নাই এবং ব্যাহৃতি বা পুত্রেষ্টি হোম হয় নাই ; অপর পক্ষ প্রতিবাদ করিয়াছিল যে হোমাদি হইয়াছিল ও তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত প্রমাণও দিয়াছিল। দত্তক পুত্রের পক্ষ হইতে একথা বলা হয় নাই, যে বঙ্গীয় কায়স্থরা শূদ্র এবং তজ্জন্য দত্তক গ্রহণার্থ যাগ-যজ্ঞ হয় নাই। সুতরাং কায়স্থরা শূদ্র কি না এ ইস্যু (issue) উঠাইবার কোন কারণ ছিল না। দত্তকগ্রহণবিধি অনুসারে দত্তক গৃহীত হয় কিনা ইহাই বিচার্য্য ইস্যু (issue) ছিল। হাইকোর্টের বিজ্ঞ জজসাহেবদ্বয় প্রকৃত ইস্যুর (issue) বিচার না করিয়া সোজা পথে চলিয়া গিয়াছেন। অত তত প্রমাণ দেখার আবশ্যকতা কি? বৃথা পরিশ্রমের আবশ্যকতা কি? মনে করা যাউক বঙ্গদেশীয় কায়স্থরা শূদ্র, দত্তক গ্রহণ দান গ্রহণই যথেষ্ট। এরূপ সোজা পথে চলিয়া যাওয়া যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। অসীতমোহন ইস্যু (issue) উত্থাপিত করান নাই, এ কথাটা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয়। দত্তকপুত্রের পক্ষে একথা কি বলা উচিত ছিল না—আমরা বঙ্গীয়কায়স্থ, সুতরাং শূদ্র; সুতরাং ব্যাহৃতি হোম, পুত্রেষ্টি যাগ প্রভৃতি অনাবশ্যক, আমাদের পক্ষে দানগ্রহণই যথেষ্ট। বিজ্ঞ জজসাহেবদ্বয় এ কথা একবারও প্রণিধান করেন নাই। তাহারা পক্ষগণের বাদ প্রতিবাদেরও প্রমাণের উপর বিচার করেন নাই।

বিজ্ঞ জজসাহেবদ্বয় বলিয়াছেন—"Kayasthas according to the law prevalent in Bengal are considered as sudras" অর্থাৎ বঙ্গদেশ প্রচলিত আইনমত কায়স্থরা শূদ্র বিবেচিত হন। ইহা কি আদৌ আইনের কথা? আর কায়স্থরা কোন আইন মত শূদ্র? বস্তুতঃ কোনজাতি শূদ্রাচারী কি না, ইহা আইনের কথা হইতে পারে না ; ইহা বৃত্তান্তরই (fact) কথা। তাহারা হয়ত বলিতে পারিতেন Kayasthas in Bengal are considered as sudras according to law prevalent in Bengal. এ কথা কেন? তাঁহারা যদি আরও বলিতেন যে কায়স্থরা দ্বিজাতি, কিন্তু যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করেন না, এবং তাহারা ক্ষত্রিয়ই হউন বা শূদ্রই হউন, শূদ্রবৎ আচার জন্য দত্তকগ্রহণে তাহাদের পক্ষে দানগ্রহণই যথেষ্ট, হয়ত আমরা ইহার প্রতিবাদ করিতে পারিতাম না। কিন্তু আইনের দোহাই দিয়া রায় দৃঢ়তর করা কি ভাল হইয়াছে?

তাহার পর স্বর্গীয় শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় কি বলিয়াছেন দেখা যাউক।

বিজ্ঞ জজেরা মিতাক্ষরা শাস্ত্রানুশাসিত বেহারের কায়স্থদিগের একটী মকদ্দমার রায়ে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়াছেন। মকদ্দমাটী বঙ্গদেশীয় কায়স্থদের প্রযোজ্য নহে। বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণেরা কায়স্থগণের প্রতি শূদ্রোচিত ব্যবহার করেন না। তাঁহারা কায়স্থদিগের যাজন ক্রিয়া করেন, তাঁহারাই তান্ত্রিক গুরু, তাঁহারা অকাতরে দান গ্রহণ করেন। পরস্পরের ব্যবহারে ব্রাহ্মণ কায়স্থে ভেদ সহজে পরিলক্ষিত হয় না। ব্রাহ্মণেরাও বেদপাঠ করেন না, কায়স্থরাও বেদপাঠ করেন না। চাকরি করিতে উভয় জাতির প্রভেদ নাই ; শুদ্ধাচারে উভয়ই সমান। স্বর্গীয় শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় বলিয়াছেন—

"There is, therefore, a preponderance of authority to evidence that Kayasthas, whether of Bengal or of any other country were Kshatriyas. But since several centuries past, the Kayasthas (at least those of Bengal) have been degenerated and degraded to sudradom principally by omitting to perform the regenerating ceremony Upanayan followed by the Gayatri." তবেই দেখা যাইতেছে, বঙ্গীয় কায়স্থরা আকরে শূদ্র নহে। তাহারা ক্ষত্রবংশজ ও ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণ সন্তানেরও বৈদিক দীক্ষা না হইলে তিনি শূদ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরও তাহাই—"জন্মনা জায়তে শূদ্র"। বঙ্গীয় কায়স্থদিগের উপনয়ন হয় না ; সুতরাং তাহারা দ্বিজাতি নহে। আবার দ্বিজাতির ন্যায় দীক্ষিত হইতে পারিলেই তাহারা দ্বিজাতি হইবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা শূদ্র নহে।

বিহার ও পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থরা অনেকেই পূর্ব্বাবধি বিধিমত উপনীত হইতেন, কিন্তু কেহ কেহ হইতেন না। এখন সকলেই উপনীত ; তাঁহারা এখন শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হন না। আদালতেও তাহাই স্থিরীকৃত ও আমাদের শাস্ত্রও তাহাই (তুলসীরাম বনাম বেহারীলাল, আই-এল্-আর, ১২ ভালম এলাহাবাদ ৩২৮ পৃঃ, ৩৩৪ পৃষ্ঠায়।)

আমরা সকলে উপনীত হইলে আমরাও ক্ষত্রিয়ত্বে অভিষিক্ত হইব। যিনি বৈদিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইবেন, তিনি ক্ষত্রিয়। আমরা সকল বিষয়েই ক্ষত্রিয়াচারী, কেবল উপনয়নের অভাবে আমরা পতিত, বৃষলত্বগত।

বিজ্ঞ জজেরা একটী মাত্র নজিরের উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ আদালতে শূদ্র বলিয়া পরিগণিত। তাঁহারা "Long series of years" (বহু বর্ষ) কোথায় পাইলেন? ১০ ভালমে যে নজীর মুদ্রিত তাহাও

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সম্বন্ধে ছিল না; পক্ষগণ বিহার বিভাগের কায়স্থ। তাহাও যে ভুল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্যবস্থাদর্পণের উদ্ধৃতাংশ বিহারের কায়স্থদিগের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। তাহারা সকলেই বৈদিক সূত্রধারী; তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকিলেও তাহারা সে বর্ত্তমানকালে শূদ্রবর্ণান্তর্গত তাহা বলা যাইতে পারে না।

আমাদের বড়ই দোষ বটে যে আমরা আমাদিগকে শূদ্র বলিতে দিতেছি। আমরা নিশ্চয়ই ক্ষত্রবংশজাত, আমরা অতি সহজেই আমাদের বংশোচিতপদ প্রাপ্ত হইতে পারি; কিন্তু আমরা কি করিতেছি? আমরা নিশ্চেষ্ট থাকিলে আমাদিগকে নিশ্চয়ই শূদ্রবর্ণান্তর্গত থাকিতে হইবে। বৃষলত্ব মোচনের শাস্ত্রকারেরাই বিধি নিবেশিত করিয়াছেন। তবে যদি আমরা হীনবর্ণ থাকিতে চাহি, সে দোষ আমাদেরই একটা ইংরাজি কথা বলিতে—"I shall be drowned, no body will save me."

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

বিদ্যানিধির সম্বন্ধনির্ণয়।

(৩)

পাঠক মহোদয়গণ! আজ আমরা বিনীত ভাবে নিম্নলিখিত বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সম্বন্ধ নির্ণয়ের ১২২ পৃষ্ঠায় ভৃত্যপঞ্চকের পরিচয় প্রদান পলক্ষে 'কায়স্থকুলদীপিকা' হইতে বিদ্যানিধি মহাশয় যে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাতে "ঘোষকুলাম্বুজঃ", "বসুবংশসম্ভবঃ", "মিত্রবংশসিন্ধু", "গুহকুলোদ্ভবঃ", "সুদত্তকুলসম্ভবঃ" এই শব্দগুলি দেখিতে পাই ও বুঝি যে, ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ, দত্ত এগুলি বংশের নাম অর্থাৎ পদবী। কিন্তু পুস্তকের ১২৪ পৃষ্ঠায় তিনি যে বংশলতিকা দিয়াছেন, তাহাতে লিখিয়াছেন, ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ, দত্ত চিত্রসেনের পুত্র। সুতরাং বিদ্যানিধি মহাশয়ের কোন্ উক্তির উপর আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে? কনোজ হইতে আগত কায়স্থগণ যদি ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত, গুহ বংশজ হয়েন, তাহা হইলে 'কায়স্থকুলদীপিকা'র উক্তিই গ্রহণযোগ্য এবং তাহা হইলে মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু প্রভৃতিকে ঘোষ, বসু ইত্যাদি বংশসম্ভূতই বলিতে

হয়; কিন্তু কায়স্থগণকে গালি দিবার প্রলোভন এড়াইতে না পারিয়া 'উল্টা বুঝলি রামের' ন্যায় বিদ্যানিধি মহাশয় উল্টা বুঝিয়া প্রকৃতকে অপ্রকৃতে পরিণত করাইবার জন্য বংশাবলীর অবতারণা করত ঘোষ বসাদিকে চিত্রসেনের পুত্র বলিয়াছেন। বিদ্যানিধি মহাশয়! ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত যদি চিত্রসেনের পুত্রগণের নামই হয়, তবে তাহারা পরিচয় দানকালে কোন্ কুল বা বংশ বা পদবীর উল্লেখ করিবে, অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিলে ভাল হয়।

বিদ্যানিধি মহাশয়'ত কায়স্থগণকে শূদ্র বলিবার জন্য কতকগুলি শ্লোকের অবতারণা করিয়া বলিতেছেন যে, কায়স্থগণ শূদ্র; কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, শূদ্র যাহাকে বলে তাহা কি তাঁহার জানা আছে? জানা থাকিলে কখনই তিনি কায়স্থকে শূদ্র বলিতে সাহসী হইতেন না। আমরা বাহুল্যভয়ে তৎসমুদয় এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া বিদ্যানিধি মহাশয়কে ১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকার 'আবেদন' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

বিদ্যানিধি মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, "কায়স্থ শূদ্র এবং শূদ্রের মন্ত্রীত্ব করা এবং শূদ্রকে মন্ত্রীত্ব দেওয়া নিষেধ।" আমাদের অনুমিত হয় যে, সম্বন্ধনির্ণয়-কার লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় কখনও মুদ্রারাক্ষস নাটক পাঠ করেন নাই—করিলে কায়স্থকে শূদ্র বলিতে, তাঁহার সাহস ও প্রবৃত্তি হইত না। আমরা অনুরোধ করি, তিনি এই চলচ্ছক্তি ও দৃষ্টিশক্তির হীনতাপ্রাপ্ত বৃদ্ধ বয়সেও একবার মুদ্রারাক্ষসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিবেন, কায়স্থজাতীয় শকটদাস মন্ত্রী ছিলেন কিনা? শকটদাস যে সে মন্ত্রী ছিলেন না—তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি মান সম্ভ্রম যথেষ্ট ছিল। কারণ শকটদাস অন্যতর ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর সমকক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার পার্শ্বেই সমাসনে উপবেশন করিতেন। যে শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণ মন্ত্রী রাক্ষস, কৃষ্ণকায় ব্রাহ্মণ সমাজকে পতিত ও শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ পাইবার অযোগ্য বলিয়া সভা হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, কায়স্থ শূদ্র হইলে সেই ব্রাহ্মণ মন্ত্রী রাক্ষস কখনই কায়স্থ মন্ত্রী শকটদাসকে সভায় স্থান বা তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিতে দিতেন না। বিদ্যানিধি মহাশয় কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন, বুঝিয়া আমরা তাঁহার ভ্রমাপনোদনের জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রমাণের অবতারণা করিতেছি:—

(১) "শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি শূদ্রোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥" মনু ৮ অঃ।

অর্থাৎ শূদ্র ব্রাহ্মণের দাসরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে ক্রীত হউক বা অক্রীত হউক দাসরূপে ব্যবহার করিবেন। কিন্তু কায়স্থগণ কি কোন

দিন কোথাও ঐরূপ ব্যবহার ব্রাহ্মণগণের নিকট পাইয়াছেন? বরং তদ্বিপরীতে কায়স্থগণের গুণ সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণ বলিতেছেন :—

"পোষ্টারো নিজবর্গানাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।"

হায় বিদ্যানিধি মহাশয়! কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া ব্রাহ্মণ্যের কি অবমাননাই করিয়াছেন!

(২) "শূদ্রস্তু ব্রাহ্মণাদিনাং পূজাং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
আজ্ঞাং ন লঙ্ঘেচ্চাপি ন চ তানবমানয়েৎ॥"

অর্থাৎ শূদ্রজাতি অকপট হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের সেবা করিবে, তাঁহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন বা তাঁহাদের অবমাননা করিবে না।

কায়স্থগণ ব্রাহ্মণকে ভূদেব জ্ঞানে ও স্ব স্ব গুরু ও পুরুরোহিতকে সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণেতর কোন জাতিকেই ব্রাহ্মণের ন্যায় সম্মান করেন না। শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণের বৈধ আজ্ঞা পালন করা এবং তাঁহাদের সেবা করা ক্ষত্রিয় রাজার ও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। কায়স্থগণ পুরুষপরম্পরাক্রমে সেই শাস্ত্রাদেশ মান্য করিয়া আসিতেছেন, এবং ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করেন বলিয়া, তাঁহারা বিদ্যানিধি কথিত শূদ্র বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। এই যজ্ঞোপবীত গ্রহণের বিপুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়া কায়স্থগণকে কর্ত্তব্য প্রণোদিত ও ব্রাহ্মণবৃন্দকে হিংসাবিষে জর্জ্জরিত করিতেছে; আমাদের এই আন্দোলন মূলেও আমরা ব্রাহ্মণগণের শুভ-আশীর্ব্বাদ ও উপদেশ ব্যতীত স্বেচ্ছায় স্বাভিমতে পদমাত্রও অগ্রসর হইতেছি না। প্রত্যেক কার্য্যে ব্রাহ্মণগণের উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ মস্তকে গ্রহণ করত তবে আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছি। যতদিন পর্য্যন্ত কায়স্থ-সমাজ বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজ হইতে কায়স্থের ব্রাহ্মণভক্তি তিরোহিত হইবে না।

(৩) "পুরাণপঠনং বেদপঠনং নাপি চাচরেৎ।
শাস্ত্রার্থ কথনঞ্চৈব ন শূদ্রঃ ক্বচিদাচরেৎ॥"

শূদ্র কদাচ পুরাণপাঠ ও বেদপাঠ করিবে না। শাস্ত্রার্থ কথনও তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ।

কায়স্থ যখন মসীজীবি ক্ষত্রিয়, অভিধানাদিতে "লেখক"রূপে পরিচিত, বিদ্যানিধি মহাশয়ও যখন কায়স্থকে "লেখক" বলিয়াছেন এবং

"সর্ব্বশাস্ত্র সমালোকী হ্যেমসাধু স লেখকঃ"

এই শাস্ত্রবাক্যও কায়স্থের পক্ষে দেখিতেছি, এবং কনোজ হইতে আগত কায়স্থ

পরিচয়ের মধ্যে দত্তজ মহাশয় "নিখিলশাস্ত্রবিদ্যোত্তম" এই বিশেষণে ভূষিত হইয়াছেন, তখন কায়স্থ জাতিকে শূদ্র বলা বাতুলতার পরিচায়ক। আবার যখন আমরা দেখিতেছি, বিদ্যানগরের রাজা—রাজচক্রবর্ত্তী—কায়স্থ জাতীয় প্রকাশ-মহোদয় বেদের আর্য্যাছন্দের কর্ত্তা ও বক্তা, তখন মনে করিতেছি, সম্বন্ধনির্ণয়-কায়স্থদিগকে শূদ্র বলিয়া কি অন্যায়ই করিয়াছেন!

(৪) "বিপ্রক্ষত্রং বিশঞ্চাপি পাঠয়েন্ন কদাচন।
শূদ্রাৎ বিদ্যাগৃহীতারং ব্রাহ্মণং পাতকেদধঃ॥"

অর্থাৎ শূদ্র কদাচ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে অধ্যয়ন করাইবে না। শূদ্রের নিকট বিদ্যাগ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণকে পতিত হইতে হয়।

কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ যখন উপনিষদাদি ও অভিধানাদি প্রণেতা—যখন তাঁহারা সময় ব্রাহ্মণেরও উপদেষ্টা—যখন আমরা দেখিতেছি, কায়স্থজাতীয় সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য (সর্ব্ববর্ম্মণঃ) কলাপব্যাকরণকর্ত্তা, জৈনেন্দ্র অমরসিংহ বর্ম্মা অমরকোষ ইত্যাদি গ্রন্থকর্ত্তা ও ব্যাকরণের টীকাকার, শুভঙ্করদাস গণনাবিদ্যা, অঙ্কবিদ্যা, বীজগণিত-বেত্তা, সকল কায়স্থ গ্রন্থকর্ত্তার গ্রন্থ পাঠকরত বিভিন্ন শ্রেণীর বহুতর ব্রাহ্মণ জ্ঞানলাভ ও উপদেশলাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তখন বিদ্যানিধি মহাশয়ের কায়স্থকে শূদ্র বলা নিতান্তই অন্যায় হইয়াছে। আবার যখন আমরা স্মরণ করি যে, সেকালে অর্থাৎ ইংরেজ আমলের প্রথমে দেশে যখন অবাধ শিক্ষার বীজ উপ্ত হয়, গ্রামে গ্রামে পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্দ্ধমান জেলার কায়স্থজাতীয় গুরু-মহাশয়গণ বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গমনকরত গুরুমহাশয়ের কার্য্য একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন; তখন মনে হয়, বিদ্যানিধির ন্যায় কত বিদ্যানিধিই যে কায়স্থ গুরুর কার্য্য গ্রহণ করিয়া পরে বিদ্যানিধিত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

(৫) "দক্ষিণার্থন্তু যো বিপ্রঃ শূদ্রস্য জুহুয়াদ্ধবিঃ।
ব্রাহ্মণস্তু ভবেচ্ছূদ্রঃ শূদ্রস্তু ব্রাহ্মণোভবেৎ॥"

(পরাশর ৩৫।১২ অঃ)

অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া শূদ্র যাজন করে, সেই ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব ও সেই শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে।

কায়স্থগণ শূদ্র হইলে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের পৌরোহিত্যাদি করত দক্ষিণা লইয়া হোম করিয়া নিশ্চয়ই সবংশে শূদ্রত্বে অবনমিত হইতেন; তাহা যখন হন নাই এবং

কায়স্থগণও উল্লিখিত প্রমাণবলে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হন নাই, সুতরাং বিদ্বেষী ভিন্ন অন্য কেহই কায়স্থকে শূদ্র বলিতে সাহস করিবে না।

(৬) "দুর্ভগো হি তথা যশ্চঃ পাষণ্ডী বেদনিন্দকঃ।
হৈতুকঃ শূদ্রযাজীচ অযাজ্যানাঞ্চ যাচকঃ॥
নিত্যং প্রতিগ্রহে লুব্ধো যাচকো বিষয়াত্মকঃ।
শ্যাবদন্তোঽথ বৈদ্যশ্চ অসদালাপকস্তথা॥
এতে শ্রাদ্ধে চ দানে চ বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ।"

অর্থাৎ পাষণ্ডী, বেদনিন্দুক, অযাজ্যাযাজী, প্রতিগ্রহলুব্ধ, শূদ্রযাজী, যাচক, বিষয়-মদোন্মত্ত, উচ্চ ও দীর্ঘদন্তী, চিকিৎসাবৃত্তিক, অসদালাপী ইহাদিগকে শ্রাদ্ধ কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিবে। অর্থাৎ ঐ সকল ব্রাহ্মণ পতিত—শূদ্রত্ব প্রাপ্ত, সুতরাং শ্রাদ্ধকার্য্যে উহাদিগের সংস্রব পরিত্যাগ না করিলে শ্রাদ্ধ পণ্ড হইবে বিবেচনায় শাস্ত্র-কর্ত্তা ঐরূপ বিধানই বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু উল্লিখিত প্রমাণে এবং মনুর ১৫১। ১৬৮ শ্লোকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ পাইবার অযোগ্য ব্রাহ্মণ মধ্যে কায়স্থযাজী ব্রাহ্মণগণ যখন শ্রাদ্ধে পরিত্যক্ত হন নাই, আজ পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ পাইতেছেন এবং সকলেই এক পংক্তিতে ভোজন করিতেছেন, তখন কায়স্থগণ কিছুতেই শূদ্র হইতে পারে না। বিশেষতঃ যে সকল ব্রাহ্মণের কায়স্থ যজমান বা শিষ্য আছেন, তাঁহাদের পুত্র কন্যার সহিত বর্ত্তমানের তথাকথিত ব্রাহ্মণযাজী ব্রাহ্মণগণের পুত্র কন্যার বিবাহ হইতেছে, তখন কায়স্থযাজী ব্রাহ্মণদের হীন বলা বা কায়স্থ গণকে শূদ্র বলা অন্যায় ও অসঙ্গত। তৎপরে বিদ্যানিধি মহাশয়ের কায়স্থ কুলদীপিকাধৃত—

"বিলোকিতুমিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যং প্রভোঃ।
চকার নৃপতিঃ স তং বিনয় হীনতো নিষ্কুলম্॥

এই শ্লোকটী দেখা যায়। এক্ষণে আমরা বিদ্যানিধি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, কৌলীন্য মর্য্যাদা কি রাজা আদিশূর প্রদান করিয়াছিলেন? না বল্লালসেন দেবের সময় উহা প্রবর্ত্তিত হয়? বিদ্যানিধি মহাশয় 'সম্বন্ধ-নির্ণয়ে'র ১১৯পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "তাঁহারা (উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ) আপনাদিগকে পঞ্চ করণের সন্তান বলিয়া অভিহিত করেন এবং বল্লাল দত্ত কৌলীন্য স্বীকার করেন না।" ইহাতে আমরা বুঝিলাম, কৌলীন্য প্রথা যে মহারাজ বল্লালসেন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত, তাহা বিদ্যানিধি মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন। যদি বল্লালসেনদেবই কৌলীন্য মর্য্যাদার প্রবর্ত্তক হন, তাহা হইলে আদিশূরের সভায় কায়স্থ পঞ্চকের পরিচয় দিবার সময় 'নিষ্কুলম্' শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না। কারণ সে সময় কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

আদিশূরের প্রায় ৪০০ বৎসর পরে বল্লালসেনের আবির্ভাব, সুতরাং কনোজ হইতে আগত ব্রাহ্মণরঞ্চকের সহযাত্রী পুরুষোত্তম দত্ত বল্লালসেন দেবের প্রায় ৪০০ বৎসরের পূর্ব্বের লোক; কাজেই আদিশূরের সভায় সমাগত কায়স্থ পঞ্চকের পরিচয় উপলক্ষে যে সকল শ্লোকের অবতারণা দেখা যায়, তাহা যে কোন সংকীর্ণমনা কায়স্থ বিদ্বেষী বিদ্যানিধি দ্বারা কল্পিত হইয়া শাস্ত্র বক্ষে স্থান লাভ করিয়াছে (?) তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। তজ্জন্যই ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যার নিধি কর্ত্তৃক লিখিত বিশ্বাসের অযোগ্য বিভিন্ন প্রক্ষিপ্ত উক্তি বিভিন্ন কারিকায় স্থান লাভ করত বিদ্বেষীবৃন্দের বিদ্বেষের পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতেছে। সুতরাং সকল কারিকার সকল শ্লোক বিশ্বাস যোগ্য কি না পাঠকগণ তাহা বিবেচনা করিবেন। পক্ষান্তরে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ভৃত্য শব্দ যদি তৎকালে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে তাহা বিনয় তাৎপর্য্যেই হইয়াছিল, দাস তাৎপর্য্যে নহে। এখনও অনেক ক্ষত্রিয় রাজাধিরাজ, শাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট আপনাকে ভৃত্য বলিয়া বিনয় প্রদর্শন করেন। শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মণের সেবা করা ক্ষত্রিয় রাজার একটী কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে উল্লেখ করেন। কিন্তু তাই বলিয়া কি ক্ষত্রিয় রাজা প্রকৃত ভৃত্য—দাসের জাতি শূদ্র হইয়া থাকেন? মনু মহাশয় বলেন:—

(ক) "ব্রাহ্মণান্ পর্য্যুপাসীত প্রাতরুত্থায় পার্থিবঃ।
ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধান্ বিদুষস্তিষ্ঠেৎ তেষাঞ্চ শাসনে॥৩৭
বৃদ্ধাংশ্চ নিত্যং সেবেত বিদ্বান্ বেদবিদঃ শুচীন্।
বৃদ্ধসেবী হি সততং রক্ষোভিরপি পূজ্যতে॥"৩৮
মনু ৭।৩

(খ) "ক্ষত্রিয়স্যৈব বৈশ্যঞ্চ ব্রাহ্মণো বৃত্তিকর্ষিতৌ।
বিভৃয়াদানৃশংস্যেন স্বানি কর্ম্মাণি কারয়ন্॥"
৪১১।৮ মনু।

অর্থাৎ প্রতিদিন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করত বেদজ্ঞ, নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের সেবা করা রাজার কর্ত্তব্য। তাঁহারা যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই রাজার অনুষ্ঠেয়। যাঁহাদের দেহ মন অতি পবিত্র এবং যাঁহারা বেদজ্ঞ, ধার্ম্মিক ও বয়োবৃদ্ধ সেই সকল ব্রাহ্মণের সর্ব্বদা সেবা করাও তাঁহার কর্ত্তব্য। কারণ যে রাজা বৃদ্ধ-সেবা-নিরত হিংস্র রাক্ষসেরাও তাঁহার হিত চেষ্টা করিয়া থাকে।

"সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিত্বং প্রজানাঞ্চৈব পালনম্।
শুশ্রূষা ব্রাহ্মণাঞ্চ রাজ্ঞাং শ্রেয়স্করং পরম্॥"
৮৮।৭ মনু।

অর্থাৎ যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, প্রজাপালন, ও ব্রাহ্মণ পরিচর্য্যা রাজাকে শ্রেয়ঃ সম্পন্ন কর।

কায়স্থকে শূদ্র বলিবার অদম্য উৎসাহের বশবর্ত্তী হইয়া বিদ্যানিধি মহাশয় কুলদীপিকাধৃত ভৃত্য পঞ্চকের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অবিকল নিম্নে দেওয়া হইল—

মকরন্দ ঘোষের পরিচয় —

"সুকৃতালি কৃতাম্বর এষকৃতী ক্ষিতিদেব পদাম্বুজ চারুরতি।
মকরন্দ ইতি প্রতিতাতি যতির্দ্বিজবন্দ্যকুলোদ্ভব ভট্টগতিঃ॥
স চ ঘোষ কুলাম্বজ ভানুরয়ং প্রথিতেন্দু যশঃ সুরলোক বশঃ।
সততং সুসুখী সুমতিশ্চ সুধীঃ শরদিন্দুপয়োঽম্বুধি কুন্দযশাঃ॥"

অর্থাৎ সৎকার্য্যসমূহ যাহার বসন স্বরূপ, যিনি ব্রাহ্মণের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত জিতেন্দ্রিয়, বন্দ্যকুলোদ্ভব ভট্টের সহচর, কার্য্য কুশল এই সেই মকরন্দঘোষ শোভা পাইতেছেন। ইনি ঘোষবংশরূপ পদ্মের সূর্য্যস্বরূপ, যশে চন্দ্রের ন্যায় প্রসিদ্ধ, দেবভক্ত, শরচ্চন্দ্র, দুগ্ধ সমুদ্র ও কুন্দের ন্যায় শুভ্র যশস্বী, সর্ব্বদা উত্তম সুখ সম্পন্ন, ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী।

দশরথ বসুর পরিচয় :—

"বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তিনো বসু তুল্যা বসুবংশ সম্ভবাঃ।
বসুধা বিদিতাগুণার্ণবৈ র্নিয়তং তে জয়িনো ভবন্তু নঃ॥
দশরথো বিদিতো জগতীতলে দশরথঃ প্রথিতঃ প্রথমঃ কুলে।
দশদিশাং জয়িনাং যশসা জয়ী বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগরে॥"

অর্থাৎ হে মহারাজ চক্রবর্ত্তি! বসু তুল্য তেজস্বী বসুবংশীয়গণ গুণ সমূহ দ্বারা কি পৃথিবী বিখ্যাত নহেন? দশরথ জগৎ প্রসিদ্ধ এবং তিনি এই বংশেও সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। যশে সমস্ত বিজয়ীদিগকেও জয় করিয়াছেন ও বিভবে এবং কুলরূপসাগরে বিজয় লাভ করিয়াছেন।

কালিদাস মিত্রের পরিচয় :—

"যশস্বিনাং যশোধরঃ সদা হি সর্ব্বসাদরঃ।
প্রমত্ত সত্বমত্তহঃ শরৎ সুধাংশুবদ্ যশঃ॥
প্রতাপতাপনোত্তপদ্দ্বিষালিযোষিদালিকো।
বিভাতি মিত্রবংশ সিন্ধু কালিদাস চন্দ্রকঃ॥"

অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বলোকের আদরনীয়, যশস্বীদেরও যশোধর, উন্মত্তদিগের শাসক,

শরচ্চন্দ্রের ন্যায় কীর্ত্তিমান, প্রতাপে শত্রু রমণীদিগেরও সন্তাপদাতা মিত্রবংশসাগরের চন্দ্রস্বরূপ এই সেই কালিদাস মিত্র শোভা পাইতেছেন।

বিরাটগুহের পরিচয় :—

"দ্বিজালিপালনার্থকোঽপসৌ চ হর্ষসেবকঃ।
কুলাম্বুজপ্রকাশকো যথান্ধকার দীপকঃ॥
অয়ংগুহকুলোদ্ভবো দশরথাভিধান মহান্।
কুলাম্বুজ মধুব্রতো বিবিধপুণ্যপুঞ্জান্বিতঃ॥
নিশম্য গুহভাষিতং সকল সভ্য হাস্যংব্যভুৎ।
স বঙ্গোগমনোদ্যতো বিবিধমানভঙ্গো যতঃ॥"

অর্থাৎ ইনি ব্রাহ্মণদিগের প্রতিপালক হইলেও স্বয়ং হর্ষদেবের সেবক ও সূর্য্যের ন্যায় কুলপদ্মের প্রকাশক। ইনি গুহবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইঁহার নাম দশরথ এবং কুলপদ্মের ভ্রমরস্বরূপ, নানাবিধ ধর্ম্মশীল ও মহান্।

পুরুষোত্তম দত্তের পরিচয় :—

"অয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রণ্যকৃতী।
সুদত্তকুলসম্ভবো নিখিল শাস্ত্র বিদ্যোত্তমঃ॥
বিলোকিতুমিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যং প্রভোঃ।
চকার নৃপতিঃ স তং বিনয় হীনতো নিষ্কুলম্॥"

অর্থাৎ হে প্রভো! ইনি সর্ব্ব পুরুষ শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠবংশধরদিগের অগ্রগামী, কুশল, এবং সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞদের বাধ্য, প্রধান, সুদত্তকুলজাত ব্রাহ্মণদিগের সহিত আপনার রাজ্য দেখিতে এখানে আসিয়াছেন।

দেবীবর ঘটক কায়স্থদিগের পরিচয় ব্যপদেশে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা শব্দকল্পদ্রুম হইতে দেওয়া গেল :—

"ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা কথয়ন্ নাম গোত্রকে।
কাশ্যপে চৈব গোত্রে চ দক্ষনামা মহামতিঃ॥
তস্য দাসো গৌতমস্য গোত্রে দশরথ বসুঃ।
শাণ্ডিল্য গোত্রে সম্ভূতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতী॥
সৌকালিনশ্চ দাসোঽয়ং ঘোষঃ শ্রীমকরন্দকঃ।
ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষোমুনিসত্তমঃ॥
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ।
সাবর্ণগোত্রনির্দ্দিষ্টো বেদগর্ভমুনিস্ত্বয়ম্॥

তস্য দাসো মিত্রবংশো বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ।
কালিদাস ইতি খ্যাতঃ শূদ্রবংশ সমুদ্ভবঃ॥
বাৎস্য গোত্রেষু সদ্ভূত শ্ছান্দড়শ্চেতি সংজ্ঞিতঃ।
মৌদ্গল্যগোত্রজো দত্তঃ পুরুষোত্তমসংজ্ঞকঃ॥
এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোঽস্মি তবালয়ে।
ইতিশ্রুত্বা ভূপস্তত্র মনসা হর্ষমাগতঃ॥

বিদ্যানিধি মহাশয় কায়স্থকুলদীপিকা হইতে কায়স্থ পঞ্চকের যে উল্লিখিত পরিচয় উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কিন্তু কায়স্থগণ নিজ মুখে দেন নাই। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ কান্যকুব্জ হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আদিশূর রাজার সভায় উপস্থিত হইলে, সভার ভাট রাজার নিকট কায়স্থগণের ঐ পরিচয় দিয়াছিলেন। উহা শুনিলে কোন্ ব্যক্তি সাহস করিয়া কায়স্থকে শূদ্র বা ভৃত্য বলিতে পারে? এবং ঐরূপ গুণ, জ্ঞান, মর্য্যাদা, অর্থ প্রভৃতি সম্পন্ন ব্যক্তি কি অভাবগ্রস্থ হইয়া বা ভৃত্যত্ব স্বীকার করিবেন? এবং প্রথিতেন্দু যশঃ, মহান্, পুণ্যপুঞ্জান্বিত, বিরাট পুরুষসম গরীয়ান, সুতাপস, মহাবাহু, দ্বিজালিপালক, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য, যশস্বী, সর্ব্বসাদর, শরৎ-সুধাংশুবদ যশঃ, বৈষ্ণব প্রধান, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, মহাকৃতী, মহামানী, কুলভূদগ্রগণ্যঃ, শস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, সেনাধর, শৈববর, প্রভৃতি বিশেষণগুলি দেখিলে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে, কায়স্থকে শূদ্র বা ভৃত্য বলিতে পারে? বিদ্যানিধি মহাশয়! আপনি'ত কায়স্থগণের পরিচয় শুনিয়া তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়াছেন; কিন্তু বলুন দেখি, যাহারা সৎকার্য্যদ্বারা সমলঙ্কৃত, দেবদ্বিজভক্ত, জিতেন্দ্রিয়, বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টমহাশয়ের সহচর, যশস্বী, ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, সদ্গুণ দ্বারা জগৎপূজ্য, সর্ব্ববিজয়ীযশ, বিভববান, সর্ব্বলোকের আদরণীয়, কীর্ত্তিধর, উন্মত্তদের শাসক, প্রতাপবান, ব্রাহ্মণপ্রতিপালক, স্বয়ং হর্ষদেবের সেবক, ধর্ম্মশীল, শাস্ত্রজ্ঞদের প্রধান, তাহারা কেমন শূদ্র এবং কেমন ভৃত্য? ঐ সকল বিশেষণে যাহারা বিশেষিত হইয়াছেন, তাঁহারা কোন্ প্রয়োজন সাধনের জন্য ভৃত্য হইবেন? এবং ঝনৎকারবিনাদী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণই বা কেমন করিয়া ঐ সকল কায়স্থকে ভৃত্যভাবে সঙ্গে আনিতে পারেন, তাহা হৃদয়বান মাত্রেই অনুমান করিতে পারেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বর্ম্মঘোষচৌধুরী।

আদিনাথের যৎকিঞ্চিৎ।

চট্টগ্রাম যে শুধু প্রকৃতিদেবীর প্রিয় লীলাভূমি বলিয়া খ্যাত, তাহা নহে; পূর্ব্ববঙ্গ-প্রদেশের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানগুলি ইহারই বিভিন্ন পর্ব্বতশিখরে বিরাজমান। 'আদিনাথ' তাহাদের অন্যতম। কক্সবাজারের অনতিদূরে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে মহেশখালী নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে (ইংরাজী মানচিত্রে ইহা Mascal বলিয়া লিখিত) তাহারই প্রান্তদেশে একটি ক্ষুদ্র শৈলশিখরে আদিনাথদেবের মন্দির স্থাপিত। প্রবাদ এই যে, বাসবকর্ত্তৃক পক্ষশাতন ভয়ে মৈনাকপর্ব্বত এই স্থানে সমুদ্রে মগ্ন হন; কিছুকাল পরে শতক্রতুর অভয় পাইয়া তিনি মস্তকোত্তলন করিলে ভগবান ফুল্লবাহন তদুপরি, তাঁহার অন্যতম প্রিয় অধিষ্ঠানভূমি নির্দ্দেশ করিয়া আদিনাথ নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

সে আজ কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর পূর্ব্বের কথা।—মাসের শেষভাগে একদিন সকালবেলা চট্টগ্রাম সহর হইতে আদিনাথ দর্শনে যাত্রা করিলাম। সঙ্গে আরও একজন ভদ্রলোক ছিলেন। বেলা অনুমান ৮ ঘটিকার সময় নীলা (Nilla নাম্নী ষ্টীমারপোত দক্ষিণবাহিনী কর্ণফুলী নদীর বক্ষ আন্দোলন করিয়া সমুদ্রাভিমুখে ছুটিয়া চলিল। আর আমরা নদীর দুই তীরের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম। চট্টগ্রামের 'জেটি' (jethy) অতিক্রম করিয়া জাহাজ যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই নদী প্রশস্তাকার ধারণ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বামদিকে অনেক পাহাড় পথে পতিত হইতে লাগিল। বোধ হয় দুই ঘণ্টার মধ্যেই আমরা সাগরসঙ্গমে উপনীত হইলাম। তখন কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে হৃদয় পরিপ্লুত হইয়া উঠিল—বহুদিনের সাধ—সমুদ্র দর্শন—আজ পূর্ণ হইল। এখানে জল কোথায় বা নীল, আবার কোথায়ও বা সাদা বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আমরা বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করিলাম। বামদিকে তখনও স্থল দৃষ্টিগোচর হইতেছিল বটে, কিন্তু অপরদিকে কূল কিনারার চিহ্ন দেখা গেল না। দেখিলাম, সুদূর অকূল সমুদ্র, শুধু অনন্ত নীল বারিরাশি ধূ ধূ করিতেছে। মৃদু অথচ গম্ভীর রবে পড়িয়া জাহাজ ঈষৎ দুলিতে লাগিলে বড়ই স্ফূর্ত্তিবোধ হইতে লাগিল। স্কুলবেলায় বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়ে' পড়িয়াছিলাল, সমুদ্রের জল লবণাক্ত ও তিক্ত। আজ চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হইল। সেই দিনই জাহাজ হইতে অব-তরণকালে জলের স্বাদ গ্রহণ করিয়া জিহ্বার সন্দেহও দূর করিয়াছিলাম।

আকাশ ও আত্মা ভিন্ন আরও দুইটি জিনিস সম্বন্ধে যতই চিন্তা করা যায়, ততই

বিশ্বপাতার অনন্তশক্তি ও অসীম মাহাত্ম্যের আভাস পাইয়া অন্তঃকরণ যুগপৎ ভক্তি ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তাহা অনন্ত সমুদ্র ও অভ্রভেদী পর্ব্বত। সম্মুখে উত্তালতরঙ্গময় বিশাল-বারিধি, অথবা উত্তুঙ্গ মহাকায় গিরিরাজি দেখিয়া কোন্ মানব আপনার ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি না করিয়া থাকিতে পারে? ইহাদের অন্তরালে যে এক অদৃশ্য মহাপুরুষের রহস্যময় অঙ্গুলিসঙ্কেত বর্ত্তমান রহিয়াছে—ইহা এক মুহূর্ত্তের জন্য কাহার মনে উদিত না হয়? দেশভ্রমণে যে মনের সঙ্কীর্ণতা ও অনুদারভাব-সমূহ দূরীভূত হয়, তাহা সমুদ্রযাত্রী ও পর্ব্বতবিহারী ব্যক্তিগণ সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এইরূপে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে ডাহিনদিকে কুতুবদিয়া দ্বীপ দৃষ্টিগোচর হইল এবং তাহার উচ্চ বাতিঘর (light house) অনেক দূর হইতে দেখা যাইতে লাগিল। এই সময়ে আমাদের জাহাজের আশেপাশে একজাতীয় সামুদ্রিক পক্ষী মৎস্য ধরিবার উদ্দেশ্যে উড়িতে দেখা গেল। ইহারা কখনও বা ছোঁ মারিয়া জলে পড়িতে লাগিল; কখনও বা তরঙ্গের সঙ্গে ভাসিতে লাগিল এবং তরঙ্গের উত্থান ও পতনের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে দৃষ্টিগোচর ও অদৃশ্য হইতেছিল।

বেলা প্রায় ৪ ঘটিকার সময় আমরা গন্তব্য দ্বীপের সন্নিকটবর্ত্তী হইলাম। বাম-দিক্ স্থিত ভূভাগ ও উক্ত দ্বীপের মধ্য দিয়া জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে। কূল হইতে অনেক দূরে জাহাজ নঙ্গর করা হইলে নৌকা ও 'সাম্‌পান' আসিয়া পাশে লাগিল। আমরা প্রত্যেকে এক আনা ভাড়া দিয়া নৌকাযোগে তীরে অবতীর্ণ হইলাম এবং বেলাভূমি অতিক্রমপূর্ব্বক আদিনাথের পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছিয়া বাঁধান সিঁড়ি বাহিয়া মন্দির প্রাঙ্গনে উপনীত হইলাম। অনতিবিলম্বেই ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দিরের পাশাপাশি দুইটী ঘরে স্থাপিত লিঙ্গরূপী আদিনাথ ও মহামায়ার প্রতিমা দর্শন করিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করিলাম। আমাদের সহিত এক জাহাজে আরও কয়েকটী ভদ্রলোক ও স্ত্রীলোক আসিয়াছিলেন। তাঁহারা একঘরে বাসা করিয়া পাকের বন্দোবস্ত ইত্যাদি করিয়া লইলেন। আমরা দুইজন স্বতন্ত্র একটী ঘরের বারান্দার কুঠরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, কিন্তু আমার সহযাত্রী ব্রাহ্মণ ভদ্র-লোকটীর দক্ষিণ হস্ত অকর্ম্মণ্য থাকায় সে রাত্রিতে আমাদের রন্ধনের সুবিধা ঘটিল না। অগত্যা জলযোগ করিয়া সে রাত্রি কাটান গেল। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, আবশ্যক হইলে যাত্রীগণ এক আধবেলা দেব-প্রসাদ পাইতে পারে। ফলতঃ আমরা চেষ্টা করিয়াও তাহার পরিচয় পাইলাম না! পাণ্ডাঠাকুরদিগকে বিশেষ বিনীত বলিয়াও বোধ হইল না। হয়তো আমাদিগের নিকট হইতে বড় বেশী প্রাপ্যের

আশা করিতে পারে নাই বলিয়া এমন হইয়া থাকিবে। মন্দিরটী অনেকটা দক্ষিণ-মুখী বলিলে হয়। পেছনে পাহাড়ের নীচে একটী ক্ষুদ্র পুকুর আছে। উহাতে অনেকগুলি রক্তকুমুদ ফুটিয়া জল আলো করিয়া আছে দেখিলাম। আমরা সন্ধ্যা-কালে দেবীর সম্মুখে বসিয়াই সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপণ করিতাম। প্রাতে সন্ধ্যার পূজা হইয়া থাকে। দেবীর উদ্দেশে সময় সময় ছাগাদি পশু বলি দেওয়া হইয়া থাকে। পূজার অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতে একটি বালক একসঙ্গে তিনটী কাঁসর অনায়াসে তাল ঠিক রাখিয়া বাজাইতে থাকে। অভ্যাসবশতঃ তাহার হাত এমন ঠিক হইয়া গিয়াছে যে, একবারও কোনও ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হইল না। পরন্তু সেই বাদ্যধ্বনি পর্ব্বতবিহিত পর্ব্বতগাত্রে প্রতিধ্বনিত হইয়া অতি মধুর শুনাইতে লাগিল। আদিনাথ পাহাড়ের সন্নিকটেই অন্য একটি ক্ষুদ্র শৈল আছে। তদুপরি ইষ্টকনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র কুঠরীর মধ্যে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি আছে। এই পাহাড়ের চূড়া হইতে দ্বীপপ্রান্ত পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে। দিবাভাগে যখন রৌদ্রোজ্জ্বল বীচিমালা সমুদ্রবক্ষে নাচিতে থাকে তখন এইস্থান হইতে দৃশ্য অতি রমণীয় দেখায়। এই পাহাড় হইতে নামিতেই রাস্তায় অপর পার্শ্বে একটি বৌদ্ধ কিয়াঙ্ (Kyang) আছে। কাঠের ঘর; ভিতরে শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত ধ্যান-স্তিমিত-নেত্র-পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধদেবের কয়েকটী প্রশান্তমূর্ত্তি।

মহেশখালি দ্বীপ চট্টগ্রামে জনৈক প্রসিদ্ধ হিন্দু জমিদারের অধিকারে অবস্থিত। এখানে তাঁহার একটা কাছারী আছে, স্থানীয় অধিবাসী আর সমস্তই বৌদ্ধ মগ। সুতরাং ইহাকে 'মগেরমুলুক' বলা যাইতে পারে। অসভ্য হইলেও এই মগদিগের একটি প্রশংসনীয় বিশেষত্ব এই যে, ইহারা সকলেই স্বহস্তে তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকে। আমাদের মতো ম্যাঞ্চেষ্টারের অথবা দেশীয় কলের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে না। আমরা যে সময়ে গিয়াছিলাম, সে সময়ে উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে 'ধান' ও 'পান' মাত্র দৃষ্ট হইল। এখানে একটা বাজার আছে। দোকানদার সমস্তই বাঙ্গালী। জিনিসপত্র অত্যন্ত মহার্ঘ। এই বাজারে প্রত্যহ সকালে অনেক প্রকার সামুদ্রিক মৎস্য বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। এই সমস্ত মৎস্যের অধিকাংশের চেহারা ও নাম আমার নিকট সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া বোধ হইল। চেহারা কতকটা মনে থাকিলেও এখন আর তাহাদের নাম স্মরণ হয় না। ইহাদের মধ্যে 'পোয়া' নামক মাছই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। সে মাছ কেমন জিজ্ঞাসা করায় প্রধান পাণ্ডা ঠাকুর মহাশয় বলিলেন "মাছের মধ্যে 'পোঁয়া, গাছের মধ্যে 'গোঁয়া'"। পোঁয়ার বানুর চরে 'গোঁয়া' নামক এক জাতীয় গুল্ম জন্মে। উহাও উক্ত মৎস্য

তুল্য অসার ইহাই তাঁহার শ্লোকের ভাব। এই দ্বীপ সামুদ্রিক মৎস্য ধরিবার একটা আড্ডা চট্টগ্রাম ও তদঞ্চলের বাজারে যে শুষ্ক মৎস্যের-স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কিয়দংশ এখান হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। চট্টগ্রাম সহরের যে অংশে এই সমস্ত শুষ্ক মৎস্য স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে, সে রাস্তায় গমনাগমনকালে আমাকে সর্ব্বদা রুমাল দ্বারা নাসিকা আবৃত করিয়া চলিতে হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম অঞ্চলের শুষ্ক ইলিস মৎস্যের রূপ বর্ণনা করিলে পাঠকগণের বিশেষ অপ্রীতিকর না হইতে পারে। উক্ত মৎস্যের পৃষ্ঠদেশ লম্বালম্বি চিরিয়া তন্মধ্যে লবণ দিয়া শুষ্ক করা হয়, তখন বিক্রয়ার্থ সজ্জিত ঐ মৎস্যের চেহারা দেখিয়া স্বতই জ্যামিতিক "তল" সংজ্ঞা মনে পড়ে। দৈর্ঘ্য ও বিস্তার থাকে বটে, কিন্তু বেধ্ নাই বলিলেও হয়। আর উহার সুগন্ধ (?) এমনি হয় যে, অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধগামী হইবার চেষ্টা করে।

আমার সামান্য কথা এখানেই শেষ করিয়া পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কবি নহি; সুতরাং কবির চো'খে দেখিতে পারি নাই। আবার যাহা দেখিয়াছি তাহাও সাজাইয়া গুছাইয়া লিখিবার ক্ষমতা নাই। পরিপক্ক রাঁধুনীর হাতে সামান্য কচুর শাকও দিব্য মুখরোচক খাদ্যে পরিণত হয়; আবার রন্ধনদোষে পলান্ন পর্য্যন্ত অখাদ্য হইয়া পড়ে। সংক্ষেপে আদিনাথের যৎকিঞ্চিৎ আভাস মাত্র দিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভরসা করি যাঁহাদের শক্তি ও সুযোগ আছে, তাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিবেন। কারণ দেখা ও শুনার মধ্যে আকাশপাতাল তফাৎ। যাঁহারা সভাসমিতি উপলক্ষে অথবা অন্য কোনও কার্য্যব্যপদেশে চট্টগ্রাম যান, সেই সুযোগে তাঁহাদিগের 'আদিনাথ' দেখিয়া আসিলে ভাল হয়, জাহাজ ভাড়া মাত্র এক টাকা। আদিনাথ হিন্দুর পবিত্র তীর্থ। তদ্ভিন্ন একটি স্বাস্থ্যকর স্থানও বটে। সুতরাং হিন্দু যাত্রীর একসঙ্গে 'রথদেখা' ও 'কলা-বেচা' উভয় উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইতে পারে। অলমিতি বিস্তারেণ।

শ্রীবীরেন্দ্রভূষণ বসুবর্ম্ম।

গৌড়-কাহিনী।

নবমপরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

যে দিন ভীম কারারুদ্ধ হইলেন, ঐ দিবস মধ্যাহ্নের অব্যবহিত পরেই "প্রাচীন পল্লী" হইতে একখানি শিবিকা মহীপুরপ্রাসাদে উপস্থিত হইল; এবং সেই শিবিকা-ভ্যন্তর হইতে বৃদ্ধমহামন্ত্রী যোগদেব ধীরে ধীরে বাহির হইয়া অতি গম্ভীর ও চিন্তিত ভাবে—অতি সাবধানতা ও সতর্কতার সহিত চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে মহারাজ মহীপালদেবের মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিলেন। ইদানীং মহারাজ মহীপালদেবের বহু নবীন মন্ত্রী যুটিয়াছিল; সুতরাং বৃদ্ধমহামন্ত্রীকে রাজপ্রাসাদে সচরাচর দেখা যাইত না। তিনি সাধারণতঃ তাঁহার পল্লীভবনেই বাস করিতেন। নিতান্ত বিশেষ গুরুতর প্রয়োজন উপস্থিত হইলে মহারাজ স্বয়ং মন্ত্রীবরের বাস-ভবনে উপস্থিত হইয়া পরামর্শাদি জিজ্ঞাসা করিতেন। কিয়ৎকাল যাবৎ মন্ত্রীবরকে মন্ত্রণাগৃহে গমন করিতে কেহই দেখে নাই। সুতরাং অদ্য যাহারা এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাইল, তাহারা স্বতই অনুমান করিয়া লইল যে, নিশ্চয়ই কোন গুরুতর বিষয়ের পরামর্শ আবশ্যক হইয়াছে।

মহামন্ত্রী মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, মহারাজ মহীপালদেব বিষণ্ণ বদনে—চিন্তান্বিতভাবে মহার্হ সুখাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন—যেন অতি উৎকণ্ঠার সহিত মন্ত্রীবরের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। গৃহাভ্যন্তরে দ্বিতীয় কেহ ছিল না—অদূরে দ্বারদেশের বাহিরে একজন সশস্ত্র প্রতীহার সাবধানে দ্বার রক্ষা করিতেছিল—অনতিদূরে এক দ্বৌবারিক আদেশ বহনার্থ দ্বারপার্শ্বে অতি সন্তর্পণে অপেক্ষা করিতেছিল। মন্ত্রীবরকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মহারাজ যেন অনেকটা সুস্থ হইলেন—তাঁহার মস্তক হইতে যেন একটা গুরুভার অপসৃত হইয়া গেল। মহারাজ আসন হইতে উঠিয়া সসম্মানে বৃদ্ধমহামন্ত্রীকে অভিবাদন করিলেন। মন্ত্রীবর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া ইঙ্গিতে মহারাজকে প্রত্যভিবাদন জানাইয়া সতর্কতার সহিত মন্ত্রণাকক্ষের চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন এবং অতি গম্ভীরভাবে আসন গ্রহণ করিলেন। তারপর মহারাজ বলিলেন "মন্ত্রীবর, অদ্য এইরূপ অসময়ে সহসা আপনাকে এই মন্ত্রণাগারে আহ্বান করায় বোধ হয় আপনি আশ্চার্য্যান্বিত হইয়াছেন?"

মন্ত্রী। "হাঁ, মহারাজ, আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কথাই বটে। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই

সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়াছি, কাজেই বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। আপনি যে আমাকে আহ্বান করিয়া পাঠাইবেন এবং আহ্বানের উদ্দেশ্য কি, তাহা পূর্ব্বেই অনেকটা অনুমান করিয়াছিলাম। আপনি যে আমাকে আহ্বান করিয়া পাঠাইয়াছেন, তদ্দ্বারা আমার অনুমান যে মিথ্যা নহে, তাহাই প্রমাণীত হইতেছে।"

মহারাজ। "মন্ত্রীবর, আপনার কথা আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছিনা। কি উদ্দেশ্যে আপনাকে ডাকাইয়াছি, তাহা আপনি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছেন, ইহার অর্থ কি ?

মন্ত্রী। হাঁ, মহারাজ, যে মুহূর্ত্তে শুনিয়াছি যে, ভীমকে অবরুদ্ধ করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই ভবিষ্যতে কি ঘটিবে না ঘটিবে তাহা অনেকটা অনুমান করিয়াছি। ঘটনার কার্য্যকারণ ও পরিণতি সম্বন্ধে যাঁহারা নিপুণভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বর্ত্তমান ঘটনার পরিণতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে পারিবেন। ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই।

মহারাজ। "আপনাকে আহ্বান করিবার কারণ সম্বন্ধে আপনি কি অনুমান করিয়াছেন ?"

মন্ত্রী। "মহাস্থান গড় হইতে কুমার শূরপালদেবের পলায়ন সম্বন্ধে দুর্গাধ্যক্ষ ভীমের কোন প্রকার শৈথিল্য কি সহায়তা ছিল কি না এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই কি মহারাজ আমাকে আহ্বান করেন নাই ?

মহামন্ত্রীর উত্তরে মহারাজ মহীপালদেবের বদন মণ্ডলে মূহূর্ত্তের নিমিত্ত একটু বিস্ময়ের ছায়াপাত হইল। মনে মনে বৃদ্ধমন্ত্রীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার প্রশংসা করিলেন। মহারাজ মন্ত্রীবরের এইরূপ তীক্ষ্ণ বিবেচনা শক্তির পরিচয় পূর্ব্বেও কয়েকবার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাই প্রাকাশ্যে বলিলেন "মন্ত্রীবর, আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় নূতন নহে ; কিন্তু অদ্য আপনার সেই বুদ্ধিশক্তি ও বিচার ক্ষমতার যেরূপ প্রয়োজন, সেরূপ প্রয়োজন বোধ হয় আর কখনও উপস্থিত হয় নাই। কুমার শূরপালের পলায়ন ব্যাপারে ভীমের সহায়তা আছে, ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস। আপনার এ সম্বন্ধে মত কি ?"

মন্ত্রী। "আপনার ঐরূপ বিশ্বাসের মূল কি ?"

মহারাজ। "মহাস্থান গড়ের গুপ্তদ্বারের সন্ধান বর্ত্তমানে একমাত্র আমি ও দুর্গাধ্যক্ষ ভীম ব্যতীত অপরের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এই গুপ্তদ্বারের সাহায্যেই কুমার পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দুর্গাধ্যক্ষের সহায়তা ব্যতীত চক্রান্ত কারীগণ

গুপ্তদ্বারের সন্ধান কিরূপে পাইতে পারে ? সুতরাং দুর্গাধ্যক্ষ ব্যতীত আর কাহাকেই বা দোষী সাব্যস্ত করা যাইতে পারে ?"

মহামন্ত্রী একটু শুষ্ক হাসি হাসিলেন। বলিলেন "মহারাজ ! আপনার অনুমান, বিশেষতঃ সেই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আপনি যে গুরুতর কার্য্য করিয়াছেন, তাহা ঠিক সমর্থন যোগ্য নহে। বরং আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে দুর্গাধ্যক্ষ ভীমকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলিয়াই মনে হইতেছে। ভীম যেরূপ বীরপুরুষ ও সত্যনিষ্ঠ বলিয়া পরিচিত, তাহাতে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিতে হইলে বিশেষ সন্তোষজনক প্রমাণ আবশ্যক। কেবল একদিক বিবেচনা করিলে চলিবে না—সর্ব্বদিক বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। অবিমৃষ্যকারিতায় অনেক বিপদের সম্ভাবনা।"

মহারাজ মহীপালদেব প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারিতেন না। মহামন্ত্রীর কথা তাঁহার সন্তোষজনক হইল না। বিশেষ বিরক্তি সহকারে বলিলেন—

"তবে কি আপনি ভীমকে নির্দ্দোষ মনে করেন ?"

মন্ত্রী। ভীম নির্দ্দোষী কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু সে যে দোষী তাহারও কোন প্রমাণ নাই। আমার বিবেচনায়, সম্প্রতি কুমারদ্বয়ের কারাবরোধ ব্যাপার লইয়া অঙ্গাধিপতি মহনদেবের সহিত আপনার যেরূপ অসদ্ভাব জন্মিয়াছে এবং প্রজা সাধারণ যেরূপ অসন্তুষ্ট হইয়াছে, তাহাতে এক্ষণে চতুর্দ্দিক বিশেষ বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক কার্য্য করা মহারাজের উচিত। এ সময় কারণানুসন্ধান না করিয়া হঠাৎ কার্য্য করিলে বিপদের সম্ভাবনা। সহসা ভীমের ন্যায় লোক-প্রিয় জননায়ককে কারারুদ্ধ করিয়া আপনি ভাল করিয়াছেন বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না।

মহারাজ। "প্রত্যেক কার্য্যে এত বিবেচনা করিতে গেলে, দেখিতেছি রাজকার্য্য অচল হইয়া উঠিবে।"

মন্ত্রী। কিন্তু মহারাজ যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা সামান্য ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ভীমকে কারারুদ্ধ করায় গৌড়রাজ্যের বিপুল নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ ভীমের পিতৃব্য অসাধারণ ক্ষমতাশালী দিব্যের ও স্বয়ং ভীমের প্রচণ্ড বিরাগবহ্নি আপনাকে ও আপনার সাম্রাজ্যকে ভস্মীভূত করিতে চেষ্টা করিবে। তারপর, তাহার পরিণাম কি হইবে তাহা কে বলিতে পারে ? সবিশেষ প্রমাণ হস্তগত না হওয়া পর্য্যন্ত ভীমের ন্যায় ক্ষমতাশালী ও পদস্থ ব্যক্তিকে সহসা দণ্ড বিধান করা হইতে হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আমার বিবেচনায় অবিলম্বে ভীমকে কারামুক্ত করিয়া তাহার সন্তোষ বিধান করা কর্ত্তব্য। অন্যথা অদূর ভবিষ্যতে যে বহ্নি

প্রজ্বলিত হইতে পারে তাহা সহজে নির্ব্বাণ করা সম্ভবপর হইবে বলিয়া বোধ হয় না। মহারাজ! আপনার পিতা স্বর্গীয় মহারাজ বিগ্রহ পালদেবের সময় হইতে রাজকার্য্যে বৃদ্ধ হইয়াছি। লোক চরিত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি। বৃদ্ধ মন্ত্রীর উপদেশ অবহেলা করিবেন না। অবিলম্বে কর্ত্তব্য অবধারণ করুন। নতুবা মহাবিপদের সম্ভাবনা।"

মহামন্ত্রী নীরব হইলেন। মুহূর্ত্তের জন্য মহারাজ মহীপালদেবের মনোমধ্যে বৃদ্ধ মন্ত্রীর প্রতিও অবিশ্বাসের ভাবের উদয় হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, তবে কি ভীমের সহিত মহামন্ত্রী কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত?—তবে কি মহামন্ত্রী ও দুর্গাধ্যক্ষ তাঁহার বিরুদ্ধে একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে?' মহারাজের চিরসন্দিগ্ধ চিত্তে সন্দেহের বীজ সহজেই পুষ্টি লাভ করিল এবং ক্রমশঃ তাহা বর্দ্ধিত ও পল্লবিত হইয়া মহামহীরুহের আকার ধারণ করিল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মন্ত্রী মহারাজের সেই সন্দিগ্ধভাব সহজেই লক্ষ্য করিলেন। প্রকাশ্যে দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন "মহারাজ, বুঝিতেছি আমার প্রতিও আপনার সংশয় জন্মিয়াছে। অবশ্য, যেরূপভাবে সকলের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া শত্রুগণ কুমার শূরপালের উদ্ধার সাধন করিয়াছে, তাহা বস্তুতই অদ্ভুৎ—এত অদ্ভুদ্ যে মহারাজের নিকট তাহা একটা ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ মনে হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু মহারাজ! এ বৃদ্ধ পালসাম্রাজ্যের কার্য্যে কেশপক্ষ করিয়াছে—এ বৃদ্ধের প্রতিও আপনার অবিশ্বাস! সত্য ও হিতবাক্য কি এতই অপ্রিয়!"

সন্দেহের ছায়া তখনও মহারাজের মনোমধ্যে ঘুরিতেছিল। ষড়যন্ত্রের বিভীষিকা তখনও তাঁহার অন্তঃকরণে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতেছিল। মহামন্ত্রীর বাক্যে মহারাজ কিছু বিস্মিত হইলেন—কিন্তু তাঁহার সন্দেহ দূরীভূত হইল না। তিনি বলিলেন—"মন্ত্রীবর, আপনি স্বয়ং স্বীকার করিতেছেন যে, কুমার শূরপালের পলায়ন-ব্যাপার অত্যন্ত রহস্যময় ও অদ্ভুত। যে কারণে আমি ভীমকে এই অদ্ভুৎ পলায়নের সহায়ক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহা আপনাকে বলিয়াছি। আমার সেই যুক্তির বিরুদ্ধে আপনার বক্তব্য কি?"

মন্ত্রী। "কুমার শূরপাল ও রামপালদেবের কারাবোধের পর অঙ্গপতি মহনদেব তাহাদিগের কারামোচনের জন্য পুনঃ পুনঃ মহারাজকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় মহারাজের স্মরণ আছে? মহারাজ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই—বরং কুমারদ্বয়কে পৃথক পৃথক কারাগারে রাখিয়া সতর্ক প্রহরী পরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন, তাহাও বোধ হয় মহারাজ বিস্মৃত হন নাই।"

মহারাজ। "আপনি অনর্থক কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক কথা উত্থাপন করিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বিলম্ব করিতেছেন।"

মন্ত্রী। "না, মহারাজ! কথাগুলি একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নহে। কুমার শূরপালদেবের পলায়নের সহিত ইহার সম্পর্ক থাকাই অত্যন্ত সম্ভবপর। অঙ্গাধিপতি ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার শিবরাজ ও পুত্র কাহ্নুরদেব ও সুবর্ণদেব সহসা অঙ্গরাজ্য হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন, এইরূপ একটা সংবাদ দুই মাস পূর্ব্বে আমাদের গুপ্তচর দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছিল, মহারাজ সে ঘটনাও বোধ হয় বিস্মৃত হন নাই। সে তাঁহারা সহসা অঙ্গরাজ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তাহা কি মহারাজ জানিয়া দেখিয়াছেন?"

মহারাজ। তবে কি আপনি বলিতে চান, শিবরাজ ও অঙ্গরাজ কুমারদ্বয়ের সাহায্যে কুমার শূরপাল কারামুক্ত হইয়াছেন?

মন্ত্রী। মহারাজ, শুধু যে বলিতে চাই তাহা নহে—তাহাই আমার স্থির বিশ্বাস

মহারাজ। "কিন্তু মহাস্থান গড়ের গুপ্তদ্বারের সন্ধানতো তাঁহাদের অবগত থাকিবার কোন কারণ নাই। নিশ্চয়ই ইহার ভিতর বিশ্বাসঘাতকা আছে। আমি জানি একমাত্র ভীমই এই রহস্য অবগত ছিল। সুতরাং ভীমই সেই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দোষী হইতেছেন।"

মহারাজের স্বর কিঞ্চিৎ বিদ্রূপ-ব্যঞ্জক।

মন্ত্রী। মহারাজ! একটা কথা বিবেচনা করিয়াছেন কি? কুমার রামপাল ও শূরপালদেব উভয়েই ভীমের তত্ত্বাবধানে মহাস্থান দুর্গের কারাগারে আবদ্ধ ছিল। কুমার শূরপালদেবের অপেক্ষা কুমার রামপালদেবের পলায়নই মহারাজের পক্ষে অধিকতর বিপজ্জনক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং ভীম যদি বিশ্বাসঘাতকতা করিত, তাহা হইলে উভয়কে কারামুক্ত, অন্ততঃপক্ষে কুমার রামপালদেবকে কারামুক্ত না করিয়া একমাত্র কুমার শূরপালদেবকে কারামুক্ত করিল কেন? ভীম ইচ্ছা করিলেই তো উভয়কেই কারামুক্ত করিয়া দিতে পারিত। তাহা না করিয়া একমাত্র কুমার শূরপালদেবের পলায়নের সহায়তা করিয়া কুমার রামপালদেবের পলায়নের পথ অধিকতর কণ্টকাকীর্ণ করিল কেন?

মহারাজ মন্ত্রীবরের কথার কোন উত্তর দিলেন না। একটু চিন্তিতভাবে কিয়ৎক্ষণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন! তারপর বলিলেন—"কিন্তু ভীমের সহায়তা না পাইলে, শত্রুরা গুপ্তদ্বারের সন্ধান পাইল কিরূপে?"

মন্ত্রী। "মহারাজ, দুর্গাধ্যক্ষ ভীম ও আপনি ব্যতীত আরও একব্যক্তি

এ সংসারে জীবিত আছে, যাহার পক্ষে মহাস্থান গড়ের গুপ্তদ্বারের সন্ধান অবগত থাকা একেবারে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।”

মহারাজ বিস্মিত হইলেন। তাঁহার সমস্ত মুখমণ্ডল দিয়া বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তিনি অতি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে সে ব্যক্তি, মন্ত্রীবর! আপনি কাহার কথা বলিতেছেন?”

মন্ত্রী। “সম্ভবতঃ—সম্ভবতঃ কেন, আমার বোধ হয়, নিশ্চয়ই তাঁহার সহায়তা লাভ করিয়া কুমার শিবরাজ এই গুপ্তদ্বারের রহস্য অবগত হইতে পারিয়াছিলেন এবং কুমার শূরপালদেবের মুক্তি-সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন।”

মহারাজ। “মন্ত্রীবর, আপনি কি বলিতেছেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার কথায় আমার বিস্ময় ও সন্দেহ উত্তরোত্তর কেবলই বর্দ্ধিত হইতেছে মাত্র। আমি ও ভীম ব্যতীত অন্য কোন জীবিত ব্যক্তির পক্ষে এই গুপ্তদ্বারের বিষয় অবগত থাকা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না।”

মন্ত্রী। মহারাজ! উদ্বিগ্ন হইবেন না। আমি এইমাত্র যাঁহার নাম করিব—তাঁহার পক্ষে এই গুপ্তদ্বারের সন্ধান অবগত থাকা আপনার নিকট নিশ্চয়ই অসম্ভব বোধ হইবে না। মহারাজ কি মহাস্থানের মহাসামন্ত বীরাগ্রগণ্য সুরথসেনের কথা বিস্মৃত হইয়াছেন?

সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে মহাসামন্ত সুরথসেনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায় মহারাজ মহীপালদেব কিছু বিচলিত ও বিমর্ষ হইলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল অমনি পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল—হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার হইল। বাস্তবিক, অকস্মাৎ ক্রোধপরবশ হইয়া মহাসামন্ত সুরথসেনের প্রাণদণ্ড বিধান করিবার পর হইতে মহারাজের মনে গভীর অনুতাপালন প্রধূমিত হইতেছিল। অনেক সময়ে তাঁহার হটাৎ মনে হইত যেন সুরথসেনের বধের প্রায়শ্চিত্ত একদিন না একদিন তাঁহাকে করিতে হইবে। সুরথসেনের ছিন্ন মস্তকের কল্পনা মনে উদয় হইয়া অনেক সময় তাঁহার মনে হইয়াছে যে, তাঁহার মস্তকও বুঝি ঐরূপেই দেহচ্যুত হইবে। এতদিন অবশ্য এসব চিন্তাকে চিত্ত-দৌর্ব্বল্য প্রসূত অমূলক বিভীষিকা বলিয়াই উড়াইয়া দিয়াছেন, কিন্তু অদ্য এত দিন পরে বৃদ্ধমহামন্ত্রীর মুখে সহসা সুরথসেনের নাম শ্রবণ করিয়া কি যেন এক সমীপাগত আশু বিপদ্‌পাতের আশঙ্কায়, তাঁহার প্রাণে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। তিনি কিঞ্চিৎ ম্রিয়মান অবস্থায় নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে বলিয়া উঠিলেন—“মহাসামন্ত সুরথ সেন!—মহাস্থানগড়ের মহানায়ক সুরথসেন! হাঁ হাঁ তা তা সুরথসেনতো পরলোক গত!”

মন্ত্রী। হাঁ, মহারাজ, মহাসামন্ত সুরথসেন—যিনি বহুকাল যাবৎ পুরুষানুক্রমে মহাস্থানগড়ের মহানায়ক ছিলেন—তিনি এক্ষণে পরলোকগত। কিন্তু সুরথসেনের মৃত্যুর সময় তাঁহার ষোড়শবর্ষীয় একমাত্র পুত্র জীবিত ছিল। সে বালক এখনও জীবিত। আমার মনে হয়, সেই বালকের সহায়তায় শিবরাজ কুমার শূরপালের উদ্ধার সাধনে সমর্থ হইয়াছেন।

মহারাজ। আপনার কথা দুর্ব্বোধ্য। আমি বুঝিতে পারিতেছিনা, সুরথসেনের কোন পুত্র জীবিত থাকিলেও কিরূপে তাহার সহায়তায় কুমার শূরপালের উদ্ধার সম্ভবপর হইতে পারে? আর কুমার শিবরাজ ও অঙ্গরাজকুমার দ্বয়ই যে কুমার শূরপালের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, তাহারই বা প্রমাণ কি? তারপর, গুপ্তদ্বারের দ্বার কিরূপে উদ্‌ঘাটিত হইল, তাঁহার প্রমাণই বা কি আছে?”

মন্ত্রী। মহারাজ, অবশ্য এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলেও, কতকগুলি আনুষঙ্গিক ঘটনা পরম্পরা দ্বারা আমি ঐরূপ মনে করিতেছি। এইমাত্র—আমি এখানে আসিবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে মহাপ্রতীহার বিষ্ণুদত্তকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম যে সুরথসেনের পুত্র কেদারেশ্বর কয়েক মাস পূর্ব্বে হটাৎ নিরুদ্দেশ হইয়াছে—তাহার সংবাদ কেহই অবগত নহে। কুমার শিবারজ ও অঙ্গরাজ কুমারদ্বয়ের সহসা রাজ্য হইতে অন্তর্দ্ধান—তারপর তাঁহাদের পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাভিমুখে ছদ্মবেশে আগমন সুরথসেনের পুত্র কেদারেশ্বরের সহসা নিরুদ্দেশ—কেবলমাত্র কুমার শূরপাল দেবের মুক্তি, এই সমস্ত ঘটনা বিশেষভাবে চিন্তা করিলে মনে হয়, কেদারেশ্বরের সহায়তায় গুপ্তদ্বারের সন্ধান জানিতে পারিয়া কুমার শিবরাজ ও অঙ্গরাজ কুমারদ্বয় কুমার শূরপালদেবের উদ্ধার করিয়াছেন। প্রৌঢ় সুরথসেন তাঁহার একমাত্র পুত্র ও বর্ত্তমান দুর্গের তাৎকালিক ভাবী উত্তরাধিকারীকে দুর্গের আগম-নির্গমের সর্ব্বপ্রকার গুপ্ত বিষয় অবগত করান একেবার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

মহারাজ। “মন্ত্রীবর, আপনার যুক্তিসমূহ নিতান্ত জটিল। তাহাও আমার সন্দেহ অপনোদিত না হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে।”

মন্ত্রী। “যাহা হউক, বিশেষ প্রমাণ না পাইয়া ভীমের ন্যায় একজন সত্যনিষ্ঠ রাজসম্ভ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করা আমার নিকট সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, তাহাতে অবিলম্বে মহা অনর্থের সৃষ্টি হইতে পারে। আমার মতে বিশেষ প্রমাণ হস্তগত না করিয়া ভীমকে কারাবদ্ধ রাখা সুপরামর্শ বলিয়া বোধ হয়

বৃদ্ধমহামন্ত্রীর বাক্যে মহারাজ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। মহারাজ মহীপালদেব আত্মপ্রত্যয়ের বিরুদ্ধে অধিকাংশস্থলে বিচক্ষণ মন্ত্রীগণের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না। অনেক সময় তাঁহাদের পরামর্শের বিপরীত আচরণ করিয়া গৌড়ীয় পালসাম্রাজ্যকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধমহামন্ত্রীর পরামর্শের বিরুদ্ধে অনীতিক আচরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন—তাঁহার মন্ত্রণার বিরুদ্ধে কুমার শূরপাল ও রামপালদেবকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন—তাঁহার তীব্রপ্রতিবাদ স্বত্ত্বেও চাটুকারগণের পরামর্শে মহাসামন্ত সুরথসেনকে অকারণ বধদণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন—অদ্যও তাঁহার অভিমতানুযায়ী কার্য্য করিতে উদ্যত হইলেন না। বরং কিঞ্চিৎ বিরক্তিভাব প্রদর্শন করিয়া বলিলেন "মহামন্ত্রী, আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন—আপনার বয়সে ভীতি অত্যন্ত স্বাভাবিক। অতঃপর কি আমাকে আমার অধীনস্থগণকেও ভয় করিয়া চলিতে হইবে! আমাদের নৌবলাধ্যক্ষ দিব্যকের ভয়ে কি অতঃপর ভীমকে ছাড়িয়া দিতে হইবে?"

মহারাজ নীরব হইলেন। মহামন্ত্রীও তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। তখন অস্তগামী সূর্য্যের লোহিত কিরণরাশি মন্ত্রণাগৃহের পশ্চাদ্দিকস্থ উদ্যানের ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষ-শীর্ষসমূহে নিপতিত হইয়া তাঁহাদিগকে সোনালিবর্ণে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া দিবসের অবসান সূচিত করিল। পাখীগণ কলধ্বনি করিয়া স্ব স্ব নীড়াভিমুখে নীলগগনপথে ধাবিত হইল। গৃহে গৃহে সান্ধ্য প্রদীপ প্রজ্বলিত হইল। মন্দির সমূহ আরতির ঘণ্টাধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। মহামন্ত্রী মহারাজ মহীপালদেবের অন্যায় জেদ জানিতেন—সুতরাং অধিক বাক্যব্যয় অনর্থক বোধ করিলেন। তিনি তথায় আর অধিক সময় বিলম্ব করিলেন না। ক্ষুব্ধচিত্তে ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন এবং মহারাজের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করত নিতান্ত চিন্তিত মনে মন্ত্রণাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সে দিন সেই সময় যাঁহারা বৃদ্ধমহামন্ত্রীর বিষণ্ণ গম্ভীর বদনমণ্ডল বিশেষ লক্ষ্য করিয়া নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে সাম্রাজ্যের বিশেষ কোন গুরুতর বিপদ অত্যাসন্ন হইয়াছে।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা।

পুরাতন প্রসঙ্গ।

গত বর্ষের ভাদ্র সংখ্যার "কায়স্থ-পত্রিকায়" "মন্দারেকণ্টক" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা "কায়স্থের উৎপত্তি ও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন" সম্বন্ধে দুই চারি কথা লিখিব বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলাম। কথাটা অতি পুরাতন। ইতিপূর্ব্বে "কায়স্থ-পত্রিকা" এবং "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা" বহুবারে বহুভাবে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, কত কায়স্থ-তত্ত্ব-শাস্ত্রবিদ্ সুলেখক কত গ্রন্থ রচনা করিয়া ইহা ঘোষণা করিয়াছেন, কত নিরপেক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত "কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব" সম্বন্ধে কত সানুকূল মত প্রচার করিয়াছেন; ইহার পর আর এসব বিষয়ের আলোচনার তত প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না। আর পুরাতন বিষয়ের পুনরালোচনা পাঠকগণের পক্ষেও বোধ তৃপ্তিপ্রদ নহে, এসব জানি এবং বুঝি; তথাপি এক শ্রেণীর লোকের প্রবোধের জন্য এ পুরাতন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কারণ তাঁহারা এমনি অতি-বুদ্ধিমান ও কায়স্থহিতৈষী যে, সে সব পুরাতন পুঁথি-পত্র আলোচনা করিবার ক্লেশ ত স্বীকার করিবেনই না, অথচ কায়স্থ-নিন্দায় চিরপটু! আর সকলের পক্ষে সে সব পুরাতন কাগজ ঘাঁটিয়া এসব তথ্য অবগত হওয়ার তেমন সুবিধাও না থাকিতে পারে; তাই এ পুরাতন প্রসঙ্গের অপ্রীতিকর পসরা মাথায় লইয়া উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলাম। তবে কথাটা যতদূর পারি সংক্ষেপে সারিতে যত্ন করিব।

কায়স্থোৎপত্তি।

(তন্ত্র—পুরাণ—সংহিতা।)

দেখিয়াছি শাস্ত্র সব তন্ন তন্ন করি,
পুরাণাদি, স্মৃতি, আর সংহিতা যতেক,
জানি আমি সুনিশ্চয়, কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ;
সবে তারা চিত্রগুপ্তদেব-বংশধর।

"কায়স্থ" শব্দটা কায়স্থের স্বকপোলকল্পিত বা আধুনিক নহে। যতকাল আর্য্য-গণ গঙ্গাবিধৌত হিমালয়গিরি সন্নিহিত প্রদেশে অবস্থিত আছেন এবং চন্দ্র ও সূর্য্য-বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ এ জগতে বিদ্যমান আছেন, ততকাল যাবৎ কায়স্থ জাতির উদ্ভব হইয়াছে। কায়স্থ আধুনিক বিদ্বেষবুদ্ধি পরিকল্পিত পঞ্চমবর্ণ, বর্ণশঙ্কর শূদ্র কি অন্যজ জাতি নহেন। এ দেশের কায়স্থ শিশুরা এখনও প্রত্যহ পিতা-মাতার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া বালসুলভ সুমধুরস্বরে এই গাথাটি পাঠ করিয়া থাকে। যথা:—

"যাবন্মেরৌ স্থিতাঃ দেবাঃ, যাবদ্‌গঙ্গা মহীতলে।
চন্দ্রার্কৌ গগনে যাবৎ, তাবৎ কায়স্থজা বয়ম্॥"

"ক" শব্দে যিনি ব্রহ্মাকে জানেন, "অ" শব্দে ব্রহ্ম, নিত্যজ্ঞান, "য়" শব্দে ব্রহ্ম নিরন্তর (নিকটস্থ) এবং "স্থ" বিদ্যমান থাকা। যিনি দেহ, ইন্দ্রিয় ও আত্মা বা পরম ব্রহ্মকে নিরন্তর অধিকার করিয়া বিদ্যমান,—যিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন, তিনিই বিশেষ লক্ষণানুসারে কায়স্থ।

"ককারং ব্রাহ্মণং বিদ্যাদকারং নিত্যসংজ্ঞকং।
আয়ন্তু নিকটং জ্ঞেয়ং তত্র কায়েহি তিষ্ঠতি॥" আচারনির্ণয় তন্ত্র।

কায়ে তিষ্ঠতি যঃ সঃ কায়স্থ ; অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মার শরীরে অবস্থিত ছিলেন, তিনি কায়স্থ।

"কঃ প্রজাপতিরাখ্যাতঃ আয়ো বাহুস্তথৈবচ।
তত্রস্থো যৎসমুদ্ভূতঃ কায়স্থ ইতিকীর্ত্তিতঃ॥"

পরাশরীয় কুলার্ণব।

অর্থাৎ,—কঃ শব্দে ব্রহ্মা, আয়ঃ শব্দে বাহু, স্থ শব্দে জাত বা স্থিত। ব্রহ্মার বাহুতে অবস্থিত থাকিয়া যিনি উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনি কায়স্থ। "ক্ষতঃ ত্রায়তে" অর্থাৎ যিনি বিপদ হইতে রক্ষা করেন, তিনি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্র শব্দের অর্থ পুংলিঙ্গে জাতিবিশেষ এবং ক্লীবলিঙ্গে শরীর ; সুতরাং ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ শব্দ একার্থবোধক।

"ক শব্দার্থে ব্রহ্মা আর বাহু অর্থে আয়।
উভয়ে মিলিয়া ব্রহ্মার বাহু অর্থে কায়॥" ঢাকুর গ্রন্থ।

প্রজাপতি ব্রহ্মার শরীর হইতে লেখনী ও মসিপাত্রধারী চিত্রগুপ্তদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মকায় হইতে জাত বলিয়া তিনি কায়স্থ নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইনি ধর্ম্মরাজসভায় প্রাণিগণের সদসৎ কর্ম্মের লেখক। ব্রাহ্মণগণও ইঁহার নামে আহুতি প্রদান করেন। ইহাঁর বংশধরগণ নানা গোত্রবিশিষ্ট এবং কায়স্থ নামে খ্যাত। যথা :—

"ক্ষণং ধ্যানস্থিতস্যাস্য সর্ব্বকায়াদ্বিনির্গতঃ।
দিব্যরূপ পুমান্ বিভ্রৎ মসীপাত্রঞ্চ লেখনীং॥
চিত্রগুপ্ত ইতিখ্যাতো ধর্ম্মরাজ সমীপেতঃ।
প্রাণিনাং সদসৎ কর্ম্মলেখায় স নিরূপিতঃ॥
ব্রাহ্মণাতীন্দ্রিয় জ্ঞানী দেবাগ্নৌ যজ্ঞভুক্ স বৈ।
লোকনাথ সদা তস্যাত্রাস্তদাধিকৃতে বিভো॥

ব্রহ্ম-কায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থ-বর্ণ উচ্যতে।
নানা গোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যা কায়স্থাভুবি সন্তি বৈ!"

সৃষ্টিখণ্ড।

ব্রহ্মার বাহুজাত ক্ষত্রিয় জাতিই জগতে কায়স্থ নামে বিখ্যাত। স্বর্গে যিনি চিত্রগুপ্ত নামে অভিহিত, মর্ত্ত্যে তিনিই বিচিত্র নামে খ্যাত। তাঁহার পুত্র চিত্ররথ কুলদীপক ও যশস্বী ছিলেন। চিত্ররথ মুনিবর গৌতমের শিষ্য, মহাপ্রাজ্ঞ ও চিত্রকূটাচলের অধিপতি ছিলেন। যথা :—

"বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো ভূমিমণ্ডলে॥
চিত্ররথঃ সুতস্তস্য যশস্বী কুলদীপকঃ।
ঋষিবংশে সমুদ্ভূতো গৌতমো নাম সত্তমঃ॥
তস্য শিষ্যো মহাপ্রাজ্ঞঃ চিত্রকূটাচলাধিপঃ॥"

আপস্তম্ব শাখা।

ভবিষ্য-পুরাণে পুলস্ত্য-ভীষ্ম সংবাদে এইরূপ লিখিত আছে,—

"মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূত স্তস্মাৎ কায়স্থ সংজ্ঞকঃ।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা।
স্থিতির্ভবতু তে বৎস মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাং॥
ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্মপালনীয়ো যথাবিধিঃ॥
প্রজা সৃজস্ব ভো পুত্র ভুবি ভারসমন্বিতাঃ।"

অর্থাৎ,—ব্রহ্মার শরীরস্থ ছিলেন বলিয়া চিত্রগুপ্ত কায়স্থ আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি জীবগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারার্থ ধর্ম্মরাজসমীপে সদা অবস্থানপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম পালন ও প্রজাসৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

"————ব্রহ্মা ধ্যানমকল্পয়ৎ॥
দিব্যং বর্ষ সহস্রং তু তপঃ কৃত্বা ব্রবীদিদম্।
সন্নিধৌ পুরুষং দৃষ্ট্বা শ্যামং কমললোচনম্॥
কম্বুগ্রীবং গূঢ়শিরং পূর্ণচন্দ্রনিভাননম্।
লেখনী পাটিকা হস্তংমসীভাজন সংযুতম্॥
মম কায়াৎ সমুৎপন্নস্থিতি কায়েহভবদ্‌যতঃ।
কায়স্থ ইতি তস্যাথ নামশ্চক্রেপিতামহঃ॥
চিত্রবাচা নয়াগুপ্ত শ্চিত্রগুপ্তঃ স্মৃতোবুধৈঃ॥" ভবিষ্যপুরাণ।

ইহা ও ভবিষ্য পুরাণোক্ত পূর্ব্বোলিখিত বাক্যেরই সমর্থক। রাজ্য বিস্তৃতি হেতু অসিজীবী ক্ষত্রিয় জাতির লেখ্য কার্য্যের প্রয়োজন হইলে,তাঁহাদের একাংশ মসীজীবী হইয়া কায়স্থ নাম গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মাধিকরণে স্বজাতীয় ক্ষত্রিয় রাজার সহিত প্রকৃতি-পুঞ্জের ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এ শ্লোকের এরূপ রূপক অর্থ গ্রহণ করা অন্যায় নহে। ইহার প্রকৃত অনুবাদ স্থানান্তরে প্রদত্ত হইয়াছে।

"চিত্রগুপ্তেন ভাবায়াং ত্রয় উৎপাদিতা সুতাঃ।
উদারশীলা চরিতা ধর্ম্মরাজস্য বল্লভঃ॥
বিচিত্রস্য সুতাঃ পঞ্চ সমভবন্ মহাশয়াঃ।
কনীয় সুসম সূক্ষ্মঃ সঙ্গবান্ কর্ম্মকস্ত্বমী॥
তেষাং তু কল্পয়ামাস কশ্যপো জাতকর্ম্ম বৈ।
তদাচরতি তৎপূর্ব্বং নাম গর্ভাদি বৈদিকং॥
তয়োঃ কুলপতি স্তস্মাৎ তাবৎ কশ্যপ সম্মতঃ।
ব্যাতেনে সকলাভীষ্ট মাসীঃ শত সমুচ্চয়ৈঃ॥
এতা বেতেচ সর্ব্বেসু গোত্রিনঃ কাশ্যপাভিধা। ইত্যাদি।

পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড।

অর্থাৎ,—চিত্রগুপ্তের ভাবানাম্নী পত্নীর গর্ভে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি কশ্যপ এই তিন পুত্রের এবং বিচিত্রের পাঁচ পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করেন। ইহাঁরা সকলেই ক্ষত্রধর্ম্মা ছিলেন। ইহাঁরা কশ্যপ গোত্র,—মহর্ষি কশ্যপ ইহাঁদের পুরোহিত। ইত্যাদি।

"চিত্রগুপ্ত পুরং তত্র যোজনানানান্তু বিংশতিঃ।
কায়স্থাস্তত্র পশ্যন্তি পাপ-পুণ্যানি সর্ব্বশঃ॥"

গরুড় পুরাণ উত্তর খণ্ড ১৯অঃ।

অর্থাৎ,—ধর্ম্মরাজের আবাসে বিংশতি যোজন পর্য্যন্ত চিত্রগুপ্তের পুরি, সেখানে কায়স্থগণ সকলের পাপপুণ্যের বিচার করিয়া থাকেন।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য শ্রীহর্ষের উত্তর নৈষধ চরিতে—দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত চিত্রগুপ্ত কায়স্থ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। যথা :—

"দৃগ্ গোচরোঽভূদথ চিত্রগুপ্তঃ কায়স্থ উচ্চৈর্গুণ এতদীয়।
ঊর্দ্ধ্বন্তু পত্রস্য মসীদ একো মসের্দ্দধচ্চোপরি পত্রমন্যঃ॥"

নৈষধ ১৪শ সর্গ।

অর্থাৎ,—অতঃপর চিত্রগুপ্ত দৃষ্টির অগোচরীভূত হইলেন, তিনি কায়স্থ এবং উচ্চ গুণশালী। ইনি মানবের অদৃষ্ট গণনা পূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করেন।

ক্ষত্রিয় রাজর্ষি চন্দ্রসেনের বংশধরগণও ভগবান্ পরশুরামের আদেশে কায়স্থ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। চন্দ্রসেনের বংশজ বলিয়া উহারা চান্দ্রসেনী কায়স্থ বলিয়া বিশ্ব-বিখ্যাত। মহাত্মা দালভ্য ঋষির আশ্রিত ছিলেন বলিয়া চান্দ্রসেনী কায়স্থগণ দালভ্য গোত্রীয় হইয়াছেন। এদেশে চান্দ্রসেনী কায়স্থ নাই। মহারাষ্ট্র অঞ্চলে ও মধ্য প্রদেশে বহুসংখ্যক চান্দ্রসেনী কায়স্থ বর্ত্তমান আছেন।

"রেণুকা-মাহাত্ম্যে" লিখিত আছে,—ক্ষত্রিয়ান্তকারী পরশুরাম মহাবীর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে নিহত করিয়া অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের নিধনার্থ তাঁহাদের অনুসরণ করিলে, প্রাণভয়ে ভীতা রাজর্ষি চন্দ্রসেনের গর্ভবতী বনিতা মুনিবর দালভ্যের আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরশুরাম, পলায়িতা রাজমহিষীর গর্ভস্থ সন্তানকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে দালভ্যের নিকট তাঁহাকে (চন্দ্রসেন পত্নীকে) প্রার্থনা করিলে তিনি একটি বর লাভের অঙ্গিকারে সসত্ত্বা চন্দ্রসেন মহিষীকে ভার্গববীরের নিকট উপস্থিত করেন। তখন পরশুরাম প্রীতিভরে মুনির প্রার্থনা জানিতে চাহিলে ঋষিবর তাঁহার নিকট চন্দ্রসেন মহিষীর গর্ভস্থ শিশুটী প্রার্থনা করিলেন। অগত্যা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পরশুরাম স্বীয় পণ রক্ষার্থ সেই কায়স্থিত (গর্ভস্থ) শিশুকে কায়স্থ নামে অভিহিত করিয়া শিশুকে ক্ষাত্রধর্ম্ম—যুদ্ধাদি কার্য্যে অধিকারচ্যুত করিয়া রাখিবার জন্য অনুরোধ পূর্ব্বক সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর নবজাত চন্দ্রসেন পুত্র সোমরাজ চিত্রগুপ্তদেবের প্রসিদ্ধ কায়স্থধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া লেখ্যবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। যথাকালে তিনি চিত্রগুপ্ত বংশজ জনৈক কায়স্থ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তদ্বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণই দালভ্যগোত্রীয় কায়স্থ নামে সুপরিচিত। সোমরাজের চারি পুত্রের ও চিত্রগুপ্ত বংশজ কায়স্থ কন্যার সহিতই পরিণয় হইয়াছিল। মুনি প্রদত্ত সুশিক্ষা ও সদুপদেশ গুণে সোমরাজ পুত্রগণ ধার্ম্মিক, সদাচারী, দেব, ব্রাহ্মণ ও অতিথি-সেবারত এবং দান, যজ্ঞ, ব্রত, তীর্থভ্রমণ ও তপস্যা পরায়ণ মহাসুজন বলিয়া সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিলেন।

প্রবন্ধ বাহুল্য বোধে এস্থলে "রেণুকা-মাহাত্ম্যের" সে মূল শ্লোকাবলী উদ্ধৃত হইল না। উক্ত গ্রন্থের ৪৭ অধ্যায়ে উল্লিখিত শ্লোকে সোমরাজকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মচ্যুত করিয়া চিত্রগুপ্ত ধর্ম্ম প্রদানের কথা উল্লেখ আছে। ইহাতে তদ্বংশীয়দের উপনয়ন ও বেদে অধিকার সূচিত হইতেছে।" "ক্ষাত্রধর্ম্মাদ্বহিস্কৃত" বলাতে কেবল যুদ্ধাদি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে, এতদ্দ্বারা উপনয়নাদি শ্রৌত স্মার্ত্তধর্ম্ম সূচিত হয় নাই।

টীকাকার পণ্ডিতবর স্বর্গীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের ইহাই অভিপ্রায়। প্রবন্ধান্তরে উহার বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ কাশীরাম দাসকৃত মহাভারতেও কায়স্থোৎপত্তি সম্বন্ধে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু মূল সংস্কৃত মহাভারতে উহা নাই। উহা কায়স্থ বিদ্বেষিগণ কর্ত্তৃক মূল মহাভারত হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়াই প্রতীয়মান হয়! কারণ কাশীরাম দাস তিনশত বৎসরেরও পূর্ব্ববর্ত্তিলোক, তাঁহার ঐরূপ মিথ্যা কল্পনার কোনরূপ প্রয়োজন ছিল না; সুতরাং মূলে ছিল বলিয়াই যে তিনি ঐরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ "যমসংহিতায়"ও উক্তরূপ বর্ণনাই দৃষ্ট হয়। এবং "পদ্মপুরাণ" প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত কায়স্থোৎপত্তি বিবরণে ও কাশীরামকৃত মহাভারতীয় মতেরই সমর্থন করা হইয়াছে। বিহারী ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল নিবাসী কায়স্থগণ মধ্যেও উক্তরূপ একটি প্রবাদ শ্রুত হওয়া যায়। অতএব মহাত্মা কাশীরামের উক্ত উক্তি একটুকু রূপক হইলেও উহার মূলে অবশ্যই পবিত্র সত্য নিহিত আছে, নিম্নে কাশীরামদাসের সে বর্ণনাটুকু উদ্ধৃত হইল। যথা :—

"পূর্ব্বে এককালে যজ্ঞ করেন শমন।
অহিংসায় কোন প্রাণী না হয় মরণ॥
মনুষ্যে পূরিল ক্ষিতি ভেবে ভয় হৈল।
সবে আসি ব্রহ্মারে সকলি নিবেদিল॥
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন সহ দেবগণ।
নৈমিষ কাননে যজ্ঞ করেন শমন॥
ব্রহ্মারে কহেন যম করি যোড়পাণি।
মম শক্তি একর্ম্ম নহিল পদ্মযোনি॥
সব দেবগণ মধ্যে আমি হইনু চোর।
ত্রিভুবন মধ্যে বিষয় দিলা মোর॥
ত্রৈলোক্যের রাজা হ'য়া দেবপুরন্দর।
তিনি যজ্ঞ করিবারে পায়েন অবসর॥
কুবের বরুণ যজ্ঞ ইচ্ছা হ'লে করে।
অবকাশ মুহূর্ত্তেক নাহিক আমারে॥
যমের বচনে চিন্তিত প্রজাপতি।
সেইকালে বাহু হ'তে হইল উৎপত্তি॥
লেখনী দক্ষিণ করে তাড়ি পত্র বামে।
জাতিতে কায়স্থ হৈ'ল চিত্রগুপ্ত নামে॥"*

শ্রীবরদাচরণ ঘোষবর্ম্মা।

* আগামী বারে "কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন" সম্বন্ধে ২.৪ কথা লিখিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব, ইচ্ছা রহিল; বাসনা পূর্ণ করা জগদম্বার ইচ্ছাধীন।

বৈষ্ণব-কবি।

১

ওহে বৈষ্ণবব কবি!
কোথায় শিখিলে প্রাণারাম গান,
কাহার প্রসাদ লভি?
দেশকাল ভাব ভুলিয়া সকলি,
রচিলে কেমনে চারু পদাবলী!
কাব্য-কাননে কোকিল-কাকলী
ঝঙ্কার করি উঠে!
কুঞ্জে কুসুম ফুটে!

২

দেখেছিলে কিগো তুমি—
খেলে কালিন্দী জল কল্লোল,
কালার চরণ চুমি!
সুদূর দ্বাপরে বাঁশরীর তান,
শুনিয়া যমুনা বহিল উজান;—
ঢালে ব্রজবালা তনু মনঃপ্রাণ—
মাধবের পদতলে,
হৃদয়ের শতদলে!

৩

মুগ্ধা মাধবী রাতি!
চন্দ্রিকা-মোহে হাসিছে ভাসিছে—
সুপ্ত তারকা ভাতি!
অদূরে ঝরিছে সুর পাপিয়ার,
শ্যাম-নিকুঞ্জে রাস, রাধিকার;—
তোমার মানস করে অভিসার
গোপনে তাহার সনে,
প্রেমের বৃন্দাবনে!

৪

কেলি-কদম্ব মূলে,
ত্রিভঙ্গ বাঁকা শিরে শিখীপাখা
গলে মালা বনফুলে !
শ্যামসুন্দর ভুবনমোহন,
রাধিকা-রমণ রাধিকার মন,
রাস-রসাবেশে পুলক-মগন ;—
নিরখিয়া সে মাধুরী,
এনেছ করিয়া চুরি !

৫

তোমার প্রেমের ধার—
দুকূল প্লাবিয়া চ'লেছে ছুটিয়া
শান্তির পারাবার !
অধীর আবেগে আপনা ভুলিয়া,
মর্ম্ম-মথল-ঊর্ম্মি তুলিয়া,
রভস-লালসে হেলিয়া দুলিয়া
গাহিয়া অমিয়া-গান,
জুড়ায় জগত প্রাণ।

৬

নিবিড় গহন-তলে,
কাব্য-সরের অগাধ অসীমে
মাণিক মুকুতা জ্বলে !
জ্বালিয়াছ চির উৎসব-বাতি ;
নাচিছ গাইছ প্রেমামোদে মাতি
পরাণ সখারে কি দিবস রাতি
আরতি করিছ ধীরে !
ব্যাকুল নয়ন-নীরে !!

শ্রীগোপালচন্দ্র দেবর্ম্মা।

কর্ম্ম।

হিন্দুগণ চিরদিন ধর্ম্ম প্রাণ এবং সর্ব্বদাই জ্ঞানলাভেচ্ছু। ইঁহারা নিস্পৃহ ও নির্লিপ্ত থাকিতে পারিলেই আপনাকে ঈশ্বর-রাজ্য-গমনোন্মুখ বলিয়া মনে করেন। নির্লিপ্ত হইয়া কর্ম্ম করাই শ্রেয়ঃ, অবশ্য কর্ত্তব্য এবং হিন্দুধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ঐ বলিয়া প্রথমাবধি শাস্ত্রীয় কর্ম্ম যথাবিধি অনুষ্ঠানে বিরত হইয়া জ্ঞানলাভাকাঙ্ক্ষা প্রায়ক—কোনও ব্যক্তি কোনও বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে,অগ্রে তাহাকে তাহার পন্থা উদ্ভাবন করিয়া এবং উদ্দেশ্য স্থির করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয় ; নচেৎ তিনি কখনই সফলতা লাভ করিতে সহর্থ হন না। এককালে জ্ঞানেচ্ছা বাতুলতা মাত্র , যে ব্যক্তি এককালে কোনও কর্ম্মে সাফল্য লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কদাপি ইষ্ট লাভে সমর্থ হন না, পরন্তু উভয়কুল হারাইয়া শেষে 'নিরাশা' লইয়া জীবনে এক দুর্ব্বিসহ যাতনা ভোগ করিয়া জীবনকে ধিক্কারভাগী করেন। শস্যলাভেচ্ছু প্রথমতঃ সেরূপ শস্য-তৃণের প্রতি সচেষ্ট যত্নপর না লইলে সে কখনও শস্য লাভ করিতে পারে না ; সেইরূপ জ্ঞানলাভেচ্ছু প্রথমতঃ জ্ঞান লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়, বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে, এবং সেইরূপ অনুষ্ঠানে রত হইতে না পারিলে, তিনি কখনও জ্ঞান লাভে সমর্থ হন না ; প্রথমতঃ কর্ম্মযোগ রূপ তৃণ হইতে শস্য গ্রহণবৎ জ্ঞানশস্য লাভানন্তর কর্ম্মতৃণ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে লীন হইতে সমর্থ হওয়া যায়। কর্ম্ম না করিলে ভগবান প্রীত হন না, কারণ বিশ্বস্রষ্ঠা কর্ম্ম দ্বারাই এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং কর্ম্ম দ্বারাই এই বিশাল সৃষ্টির-স্থিতি ও প্রলয়ের বিধান করিয়া সর্ব্বভূতের হিতসাধন মানসে স্বয়ং কর্ম্মী হইয়া পড়িয়াছেন।

এক্ষণে দেখা যাউক কিরূপ কর্ম্ম করিলে ভগবানের তুষ্টি সাধন করা যায়। বেদোক্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডই প্রকৃত কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত এবং উহার অনুষ্ঠান দ্বারাই ভগবানের সম্যক তুষ্টি বিধান করা যায়। যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারাই জীবাদির জীবন ধারণোপযোগী সমগ্র ঈপ্সিত বস্তু লাভ হইয়া থাকে, কর্ম্ম সাহায্যেই সমগ্র জগতের রক্ষা হইয়া থাকে। আমরা প্রত্যেকেই কর্ম্মী। এই বিশাল জগতই কর্ম্মক্ষেত্র। অতএব ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সকলেই কর্ম্ম করিতে বাধ্য। কেহ সকাম এবং কেহ নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া থাকেন। এই বৈদিক নিষ্কাম উপাসনাবলী অতিক্রম করিতে পারিলে জীবের জ্ঞানোন্মেষহয়, এবং জীবনে অপূর্ব্ব নিরবচ্ছিন্ন আনন্দানুভবের অধিকারী হওয়া যায়। এবং ঈশ্বর পদারবিন্দের

পরাগবৎ লীন হইতে সক্ষম হওয়া যায়। কর্ম্মই জীবগণের কুপ্রবৃত্তি বিনষ্ট করিয়া সৎ প্রবৃত্তির উন্মেষ করে, এবং ঈশ্বররাজ্যগমনের প্রকৃষ্ট এবং অবশ্য সংগ্রাহ্য চিত্ত-শুদ্ধি লাভ ঘটায়। এবম্বিধ উপায়ের জীবগণ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। আমাদের দৈনিক সমস্ত অনুষ্ঠানই শাস্ত্রীয় কর্ম্ম। কর্ম্মহীন-জীবন বৃথা, গুরুভার সম্পন্ন। জ্ঞানলাভেচ্ছু কর্ম্মহীন হইলে মোক্ষ লাভে অসমর্থ হইয়া ঈশ্বরে বৃথা দোষারোপ করত ঘোর অধর্ম্ম-চারী হয় এবং পাপরাজ্যে গমনোপযোগী পাথেয় সংগ্রহ করিয়া থাকে। নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনে পাপমূল উৎপাটীত হওয়ায়, হৃদয় নিষ্কলঙ্ক হইয়া নিরবচ্ছিন্ন পরম আনন্দ লাভের অধিকারী হয়। যথা নিয়মে জাতকর্ম্মাদি যজ্ঞ, অধ্যাপনাদি পঞ্চ মহাযজ্ঞ এবং সপ্ত পাকযজ্ঞ, সপ্ত হবির্যজ্ঞ, সপ্ত সোমযজ্ঞ প্রভৃতি বৈদিক ক্রিয়াকলাপ সাধন দ্বারা, শম, দমাদি অস্পৃহা গুণার্জ্জন করত ব্রহ্ম সদৃশ অবস্থা লাভ করা যায়।

বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ সাধন দ্বারা অলৌকিক অসাধ্য সাধনও সহজসাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু হায়! আমরা আজ কর্ম্মহীন হইয়া অহৈতুক ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস হারাইয়া পশু অপেক্ষা হীন হইয়া পড়িয়াছি, এবং এই বিশাল শান্তি-রাজ্যে, অশান্তির নিদানভূত পাপরাজ্যের অধিষ্ঠান করিয়াছি। আমরা ভগবানের শ্রীমুখ-নিসৃতঃ সেই অমৃততুল্য, বাত্যাচালিত কর্ণধারহীন তরীর অভয় নৌকাশ্রয় সদৃশ :—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্যামি মাশুচঃ॥"

গীতা ১৮।৬৬

এই অমূল্য বাণী ভুলিয়া বহু ধর্ম্মের প্রতি শান্তি লাভাশায় ধাবিত হইয়া কি অনর্থই না সাধন করিতেছি?

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী আদির ভেদ ঘটাইয়া একোব্রহ্ম ভুলিয়া উপাস্য হারাইয়া ইতস্ততঃ চালিত হইতেছি। একই ব্রহ্ম স্ত্রী, পুরুষ দুই হইয়াছেন। সেই ব্রহ্মই ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে পালন এবং শিবরূপে সংহার করিয়া থাকেন। এক ব্রহ্মই আদ্যাশক্তি দুর্গারূপে সৃষ্টি জগদ্ধাত্রীরূপে পালন এবং কালীরূপে সংহার করিয়া থাকেন। যদি এক ব্রহ্মই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন পরমাত্মা স্বরূপে সৃজন, পালন ও লয় করিয়া থাকেন, তবে ব্রাহ্মণে বৈষ্ণবে, বৈষ্ণবে শৈবে, এবং কায়স্থ ব্রাহ্মণে কেন বৃথা কলহ উপস্থিত হয়? কেনই বা পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মে দোষারোপ করিয়া স্ব স্ব আত্মাকে কলুষিত করিয়া নির্ব্বাণ মুক্তিলাভের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করে?

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যা পার্থ সর্ব্বশঃ॥" গীতা।

আমরা ভগবানের উক্ত বাক্য হয় ভুলিয়া গিয়াছি না হয় উহাতে আমাদের আস্থা নাই।

যথার্থ জ্ঞানলাভ ব্যতীত ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয় না। ভেদজ্ঞানই অজ্ঞান ও সর্ব্বনাশের মূল। ঐ অজ্ঞান তিমির অপসৃত করিবার মানসেই ভগবৎপরায়ণ হইয়া ভগবৎপূজাদি বেদোক্ত কর্ম্মযোগ সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য এবং আমাদের সনাতন শাস্ত্রই এ বিষয় বিধিবদ্ধ করিয়া আমাদিগকে কর্ম্মে লিপ্ত হইতে আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

"যথৈন্ধসি সমিদ্ধোঽগ্নি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥" গীতা ৫।৩৭

কর্ম্ম সাধনান্তর যখন জ্ঞানলাভ হয়, তখন কর্ম্ম করিবার আবশ্যক হয় না, জ্ঞানাগ্নি তখন তাহা ভস্মসাৎ করে। কিন্তু কর্ম্ম না করিয়াই আমি জ্ঞানী হইব এইরূপ ধারণা করাও বাতুলতা মাত্র। কবি গাহিয়াছেন :—

"হে মোর অধম অক্ষম বঙ্গ,
কর্ম্মক্ষেত্রে কর কর্ম্মে সঙ্গ
যদি জ্ঞানলাভে বাসনা।
ওরে অলস চপল ঘৃণ্য
নিজ কর্ম্ম সাধন ভিন্ন
কহ, আছে কি অন্য সাধনা?
* * *
সে জ্ঞান পাইতে আশীষ লইতে
কারে ভুলিয়া দ্বেষ।
তোমারে নিরখি রয়েছে অপেখি
ঐ কর্ম্ম রাণীর দেশ॥
* * *
বিপদ বিঘ্ন ঠেলিয়া চরণে
অমর হয়েছে কর্ম্ম জীবনে
তা'রা যেরে সবে কর্ম্মবীর।

চিরশরেণ্য হ'য়েছে বরেণ্য
যাঁদের তরে ধরী ধন্য
জ্ঞান পারাবারে লক্ষ্য স্থির।
কর্ম্মের পর নির্ভর কর
জ্ঞান লাভ যদি চাহরে।
কর্ম্মই প্রাণ কর্ম্মই জ্ঞান
থাকে যেন চির অন্তরে॥

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

আচার্য্য গুরু।

বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে, যিনি উপনয়ন দেন, তাহার নাম আচার্য্য গুরু। আজকাল অনেকেরই ধারণা এই আচার্য্য গুরুর পদ একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিরই নিজস্ব সম্পত্তি। ইহাতে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যজাতির কিছুমাত্র অধিকার নাই। কাজেই এ বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক। শাস্ত্রে আছে,—

"যস্তূপনীয় ব্রতাদেশং কৃত্বা বেদমধ্যাপয়েৎ তমাচার্য্যং বিদ্যাদিতি।" ১

(বিষ্ণুস্মৃতি ২৯ অধ্যায়)

যিনি উপনয়ন দিয়া ব্রহ্মচর্য্যাদেশপূর্ব্বক বেদাধ্যাপনা করেন, তাহাকে আচার্য্য বলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে আচার্য্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোনরূপ জাতি নিয়ম নাই। সত্য বটে মহামতি কুল্লূকভট্ট একমাত্র ব্রাহ্মণকেই আচার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১) কিন্তু ভগবান্ মনুর অভিপ্রায় সেরূপ বলিয়া বোধ হয় না। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন,—

"উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েৎ দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে। ১৪০"

(মনুসংহিতা ২ অধ্যায়)

(১) "যো ব্রাহ্মণঃ শিষ্যমুপনায় কল্পরহস্য সহিতাং বেদশাখাং সকলামধ্যাপয়তি তমাচার্য্য পূর্ব্বে মুনয়ো বদন্তীতি।" (মন্বর্থ মুক্তাবলী)

যে দ্বিজ শিষ্যকে উপনয়ন দিয়া কল্পের সহিত সরহস্য বেদ অধ্যয়ন করান, তিনি আচার্য্য পদবাচ্য। কথা বাহুল্য দ্বিজ বলিলে কেবল ব্রাহ্মণকেই বুঝায় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন জাতিই দ্বিজ বলিয়া পরিচিত। সুতরাং মনু, বিরুদ্ধ হেতু কুল্লূকভট্টের উক্তি সর্ব্বাংশে যুক্তিযুক্ত কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়। বোধ হয় একই ভাষ্যকার পূজ্যপাদ মেধাতিথি "উপনীয়োপনয়নং কৃত্বা যো বেদমধ্যাপয়তি সোয়তি স আচার্য্যঃ।" এই মাত্রই বলিয়াছেন। কোন জাতিবিশেষকে আচার্য্যের পদ প্রদান করেন নাই। অপিচ,—

"উপনীয় দদৎ বেদমাচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ।"

(যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা)

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই মাত্রই বলিয়াছেন। কোনরূপ জাতি নিয়মের পক্ষপাতী হন নাই। টীকাকার মহামনা বিজ্ঞানেশ্বরও "যঃ পুনরুপনয়নমাত্রং কৃত্বা বেদং পঠতি স আচার্য্যঃ।" এই মাত্র বলিয়াই নীরব হইয়াছেন। অপিচ,—

"উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং বেদমাস্মৈ প্রযচ্ছতি।"

(শঙ্খস্মৃতি ৩ অধ্যায়)

যিনি শিষ্যকে উপনয়ন দিয়া বেদ শিক্ষা প্রদান করেন, তিনিই আচার্য্যগুরু বলে অভিহিত, এই মাত্রই পূজ্যপাদ শঙ্খের অভিপ্রায়। তিনিও কোন জাতি-বিশেষকে আচার্য্যগুরু বলিয়া কীর্ত্তন করেন নাই। তথাপি মহাত্মা কুল্লূকভট্ট কেন ব্রাহ্মণকেই আচার্য্যগুরু বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া উঠা সুকঠিন। কথা বাহুল্য বরং,—

"পিতৈবোপনয়েৎ পুত্রং তদভাবে পিতুঃ পিতা।
তদভাবে পিতুর্ভ্রাতা তদভাবে চ সোদরঃ।"

(নির্ণয়সিন্ধুধৃত বচন)

পিতাই পুত্রের উপনয়ন দিবে, তদভাবে পিতামহ, অভাবে পিতৃব্য. পিতৃব্যের বিদ্যমানে সহোদর এবং ইহাদিগের অভাব হইলেই অন্য ব্যক্তি উপনয়ন দিবে, এই শাস্ত্রের নিয়ম। বলা বাহুল্য মহর্ষি গর্গও যখন একথা মুক্তকণ্ঠে অনুমোদন করিয়াছেন; * তখন আচার্য্য গুরুর পদে যে, দ্বিজাতি মাত্রেরই তুল্য অধিকার, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। সত্য বটে এ কথায় বাধা দিয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন, একমাত্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যজাতি আচার্য্য গুরুর

*"পিতা পিতামহো ভ্রাতা জ্ঞাতয়ো গোত্রজাগ্রজাঃ।
উপায়নেঽধিকারীস্যাৎ পূর্ব্বভাবে পরঃ পরঃ।" (সংস্কার ময়ূখধৃত গর্গ বচন)

সিংহাসন লাভের যোগ্য হইতে পারে না। যেহেতু অধ্যাপনে স্বভাবতই তাহাদিগের অধিকার নাই। যথা,—

"কর্ম্মবিপ্রস্য যজনং দানমধ্যয়নং তপঃ।
প্রতিগ্রহোঽধ্যাপনঞ্চ যাজনঞ্চেতি বৃত্তয়ঃ।
ক্ষত্রিয়স্যাপি যজনং দানমধ্যয়নং তপঃ।
শাস্ত্রোপজীবনং ভূতরক্ষণঞ্চেতি বৃত্তয়ঃ।
দানমধ্যয়নং বাপি যজনঞ্চেতি বৈ বিশঃ।
বার্ত্তা————————————।" (অত্রিসংহিতা)

ইহার ভাবার্থ এই,—ব্রাহ্মণের যজন, দান ও অধ্যয়ন এই তিনটী তপস্যাত্মক এবং প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন ও যজন এই তিনটী জীবিকাত্মক কর্ম্ম। ক্ষত্রিয়ের যজন, দান ও অধ্যয়ন এই তিনটী তপস্যাত্মক এবং অস্ত্র ব্যবহার ও প্রাণিরক্ষণ এই দুইটী বৃত্ত্যাত্মক কর্ম্ম। বৈশ্যের দান, অধ্যয়ন ও যজন এই তিনটী তপস্যাত্মক এবং বার্ত্তা অর্থাৎ কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও কুসীদ গ্রহণ জীবিকাত্মক কর্ম্ম। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্বভাবতই অধ্যাপনে অক্ষম। সুতরাং আচার্য্য গুরুর আসনে উপবেশনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, সত্য বটে অধ্যাপন, যাজন এবং প্রতিগ্রহ এই তিনটী ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ কর্ম্ম।* কিন্তু কিরূপ স্থলে তাহা করিতে নাই, পূজ্যপাদ কুল্লূকভট্ট তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। যথা,—

"ব্রাহ্মণাপেক্ষয়া ক্ষত্রিয়স্যাধ্যাপনযাজন প্রতিগ্রহাখ্যানি বৃত্ত্যর্থানি ত্রীণি কর্ম্মাণি নিবর্ত্তন্ত ইতি।" (মন্বর্থমুক্তাবলী)

ক্ষত্রিয় জাতি জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অধ্যাপন, যাজন এবং প্রতিগ্রহ করিবে না। মহামনা মেধাতিথিও বলিয়াছেন—"জীবিকা কর্ম্মাণ্যেতানি ক্ষত্রিয়স্য ন ভবন্তীতি।" কথিত কর্ম্মত্রয় ক্ষত্রিয়ের জীবিকা স্বরূপ নহে। তবেই কথা হইতেছে, ক্ষত্রিয়জাতি জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অধ্যাপনা বা আচার্য্যগুরুর আসনে বসিতে পারিবেন না এইমাত্র। বোধ হয় এইজন্যই পূজ্যপাদ ভবদেব ভট্ট লিখিয়াছেন, "ততো যদি পিতৈবাচার্য্য স্তদা কর্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ।" বস্তুতঃ ক্ষত্রিয়জাতি যদি স্বভাবতই অধ্যাপনে অনধিকারী হইত, তাহা হইলে আপৎকল্পে ক্ষত্রিয়ের নিকট অধয়নের বিধি শাস্ত্রে থাকিত না। যথা,—

* "ত্রয়োধর্ম্মা নিবর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ং প্রতি।
অধ্যাপনং যাজনঞ্চ তৃতীয়শ্চ প্রতিগ্রহঃ।" (মনু ১০ম অধ্যায়)

"আপৎকল্পো ব্রাহ্মণস্যাব্রাহ্মণাৎ বিদ্যোপযোগোঽনুগমনং শুশ্রূষা সমাপ্তেরিতি।"
(গৌতম ধর্ম্মসূত্র)

ব্রাহ্মণজাতি আপৎকল্পে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিবে, এবং যে পর্য্যন্ত না শিক্ষা সমাপ্তি হয়, সেকাল পর্য্যন্ত তাঁহার আচার্য্য গুরুর শুশ্রূষা ও অনুগমনাদি করিবে। বলা বাহুল্য যখন ভগবান্ গৌতম একথায় সায় দিতে পশ্চাৎপদ হন নাই,* তখন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যজাতি যে, কখনই অধ্যাপনে অক্ষম অথবা আচার্য্য গুরুর পদলাভে একেবারেই বঞ্চিত, তাহা কল্পনার অযোগ্য।

সত্য বটে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, এখানে অব্রাহ্মণ পদে রাজন্যাদি নিন্দিত ব্রহ্মেণকেই বুঝাইয়াছে; ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যজাতি বোধ করাইতে সেস্থলে শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। তবেই কথা হইতেছে, আপৎকালে বরং গ্রাম-যাজকাদি নিন্দিত বা অব্রাহ্মণের নিকট অধ্যয়ন করিবে, তথাপি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য জাতির নিকটে নহে। একথা বিবেচ্য বটে; কিন্তু যখন মহামতি কুল্লূকভট্ট স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন—"ব্রাহ্মণাদন্যো দ্বিজঃ ক্ষত্রিয়স্তদভাবে বৈশ্যঃ বা তস্মাদধ্যয়নং তৎকালে ব্রাহ্মণাধ্যাপকা সম্ভাব ব্রহ্মচারিণো বিধীয়তে।" ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের অভাবে অন্য দ্বিজ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় অথবা তদভাবে বৈশ্যের নিকট অধ্যয়ন করিবে। মহামতি ভট্টপাদ কুল্লূকের সহিত একতান স্বরে যখন মহামতি মেধাতিথিও বলিয়াছেন—"তদা ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়াৎ তদভাবে বৈশ্যাদধ্যয়নং প্রকৃতত্বাৎ বেদঃ ইতি বেদগ্রহণং বিধীয়তে।" তখন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যজাতি যে, অধ্যাপনা করিতে পারে না, অথবা তাহারা যে আচার্য্য গুরুর সম্পূর্ণ অযোগ্য, একথা কিছুতেই প্রমাণ করা যাইতে পারে না।

এখন হয়ত কেহ কেহ ভাবিতে পারেন, আপৎকাল সম্বন্ধেই প্রাগুক্তরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে, অন্যথা সর্ব্বসময়ের জন্য নহে। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে সে যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। যেহেতু,—

* "অব্রাহ্মণাদধ্যয়নং আপৎকালে বিধীয়তে।
তত্রানুব্রজ্যা চ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ॥" ২৪১ (মনু ২য় অধ্যায়)
† "অব্রাহ্মণস্তু যট্‌প্রোক্তা ঋষিণা তত্ত্বদর্শিনা।
আদ্যোঽরাজভৃতস্তেষাং দ্বিতীয়ঃ ক্রয়বিক্রয়ী।
তৃতীয়ো বহুযাজ্যঃ স্যাচ্চতুর্থো গ্রামযাজকঃ।
পঞ্চমস্তু ভৃতস্তেষাং গ্রামস্য নগরস্য চ।
তদাগচ্ছন্তু যঃ পূর্ব্বাঃ সাদিত্যাশ্চৈব পশ্চিমাঃ।
নোপাসীত দ্বিজঃ সন্ধ্যাং স যষ্ঠো হব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।"
(আহ্নিকতত্ত্বধৃত শাতাতপ বচন)

"যোঽসৌ গর্ভাধানাদ্যা উপনয়নান্তাঃ ক্রিয়া যথাবিধি কৃত্বা বেদমস্মৈ ব্রহ্মচারিণে প্রয়চ্ছতি স গুরুরিতি।" (মিতাক্ষরা)

যিনি গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া উপনয়ন পর্য্যন্ত বৈদিক ক্রিয়াগুলিন যথাবিধি সম্পাদন করিয়া, ব্রহ্মচারীকে বেদ শিক্ষাদান করেন, তিনিই গুরুপদবাচ্য। বলা বাহুল্য পূজ্যপাদ মহাত্মা মেধাতিথি পিতাকেই গুরু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।* মহামতি কুল্লূকভট্টও লিখিয়াছেন, "নিষেকো গর্ভধানং তেন পিতুরয়ং গুরুত্বোপদেশঃ।" সুতরাং ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যজাতি যে, সর্ব্বথা সর্ব্বকালেই বেদাধ্যাপনে সক্ষম, তাহাতে অনুমাত্রই সন্দেহ থাকিতে পারে না। বরং শাস্ত্রে আছে,—

"জঘন্যো নোত্তমাংবৃত্তি মনাপদিভজেন্নরঃ।
ঋতে রাজন্য মাপৎসু সর্ব্বেষামপি সর্ব্বশঃ। ১৭"

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭ স্কন্ধ ১১ অধ্যায়)

নীচ জাতি উত্তম জাতির বৃত্তি আশ্রয় করিবে না সত্য; কিন্তু আপৎকালে ক্ষাত্রবৃত্তি ভিন্ন অন্য সকল জাতির বৃত্তিই সকলে অবলম্বন করিতে পারে। সুতরাং একথা বলা একেবারেই অসঙ্গত নহে যে, আপৎকালে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যজাতির পক্ষে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্যও আচার্য্য গুরুর আসনে উপবেশন দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। তদিতরকালে জীবিকানির্ব্বাহ উদ্দেশ্যে পারিবে না এই মাত্র। সত্য বটে,—

দেশানুশিষ্টং কুলধর্ম্মমগ্র্যং
স্বগোত্র ধর্ম্মং নহি সংত্যজেত।
তেনার্থসিদ্ধিং সমুপাচরেত
নাসৎ প্রলাপং নচ সত্যহীনম্।৩৮"

(বামনপুরাণ ১৪শ অধ্যায়)

দেশানুশিষ্ট কুলধর্ম্ম ও স্বগোত্র ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না, তদ্দ্বারাই অভীষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইবে, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। কিন্তু কিরূপস্থলে দেশাচারের আশ্রয় লইতে হয়, শাস্ত্রে তাহার উপদেশ আছে। যথা,—

"লোকেপ্রত্য বা বিহিতো ধর্ম্মঃ। তদলাভে শিষ্টাচার এব প্রমাণমিতি।"

(বশিষ্ঠ সংহিতা)

* "নিষেকগ্রহণাৎ পিতুরয়ং গুরুত্বোপদেশঃ। নিষেকো রেতঃ সেকঃ স আদি র্যেষাং কর্ম্মণাং। আদি গ্রহণাৎ সর্ব্বো সংস্কার গৃহ্যন্তে।" (মেধাতিথি)

ঐহিক ও পারত্রিক উভয়ই শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম অবলম্বনীয়। যেখানে শাস্ত্রের কোন বিধি নাই, সেইখানেই শিষ্টাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। সুতরাং যখন দেখা যাইতেছে যে, মন্বাদি মহর্ষিগণের মতে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যজাতির পক্ষে আচার্য্য গুরুর পদবীলাভে বাধা নাই; বরং মহর্ষি গর্গাদির মতে আচার্য্য গুরুর আসন গ্রহণের যোগ্য ব্যক্তিগণ মধ্যে পিতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা অগ্রগণ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তখন একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিকেই আচার্য্যগুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, পূজ্যপাদ কুল্লূকভট্ট স্বীয় সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন কিনা, তাহা বিজ্ঞ পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন। ফলতঃ দ্বিজ মাত্রই যে আচার্য্য গুরুর আসন লাভের যোগ্য তাহা সাহস করিয়াই বলা যাইতে পারে। পাঠক মহোদয়গণের বিরক্তির ভয়ে, আমরা অল্পেই ইতি দিলাম।

শ্রীমধুসূদন রায়।

সমাজের সুসমাচার।

কায়স্থ মহাসমিতি যে বঙ্গীয় কায়স্থগণের শূদ্র-ভাব-ভাবী দুর্গতি অপরিহার্য্য চিন্তা করিয়া পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয়বর্ণ সংস্কারের আদেশ প্রকাশ করেন। ইহার মূল মর্ম্ম, মর্ম্মগত হইলে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই আনন্দাশ্রু সংবরণ করিতে পারিবেন না। তবে পণ্ডিতপ্রবর ধীরপ্রকৃতি মহাত্মাগণ মধ্যে কেহ কেহ ঈদৃশ সর্ব্বজনপ্রিয় জাতীয় ব্যাপারে কেন যে পূর্ব্বাসক্তির বশবর্ত্তী হইয়া ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন, ইহার কারণ অন্বেষণ করা সুদূরপরাহত। আশা করি, ভগবৎকৃপায় তাঁহারা অচিরে এক বাক্য একপ্রাণে ভস্মনির্ম্মুক্ত অগ্নিবৎ ক্ষত্রিয় সংস্কারের উজ্জ্বল প্রভায় প্রভান্বিত হইবেন। এ বিষয় আর সংশয় কি? এক্ষণে মফঃস্বলস্থ প্রত্যেক শাখাসমিতির সভ্যগণ বর্ণসংস্কারে কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত হন, ইহাই প্রার্থনীয়।

কায়স্থগণ যখন পুনঃ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিতেছেন, তখন বল্লাল রাজপ্রদত্ত সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় কুলের অস্তিত্ব যে আকাশ-কুসুম এটী বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ বেশ বুঝিয়াছেন। ক্ষত্রিয়কুলের সহিত কায়স্থ শ্রেণীবিভাগের সকলেই দ্বিজাতীয় দশবিধ সংস্কারে ও (ওঁ) প্রণব উচ্চারণে বঞ্চিত ও শূদ্রভাবে লাঞ্ছিত অবস্থায় অবস্থিত।

সুতরাং ভাবিয়া দেখিলে কায়স্থগণ বৈদিকাচার কথঞ্চিৎ বিচ্যুত থাকিলেও ব্রাহ্মণাচারের অনুবর্ত্তী। স্বধর্ম্মপালনে বিরত হইয়াও দশকর্ম্মজনিত শূদ্রাচারে কলুষিত নহে। এমতস্থলে কে এমন অপসদপরায়ণ প্রিয়তার অধীন যে ওঙ্কারবর্জ্জিত শূদ্রভাব-কলুষিত-কুলের পক্ষপাতী হইবেন? জাতিগত বিধির বিধান রক্ষা করাই'ত বাঞ্ছনীয়। আপনি কি স্বীকার করিবেন না যে কয়েক শতাব্দি হইতে কায়স্থগণ দ্বিজাতি সংস্কারে বীতশ্রদ্ধবশতঃ হীনপ্রভ হইয়া রহিয়াছেন। অবশ্য আমরা একথা বলিতে পারি না—

"আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপঃ দানং নবধা কুললক্ষণম্।"

এই নববিধ কুল-লক্ষণের পক্ষপাতী কেনা হইবে? উহাই'ত কায়স্থকুলের মজ্জাগত মন্ত্র। বস্তুতঃ এই মহামন্ত্র যিনি সাধন করিয়াছেন, তিনিই'ত কায়স্থ-কুল-প্রদীপ! অথবা নিষ্কলঙ্ক কুলের অধিকারী। কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। আমি বলিতে পারি—আমাতে ঐ নব গুণের বিন্দুমাত্রও চিহ্ন নাই, অথচ আমি কুলীন। খুঁজিয়া লইলে আমার মত কুলনিষ্ঠ বিজাতিষনিষ্ঠ ব্যক্তি এই বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজে অধিকই পাইবেন। তাঁহারা কৌলীন্য-ছায়ায় কুলের দৃঢ় বন্ধনে যুক্ত থাকিয়া নিম্নভাবাপন্ন কায়স্থগণের নিকট অযথা অর্থ শোষণ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। ঐরূপ কুলীনগণ আজ কাল নব্য জগতের সভ্য সহবাসে-কুল-গৌরব রক্ষা করিতে ত্রুটী করিতেছেন না। কই একটী দিনও'ত তাঁহাদের নিষ্ঠা বৃত্তিতে নিষ্ঠাভাব দেখা যায় না। আবার দুর্ভাগ্যক্রমে আর একটী কুল সমুত্থিত হইয়াছে। সেটী পুত্রগত বি-এ, এম-এ, পাশ রূপ কুল—মুখব্যাদান করিয়া আছে। নিঃস্ব ব্যক্তির কন্যা পাত্রস্থ করিতে স্থাবরাস্থবর অর্থাৎ মাটী, বাটী, ঘটী ইত্যাদি অতলকুলোদরে সমর্পণ করিয়াও নিষ্কৃতির উপায় নাই! যাহা হউক, এই অনিবার্য্য দুর্গতি দূর করা সম্বন্ধে মহাসভার দৃষ্টি পতিত হওয়ায় আমরা বড়ই প্রীতি পাইয়াছি।

সভা "বিবাহ ব্যয় সংক্ষেপ" এই সুসঙ্গত প্রস্তাবে যে সকল উদারনীতি ও সরল পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাতে কাহার হৃদয় আনন্দে বিগলিত না হয়?

বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপের প্রস্তাব হইলেই প্রথম বিবেচনা করা উচিত যে, কোন্ ব্যয় সমাজের বিশেষ অনিষ্টজনক, কোন্ ব্যয় শাস্ত্রে বিগর্হিত, কোন ব্যয় প্রত্যেক সমাজেই প্রত্যেক ব্যক্তি দিন দিন বিপন্ন ও নিঃস্ব হইয়া অধঃপতিত হইতেছে, কোন্ ব্যয়ের বাহুল্য বশতঃ বঙ্গদেশীয় সমগ্র সমাজ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, এবং কোন ব্যয়ের আধিক্য হেতু বৈবাহিক কুটুম্ববর্গের মধ্যে পরস্পর প্রীতির ঘোরতর অসদ্ভাব

ঐক্যভাব উপস্থিত হইয়া পরিণামে বিষম অমঙ্গল ও আত্ম বিচ্ছেদ ঘটাইতেছে। আজকাল বিবাহ ব্যাপারের মধ্যে এইরূপ কোন ব্যয়ের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে একমাত্র পুত্র কন্যার পণগ্রহণ ও দাবি দাওয়ার প্রথাকেই উল্লিখিত সমস্ত অহিতকর বিষয়ের মূলীভূত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। উক্ত পণ গ্রহণ ও দাবি দাওয়া অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর ও গ্লানিজনক কোন ব্যয় এতাবৎকাল মধ্যে বিবাহে প্রচলিত হয় নাই। বিবাহে পণগ্রহণ দাবি দাওয়া ধর্ম্ম, শাস্ত্র, বর্ণ, জাতি, সমাজ, ন্যায় যুক্তি, ভদ্রতা, সভ্যতা প্রভৃতির অনুমোদিত নহে; ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত, নিশ্চিত সত্য। উহা কেবল অতিরিক্ত লোভ, অস্বাভাবিক স্বার্থপরতা, অনৈসর্গিক নীচতা, নিকৃষ্ট হৃদয়তা ও ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির পরিচায়ক।

কুল-মর্য্যাদা বিবাহের আনুসঙ্গিক নহে। সকল শ্রেণীতে বা সকল সমাজে কুলমর্য্যাদার জন্য টাকা দেওয়ার প্রথা নাই। অতএব কুলমর্য্যাদার কথা প্রতিজ্ঞা পত্রে উল্লেখ নিষ্প্রোজন। এইরূপ উল্লেখ থাকিলে কুলমর্য্যাদা লওয়ার ইঙ্গিত করা হয়। এবং স্থল বিশেষে কুলমর্য্যাদাই পণের নামান্তর হইতে পারে।

কেবল নগদ টাকার নিষেধ থাকিলে স্থাবর সম্পত্তি প্রভৃতি পণ স্বরূপে গৃহীত হইতে পারে। এবং বরদক্ষিণা, যৌতুক প্রভৃতি নিষেধ করা হয়।

চুক্তি বা দাবী না করিয়া বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিব।" ইহার পরিবর্ত্তে "বিবাহে কোনরূপ চুক্তি বা দাবী দাওয়া করিব না এইরূপ লিখিলে ভাল হয়।

আনন্দের সহিত আরও বলিতেছি। বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের কায়স্থ-পত্রিকায় "আন্তর্গনিক বিবাহ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বড়ই প্রীতি পাইয়াছি। প্রবন্ধ-লেখক প্রসন্নবাবু উপবীতী। তাঁহার হৃদয়ের জ্বলন্ত বিশ্বাস কোনরূপ উত্তেজনায় বিচলিত হইবার নহে। মহাসমিতির প্রস্তাব ত্রয়ের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা যথেষ্ট দেখিয়াছে—কেনই বা রহিবে না। প্রবন্ধ মধ্যে যে সকল সার তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা অতি মধুর ও প্রাণস্পর্শী। তাঁহার গভীর ভাব পূর্ণ বিষয়গুলির মর্ম্ম প্রবেশ করিলে বড় আনন্দ হয়। তবে চারি শ্রেণীর ভিতরে নীচ শোণিত মিশ্রণ-ভাবী ভীতির প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখা, ইহাও একটী ভাবনারই কথা। ইতি-পূর্ব্বেও স্বর্গীয় চারুচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে যে মহাধিবেশন হইয়াছিল, সেই সভায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয় ঐ ভবিষ্যভীতির বিষয় সতর্ক ভাবে বিশেষরূপে বিবৃত করিয়াছিলেন। আমরাও সে সময় এ সম্বন্ধে সংক্ষেপেই আলোচন করিয়াছিলাম। এক্ষণেও দুই একটী কথা বলিয়া রাখি।

এই আন্তর্গণিক বিবাহ বিষয়ে, "অন্তর্ব্বিবাহ শাস্ত্র নিষিদ্ধ কিনা?" এই সন্দর্ভে

এক সময় জঙ্গিপুর কায়স্থ-সমিতির অগ্রণী স্বর্গীয় কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয়ও অতিপ্রাচীন যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক কথার মূলে শ্রেণী চতুষ্টয়ের একত্ব বিষয়ে উদার তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। পাঠ করিলে চিরবিচ্ছেদ সন্তপ্ত-হৃদয় শীতল হয়। এই সমাজ-বিপ্লব সময়ে ঈদৃশ সুসঙ্গত সবল মধুর আলোচনায় যে, সমাজের গৌরব বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী— একথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। যাহা হউক এখন আলোচ্য "আন্তর্গনিক বিবাহ" সম্বন্ধে ভাবীভীতি নিবারণের সহজ উপায় কি —তাহারই আলোচনা একান্ত প্রয়োজন।

বঙ্গে বঙ্গজ, বারেন্দ্র, উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, চারিশ্রেণী কায়স্থ বাস করেন। ইঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্তের বংশধর। ইহা বহুল শাস্ত্র প্রমাণিত ধ্রুব সত্য। সকলেরই মধ্যে মজ্জা প্রবিষ্ট ঐ দেব-শোণিত প্রবাহিত হইতেছে। ইহাতে পরস্পর শ্রেণী ভঙ্গ দ্বারা বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইলেও অরুচির কোন কারণ মনে হয় না। তবে চাকী, নন্দী, ঘোষ, বসু, মিত্র, সিংহ ইত্যাদি গরিষ্ঠ উপাধিযুক্ত কৌলীন্য অভিমান, শ্রেণী ভেদে ম্লান হইবে, এটীই যদি মূল হেতু হয়, তাহা হইলে একথা কি বলিতে পারি না যে, আমি অনুদার, অসরল, ও অসার কৌলীন্যাভিমানী। আমি নিজেকেই নিজে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি, শাস্ত্র পড়িয়া জ্ঞানী হওয়া ভাল; কিন্তু অভিমানী হওয়া ভাল নহে। কেন যে একদেশ দর্শিতার প্ররোচনায় মুগ্ধ হইতেছি, বুঝিতে পারিতেছিনা। যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত রুচির প্রতি নিরপেক্ষ হইয়াই বলিতেছি, শ্রেণীচতুষ্টয়ের কায়স্থগণই যখন একই ক্ষত্রিয় সংস্কারে এক হইলেন, তখন পাঁচথুপী, চন্দ্রদ্বীপ, পোতাজিয়া, বাঘুটিয়া প্রভৃতি বিখ্যাত সমাজের উচ্চবংশীয় কুলীনগণ পরস্পর মিলিত হইয়া প্রথমতঃ ঐ কুল মর্য্যাদাশীল বিশিষ্ট বিশিষ্টেই কেন বৈবাহিক ক্রিয়া চলুক না? বঙ্গে প্রায় দ্বাদশলক্ষ কায়স্থ, তন্মধ্যে কুলীন কুলজ, মৌলিক, ইত্যাদিতে অন্যূন দশলক্ষের'ত বিশুদ্ধ শোণিত সংমিশ্রণ হইতে পারে। তাহা হইলে বহু সময় সাপেক্ষ সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে না। সহজেই শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট—ভাল মন্দের নির্ব্বাচন হইয়া যাইবে। আর একটী কথা। এই চারি শ্রেণী হইতেই অনেক কায়স্থ সন্তান স্থান ভ্রষ্ট হইয়া দূর দূরান্তরে বাস করিতেছেন, এমন কি, তঁহারা কুল-পদ্ধতি ও পর্য্যার বন্ধন বিধান কিছুই জানেন না। তাঁহাদিগের প্রতি কি কোন ব্যবস্থা করিতে হইবে না? আবার ইহাও ভাবিবার বিষয় যে, হীন মর্য্যাদাশীল যে সকল ব্যক্তি বহু পরুষ হইতে কায়স্থ সমাজে মিশিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের বংশধরগণের বিদ্যা ধন যশ মান সম্ভ্রম আছে—এমন কি, বিশুদ্ধ বংশীয় কুলীনেরাও ঐ বিখ্যাত সম্ভ্রান্তগণের সহিত কন্যা পুত্রের বিবাহ দিতে

পারিলে, কখনই দরিদ্র কুলীনের ঘরে কন্যা গ্রহণ করিতে বা পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন না। বস্তুতই ঐ সকল কায়স্থগণ কোন অংশে অপরিচিত নহেন। ইহারা কিরূপে তালিকার বহির্ভূত থাকিবেন? তাঁহাদিগের সামাজিক সম্মান প্রদান করিয়া পাংক্তেয় করিয়া লওয়া উচিত নহে কি?

এতদ্ভিন্ন আরও বলিবার বিষয় আছে। মহাসভার মহদুদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্ত্তব্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অগ্রণীগণ এবং মফঃস্বস্থ প্রত্যেক শাখা সমিতির সভ্য মহাত্মারা পরস্পর মুখাপেক্ষী হইয়া উপনয়নসংস্কারে প্রবৃত্ত হইতে সময় পাত করিতেছেন, ইহাতে এই ফল দাঁড়াইতেছে, শ্রেণী পরম্পরায় কুলবিধান মূলে—মত বৈষম্যই প্রবল হইতেছে। ক্ষত্রবর্ণোচিত সংস্কার সম্পন্ন হইয়া মূলে অনৈক্যভাব কখনই স্থান পাইবে না। কেননা ক্ষত্রিয়াচারের বিশুদ্ধ কুলাচার উপনয়ন ক্রিয়া সম্ভূত দ্বিজত্ব। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। বেদপাঠ, গায়ত্রী জপ, দেবভক্তি, অতিথি সৎকার এই তত্ত্ব চতুষ্টয়ের পবিত্র গুণ সত্য, নিষ্ঠা, প্রীতি দান। এই সকল মহত্তত্ত্ব ক্ষত্রিয় কুলের ভূষণ। অতঃপর বর্ণ সঙ্কারের শোধিত শোণিতে ইহা সন্নিবেশিত হইলে বিশুদ্ধ দেবভাবে হিন্দু সমাজের আরও উন্নতি সাধন হইবে। পূর্ব্বাচরিত ঋষি-ধর্ম্ম জাগিয়া উঠিবে। ক্ষত্রিয়াচারের পবিত্রতায় নীচ প্রবৃত্তি, হীন সেবা, কুৎসিৎ কর্ম্ম সকল থাকিবে না। কুল-কুটিল-সঙ্কটী মুখে দেব-জ্যোতিঃ উদ্ভাষিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিবে। এবং উভয় বাহু প্রসারণ করিয়া শ্রেণী চতুষ্টয়ের ভ্রাতৃবৃন্দকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিবে। বলুন ইহা হইতে সংসারে সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

তাই বলিতেছি এই মাহেন্দ্রযোগে সময় প্রতিক্ষা করা বিধেয় নহে। আমরা ঐকান্তিক ভক্তিভাবে আর্য্যঋষিদিগের চরণ বন্দনা করিয়া ক্ষত্রিয়বর্ণ সংস্কারাদি সুমহৎ কার্য্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই। ভুলেও কখন সংকীর্ণতার প্রলোভনে, উদাসীনতার উৎপীড়নে, নিশ্চেষ্টতার অধীনে সমাজ সংস্করণ মহাযজ্ঞের সময় নষ্ট না করিয়া, নানাবিধ বিঘ্ন বাধা উপস্থিত সত্ত্বেও অভীষ্টসাধনে জীবন উৎসর্গ করিতে পারি। চারিদিকের নিরুৎসাহরূপ ভীষণ ঝঞ্ঝাবায়ুর উত্তেজনায় ভ্রুক্ষেপ না করিয়া কর্ত্তব্য পালনে নিযুক্ত থাকি। আর যেন নিরাশার ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া অভিপ্সিত বিষয়ের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন না করি।

শ্রী কৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

রায় রাম শঙ্কর।

মহারাষ্ট্রীয় বিজয় পতাকা যৎকালীন ভারতের বিভিন্নপ্রদেশ ব্যাপিয়া স্বকীয় গৌরব বিজ্ঞাপিত করিতেছিল এবং ইস্‌লামের গৌরবরবি যৎকালীন ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইতেছিল, সেই সময়ে মহারাষ্ট্র হইতে "বর্গী" নামধারী কতকগুলি আততায়ী বাঙ্গালার সমৃদ্ধ নগর ও উপনগরে আসিয়া তৎ অধিবাসীবর্গের সর্ব্বস্ব বিলুণ্ঠন ও প্রাণবধাদি কার্য্যে পরিলিপ্ত হইতে লাগিল। ঐ সকল আততায়িগণের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিবার নিমিত্ত নগরবাসী জনগণ ক্রমশঃ নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুদূর পল্লীর নিভৃত কক্ষে স্বীয় বাসস্থান মনোনীত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভৃগুনন্দীর বংশধর ত্রয়োদশ পর্য্যায়ের হরিশ্চন্দ্র সরকার (তখন তাঁহাদের সরকার উপাধি ছিল, পরে নবাব সরকারে প্রধান চাকরি করিয়া "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হন) তদানীন্তন জেলা রাজসাহী ও অধুনাতন জেলা পাবনার অন্তর্গত চলনবিলের তটদেশে মহেশরৌহালী নামক গ্রামে স্বীয় বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তিনি ঢাকার নবাব সায়েস্তা খাঁর রাজস্ব বিভাগে একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন।

চলন বিল বাঙ্গালীর চিল্‌কাহ্রদ বলিলেও উত্যুক্তি হয় না। এই হ্রদ তৎকালে দৈর্ঘে প্রায় ত্রিশ ক্রোশ ও প্রস্থে প্রায় পাঁচ ক্রোশ ছিল। মাতৃহত্যার পর পরশুরামের কুঠার নিক্ষেপের নিমিত্ত বিখ্যাত, পুণ্যতোয়া করতোয়া নদী বগুড়ার প্রান্ত ভাগ হইতে আসিয়া এই বিলের মধ্যে দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই হ্রদের মধ্যে মধ্যে শস্য শ্যামল দ্বীপ শ্রেণী শোভা পাইতেছে, সন্ধ্যা সমীরণের মৃদুল হিল্লোলে এই হ্রদের বক্ষে ললিত লহরী লীলা সন্দর্শন করিলে নয়ন সার্থক হয়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে নানাজাতীয় জলচর বিহঙ্গমনিচয়ের শ্রুতি সুখকর কলরবে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইতে থাকে। এই বিলের তটদেশে শস্য শ্যামল বিস্তৃত প্রান্তর শোভা পাইতেছে। ঐ রমণীয় স্থানটি যেন প্রকৃতির লীলাভূমি। নগরের তীব্র কোলাহল হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রকৃতি যেন ঐ স্থানটি স্বকীয় শান্তি নিকেতন স্বরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়াছেন। ঐ তট সন্নিবিষ্ট সমৃদ্ধ পল্লীনিচয়ের মধ্যে মহেশরৌহালী অন্যতম।

"মহেশ-রৌহালী" নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে। ভৃগুনন্দীর বংশধরগণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ঐ বিলের মধ্যে মধ্যে ভীষণ দস্যুগণের আবাসভূমি ছিল। তাহারা দস্যুবৃত্তি করিতে যাইবার পূর্ব্বে প্রস্তরময়ী করালবদনা, বিলোল-রসনা নৃমুণ্ড মালিনী কালিকাদেবীর পূজা সমাপ্তি পূর্ব্বক নরবলি প্রদান করিয়া অভীষ্ট স্থানে গমন করিত। ঐ প্রস্তরময়ী কালিকামূর্ত্তি মহেশের বক্ষোপরি তারা ছিলেন

বলিয়া উক্ত দেবীমূর্ত্তি "মহেশারোহিণী" নামে অভিহিতা ছিলেন। ভৃগুনন্দীর বংশধরগণ প্রবল প্রতাপান্বিত ছিলেন, সুতরাং দস্যু দলের মূলোচ্ছেদে তাঁহাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই, ; তাঁহারা সেই দস্যু প্রতিষ্ঠিতা কালী মূর্ত্তির "মহেশারোহিণী" নাম প্রদান করিয়া পূজার যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং সেই অবধি তাঁহাদের বাসস্থান "মহেশারোহিণী" নামে বিখ্যাত হইল। আধুনিক "মহেশরৌহালী" উক্ত নামের "অপভ্রংশ" মাত্র।

উক্ত হরিশ্চন্দ্র রায় হইতে সপ্তম পুরুষ (বিংশতি পর্য্যায় বিশিষ্ট) শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর রায় নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীর পেস্কার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি স্বকীয় কার্য্যে এত ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন যে, তাঁহার নিকট রাজ্য সংক্রান্ত যে সকল কাগজ পত্র পেশ করা হইত তাহা তিনি অতি অল্পকাল মধ্যেই সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। তিনি স্বকার্য্যের পারদর্শিতার নিমিত্ত অত্যল্পকাল মধ্যে রাজ সংসারের একজন সুদক্ষ অমাত্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি কতিপয় ঘটনায় অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া প্রভূত যশো লাভ করিয়াছিলেন।

মহারাণী ভবানীর অলোকসামান্য অতি রূপবতী এক কন্যা ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল তারা দেবী। তারাদেবী প্রাপ্ত বয়স্কা হইলে রাণী ভবানী তাঁহাকে বিবাহ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তারাদেবী বিবাহের অব্যবহিতকাল পরেই বিধবা হন। অত্যল্পকাল মধ্যেই তাঁহার অপরূপ রূপরাশির বার্ত্তা দিগ্‌দিগন্তরে প্রচারিত হইয়া পড়িল। এই সময়ে দুর্ব্বিত্ত সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্গলায় সিংহাসনে আসীন। এই ইন্দ্রিয়াশক্ত, প্রমত্ত যুবাপুরুষ কালক্রমে তারাদেবীর রূপ যৌবনের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে হস্তগত করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। মহারাণী ভবানী তৎকালে তারাদেবীর সহিত জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বড়নগরের রাজপ্রাসাদে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। ক্রমে ঐ রোমহর্ষণ বার্ত্তা মহারাণী ভবানীর গোচর হইল, মহারাণী স্বীয় কন্যা তারার সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য নিতান্ত বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন, এই বিপৎপাতের সময় তিনি তাঁহার সুদক্ষ প্রত্যুৎপন্ন মতি রায় মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি তৎসংবাদ পাইবামাত্র বড়নগরে গমন করিলেন এবং প্রবল পরাক্রমশালী দুর্ব্বৃত্ত সিরাজের হস্ত হইতে তারাদেবীকে উদ্ধার করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে নৃশংস সিরাজ তারাদেবীকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিবার নিমিত্ত বড়নগরে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তৎ সংবাদে রায় মহাশয় অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। এই সময়ে বড়নগরের জাহ্নবীর অপর পারে

সাধক বানের আখড়াতে মস্তরাম বাবাজী নামক এক মহাতপোবলশালী সাধু বাস করি করিতেন। তাঁহার আখড়ায় সহস্র সহস্র সাধু সন্ন্যাসী সমাগত হইতেন। রামশঙ্কর অনন্যোপায় হইয়া উক্ত সাধুর শরণাপন্ন হইলেন ও তাঁহাকে সিরাজের এই দুর্ব্বৃত্ততার কাহিনী অবগত করাইলেন। সেই অত্যাচার কাহিনীশ্রুত হইয়া সাধুর নয়ন যুগল ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া দুই সহস্র সন্ন্যাসী সশস্ত্রে সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে সিরাজের সৈন্যদলের সহিত সন্ন্যাসী সেনারা বিষম সংঘর্ষ করিল। কথিত আছে রায় রামশঙ্করও এই যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া প্রভূত বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। অবশেষে সিরাজের সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। রামশঙ্কর দেখিলেন, যুদ্ধে জয়ী হইয়াও তাঁহার নিস্তার নাই। নর-পিশাচ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া পুনরায় দ্বিগুণতর বলে তারাদেবীকে আক্রমণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে পারে। তাই তারাদেবীকে নিষ্কণ্টক করিবার নিমিত্ত তিনি এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন; বড় নগরের রাজপ্রাসাদের নিকট গঙ্গাতীরে এক চিতা নির্ম্মাণ করাইলেন ও প্রচার করিয়া দিলেন যে, রাত্রিযোগে হঠাৎ এক আকস্মিক রোগে তারাদেবীর মৃত্যু হইয়াছে ও গঙ্গাতীরে তাঁহার শব ভস্মিভূত হইতেছে। অবিলম্বে চিতার ধূমরাশি গগন আচ্ছাদিত করিল, তারাদেবীর অকাল মৃত্যুতে শশ্মানের চতুর্দ্দিকে ক্রন্দনের রোল উঠিল; ক্রমে সিরাজউদ্দৌলার কর্ণেও তারাদেবীর মৃত্যু সংবাদ পৌছিল। এতদিনে রাণী ভবানী নিশ্চিন্ত হইলেন। রায় রামশঙ্করের এই বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তা সন্দর্শনে মহারাণী ভবানী অতীব প্রীত হইলেন ও তাঁহার সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ইসুপসাহী পরগণার অন্তর্গত ডিহি ভবানীপুর তাঁহাকে দান করিলেন। কালক্রমে ডিহি ভবানীপুর রামশঙ্করের বংশধরগণ কর্ত্তৃক হস্তান্তরিত হইয়াছে।

রামশঙ্কর যেমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন, তেমনি ধর্ম্মপরায়ণও ছিলেন; তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণ শক্তি উপাসক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের শক্তিময় দয়া প্রধান বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র দেব-বিগ্রহ মূর্ত্তি অ নয়ন পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনি উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ উক্ত বিগ্রহ দেবের সেবায় ব্যয়িত করিতেন। চতুর্দ্দিক হইতে সমাগত অতিথি, অভ্যাগত ও বৈষ্ণবগণের আনন্দ কোলাহলে তাঁহার পুণ্য নিকেতন সর্ব্বদাই মুখরিত থাকিত। তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা ছিল না, কিন্বদন্তী, একদিন নিশিতে তিনি সুষুপ্ত আছেন, এমন সময়ে তিনি এক অত্যাশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করিলেন। শঙ্খ, চক্র গদা পদ্মধারী বিষ্ণুমূর্ত্তি তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"আমার নাম বাসুদেব,

আমি কালাপাহাড়ের ভয়ে ভীত হইয়া তোমার বাস ভবনের অনতিদূরে এক দীর্ঘিকা মধ্যে লুক্কায়িত আছি, আমার ইচ্ছা, আমি তোমার আলয়ে আসিয়া সেবিত হই, তুমি কল্য প্রাতে উক্ত দীর্ঘিকার কুলে গিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন করিলে আমি জলের উপর ভাসিয়া উঠিব, তখন তুমি আমাকে আলয়ে লইয়া আইস, আমার আয়তন দেখিয়া ভীত হইও না। তুমি স্পর্শ করিলেই আমি তুলারাশির ন্যায় লঘু হইব; তোমার বহন করিয়া আনিতে কোন কষ্ট হইবে না। আমাকে আনিয়া তোমার আলয়ে স্থাপিত করিও ও প্রত্যহ আমায় পায়স ভোগ দিও।"

ধর্ম্মপ্রাণ রামশঙ্করের এই স্বপ্ন দর্শনের পরমুহূর্ত্তেই নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি অতীব উৎকণ্ঠার সহিত রজনী প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; রজনী প্রভাত হইবামাত্র প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে স্বকীয় বৈষ্ণব বন্ধুবর্গকে আহ্বান করিয়া রজনীর স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। অনন্তর তাঁহারা আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া মৃদঙ্গ করতালাদি সমভিব্যাহারে উক্ত দীর্ঘিকার তটে গমন পূর্ব্বক হরিনাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। অবিলম্বে চতুর্ভুজ প্রস্তরময় বিষ্ণু মূর্ত্তি দীর্ঘিকার জলের উপর ভাসিয়া উঠিলেন। রামশঙ্কর উক্ত দেবতার চরণ বন্দনা পূর্ব্বক বহন করিয়া স্বগৃহে আনয়ন করিলেন এবং গৃহদেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বাসুদেবের আদেশ-মত রামশঙ্করের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত উক্ত বিগ্রহেরে পায়স ভোগ হইয়া আসিতেছে। উক্ত দেবের পায়স প্রসাদ এত সুমিষ্ট, যে বহু দূর দূরান্তর হইতে উক্ত প্রসাদ পাইবার আশায় বহু অতিথি অভ্যাগতের শুভাগমন হইয়া থাকে।

উক্ত বাসুদেব বিগ্রহ যে দীর্ঘকা হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন, তাহা তদবধি "বাসুদেব পুরের দীঘী" নামে এবং উক্ত রামশঙ্কর রায়ের বাসস্থান "বাসুদেব পুর" নামে খ্যাত হইয়াছে। এই প্রবন্ধের অকৃতি লেখক উক্ত পবিত্রবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

কথিত আছে—উক্ত শ্রীবাসুদেবের প্রস্তরময় আসনের সহিত একখানি প্রস্তময় ফলক সংলগ্ন ছিল, তাহাতে একটি শ্লোক খোদিত ছিল ঐ প্রস্তর ফলকখানি এক্ষণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে যে শ্লোক ছিল, তাহার যে অংশের পাঠোদ্ধার হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল, অবশিষ্টাংশ ভগ্ন থাকায় পাঠোদ্ধার হয় নাই। শ্লোকটি এই:—

"মৎস্যাধিপেন ভব-ভীতি শান্তয়ে।
শতৈর্বিণা * * * বৃষ-ধ্বজেন॥
* * * *
প্রতিষ্ঠিতং বৈ গরুড় ধ্বজস্য॥

এই শ্লোকের মর্ম্ম বোধ হয় এইরূপ যে মৎস্য রাজ বৃষধ্বজ কর্ত্তৃক এই গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়া ছিল। পাবনা ও বগুড়া মৎস্যদেশের অন্তর্গত বিরাটরাজের উত্তর গো-গৃহের নিকট, সুতরাং ঐ উক্তি নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াও বোধ হয় না।

উক্ত মহেশরৌহালী গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা হরিশ্চন্দ্র রায়ের পৌত্র শ্রীল রূপনাথ রায় সরিষার চাকিবংশীয় হরিনারায়ণ রায়কে মহেশরৌহালীতে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বকীয় জামাতৃত্বে বরণ করেন এবং যৌতুক স্বরূপ বাসুদেবপুর দিগরের কিয়দংশ দান করেন। এইরূপে মহেশরোহালী গ্রামে চাকিবংশের আগমন হয়। উক্ত হরিনারায়ণের বংধরগণ উক্ত জমীদারীর অংশ ভোগ করিতেছেন ও ঈশ্বর বাসুদেবের সেবা চালাইতেছেন।

শ্রীপ্রসন্ননাথ রায়।

স্বর্গীয় রসিকলাল রায়।

আবার বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের এবং বঙ্গসাহিত্যের গগন হইতে একটি উজ্জ্বল তারকা খসিয়া পড়িয়াছে। আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, সমাজ ও সাহিত্যের সেবাব্রত যিনিই গ্রহণ করেন, তিনিই অকালে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। গত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে কত যে প্রোজ্জ্বল নক্ষত্র ঐরূপে অকালে সমাজ-গগন হইতে চ্যুত হইয়াছে। কে তাহার সংখ্যা করিবে? একেত, আমাদের সামাজিক অবস্থা এবং দুরদৃষ্টদোষে সমাজ এবং সাহিত্য-সেবায় অতি অল্পসংখ্যক লোকেরই রুচি উৎপন্ন হয়; তাহার উপর আবার কালের অভিসম্পাত বাছিয়া বাছিয়া যেন সমাজের সেবকদিগের উপরই আপতিত হইয়া থাকে! তাই আমাদের সমাজ এবং সাহিত্য উভয়ই উপযুক্ত সেবাভাবে সমুচিত পুষ্টিলাভ করিতে পারিতেছে না।

বঙ্গীয় কায়স্থসভার অন্যতম পরিশ্রমী সদস্য ও সেবক, কায়স্থ-সমাজের অকৃত্রিম বন্ধু, বঙ্গীয় সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক ও কর্ম্মী রসিকলাল রায় তাঁহার সাধের সমাজ এবং সাহিত্য সেবা অসম্পূর্ণ রাখিয়া, বন্ধুবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণোপম পুত্রকে কাঁদাইয়া গত জুলাই মাসের শেষ দিবসে পরলোকগমন করিয়াছেন। সমাজ এবং সাহিত্যের সেবাব্রত তিনি সবে মাত্র এই সেদিন আরম্ভ করিয়াছিলেন। জীবনের

প্রভাগ এই সবেমাত্র উপস্থিত হইতে না হইতে সর্বংকষ কাল তাঁহাকে আহ্বান করিলেন! আমাদের প্রকৃতই দুরদৃষ্ট যে এরূপ সরলচরিত্র, সুশিক্ষিত, নিষ্ঠাবান্, যশস্বী, প্রিয়দর্শন, বহু মিত্রক সমাজহিতৈষীকে অকালে হারাইলাম।

রসিকলাল রায় বঙ্গজ শ্রেণীর কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ৺তারকচন্দ্র রায় এবং মাতার নাম ৺অম্বিকাসুন্দরী দেবী ছিল। তাঁহারা "দেব" উপাধিক বোদ্যগোত্রীয় ছিলেন, এবং "রায়" এই রাজদত্ত সম্মানের বিশিষ্ট পদবীতে চিহ্নিত ছিলেন। তাঁহাদের নিবাস ফরিদপুর জেলার নরসিংহদিয়া গ্রামে।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার জন্ম হয়। রসিকলাল সময়োচিত শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষার উপর তাঁহার একান্ত অনুরাগ ছিল। তিনি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত অনার্সের (Honours) সহিত বি-এ, (B A) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং মানিকদহের স্বনাম প্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র রায়চৌধুরীর কলিকাতার বাসায় কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। অতঃপর শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিয়া ছাপ্‌রায় যান এবং দুই বৎসরের পর পরিদর্শন বিভাগের (Inspection Department) সবইন্‌স্পেক্টর হন। তাহার পর ছোটনাগপুর প্রদেশের "পালকোট" ইষ্টেটের বা রাজ্যের রাজকুমার (ঠাকুর) দিগের শিক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়া তথাকার ডেপুটীকমিশনার বাহাদুরকে নিজ কার্য্যদক্ষতায় এতদূর সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, সাহেব তাঁহাকে ঐ ইষ্টেটের সহকারী অধ্যক্ষের পদে উন্নীত করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু হায়! রসিকলালের ভাগ্যে কমলার কৃপাদৃষ্টি বিধাতাপুরুষ লিখেন নাই। এই সময়ে, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে রসিকলালের জীবনের সুখদুঃখের সমভাগিনী, সংসার-সঙ্গিনী, হৃদয়ের লক্ষ্মী-স্বরূপিনী সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা প্রিয়তমা পত্নী একটি শিশুপুত্রকে স্বামীর ক্রোড়ে স্বীয় অপরিসীম প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ উপহার দিয়া,—অকালে পরলোকে গমন করিলেন। প্রিয়তমা পত্নীশোকে রসিকলালের হৃদয় চূর্ণ এবং মথিত হইয়া গেল। সংসারের সকল উচ্চাভিলাষ তিনি হারাইলেন। প্রেমিকের পক্ষে প্রিয়াবিরহ যে কিরূপ নিদারুণ দুর্বিসহ বেদনা,—সে যে কিরূপ জ্বালাময় হৃদয়দাহ,—তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে কি বুঝিবে? পরমপ্রেমিক, একপত্নীব্রত, দৃঢ়চরিত্র রসিকলাল যৌবনের প্রবেশ পথেই পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সে, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা পত্নীকে হারাইয়া প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী হইয়া পড়িলেন! নিজ হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আর কদাপি দারান্তর পরিগ্রহ করিবেন না এবং আমরণ প্রিয়তমার পবিত্র স্মৃতি বুকে রাখিয়া পূজা করিবেন। আমরা রসিকলাল তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া গিয়াছেন। তিনি আর বিবাহ করেন নাই।

পত্নীবিয়োগের পর, রসিকলালের পক্ষে পুত্রের লালনপালন এবং সুশিক্ষা বিধান করাই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইল। তাই তিনি ছোটনাগপুর বিভাগের ঐ "পালকোট" জমীদারীর সহকারী কর্ম্মাধ্যক্ষের উচ্চপদ পরিত্যাগ করিয়া ছাপ্‌রায় পুনশ্চ ক্ষুদ্র "মাষ্টারী" করিতে আসিলেন। আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার প্রভু, সেই ডেপুটী কমিশনার সাহেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"Babu, you are ruining your career" (বাবু, আপনি আপনার ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা নষ্ট করিতেছেন) তাহাতে ইনি বলিলেন,—"I have no more ambition in the world now. I have got a son and I wish to give him a good education" (সাহেব, সংসারে আমার আর কোন উচ্চাভিলাষ নাই ;—আমার একটি পুত্র আছে,—তাহাকে সুশিক্ষা দেওয়াই আমার এখন একমাত্র কর্ত্তব্য")

ছাপ্‌রায় আসিবার পর, সেখানেই তিনি মাতৃহীন হন। মাতৃহীন হওয়ার পর তিনি যে কি ক্লেশে নিজের মাতৃহীন শিশু পুত্রকে প্রতিপালন করিয়াছেন,—কি কষ্টে যে তিনি গৃহিণীশূন্য গৃহরক্ষা করিয়াছেন,—কি নিষ্ঠার সহিত যে তিনি এই সংসার-সন্ন্যাসব্রত পালন করিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাঁহাকে ঐ মাতৃহীন শিশু পুত্রকে পালন করিতে হইয়াছিল। পুত্রটি কিছু বড় হইলে, এবং ম্যাট্রিকিউলেশন (matriculation) পরীক্ষা পাশ করিলে, রসিক-বাবু কলিকাতায় আসেন এবং তখন হইতে তিনি সমাজ-সেবাব্রতে ব্রতী হন। এবং সাহিত্য সেবায়ও তিনি বিশেষভাবে আত্ম নিয়োগ করিবার অবসর ও ক্ষেত্র প্রাপ্ত হন। কলিকাতায় তিনি সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিতেছিলেন। তাঁহাকে উচ্চতর শ্রেণীতে ইংরাজী এবং সংস্কৃত ভাষা এবং ইতি-হাসের অধ্যাপনা করিতে হইত। শিক্ষকতা কার্য্যে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিবর্গের সন্তোষ এবং ছাত্রগণের শ্রদ্ধাভক্তি তিনি বিশেষরূপে অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন।

"নব্যভারত" "বিজয়া" এবং "ভারতবর্ষ" প্রভৃতি পত্রের পাঠকগণ রসিকলালের সাহিত্যসেবার পরিচয় পাইয়াছেন। তিনি হিন্দি সাহিত্যে বিশেষভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনিই ভারতবর্ষ মাসিকে "বীণার তানে" ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের সার সঙ্কলন করিয়া লিখিতেন। আর "কায়স্থ-পত্রিকা" এবং "আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভার" পাঠকবর্গ তাঁহার সমাজ-সেবার বিষয়ও অবগত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। সাহিত্য এবং সমাজসেবা তাঁহার প্রাণের পূজার বস্তু ছিল, লোকদেখান, সখের,তামাসার জিনিস ছিল না। তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সকলই নিষ্ঠা সম্মান ও ভক্তির সহিত করিয়া গিয়াছেন। এক কথায় তিনি খাঁটি লোক ছিলেন। তিনি

ছিলেন, কিন্তু কখনও কাহারও মুখাপেক্ষী হন নাই,—দারিদ্র্যের সম্মান তিনি মৃত্যু আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা করিয়াছেন। সরলতা, পবিত্রতা, বন্ধুবাৎসল্য, স্নেহ প্রভৃতিতে তাঁহার হৃদয় যেরূপ পূর্ণ ও উচ্ছ্বসিত থাকিত, আবার নিষ্ঠা, দৃঢ়তা, ধৈর্য্য এবং আত্মসম্মানবোধ প্রভৃতি গুণেও তাঁহার চরিত্র বিভূষিত ছিল। নিজ জ্যেষ্ঠ বি-এ পাশ পুত্রের বিবাহে তিনি কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে কোনরূপ পণ গ্রহণ করিবেন না এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতা বিমুখ হওয়ায় তিনি পুত্রের বিবাহ দিয়া যাইতে পারেন নাই। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪২ বৎসর হইয়াছিল।

মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রায় দুইমাস তিনি পীড়িত অবস্থায় শয্যাগত ছিলেন। এই সময় তিনি স্বনামপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক "নব্যভারত" সম্পাদক দেবচরিত্র শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়ের নিকট যেরূপ সাহায্য পাইয়াছিলেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ না করিলে আমাদের কর্ত্তব্যের হানি হইবে বলিয়া মনে হয়। রসিকবাবু পীড়িত হইয়া পড়িলে, শ্রদ্ধেয় দেবীপ্রসন্ন বাবু তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে (আনন্দভবনে) লইয়া গিয়া যত্ন স্নেহ ও সম্মানের সহিত চিকিৎসা এবং সেবা করিয়াছিলেন।

জীবনের মধ্যাহ্নকালেই আমাদের এই সমাজ-সেবক তাঁহার সেবাব্রত অপূর্ণ রাখিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার জন্য আমরা শোক করি না। তিনি উপযুক্ত পুত্র পিতামাতা এবং সহধর্ম্মিণীর সহিত মিলিত হইয়া তথাকার বিমল আনন্দ সম্ভোগ করুন, ভগবানের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা। তাঁহার পুত্র সুশিক্ষা লাভ করিয়াছেন। সমাজ ও সাহিত্যের সেবাক্ষেত্রে তিনি পিতৃপদবী অনুসরণ করিয়া দেশের, সমাজের এবং নিজের কল্যাণসাধন করুন—ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘ-জীবী করিয়া রাখুন,—ভগবানের চরণে আমদের এই ভিক্ষা। আর সমাজে, রসিক-লালের সদ্দৃষ্টান্তে লোকের হৃদয়ে সেবাব্রত গ্রহণের বাসনা জাগ্রত হইয়া উঠুক,—এক রসিকলালের স্থানে সমাজে শত সহস্র রসিকলালের উদ্ভব এবং অভ্যুদয় হউক সমাজের রক্ষক এবং পালক ভগবানের শ্রীচরণে আমাদের এই নিবেদন।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

প্রচার।

বঙ্গীয় ক্ষত্রকায়স্থ জাতির বর্ত্তমান নিদ্রিতাবস্থা ভঙ্গ করণার্থ—দেশ বিদেশে কায়স্থ কীর্ত্তি কাহিনী কীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত প্রচারক আবশ্যক একথা চিন্তাশীল মাত্রেই স্বীকার করিবেন; জগতে যত কিছু মহৎকার্য্য সংসাধিত হইয়াছে প্রচারই তাহার মূল; পুরাতন বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি যাহা কিছু, তৎসমুদয়ই প্রচারের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, প্রচার প্রভাবে লোকে ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য বুঝিতে পারে। প্রচার প্রভাবে লোকের বহুকাল জাত কুসংস্কাররাশি অপসারিত হইয়া, জ্ঞানলোকে জীব হৃদয় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং তদ্দ্বারা জগতে অনেক অসাধ্য কার্য্যও সংসাধিত হইয়া থাকে; বাল্মিকীর প্রচার ঝঙ্কারে রঘুপতি রামচন্দ্রকে লোকে অমানুষ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে, মহর্ষি ব্যাসের প্রচার গুণে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" হইয়াছেন।

"শ্রীরাম" "শ্রীকৃষ্ণ" নাম ত্রেতাও দ্বাপরযুগ হইতে জগতে প্রচার হইয়া আসিতেছে। এইরূপে যত প্রকার ধর্ম্ম, যত প্রকার জ্ঞান, যত প্রকার চিন্তা সমস্তই জগতে প্রচারিত হইয়া মানবকে উন্নত হইতে উন্নততর সোপানে লইয়া যাইতেছে। এই প্রকার শত সহস্র দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রচারের মহিমা বুঝাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু এই প্রচার কার্য্যের জন্য প্রচারকের যেমন প্রয়োজন শ্রোতারও তদ্রূপ আবশ্যক, আবার কেবল শ্রোতা হইলেও চলিবে না, যাহা শুনিলাম তাহা আত্মীয় স্বজন, বন্ধু, বান্ধব, আবার সপারগ হইলে অনাত্মীয় এবং অবান্ধব মধ্যেও যাহাতে এই শ্রুততত্ত্ব বিস্তৃতি লাভ করে, সে দিকেও দৃষ্টি আবশ্যক। তজ্জন্য চেষ্টা, যত্ন, অধ্যবসায় চাই। পুরাকালের ধর্ম্ম ও সমাজ-তত্ত্ব ঋষিমুখে প্রচারিত হইয়া তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যে সেই তথ্য বিস্তৃত লাভ করিত; এই প্রকার শিষ্যমুখে বিস্তৃতি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ রাজার কর্ণে পৌঁছিত— পুনরায় তথা হইতে রাজমুখে প্রচারিত হইয়া সমগ্র দেশ বিদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। এখন আমাদের সে প্রকার ঋষি প্রচারক নাই, যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবে সকলকে বশীভূত করিয়া সত্য তথ্য সমুদয় হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে সক্ষম হইতেন, তাঁহারা এবং তাঁহাদের উপযুক্ত শিষ্যাদিরও অভাব। আমাদের সমাজের নিগূঢ় তত্ত্ব কি প্রচারিত হইয়া এই অধঃপতিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ছিন্ন ভিন্ন হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্মের সংস্কার সংরক্ষণ করিতে সক্ষম হইবে? কায়স্থগণ! এখনও কি আমরা আত্মবিস্মৃত অবস্থায় কালাতিপাত করিব? এখনও কি আমাদের বুঝাইতে হইবে যে, পূর্ব্বপুরুষগণ বৈদিকধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য এই বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। আজ তাঁহাদের বংশধর আমরা জঘন্য শূদ্রাচারে মগ্ন হইয়া, তাঁহাদের

মুখমণ্ডলে মসী লেপন করিতেছি! কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! আসুন প্রচারকগণের সহিত সমস্বরে জাতীয়-কীর্ত্তি কীর্ত্তন করুন, যাহার যাহা আছে, যিনি যাহা দিতে পারেন, তিনি তাহাই দিয়া এই প্রচার কার্য্যে সহায়তা করুন। যাঁহার অর্থ আছে, তিনি অর্থের সদ্ব্যবহার করুন, অর্থের এমন সদ্ব্যয়ের সুযোগ আর হইবে না। যাঁহার সময় আছে, তিনি নিজ সমর্থ দিয়া প্রচারের সাহায্য করুন—সভার আয়োজন প্রভৃতির জন্য কায়িক পরিশ্রমাদি করিয়া সমর্থের সদ্ব্যবহার করুন, যিনি স্থানদানে সক্ষম, তিনি স্থান দান করুন—যাঁহার লেখনী সঞ্চালন শক্তি আছে, তিনি প্রবন্ধাদিলিখিয়া সকলকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করুন। যাহার বক্তৃতা দিবার ক্ষমতা আছে, তিনি বক্তৃতা দিন, এইরূপ ভাবে "পাঁচ ফুলের সাজি" হইয়া সকলেই এই দুঃসাধ্য প্রচার কর্ম্ম সুসাধ্য করিয়া লউন। অধিকাংশ স্থলে—যেখানেই আমরা প্রচার উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছি, তথাকার স্বজাতিবৃন্দকে উৎসাহবিহীন নির্ব্বিকার অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছি, সহস্র চেষ্টাতেও তাঁহাদের উৎসাহ হয় না; এরূপ আশার সুফল গণ্ডারের চামড়া যেমন কোন প্রকার তীক্ষ্ণ যমধার শস্ত্রেও বিদ্ধ হয় না—হতভাগ্য জাতির অঙ্গ—কায়স্থজাতির সেইরূপ শতসহস্র মর্ম্মস্পর্শী বাক্যবাণও তাহাদের স্পর্শ করিতে পারে না। এমন স্থানে গিয়াছি যে, শত চেষ্টাতেও স্থানীয় কায়স্থগণের সহায়তা আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই; যে দু'এক জায়গায় সে সহায়তা ঘটে, সেখানে ফলও আশ্চর্য্য হয়। প্রচারকগণ এই বিশাল ভারত দেশের সকল স্থান অবগত নহেন—জানাও সম্ভব নহে; এমত অবস্থায় প্রত্যেক স্থানের কায়স্থবৃন্দ যদি সেই স্থান সম্বন্ধে প্রচারকগণকে অভিজ্ঞতা দেন, এবং সঙ্গে করিয়া তৎতৎ স্থানে লইয়া যান, তবেতো প্রচার কার্য্যে সুবিধা হয়। তাহা না হইয়া কলিকাতা হইতে প্রচারক গমন করিলেন—কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে বক্তৃতাদি করিলেন, বেশ উত্তেজনা হইল, ফলও বেশ ফলিল কিন্তু যেই অন্যত্র যাইবার জন্য, তৎস্থানীয় কোন স্বজাতি কায়স্থকে অনুরোধ করিলেন, অমনি তিনি পাশ কাটাইলেন—অনেক প্রকার বাজে কথা কহিয়া প্রচারকেরই উৎসাহ ভঙ্গ করিয়া দিলেন, কোথায় তাঁহারা আমাদিগকে লইয়া স্ব স্ব পরিচিত স্থানে লইয়া যাইবেন, তাহা না করিয়া এমন ব্যবস্থা করিলেন, যাহাতে প্রচারককে অকারণ অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া যাইতে হইল। জাতীয়কার্য্যে মান অপমান দেখিতে গেলে চলে না। মান অপমান দূরে নিক্ষেপ করিয়া—নিন্দা স্তুতিকে পদদলিত করিয়া—যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিবেন, তাহা প্রচার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। কর্ম্ম করিবার আমাদের অধিকার—ফলে আমাদের হাত নাই। ফলাফল ভগবানের চরণে অর্পণ করিয়া

কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করাই ভগবানের অভিপ্রেত এবং এইরূপ ভাবে কার্য্য করিতে পারিলে তবে সুফলের সম্ভাবনা।

আবার কোথাও প্রচারক গমন করিলে তন্নিকটবর্ত্তী কায়স্থ সন্তানগণও যাহাতে তাঁহাদের গ্রামে কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য প্রচার না হয়, তাহারও প্রাণপণ চেষ্টা করেন, অপাত মনোহর চার্ব্বাক বাক্যাবলিতে ভুলিয়া অনেক কায়স্থই স্বীয় জাতীয়তায় শত্রুতাচরণ করিয়া থাকেন! জানি না ইহাতে তাঁহাদের কি লাভ হয়! বুঝিনা কোন্ স্বার্থ সংরক্ষণ মানসে তাঁহারা জাতীয় স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া, অপরের স্বার্থ রক্ষা করেন! কবিকুল শিরোমণি মধুসূদন গাহিয়াছেন "গুণবান যদি পরজন, নির্গুণ স্বজন তথাপি নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরপর সদা"। এই কথাটুকুও যে আমাদের তথাকথিত ভ্রাতৃগণের মস্তকে প্রবেশ করে না, ইহাই দুঃখ! দণ্ডীরাজ উপাখ্যানের ভাব লইয়া মহাকবি গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন, "পর সহ বাদে একশত পঞ্চভাই মোরা, জ্ঞাতি যুদ্ধে অগ্রমত—পঞ্চভাই তারা, মোরা শত সহোদর।"

কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! আত্মকলহ ভুলে যাও—উহাকে বিস্মৃতির অতলজলে নিমজ্জিত কর। কায়স্থ হইয়া আর কায়স্থের শত্রুতাচরণ করিও না। এখন কায়স্থ জাতির স্বার্থ লইয়া অপর জাতির স্বার্থের লড়াই বাঁধিয়াছে। এখন পরস্পর দ্বেষ হিংসা ভুলিয়া গিয়া সংবদ্ধ হইবার চেষ্টা কর—কায়স্থের সম্মিলিতশক্তি কায়স্থের জাতীয়মর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রযুক্ত হউক। বগুড়ার সেই মহাসভার "সুপ্ত আমরা, ভিন্ন আমরা, তবুও আমরা দোসর ভাই, হে প্রিয় তোমার চরণ ধরিয়া অতীত স্মৃতি ফিরাতে চাই।" প্রত্যেক কায়স্থের এই আহ্বান গীতি—প্রত্যেক কায়স্থ হৃদয়ে বাজিয়া উঠুক। দেখো বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমরে ব্রিটিশের অন্তরঙ্গ জর্ম্মণ অষ্ট্রীয়ের বন্ধু আজ ইংরাজ ও তন্মিত্রবর্গের জাতীয় শত্রুরূপে পরিগণিত হইয়াছে। জন্মভূমির স্বার্থ সংরক্ষণে কত শত ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের প্রেম ভালবাসা ভাসিয়া গিয়াছে। কয়েস্থের জাতীয় মর্য্যাদায় যাহারা হস্তক্ষেপ করে—ক্ষত্রবংশধরগণকে যাহারা শূদ্রাখ্যা প্রদান করে—কায়স্থের জাতীয় স্বার্থের প্রতি যাহারা প্রতিনিয়ত অন্যায় আচরণ করিতেছে—কায়স্থকুল রমণীগণকে যাহারা শূদ্রাণী করিতে ব্যস্ত—বঙ্গের রাণী—কায়স্থ রাজমহিষীগণকে যাহারা দাসী করিয়া তাহাদের বংশধরগণকে দাসীপুত্র কহিতে চাহে, তাহারা কায়স্থ জাতির শত্রু কি মিত্র, উপকারী কি অপকারী, হিতৈষী কি হেয়কারী আপনারা তাহা হৃদয়ের অন্তস্তল নিহিত বিবেকদ্বারা বুঝিয়া লউন এবং এই নির্জ্জিত বঙ্গীয় কায়স্থজাতির স্বার্থ সমুদ্ধার করুন। জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে ব্যক্তিগত প্রেম ভালবাসা নির্ম্মম হৃদয়ে ছিন্ন করিয়া জাতীয় গৌরব রক্ষা করুন, চিরকাল বুদ্ধিজীবী কায়স্থ এখনও দুর্ব্বল মস্তিষ্কে বুদ্ধি

বিবেচনা করে না, যে কায়স্থের লৈপিক ব্যবসা প্রত্যেক জাতির আজ জীবনের উপায় করিয়া দিয়াছে। আহাম্মকের ন্যায় সেই জাতিকে কলমে ক্ষত্রিয় বলে উপহাস করিতে লজ্জা হয় না! কায়স্থের প্রসাদি কলম পেয়েছিলে তাই কলম লিখে বাঁচলে—যার দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করো তারেই গাল দাও—এইজন্যই ভগবান বামনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই জাতটী যাহার সর্ব্বস্ব হরণ করে, তাহাকেই রসাতলে পাঠায়, অতএব এই জাতিটীকে চিনে রাখো। আর এ সম্বন্ধে বেশী লিখিতে ইচ্ছা করি না; কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! নিশ্চয় জানিবেন সিংহের পাছেই ফেউ লাগিয়া থাকে। নরসিংহ কায়স্থ জাতির পশ্চাতে যে শৃগাল কলরব করিবে, তাহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই! এই সামান্য সত্যটুকু বুঝিয়া জাতীয় কার্য্যে অগ্রসর হউন। আমরা ব্যক্তিগত দ্বেষ হিংসা ভুলিয়া আসুন সকলে একমনে ও একপ্রাণে আমাদের এক উদ্দেশ্য সাধন করি। বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধর্ম্ম সামর্থ যিনি যাহা কিছু উৎসর্গ করিতে চাহেন, এই জাতীয় যজ্ঞের সন্ধিক্ষণে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হউন—মহাসন্ধিক্ষণ উপস্থিত; ভ্রাতৃগণ! আর বিলম্ব করিবেন না জাতীয় যজ্ঞের উদ্দীপ্ত অগ্নিশিক্ষা স্বেচ্ছা সলিল সম্পাতে শীতল ক'রেবেন না—আসুন কায়স্থ বিদ্যা দ্বারা—জ্ঞানী কায়স্থ জ্ঞানদ্বারা—বুদ্ধিমান কায়স্থ বুদ্ধিদ্বারা—ধনী কায়স্থ ধনাদি দ্বারা—শক্তিশালী কায়স্থ কায়িক পরিশ্রম দ্বারা এই প্রচার কার্য্যের সহায়তা করুন। জাতীয় যজ্ঞের সন্ধিক্ষণে নিজ স্বার্থ উৎসর্গ করিয়া জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করুন, কায়স্থ ক্ষত্রিয় চির উজ্জ্বল হইয়া থাকুক। রাহুগ্রস্ত দিনমণির ন্যায় শূদ্রাচার-গ্রস্ত কায়স্থ জাতির পূর্ব্বাবস্থা আনয়ন করিতে হ'লে এইভাবে কার্য্য করিতে হইবে, তবে শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে আমরা ধন্য হইতে পারিব।

শ্রীসরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা

সমালোচনা।

প্রেম ও ভক্তি-সাধনা।—শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী সঙ্কলিত। জেলা হুগলীর অন্তর্গত বৈষ্ণবসঙ্গিনী কার্য্যালয় হইতে শ্রীসুরেন্দ্রমোহন অধিকারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বোর্ডে বাঁধান ১৷৷০, এবং কাগজে বাঁধান ১৲ টাকা মাত্র। এন্টিক্ ডবল্ ক্রাউন ১৬ পেজী ১৩ ফর্ম্মা ১৯২ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থকার তাঁহার এই পুস্তকখানি দশটী উল্লাসে বিভাগ করিয়াছেন, এবং তাহাতে সাধনার আবশ্যকতা, প্রেমতত্ত্ব, সম্বন্ধবিচার, প্রেমের বিষয়, জীবতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব, সাধন-ভক্তি বিচার, নিবৃত্তি ও ভজন ক্রিয়ার বিষয়সমূহ বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই সমস্ত আলোচনা করিতে বহু শাস্ত্রবাক্যও সমুদ্ধার করিয়াছেন। গ্রন্থখানি বৈষ্ণব-সমাজে আদৃত হইবে বলিয়া মনে হয়।

হোরাবল্লভঃ।—কলিকাতা রাজকীয় (গভর্ণমেণ্ট) সংস্কৃত পাঠশালায়াং জ্যোতির্বিদি শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ জ্যোতিস্তীর্থ প্রণীতঃ। মূল্য ১৲ টাকা। ৯৬।১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীটস্থ বেদাঙ্গ চতুষ্পাঠী গ্রন্থকার ভবনে প্রাপ্তব্যঃ। ডিমাই ৮ পেজী ১৩ ফর্ম্মা ১২৪ পৃষ্ঠা। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট।

জ্যোতিষ শাস্ত্র আর্য্যজাতির বিশেষ গৌরবের সামগ্রী। অতি প্রাচীন বৈদিকযুগ হইতে এদেশে জ্যোতিষ শাস্ত্রের পঠন পাঠন চলিতেছে। আর্য্যঋষিগণ ও মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি সিদ্ধান্তকারগণ জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনেক নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশেও রাঘবাচার্য্য, রামাচার্য্য প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু ৩০০ শত বৎসরের অধিক কাল হইল কোন নূতন জ্যোতিষ গ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রণীত হয় নাই। আমরা জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয়ের এই অভিনব "হোরাবল্লভ" নামক গ্রন্থ পড়িয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শ্লোকগুলি বিবিধ সুললিত ছন্দে রচিত। ইহাতে বর্ত্তমান কালোপযোগী ক্রান্তি, সূক্ষ্ম জ্যা, কোটি জ্যা প্রভৃতি লইয়া ভারতবর্ষের প্রায় প্রতি প্রসিদ্ধ নগরের লগ্নমানাদি সাধনের উপায় সারণী (টেবল) নানাপ্রকার চিত্রাদি দ্বারা ঐ সকল গণিতের উপপত্তি, গ্রহগণের বল, গ্রহগণ কি পরিমাণ ফল ও আয়ুদান করিবেন ইত্যাদি বহু আবশ্যকীয় সূক্ষ্ম গণিত প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে ইউরোপীয় চাপ গণিত হইতেও বহু গণিত নিয়ম ও তাহার জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যবহার প্রণালী স্বপ্রণীত শ্লোকে এই গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে। পাশ্চাত্য গণিতজ্ঞ পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্য গণিত কিরূপে প্রাচ্য জ্যোতিষে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা এই পুস্তক পাঠে অবগত হইতে পারিবেন। প্রাচ্যগণিতজ্ঞ পণ্ডিতগণও এই গ্রন্থ সাহায্যে পাশ্চাত্য গণিতের বহু আবশ্যকীয় নিয়ম জানিতে পারিবেন। জ্যোতিষীগণ এরূপ গ্রন্থদ্বারা সকল জেলার সকল লোকের কোষ্ঠী প্রস্তুত করিতে পারিবেন। বর্ত্তমান সময়ে ৫ অঙ্গুল ১০ ব্যঙ্গুল পলভাযুক্ত নবদ্বীপের লগ্নমানদ্বারা বঙ্গদেশ, আসাম ও উড়িষ্যার কোষ্ঠী প্রস্তুত হইতেছে। ইহা অতি স্থূল ও বাস্তবিক অশুদ্ধ হইতেছে। এই অভিনব গ্রন্থদ্বারা বঙ্গদেশের সে অভাব দূরীভূত হইল। আমরা আশা করি প্রতি কলেজ ও স্কুল-লাইব্রেরীতে এবং সাধারণ লাইব্রেরী প্রভৃতিতে ইহার এক এক খণ্ড রাখিয়া গ্রন্থ প্রণেতাকে সাহায্য করিবেন। বর্ত্তমান পঞ্জিকা-বিভ্রাট প্রভৃতিতে জ্যোতিষ বিষয়ে উন্নতির জন্য সকলেরই চেষ্টিত হওয়া উচিত। জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয়ের ন্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষে অভিজ্ঞ সুযোগ্য ব্যক্তি উৎসাহ পাইলে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অভিনব গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা দেশের অভাব মোচন করিতে পারিবেন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

সৎকার্য্য ঃ—

দিল্লীর পাহাড়গঞ্জ নামক স্থানে এক চিত্রগুপ্ত-মন্দির আছে। এই মন্দির সংস্কারার্থে জয়পুরের কুমার ঠাকুরপ্রসাদ সকসেন আরও ১২০০ গজ জমি ক্রয় করিয়া দিয়া নগত ১৩০০৲ শত টাকা এবং তথায় এক শিবমন্দির নির্ম্মাণার্থ ৫৩০০৲ দিয়াছেন। এই উভয় মন্দিরের ব্যয় ১৬০০০৲ হাজার টাকা অবধারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে চাঁদা করিয়া ৩০০০৲ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। এখন প্রায় সাড়ে ছয় হাজার টাকার প্রয়োজন। গত ১৬ই এপ্রিল হইতে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই সৎকার্য্যে যদি কেহ কিছু সাহায্য করেন, দিল্লী, সীতারাম মহল্লা, লালদরওজা পোষ্ট ঠিকানায় গভর্ণমেণ্টের পেনসেন্ প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত মদনগোপাল সাহেবের বরাবর কিম্বা আমাদের নিকট পাঠাইবেন।

কায়স্থ রুদ্রদত্ত ঃ—

গত মার্চ্চ সংখ্যা The Journal ot the Bihar and Orissa Research Society নামক ত্রৈমাসিক ঐতিহাসিক পত্রে প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র মজুমদার, বি-এল্, এম্-আর্-এস্ ত্রিকলিঙ্গের রাজা মহাশিব গুপ্ত যযাতির যে তাম্রশাসন প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ শাসনের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার নিম্নের পংক্তিদ্বয়ে লিখিত আছে:—"শ্রীমহাশিবগুপ্ত শ্রীযযাতিরাজ দেবপাদবর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যে সম্বৎসরে বৈশাক সিতপঞ্চম্যাং সঙ্গেনাপি সম্বৎ ৩ বৈশাক সুদি ৫ লিখিত মিদং তাম্রশাসনং মন্ত্রিবিগ্রহি শ্রীহর্ষদত্ত নপ্তৃনা সিংহদত্ত ভ্রাতৃসুতেন রাণক শ্রীরুদ্রদত্তেন।" বিজয় বাবু রাণক শ্রীরুদ্রদত্তকে বঙ্গীয় কায়স্থ এবং ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত নির্দ্দেশ করিতে লিখিয়াছেন—

"This charter was issued in the third of the Vijaya Rajya of king Yayati (last plate I. 9.) on the fifth day from the new moon, in the month of the Vaisaka, and the writer of the charter, Ranaka Rudra Dutta, was the grand son of Harsha Datta, and the son of the brother Sinha Dutta. It is also to be noted that Rudra Datta who was a Bengali Kayastha calls himself a Ranaka, which indicates a Ksatriya origin. (last plate I. 11.)

উপনয়ন ঃ—

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩। যশোহর-সোলপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত গদাধর সরকার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সরকার, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিজয়কুমার নাগ, ফণীভূষণ সিংহ, বিজয়কুমার চন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ মিত্র, জগবন্ধু মিত্র, নরেন্দ্রকুমার মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ চন্দ্র, খগেন্দ্রনাথ বসু, ও ধরণীধর দেব, এবং সুমেরুখোলা নিবাসী শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বসু, কিরণচন্দ্র বসু ও কালিদাস মিত্র, এই ১৪ জন দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ যাথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনীত হইয়াছেন। কড়োরা নিবাসী শ্রীযুত রামগোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন।

২৭শে আষাঢ়, ১৩২৩। নড়াইল-পাইকপাড়া গ্রামের মিত্রবাটীর কেন্দ্র। দক্ষিণ রাঢ়ীয় শ্রীযুত কেশবলাল মিত্র ও নন্দলাল মিত্র যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনীত হইয়াছেন। মুক্তেশ্বরী নিবাসী শ্রীযুত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

২৮শে শ্রাবণ, ১৩২৩। ফরিদপুর-কায়স্থ-প্রচার সমিতির চেষ্টায় ১৬নং মাণিক-দহের ঘাট ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা মহোদয়ের ভবনে তাঁহার অর্থানুকূল্যে নিম্নলিখিত কায়স্থ সন্তানগণ যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। ফরিদপুরের দিঘলিয়া কাশিমপুর সাকিনের—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার বসু, মনোমোহন বিশ্বাস, উপেন্দ্রমোহন নাগ; শরমঙ্গল সাকিনের—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ

হোরাবল্লভঃ।—কলিকাতা রাজকীয় (গভর্ণমেণ্ট) সংস্কৃত পাঠশালায়াং জ্যোতিষাদি শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ জ্যোতিস্তীর্থ প্রণীতঃ। মূল্য ১৲ টাকা। ৯৬।১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীটস্থ বেদাঙ্গ চতুষ্পাঠী গ্রন্থকার ভবনে প্রাপ্তব্যঃ। ডিমাই ৮ পেজী ১৩ ফর্ম্মা ১২৪ পৃষ্ঠা। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট।

জ্যোতিষ শাস্ত্র আর্য্যজাতির বিশেষ গৌরবের সামগ্রী। অতি প্রাচীন বৈদিকযুগ হইতে এদেশে জ্যোতিষ শাস্ত্রের পঠন পাঠন চলিতেছে। আর্য্যঋষিগণ ও মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি সিদ্ধান্তকারগণ জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনেক নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশেও রাঘবাচার্য্য, রাসাচার্য্য প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু ৩০০ শত বৎসরের অধিক কাল হইল কোন নূতন জ্যোতিষ গ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রণীত হয় নাই। আমরা জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয়ের এই অভিনব "হোরাবল্লভ" নামক গ্রন্থ পড়িয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শ্লোকগুলি বিবিধ সুললিত ছন্দে রচিত। ইহাতে বর্ত্তমান কালোপযোগী ক্রান্তি, সূক্ষ্ম জ্যা, কোটি জ্যা প্রভৃতি লইয়া ভারতবর্ষের প্রায় প্রতি প্রসিদ্ধ নগরের লগ্নমানাদি সাধনের উপায় সারণী (টেবল) নানাপ্রকার চিত্রাদি দ্বারা ঐ সকল গণিতের উপপত্তি, গ্রহগণের বল, গ্রহগণ কি পরিমাণ ফল ও আয়ুদান করিবেন ইত্যাদি বহু আবশ্যকীয় সূক্ষ্ম গণিত প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে ইউরোপীয় চাপ গণিত হইতেও বহু গণিত নিয়ম ও তাহার জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যবহার প্রণালী স্বপ্রণীত শ্লোকে এই গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে। পাশ্চাত্য গণিতজ্ঞ পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্য গণিত কিরূপে প্রাচ্য জ্যোতিষে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা এই পুস্তক পাঠে অবগত হইতে পারিবেন। প্রাচ্যগণিতজ্ঞ পণ্ডিতগণও এই গ্রন্থ সাহায্যে পাশ্চাত্য গণিতের বহু আবশ্যকীয় নিয়ম জানিতে পারিবেন। জ্যোতিষীগণ এরূপ গ্রন্থদ্বারা সকল জেলার সকল লোকের কোষ্ঠী প্রস্তুত করিতে পারিবেন। বর্ত্তমান সময়ে ৫ অঙ্গুল ১০ ব্যঙ্গুল পলভাযুক্ত নবদ্বীপের লগ্নমানদ্বারা বঙ্গদেশ, আসাম ও উড়িষ্যার কোষ্ঠী প্রস্তুত হইতেছে। ইহা অতি স্থূল ও বাস্তবিক অশুদ্ধ হইতেছে। এই অভিনব গ্রন্থদ্বারা বঙ্গদেশের সে অভাব দূরীভূত হইল। আমরা আশা করি প্রতি কলেজ ও স্কুল-লাইব্রেরীতে এবং সাধারণ লাইব্রেরী প্রভৃতিতে ইহার এক এক খণ্ড রাখিয়া গ্রন্থ প্রণেতাকে সাহায্য করিবেন। বর্ত্তমান পঞ্জিকা-বিভ্রাট প্রভৃতিতে জ্যোতিষ বিষয়ে উন্নতির জন্য সকলেরই চেষ্টিত হওয়া উচিত। জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয়ের ন্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষে অভিজ্ঞ সুযোগ্য ব্যক্তি উৎসাহ পাইলে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অভিনব গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা দেশের অভাব মোচন করিতে পারিবেন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

সৎকার্য্য ঃ—

দিল্লীর পাহাড়গঞ্জ নামক স্থানে এক চিত্রগুপ্ত-মন্দির আছে। এই মন্দির সংস্কারার্থে জয়পুরের কুমার ঠাকুরপ্রসাদ সকসেন আরও ১২০০ গজ জমি ক্রয় করিয়া দিয়া নগত ১৩০০৲ শত টাকা এবং তথায় এক শিবমন্দির নির্ম্মাণার্থ ৫৩০০৲ দিয়াছেন। এই উভয় মন্দিরের ব্যয় ১৬০০০৲ হাজার টাকা অবধারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে চাঁদা করিয়া ৩০০০৲ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। এখন প্রায় সাড়ে ছয় হাজার টাকার প্রয়োজন। গত ১৬ই এপ্রিল হইতে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই সৎকার্য্যে যদি কেহ কিছু সাহায্য করেন, দিল্লী, সীতারাম মহল্লা, লালদরওজা এই ঠিকানায় গভর্ণমেণ্টের পেন্‌সেন্ প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত মদনগোপাল সাহেবের বরাবর কিম্বা আমাদের নিকট পাঠাইবেন।

কায়স্থ রুদ্রদত্ত ঃ—

গত মার্চ্চ সংখ্যা The Journal ot the Bihar and Orissa Research Society নামক ত্রৈমাসিক ঐতিহাসিক পত্রে প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র মজুমদার, বি-এল্, এম্-আর্-এস্ ত্রিকলিঙ্গের রাজা মহাশিব গুপ্ত যযাতির যে তাম্রশাসন প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ শাসনের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার নিম্নের পংক্তিদ্বয়ে লিখিত আছে:—"শ্রীমহাশিবগুপ্ত শ্রীযযাতিরাজ দেবপাদবর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যে সম্বৎসরে শতৈক সিতপঞ্চম্যাং সঙ্গেনাপি সম্বৎ ৩ বৈশাক সুদি ৫ লিখিত মিদং তাম্রশাসনং পরিবিগ্রহি শ্রীহর্ষদত্ত নপ্তৃনা সিংহদত্ত ভ্রাতৃসুতেন রাণক শ্রীরুদ্রদত্তেন।" বিজয় বাবু রাণক শ্রীরুদ্রদত্তকে বঙ্গীয় কায়স্থ এবং ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত নির্দ্দেশ করিতে লিখিয়াছেন—"This charter was issued in the third of the Vijaya Rajya of king Yayati (last plate I. 9.) on the fifth day from the new moon, in the month of the Vaisaka, and the writer of the charter, Ranaka Rudra Dutta, was the grand son of Harsha Datta, and the son of the brother Sinha Dutta. It is also to be noted that Rudra Datta who was a Bengali Kayastha calls himself a Ranaka, which indicates a Ksatriya origin. (last plate I. 11.)

উপনয়ন ঃ—

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩। যশোহর-সোলপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত গদাধর সরকার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সরকার, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিজয়কুমার নাগ, ফণীভূষণ সিংহ, বিজয়কুমার চন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ মিত্র, জগবন্ধু মিত্র, নরেন্দ্রকুমার মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ চন্দ্র, খগেন্দ্রনাথ বসু, ও ধরণীধর দেব, এবং সুমেরুখোলা নিবাসী শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বসু, কিরণচন্দ্র বসু ও কালিদাস মিত্র, এই ১৪ জন দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ যাথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনীত হইয়াছেন। কড়োরা নিবাসী শ্রীযুত রামগোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন।

২৭শে আষাঢ়, ১৩২৩। নড়াইল-পাইকপাড়া গ্রামের মিত্রবাটীর কেন্দ্র। দক্ষিণ রাঢ়ীয় শ্রীযুত কেশবলাল মিত্র ও নন্দলাল মিত্র যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনীত হইয়াছেন। মুক্তেশ্বরী নিবাসী শ্রীযুত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

২৮শে শ্রাবণ, ১৩২৩। ফরিদপুর-কায়স্থ-প্রচার সমিতির চেষ্টায় ১৬নং মাণিক-দের ঘাট ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা মহোদয়ের ভবনে তাঁহার অর্থানুকূল্যে নিম্নলিখিত কায়স্থ সন্তানগণ যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। ফরিদপুরের দিঘলিয়া কাশিমপুর সাকিনের—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার বসু, মনোমোহন বিশ্বাস, উপেন্দ্রমোহন নাগ; শরমঙ্গল সাকিনের—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ

দাস ; বাজিতপুর সাকিনের—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ; দত্তপাড়া সাকিনের—শ্রীযুক্ত জীবনচন্দ্র মিত্র, হীরালাল মিত্র ; শ্যারপুর সাকিনের—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দাস; ইশিবপুর সাকিনের—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ঘোষ, অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস, রাজেন্দ্রনাথ দাস; বগাইল সাকিনের—শ্রীযুক্ত হীরালাল দাস ; ঘটমাঝি সাকিনের—শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ভদ্র ; দারাদিয়া সাকিনের—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সিংহ, মনোমোহন সিংহ, অশ্বিনীকুমার সিংহ ; আটপাড়া সাকিনের—শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন হোড় ; হবিগঞ্জ সাকিনের—শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার কর ; কালারায়েরচর সাকিনের—শ্রীযুক্ত সুকুমার গুহ ; ব্রাহ্মণদি সাকিনের—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন দাস, সুরেশচন্দ্র গুহ ; গোহালা সাকিনের—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন দেব ; দামেরচর সাকিনের—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বসু ; শৌলপুর সাকিনের—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দত্ত ; মাণিকদহ সাকিনের—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার গুহ; নগর সাকিনের—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দেব সরকার, সতীশচন্দ্র দাস ; কলিকাতা গরপাড় রোডের শ্রীযুক্ত কেশবলাল রায় ; মেদিনীপুর মেজগ্রাম সাকিনের—শ্রীযুক্ত শশিভূষণ কুণ্ডু।

২৯শে শ্রাবণ ১৩২৩। কায়স্থসভার কেন্দ্র। জেলা ফরিদপুর নরসিংদিয়ার শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত দেবরায় যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনীত হইয়াছেন। ইনি বঙ্গজ কায়স্থ।

বিবাহ :—

২৫শে আষাঢ় ১৩২৩। নড়াইলের অন্তর্গত বাঁশগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী বসুবর্ম্মার সহোদর ভ্রাতা শ্রীমান নলিনবিহারী বসুর শুভ-পরিণয় যশোহর সহরের নিকটবর্ত্তী নওয়াপাড়া গ্রামে বোধখানার বিখ্যাত গোষ্ঠীপতি বংশীয় ৺ব্রজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের কন্যার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে বরপক্ষ কন্যাপক্ষের নিকট হইতে কোনও প্রকার পণ গ্রহণ করেন নাই।

২০শে শ্রাবণ। কটকের বিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর বর্ম্ম রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান শশাঙ্কশঙ্করের বিবাহে কন্যাকর্ত্তা শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে বরপক্ষ এক কপর্দ্দক গ্রহণ করেন নাই।

ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ :—

গত ৪ঠা শ্রাবণ ১৩২৩। চট্টগ্রাম শ্রীযুক্ত নিশিচন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মার স্ত্রীর আদ্যশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সুনির্ব্বাহ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও শূদ্র সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

২৭শে শ্রাবণ, ১৩২৩। রংপুর। তত্রত্য সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ বর্ম্ম রায় মহাশয়ের পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ তদীয় পুত্র শ্রীমান্ নলিনীমোহন বর্ম্মরায় ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। এই শ্রাদ্ধে রংপুর সহরের সমস্ত কায়স্থ জমিদার, উকিল, মোক্তার ডাক্তার সকলেই উপস্থিত হইয়া আহারাদি করিয়াছেন।

২৭শে শ্রাবণ, ১৩২৩। জেলা ফরিদপুর, নর্সিংদিয়ার রসিকলাল রায়ের মৃত্যুতে তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রলাল বর্ম্মরায় ত্রয়োদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

তৃতীয় অধিবেশন।

৩২শে আষাঢ়, রবিবার, ১৩২৩ অপরাহ্ণ ৫টা।

৮৫নং গ্রেষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

[illegible] রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহবর্ম্মা। (সভাপতি)
[illegible] শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা।
[illegible] „ মহেন্দ্রচন্দ্র রায়।
[illegible] „ বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা।
[illegible] „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী।
[illegible] „ বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা।
[illegible] „ মহেন্দ্রনাথ গুহ রায়বর্ম্মা।
[illegible] „ ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা।
[illegible] রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
[illegible] শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।
[illegible] „ গোপালচন্দ্র দে।
[illegible] „ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ।
[illegible] „ শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা } সম্পাদক।
[illegible] „ যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা }

বর্ত্তমানবর্ষের অন্যতম সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা, রংপুরের শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা, বগুড়ার শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা, পাবনার শ্রীযুক্ত [illegible]চরণ রায়, নাটোরের শ্রীযুক্ত বেণীমাধব সরকার বর্ম্মা, কুষ্টিয়ার শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ [illegible]দার বর্ম্মা এবং পোপাড়ার শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষবর্ম্মা, যশোহর রংমহালের শ্রীযুক্ত গোপালহরি ঘোষবর্ম্ম চৌধুরী ইঁহারা দূরত্ব প্রভৃতি কারণে অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সভার আলোচ্য বিষয়ে উপস্থিত সদস্যগণের মতে মত দিয়া পত্র লিখেন।

সভারম্ভে গত মাসের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির কার্য্যবিবরণী পঠিত ও জ্যৈষ্ঠমাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে, উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। ইহার পর সভার অন্যতম সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন, শ্রীরামপুরের Weaving Instituteএর পুস্তক প্রার্থী ছাত্র শ্রীমান্ পঞ্চানন ঘোষের অর্থ সাহায্য নিমিত্ত University Instituteএর ছাত্র-সাহায্য-ভাণ্ডারের সভাপতি মন্মথবাবুকে অনুরোধ করায় তিনি ১০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। ছাত্রটীর সাহায্য করায় উপস্থিত সদস্যগণ মন্মথবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন। কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় আরও জানাইলেন যে গত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্যানুযায়ী রেজিষ্ট্রী করিয়া পত্র লেখার পর বিশ্বেশ্বরবাবুর পত্র পাওয়া গিয়াছে—তিনি বাকী চাঁদা দিবেন এবং সহঃসম্পাদক থাকিবেন।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। সভার অন্যতম সভ্য কুমিল্লার উকিল মদনমোহন গুহ, হাবড়ার উকিল রামকমল রায় এবং আজীবন সভ্য ও ১৩১৯ সালের সহঃসভাপতি পাঁচথুপীর জমিদার শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মৌলিক ইঁহাদের মৃত্যুর সংবাদে সভাস্থ সকলেই শোক প্রকাশ করিলেন। স্থির হইল, সভার এই সমবেদনা মৃত মহাত্মাগণের পুত্র বা নিকট আত্মীয়কে লিখা হউক। এবং মদনবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রাজকুমার গুহ এবং ঘোষ মৌলিক মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রচন্দ্রকে সভার সভ্য হইতে অনুরোধ করা হউক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভ্য মনোনীত হইলেন :—

(দ) শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু, সাং পাঁজিয়া, যশোহর জেলা।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা (প্রচারক)

(ব) „ যাদবচন্দ্র দত্ত, মোক্তার, সাং জামালপুর, ময়মনসিংহ জেলা।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বর্ম্মশাস্ত্রী।

(দ) „ রমানাথ বসু, জমিদার, সাং পাঁজিয়া, যশোহর জেলা।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা (প্রচারক)

(উ) „ সুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষবর্ম্মা, বি-এ, একস্‌সাইস্ সুপারিটেন্‌ডেণ্ট, হাং সাং ১২নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা।

তৃতীয় প্রস্তাব। সংস্কৃত কলেজের টোলে কায়স্থ ছাত্র গ্রহণ করায় আনন্দ প্রকাশ। সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন, "কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের টোলে বেদ-বেদান্ত পাঠার্থী কায়স্থ-ছাত্র লইতে গভর্ণমেণ্টের অনুমতি জ্ঞাপক পত্র গত মাসের সভায় প্রকাশ করিলে উপস্থিত সদস্যগণ দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু অদ্য আবার আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম-এ, পি এইচ্-ডি মহোদয়ের অনুগ্রহে এবং অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের উদারতায় কায়স্থ-ছাত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রকুমার ব্যাকরণ-কাব্য-সাংখ্য-তর্কতীর্থকে বেদান্ত পড়াইতে টোলে ভর্ত্তি করিয়া লইয়া নিস্তারিণী দাসীর ব্রাহ্মণ বাটীতে থাকিবার স্থান করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য একথাও বলা—উচিত, কায়স্থ-সভার একমাত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রশাস্ত্রী মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্নেই কার্য্যটী সুসম্পন্ন হইয়াছে।" এই সংবাদে সভাস্থ সকলে অতিশয় আনন্দিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব বলিলেন, সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালও তর্কভূষণ মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া পত্র লিখা হউক। শ্রীযুক্ত মন্মথবাবু বলিলেন, "শ্রীমান্ সুরেন্দ্রকুমারের থাকিবার স্থান হইয়াছে, তাহার সংস্থানের কি ব্যবস্থা হইয়াছে?" শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, "শ্রীমান্ সুরেন্দ্রের আহার সংস্থান নিমিত্ত মাসিক ৭৲ টাকার প্রয়োজন। তাহাকে বৈদ্যক বিদ্যালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতেও দেওয়া হইয়াছে। গত বার্ষিক অধিবেশনে, সভার অন্যতম সদস্য রায়সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহোদয় আয়ুর্ব্বেদ পাঠার্থী কায়স্থ ছাত্রের সাহায্যার্থ যে ৫০০৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সেই টাকার সুদ হইতে তিনি মাসিক ৫৲ টাকা দিবেন, এবং পানিশৈহোলার শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার মিত্রবর্ম্মা বি-এ মাসিক ১৲ হিসাবে দুই বৎসর ২৪৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমি আশা করি বাকী ১৲ টাকা আমাদের বর্ত্তমান মাননীয় সভাপতি রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর শ্রীমানকে সাহায্য করিবেন।" সভাপতি মহোদয় এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "আমি মামিক ১৲ টাকা করিয়া দুই বৎসরে ২৪৲ টাকা এই বেদান্ত পাঠার্থীকে সাহায্য করিব।" এই সময় সকলে সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় এই একটী ছাত্রকে বেদান্ত পড়িবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন, অথবা ভবিষ্যতে স্মৃতি, মীমাংসাদি পড়িতে দেওয়ার জন্য স্থায়ীভাবে আদেশ দিয়াছেন?" কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, "শ্রীমান্

সুরেন্দ্র এবার যখন ন্যায়ের শব্দ খণ্ডের উপাধি পরীক্ষা দেয়, সেই সময় মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর নিকট বেদান্ত পড়িবার জন্য প্রার্থনা জানায়, কিন্তু, তিনি কায়স্থ-ছাত্র বলিয়া পড়াইতে সম্মত হন না। অতঃপর শ্রীমান্ চট্টগ্রামে চলিয়া যায়। ইহার পর তাহার পাশের সংবাদ কলিকাতাগেজেটে প্রকাশিত হইলে, আমি তাহাকে বেদান্ত পড়ানের ব্যবস্থা করিতে প্রিন্সিপালকে অনুরোধ করি। তিনি আমাকে তাহা দ্বারা দরখাস্ত করিতে বলেন। আমি সেইদিনই শ্রীমানকে বেদান্ত পড়িবার জন্য প্রিন্সিপালের বরাবর দরখাস্ত করিতে এবং আসিতে লিখি। সুরেন দরখাস্ত করিয়াই কলিকাতায় আইসে ও আমাকে পত্র লিখে। সতীশবাবু দরখাস্ত পাইয়া গত ১৯শে আষাঢ় সোমবার কলেজ ও টোলে তাবৎ অধ্যাপক লইয়া এক সভা করেন। তাহাতে প্রায় ৩৬জন অধ্যাপক উপস্থিত থাকেন, তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ (ইনি ২ বৎসর পূর্ব্বে এই টোলে শ্রীমান্ চারুচন্দ্র বসুকে 'ভাষাপরিচ্ছেদ' পড়াইয়াছেন) বহুবল্লভ শাস্ত্রী এবং যামিনী তর্কতীর্থ ভিন্ন অপর ৩২ জন অধ্যাপক সভার পক্ষে সানন্দে স্বাক্ষর পত্রে স্বাক্ষর করেন। তৎপর প্রিন্সিপাল মহোদয় শ্রীমান্ সুরেন্দ্রকে টোলের বেদান্ত ক্লাসে ভর্ত্তি করিবার আদেশ প্রদান করিয়া, এই প্রকার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কায়স্থছাত্রকে স্মৃতি মীমাংসা প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্র পড়িবার অধিকার লিপিবদ্ধ করেন।" এই সংবাদ শুনিয়া আনন্দের সহিত মহোমহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়প্রমুখ যে সমস্ত অধ্যাপক সাপক্ষে স্বাক্ষর করেন, তাঁহাদের ধন্যবাদ প্রদান করেন।

চতুর্থ প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) প্রচারকের কথা। সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন, "শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয়কে গত বৈশাখ হইতে ছয় মাসের জন্য অস্থায়ীভাবে প্রচারক নিয়োগ করা হইয়াছে। তিনি কলিকাতায় থাকা কালীন তাঁহার বেতন সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হইবে? তিনি যখন এখানে থাকেন, সেই সময় আফিসের কার্য্য করিতে বলা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি সম্মত নহেন।" শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেন বলিলেন—"সরলবাবু বলিয়াছেন, তাঁহাকে যদি সভার কাজ করিতে বলা হয়, তবে আর কার্য্য করিবেন না, কার্য্যে এস্তাফা করিবেন।" শ্রীযুক্ত প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব বলিলেন, "প্রচারক মহাশয়কে সভার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াই কার্য্য করিতে হইবে। যখন কলিকাতায় থাকিবেন, তখন সম্পাদক মহাশয়ের কার্য্যের সহায়তা করিবেন।" সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন, "আমি অথবা যোগেশবাবু সর্ব্বদাই আর কায়স্থ-সভায় থাকিতে পারি না। সভার কার্য্যালয় স্বতন্ত্র স্থানে, তথায় কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়ই সর্ব্বদা থাকেন, তাঁহার কার্য্যের সহায়তাই করাই দরকার, কেন না তাঁহাকে

বিভিন্ন বিষয় লিপ্ত থাকিতে হয়। উপস্থিত ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিতে হয়, সুতরাং তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করাই প্রয়োজন।" মাননীয় জাষ্টিস মহোদয় বলিলেন, "প্রচারক মহাশয় দ্বারা যদি কাজ হয়, তবে তাঁহাকে দিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাকে সভার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াই কার্য্য করিতে হইবে। নতুবা অনুপস্থিতিকালের বেতন দেওয়া সঙ্গত মনে হয় না।" পুনরায় নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আমি প্রচারক সরলবাবুকে বলিয়া শরৎবাবুর নিকট আনিয়া বলিয়া কহিয়া দিব, এ অধিবেশনে কিছু করিয়া কাজ নাই।" অবশেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বিষয় এখন কিছু স্থির করা হইল না। কিন্তু যিনি প্রচারক থাকিবেন, তিনি কলিকাতায় যখন থাকিবেন, সম্পাদকের ও কার্য্যাধ্যক্ষের সহায়তা করিবেন। এবং সম্পাদকের নির্দ্দেশানুযায়ী কার্য্য করিবেন, যখন যাহা করিবেন, তাহার বৃত্তান্ত সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদক মহাশয়কে পাঠাইবেন এবং যখন কার্য্য করিবেন সে সময়ের মাহিনা পাইবেন না, কিন্তু প্রচার করিয়া আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং প্রচারে যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সম্পাদকের বিবেচনায় দুই এক দিন ছুটী পাইবেন।

(খ) পড়ার সাহায্য প্রার্থনা। সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন, "শ্রীবিমলচন্দ্র মিত্র নামক একটী ছাত্র I. A. পড়ার নিমিত্ত মাসিক ৪৲ টাকা সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত করিয়াছে।" কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় বলিলেন, "দরখাস্তে কায়স্থ-সভার কোন সভ্যের স্বাক্ষর নাই।" শ্রীযুক্ত মন্মথবাবু বলিলেন, "Calcutta University Instituteএর ছাত্র ভাণ্ডারেও সম্ভবতঃ এই যুবক সাহায্য প্রার্থী হইয়া দরখাস্ত করিয়াছে।" যোগেশবাবু বলিলেন—"আগে দেখা হউক, একই ব্যক্তি কি না? তৎপর বিবেচনা করা হউক।" সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহাই স্থির হইল।

(গ) বিবাহে সাহায্য প্রার্থনা পত্র। যশোহরের শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ মজুমদারের কন্যার বিবাহে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা পত্র উপস্থিত করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, তাঁহাকে জানান হউক, বিবাহে টাকা সাহায্য করা সভার নিয়ম বিরুদ্ধ; তবে তিনি ইহার জন্য চেষ্টা অথবা পত্রিকায় বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

(ঘ) বিনামূল্যে পুরাতন পত্রিকা প্রার্থনা পত্র। ঢাকা মনোমোহন লাইব্রেরীর সম্পাদকের ১৪।৫।১৬ তারিখের পত্র এবং মুর্শিদাবাদ শিবনগরের শ্রীযুক্ত রাধা-কৃষ্ণ সিংহের পত্রের মর্ম্ম সভায় জ্ঞাপন করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল,

পুরাতন পত্রিকাদি প্রচুর না থাকায় আর বিনামূল্যে প্রার্থনা কারীদিগকে দেওয়া হইবে না।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মন্মথবাবু মাননীয় সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ।
সম্পাদক

স্বাক্ষর
শ্রীবিনোদবিহারী বসু।
সভাপতি
২৮।৪।২৩

কায়স্থ-পত্রিকা।

আশ্বিন, ১৩২৩। } নবপর্য্যায় ৭ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

বিশ্ব-সৃষ্টি।

কে জানে কখন্ কোন্ দিন, দূরব্যাপ্ত দীপ্ত নীহারিকা,
নিবিড় গভীর অন্ধকারে জ্বালাইল স্বর্গদীপ শিখা!
অকস্মাৎ উঠিল জাগিয়া, দীর্ঘ দীর্ণ চিন্তার প্রান্তরে
সুপ্রাচীন নিদ্রিত অতীত, স্নেহপূর্ণ মধুর মর্ম্মরে।
অভিনব প্রেম মূর্চ্ছনায় পরিপূর্ণ নীরব সঙ্গীত
দিকে গুঞ্জরিল সুখে, বিশ্বযন্ত্রে করুণ ললিত।
জড়ত্বের অন্তিম রেখায় অনুভূতি, অনন্ত চেতনা,
বিধাতার বিরাট্ চরণে নিবেদিল মর্ম্মের বেদনা।
মহাপ্রাণ সিন্ধুর হৃদয়ে উচ্ছ্বসিল নির্ম্মল বাসনা;
আঁকি দিল প্রকৃতির পটে, লক্ষ কোটি মদির কামনা।
সংসারের সৌন্দর্য্য-শিয়রে সুরঞ্জিল আশার স্বপন;
বিহ্বলিত প্রেমাবেশে সুখে ধরণীর সহস্র চুম্বন!
সে অবধি চির বিরাজিত বিশ্বদৃশ্য, রহস্য-আধারে;
তরঙ্গিত নীল-নীর-নিধি তাহারে বেড়িছে চারি ধারে!
গূঢ়তম ভূমার পাথারে কে করিবে সমস্যার সীমা?
বিশ্বের বিচিত্র চিত্রপটে সুশোভিত ধাতার মহিমা!!

শ্রীগোপালচন্দ্র দেববর্ম্ম কবিকুসুম।

আগমনী।

ও আয়াহি বরদে দেবি!

প্রাবৃটের ঘোর ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া শরতের সূর্য্য নিজ প্রখর রশ্মিজাল লইয়া কর্কটরাশি হইতে সিংহ রাশিতে গমন করিলে,—শুভ শুক্লাশ্বিন মাসে, বর্ষে বর্ষে বঙ্গে চিরানন্দময়ী চিদানন্দরূপিণী মহাশক্তির শুভাগমন হয়। জলে, স্থলে, আকাশে,—সর্বত্র শরচ্ছ্রীর শুভ্র সুষমা বিকশিত হইয়া উঠিলে, জলে স্থলে বিবিধ শারদীয় কুসুমরাশি ফুটিয়া উঠিলে, মেঘশূন্য নির্মল নীল আকাশে জ্বলন্মণি ময়ূখ পরাভবকারী নক্ষত্রপুঞ্জের উদয় হইলে,—শশিসূর্য্যশেখরা শশিশেখর প্রণয়িনী, জগজ্জননী নিজ সন্তান সন্ততিগণের দুঃখ দুর্গতি দূর করিবার নিমিত্ত দানবদলনী দুর্গারূপে,—অথবা তাই কেন,—অতি স্নেহময়ী কল্যাণী কন্যারূপে বঙ্গগৃহে অবতীর্ণ হন। সেই শুভ মুহূর্ত্তের প্রাক্‌কালে দশদিক্ মহামহিষ মর্দ্দিনীর আগমনী গীতে মুখরিত হইয়া উঠে। আনন্দে অধীর হইয়া দিগঙ্গনাগণ যেন তাঁহার আগমন গীত গাহিতে গাহিতে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। চারিদিকে কেবল "আয় মা, আয়মা" ধ্বনি ভবানীর ভক্তদিগের কর্ণে মধুবর্ষণ করিতে থাকে।

বৎসরের পর আবার সেই শুভসময়,—সেই শুভ আশ্বিনমাস, পুনশ্চ সমাগত হইয়াছে। আমাদের কর্মফলে বর্ত্তমান বৎসরে দেশের কোথায়ও বা অতিবৃষ্টি এবং কোথায়ও বা অনাবৃষ্টির নিমিত্ত বর্ষাকালে আশা ও হতাশার ঘূর্ণিপাকে আমরা অনবরত ঘুরপাক খাইয়া মরিয়াছি,—দেশের কোন কোন স্থান বন্যার প্রবাহে ধুইয়া গিয়াছে,—শস্যের চিহ্নমাত্রও যেন মুছিয়া গিয়াছে, আবার কোনও স্থলে বিন্দুমাত্র বারিপাত না হওয়ায় এই শরৎকালে ও গ্রামসীমান্তের কেদার প্রান্তর দাবানলদগ্ধ কাননের ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে। কোথায় বা সেই কবিবর্ণিত শরল্লক্ষ্মীর শোভা! কোথায় বা সেই দিগন্ত বিস্তারিণী শ্যামলশস্য শোভা! হায়! দারুণ দৈব আমাদিগের কর্ম্মফল ভোগ করাইবার নিমিত্ত, এখন সুখের সময়ও দুঃখের দাবদাহ জ্বালাতন করিতেছে। দুর্ভিক্ষ্য এখন আমাদের নিত্যসহচর,—নানাবিধ ব্যাধি এখন আমাদের নিত্যবান্ধব—দারিদ্র আমাদের চিরস্থায়ী। আনন্দ যেন দেশ পরিত্যাগ করিয়া, কাহার ভয়ে কি পাপে, দেশান্তরে আশ্রয় লইয়াছে। তথাচ এই শরৎকালে,—এই আশ্বিন মাসে,—আনন্দময়ীর শুভাগমনের সংবাদে,—বাঙ্গালীর হৃদয় স্মরণাতীত কালের সংস্কার বশেই হউক,—অথবা পূর্বপুরুষগণের পুণ্য প্রভাবেই হউক,—অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও যেন আধিব্যাধি দুঃখদারিদ্রের জ্বালা ভুলিয়া

যায়,—দারুণ জড়তার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া,—আনন্দে নাচিয়া উঠে। তাই আজ বাঙ্গালী তাহার অন্নবস্ত্রের অভাব, রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্যের দাহ ভুলিয়া গিয়া মায়ের আগমনের আনন্দে 'মা' 'মা' রবে দশদিক কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। "আয় মা"—"আয় মা" রবে বঙ্গভূমি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

মা,—লীলাময়ি,—তোমার লীলা কে বুঝিবে? আমরা ভারতবাসী,—আমরা কতদিন হইতে নানারূপ দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য আধি ব্যাধির পীড়নে এ পীড়িত হইয়া আসিয়াছি—এবং তাই আমরা সাগরপারের য়ুরোপ ভূভাগের ধনজন শক্তি সম্পন্ন মহা সৌভাগ্যশালী শ্বেতকায় জনগণের পার্থিব সুখ সৌভাগ্যের মনমোহিনী শোভা দেখিয়া দেখিয়া একদিকে মোহিত,—অন্যদিকে আবার ঈর্ষ্যায় জর্জরিত হইতেছিলাম;—সহসা তুমি আমাদিগের মোহ অপসারিত করিয়া দিলে,—দেখাইয়া দিলে যে পার্থিব সৌভাগ্য সম্পদ অতি তুচ্ছ, অতি নশ্বর!—ওই যে আজ য়ুরোপের মহাশক্তিশালী জাতিব্যূহ নিজ নিজ ধনপ্রাণ অজস্র জলধারার ন্যায় ব্যয় করিয়া নরশোণিতে ধরণী রঞ্জিত করিতেছেন,—তাঁহাদের মহারণ দুন্দুভি এবং রণ বাহ্বস্ফোটে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিতেছেন, পৃথিবীর প্রত্যেক দিগন্ত হইতে অগণ্য কুমারী শিশু সংঘের করুণ ক্রন্দন উত্থিত হইয়া স্বর্গের দেবদেবীগণকেও কাঁদাইয়া তুলিতেছে,—এত কি মা তোমার লীলা! কে বলিবে,—এই অকল্যাণের ভিতর তোমার কি কল্যাণময়ী শুভ ইচ্ছাই লুকান রহিয়াছে! মা,—তুমি স্নেহময়ী জগজ্জননী—তুমি সন্তানের এই দুঃখ দুর্বিপাক কেমন করিয়া সহ্য করিতেছ, তুমিই জান!

মা,—জ্ঞানী মহাজনগণ বলিয়া থাকেন যে, তুমি মঙ্গলময়ী,—তোমার রাজ্যে মঙ্গল অকল্যাণ নাই;—প্রত্যেক অমঙ্গল অকল্যাণের ভিতর তোমার মঙ্গল ইচ্ছা লুকান আছে। বাঙ্গালী বহুবৎসর হইতে মহাশক্তির সেবা করিয়া আসিতেছে,—বৎসরে বৎসরে বহুবার মহাশক্তির নানা মূর্ত্তির পূজা করিতেছে,—কিন্তু তথাপি বাঙ্গালীর অপবাদ বাঙ্গালীর বাহুবলের অভাবের কলঙ্ক—দূর হয় নাই। আজ মা,—সেই বহুদিনের সাধনা ফলবতী হইবার উপক্রম হইতেছে। তোমার মহাশক্তি মন্ত্রের প্রিয় সাধক, তোমার পরম স্নেহভাজন আমাদের পরম পূজ্য এবং প্রিয় সম্রাট্ এবার বাঙ্গালীজাতিকে ধন্য ও পবিত্র করিয়াছেন। এবার সামরিক বিভাগে, সমরে যোগ দিবার জন্য বাঙ্গালী রাজানুগ্রহ, রাজ নিমন্ত্রণ পাইয়াছে। বঙ্গদেশের রাজধানী কলিকাতা নগরে এবং অতি ক্ষুদ্র দেশের বিভাগে ও উপবিভাগে সৈন্য-সংগ্রহের কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে এবং বাঙ্গালী যুবকদিগকে সেনাদলে প্রবেশ করার

জন্য আহ্বান করা হইতেছে। আমাদের আশা যে বঙ্গদেশ জননীর প্রিয় সন্তান-সমূহ এবার জগতের বীর সংসদে সম্মানের আসন লাভ করিতে পারিবেন। মা,—শক্তীশ্বরি,—তুমি আশীর্ব্বাদ করিলে, তাহাদের হৃদয় অদম্য তেজে ভরিয়া উঠিবে, তাহাদের বাহুতে অতুলনীয় মহাশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিবে, তাহারা সংগ্রামে অজেয় হইয়া উঠিবে। তাহারা তোমার আশীর্ব্বাদে,—দেশের জাতির,—সভ্যতার এবং সম্রাটের শত্রু নিপাত করিয়া,—মহাসমরে জয়মাল্য ভূষিত হইয়া,—জগতের নিকট মহালোভনীয় বীর গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া,—হাসিতে হাসিতে, জয় জয় শব্দে দশদিক মুখরিত করিয়া—স্বদেশের সুশীতল ছায়ায়,—মায়ের স্নেহময় কোলে ফিরিয়া আসিবে। বাঙ্গালী তোমার কৃপায় ধন্য হইবে। তোমার পূজা,—শক্তি সাধনা সার্থক হইবে।

তাই মা,—আমরা সকল দুঃখ দারিদ্র্যের জ্বালা ভুলিয়া,—অনাহার বস্ত্রাভাবের ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া, আনন্দে উচ্ছসিত হইয়া,—তোমাকে আবাহন করিতেছি। শাস্ত্রে শুনি,তুমি নাকি এই সময়ে যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন থাক এবং তজ্জন্যই তোমার বোধনের প্রয়োজন হয়। মা,—এতই কি তোমার নিদ্রা যে, তোমার সন্তানগণের নিদারুণ কষ্টজনিত কাতর ক্রন্দনেও তোমার নিদ্রা ভঙ্গ হয় না? পৃথিবী ব্যাপী সংগ্রামে মত্ত বীরগণের অস্ত্র ঝণৎকারে, বাহুস্ফোটে,হুহুঙ্কারে,—আর্ত্তনরনারীর রোদন ধ্বনিতে,—অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি প্রভৃতির অত্যাচারে অত্যাচারিত দৈন্যদুর্ভিক্ষ্য ক্লেশ-ক্লিষ্ট-জনসংঘের করুণ বিলাপেও কি তোমার নিদ্রা ভঙ্গ হয় না? না তা'ত নয়,—এ তোমার যোগ নিদ্রা নয়,—এ তোমার ছল নিদ্রা; তুমি জাগিয়া ঘুমাইতেছ,—কে তোমার নিদ্রা ভঙ্গ করিবে? কে তোমাকে উঠাইবে?

অথবা, মা শক্তীশ্বরি,—তোমার সমর্থ ভক্ত ভিন্ন বুঝি অন্যে তোমার বোধন করিতে অধিকারী নহে? পুরাকালে রঘুকুল চূড়ামণি শ্রীরামচন্দ্র তোমার ঘুম ভাঙ্গাইয়াছিলেন,—তাঁহার আহ্বান তুমি অবহেলা করিতে পার নাই। তাঁহার আহ্বানে তুমি তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হইয়া রামসেনার বাহুতে শক্তির সঞ্চার করিয়াছিলে,—তোমার কৃপায়ই সেকালের বেদ ও ব্রাহ্মণ্যের বৈরী, সভ্যতার শত্রু ব্রহ্মরাক্ষস রাবণ পরাস্ত এবং নিহত হইয়াছিল। এবার আবার দেখ মা,—আবার এই কলিযুগে, বিংশ শতাব্দীতে, পুনশ্চ দেবাসুর সংগ্রাম আরব্ধ হইয়াছে। জর্মান সম্রাট আসুরী শক্তির মোহে আচ্ছন্ন হইয়া, জগদ্‌গ্রাসিনী পিপাসায় উন্মত্ত হইয়া,—অপরা বিদ্যাজনিত সামর্থ্যের উপর অতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পৃথিবীর সভ্যতা এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সেই রাবণের ন্যায়ই একাকী দণ্ডায়মান হইয়া সমস্ত জগৎকে

ধ্বংসের উৎসন্নের পথে লইয়া যাইতে চাহিয়াছেন,—আমাদের সম্রাট্ কেবলমাত্র জগতের সভ্যতা এবং স্বাধীনতার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত, মিত্র সম্প্রদায়ের সহিত একত্র হইয়া ঐ আসুরী শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন,—তুমি নিশ্চয়ই জগতের হিতের নিমিত্ত, বিশ্ব সংসারে শান্তির জন্য,—জনসাধারণের সভ্যতা এবং স্বাধীনতার রক্ষার নিমিত্ত নিজ দৈবশক্তির প্রয়োগ করিবে। তোমার কৃপায় বঙ্গের বীরবাহিণী স্বদেশের সভ্যতার এবং সম্রাটের শত্রু নিপাত করিতে সক্ষম হইবে।

তবে জাগ মা,—একবার জাগ, তোমার কমল নেত্র উন্মীলন করিয়া চাহিয়া দেখ—একবার তোমার সন্তানগণের করুণ ক্রন্দনে কর্ণপাত কর। এসো তবে ভারতি,—এসো তবে জগজ্জননি, এসো তবে আমাদের মা,—এসো আমাদের ঘরে, এসো আমাদের গৃহে,—এসো আমাদের হৃদয় মন্দিরে।' বঙ্গের বহিঃপ্রকৃতি তোমার আবাহন ও পূজার জন্য ঐ দেখ, স্থলে ও জলে নানাবিধ নয়ন মনোহর পুষ্প-সম্ভার সাজাইয়া প্রস্তুত রাখিয়াছে;—ঐ দেখ তোমার ভক্তসন্তানগণের হৃদয় মন্দির ভক্তিরসে সিঞ্চিত ও পবিত্রীকৃত হইয়া তোমার শ্রীচরণ যুগল স্থাপনের আশায় উন্মুখ রহিয়াছে। তুমি আসিবে বলিয়া সর্বত্র মহামহোৎসব পড়িয়া গিয়াছে। তুমি এসো মা।

তুমি এসো। তুমি আসিয়া আমাদের দৈন্য দারিদ্র্য, দুঃখ শোক, আধি ব্যাধি হরণ কর মা।—আমাদের হৃদয়ে শক্তি, ভক্তি ও তেজের সঞ্চার কর মা।—বঙ্গের শক্তিপূজক ক্ষত্রিয় বংশজ কায়স্থগণের হৃদয়ে একতা এবং সাহসের সৃষ্টি কর মা। তাহারা যেন তোমার আগমনে হৃদয় হইতে হীন স্বার্থ, দ্বেষ, হিংসা, দলাদলি, ঢলাঢলি ভুলিয়া, রাঢ়ী, বঙ্গজ বারেন্দ্রাদি এবং কুলীন ও অকুলীনাদি ভেদ বুদ্ধি বিরহিত হইয়া সত্যনিষ্ঠ, সত্যবাক্ এবং সত্য সংকল্প হন,—এবং জঘন্য ও তামস শূদ্রাচারকে মলিন ও জীর্ণ বস্ত্রবৎ পরিত্যাগ করিয়া শক্তি পূজকের সমুচিত ক্ষাত্র সংস্কার লাভ করিয়া সভ্য-সমাজে তোমার মহিমা বিঘোষিত করেন। আবার তোমার কৃপায় তাহাদের হৃদয়ে কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত হউক,—হিন্দুসমাজে কায়স্থ আবার যেন তাঁহার সমুচিত, কুলোচিত এবং গুণোচিত স্থান লাভ করিয়া আপনারা ধন্য, কুল পবিত্র সমাজকে ধন্য করেন। তুমি একবার শ্রীমুখে বল—"তথাস্তু।"

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

বঙ্গের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ।

একদা এই বঙ্গদেশ পতিতদেশ মধ্যে গণিত ছিল। তীর্থযাত্রা ব্যতীত কখনও আর্য্যগণ এখানে পদার্পণ করিতেন না। অতীতের ইতিহাসের তমসাচ্ছন্ন কুটীরের দ্বারোদ্ঘাটন করিলে স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হইবে যে, তখন বঙ্গভূমি অনার্য্য অধ্যুষিত ছিল—অনার্য্যোচিত আচার ব্যবহারে বঙ্গীয় সমাজ পরিপূর্ণ থাকিয়া আর্য্যজাতির সন্নিকটে অবজ্ঞা লাভ করিত। ক্রমে আর্য্যজাতীয় কোন কোন রাজা কর্ত্তৃক বঙ্গবিজিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য সভ্যতা জ্ঞান বিজ্ঞান শৌর্য্য বীর্য্য ঐশ্বর্য্যে বঙ্গভূমি বিমণ্ডিত হইতে আরম্ভ করিল। আদিশূরের পূর্ব্বে এখানে স্থানে স্থানে আর্য্যজাতীয় মনুষ্যের উপনিবেশ স্থাপিত হইয়া থাকিলেও সংসর্গ ফলে তাহারা অচিরেই আর্য্যোচিত পবিত্রতা উচ্চতা বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে না পারিয়া বিলিন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রায় অনার্য্যজাতির সম পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সম্ভবতঃ তজ্জন্যই রাজা আদিশূর পবিত্র দেশ কান্যকুব্জ হইতে পবিত্রচেতা জ্ঞান-কর্ম্ম-বীরত্ব-ধীরত্বের আদর্শ পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থকে আনয়ন করত বঙ্গে উপনিবিষ্ট করিয়াছিলেন; শুভ মুহূর্ত্তে নগণ্য বঙ্গের ভাবী গৌরবের ও সমুন্নতির বীজ অতি যত্নে রোপণ করিয়াছিলেন। কে জানিত আদিশূর স্থাপিত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সন্তানগণের প্রতিভায় আজ বঙ্গভূমি এতটা মহিমময় হইবে—ভারত মাতার শিরোভূষণরূপে পরিগণিত হইবে। বর্ত্তমান সময় বঙ্গদেশ যে, ভারতের সকল প্রদেশ অপেক্ষা শিক্ষায় প্রতিষ্ঠায় জ্ঞান বিজ্ঞানে উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ও উচ্চাদর্শে উচ্চস্থানের দাবী করিতে পারে, ইহা অবিসংবাদিত সত্য। বঙ্গের এ শ্রেষ্ঠতা বিশিষ্টতা গৌরব ও সৌরভ, স্বভাব ও প্রভাব কাহার অর্জ্জিত? কোন্ জাতির মস্তিষ্ক ও কর্ম্মশক্তি বাঙ্গালাকে এত উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়াছে? নিরপেক্ষভাবে উত্তর করিলে প্রত্যেকেই বলিতে হইবে—ইহা কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তির ফল। এক সঙ্গে এক উদ্দেশ্যে পিতৃভূমি পরিহার করিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাঙ্গালায় উপনিবিষ্ট হইয়া উভয়ে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া জ্ঞান ও কর্ম্মবলে ঘৃণ্য অপবিত্র অজ্ঞাত দেশকে শ্রদ্ধেয় পবিত্র ও সুপরিজ্ঞাত করিয়া তুলিয়াছে। উভয় জাতির সমবেত চেষ্টা ভিন্ন বঙ্গের কোনরূপ উন্নতি সংসাধিত হয় নাই। হইবার কোন কালে সম্ভা নাই নাই।

ব্রাহ্মণ কায়স্থের সম্বন্ধ অগ্রজ অনুজের ন্যায় এত ঘনিষ্ঠ যে, একে অন্যকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না—সংস্রব ত্যাগ করিয়া শান্তি বোধ করেন না—সাময়িক বিবাদ

বিসম্বাদ হইলেও মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়। ইহা অস্বাভাবিক নহে। পুরুষানুক্রমিক প্রীতির সম্বন্ধ প্রতিপালক প্রতিপাল্যের সম্বন্ধ গুরু শিষ্য পুরোহিত যজমানের বন্ধু, সুহৃদ ও সহায়ের সম্বন্ধ সাময়িক বাত্যায় চঞ্চল হইলেও বিছিন্ন করিতে সমর্থ হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-সমাজের কিয়দংশের বিরোধ ঘটিলে (সমগ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-সমাজে কখনও বিরোধ ঘটে নাই, ঘটিতে পারিবেও না) সমাজে যে অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠে তাহাতে দেশ মাতৃকার হৃদয় যে উদ্বেলিত প্রবাহিত হয়, তাহা চক্ষুষ্মাণের অদৃশ্য নহে। ব্রাহ্মণ কায়স্থের বিরোধ দেশের ক্ষতি, দশের ক্ষতি। ব্রাহ্মণ কায়স্থের প্রীতি ও একতায় দেশের ও দশের পরম কল্যাণ উহা ভবিষ্যৎ সমুন্নতির আশার নিদান। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কোন জাতিরই ইহা বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। যিনি বিস্মৃত হইয়া উভয় জাতির সম্বন্ধের বিপরীত আচরণ করিবেন; তিনি সমাজ শত্রু—আত্মদ্রোহী। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থ তোমরা একবার চিন্তা করিয়া বল দেখি, বঙ্গের নানাবিধ উন্নতির কোন্ বিভাগে একে অন্যকে পরিহার করিয়া অগ্রসর হইতে পারিয়াছ? একে একে দেখিলে দেখিতে পাইবে, উভয় জাতির কৃতীত্ব সকল বিভাগকেই উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। একাকী কোন বিভাগই কাহারও আয়ত্ত হয় নাই। শূর-পাল-সেনরাজগণের সময় হইতে মুসলমান রাজত্বের অবসান পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ কায়স্থজাতির কৃতীত্বের পরিচয় যেমন আমরা পাইয়া থাকি, বর্ত্তমান ইংরাজ রাজত্বেও তদ্রূপ কৃতীত্বের অসাধারণ বিকাশ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অতীতের কথা ইতিহাস পাঠকের অজ্ঞাত নহে। বর্ত্তমান লইয়াই আমরা কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আমরা দেখাইব ব্রাহ্মণ কায়স্থ এক হইতে আসিয়া এক সঙ্গেই হাত ধরাধরি করিয়া উন্নতির পথে অগ্রগামী হইতেছেন।

সর্ব্বপ্রথমেই আমরা দেখিতে প্রয়াস পাইব, যে মাতৃভাষা-বঙ্গভাষার সমুন্নতির জন্য বঙ্গের কোন্ কোন্ জাতি মস্তিষ্কের কতটা পরিমিত শক্তি ব্যয় করিয়া ধন্য হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাদ দিয়া সাহিত্যবিজ্ঞানাদির উন্নতিকল্পে অন্যান্য জাতীয় কয়জন আত্মনিয়োগ করিয়াছেন; তাঁহাদের সংখ্যা এত অল্প যে এক নিশ্বাসে গণিয়া লওয়া যায়! সুতরাং ব্রাহ্মণ কায়স্থের কথা বলিতে বসিয়া তাঁহাদের বিষয় আমরা নীরব থাকিব বলিয়া আমাদের ত্রুটী যেন মার্জ্জনীয় হয়। আরো এককথা, অন্য কোন জাতীয় কেহ যে প্রতিভাবলে ব্রাহ্মণ কায়স্থকে পরাভূত করিয়া আজ পর্য্যন্ত শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহাও আমরা জানি না। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনায় যেমন উপলব্ধি হয়, মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বঙ্গভাষা নানা সম্পদসম্পন্না—মার্জ্জিতা নানারূপ ভাব প্রকাশ যোগ্যা ছিলেন

না। উভয়ের প্রাণপাত সাধনার ফলে মাতৃভাষা নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, উভয়ে বঙ্গভাষার জনকরূপে কীর্ত্তিত হইতেছেন। তৎপরে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির অধ্যবসায় গুণে ভাষা নানা ভাব-ভূষায় ভূষিত হইয়াছেন।

ব্রাহ্মণ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কার্য্যকারিতা শক্তি, প্রতিভা বঙ্গভাষাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী করিয়া তুলিয়াছে। কায়স্থ রমেশচন্দ্র দত্ত, কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ লেখকগণ এতদর্থে সাধ্যানুসারে সহায়তা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। উপন্যাস ক্ষেত্রে চরিত্র সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণী শক্তির পরিচয় দিয়া থাকিলেও রমেশচন্দ্রের তুলিকায় চরিত্র চিত্রগুলি বিকাশ লাভ করিতে অক্ষমতা প্রদর্শন করে নাই। ব্রাহ্মণ কায়স্থ জাতীয় বহু উপন্যাসিকের নাম করা যাইতে পারে—যাঁহারা বঙ্গবাসীর হৃদয়ের উপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। কিন্তু স্থানাভাব সময়াভাব হেতু তাহাতে আমরা অক্ষম। যে সকল কবি, কাব্য ও কবিতায় বাঙ্গালার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন, তাঁহাদের কয়েকটী ব্যতীত সকলেই ব্রাহ্মণ কায়স্থ জাতীয়। বঙ্গের সর্ব্ব প্রধান কবি, মাইকেল মধুসূদন দত্ত—কায়স্থ। দ্বিতীয় কবি ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ব্রাহ্মণ। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণ, গোবিন্দ দাস কায়স্থ। যেমন উপন্যাসেও কাব্যে তেমনি নাট্য সাহিত্যেও ব্রাহ্মণ কায়স্থের একাধিপত্য। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকবি গিরিশচন্দ্রের সমকক্ষ কেহ না থাকিলেও ব্রাহ্মণ কায়স্থ মধ্যে তাঁহার নিম্নস্থানীয় কতিপয় প্রতিভাবান ব্যক্তির স্ব স্ব কৃতীত্বে যে নাট্য সাহিত্য সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছে; তাহাতে সন্দেহ নাই। সুরসিক ৺দীনবন্ধু মিত্র, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, ৺অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৺ডি-এল্ রায়, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতির নাম বাঙ্গালীমাত্রেরই সুপরিচিত। রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদিগের মধ্যেও উভয় জাতির সংখ্যাধিক্য। বঙ্গভাষায় ইতিহাস লিখিয়া যাহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভিন্ন অন্য জাতির অস্তিত্বাভাব বলিলেও হয়। একদিকে যেমন শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি,অন্যদিকে তেমনই শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত রমা প্রসাদ চন্দ প্রভৃতি। বঙ্গভাষায় জাতিতত্ত্ব সঙ্কলক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের প্রতিযোগী কেহ না থাকিলেও বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থের সহায়তা লাভে যে তিনি কৃতকার্য্য, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মহাভারতের বঙ্গানুবাদক কীর্ত্তিমান ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ কায়স্থ হইলেও বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আনুকূল্য বঞ্চিত হইলে সাফল্যলাভ করা তাঁহার পক্ষে বুঝিবা সম্ভব হইত না।

বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র ও মাসিক পত্রের পরিচালক, সম্পাদক ও লেখকগণের প্রায় গৌণেযোল আনাই উভয় জাতির অন্তর্ভুক্ত। বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে উভয় জাতিই তুল্যরূপে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন—সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতেছেন। বঙ্গভাষার আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া আমরা এখন ইংরাজী ভাষার কৃতিত্ব সম্বন্ধে দুএক কথা বলিব। বাঙ্গালী কায়স্থ-ব্রাহ্মণ ইংরাজী সাহিত্যে, বিজ্ঞানে রসায়নেও বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইংরাজী সাহিত্যে কায়স্থ লেখকদের মধ্যে এন্ এন্ ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতির সমকক্ষ লেখক দুর্লভ হইলেও ব্রাহ্মণকায়স্থের মধ্যে অসংখ্য সুলেখকের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে। বিজ্ঞানে, রসায়নে জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিযোগী কেহ নাই; ইহা সত্য হইলেও তাঁহাদের অভাবে বঙ্গের বিজ্ঞান ও রসায়নের গৌরব রক্ষা রাখিবার জন্য ব্রাহ্মণকায়স্থ জাতীয় মধ্যে লোকাভাব হইবে না, আমরা তাহার সন্ধান পাইয়াছি। ইংরাজী সংবাদ-পত্র সম্পাদকগণের নাম উল্লেখ করিলে দেখা যায় ব্রাহ্মণ তেমন কায়স্থের নাম উল্লেখ না করিয়া উপায় নাই। ব্রাহ্মণ সম্পাদক ৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ইংরাজী সংবাদ-পত্র পরিচালনেও সম্পাদনে যদ্রূপ তেজস্বিতা মনস্বিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, কায়স্থ—৺শিশিরকুমার ঘোষ, এন্ এন্ ঘোষ প্রভৃতিও তদ্রূপ মানসিক বল ও তেজের সহিত সংবাদ-পত্র সম্পাদনে কুণ্ঠিত হন নাই। বৃদ্ধ মতিলাল ঘোষও মানসিকবলে বলীয়ান থাকিয়া সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য নিষ্পন্ন করিতেছেন। ভাষাবিদ্‌দিগের মধ্যে কায়স্থ হরিনাথ দের নাম শীর্ষস্থানে উল্লেখযোগ্য বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণজাতীয় রাজা রামমোহন রায় বহুভাষাবিদ্ ছিলেন—সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও কতিপয় ভাষায় সুপণ্ডিত।

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, এমন বিভাগ নাই যাহাতে ব্রাহ্মণকায়স্থ লব্ধপ্রবেশ করেন। বাঙ্গালার গৌরব ব্রাহ্মণকায়স্থ; গৌরবের সর্ব্বত্র তাহাদের একাধিপত্য। নারীর শিক্ষায় ব্রাহ্মণকায়স্থের যে প্রকার প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য দৃষ্ট হয়,নারীর শিক্ষায় ও প্রতিভার বিকাশ সামান্য নহে। কায়স্থজাতীয় চন্দ্রমুখী বসু, কবি মানকুমারী, তরুবালা ও গিরীন্দ্রমোহিনী, কুমুদিনী মিত্র, রেজিনা গুহ প্রমুখ বিদুষীরা কায়স্থ-জাতির যেরূপ প্রদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন, ব্রাহ্মণজাতীয় স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, হেমাঙ্গিনী দেবী, প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, ইন্দিরা দেবী প্রভৃতি বিদুষীরাও তেমনই ব্রাহ্মণজাতির নারী প্রতিভাকে ম্লান হইতে দেন নাই। শিক্ষায় ব্রাহ্মণকায়স্থ যে কাহাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই, ইহা অবিসম্বাদিত সত্য। শুধু শিক্ষায়

নহে, কোন কিছুতেই ব্রাহ্মণ কায়স্থ একে অন্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

রাজনীতি চর্চ্চার বিষয় আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, যেমন ব্রাহ্মণ তেমন কায়স্থ। সুরেন্দ্রনাথ, হরিশ্চন্দ্রের ন্যায়, লালমোহন, শিশিরকুমার, রমেশচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতিও রাজনীতি চর্চ্চায় সামান্য অভিজ্ঞতার পরিচয় দেন নাই। বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী লালমোহন কায়স্থজাতীয়—ব্রাহ্মণজাতীয় সুরেন্দ্রনাথ। কে বড় কে ছোট নির্ণয় করা কঠিন। তৎপরেই বিপিনচন্দ্রের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে—তিনি কায়স্থজাতিতে উদ্ভূত। রাজকর্ম্মে দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া যাঁহারা বাঙ্গালীর মুখরক্ষা করিয়াছেন, নামোল্লেখ করিলেই প্রতীতি হইবে তাঁহারা সকলেই উভয় জাতির অন্তর্গত। বিচার ও শাসনের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই—দ্বারকানাথ মিত্র, স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, সারদাচরণ মিত্র, হাইকোর্টের জজগণ, রমেশচন্দ্র দত্ত, কিরণচন্দ্র দে, বিভাগীয় কমিশনর; এস্ পি সিংহ এড্‌ভোকেট্ জেনারেল; বি সি মিত্র, ষ্টাণ্ডিং কাউন্সেল, কৃষ্ণলাল দত্ত, একাউণ্টাণ্ট জেনারেল, ইঁহারা কায়স্থজাতীয়। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুকূল মুখোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়, নলিনীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় হাইকোর্টের জজগণ ব্রাহ্মণজাতীয়। উল্লিখিত নাম দৃষ্টে যদিও প্রতীতি হয়, কায়স্থগণ কোন কোন কার্য্যে ব্রাহ্মণকে পশ্চাতে ফেলিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহা নহে। হরেদরে হাটু পাণি'ই আছে। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ হাইকোর্ট জুড়িয়া বসিয়া আছেন; কায়স্থ অন্যদিকে স্থান করিয়া লইয়াছেন। উভয় জাতিতেই এখনও প্রচুর যোগ্যব্যক্তি বিদ্যমান আছেন।

ব্যবহারাজীবীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ সমভাবে তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রমাণ দিতেছেন। বর্ত্তমানে ডাক্তার ঘোষ যদিও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবী, তাঁহাকে বাদ দিলে ব্রাহ্মণদের মধ্যেও কায়স্থদের মতন বহু প্রতিভাসম্পন্ন ব্যবহারাজীবীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বারিষ্টারদিগের মধ্যে ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি চক্রবর্ত্তীর সহিত ৺মনোমোহন ঘোষ, টি পালিত, আনন্দমোহন বসুর নাম তুল্যরূপে উল্লেখযোগ্য।

বলিব কি "যে দিকে ফিরাই আঁখি, যুগ্মরূপ স্পষ্ট দেখি" কায়স্থ ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি সকল বিভাগেই সুস্পষ্ট নয়নগোচর হয়। বঙ্গদেশে জনহিতব্রতে ব্রতী দেশনায়কগণের নাম করিতে হইলে ব্রাহ্মণ কায়স্থের নামই করিতে হইবে। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর, দেশবিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ ব্রাহ্মণেরা যেমন স্বদেশবাসীর শিক্ষার জন্য, চরিত্রগঠনের জন্য, অবিচার অত্যাচার ও দুর্নীতি

দূরিত করার জন্য, দারিদ্র্য বিনাশের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম, অসাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন—৺রামগোপাল ঘোষ, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আনন্দমোহন বসু, ৺শিশিরকুমার ঘোষ, ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ, ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি কায়স্থবৃন্দও তেমনই অকপটচিত্তে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই। স্কুল স্থাপনে, কলেজ প্রতিষ্ঠায় উভয় জাতি সমভাবে অগ্রণী। মেট্রপলিটন, রিপণ কলেজ ব্রাহ্মণের কীর্ত্তি—সিটি, বঙ্গবাসী, বরিশালের 'বি এম্' কলেজ, সেণ্ট্রাল কলেজ কায়স্থের শিক্ষানুরাগের বিশদ প্রমাণ। বঙ্গের স্কুলসমূহের প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ব্যতীত অন্য জাতির নাম আজিও সংখ্যায় পরিপুষ্টিলাভ করিতে পারে নাই। প্রেসিডেন্সি কলেজে ব্রাহ্মণের একাধিকার হইলেও কায়স্থ ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী অধ্যক্ষের পদলাভ করিয়া কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার পদ স্যার গুরুদাস, স্যার আশুতোষের ন্যায় কায়স্থ সর্ব্বাধিকারীও লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কোন নূতন স্রোত বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইলে কায়স্থ ব্রাহ্মণই দলে দলে তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। এই দৃষ্টান্তের অভাব কোথায়। রাজা রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজের পুষ্টি ব্রাহ্মণ কায়স্থের দ্বারাই হইয়াছিল। অধুনা রামকৃষ্ণদেবের মত কায়স্থ স্বামী বিবেকানন্দের শক্তিতেই দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—রামকৃষ্ণ-মিশন ব্রাহ্মণ কায়স্থের সমবায়ে গঠিত। ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতি কায়স্থ ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান মিশনের কর্ত্তারূপে বিরাজমান।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কায়স্থ ব্রাহ্মণ সমভাবে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দান করিয়া পাশ্চাত্য জাতিদিগকেও মুগ্ধ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এলোপ্যাথ—৺জগদ্বন্ধু বসু, নীলরতন সরকার, এস্ পি সর্ব্বাধিকারী, ৺গণেন্দ্রনাথ মিত্র, সুরেন্দ্র মিত্র, কার্ত্তিকচন্দ্র বসু, কেদারনাথ দাস, চুনীলাল বসু; হোমিওপ্যাথ,—মহেন্দ্র দত্ত, ডি এন্ রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি যেরূপ চিকিৎসা জগতে সুনাম যশ অর্জ্জন করিয়াছেন; তদ্রূপ এলোপ্যাথ সুরেশ ভট্টাচার্য্য, ইউ এন্ অধিকারী, এম্ এন্ বানার্জ্জি, কালীকৃষ্ণ বাগচী; হোমিওপ্যাথ—প্রতাপ মজুমদার, চন্দ্রশেখর কালী প্রভৃতিও চিকিৎসা-নৈপুণ্যে বাঙ্গালীর নাম দেশ-বিদেশে গৌরবময় করিয়া তুলিয়াছেন। বদান্যতায় যাঁহারা বাঙ্গালায় সুবিখ্যাত, তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-কায়স্থই অধিক যদিও ৺তারকনাথ পালিত ও ডাক্তার সরকার ন্যায় বদান্য ব্যক্তি বঙ্গে দুর্ল্লভ—নাই বলিলেই হয়, তাহা হইলেও ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মধ্যে দানশক্তির অস্তিত্বাভাব ঘটে নাই। মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহোদয়কে

সকলেই জানেন, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গৌরীপুরের জমিদার প্রভৃতির নাম অনুল্লেখ-যোগ্য নহে। আর এককথা বি চক্রবর্ত্তীর ন্যায় অর্থশালী ব্যক্তি যে পালিত-ঘোষকে দানশীলতায় অতিক্রম করিবেন না, তাহা কে বলিতে পারে?

সমাজ-সেবায় সমাজ-সংস্কারেও কায়স্থ ব্রাহ্মণ সর্ব্বজাতির অগ্রবর্ত্তী। বিধবা বিবাহ প্রচলন, বিলাত গমন, বিলাত প্রত্যাগতকে সমাজে গ্রহণ, যাহাই না কেন বল—প্রশংসা কর বা নিন্দাই কর—ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভিন্ন কে উহাতে বিজড়িত হইতে সর্ব্বাগ্রে নির্ভীকতা দেখাইয়াছে? বীরত্ব গরিমায়ও উভয়জাতি পাশাপাশি দণ্ডায়মান; কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস; জাদরাল (জেনারেল কালীচরণ ঘোষ সর্ব্বজনবিদিত কায়স্থ হইলেও ব্রাহ্মণ বীর দুর্গাদাসের সিপাহী বিদ্রোহের সময়কার বীরত্ব গৌরবের কথা আমরা ভুলিয়া যাই নাই। সম্প্রতিও দেখিতে পাইতেছি—সর্ব্বাধিকারীর এম্বুলান্স্ কোরে যাঁহারা প্রবিষ্ট হইয়া কর্ত্তব্য পালনে স্বজাতির মুখ গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় অধিক সংখ্যকই ব্রাহ্মণ কায়স্থ। কায়স্থ এস্-কে মল্লিক মহোদয় যে বাঙ্গালী পল্টন গঠনের চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতেও দলে দলে উভয় জাতীয় লোকই যোগদান করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন; বাঙ্গালীর ললাট হইতে ভীরুতার অপবাদ মুছিয়া ফেলিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আরো অনেক বিষয় দেখাইতে পারি, কিন্তু পুঁথি বাড়িয়া যাইবে। কানু ছাড়া যেমন গীত নাই, তেমনই ব্রাহ্মণ কায়স্থ ছাড়া কোন ভালমন্দ কার্য্য নাই। ভালর দিক দিয়া যেরূপ কায়স্থ ব্রাহ্মণের শক্তি-সামর্থ্যের গীত গাহিলাম, সেইরূপ মন্দ দিক্ দেখিতে গেলেও ব্রাহ্মণ কায়স্থ সমভাবে সংলিপ্ত দৃষ্ট হইবে। অকাজ কুকাজ করণ, অখাদ্য কুখাদ্য ভোজন, চরিত্রের স্খলন সম্বন্ধেও ব্রাহ্মণ কায়স্থ জাতির ন্যায় অপর জাতি তত কলঙ্কিত নহে।

ব্রাহ্মণ কায়স্থই বাঙ্গালার গৌরব; উভয়ে বাঙ্গালার শক্তি ও নায়ক। উভয়ের সম্মিলিত কর্ম্মে বঙ্গগৌরব মুকুট শিরে ধারণ করিয়াছিল—উভয়ের শৈথিল্যে বঙ্গ নিদ্রা মগ্ন হইয়াছে। আবার উভয় জাতির প্রেম প্রীতির প্রবাহে যদি বাঙ্গালার সঞ্চিত পাপ জ্বলিত হয়, তবে বাঙ্গালী যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে। বাঙ্গালার উচ্ছৃঙ্খলতা বিদূরীত হইয়া যাইবে। ব্রাহ্মণ কায়স্থের অপ্রীতির ফলে বঙ্গে যে সামাজিক শান্তি ব্যাহত হইয়াছে; তাহা ফিরিয়া পাইবার জন্য উভয় জাতিরই প্রাণ-পণ চেষ্টা করা সমীচীন। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি; এখনও বলি, ব্রাহ্মণ কায়স্থের বিরোধ বঙ্গের ও বাঙ্গালীজাতির কখনও শুভকর নহে—অধঃপাতের নিদান। ব্রাহ্মণ কায়স্থ এখনও সতর্ক হও—এখনও একে অন্যকে প্রীতির চক্ষে দেখিবার চেষ্টা কর। একে অন্যের কার্য্যকে সমর্থন কর, যোগদানে শক্তি সম্পন্ন

সফলতার পথে লইয়া যাও—প্রতিকূলতা করিয়া বৈরতা বর্দ্ধনে কোন ফল নাই; বরং দেশের-সমাজের স্তরে স্তরে বিষবৃক্ষ রোপিত হইয়া তোমাদিগকেই ভোগী করিবে। ব্রাহ্মণ তুমি ভুলিও না—কায়স্থ তোমার আশ্রয় ও সহায় কায়স্থ তোমার শিষ্য যজমান কায়স্থ তোমার প্রীতিপাত্র ও সুহৃৎ। কায়স্থ ভুলিও না ব্রাহ্মণ তোমার গুরু ও পুরোহিত, ব্রাহ্মণ তোমার হিতৈষী মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ তোমার আশ্রিত ও প্রতিপাল্য, ব্রাহ্মণ তোমার পূজনীয় বন্ধু। ব্রাহ্মণ তোমার চির শুভানু-ধ্যায়ী। পরস্পর সম্পর্ক বিস্মৃত হইয়া যে অপ্রীতির ভাব সৃষ্টি করিয়াছ; তাহা যত্নে জাগরূক রাখিয়া উভয়ে চেষ্টা কর, যাহাতে পূর্ব্বভাব আবার ফিরাইয়া আনিতে পার। বোধ হয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকিবে, কেহ কাহাকে পরিহার করিতে পার না—পরিত্যাগ করিলে বাঞ্ছিত ফল লাভে কৃতকার্য্য হও না—কোন কালে হইবে না। সংবাদ-পত্র পৃষ্ঠ অতঃপর কোন ব্রাহ্মণ কায়স্থ যেন একে অন্যের কুৎসা রটনা করিয়া বা তিরস্কার করিয়া কলঙ্কিত না করেন। কায়স্থ ব্রাহ্মণের মধ্যে যেরূপ প্রবন্ধ লিখন পূর্ব্ব সৌহৃদ্য জাগিয়া উঠে। তদ্রূপ প্রবন্ধে নিবন্ধেই যেন সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠ পূর্ণ করা হয়। ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণের আবশ্যক হইলে জাতির তাহাতে সম্মতি হইতে পারে না। পরন্তু জাতিগত আক্রমণ যেন স্থগিত করা হয়। আমরা ত' দেখিতে পাইতেছি ব্রাহ্মণ কায়স্থ কেহ কাহার হইতে শক্তিহীন প্রতিভা হীন নহে। একে অন্যকে প্রেমবন্ধন ব্যতীত অনুগত করিতে পারেন না। ব্যবহারে কেহ কাহারও বশীভূত হইবে না। আবার উভয়ের মিলন ভিন্ন বঙ্গের ভরসা সবই আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক। যদি দেশের সমাজের হিত কামনা মনে থাকে যদি মনুষ্যত্বের অঙ্কুর হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়া থাকে—যদি কায়স্থ ব্রাহ্মণ স্বীয় স্বীয় দায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন, তবে আমাদের অনুরোধ ব্রাহ্মণ কায়স্থজাতি নিশ্চয়ই শ্রবণ করিবেন। বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর দুঃখ যদি বাঙ্গালার উভয় স্থানীয় জাতিদ্বয় অনুভব না করেন, তবে আমরা বুঝিব, আমাদের অভ্যুদয়ের আর কোন সম্ভাবনা নাই—রসাতলে আশ্রয়ই আমাদের অবশ্যম্ভাবী নিয়তি।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

হাইকোর্টে কায়স্থ-জাতিনির্ণয়।

বাগদী, হাড়ী, মুচি, নমঃশূদ্র প্রভৃতি বঙ্গদেশীয় নিকৃষ্ট জাতিগণ শূদ্র; সদ্‌গোপ, নাপিত, কামার, কুমার প্রভৃতি নবসায়ক সৎশূদ্র ও জলাচরণীয়। সুবিজ্ঞ, বিচক্ষণ বিচারপতি চৌধুরী সাহেব বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণকে শূদ্র বলিয়াছেন। আমরা সৎ-শূদ্র, না নিকৃষ্ট শূদ্র? আমরা যে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা অস্বীকার করা যায় না; বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজে আমরা যে শূদ্র বলিয়া পরিগণিত সে আমাদেরই দোষ! কিন্তু আমরা সহজেই বৃষলত্ব হইতে মুক্ত হইয়া পুনর্দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইতে পারি। আমরা জলাচরণীয় সৎ-শূদ্র নহি, সুতরাং জাতি গণনায় আমরা নিকৃষ্ট শূদ্র; কিন্তু আমাদের আচার ব্যবহার, শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থা নিকৃষ্ট শূদ্রগণের মত নহে; এক উপনয়ন সংস্কার ভিন্ন আমরা কোন বিষয়েই দ্বিজাতিগণ অপেক্ষা হীন নহি। ব্রাহ্মণেরাই আমাদিগকে অন্য কোন বিষয়ে হীন মনে করেন না। তাঁহারা আমাদের যাজ্য ক্রিয়া করেন, তাঁহারা আমাদিগকে তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত করেন; তাঁহারা অনেকেই আমাদিগের দান গ্রহণ করেন; এমন কি বৈবাহিক সম্বন্ধ ও একত্রে সামাজিক ভোজন ভিন্ন কোন বিষয়েই তাঁহারা আমাদিগকে ভিন্ন করেন না। অনেক কায়স্থ-সন্তান তাঁহাদিগের নিকট বেদ ও উপনিষৎ প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেছেন। অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, বিবাহ, দত্তকগ্রহণ প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শাস্ত্রাদিষ্ট কার্য্য তাঁহারাই আমাদের জন্য অনুষ্ঠান করেন। এখন ব্রাহ্মণেরা কি আমাদিগকে শূদ্র বলিতে পারেন? তাঁহারা বলিতেছেন, বিজ্ঞতম বিচারপতি চৌধুরী মহাশয়ও তাহাই বলিয়াছেন।

দ্বিজাতিবাচ্য হইতে আমাদের আর কিছুই করিতে হইবে না; আচার, ব্যবহার, দেবতাগণের প্রতি ভক্তি, ক্রিয়া কলাপে আমরা দ্বিজাতি স্বরূপ—অভিন্ন। একটীর অভাব; সেই অভাব পূরণ করা কি প্রয়োজনীয় নয়? জাতিভেদ, বর্ণভেদ, আমাদের দেশের মজ্জাগত। ইউরোপীয় সভ্যতার অনুকরণশীল যুবকগণ যাহাই বলুন না কেন, জাতিভেদ-জ্ঞান ও জাতিভেদজনিত ব্যবহার দূরীকরণার্থ যতই বক্তৃতা ও লেখালেখি হউক না কেন; কবিবর রবীন্দ্রনাথ যতই বিদ্রূপ করুন না কেন; জাতিভেদের লোপ হওয়া অসম্ভব। বৌদ্ধযুগ গিয়াছে, মুসলমান যুগ গিয়াছে, খৃষ্টান যুগ চলিতেছে; বর্ণভেদ এখনও অক্ষুণ্ণ। সেই সনাতনধর্ম্ম বর্ণভেদ সহ ভারতবর্ষে অন্ততঃ দশ আনা লোককে শাসন করিতেছে। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে প্রায় শতবর্ষ অতীত হইল, (৮৩ বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে), ব্রাহ্ম-মন্দির, ব্রাহ্ম সমাজের অভাব নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, গত লোক সংখ্যা নির্ণয়ে কেবল ৫০০৪

টি ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম থাকা প্রকাশ পাইয়াছে। ফল কথা জাতিভেদ চলিবে; সুতরাং তাহা উঠাইয়া দিবার সময় হয় নাই, হইবে না। উঠাইয়া দিলেই যে ভাল হয় তাহাও নহে। স্বার্থ ও রজতমুদ্রার অধিকার নিবন্ধন জাতিভেদ অপেক্ষা আমাদের জাতিগত সাধারণ তন্ত্রের জ্ঞান (democratic idea) ভাল কি মন্দ তাহাও বিবেচ্য।

এখন জাতিভেদের উপকারিতা বা অনুপকারিতার কথা দূরে থাকুক; এ সব বড় কথা। জাতিভেদ থাকিতে আমাদের দ্বিজাতি শ্রেণীভুক্ত হওয়ার চেষ্টা আবশ্যক কি না? আমাদের মূল পুরুষেরা দ্বিজাতি ছিলেন; আমরা দ্বিজাতি-ব্যবহার হইতে বিভ্রষ্ট হই নাই; আমরা উপনয়ন ব্যতীত অন্যান্য সংস্কারভ্রষ্ট হই নাই। আমাদের সামাজিক অবস্থা ও রাজদ্বারে সম্মানে আমরা নিকৃষ্ট নহি। আমাদের ভাষা—আর্য্য ভাষা, আমাদের আকৃতি, অস্থির গঠন, দ্বিজাতি সদৃশ। স্যার হার্‌বার্ট্ রিসলীও (Sir Herbert Risley) তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তবে আমরা শূদ্র কিসে? একটী সংস্কারের অভাবে।

শূদ্রদিগের দত্তকগ্রহণে দত্তকপুত্রের দান গ্রহণই যথেষ্ট, পুত্রেষ্টি হোমের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু যদি আমরা চিরন্তন অশূদ্রাচারী, যদি চিরন্তন কায়স্থগণের দত্তকগ্রহণে পুত্রেষ্টি হোম হইয়া থাকে, যদি তাহা স্থায়ী আচারগত (customary law), সদ্য নিকৃষ্ট শূদ্রগণের সহিত তুলনা করিয়া বিজ্ঞ জজ সাহেব ঠিক করিয়াছেন কিনা তাহা বিবেচনার বিষয়। অনেকেই বলেন হিন্দুশাস্ত্র আচারজনিত (customary); তাহার পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, লুপ্ত হইতে পারে। যদি কোন সৎ-শূদ্রজাতি বর্ত্তমানকাল সদ্‌ব্রাহ্মণ যাজিত হইয়া, আবহমান কাল দত্তকগ্রহণে দ্বিজাতি প্রযোজ্য শাস্ত্র অনুসারে পুত্রেষ্টি হোমাদি করিয়া থাকে, তাহা হইলে স্মরণাতীতকালের ব্যবহার এই আচার অপরিহার্য্য হয় কিনা ইহা বিবেচ্য। এই আচার customary অথবা custom বলিয়া গৃহীত হইবে কি না? মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উসনা, অঙ্গিরস, যম, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবর্ত্তকগণের বাক্য যদি কেবল বহুকাল প্রচলিত ব্যবহারের উল্লেখ (customary law), তাহা হইলে সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত শূদ্রদিগের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির সহিত, নূতন আচার প্রবর্ত্তনের ও তাহা আইন আদালতে বিধিবদ্ধ স্বরূপ গৃহীত হওয়ার আপত্তি কি? ব্রিটিশ শাসনকালে যে সকল আইন ব্যবস্থাপকসভাসমূহ হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই রাজার আদেশ, তাহাই প্রকৃত আইন; অপর সমস্ত বিধিই আচার-ব্যবহার-জনিত custom, or

customary law. ইহা যদি সত্য হয়, আমাদের জজেরা বিচারকালে কেবল স্মৃতির দোহাই দিবেন কেন? কায়স্থগণ শূদ্র হইলেও তাহারা স্মৃত্যুক্ত দত্তকগ্রহণ বিধিতে শূদ্রবৎ ব্যবহার না করিয়া দ্বিজাতির আচার অবলম্বন করিয়াছেন। কোন একটী ক্ষেত্রে, স্মৃত্যতীতকালের ব্যবহৃত বিধি অনুসারে কার্য্য না হইয়া থাকিলে বিচারপতির কর্ত্তব্য কি? আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় মনে হয় যে, হয় দত্তকগ্রহণ হয় নাই, কেবল দান গ্রহণের প্রমাণ বিশ্বাস যোগ্য নহে; অথবা দানগহণ হইয়া থাকিলেও দত্তকগ্রহণ কার্য্য দ্বিজাতি গৃহীত দত্তকের ন্যায় ইহা পণ্ড হইয়াছে।

সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের প্রচলিত নিয়ম বর্ত্তমানকালে অক্ষুণ্ণভাবে প্রযোজ্য কিনা ইহা একটী গুরুতর সমস্যা; পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য হইলে অনেক নিয়মের, অনেক বিধির পরিবর্ত্তন আবশ্যক। অনেক মহাত্মা বলিয়াছেন, সময়ে সময়ে ব্যবস্থাপক সভার কর্ত্তব্য প্রকৃতিপুঞ্জের মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত আইন পরিবর্ত্তন করা। আমাদের ব্যবস্থাপক সভাসমূহ হিন্দু ও মুসলমান স্মার্ত্তগণের প্রদর্শিত নিয়মে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন না। ভালই, আমরাও তাহাদের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করি না। অনেক সময়েই তাঁহারা শিব গড়িতে বাঁদর গড়িয়া ফেলেন। বিচার পতিগণ দুইটী উপায়ে ব্যবস্থাপকের কার্য্য করিতে পারেন। প্রথমটী শাস্ত্রীয় বিধির ব্যাখ্যা ও সামঞ্জস্য করা ও দ্বিতীয়তঃ স্মরণাতীতকালে প্রচলিত আচার ব্যবহারের নিরাকরণ।

শ্রীমদ্বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরা ভারতবর্ষে বহুকাল প্রচলিত। এককালে বঙ্গদেশেও তাঁহারই মত প্রচলিত ছিল; কিন্তু বাঙ্গালীদের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত, বঙ্গদেশে মিতাক্ষরার কোন কোন নিয়ম কার্য্যতঃ প্রজাপুঞ্জের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে এবং জীমূতবাহন সেই পরিবর্ত্তন দায়ভাগে প্রদর্শন করিয়া থাকিবেন। জীমূতবাহন অন্যান্য শাস্ত্রকারের ন্যায় শাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। দেশকাল অনুসারে বোম্বাই প্রদেশে স্ত্রীজাতির অনুকূলে ব্যবহারময়ূখে, মিতাক্ষরার বিরোধী কয়েকটী বিধি প্রকটিত হইয়াছে।

এ কালে যদি সে রকম ব্যাখ্যা বা legal fiction তুরূহ হয়, আচার ব্যবহারের নিরাকরণ আবশ্যক; নতুবা ন্যায় বিচার হয় না। স্মৃত্যতীতকাল হইতে প্রচলিত, মানবের স্বাভাবিক স্নেহ, মতি গতির অনুকূল ও শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ ব্যবহারের নিরাকরণ না করিলে যথার্থ বিচার হয় না।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

গৌড়-কাহিনী।

দশম পরিচ্ছেদ।

বন্দী।

কত সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে—কালের কোন সুদূর অতীতযুগে—মানব মনে অপরাধের ভয় জাগিয়া উঠিয়া মানব-সমাজে—কারাগারের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বপ্রথম অনুভূত হইয়াছিল, তাহা কে নির্ণয় করিবে? অতীতের কোন দূরতম অন্ধতমসাচ্ছন্ন গর্ভে প্রথমকারী মানবকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া বন্দী করিবার কল্পনা মানব মনে প্রথম সমুদিত হইয়াছিল, তাহারই বা কে ইয়ত্তা করিবে? মানব সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতেই ভালবাসে—স্বাধীনতাবর্জ্জিত অবস্থা তাহার আকাঙ্ক্ষিত নহে। কেবল মানব বলিয়া নহে, সমগ্র জীবজগতের কেহই স্বাধীনতা বিহীন অবস্থা আকাঙ্ক্ষা করে না। বন্ধন আমাদিগের হেয়,—মুক্তিই উপাদেয়। তাই বন্ধনের নামে হৃদয় শিহরিয়া উঠে,—কারাগারের নামে মানব-হৃদয় আতঙ্কে অভিভূত হয়।

সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে বন্দী হইয়া ভীম হতবুদ্ধি ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া-ছিলেন। তিনি এইরূপ হতবুদ্ধি অবস্থায় কতক্ষণ ছিলেন, তাহা তাঁহার জ্ঞান ছিল না, তারপর যখন প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন প্রকৃত ঘটনা হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। মহারাজ মহীপালদেবের চরিত্র তাঁহার অবিদিত ছিল না। বন্দী হইয়া তিনি যে কিরূপ বিপদ্‌সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছেন, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিলেন। ভীষণ সমর সাগরেও যাঁহাকে কেহ কখনও ভীত হইতে দেখে নাই, তিনি অদ্য সত্য সত্যই নিজকে নিতান্ত অসহায় ও বিপন্ন জ্ঞান করিয়া আতঙ্কে স্তম্ভিত হইলেন। মুহূর্ত্তের জন্য অত্যন্ত বিমর্ষ ও চিন্তাক্লিষ্টভাবে একবার সেই ক্ষুদ্র কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন—দেখিলেন, বহু ঊর্দ্ধে দুইটি মাত্র ক্ষুদ্র রন্ধ্র পথে অল্প অল্প আলোক স্রোত গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে—সম্মুখের প্রবেশ দ্বার বহির হইতে অর্গলবদ্ধ। কি ভীষণ স্থান! দিবাভাগে মধ্যাহ্নের প্রখর কিরণের মধ্যেও তথায় ঈষৎ অন্ধকার বিরাজিত! বহির্গমনের উপায় নাই! চারিদিক কঠিন প্রস্তর প্রাচীরে আবদ্ধ—উপরে নীচে প্রস্তরের কঠিনতম আবরণ! মুহূর্ত্তে ভীমের অসম-সাহস-হৃদয়ও ক্ষণকালের নিমিত্ত দ্রুতস্পন্দিত হইতে লাগিল; ভাবী মহাবিপদের আশঙ্কায় তাঁহার মনোরাজ্যে এক অভাবনীয় দুর্ভাবনা উদিত হইল। কখনও কি এ বিপদ সমুদ্র হইতে তিনি উদ্ধার হইতে পারিবেন—

আর কি সুপরিচিত সুনীল উদার আকাশতলে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে সমর্থ হইবেন—আর কি উত্তাল তরঙ্গময়ী সদানীরার শস্যশালিনী শ্যামল তটদেশে উপবেশন করিয়া নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দর্শনের অপার অসীম আনন্দরাশি উপভোগ করিতে পারিবেন। এইরূপ শত শত, সহস্র সহস্র চিন্তাতরঙ্গ তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইতে লাগিল, আবার মুহূর্ত্ত মধ্যে মনোমধ্যেই বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার দেহ ভারাক্রান্ত —চিত্ত অবশ হইয়া আসিল। মস্তক ঘুরিতে লাগিল —এমন কি দণ্ডায়মান থাকাও তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া পড়িল। তখন ধীরে ধীরে মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধ-বীর্য্য ভুজঙ্গের ন্যায় নিস্তেজ হইয়া কারাগারের সেই কঠিন প্রস্তর তলে বসিয়া পড়িলেন; কিন্তু অধিকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিতে পারিলেন না। আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন; আবার বসিলেন—আবার উঠিয়া কারাগৃহের অভ্যন্তরে চতুর্দ্দিকে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় কিছুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিন্তার কুল কিনারা ছিল না—বুদ্ধির স্থিরতা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছিল। একবার ভাবিলেন, প্রতিহারী বেষ্টিত হইয়া যখন তিনি কারাগারে নীত হইতেছিলেন, সেই অবসরে কেন তিনি পলায়নের সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন! সেই সময় তিনি সহজেই দুই একজন রক্ষীকে আকস্মিক আক্রমণে ভূ-পাতিত করিয়া তাহাদের তরবারী লইয়া অনায়াসেই রক্ষিমণ্ডলী ভেদ করিতে পারিতেন এবং অবলীলাক্রমে প্রাসাদের বাহিরে আসিতে পারিতেন। খড়্গ পরিচালনে তাঁহার নিপুণতার খ্যাতি দেশ বিদেশে ব্যাপ্তি লাভ করিয়া ছিল। তাঁহার হস্তে তরবারি থাকিলে তাঁহাকে বাধা দিতে কেহই সাহস করিয়া অগ্রসর হইত না—হয়তঃ সেই সুযোগে পলায়ন করিয়া পিতৃব্য ও পিতার সহায়তা লাভ করিতে পারিতেন এবং তাঁহাদের সাহায্যে এই অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ লইতে পারিতেন। আর যদি বহু সংখ্যক শস্ত্রধারী সৈনিক দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পলায়নে অসমর্থ হইতেন, তাহা হইলেও বীরের ন্যায় —যোদ্ধার ন্যায় আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ করিতে করিতে নশ্বরদেহ বিসর্জ্জন দিতে পারিতেন। যেরূপেই হউক কারাগারে ইহজগতের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে তিলে তিলে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তায়, ক্রোধে, ক্ষোভে, আত্ম-গ্লানিতে ভীম উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন—তাঁহার বাহ্যজ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হইল।

এইরূপভাবে কিয়ৎকাল চলিয়া গেল। তাহার পর, তিনি অকস্মাৎ তাঁহার যেন অস্পষ্ট জ্ঞানালোকে অনুভব করিলেন, কে যেন কারাদ্বার সশব্দে খুলিয়া ফেলিল; আর তাহার সহিত অপর এক ব্যক্তি নানা প্রকার আহার্য্য পানীয় জল ও জলপাত্র হস্তে কারাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, এবং ঐ সকল দ্রব্য এক পার্শ্বে সজ্জিত করিয়া

নিঃশব্দে উভয়ে কারাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য ভীমের মনে হইল যেন তিনি কোন স্বপ্নলোকে উপস্থিত হইয়াছেন—যেখানে পৃথিবীর সমস্ত কার্য্য চলিতেছে, কিন্তু কিছুরই বাস্তব সত্তা বিদ্যমান নাই। তারপর সেই দুই জনকে কারাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া সহসা যেন তাঁহার স্বপ্ন কতকাংশে ভঙ্গ হইল। সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য তাড়াতাড়ি সেই অর্দ্ধোন্মুক্ত কারাদ্বারের দিকে দক্ষিণ হস্ত সম্প্রসারণ করিলেন, অমনি তাঁহার সেই সম্প্রসারিত হস্ত দ্বার সংলগ্ন হইবার পূর্ব্বে, দ্বারটি সশব্দে বহির্ভাগ হইতে রুদ্ধ হইয়া গেল। ভীম সচকিতভাবে চাহিয়া দেখিলেন, একপার্শ্বে খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত রহিয়াছে। কিন্তু তিনি তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। খাদ্যদ্রব্যাদি স্পর্শও করিলেন না—তাহা যে স্থানে রক্ষিত হইয়াছিল সেই স্থানেই পড়িয়া রহিল।

ক্রমে সন্ধ্যা আসিল। সান্ধ্যগগনবক্ষে দুই একটি করিয়া উজ্জ্বল নক্ষত্র সান্ধ্য-দীপের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। তখনও বহুদূর হইতে প্রাণীজগতের উচ্ছৃঙ্খল রবের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি কারাভ্যন্তরে তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া আসিতেছিল। কতক-গুলি পাখী কারাপার্শ্বে একটা দেবদারু বৃক্ষের শাখায় বসিয়া কলরব করিতেছিল। একদল পাখী কারাগৃহের উপর দিয়া সশব্দে দ্রুতবেগে উড়িয়া যাইতেছিল। বায়ুর উন্মুক্ত সমীরণ শোঁ শোঁ শব্দে বহিয়া যাইতেছিল। ক্রমে সন্ধ্যা শেষ হইল—রাত্রি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল—কিন্তু অদ্য ভীমের চিন্তার শেষ নাই। সহসা আবার কারাদ্বার কর্কশ শব্দে খুলিয়া গেল। পূর্ব্ব পরিচিত ব্যক্তিদ্বয় আলোক খাদ্যাদি লইয়া আবার কারাগৃহে প্রবেশ করিল। তাঁহাদের মধ্যে একজন কারাধ্যক্ষ স্বয়ং ও অপর ব্যক্তি একজন সুপকার। ভীম তখনও চিন্তামগ্ন। কারাধ্যক্ষ দেখিলেন, ইতঃপূর্ব্বে যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য যেস্থানে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সেই স্থানেই আছে,—আর গৃহের একপার্শ্বে গবাক্ষ পথের নিম্নে ভীম নিস্পন্দভাবে দৃষ্টি রহিয়াছেন। কারাধ্যক্ষের কঠিন হৃদয়ও সে দৃশ্যে বিগলিত হইল। তিনি অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে অঙ্গুলি দ্বারা ভীমের গাত্র স্পর্শ করিলেন। সহসা স্পৃষ্ট হইয়া ভীমের সংজ্ঞা যেন ফিরিয়া আসিল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং সবিস্ময়ে কারাধ্যক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না।

কারাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি আহার করেন নাই?" ভীম কোন উত্তর করিলেন না।

কারাধ্যক্ষ পুনরায় বলিলেন "দেখিতেছি, আপনি ক্ষুধা তৃষ্ণা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন?"

এবারও ভীম নিরুত্তর।

সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে কারাধ্যক্ষ তৃতীয়বার বলিলেন "এরূপ করিয়া আর কত দিন কাটাইবেন? এরূপ করিরা শরীর নষ্ট করিয়া লাভ কি? আপনার কি কিছু বক্তব্য আছে?"

এবার ভীম কথা কহিলেন। বলিলেন "মহাশয় যদি জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে দয়া করিয়া একটা উপকার করিবেন কি?"

কারাধ্যক্ষ। "কি উপকার মহাশয়? যদি আমার সাধ্যায়ত্ব হয়, নিশ্চয় করিব।"

ভীম। "দয়া করিয়া আমার কারাবরোধের সংবাদ আমার পিতৃব্য কি পিতার নিকট দিতে পারিবেন কি?"

কারাধ্যক্ষ। "অসম্ভব, মহাশয়। ইহা আমার সাধ্যাতীত। আপনি কি মহারাজ মহীপালদেবের কঠোর আদেশের কথা শুনেন নাই। এই সংবাদ কেহ ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিলে, তাহার শিরোচ্ছেদ পর্য্যন্ত হইতে পারিবে।"

ভীম। "তবে আপনার শিরোচ্ছেদ করাইতে চাহি না।"

ভীম আবার ,মৌনাবলম্বন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে কারাধ্যক্ষ আবার বলিলেন "তবে কি আপনার অন্য কোন বক্তব্য নাই।"

"না,মহাশয়!" নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত ভীম এই কথা বলিয়া নীরব হইলেন। তাঁহার সেই নীরব গম্ভীর আকৃতি দেখিয়া কারাধ্যক্ষ বুঝিতে পারিলেন, আর বাক্য ব্যয় করা বৃথা। অতঃপর আর কিছু না বলিয়া আহার্য্য দ্রব্যাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করাইয়া, পূর্ব্বরক্ষিত দ্রব্যাদি অপসারিত করাইয়া ও যথাযোগ্য শয্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, করাধ্যক্ষ সেই সুপকারকে সঙ্গে লইয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। একজন প্রহরী নিমিষ মধ্যে কারাগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। ভীম পুনরায় একাকী সেই নির্জ্জন কারাগৃহে বাগুরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা।

জাতি-সমস্যা।

গত মে মাসে একটা দত্তকগ্রহণের মোকদ্দমার বিচারকালে হাইকোর্টের দুইজন বিজ্ঞ জজ রায় দিয়াছেন যে, 'শাস্ত্রানুমোদিত কোন অনুষ্ঠান না করিলেও কায়স্থের দত্তকগ্রহণ হইতে পারে; যেহেতু তাহারা শূদ্র।' আমরা এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইতে পারি, এমন সাহস আমাদের নাই। আর সাহস থাকিলেও যে আমাদের কথা হাইকোর্টের উচ্চমঞ্চ পর্য্যন্ত পৌঁছিবেনা—ফিরিয়া আসিবে, তাহাতেও আমাদের সন্দেহ নাই। কিন্তু একটা কথা সততই মনে উঠিতেছে যে, এই সিদ্ধান্তের ফলে আমরা কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। বিচার কার্য্য ত' অতি সহজেই শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার ফলে কায়স্থদিগকে আর্য্য-সমাজ হইতে বিচ্যুত করিয়া হইয়াছে, তাহাই যেন মনে হয়। এই নজিরের উপর নির্ভর করিয়া যে অনিষ্টের সূত্রপাত হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই প্রবন্ধে আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

কায়স্থগণ শূদ্র, অতএব কোন অনুষ্ঠান না করিলেই তাহাদের দত্তকগ্রহণ অসিদ্ধ হইল না! কারণ বেদানুমোদিত অনুষ্ঠানে শূদ্রের, কোনই অধিকার নাই। এখন ধরুন, কায়স্থ-বংশ সম্ভূত কোন ব্যক্তি চরিত্রহীন হইয়া কোন পতিতা রমণীর প্রতি আসক্ত হইল। কিছুদিন পরে সেই নিন্দিত রমণী যদি আদালতে উপস্থিত হইয়া দাবী করে যে, সে ঐ কায়স্থ-সন্তানের ধর্ম্মপত্নী, তাহা হইলে এই নজীরের বলে জজপতি মহাশয় কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন? বিবাহ কার্য্যের যথাবিধি শাস্ত্রানুমোদিত কোন অনুষ্ঠান হয় নাই, ইহা প্রতিপন্ন হইলেও ঐ রমণীর দাবী অগ্রাহ্য করা যাইবে কি? যখন নজির রহিয়াছে যে কায়স্থগণের ক্রিয়াকাণ্ডে কোন অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না, তখন কোন্ যুক্তি বলে তাহাকে তাহার দাবীকৃত অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে? ইহা ব্যতীত আরও একটা গুরুতর ভাবনার বিষয় রহিয়াছে। সকলেই জানেন, যে পুত্রার্থে ভার্য্যাগ্রহণ করা হয়, এবং বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সেই পূর্ব্বপুরুষের পিণ্ডদানের অধিকারী ও পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া তাহা ভোগ দখল করে। অবিবাহিত পত্নীর গর্ভোৎপন্ন সন্তানের এই সব অধিকার থাকে না। কিন্তু হাইকোর্টের এই নজীরের জোরে ঔরস সন্তান ও ধর্ম্মপত্নীর গর্ভোৎপন্ন সন্তান সমান অধিকারের দাবী করিয়া এক সমতলে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে না কি? সকল দেশেই বিবাহ কার্য্য, সমাজে শ্রেষ্ঠ বন্ধন বলিয়া বিবেচিত হয়। ইউরোপ, এসিয়া, আমেরিকা, এমন

কি কাফ্রি দেশেও ইহার প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গলার কায়স্থগণের অদৃষ্ট গুণে তাহার ব্যতিক্রম হইতে চলিল! এই নজিরের বলে যে শুধু তাহাদিগকে আর্য্য-সমাজ হইতে বিচ্যুত করা হইল, তাহা নহে; কায়স্থদিগের যে কোন সমাজ আছে, তাহারা যে সমাজ বদ্ধ হইয়া বাস করে, তাহাও স্বীকার করা হইল না! যে সমাজে বিবাহ বন্ধনের কোন মূল্য নাই, তাহা সমাজ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে যে,—"হংস ও হংসীর খাদ্য একই নিয়মে নিরূপিত হয় না। আইনের যে কঠোরতম ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া কায়স্থগণের প্রতি এই বজ্র নিক্ষেপ করা হইল, শাস্ত্রের সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া ব্রাহ্মণগণের বিচার কার্য্য সম্পন্ন করা হয় না কেন? শাস্ত্রে আছে—শূদ্রদিগের পৌরোহিত্য করিলে ব্রাহ্মণকেও শূদ্রত্বে পতিত হইতে হয়, আর সেই শূদ্র ব্রাহ্মণত্বে অবরোহণ করে। আজ পর্য্যন্ত'ত সমাজের উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণই কায়স্থদিগের যাজন কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, অথচ তাঁহারা শূদ্রত্বে অবনমীত হইতেছেন না কেন? ইহার উপর আবার উপযুক্ত দক্ষিণা না পাইলে ব্রাহ্মণগণের ক্রোধের পরিসীমা থাকে না! জানিনা কায়স্থাখ্য শূদ্রের যাজন কার্য্য করিয়া কোন ব্রাহ্মণের জাতি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে কিনা, কিন্তু যদি হাইকোর্টের কোন জজের নিকট এইরূপ অভিযোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তিনি কোন্ নজীরের বলে কার্য্য করিবেন? মনে করুন কোন ব্রাহ্মণ শূদ্রের পৌরোহিত্য করেন, তিনি দত্তকগ্রহণ কালে কোন অনুষ্ঠান করিলেন না, কিছুদিন পরে তাহার প্রতিপক্ষ এই দত্তক গ্রহণ রদ করিবার জন্য হাইকোর্টে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন; তখন কি মাননীয় জজ মহাশয়গণ বলিবেন, যে যেহেতু এই ব্রাহ্মণ শূদ্রের যাজন কার্য্য করিয়া শূদ্রত্বে অবনমিত হইয়াছে, অতএব কোন অনুষ্ঠান না করিলেও তাহার দত্তকগ্রহণ অসিদ্ধ হইবে না! শাস্ত্রের বিধান মান্য করিয়া চলিলে দেখিতেছি এ নজিরের বলে হিন্দুসমাজ উল্টা পাল্ট্ হইয়া পড়িবে। কিন্তু যত সহজে কায়স্থগণের বিচার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, এত সহজে ব্রাহ্মণের বিচার করিতে ভারতবর্ষের কয়জন জজ সক্ষম তাহা ভাবিবার বিষয়।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন যে, গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুজায়ী তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন। মোক্ষমূলার প্রভৃতি বলেন, ঋগ্বেদের সময়ে এই বর্ণ বিভাগ ছিল না, তখন সমস্ত ভারতবাসী এক জাতিভুক্ত ছিল। তারপর মনুর সময়ে ও অন্যান্য বেদ রচনাকালে সেই সময়ের সমাজটা বিভিন্ন বর্ণে

বিভক্ত হইয়া যায় এবং তখন হইতেই প্রত্যেক বর্ণের বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সেই পূর্ব্বকালেও বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহাদি কার্য্য হইত এরূপ প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। ইহাই শাস্ত্রের কথা। আবার ঐতিহাসিকগণ বলেন, বিজেতা আর্য্যগণ পরস্পর বিভক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, আর বিজিত অনার্য্যদের দ্বারা শূদ্র সমাজ গঠিত হইয়াছিল। ঐ অনার্য্যদিগের বর্ত্তমান বংশধরগণ—সাওতাল, ভীল, নাগা প্রভৃতি অসভ্য জাতি। ও আমরা তাহাদের জ্ঞাতি হইতে চলিয়াছি! (আমার স্বজাতীয়গণ বোধ হয় ইহাতে বিশেষ গৌরব অনুভব করিবেন।) হাইকোর্টের বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে বৈ কি? যেভাবে বিচার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে কায়স্থগণকে সমাজের বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা এখন ইহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। পৃথিবীর লোকসমূহ হিন্দু, জরয়াষ্ট্রীয়ী, কনফুসী, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাশ্রয়ে বিভক্ত হইয়া বাস করিতেছে। ইহাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমাজ আছে, যাহাদ্বারা একটীকে অপরটী হইতে পৃথক করা হইয়া থাকে। খৃষ্টান ও মুসলমানদের বিবাহ কার্য্য যে নিয়মে সম্পন্ন হয়, হিন্দুদিগের সেইরূপে হয় না। হিন্দু প্রথানুযায়ী দত্তক বা পত্নী গ্রহণ কালে গৃহীত ব্যক্তিকে গোত্রান্তর করিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এক যদি হিন্দুদিগের সেই সনাতন প্রথা আমার বিবাহ বা দত্তক গ্রহণকালে অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে আমি কোন্ যুক্তিবলে আমাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারি? শাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ডও আমার সুসিদ্ধ হইতে পারে কি? সে সব কথা, এখন আমরা এইভাবে আর্য্য-সমাজের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইয়া কার আশ্রয়ে বাস করিব, তাহা বিবেচনা করিয়া বিচার কার্য্য করিলে বোধ হয় ভাল হয়। নিষেধসূচক বিধির (negative law) হুঙ্কার আমরা বেশ শুনিতে পাই-তেছি, কিন্তু (positive law) কার্য্যকারী কোন ব্যবস্থা আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া আমাদের শিরচ্ছেদ করিলেই প্রকৃত বিচারকের কার্য্য হইত। তাহাতেও একটু গোল আছে। ধর্ম্মশাস্ত্রে আমরা আর্য্যজাতি ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছি, অতএব আমাদিগকে হিন্দুধর্ম্মের সকল অনুষ্ঠানেই আর্য্যের ন্যায় অধিকার প্রদান করিতে হইবে। সুতরাং কোন কার্য্য আমরা আর্য্য প্রথানুযায়ী করিব, আর কোনটা অনার্য্য শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী করিব, ইহা কেমন কথা? দুগ্ধ হয় শাদা, নয় কালো, কিন্তু শাদা ও কিছু কালো হইতে পারে না। তাই বলি, যদি আমাদিগকে আর্য্যদিগের অধিকার প্রদান করিয়া হিন্দু-সমাজে রাখিতে চাও, তাহা হইলে রাখ; নতুবা

এইরূপ ভাবে খেলা করিয়া আমাদের ইহকাল পরকাল নষ্ট করিতে প্রয়াস পাইও না।

ব্রাহ্মণ! সমাজে তোমরা বড় আছ, আমরা সেজন্য দুঃখিত নই, কখন হিংসাও করি নাই। তোমরা ব্রাহ্মণ, চিরদিন ব্রাহ্মণই আছ, থাকিবেও। তোমরা শূদ্রের যাজন করিয়াও ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া আজ কাল যে দাস্যবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছ, তাহা হইলেও তোমরা ব্রাহ্মণ, তোমাদের সন্তান সন্ততি নানাপ্রকারে দুষ্ক্রিয়াসক্ত, ব্যভিচারী হইলেও তাহারা ব্রাহ্মণই থাকিবে, তোমরা উপবীত পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেও নিজকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই অভিহিত করিবে, যখন হোটেলে খানা খাইতে বসিয়া সাহেবের সঙ্গে তোমাদের অদল বদল হইয়া যায়, তখনও তোমরা ব্রাহ্মণই থাক; গায়ত্রী মন্ত্র না জানিলেও তোমরা বেদজ্ঞ —ত্রিসন্ধ্যা জপ না করিলেও তোমরা আচারপূত পবিত্র ব্রাহ্মণ! আমাদের সঙ্গে তোমাদের তুলনা হইতে পারে কি? আমরা এই পার্থক্যটুকু বেশ বুঝিতে পারি, আমাদের সে জ্ঞান আছে। কিন্তু এমনভাবে যদি আমাদিগকে বুঝাইতে প্রয়াস পাও, তাহা হইলে তোমাদের উপর অকৃতজ্ঞতার দোষ আসিয়া পড়ে না কি? আজও তোমরা ভুলিতে পারিয়াছ কি যে তোমরা মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞ সম্পাদনার্থ আনীত হইয়াছিলে? কন্দর্পনারায়ণ, মুকুন্দরাম, প্রতাপাদিত্য, কেদাররায় প্রভৃতি কায়স্থ নৃপতিগণের নিকট হইতে যে দান গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া আছ, তাহাও এই অল্প সময়েই বিস্মৃত হইতে পারিয়াছ কি? কিন্তু দোষ দিব কাহাকে? কলিকালে নাকি সকলই উলট্ পালট্ হইয়া যায়!

কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আমরাও আসিয়াছিলাম। তোমাদের কোন কোন গ্রন্থে আছে যে, তখন আমরা তোমাদিগের দাস বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছি। তাহাও মানিয়া লইলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, এই, "your most obedient servant"এর দিনে তোমরা সেই পরিচয়কে কোন্ ভাবে গ্রহণ করিয়া থাক? নিজের পথ খোলসা রাখিয়া অন্যকে আক্রমণ করিতে যাওয়া উচিত। "দত্ত কা'রও ভৃত্য নয়" এই একটী কথা সহস্র 'দাস' শব্দকে অতল জলে ডুবাইয়া দিতে পারে নাকি? বিনয়ের অভাবে দত্ত কুলীন হইতে পারিলেন না; কিন্তু তিনি যে স্তম্ভ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কত সহস্র বৎসর তাহাতে মাথা ঠুকিলে তাহার অপচয় হইবে? কায়স্থগণ কি, তাহা বিচার করিতে যাইলে বঙ্গদেশের বহির্ভাগে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। যেস্থান হইতে বাঙ্গালায় কায়স্থ আসিয়াছিল, আজও সেখানে উপবীতধারী কায়স্থ বর্ত্তমান। এই সকল জানিয়া শুনিয়াও লোক আমাদের প্রতি এত বিরূপ কেন তাহা বলিতে পার কি?

'দাস' শব্দের ব্যাখ্যা আজকাল যে ভাবে করা হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় 'দাস' বলিলে একমাত্র পা টেপা ভৃত্যই বুঝা যায়। কিন্তু সত্যই কি তাই? অধুনা "obedient servant" লিখিতে যাঁহারা দ্বিধা বোধ করেন না, তাঁহাদের সকলেই কি জল তুলিয়া কাঠ কাটিয়া সেবাব্রত পালন করিয়া থাকেন? আজ যদি বাঙ্গলার রাজা মল্লিনাথ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লাট সাহেবের নিকট উপস্থিত হন, এবং তিনি কাহারও নিকট "আজ্ঞাবহ ভৃত্য" পাঠ লিখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার রাজগোত্রকে হেয় ভৃত্যের শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে প্রয়াস পান, তাহা হইলে লোকে তাহাকে কি বলিয়া অভিহিত করিবে? দাস, ভৃত্য অথবা শূদ্র বলিবে কি? শূদ্র সম্বন্ধে এইরূপেই শূদ্র ব্যাখ্যা করিয়া অনেকেই নিজের বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়া থাকেন? ইহা হইতে আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার আর কিছু আছে কি? আদি-যজ্ঞে মাত্র পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ আসিয়াছিলেন, এইরূপ ধারণা কি নীতিবিরুদ্ধ! ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ কেহবা যানে, কেহবা অন্যান্য পশুতে আরোহণ করিয়া, আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে আর কেহ আসে নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোন কারণ আমরা খুজিয়া পাইতেছি না। যাঁহারা বলেন, পুঁথিতে এমন কথা'ত লিখিত নাই যে আর কেহ তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল? আমরা বলিব, ইহাতেই কায়স্থের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণভাবে প্রমাণিত হইতেছে। আজও দেখিতে পাই লাটসাহেব যখন ভ্রমণে বাহির হন, তখন তাঁহার সহিত লোকেই যায়, কিন্তু একমাত্র সেক্রেটারী বা অন্যান্য উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের নামই খবরের কাগজে বাহির হইয়া থাকে; লাটসাহেবের খানসামার নাম বাহির হয় না। ভৃত্যগণও ব্রাহ্মণের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন, তাই নাম নাহ, তাই রাজসভায় তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল. তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করা হইয়াছিল। তথাপি যদি বল 'দাস' শব্দে কেবল আজ্ঞাবহ ভৃত্যকেই বুঝায়, আমরা বলিব যে তাহা হইলে বর্ত্তমানকালে দেশে মাত্র এক জাতীয় লোক বাস করে, তাহারা সকলেই দাস ব্যবসায়ী, এখানে ব্রাহ্মণও নাই, ক্ষত্রিয়ও নাই, সকলেই শূদ্র।

'জাতি' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে জন্মের দ্বারাই তাহা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ মাতাপিতার সন্তান ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কাপুরুষ ছেলেও ক্ষত্রিয় হইয়া জন্মগ্রহণ করে। অপকর্ম্ম করিলেও তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কায়স্থেরও এইরূপ দাবী আছে। কায়স্থগণ চিরদিন লেখক জাতি বলিয়া পরিচিত। "কায়েত বাড়ীর বিড়ালটীও আড়াই অক্ষর লেখে"

ইহা একটা প্রবাদ বাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা শিলালিপি বা তাম্রশাসনের প্রমাণ ছাড়া কিছুই বিশ্বাস করিতে চাহেন না, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার উপকরণও এপর্য্যন্ত যথেষ্ট আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেক তাম্রশাসনের শেষভাগে লেখক কায়স্থের নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই "লেখক" শব্দের অর্থ কি? "অমুকবাবু একখানা ভাল draft করিয়াছেন" বলিলে আমরা বুঝি যে সেই বাবুর compositionএর প্রশংসা করা হইল। পূর্ব্বের লেখক শব্দেও কি তাহাই বুঝা যায় না? সকল তাম্রশাসনই উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। যাঁহারা সেই সব রচনা করিয়াছিলেন, সহজেই বুঝা যায় যে, তাঁহাদের সংস্কৃত বিদ্যা কম ছিল না। এমন'ত কোন প্রমাণ পাই নাই যে, পূর্ব্বকালে শূদ্রকে সংস্কৃত পড়িতে দেওয়া হইত। অতএব তাম্রশাসনের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াও কায়স্থগণকে শূদ্র বলা যায় না। যাঁহারা রাজসভায় লেখকের কার্য্য করিতেন, তাঁহাদিগকে রাজকীয় সকল কার্য্যেই মুনাবিদা করিতে হইত। যদি কেহ কখনও বর্ত্তমান কালের কোন treatyর ভাষা পড়িয়া থাকেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন, উহার প্রত্যেক শব্দের মূল্য কত বেশী। আইন ব্যবসায়ীদিগের নিকট একটী শব্দ যে কত মূল্যবান তাহাও বলিয়া দিতে হইবে না। অতএব সহজেই বুঝা যায় যে সর্ব্ব বিষয়ে নিতান্ত কৃতবিদ্য লোক না হইলে কখনও রাজ লেখকের পদ তাহাকে প্রদান করা হইত না। আর সেই সকল মহাপুরুষের বংশধরগণ এখন শূদ্র বলিয়া বিবেচিত হইতেছেন! আমরা শত অপকর্ম্ম করিলেও কায়স্থই আছি; প্রায়শ্চিত্তে আমাদেরও অধিকার আছে, আমরা এই উপায়ে আবার পূর্ব্ব গৌরব লাভ করিতে পারি, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; কারণ জাতি জন্মের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে; কায়স্থের পুত্র সকল সময়েই কায়স্থ থাকিবে, ইহা তাহার ন্যায়ানুমোদিত অধিকার; শত চেষ্টা করিলেও এই অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা যাইতে পারে না।

অতএব মাননীয় বিচারপতিদ্বয়ের বিচার ফলে কাহারও ভগ্ন হৃদয় হইবার কোনই কারণ নাই। এলাহাবাদ হাইকোর্টে এইরূপ একটি বিচারে কায়স্থগণ শূদ্র বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। (গত মাসের পত্রিকায় পূজনীয় সারদাবাবুর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) এক কায়স্থই একস্থানে শূদ্র ও অন্যস্থানে ক্ষত্রিয় বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। অতএব আমাদেরও আশার কথা আছে। বিজ্ঞ জজ চৌধুরী সাহেবও তাঁহার রায়ে লিখিয়াছেন, "Bengali' Kayasthas have been uniformly treated as **sudras** in our courts and the question does not appear capable of serious argument, although attempts have been recently made by

some members of the community to trace their descent from Kshatriyas and some of them may have actually taken the sacred thread as belonging to the regenerate classes." অর্থাৎ "বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ বাঙ্গলার বিচারালয়ে সর্ব্বদাই শূদ্ররূপে বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। যদিও সম্প্রতি তাহারা ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করিতে চায়, এবং তাহাদের কেহ কেহ যজ্ঞসূত্রও গ্রহণ করিয়াছে, তথাপি এসম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ এখনও গ্রাহ্য হইতে পারে না।" জজ চৌধুরী সাহেবের এই রায়ে দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমটী এই যে, তিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের কথাই বলিয়াছেন, কারণ তিনি জানেন যে বিহারী কায়স্থদিগের সম্বন্ধে এই কথা খাটিবে না। আমার বঙ্গদেশীয় স্বজাতীয়গণকে আমি ইহা লক্ষ্য করিবার জন্য অনুরোধ করি। একটা জাতিই দুই স্থানে দুই ভাবে গৃহীত হয় কেন? কারণ বিহারী ভাতৃগণ তাঁহাদের বৈদিক দীক্ষার মূল্য বুঝিতে পারিয়া পূর্ব্ব সংস্কার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন; আর আমরা শিক্ষায় তাঁহাদের চেয়ে উন্নত হইয়াও বৈদিকী দীক্ষা গ্রহণে পরাঙ্মুখ! কবে আবার আমরা এক সমতলে দাঁড়াইতে পারিব?

দ্বিতীয়তঃ জজ চৌধুরী মহাশয়ের রায়ের ভাবে বোঝা যায় যে, আমরা এখনও ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী করিতে পারিনা, কারণ আমরা এখনও সকলে উপবীতী হই নাই। যদি এখনও আমাদের মধ্যে যজ্ঞসূত্র গ্রহণ প্রথা প্রচলিত হয়, তাহা হইলে যেন তিনিও আমাদের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছেন। এই কথাটা বড়ই মূল্যবান, কায়স্থগণকে আমি ঐ যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিতে আহ্বান করিতেছি।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, বি-এ।

দুর্গাপদের দুর্গোৎসব।

(গল্প)

"জ্ঞান পদে পদে পতঙ্গের মত
যেথানে যাইতে চায়,
ভক্তি বিহঙ্গিনী, উধাও সেথানে
উচ্ছ্বাসে উড়িয়া যায়।"

ব্রাহ্মণডাঙ্গার দুর্গাপদ রায় মহাশাক্ত—পরমভক্ত। দেবী ভগবতীর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি—শক্তিপূজায় তাঁহার ঐকান্তিক আশক্তি। তিনি প্রত্যহ দেবী ভগবতীর পূজা-অর্চ্চনা—আদ্যাশক্তি জগজ্জননী জগদম্বার আরাধনা না করিয়া জল গণ্ডূষও গ্রহণ করেন না। জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে, প্রতিকার্য্যে শক্তি নাম স্মরণ না করিয়া—মুখে দুর্গানাম উচ্চারণ না করিয়া কোন কার্য্যানুষ্ঠানই করেন না। শয়নে স্বপনে, জাগরণে শক্তিই তাঁহার ধ্যান, শক্তিই জ্ঞান এবং শক্তি উপাসনাই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য—শক্তিপদ লাভই তাঁহার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য! দুর্গাপদ ভক্ত বীর—মহাপুরুষ। কিন্তু বাহিরে তিনি আর দশজনের ন্যায়ই একজন সাধারণ শ্রেণীর বিষয়ী ভদ্র-সন্তান মাত্র। ধার্ম্মিকতার বাহ্যিক আবরণ বা সাধুতার অঙ্গাভরণ লইয়া লোক সমাজে মান-সম্ভ্রম লাভ করিবার হীন প্রবৃত্তি তাঁহার আদৌ ছিল না। তাই লোকে তাঁহাকে জানিত না, বুঝিত না বা একজন উচ্চ শ্রেণীর সাধক বলিয়া মনে করিতে পারিত না! তিনি সাত্ত্বিক ভক্ত—নীরব সাধক!

দুর্গাপদ রায় কুলীনও নহেন, কাঙ্গালও নহেন; তিনি মধ্যবিত্ত কায়স্থ-সন্তান। যৎসামান্য পৈত্রিক আয়ে এবং স্বীয় উপার্জ্জনে তাঁহার আড়ম্বর শূন্য ক্ষুদ্র সংসার-ব্যয় বেশ ভালরূপেই চলিয়া যায়। দোল-দুর্গোৎসবাদি পৈত্রিক পূজা পার্ব্বণ সব বর্ত্তমান রাখিয়া দশজনের মধ্যে একজন হইয়া একরূপ সুখ-শান্তিতেই রায় মহাশয়ের জীবনের গণা দিনগুলি অতিবাহিত হইতে ছিল; কিন্তু কন্যা উমাসুন্দরী একরূপ অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিয়াছেন, আর বিবাহ না দিলেই নয়। গৃহে বয়স্থা কন্যা, দশ জনে দশ কথা বলিতেছে; তাহার উপর রায়-গৃহিণী মেনকাসুন্দরী কন্যার বিবাহের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ-তাড়না, অধুনা তাঁহাকে বড় বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে।

কায়েতপাড়ার বিপ্রদাস বসু বড় কুলীন ও বড় ধনী না হইলেও প্রাচীন জমিদার বংশোদ্ভব বলিয়া সুসম্ভ্রান্ত। ধ্বংসাবশিষ্ট জমিদারীর আয়ে এখনও তাঁহার বড়মানুষী চাল একরূপ টিকিয়া আছে; কিন্তু ভিতর বড় ফাঁপা,—তাঁহাকে গোপনে গোপনে মহাজনের মন রাখিয়া চলিতে হয়।

বিপ্রদাসের একটি মাত্র পুত্র, নাম শিবসুন্দর। শিবসুন্দর তিনবার বি, এ, ফেল করিয়া এক্ষণ স্বগৃহে বসিয়া কবিতাসুন্দরীর উপাসনায় মনঃসংযোগ করিয়াছেন। দুর্গাপদ আপনার যথাসর্ব্বস্বের বিনিময়ে, সব ঋণাবদ্ধ করিয়া—এই শিবসুন্দরের করে একমাত্র স্নেহের দুহিতা উমাসুন্দরীকে অর্পণ করিয়া কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইলেন। কিন্তু সর্ব্বস্ব পণে প্রাণপণ যত্ন করিয়াও অপরিণাদর্শী দুর্গাপদ শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। কন্যাভরণ গুলির গুরুত্ব কিছু কম এবং বরযাত্রীদের

অভ্যর্থনার সঙ্গে কি একটুকু ক্ষুদ্র ত্রুটী হইয়াছে বলিয়া ফুলশয্যার পূর্ব্বেই বর স্বগৃহে চলিয়া গেলেন। কন্যাকর্ত্তার বিগলিত অশ্রু-ধারা বা শত অনুনয়-বিনয়, কিছুতেই তাঁহাদের গতিরোধ হইল না।

উমাসুন্দরীর বিবাহের প্রায় দুই বৎসর পরে একদিন ব্রাহ্মণডাঙ্গা গ্রামখানি এক মহা আন্দোলনে মুখরিত হইয়া উঠিল। আজ এগ্রামে এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হইয়াছে। বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থ সভাস্থল পরিপূর্ণ। অদূরবর্ত্তী কায়েতপাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার বিপ্রভক্ত বিপ্রদাস এ সভায় সভাপতিত্ব গ্রহণ করায়, সভার গৌরব শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

অতি অল্প দিন হইল, কায়স্থ দুর্গাদাস রায় উপনীত হইয়াছেন। কতিপয় একদেশদর্শী স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণ ও আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানহীন কায়স্থের মতে কায়স্থ শূদ্র, সুতরাং তাঁহাদের মতে শূদ্র দুর্গাপদের এ অবৈধ কার্য্য হিন্দু-ধর্ম্ম এবং স্থানীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের - বিশেষতঃ জমিদার বিপ্রদাসের বিশেষ অবমাননা করা হইয়াছে, সে অপমানের প্রতিশোধ লওয়াই এ সভাধিবেশনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অবশ্য দুর্গাপদকে সভায় আহ্বান করা হয় নাই। সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে তাঁহাকে একঘরে করা—সকলে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সংস্রব ত্যাগ করাই এ সভার শেষ সিদ্ধান্ত হইল।

বিরুদ্ধবাদীদের তাণ্ডব নর্ত্তনে দুর্গাপদ ভ্রুক্ষেপও করিলেন না। তিনি আপন মনে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ইহাতে বিরুদ্ধ পক্ষের ঘৃণিত দম্ভ, অভিমান, ঈর্ষা ও বৈরনির্য্যাতনপ্রবৃত্তি শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। তাহারা চক্রান্ত করিয়া নানারূপ মামলা-মোকদ্দমায় দুর্গাপদকে অস্থির করিয়া তুলিল। নিয়ত মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত থাকায় তিনি কর্ম্মচ্যুত হইলেন; তাঁহার জীবিকা অর্জ্জনের প্রধান পন্থা রুদ্ধ হইল। দেখিতে দেখিতে অতি অল্প কাল মধ্যে তাঁহার পৈত্রিক সম্পদগুলি সব ঋণদায়ে কর্পূরের মত উড়িয়া গেল। তিনি পথের কাঙ্গাল হইয়া পড়িলেন।

প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হইতে চলিল উমাসুন্দরীর শুভ পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরে কতবার দুর্গাপদ শত যত্ন করিয়া—বৈবাহিক গৃহে অবজ্ঞা, অবমাননা ও লাঞ্ছনার অনন্ত পসরা মাথায় বহিয়া, এমন কি রায়-গৃহিণী মেনকাসুন্দরী দেবী অযাচিতভাবে স্বয়ং জামাতৃভবনে যাইয়া বিধিমত সাধ্য-সাধনা, অজস্র অশ্রু বর্ষণ এবং কত কাকুতি মিনতি করিরাও কন্যা বা জামাতাকে স্বগৃহে আনিবার অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের সে অহৈতুকী দারুণ লাঞ্ছনা, সে অরুন্তুদ কন্যা-বিচ্ছেদ-ব্যাথা—সে গভীর মর্ম্মবেদনা ভাষায় প্রকাশ

করিবার বিষয় নহে, উহা অনুরূপ অবস্থাপন্ন ব্যথিত হৃদয়েই একমাত্র উপলব্ধি করিবার বিষয়।

সংবৎসর পরে আবার ভক্ত গৃহে দেবী ভগবতীর আবির্ভাব কাল উপস্থিত হইল। আবার হিন্দুগৃহে জগজ্জননী জগদম্বার অর্চ্চনার নিমিত্ত মহা আয়োজন হইতে লাগিল। আবার শোক-তাপ-দৈন্য পূর্ণ, আধি-ব্যাধি-জরাজীর্ণ হিন্দু-সন্তান মাতৃপূজার মহোল্লাসে আত্মহারা হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। আবার শারদ-স্বচ্ছ-নীলিম-গগনে চাঁদ হাসিল, নীল আকাশে নিস্ফল জলদ-নির্ঘোষ ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল, স্থলে স্থলপদ্ম এবং সরোবরে সররুহ ফুটিল,—কুসুম হাসিল, ক্ষুদ্র সেফালিকা নীরবে সুবাস ছড়াইয়া মনের আনন্দে মাটিতে গড়াইতে লাগিল। আনন্দময়ীর আগমন প্রতীক্ষায় দশ দিক মহা আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল। প্রকৃতি সতী বর্ষার অশ্রু মুছিয়া আনন্দে হাসিতে লাগিল। আনন্দময়ীর আগমনে বিশ্বব্যাপী মহা আনন্দ ছড়াইয়া পড়িল। আবার পথে ঘাটে সঙ্গীত উঠিল,—

"কুস্বপন দেখেছি গিরি, উহা আমার শ্মশানবাসী।
অসিত-বরণা উমা মুখে অট্ট অট্ট হাসি॥
এলোকেশী বিবসনা, উমা আমার শবাসনা,
ঘোরাননা ত্রিনয়না, ভালে শোভে বালশশী,
যোগিনী-দল-সঙ্গিনী, ভ্রমিছে সিংহবাহিনী,
হেরিয়া রণরঙ্গিনী মনে বড় ভয় বাসি।
উঠহে অচল, পরাণ হ'ল বিকল,
ত্বরায় কৈলাসে চল, আন উমা সুধারাশি॥"

কিন্তু এ আনন্দের দিনে ভক্ত দুর্গাপদের গৃহ সম্পূর্ণ নিরানন্দ। তাঁহার গৃহে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, জীর্ণ গৃহে মাথা রাখিবার স্থান নাই,—সর্ব্বোপরি মাতৃ-মন্দিরের চালায় উপযুক্ত আচ্ছাদন নাই। সে পর্ণ-গৃহের আচ্ছাদন তৃণগুলি বর্ষার ঝঞ্ঝা-বাদলে সব উড়িয়া পড়িয়া গিয়াছে। হায়! ভক্ত-গৃহে ভগবতীর বার্ষিক পূজা বুঝি বা বন্ধ হইয়া যায়!

কুম্ভকার প্রতিমা গড়িতে ছিল, কিন্তু অন্ততঃ চুক্তির অর্দ্ধাংশ টাকা অগ্রিম না পাইলে সে সেই অসম্পূর্ণ মূর্ত্তি ফেলিয়াই চলিয়া যাইবে; বিরুদ্ধ পক্ষের উত্তেজনায় সে এমন কি নিষ্ঠুর কথা বলিয়াই কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

শত চেষ্টায়ও অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া মাতৃ-পূজা পণ্ড হইবার ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দিশাহারা রায়-দম্পতী যখন হৃদয়ে শত বৃশ্চিক দংশন যন্ত্রণা

অনুভব করত প্রাণের জ্বালায় নিয়ত ছট্ ফট্ ও অশ্রুপাত করিতে ছিলেন, তখন পল্লীবাসিনী এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ধীরে ধীরে তাঁহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বাবা দুর্গাপদ! তোমার স্বর্গীয় পিতা আমার পরলোকগত পতির নিকট পাঁচশত টাকা গচ্ছিত রাখিয়া ছিলেন; আমরা দুষ্টবুদ্ধি পরিচালিত হইয়া এতদিন সে ঋণ পরিশোধ করি নাই, কিন্তু আমারও'ত এ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণের আর অধিক দিন বিলম্ব নাই, তাই আজ অতি গোপনে সে ঋণ শোধ করিতে আসিয়াছি। ধর তোমাদের সে টাকা গ্রহণ কর।" এই বলিয়া সেই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী তাঁহাদের সম্মুখে পাঁচশত টাকাপূর্ণ বস্ত্রনির্ম্মিত এক মুদ্রাধর রাখিয়াই—তাঁহাদিগকে একটিমাত্র কথা বলিবার অবসর না দিয়াই, মুহূর্ত্তে সেস্থান হইতে দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর এ অভাবনীয় অপূর্ব্ব ব্যবহার দর্শনে এতক্ষণ তাঁহারা একান্ত মোহাভিভূত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। তাঁহাদের এ জাগ্রত স্বপ্নের মহাঘোর বন্ধন কাটিয়া গেল, তখন তাঁহারা ভক্তি বিস্ময়ে জগজ্জননী জগদম্বার চরণ-তলে লুটিয়া পড়িলেন; অশ্রু প্রবাহে বুক ভাসাইয়া মাতৃহারা শিশুর ন্যায় মা, মা, বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবানের অপার কৃপায় ভক্তের বাসনা পূর্ণ হইল। বন্ধ দ্বারে একজন ভিখারিণী আসিয়া গান ধরিল,—

"মা, জয় জয় জয় জগৎ জননী, ত্রিজগত জন পালিকে!
অনাদি আরাধ্যা আদ্যা অপরাজিতে অম্বিকে॥
তোমার কুমার, লম্বোদর, বিরাজে উভয় দিকে।
ভবে তীর্থে আদ্যাশক্তি বিরাজে রাজ পালিকে।
দশ করে দশ আয়ুধ ধারিণী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী,
ভুভার হরণ-কারণ বিবিধরূপ ধারিকে।
মহেশ-মোহিনী গণেশ-জননী সম্পদ সুখ দায়িকে।
ভক্তি, শক্তি, মুক্তি দায়িনী ভকত মন চালিকে॥"

দেবীর কৃপায় দুর্গাপদের অর্থ চিন্তা দূর হইল। তিনি মহোৎসাহসের সহিত মাতৃ-পূজার মহা আয়োজন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে অতি অল্পকাল মধ্যে গৃহসংস্কার ও পূজার সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী সংগৃহীত হইল।

দুর্গাপদ সমাজচ্যুত—উপবীতী কায়স্থ। আজ তিন বৎসর অতীত হইতে চলিল তাঁহার পুরাতন পুরোহিত তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে রায় বাটির পূজা পার্ব্বণ, ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুতেই বাধা পড়ে নাই। ভিন্ন স্থান হইতে একজন বিশুদ্ধ-

কর্ম্মা ব্রাহ্মণ আনিয়া দুর্গাপদ বাবু সর্ব্ব কর্ম্ম নির্ব্বাহ করাইতেছেন। অবশ্য এই তিন বৎসর মাতৃ পূজার তন্ত্রধারের জন্য তাঁহার বিশেষ ভাবনার কারণ ছিল না।

আজ মায়ের উদ্বোধন। স্নেহশীলা রায়-গৃহিণী তাঁহার একমাত্র স্নেহের ধন উমাকে গৃহে আনিবার নিমিত্ত বড় জেদ করিতে লাগিলেন, বিশেষ কান্না-হাট জুড়িয়া দিলেন। দুর্গাপদ স্ত্রীকে অনেক বুঝাইলেন, বৈবাহিককৃত পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের অবজ্ঞা অবমাননা ও লাঞ্ছনার কথাগুলি বলিয়া বলিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। অবশেষে উমার মায়ের অবুঝ প্রাণ যখন কিছুতেই বুঝ মানিল না, তখন তিনি কন্যাকে আনিবার নিমিত্ত বৈবাহিক ভবনে যাত্রা করিলেন।

তিনি যখন বৈবাহিক ভবনে উপনীত হইলেন, তখন জমিদার বিপ্রদাস বাবু আহারান্তে সবে বিশ্রাম করিতে ছিলেন, সে বাটীর অপর লোকদিগের সকলের মধ্যাহ্নভোজন তখনও শেষ হয় নাই। বিপ্রদাস বৈবাহিককে দেখিয়াই,—কোনরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন বা অভ্যর্থনাদি না করিয়া, এমন কি বসিতে পর্য্যন্তও না বলিয়াই শ্লেষের স্বরে বলিলেন, "তা এ শূদ্র গৃহে নব সংস্কার ক্ষত্রিয় মহাশয়ের শুভাগমন কি মনে করিয়া?"

দুর্গাপদ যুক্তকরে বৈবাহিককে নমস্কার পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক কোনরূপ অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই অযাচিতভাবে সম্মুখস্থ আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক মৃদুহাস্য করত ধীর গম্ভীর-স্বভাব-নম্রস্বরে বলিলেন, "হাঁ! ক্ষত্রিয়ই ত, উভয়েই ক্ষত্রিয়; আপনী উপবীত হীন হইলেও শূদ্র নহেন, শূদ্রধর্ম্মী মাত্র। শূদ্র কখনও ক্ষত্রিয় হইতে পারে না, কায়স্থ মাত্রই ক্ষত্রিয় সন্তান, শূদ্র নহেন। যজ্ঞসূত্র আর্য্যের চিহ্ন, —দ্বিজত্বের নিদর্শন; সকল কায়স্থেরই উহা ধারণ করিয়া আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্যথা জগতের অপর জাতিসমূহ আমাদিগকে শূদ্র মনে করিয়া ঘৃণা করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?" —

দুর্গাপদবাবুর কথাগুলি শেষ হইতে না হইতেই বিপ্রদাস একটু উষ্ণ হইয়া রুক্ষ স্বরে বলিলেন, আসুন, আসুন! বেশ'ত লেক্‌চার দিতে শিখিয়াছেন! যদি, কণ্ঠে নির্লজ্জের মত কতকগুলি সূত্র ঝুলাইলেই বুঝি যত উন্নতি আসিয়া আপনি উপস্থিত হয়? তাই বুঝি একঘরে হইয়া আপনার যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইয়া পৈত্রিক ভিটায় ঘু ঘু চরাইবার দশায় উপস্থিত হইয়াছেন? ছিঃ! শূদ্র হইয়া নিতান্ত নীচের ন্যায় গল-রজ্জু পরিয়া বৃথা কেন চিরপূজ্য ব্রাহ্মণদিগকে অপমান করিতেছেন? ছিঁড়িয়া ফেলুন ঐ সূত্রগুলি, ব্রাহ্মণদের হাতে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করুন নচেৎ পরকালেও আপনার মুক্তি নাই!

দুর্গাপদ মনে মনে বলিলেন, হায়! কি মূর্খের হাতেই আজ পড়িয়াছি! শত যুক্তি তর্কেও ইঁহারা বুঝিবেন না যে, কায়স্থ শূদ্র নহে, ক্ষত্রিয়; এবং যজ্ঞ-সূত্র ধারণ কায়স্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। বৃথা আর ইঁহার সহিত তর্ক করিয়া ঝগড়া বাঁধাইয়া ফল কি? যাউক, এখন কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা দেখা যাউক।

তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, তা বৈবাহিক মহাশয় যে দয়া করিয়া এ অধমের পরকালের বিষয়ও চিন্তা করেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য; এ দীন আপনার উপদেশ প্রতিপালনে নিতান্তই অসমর্থ ও আন্তরিক দুঃখিত। যে হউক, আমি আজ আবার আপনার নিকট একটা প্রার্থনা লইয়া আসিয়াছি। দীর্ঘকাল উমা-মায়ের অদর্শনে আপনার বৈবাহিকা যারপর নাই কাতর হইয়া নিয়ত অশ্রুপাত করিতেছেন, কন্যা ও জামাতার দর্শন জন্য তিনি বড় অস্থির; অন্ততঃ পূজার পাঁচটী দিনের জন্যও উহাদিগকে আমার সহিত যাইবার অনুমতি প্রদান করিলে বড় সুখী হইব।

কথা শুনিয়া জমিদার মহাশয় উচ্চহাস্য করিয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন, "গৃহে চাঁদের আলো—শয়ন করিয়া আকাশের অনন্ত নক্ষত্র দেখা যায়, ভারি ও পূজা! তায় আবার কন্যা-জামাতাকে লইতে আসিয়াছেন! বড় স্পর্দ্ধা আপনার? আপন পুত্রের গান-বাজনা ও আনন্দোৎসব ফেলিয়া একমাত্র পুত্র পুত্রবধূকে পাঠাইব কি না এক অন্নবস্ত্র হীন দরিদ্রের শত জীর্ণ পর্ণকুটিরে!—কোন্ মুখে আপনি এমন কথা বলিতে সাহসী হইলেন? যে বিবাহ কালে কন্যাকে দু'খানা উপযুক্ত অলঙ্কার দিতে পারে না, বরযাত্রীদের যথারীতি অভ্যর্থনা করিতে জানে না, আবার কন্যা-জামাতার প্রতি স্নেহ মমতা! তাহার উপর আমাদের অপমান করাই'ত আপনার জীবনের প্রধান ব্রত, অন্যথা বহু দিন পূর্ব্বেই ঐ সূত্রগুচ্ছ পরিত্যাগ করিতে পারিতেন, অথবা আমার অনুমতি ব্যতীত আদৌ উহা গ্রহণই করিতেন না; দূর হউন আপনি আমার সম্মুখ হইতে!"

বড়লোক বৈবাহিকের নিতান্ত অভদ্রজোনিত পরুষ বাক্যে—বিষম অবজ্ঞায় দুর্গাপদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তথাপি তিনি একটুকু বিচলিত না হইয়া ধীর-গম্ভীর স্বাভাবিক স্বরে বলিলেন, তা উমা-মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াই আমি বাটীতে ফিরিতেছি; জামাতা বাবাজী কোথায়? একটিবার তাহাদের মুখ দেখিয়া যাইতে বাধা আছে কি?

বিপ্রদাস অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিয়া অতি রুক্ষস্বরে বলিলেন, "এসব মায়া কাঁদুনীর আর প্রয়োজন নাই। এ আনন্দ উৎসবের দিনে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে

দিয়া আমি বৌ-মাকে বৃথা কাঁদাইতে পারিব না; তাঁহার কর্ণে তোমার আগমন সংবাদ না পহুঁছিতে তুমি শীঘ্র এস্থান হইতে দূর হও।

অপত্যবৎসল স্নেহশীল পিতা একমাত্র কন্যার অদর্শন জন্য দারুণ হৃদয় বেদনা ও বিষম অপমানের অনন্ত পসরা মাথায় লইয়া বেলা আড়াই প্রহরের সময় অভুক্ত অবস্থায় কুটুম্ব-গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। দারুণ অপমান ও ক্ষুৎপিপাসায় তাঁহার প্রাণ ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। কন্যা-বিরহে তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি পথে যাইতে যাইতে মনের দুঃখে করুণস্বরে গায়িতে লাগিলেন,—

"তনয়ে তার তারিণি!
ত্রিবিধ তাপে তারা, নিশিদিন হতেছি সারা,
বার বার বৃথা আর কাঁদায়োনা অনিবার,
অধম সন্তানে দুঃখ দিওনাগো জননি॥
সংসার রূপ রাঙ্গা ফলে ভুলিব না আমি আর,
খাইয়ে দেখেছি তার, নাহি যে কোন সুতার,
সে যে পুরিত গরলে, খাইলে কুফল ফলে,
খেলে জ্ঞান হারাই, পাছে তোমায় ভুলে যাই,
মা হয়ে সন্তানে দুঃখ দিওনা দুঃখ নাশিনী॥
আমার আমার ব'লে, মত্ত হই অনিবার,
পিতা মাতা দারা সুত, সকলই ভাবি আমার,
কিন্তু আমি কোন খানে, খুঁজিয়া না পাই ধ্যানে,
দুর্গাপদে আর দুঃখ দিও না নিস্তারিণি॥"

এ গান শেষ হইলে আবার গান ধরিলেন,—

"দেখতে পাব ব'লে হ'য়েছি মা শ্মশানবাসী!
হৃদ্-শ্মশানে আসন রেখে ব'সে আছি দিবানিশি॥
ধোয়াব মা আদর ক'রে,
পা দু'খানি নয়ন-নীরে; (মা)
পূজবো তোরে ভক্তিভরে জবাদলে রাশি রাশি॥
রিপু ছ'টা দেবো বলি,
আনন্দ ধুপ দেবো জ্বালি,
মা মা ব'লে পড়বো ঢলি হয় স্নেহ অভিলাষী॥"

এইরূপ গানের পর গান গায়িতে গায়িতে কি এক মহা ভাবে বিভোর হইয়া আত্মহারা দুর্গাপদ যখন আপন বাটীর চণ্ডীমণ্ডপ দ্বারে আসিয়া মস্তক অবনত করিলেন, ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে পশ্চাৎ হইতে কন্যা উমাসুন্দরী মধুর স্বরে বলিলেন, "বাবা! আমি আসিয়াছি। তুমি বাড়ী ফিরিতেই আমি কাঁদিয়া কাটিয়া বলিয়া কহিয়া পাঁচটি দিনের জন্য ছুটিয়া আসিয়াছি।"

দীর্ঘকাল অন্তে প্রাণাধিকা দুহিতার দর্শনলাভে স্নেহপ্রবণ জনকজননীর করুণ হৃদয় আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অশ্রুমুখী মেনকাদেবী কন্যাকে ক্রোড়ে বসাইয়া এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরের কত সুখ-দুঃখের কথা বলিতে বলিতে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

কন্যার আগমনে দরিদ্রের নিরানন্দপুরী আনন্দ-ঔজ্জ্বল্যে পরিপূর্ণ হইল। সহসা দেবীর মন্দির যেন, এক অভিনব অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিতে দীপ্ত হইয়া উঠিল; মুহূর্ত্তে সে স্নেহ-শীতল স্বর্গীয় জ্যোতি বাড়ীময় ছড়াইয়া পড়িল! উৎসব উল্লাসে দীনের পর্ণকুটীর—দরিদ্রের ক্ষুদ্র ভবন মুখরিত হইয়া উঠিল।

পুরোহিত ব্রাহ্মণ এখনও আসিয়া পঁহুছেন নাই। মায়ের বোধন ও অধিবাসাদি ক্রিয়া কাহাদ্বারা সম্পন্ন করিবেন চিন্তা করিতেছেন, ইতিমধ্যে তাঁহার পূর্ব্ব সুহৃদ সত্যসুন্দর বিদ্যালঙ্কার উপযাচক ভাবে আসিয়া কার্য্যটী সম্পাদন করিয়া দিলেন। ক্রমে শারদ-সপ্তমী-ঊষা উপস্থিত হইল, তথাপি পুরোহিত আসিলেন না। পূজায় বসিবার মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সংবাদ পঁহুছিল, ব্রাহ্মণ আসিবেন না। তিনি বিরুদ্ধপক্ষের চক্রান্তজালে জড়িত হইয়াছেন।

কথাটা শুনিয়া সহসা দুর্গাপদের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, মুহূর্ত্তের জন্য তিনি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়বৎ হইয়া পড়িলেন; তারপর একটুকু প্রকৃতিস্থ হইয়া ভক্তিভরে মধুরস্বরে গান ধরিলেন,—

"শারদ-সপ্তমী-ঊষা গগনেতে প্রকাশিল।
দশদিক্ আলো ক'রে আমার দশভুজা মা আসিল!
কখন আসিবে মেয়ে, ছিলাম তার পথ চেয়ে,
এবে যাই আমি ধেয়ে হৃদিকমল বিকাশিল।
সিংহপৃষ্ঠে ভবরাণী, গুহ-গজানন-বাণী,
সঙ্গে লয়ে নারায়ণী জয়া-বিজয়া আসিল।
পুলকে পূরিল হিয়া, শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া,
চল সখি উলু দিয়া বরণ ক'রে মাকে আনি-গো॥"

দুর্গাপদের সেই আবেগভরা গানটী শেষ হইতে না হইতেই তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার তান্ত্রিকগুরু পরমশাক্ত শিতিকণ্ঠ আগমবাগীশ মহাশয় আসিয়াছেন। তখন তিনি গুরুদেবের চরণতলে লুটিয়া পড়িলেন এবং সমস্ত কথা গুরুপদে নিবেদন করিলেন। আগমবাগীশ মহাশয় তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া ভগবতীর পূজায় বসিয়া গেলেন। শত্রুপক্ষের মুখে চুণকালী পড়িল।

ক্রমে আত্মীয়-কুটুম্ব এবং নিমন্ত্রিত ও অনাহূত কাঙ্গাল-গরীবে রায়-বাটী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রায়-গৃহিণী মেনকাদেবী পূজার আয়োজনে এবং সমাগত ব্যক্তিগণের আদর-অভ্যর্থনা ও তত্ত্বাবধানে বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কন্যা উমাসুন্দরী স্বয়ং স্বহস্তে রাঁধিয়া বাড়িয়া ও পরিবেশন করিয়া সকলকে সযত্নে খাওয়াইতে লাগিলেন। সমাগত ব্যক্তিগণ পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। সকলে একবাক্যে বলিতে লাগিল, এমন রান্না - এমন অমৃতোপম খাদ্য তাহারা জীবনে আর কখনও আহার করেন নাই; উমা-মায়ের আদরের ন্যায় এমন আদর-যত্ন তাহাদিগকে আর কখনও কেহ করেন নাই। কাঙ্গাল-গরীব সব ধনী-গৃহের নিমন্ত্রণ ছাড়িয়া দলে দলে রায়-বাটীতে আসিয়া ভোজন-তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিল। ক্ষুধিতকে অন্নদান করিবার নিমিত্ত রায়-গৃহ সদা উন্মুক্ত,—কন্যা উমাদেবী অন্নপূর্ণার ন্যায় অন্ন-থালা হস্তে অন্ন বিতরণে সদা প্রস্তুত।

দেবীমূর্ত্তি দর্শনেও সকলে শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিল। আনন্দময়ীর মূর্ত্তি যেন আনন্দে উছলিয়া পড়িতেছে; মায়ের মুখের মধুর হাসি রাশি যেন বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িতেছে!—শ্রীমুখে যেন আনন্দ ধরে না। মায়ের মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি যেন গাম্ভীর্য্যে, আনন্দে ঔজ্জ্বল্যে ও মধুরে কি এক অপূর্ব্ব অনিয়মধুর স্বর্গীয় শ্রীই ধারণ করিয়াছে! জীবনে এমনটি যেন কেহ আর কোথাও কখন দেখে নাই!- এমনটি বুঝি আর হয় না! যে এই মাতৃ-মূর্ত্তি দেখিতেছে, সে-ই ভক্তিভরে শির নত করিতেছে,—প্রেম-ভক্তিতে উন্মাদ হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে, অশ্রুপ্লুত মুখে মা, মা, বলিয়া মানবজন্ম সার্থক করিয়া লইতেছে! আর দুর্গাপদ! দুর্গাপদ উন্মাদের ন্যায় কখন হাসিতেছেন, নাচিতেছেন, গাহিতেছেন! তিনি বাহ্যজ্ঞান হীন! কি যেন কি এক মহাভাবে বিভোর হইয়া কলের পুতুলের ন্যায় পরিচালিত হইতেছেন, মাতৃ-হারা শিশু যেন, বহুদিন পর মাকে পাইয়া বিশ্ব ভুলিয়া মাতৃ-ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছেন,—মাতৃ-স্তন্য পানে আত্মহারা হইয়াছেন!

জনরবের শতমুখে শত রূপক কথায় রঞ্জিত হইয়া অতি অল্পকাল মধ্যে এ সংবাদ গ্রামময় প্রচার হইয়া পড়িল। দলে দলে শত্রু, মিত্র, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ, ও অন্ত্যজ জাতি সব রায়-গৃহে আসিয়া সে মাতৃ মূর্ত্তির চরণে ভক্তি-বিস্ময়ে মস্তক অবনত করিল। কতজন অযাচিতভাবে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইল। এইরূপে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজা সম্পন্ন হইল।

নবমীর মহানিশার অবসানে দুর্গাভক্ত দুর্গাপদ যখন মাতৃহারা শিশুর ন্যায় অশ্রু মোচন করিতে করিতে বিসর্জ্জনের ব্যপদেশে কুম্ভস্থিত নির্ম্মল জলে দর্পণনিরঞ্জন করিতে ছিলেন, তখন তাঁহার স্নেহের দুহিতা উমাসুন্দরী পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বাবা! এখন আমি আসি?" দেবী বিসর্জ্জনে তন্ময় পিতা উন্মনারভাবে বলিলেন—"আবার এস মা, কাজের সময় বিরক্ত করিও না।" তখন সকলের অলক্ষিতে কন্যা কোথায় অন্তর্হিতা হইলেন।

সহসা কাল বৈশাখীর প্রবল ঝড়ের ন্যায় বিপুল শব্দে বিশ্ববধির করিয়া বিজয়া দশমীর বিসর্জ্জনের ঢাক গগনভেদী উচ্চ নাদে বাজিয়া উঠিল। ভক্তগণ ভগবতীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি লইয়া ধীরে ধীরে জলে নামিলেন। "জয় মা দুর্গা!" বলিয়া উচ্চ ধ্বনি পূর্ব্বক প্রতিমা বিসর্জ্জনকারীগণ যখন জগদম্বার মৃণ্ময়ী দশভূজা মূর্ত্তির বিসর্জ্জন করিয়া তীরে উঠিলেন। তখন সকলে দেখিল, রায় দুহিতা উমাসুন্দরী দেবী সে বাটীতে নাই। শত জনের শত অনুসন্ধানেও আর তাঁহার দর্শন মিলিল না। কন্যার অদর্শনে তাঁহার স্নেহশীল জনক জননী অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন, শোকে দুঃখে সকলের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। গভীর নিরানন্দের ভিতর আনন্দময়ীর মহাপূজার আনন্দোৎসবের অবসান হইল।

উমার এ অতর্কিত তিরোভাবের কথা যখন কায়েতপাড়ায় জমিদার ভবনে পঁহুছিল, তখন তাঁহারা এ উন্মাদ প্রলাপ বাক্য শ্রবণে হাসিয়া বলিলেন, "এ কিরূপ কথা? বধূমাতা তথায় যাইবেন কেন? আমাদের ঘরের লক্ষ্মী যে সর্ব্বদা ঘরেই আছেন।"

সংবাদ পাইয়া রায়-দম্পতী উন্মাদের ন্যায় বৈবাহিকগৃহে ছুটিয়া যাইয়া তাঁহাদের স্নেহের ধন উমা মাকে বুকে আবরিয়া লইয়া আপনাদের শোক-দগ্ধ-বিরহ-কাতর-প্রাণ শীতল করিলেন। সকলে দেখিল, অশ্রুমুখী মেনকার ক্রোড়ে হাস্যমুখী উমা বসিয়া আছেন!

ঘটনা বৈচিত্রে পাষাণ-কঠোর-প্রাণ জমিদার যার পর নাই মুগ্ধ হইলেন। সহসা নরভূমে বাণ ডাকিল। তিনি সাদরে লাঞ্ছিত বৈবাহিকের পদরেণু শিরে ধারণ করিয়া পবিত্র যজ্ঞ-সূত্র গ্রহণে ধন্য হইলেন। ভক্তবীর দুর্গাপদের দুর্গোৎসব সার্থক হইল।

শ্রীবরদাকান্ত বর্ম্মকবিরত্ন।

শরদ্বর্ণন।

বর্ষা যখন বিদায় নিল'
শ্যামল বাঙ্গলা থেকে।
শরতের শোভা তখনি পাঠা'ল
ফুলবালা দলে ডেকে॥
আহ্বান শুনি গরবী করবী
বিরহিনী বন-বেলা।
তীব্র মদিরা পরাগে ঢাকিয়া
বসিল করিয়া মেলা॥
চম্পক রাণী বসিল আসিয়া
সিংহের আসন পরে।
রূপের গরবে গরবিনীবালা
থাকে অভিমান ভরে॥
শেফালী সুন্দরী মানের জ্বালায়
ত্যজিছে কুসুম সাজ।
নবীন মালতী রূপ গরিমায়
দিয়াছে বিষম লাজ॥
দাদূরী করিছে উলু উলু ধ্বনি
পবন বাজায় শঙ্খ।
কমলে, কুমুদে ভরিয়া উঠিল
আজি সে সরসী-অঙ্ক॥
সমল সায়র অমল হইল
আবিল, ক্লেদ, বারি।
গাহিল আজিকে আহ্বান গীতি
মরাল, সারস সারি॥
বিটপী কাঁপায়ে নলিনী চুমিয়ে
পবন, আসিল ত্বরা।
যুবামন তা'য় মাতিয়া উঠিল
প্রেমেতে পরাণ ভরা॥

আয় তোরা সব, আয় ছুটে আয়
শরত এসেছে দেশে।
সুখের সায়ারে সাঁতারিয়া তোরা
কে যাবিরে সেথা ভেসে॥
মধুর লগনে গগনে পবনে
বাজিছে আহ্বান বাঁশি।
আয় তোরা সব, এশুভ সময়ে
মুখভরা ল'য়ে হাসি॥
আয় তোরা সব, আয় ছুটে আয়,
আয় যত নর-নারী।
জননী আজিকে ঢালিয়া দিবগো
অমিয়া আশীষ বারি॥

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

কায়স্থোপনয়ন।

আশ্বিন মাস উপস্থিত হইয়াছে। দশভূজা দানব-দলনী অসুর বিনাশিনী মা-আমাদের দশপ্রহরণ করে লইয়া তাঁহার প্রিয় সন্তান এবং ভক্তবৃন্দের বিঘ্ন বিনাশনার্থ বৎসরেক পরে আবার বঙ্গে শুভাগমন করিতেছেন। আমরাও সকলে মায়ের চরণারবিন্দ দর্শনার্থ উৎফুল্লনেত্রে অবস্থান করিতেছি। আমাদের পিতা মহাদেব ঈশান ক্ষত্রিয়, "এতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণিন্দ্রো বরুণঃ সোম রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশানঃ" আমাদের মাতা দশভূজা ও ক্ষত্রিয় নগরাজের কন্যা। তাঁহার সন্তান দুইটীর মধ্যে একটী মসীজীবী, অপরটী অসিজীবী, ভগবতী তাঁহার বিশ্বরাজ্য পালন জন্য একটী মসীজীবী এবং অপরটী অসিজীবী সন্তান প্রসব করিয়াছেন। "অসিনা রক্ষণং রাজ্যং মস্যাতৎ স্থাপনয়চ। উভৌ ক্ষত্রধর্ম্মৌ চ ভূমৌ খ্যাত ময়া কিল॥" অর্থাৎ অসি দ্বারা রাজ্য রক্ষা এবং মসীদ্বারা রাজ্য স্থাপন এই দুইটীই ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম। উক্ত দুইটী সন্তানের মধ্যে তাঁহার মসীজীবী সন্তানটী শ্রেষ্ঠ এবং সেই জন্যই

মসীজীবী গণেশের পূজার বিধান অগ্রেই রহিয়াছে। এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়াই বোধ হয় পদ্মপুরাণকার উক্ত পুরাণে মসীজীবী ক্ষত্রিয় কায়স্থকেই শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। "অনেক ব্যবহারস্থাঃ ক্ষত্রিয়া সন্তি তত্র বৈ। তেষামুত্তমতাং যায়াৎ কায়স্থোঽক্ষর জীবকৌ॥" অর্থাৎ বিবিধ বৃত্তি সম্পন্ন ক্ষত্রিয় আছে, তন্মধ্যে অক্ষর-জীবক ক্ষত্রিয় কায়স্থই শ্রেষ্ঠ।

বঙ্গের কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! আমরা ক্ষত্রিয় পিতা এবং ক্ষত্রিয় মাতার সন্তান হইয়া কিনা আজ জঘন্য শূদ্রাচারে কলঙ্কিত। আমাদের বৃত্তি ঠিক থাকা সত্ত্বেও উপবীত বিহীনতা হেতু আচার ভ্রষ্ট। আমরা মায়ের পূজা করিব বলিয়া কতই ধুম ধাম করিতেছি, কত আয়োজন করিতেছি, কিন্তু মা কি আমাদের পূজা গ্রহণ করিবেন? মা কি তাঁহার বিধর্ম্মী সন্তানগণের পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন? যদিও মা ভক্ত-বৎসলা, তাঁহার ভক্ত হইলে তিনি জাতি-নির্ব্বিশেষে তাঁহার বাটীতে পদার্পণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তা বলিয়া তিনি ধর্ম্মভ্রষ্ট সন্তানের পূজা গ্রহণ করেন না। তবে এস ভাই আর কালবিলম্ব না করিয়া আগামী পূজার সময়ে মায়ের সম্মুখে আমাদের অনুষ্ঠিত ব্রাত্য পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সকলেই উপবীতী হইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই, উক্ত সময়ে যিনি যেখানেই থাকুন না কেন, সমবেত হইয়া উপবীত গ্রহণান্তর বহুদিনের শূদ্রত্ব কালিমা বিধৌত করি। ভ্রাতৃগণ! সামান্য ভয়ে ভীত কেন? ঐ যে দেখিতেছ না মা আমাদের সর্ব্বদাই তাঁহার সন্তান এবং ভক্তের বিপদ নাশ করিবার জন্য অসুর বিনাশিনী সশস্ত্র দণ্ডায়মানা, আমরা উপবীত গ্রহণ করিলে মা আমাদের প্রতি পুনঃ প্রসন্ন হইবেন, আবার আমরা তাঁহার সন্তান বলিয়া পূজার অধিকারী হইব। আমরা কুসংস্কারের দাস হইয়া—যজ্ঞ সূত্র গ্রহণ, গায়ত্রী উচ্চারণ আমাদের অনিষ্টের কারণ মনে করিয়াছিলাম, উপবীতী কায়স্থগণ তোমাদের সে ভ্রম বিদূরিত করিয়াছেন। তবে ভাই আর সন্দেহ দোলায় দোদুল্যমান কেন? আমাদের আদিপুরুষ ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্তদেব সর্ব্ববর্ণের নমস্য, এমন কি ব্রাহ্মণগণও তাঁহাকে "ওঁ চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ" বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া হীন শূদ্রের ন্যায় জীবনযাপন করা কায়স্থের পক্ষে অতীব ঘৃণাকর। কায়স্থ ভ্রাতৃবৃন্দ! আর কাল বিলম্ব না করিয়া আসুন আগামী পূজাবকাশে প্রবাসী, অপ্রবাসী, বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলেই উপনয়ন গ্রহণ করিয়া কায়স্থ জাতির শূদ্রত্ব-কলঙ্ক-কালিমা বিধৌত করি "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মো ভয়াবহ" স্বধর্ম্ম পালন করিয়া শ্রীভগবানের শাশ্বতবাণী পালন করি এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদভাজন হই। যতই বিলম্ব করিবে ততই আমাদের কার্য্যে বাধা পড়িবে। কায়স্থগণের এই মাহেন্দ্র সুযোগ

হেলায় না হারাই। "শুভস্য শীঘ্রমশুভস্য কালহরণং" চারিদিকে কত শত বিরোধী দলসৃষ্টি হইয়া ক্ষত বিক্ষত করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহাতেও আমাদিগের কি চৈতন্য হইবে না!

শরীরের কোন একটী স্থান ক্ষত থাকিলে যেমন সর্ব্বাঙ্গেই তাহার যন্ত্রনা অনুভব হয়, তদ্রূপ আমাদের সমাজ শরীরের কোন একটী উচ্চ স্থান ক্ষত অর্থাৎ শূদ্রাচার থাকিলে তাহার বিষময় যন্ত্রনা সকলকেই সমভাবে সহ্য করিতে হইবে, অতএব কায়স্থ-সমাজের ধনী নির্ধনী, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, পণ্ডিত, মূর্খ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া সত্বর পবিত্র কায়স্থ-বংশের কলঙ্ক দূর করিতে যত্নবান হউন। জাতীয় মর্য্যাদা বিহীন মানবের সংসারে বাস করা অপেক্ষা মরণই মঙ্গল। জগতে একতা বিহীন জাতিই সকলের নিকট পদদলিত হয়; আমাদিগকে নির্য্যাতন করিবার জন্য ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণেতর জাতির অনেকেই সশস্ত্র দণ্ডায়মান। এইস্থানে আমরা কি কাপুরুষের ন্যায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত অনুগ্রহ প্রার্থী হইব? আমাদের প্রাচীন বংশ গৌরবের কথা কি বিস্মৃত হইব? বেশীদিনের কথা নয়, কিছু পূর্ব্বের কথা একবার স্মরণ করিলেই দেখিতে পাই,—কায়স্থবংশ গৌরব সেই গণেশ, কন্দর্প, মুকুন্দ, রামচন্দ্র, চাঁদরায়, কেদাররায়, প্রতাপ, লক্ষ্মণ, সীতারাম প্রভৃতি নৃপতি, পলাশীর রণক্ষেত্রে সেনাপতি মোহনলালের বীরত্বের কথা একবার স্মরণ করিলে—দিল্লীশ্বর মোগল সম্রাট আকবরের সেনানায়ক এবং প্রধান সচিব সেই টোডরমল্ল এবং ব্রাজিল রাজ্যের সেনাপতি কর্ণেল সুরেশ যে কায়স্থ বংশে ক্ষত্রিয়-প্রতিভা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন সেই কায়স্থ বংশ শূদ্র কি? ছি—ছি—ছি তাঁহাদেরই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া আজ আমরা নিতান্ত সামান্য বিষয়েও কি না দুর্ব্বলের ন্যায় পশ্চাৎপদ হইতেছি। ভাই সব সিংহশাবক হইয়া এখনও কি জম্বুকের ন্যায় লেজ গুটাইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে বিরত থাকিব? আসুন আমরা ন্যায়, সত্য, ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হই, ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী ভগবতী আমাদের কর্ত্তব্যের সহায় হইবেন; আবার আমাদের বিজয় দুন্দুভি গুরু-গম্ভীর রবে বাজিয়া উঠিবে।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মিত্র বর্ম্মা।

বিদ্যানিধির সম্বন্ধ নির্ণয়।

(৪)

পাঠক মহোদয়গণ! বিদ্যানিধি মহাশয়ের অন্যতম প্রধান সম্বল "কায়স্থকুল-দীপিকা।" ঐ পুস্তকখানি কিরূপ প্রামাণিক এবং কিরূপে জন্ম লাভ করিয়াছে তাহা অবগত হইতে ইচ্ছা করেন কি? নিম্নে তদ্বিবরণ দেওয়া গেল।

পাল রাজ-শাসিত বৌদ্ধাচার বঙ্গদেশের হাওয়ার গুণে আদিশূর আনীত সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পঞ্চকের সন্তানগণ গৌড়ীয় বৌদ্ধাচার অবলম্বী বেদ ও উপবীত ত্যাগী ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া যেমন বেদ ও উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন (১) তেমনই সোপবীতী উপনিবেশী কায়স্থ-সন্তান গৌড়ীয় বৌদ্ধমতাবলম্বী কায়স্থগণের সাহচর্য্যে উপবীতহীন হইলে তাঁহাদের উপবীত হীনতার জন্য রঘুনন্দনপ্রমুখ স্মার্ত্ত ও কুলগ্রন্থ লেখকগণ 'কলিকালে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন অন্য বর্ণ নাই' এই মত প্রচার করেন; কায়স্থগণ ব্রাহ্মণ কবলিত শাস্ত্র গ্রন্থের প্রভাবে এবং আপনাদিগের শাস্ত্র জ্ঞানের সংকীর্ণতা নিবন্ধন বিশেষতঃ জ্ঞাতিবৃন্দ পশ্চিমদেশীয় উপবীতী কায়স্থ হইতে দূরে থাকায় এবং উক্ত প্রদেশে যাতায়াতের অসুবিধা বশতঃ ও ব্রাহ্মণের প্রতি

(১) (ক) "তত্র কলৌ আয়ুপ্রজা উৎসাহশ্রদ্ধাদীনামল্পত্বাৎ উৎকল পাশ্চাত্যাদিভি-র্বেদাধ্যায়নমাত্রং ক্রিয়তে। রাঢ়ীয় বারেন্দ্রৈস্তু অধ্যায়নাদ্বিনা কিয়দেব বেদার্থ কর্ম্ম মীমাংসাদ্বারেণ যজ্ঞে ইতিকর্ত্তব্যতা বিচারঃ ক্রিয়তে।"

(ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব)

(খ) "এক বাপের দুই বেটা দুই দেশে বাস।
বুদ্ধ পাইয়া জাত খাইয়া ক'রল সর্ব্বনাশ॥
পৈতা ছিঁড়িয়া পৈতা চায় বৈদিকে দেয় পাঁতি।
কর্ম্ম খাইয়া ধর্ম্ম পাইল বারেন্দ্র অখ্যাতি॥"

(রাঢ়ী বারেন্দ্র দোষ কারিকা।)

(গ) কায়স্থে হতাজয়ং সূত্রং বৌদ্ধে তু বিপ্রহীনতঃ।
ততঃকালে গতে সর্ব্বে বগলা মন্ত্র-দীক্ষিতঃ॥"

* * * *

"আগমোক্ত বিধানেন পূতাঃ কায়স্থসত্তমা॥"

(রামানন্দ)

(ঘ) "তস্মাদ্বিমূঢ়তাং ত্যক্ত্বা ভ্রষ্টব্রাহ্মণ জাতিতঃ প্রায়শ্চিত্ত মনুষ্ঠেয়মিত্যুক্ত্বাস্তে পরং গুরুং নত্বা প্রায়শ্চিত্ত মেবাশু কৃত্বা শুদ্ধাদ্বৈত সম্মতা সাধুবৃত্তাঃ সৎকর্ম্মস্থা।"

(ডিণ্ডিম টীকা।)

অতিশয় ভক্তি বাহুল্যে আপনাদিগকে শূদ্র মনে করিয়া লইতেন মাত্র। তখনও—সে সময়ও কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বে ব্রাহ্মণগণ অবিশ্বাসী ছিলেন না এবং অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপবীত হীন কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিতেন। সম্মানিত নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার বাজপেয়ী যজ্ঞে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মতানুসারে কায়স্থকে ক্ষত্রিয়ের আসন দান করিয়াছিলেন এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক আবুল্ ফজলের আইন্-ই আক্‌ররীগ্রন্থে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পুনার ব্রাহ্মণগণ, প্রভুকায়স্থগণের উপবীত না দিয়া, তাঁহাদিগের উপবীত লোপ করিবার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং পরবর্ত্তি সময়ের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ শিবাজীর বংশধরগণের উপবীত লোপ করিবার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, হয়ত সেইরূপ কোন কার্য্যের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণকে উপবীতহীন করিয়াছিলেন। কালক্রমে উপবীতের অভাবে কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত এই জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছিল। 'কলিতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত অন্য বর্ণ নাই', এই রঘুনন্দনীমতও দেশ মধ্যে বহুল প্রচারিত হওয়ায় কায়স্থগণও সম্ভবতঃ আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া বুঝিতেন এবং রঘুনন্দন একমাত্র কায়স্থকেই সৎ-শূদ্র বলায়, তাঁহারা ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন। ইংরেজ আমলে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের পর এবং উদার ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের জাতিনির্ব্বিশেষে শিক্ষার গুণে এবং স্বাধীনভাবে সকলে সকল বিষয়ের বিচার করিবার অধিকার লাভ করিয়া সম্ভবতঃ কলিকাতা শোভাবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পৌষ্যপুত্র রাজা গোপীমোহনের পোষ্যপুত্র রদের মোকদ্দমায় পণ্ডিতগণের ব্যবস্থায় সুপ্রীম কোর্টের বিচারে কায়স্থ দ্বিজাতি সাব্যস্ত হওয়ায় (Sir Francis Macnaghten's Consideration on Hindu Law) শিক্ষিত কায়স্থমাত্রেই, কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত ইহা জানিতে পারেন। সমাজের ভ্রম দূর করিবার জন্য—জাতীয় উন্নতির আশায় 'কায়স্থ-হিতার্ণব' ও 'কায়স্থ-কৌস্তুভ' নামক পুস্তকদ্বয় প্রকাশিত হয়। পুস্তকদ্বয় প্রকাশিত হইলে অনেকেই স্বজাতীয় বিবরণ অবগত হইতে পারেন। ঐ সময় নিরপেক্ষ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণও কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রতি বিশ্বাস করিতেন। তৎকালে ভাটপাড়ার মহাত্মা হলধর তর্কচূড়ামণিপ্রমুখ পণ্ডিত প্রধানগণ ১৭৬৮ শকাব্দে (১৮৪৬ খৃঃ অব্দে) আন্দুলাধিপতি রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুরকে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক একখানি ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন। ঐ ব্যবস্থাপত্র বলে উক্ত রাজা বাহাদুর ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিলে, তৎকালকি শাস্ত্রানভিজ্ঞ বৈষয়িক ব্রাহ্মণগণ হিংসাবশেই হউক বা অজ্ঞতা নিবন্ধনই

হউক কায়স্থের উপবীত গ্রহণ অসঙ্গত বলিয়া ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করেন। তখনকার 'সমাচার-চন্দ্রিকা', 'ভাস্কর' ও 'পূর্ণচন্দ্রোদয়' প্রভৃতি পত্রিকায় কায়স্থের উপবীত গ্রহণের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে ব্রাহ্মণগণের তীব্র বাদ প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। ঐ সকল বাদ প্রতিবাদ মধ্যে যেগুলি কায়স্থগণের বিরোধী সেই গুলির সমষ্টিতেই 'কায়স্থকুলদীপিকা' নাম পুস্তকের জন্ম। এহেন অতিমাত্র অপ্রামাণিকগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া যখন বিদ্যানিধি মহাশয় আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন তাঁহার পুস্তকের কায়স্থ বিষয়ক প্রস্তাব যে কতদূর ও কিরূপ বিশ্বাসযোগ্য এবং কেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, তাহা পাঠকগণই অনুধাবন করিবেন!

সম্বন্ধনির্ণয়কার বলেন ঃ—"ইঁহারা (উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ) আপনাদিগকে কান্যকুব্জাগত পঞ্চভৃত্যের অধস্তন স্বীকার না করিয়া, করণ কায়স্থ হইতে ইচ্ছা করেন। তদনুসারে ইঁহারা আপনাদিগকে বর্ণসঙ্কর স্থলে পাতিত করিতেছেন।" এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য যে,—লেখক মহাশয় 'করণ' নাম শুনিয়াই শিহরিয়া উঠিয়াছেন এবং স্থির করিয়াছেন যে, 'করণ' সঙ্কর জাতি। আমাদের বোধ হয়, সম্বনির্ণয়কার সম্বন্ধনির্ণয় করিতে বসিয়া মাত্র বর্ণসঙ্কর 'করণ' জাতির সহিতই পরিচিত হইয়াছেন, নতুবা তিনি করণ নাম শুনিয়াই বর্ণসঙ্কর বুঝিয়া চমকাইবেন কেন? বিদ্যানিধি মহাশয়! আপনি'ত হিন্দু সমাজের জাতিনির্ণয় করিতে বসিয়াছেন, কিন্তু আপনার সহিত কি আর কয়েকটী করণের আদৌ সাক্ষাৎকার লাভ হয় নাই? আমরা দেখিতে পাই—মনু বলিতেছেন ঃ—

"ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ব্রাত্যা ন্নিচ্ছিবিরেবচ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এবচ॥" ১০।২২।

(১) মনু ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তানকে এবং দলিলকে করণ (১৫৪।৮ শ্লোক) বলিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বৈশ্য শূদ্রাগর্ভজাত সন্তানকে কখনও করণ নামে অভিহিত করেন নাই। মনুর সময়েও বৈশ্য শূদ্রাজাত সন্তান ছিল, মনু তাহার কোন নাম করণ না করিয়া ঐ সন্তান বৈশ্যতুল্য এই মাত্র বলিয়াছেন। সুতরাং মনুর মতে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ব্যতীত করণ নামধারী কোন জাতি বা সম্প্রদায় ছিল না।

(২) যাজ্ঞবল্ক্য বলেন ঃ—

"বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাম্নৈব বিধিঃ স্মৃতঃ।" ১।৯২

যাজ্ঞবল্ক্য বৈশ্যশূদ্রাজাত সন্তানকে করণ নামে অভিহিত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য কোথাও কায়স্থ ও করণকে একজাতি বলেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্যে করণ ও কায়স্থ উভয় শব্দই পাওয়া যায় এবং উভয় শব্দ দ্বারা জাতির নাম বুঝা যায়। যাজ্ঞ-

বল্ক্য মনুক্ত মূল চারি জাতিও বর্ণসঙ্করের উৎপত্তির বিষয় বর্ণনা ও তাহাদের নাম 'করণ' করিয়াছেন। কায়স্থের উৎপত্তির বিষয় কিছুই উল্লেখ করেন নাই বা কায়স্থকে সঙ্করবর্ণ বলিয়া বর্ণনা করেন নাই। পরন্তু ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান হইতে মনুর মতে যে এক করণ জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার নাম গন্ধও যাজ্ঞবল্ক্যে নাই। ব্রাত্য ক্ষত্রিয়—"করণের" পরিবর্ত্তে "কায়স্থ" নামক জাতির উল্লেখ আছে। মনুর 'করণ' ও যাজ্ঞবল্ক্যের 'কায়স্থ' দুইটীকে বাদ দিয়া মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য তুলনা করিলে সঙ্কর ও মূল জাতি সকল মিলিয়া যায়। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে মনুর ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় 'করণ' যাজ্ঞবল্ক্যের 'কায়স্থ';

(৩) "ক্ষত্রিয়াৎ বৈশ্যকন্যায়াং করণমিতি।
শূদ্রায়াং বিশ উৎপন্নঃ সমুদ্রোনাম জায়তে॥" ২২ অঃ। আশ্বঃ

(৪ "ধৃতরাষ্ট্রং মহারাজং বৈশ্যা পর্য্যাচরৎ কিল।
তস্মিন্ সম্বৎসরে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্রান্মমহাশয়া॥
যজ্ঞে ধীমাংস্ততস্তস্মাৎ যুযুৎষুঃ করণোনৃপ॥"

ভারত ১।১১৫।৪২—৪৩।

(৫) "শূদ্রায়াং বৈ সুতং জজ্ঞে করণো বর্ণসঙ্করঃ।

বৃহৎধর্ম্ম পুরাণ উত্তর খণ্ড ৯।৩৯ অঃ

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে করণ জাতির উৎপত্তি।

মহাভারত ও আশ্বালায়ন মতে ক্ষত্রিয় বৈশ্যা জাত সন্তান করণ সুতরাং আমরা চারিপ্রকার করণের উল্লেখ দেখিতে পাই।

শাস্ত্রমতে শ্রুতির প্রমাণ স্মৃতির প্রমাণ অপেক্ষা প্রবল। স্মৃতির প্রমাণ পুরাণ উপপুরাণের প্রমাণ অপেক্ষা বলবৎ। এবং স্মৃতির মধ্যে মনুর প্রমাণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য।

এখন আমরা বিদ্যানিধি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, তিনি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজকে কোন্ করণ বলিতে চাহেন? "করণ', শব্দ শুনিয়াই তিনি যে সঙ্কর-করণ বুঝিয়াছেন ও তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বস্তুতই দুঃখের ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। যাহা হউক এসম্বন্ধে আর আমরা অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া বিদ্যানিধি মহাশয় ও কায়স্থ বিদ্বেষীগণকে ১৩১৬ সালের ফাল্গুন সংখ্যা কায়স্থ পত্রিকায় প্রকাশিত মল্লিখিত "কায়স্থ ও করণ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ঐ প্রবন্ধে আমরা প্রমাণিত করিয়াছি যে, কায়স্থের যে করণ আখ্যা প্রচলিত দেখা যায়, উহা মনুক্ত ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের নামান্তর। মনু সংহিতায় "করণ" শব্দে দলিল

...ও লিখিত হইয়াছে (১৫৪।৮) সম্ভবতঃ ব্রাত্য ক্ষত্রিয়গণ রাজ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দলিলাদি লিখিতেন বলিয়া মনু ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের নাম "করণ" রাখিয়াছেন। মনুর সময়ে বৈশ্যা গর্ভসম্ভূত সঙ্করবর্ণও ছিল,কিন্তু মনু তাহার করণ সংজ্ঞা দেন নাই। ব্রাত্যক্ষত্রিয় "করণ" রাজার অতি বিশ্বাসের পাত্র এবং উচ্চপদস্থ তাঁহারা রাজাকে অর্থ সংগ্রহ ও রাজ্যের আয় ব্যয় বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন। সুতরাং কায়স্থ জাতিকে "করণ" বলিতে যাহারা বর্ণসঙ্কর বুঝিয়া থাকে, তাহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। রাজসাহীর বিখ্যাত উকিল, প্রসিদ্ধ বক্তা, খ্যাতনামা ঐতিহাসিক, স্বনামধন্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় সে দিনও "গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দী" শীর্ষক প্রবন্ধে নন্দী মহাশয়ের জাতি নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন, ইনি ব্রাত্যক্ষত্রিয় সন্তান—করণ কায়স্থ।

সম্বন্ধনির্ণয়িকার উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণকে নামান্তে 'দাস' শব্দ ব্যবহার করিতে না দেখিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং পুনঃ পুনঃ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন ও স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে কায়স্থগণকে "দাস শব্দ নিকৃষ্ট উপাধি নহে, প্রত্যুত উহা আদিবংশে পরিশুদ্ধির সম্পূর্ণ পরিচায়ক" বলিয়া প্রলোভন দিতেও ত্রুটী করেন নাই। তাঁহার এই উক্তি যে কত দূর প্রামাণ্য ও কায়স্থগণ যে তাঁহার এই উক্তিতে কত দূর বিশ্বাসবান হইবেন, তাহা পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন। উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ কোন দিনই নামান্তে 'দাস' শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তবে ব্রাহ্মণ-ভক্তির আতিশয্য নিবন্ধন দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থগণ দাস শব্দ ব্যবহার করিতেন। ইহাতে কি ঐ দুই সম্প্রদায় শূদ্র হইয়া গিয়াছে? দাস শব্দ যদি শূদ্রত্ব বোধকই হয়, তবে বোধ হয় আজকাল বাঙ্গলা দেশে—বিশেষতঃ বিদ্যানিধি মহাশয়ের দেশে শূদ্র নাই; কারণ কোন প্রকৃত শূদ্রই'ত নামান্তে 'দাস' শব্দ ব্যবহার করিয়া বিদ্যানিধি মহাশয়ের সন্তোষ বিধান করে না। আর দক্ষিণরাঢ়ীয়গণ ভক্তিবশে স্বস্ব গুরুর নিকট 'দাস' শব্দ ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া শূদ্র হইয়া গিয়াছে। বলিহারী যুক্তি! যখন দেখিতেছি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট শূদ্রগণ 'দাস' শব্দ ব্যহার করে না, অথচ কায়স্থগণ 'দাস' শব্দ ব্যবহার করেন, তখন আমরা বলিব নিশ্চয়ই কায়স্থগণ শূদ্র নহেন; কেবল ভক্তিবশেই ব্রাহ্মণের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তি বশতঃ 'দাস' শব্দ ব্যবহার করিলেই যদি বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে কায়স্থগণ শূদ্র হয়েন, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা করিয়া শূদ্র হইয়া গিয়াছেন? দাসের জাতি কায়স্থ দাসত্বে থাকিয়া দাতা হয়, দান করে, যজ্ঞ করে, সে যজ্ঞ আবার সাগ্নিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়, সে দান আবার সে কালের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সাগ্নিক ক্ষেত্রে

ব্রাহ্মণগণ হাত পাতিয়া হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন (এখনও করিতেছেন); এরূপ গুণ ও জ্ঞান সম্পন্ন ভৃত্য বা শূদ্রগণ কিরূপ ভৃত্য বা শূদ্র তাহা আর কাহারও বুঝিতে বাকি নাই! ঈর্ষাবশে বলুন বা না বলুন - প্রকাশ করুন বা না করুন, বিদ্যানিধি মহাশয় যে মনে মনে বুঝেন সে পক্ষে সংশয় নাই। বিদ্যানিধি মহাশয়! 'দাস' শব্দই যদি কায়স্থগণকে শূদ্রত্বে অবনমিত করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ শব্দ ব্যবহারকারী বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয়গণই না হয় শূদ্র হইলেন কিন্তু একই মূল পুরুষের বংশধর—যাঁহারা কোন দিনই নামান্তে 'দাস' শব্দ ব্যবহার করেন নাই, সেই বারেন্দ্র ও উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণ কোন্ জাতীয় বা বর্ণীয় বলিয়া নির্ণীত হইবেন?

রাজা বল্লালসেনদেব পুরুষোত্তম দত্তকে বিনয় হীন দেখিয়া নিষ্কুল ও ঘোষ, বসু, মিত্রকে আচার বিনয় বিদ্যাদি নবগুণে বিভূষিত দেখিয়া কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করেন। তখনও কি শূদ্রের বিদ্যায় অধিকার ছিল? তখনও কি শূদ্রের শাস্ত্র পাঠে অধিকার ছিল? তখনও কি শূদ্রের তপস্যাধিকার ছিল? এখন না হয় সংস্কৃত কলেজ হইছে, তাই সব জাতি লেখা পড়া শিখিয়া "নিখিলশাস্ত্রবিদ্যোত্তম" হইতে পারে, কিন্তু তখন তাহা ছিল না। সুতরাং বিদ্যানিধি মহাশয় কোন্ প্রমাণে কায়স্থকে শূদ্র বলেন, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। বুঝাইয়া দিলে ভাল হয়। আমরা আর একটী কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না; জিজ্ঞাস্য এই যে, বিদ্যানিধি মহাশয়ত কায়স্থকেও শূদ্র বা ভৃত্য বানাইয়াছেন, কিন্তু বহু বৎসর পূর্ব্বে বল্লালসেন কায়স্থকে ব্রাহ্মণের ন্যায় কুললক্ষণ সম্পন্ন দেখিয়া কৌলীন্য মর্য্যাদা দিয়াছিলেন কেমন করিয়া? মহারাজ বল্লালসেন কি মূর্খ ছিলেন? তাঁহার সভায় কি পণ্ডিত শূন্য ছিল? না তিনি গুণের বিচার না করিয়াই কায়স্থকে কুলীন করিয়াছিলেন? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে বিদ্যানিধি মহাশয় স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ব্রহ্মণেরা যেরূপ আচার বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপঃ ও দান এই নবগুণে কৌলীন্য লাভ করিয়াছিলেন, কায়স্থগণও ঐ সকল গুণে গুণবান বলিয়াই কৌলীন্য লাভের অধিকারী হইয়াছিলেন। সুতরাং অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ব্রাহ্মণের ন্যায় কায়স্থেরও ঐ সকল গুণ বিদ্যমান ছিল। যদি কায়স্থগণ শূদ্র হইত তাহা হইলে উল্লিখিত গুণগুলি কি কায়স্থদিগের থাকা সম্ভব হইত? কাজেই আমাদের বলিতে হইতেছে, রাজা বল্লালসেনের সময়েও কায়স্থকে এতদূর অধঃপাতিত করিবার ষড়যন্ত্র হয় নাই। অতঃপর এ সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় কি বলেন শুনিবার জন্য আমরা উৎকর্ণ রহিলাম।

কোন কোন কায়স্থকে 'দাস' শব্দ ব্যবহার করিতে দেখিয়া সম্বন্ধ নির্ণয় লেখক

তাঁহাদিগকে শূদ্র বিবেচনা করেন এবং তাহা প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। আমরা নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির প্রতি সসম্ভ্রমে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।—

"দয়া চ সর্ব্বভূতে চ দৃঢ়াভক্তিশ্চ কেশবে।
বিপ্রসেবা ক্রতুপূর্ব্বং এতদ্দাসস্য লক্ষণম্॥"

অস্যার্থ ঃ—সর্ব্বভূতেষু স্থাবর জঙ্গম প্রাণী মাত্রেষু তুলসী অশ্বত্থ বৃক্ষাদি প্রতিষ্ঠয়া উদ্যানাদিকং কৃত্বা চ গবাশ্ব প্রাণীনাং প্রতিপালনাং আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু ইতি জ্ঞানং সমীচীনং বা, ভগবতে হৃষিকেশে কেশবে দৃঢ়ভক্তি অনন্যশরণং ভূত্বা 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজেতি' মত্বা সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈঃ শ্রীকৃষ্ণানুশীলনং কৃত্বা ভক্তেতি, ক্রতুপূর্ব্বং দেবপিতৃঋষিভূত নৃযজ্ঞাদিকং কৃত্বাচ অগ্নিহোত্র বাজপেয়াদি যজ্ঞহোমাদিকং কৃত্বা বিপ্রসেবা—বেদজ্ঞান স্বধর্ম্মনিরতান্ ব্রাহ্মণান্ ষোড়শাদি দানৈঃ বৃত্তিংশ্চ দত্ত্বা পরিপার্লয়েদ্বা তেষাং চরণশরণং কৃত্বা গুরুভক্তিং প্রদর্শয়তি এতৎ দাসস্য—দাসোপাধের্ল্লক্ষণং কেবল চিত্রগুপ্তবংশজাতানাং মসীজীবিক্ষত্রিয়ানাং যোগরূঢ়ী পদবাচ্যে প্রযোজ্যং, নতু শূদ্রত্বেদং বর্ত্ততে।" ইতি স্মার্ত্ত নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞ। অপিচ—

"ধনধান্য সদাব্রতং শীলবান বিনতিস্তথা।
শান্ত দান্তং সর্ব্বকার্য্যে এতদ্দাসস্য লক্ষণম্॥
শূদ্রত্বং বিপ্রদাসত্বং নৈব তুল্যং কদাচনঃ।
ভক্তিং কৃত্বা দ্বিজো বিপ্রে শূদ্রত্বং কিমবাপ্নুয়াৎ।"

অর্থাৎ শূদ্রত্ব ও বিপ্রদাসত্ব এক নহে।

নারদ উবাচ ঃ—

"ধন্যস্ত্বং সুরথো ধন্যঃ শৈবস্তংহি শিবঃ স্বয়ম্।
শাক্তস্তংহি স্বয়ং শক্তির্বিষ্ণুস্ত্বং বৈষ্ণবোত্তমঃ॥
তদানীং পূজন যোগাদস্য ত্বং বৈষ্ণবাগ্রণী।
অদ্য মে সফলং জন্ম তব দর্শন মাত্রতঃ॥"

সুরথ উবাচ ঃ—

"দাসোহস্মি তব বিপ্রেন্দ্র মনো মে দূরতে সদাঃ।
ত্বমেব সংশয়চ্ছেত্তা সংশয় ছিদ্ধি মে দ্বিজঃ॥"

ক্ষত্রিয় রাজা সুরথ এই যে নারদের নিকট "দাসোহস্মি তব বিপ্রেন্দ্র" বলিয়া ব্রাহ্মণ ভক্তি ও বিনয় বহুলতা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে কি কেহ তাঁহাকে নারদ ঋষির সামান্য ভৃত্য বলিতে সাহস করেন?

"অত্যুগ্রা বিপ্রভক্তিশ্চ কায়স্থানাং সনাতনী।
অয়ং ক্ষত্রোচিতো ধর্ম্ম যেন ক্ষত্রো মহীয়তে॥"

অর্থাৎ অতিশয় বিপ্রভক্তিই কায়স্থের ধর্ম্ম।

পাঠক মহোদয়গণ বিশেষতঃ বিদ্যানিধি মহাশয় দেখিবেন যে, উল্লিখিত শ্লোকগুলিতে 'দাস' শব্দের কিরূপ অর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে। যে সকল ব্রাহ্মণ কোন কোন কায়স্থকে 'দাস' শব্দ ব্যবহার করিতে দেখিয়া শূদ্র বলেন, তাঁহারা কিরূপ ভ্রান্ত এবং কিরূপ কায়স্থ-বিদ্বেষী তাহা সাধারণের বিবেচ্য।

ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায়, রৈক্ক ঋষি বালাকি নামক জনৈক ক্ষত্রিয় রাজাকে শূদ্র বলিয়াছিলেন। ব্যাখ্যাকারেরা বলিয়াছেন, বিদ্যাধিকার না থাকায়, জ্ঞানহীন অর্থে রাজা শূদ্র পদবাচী, এই শূদ্র শব্দ জাতিবাচক নহে। বালাকি আপনার অজ্ঞতাজনিত মনঃকষ্ট নিবারণার্থ রৈক্ক ঋষির নিকট আসিয়াছিলেন, রৈক্ক তাঁহার আগমন উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া রাজাকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। "শুচাং দ্রবণাৎ শূদ্রঃ"। এখানে যদি বিদ্যাধিকার নাই বলিয়া শূদ্র শব্দের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে এখানেও না হয় "মহারাজ বীরসিংহ কর্ত্তৃক দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া অথবা দেবদর্শনের উৎকণ্ঠায় আমরা আপনার রাজ্যে আসিয়াছি" এইরূপ গৌণার্থ কল্পনা করিয়া শূদ্র শব্দের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করার দোষ কি? অপর কায়স্থদ্বেষীগণ যে শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া কায়স্থকে ভৃত্য বলেন, সেই শ্লোকের শেষ চরণটি পাঠ করিলেই সকল গোল মিটিয়া যায়। দত্ত বড় তেজস্বী, তিনি সঙ্গী ঘোষজ বসুজকে ভাট কর্ত্তৃক "ভৃত্য হইয়া বঙ্গে আসিয়াছেন" বলিতে শুনিয়া সদর্পে বলিয়া উঠিলেন, "এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোহস্মি তবালয়ে"। কায়স্থ দত্ত যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন, অপর ৪ জন কায়স্থও যে সেই উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন, তাহাত আর সন্দেহ নাই। ৪ জন ব্রাহ্মণের ৪ জন কায়স্থ শিষ্য বা যজমান ছিলেন, তাঁহারা স্ব স্ব গুরু বা পুরোহিতের রক্ষাকল্পে সহগামী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেইজন্যই রাজা ৫ জন ব্রাহ্মণের সহিত ৫ জন কায়স্থ রক্ষক পাঠাইয়াছিলেন। এই সকল কায়স্থ যে যোদ্ধার বেশে এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাহাও ঘটক কারিকায় পাওয়া যায়।

সম্বন্ধ-নির্ণয়কার কায়স্থকে দাস বা ভৃত্য বলিয়াছেন। কায়স্থ শূদ্র হইলে কায়স্থ সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে নিম্নলিখিত শ্লোকটী দেখিতে পাই কেন?

বৈষ্ণবাঃ দানশীলশ্চ পিতৃযজ্ঞপরায়ণাঃ।
সুধিয় সর্ব্বশাস্ত্রেষু কাব্যালঙ্কারবোধকাঃ॥
পোষ্টারো নিজবর্গানাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ॥"

এই শ্লোকটি পাঠ করিলে বাতুল অথবা বিদ্বেষী ভিন্ন কেহই কায়স্থকে শূদ্র বলিতে পারে না। যে শূদ্র বৈষ্ণব হয়, দানশীল হয়, পিতৃযজ্ঞ পরায়ণ হয়, সুধী হয়, সর্ব্বশাস্ত্র ও কাব্য অলঙ্কার বোদ্ধা হয়, আত্মীয় স্বজনগণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালক হয়, সে শূদ্র—সে কোন্ শাস্ত্রসম্মত শূদ্র, তাহা বিদ্যানিধি মহাশয় মনে বুঝিয়া দেখিবেন। আবার ব্রাহ্মণের কি শূদ্রের দান লওয়া সম্ভব? উল্লিখিত শ্লোকে 'পোষ্টারো' কথাটি থাকাতেই আমরা বুঝিতেছি, ভবিষ্যপুরাণ রচিত হইবার সময়েও কায়স্থকে শূদ্র বলিবার সাহস কাহারও ছিল না এবং তখন সকল ব্রাহ্মণই কায়স্থের দান লইয়া পুষ্ট হইতেন। শূদ্রের কোনরূপ দান লওয়া শাস্ত্র নিষিদ্ধ। সুতরাং বিদ্যানিধি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যাঁহাদের বংশধর, তাঁহারা যাঁহার দান লইয়া (অবশ্য ভবিষ্যপুরাণ মতে) পুষ্ট হইতেন সে দান কাহার? শূদ্রের না কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের?

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বর্ম্ম ঘোষচৌধুরী।

অষ্টমনীষার নন্দী।

বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কাশ্যপগোত্রীয় ভৃগুনন্দীর সিদ্ধবংশে তাঁহার পুত্র শ্রীকানু ও মাধব অত্যন্ত গুণবান্ ও কৃতী ছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীকানুর অধস্তন কোন এক মহাত্মা অষ্টমনীষা সমাজে বাস গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্বনিবাস পোতাজিয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অষ্টমনীষা গ্রামে বসতি করেন; এ সম্বন্ধে যদু নন্দনের ঢাকুরে এইরূপ বিবরণ লিখিত আছে;—

"ভৃগুনন্দী সুত,
অতি গুণযুত
শ্রীকানু মাধব নাম।
বল্লাল ছাড়িয়া,
গেলা পোতাজিয়া,
সমাজ বসতি গ্রাম॥
কানুর সন্তান
তিন যোগ্যবান
কেহ অষ্টমনীষা গেলা।"

উক্ত ঢাকুর গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভৃগুনন্দীর পুত্রগণ মধ্যে মাধবের বংশে মহাত্মা গোপীকান্ত রায় জন্ম গ্রহণ করিয়া তৎকুল পবিত্র করিয়াছিলেন;—

"প্রধান সমাজ মধ্যে অষ্টমনীষা গ্রাম।
উত্তম ক্রিয়াতে ব্যাখ্যা হইল প্রধান॥
সর্ব্ববিদ্যা নিপুণতা সর্ব্বাদরণীয়।
অসীম অনন্ত গুণে কেহ তুল্য নয়॥
যবে মানসিংহ রাজা বাঙ্গলাতে আইলা।
জানিয়া উত্তম বংশ সম্মান করিলা॥
কানুনগু দপ্তর শ্রেষ্ঠ বাঙ্গলাতে হয়।
সে দপ্তরে চাকুরি করিলা গোপীকান্ত রায়॥"

(যদুনন্দন কৃত ঢাকুর)

উক্ত বংশের গোপীকান্ত রায় কানুনগো হইয়া 'নিয়োগী' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তদ্বংশীয় সুবুদ্ধি ও কমলরাম "খাঁ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অষ্টমনীষার আবাস-গৃহ করতোয়া নদীর খরস্রোতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া মাঠিয়াদহের উৎপত্তি হইয়াছে। সুবুদ্ধি ও কমল খাঁ অষ্টমনীষাগ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহারা যে যে স্থানে বসতি করিয়াছিলেন, ঐ ঐ স্থান তাঁহাদের নামানুসারে 'সুবুদ্ধিমরিচ' ও 'কমলমরিচ' নামক পল্লীদ্বয় বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাদের নামের সাক্ষ্য প্রমাণ করিতেছে। (কায়স্থ-পত্রিকা ১৩১০—২য় বর্ষ=১৯৭ পৃষ্ঠা) কালক্রমে করতোয়া নদীর স্রোত বদ্ধ হইয়া ঐ স্থানগুলি অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় তথা হইতে অনেকে মৃত্যু ভয়ে স্থানান্তরে গমন করেন। ঐ সময়ে সুবুদ্ধি খাঁর বংশধরগণ পুনরায় অষ্টমনীষা গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন ও কমলখাঁর বংশধরেরা মইদামদিঘী প্রভৃতি গ্রামে বসতি করেন। (কায়স্থ-সংহিতা ৯৬ পৃঃ।)

এই কমলখাঁর বংশে গৌরকিশোররায় নবাবী আমলের শেষে ও ইংরেজ রাজত্বের প্রথমাবস্থায় মুন্সেফি পদে নিযুক্ত থাকিয়া সুযশের সহিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র চৈতন্যপ্রসাদ রায় রাজসাহী দেওয়ানী আদালতে খ্যাতনামা উকীল ছিলেন, তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক সদাশয় বৈষ্ণব ধর্ম্মানুরক্ত সুনায়ক ব্যক্তি কদাচিৎ দৃষ্টি গোচর হয়। তাঁহার প্রবর্ত্তিত নানাপ্রকার সদনুষ্ঠান ক্রিয়াদি তাঁহার সুযোগ্য পুত্রপৌত্র রমেশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক অদ্যাপি সংরক্ষিত ও পরিচালিত হইতেছে। বর্ত্তমান বন্ধু এই বংশীয় গৌরগোপাল রায় বগুড়ার সুপ্রসিদ্ধ নবাব সৈয়দ আব্দুচ্ছোবহান সাহেবের দেওয়ান পদে বহুকাল যাবত নিযুক্ত থাকিয়া অতিশয় দক্ষতা ও

যশের সহিত কার্য্য করিতেছেন। গৌরগোপাল রায় মহাশয় স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহিত বগুড়ার শিববাটী নামক পল্লীতে বাস করিতেছেনে। তিনি নবাব সরকারের প্রধানতম সচিব হইলেও উক্ত জেলার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের সভ্য, মিউনিসিপাল কমিশনর ও জেলখানার পরিদর্শক প্রভৃতি কার্য্যও দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। ইনি এই প্রকার রাজসেবা দ্বারা সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ও পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেকের সময় দুইবার 'সার্টিফিকেট অব্ অনার' পাইয়াছেন।

মহাত্মা সুবুদ্ধিখাঁ ও কমলরাম খাঁ এই উভয় ভ্রাতার ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন কতিপয় ব্যক্তির নাম আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই; কিন্তু উভয় ভ্রাতার পুত্রগণই যে "রায়রাঞা" হইয়াছিলেন এবং তাহা হইতেই যে এই উভয়ের বংশধরগণ বর্ত্তমানকালে 'রায়' উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন, কায়স্থসংহিতা হইতে আমরা তদ্বিবরণ সংগ্রহণ করিতে পারিয়াছি। অতএব এইস্থলে আমরা অষ্টমনীষার প্রসিদ্ধ সুবুদ্ধিখাঁর কুলদীপক **বলরাম রায়ের** বংশাবলীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া পরে মহামান্যমান, কমলরাম খাঁর বংশতিলক **কানুরাম রায়ের*** বংশবিবরণ বিবৃতি করিব।

১। **বলরাম রায়।**
২। রামজীবন।
২। পিরিতরাম।
৩। রামচন্দ্র।
৩। জয়গোপাল।
৩। কৃষ্ণকিশোর।

—

৩। রামচন্দ্র।
৪। বিষ্ণুরাম।
৫। গঙ্গানারায়ণ।
৬। রাজনারায়ণ।
৭। নিমাইচন্দ্র।†
৮। নীলমাধব।
(বিঃ চণ্ডীপুরের বাজুরসের চাকী বংশীয় গিরিধর মজুমদারের কন্যা)
৮। বিনোদবিহারী।
(বিঃ ধরমপুরের নবদ্বীপচন্দ্র চৌধুরীর কন্যা)

—

৩। জয়গোপাল।
৪। রামনাথ।
৫। মথুরানাথ।
৬। গোপীনাথ।
৭। শ্রীশনাথ।‡
(বিঃ রামনগরের, বাজুরসের চাকীবংশীয় যাদবচন্দ্র রায়ের কন্যা)
৮। সৌরেন্দ্র।

* ২৫৫ পৃষ্ঠায় প্রথম কলম দেখ।

† ইঁহার প্রথমেই দুই কন্যা হয়। প্রথমা কন্যা রামনগরের গৌরচন্দ্র রায় এবং দ্বিতীয়া কন্যা রায়কালীর কৃষ্ণসুন্দর চৌধুরীর সহিত বিবাহ হয়।

‡ ইঁহার এক কন্যা চিথলিয়ার চন্দ্রনাথ চাকী রায়ের সহিত বিবাহ হয়।

৩। কৃষ্ণকিশোর।
৪। গৌরকিশোর।
৫। চৈনন্যপ্রসাদ।*
(বিঃ রামনগর বাজুরসেরচাকী বংশীয় রাজকিশোর রায়ের কন্যা)
৬। যাদবচন্দ্র।
(বিঃ সাধুখালীর দাস বংশের পাবনা নিবাসী গোকুলচন্দ্র সরকারের কন্যা)
৭। গৌরাঙ্গচন্দ্র।†
(তিন বিবাহ)
৮। রমেশচন্দ্র।
(বিঃ সবজজ প্রমোদকৃষ্ণ সিংহ দুহিতা)।
৮। জ্যোতিষচন্দ্র।
(বিঃ পোতাজিয়ার প্যারীলাল রায় দুহিতা)।

—

৮। রমেশচন্দ্র।‡
৯। গঙ্গাপ্রসাদ।

—

১। **কানুরাম রায়।**
২। রামরাম।
২। রামগোপাল।

—

২। রামরাম।
৩। দেবীপ্রসাদ।
৪। বলরাম।
৪। স্বরূপচন্দ্র।

—

৪। বলরাম।
৫। বিপিনচন্দ্র।
৬। আশুতোষ।
(বিঃ সাধুখালীর সতীশচন্দ্র দাস সরকারের কন্যা)

—

৪। স্বরূপচন্দ্র।
৫। শিবচন্দ্র।
(নিবাস ময়দাম দিঘী। ইহাঁর তিন বিবাহ; ১ম বিঃ বাহাদুরপুরের চাকীবংশে। ২য় বিঃ নলছিয়া, শৈলকুপায় নাগ বংশে। ৩য় বিঃ ঐ বংশীয় হরিচরণ রায়ের কন্যা)
৬। গোপালচন্দ্র।
(বিঃ অষ্টমনীষা, সরিষার চাকী বংশীয় রাধাবিনোদ রায়ের কন্যা)
৬। গোবিন্দচন্দ্র।
(বিঃ টেপার রায় সারদামোহন চৌধুরীর পৌত্রী)
৬। মকুন্দচন্দ্র।
(বিঃ ঐ সারদাবাবুর পৌত্রী)

* ইঁহার তিন কন্যা (১) রাধাসুন্দরী, বিঃ মেদবাড়ীর বাজুরসের চাকী বংশে (২) ব্রজসুন্দরী। বিঃ দুর্লভপুরের চাকীবংশীয় গোকুলচন্দ্র মল্লিকের সহিত (৩) ক্ষেত্রমণি, বিঃ দুর্লভপুরের চাকী বংশীয় আনন্দমোহন মল্লিকের সহিত।

† ইঁহার দুই কন্যা। প্রথমা কন্যা বিবাহ ঢাকচোরের ঈশানচন্দ্র রায় সুত; দ্বিতীয়া কন্যা বিবাহ টেপার বিদ্যোৎসাহী জমিদার রায় অন্নদামোহন চৌধুরীর পুত্র।

‡ ইঁহার কন্যার বিবাহ বহরমপুরের রাধাবল্লভ রায়ের পুত্রের সহিত।

৬। মধুসূদন।

—

৬। গোপালচন্দ্র।*

৭। শরচ্চন্দ্র।

(বিঃ বহরমপুরের রাধাবল্লভ চাকীরায় দুহিতা)

৭। হরিপদ।

৭। রমাপদ।

—

২। রামগোপাল।

৩। ব্রজকিশোর।

৪। সুন্দররাম।

(বিঃ প্রথম, সালগড়ীয়া পরেশ পাথরের দাস বংশীয় কন্দর্পনারায়ণর রায়ের কন্যা। (২য়) রঘুনাথপুরের চাকীবংশীয় রাজনাথ রায়ের কন্যা)

৫। রামনৃসিংহ।†

সাং ময়দামদিঘী (বগুড়া)

(বিঃ পোতাজিয়া নিবাসী বাঁকীর দাস বংশীয় ভুবনমোহন চৌধুরীর কন্যা)

৬। কৃষ্ণগোপাল।

(বিঃ দোহারি নিবাসী বজ্রযোগিনীর দাসবংশে গৌরচন্দ্র চৌধুরীর কন্যা)

৬। হরিগোপাল।

৬। গৌরগোপাল।

৬। গিরিগোপাল।

—

৬। কৃষ্ণগোপাল।‡

৭। রমণীমোহন।

(বিঃ রামনগরের শ্যামসুন্দর চাকী রায় দুহিতা)

৭। মোহিনীমোহন।

(বিঃ কেচুয়াডাঙ্গার নিকুঞ্জবল্লভ চাকী রায় সুতা।)

—

৭। রমণীমোহন।

৮। আশুতোষ।

—

৭। মোহিনীমোহন।

৮। মনুজমোহন।

—

৬। হরিগোপাল।

(ইঁহার দুই বিবাহ। প্রথম মৌরট্টের চাকী বংশে, ২য় সরিষার চাকীবংশে, পূর্ব্ব দেউলিয়ার আনন্দনাথ রায় সুতা)

৭। সুরেন্দ্রনাথ।§

(বিঃ বাজুরসের চাকীবংশে, রামনগরের গৌরাঙ্গচন্দ্র রায় দুহিতা)

৬। গৌরগোপাল।*

(ইঁহার দুই বিবাহ। প্রথম বিঃ শৈলকুপা নাগবংশে, বাগদুলীতে; দ্বিতীয়বারে কাকিনার গৌরসুন্দর রায়ের কন্যার পাণিপীড়ন করেন।)

৭। নগেন্দ্রনাথ।

(বিঃ সাধুখালীর দাসবংশে, পাবনার সতীশচন্দ্র সরকার সুতা)

৭। উপেন্দ্রনাথ।

(বিঃ দুর্লভপুরের চাকীবংশে; মৌরট্টের রায়বাহাদুর পূর্ণচন্দ্রমৌলিক এম-এ সুতা)

—

৭। নগেন্দ্রনাথ।

৮। নীরেন্দ্রনাথ।

৮। বেলারাণী। (কন্যা)

—

৭। উপেন্দ্রনাথ।

৮। জ্যোতির্ম্ময়।

৮। অনামিকা। (কন্যা)

—

৬। গিরিগোপাল।†

(বিঃ সরিষার চাকীবংশে পূর্ব্ব দেউলিয়া নিবাসী কৃষ্ণকিশোর রায়ের কন্যা)

৭। পূর্ণচন্দ্র।

(বিঃ বাজুরসের চাকীবংশে; চিথলিয়া নিবাসী চন্দ্রনাথ রায় সুতা)

৮। কালীপদ।

—

শ্রীনীলমাধব রায়।

* ইঁহার কন্যা রামনগরের হেমচন্দ্র চাকী রায় এম-এ বিবাহ করেন।

† ইঁহার কন্যা পূর্ব্ব দেউলিয়ার জগবন্ধু চাকী রায় বিবাহ করেন।

‡ ইঁহার কন্যা অষ্টমনীষার হরিদাস চাকীরায় বিবাহ করেন।

§ ইঁহার বনলতা, তরুলতা ও চায়নালতা নামে তিন কন্যামাত্র। পোতাজিয়ার হরিদাস মজুমদার সহিত বনলতার বিবাহ হয়।

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

দানপ্রাপ্তি ঃ—

চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার। কায়স্থ-সভার অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দত্ত ষ্টেট্টার মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহোপলক্ষে জেলা নদীয়ার ফুলবদিনা নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দেববর্ম্ম সরকার মহাশয় ১৲ টাকা আদায় করিয়া পাঠাইয়াছেন। এজন্য দাতা বিপিনবাবু ও সংগৃহীতা শশীবাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

* কন্যা মগ্নপ্যারীর বাজুরসের চাকীবংশে, অষ্টমনীষা নিবাসী পূর্ণচন্দ্র রায়ের সহিত বিবাহ হয়। ইহার একপুত্র ও তিন কন্যা।

† ইঁহার দুই কন্যা। প্রথমা কন্যা শশীবালা বাজুরসের চাকীবংশে; বাহুরপুরের হৃদয়বন্ধু মজুমদার বিবাহ করেন। তাঁহার ঋতেন্দ্রবন্ধু ও ধীরেন্দ্রবন্ধু দুই পুত্র এবং সুরুচিবালা, অনামিকা নাম্নী দুই কন্যা।

গিরিবাবুর দ্বিতীয়া কন্যা শান্তিবালার বিবাহ গাজনার চাকীবংশে, কাকিনার রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর রাণী। তাঁহার দুই কন্যা, প্রথমা রাজকুমারী জ্যোৎস্নাবালা, দ্বিতীয়া রাজকুমারী বীণাবালা।

সন ১৩২০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে সভার অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় বর্ম্মা তাঁহার স্বর্গগতা জননীর স্মরণার্থ কায়স্থ-সভায় যে ৩০০৲ তিনশত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, তাহার মধ্যে গত ১৩২২ সনের ২৪শে পৌষ ১০০৲ একশত টাকা প্রদান করেন, অবশিষ্ট ২০০৲ দুই শত টাকা গত ২৫শে ভাদ্র কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার অধিবেশন কালে উপস্থিত সদস্য মণ্ডলীর সমক্ষে প্রদান করিলে, সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

শাখা-সভার সংবাদ ঃ—

১১ই ভাদ্র, ১৩২৩। রংপুর শাখা সভার মাসিক অধিবেশনে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের টোলবিভাগে কায়স্থ ছাত্রকে বেদ-বেদান্তাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িবার অধিকার দিয়া একটী ছাত্র গ্রহণ করায় সংস্কৃত কলেজের কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিয়া কায়স্থ মহাসভার কার্য্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং দত্তক গ্রহণের মোকদ্দমায় জজ মিঃ চৌধুরী এবং জজ মিঃ নিউবোল্ড যে রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

স্মৃতিসভা ঃ—

২রা ভাদ্র,১৩২৩। বিডন্ ষ্ট্রীট্ 'মনমোহন রঙ্গমঞ্চে' নাড়াজোলের রাজা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুরের সভাপতিত্বে প্রতিভাশালী অভিনেতা, লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার এবং 'রঙ্গালয়' পত্রিকার প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের স্মৃতিসভায় বহু গণ্যমান্য সাহিত্যিক ও বড়লোক উপস্থিত হইয়া তাঁহার গুণানুবাদ করিয়াছিলেন।

১৮ই ভাদ্র, ১৩২৩। কলেজ্ স্কোয়ার্ 'ইউনিভারসিটী ইন্‌ষ্টিটিউট্‌হলে' অনারেবল্ ডাক্তার্ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, এম-এ, বি-এল, এল্-এল্-ডি, সি-আই-ই মহোদয়ের সভাপতিত্বে ভক্তিবিনোদ স্বর্গীয় কেদারনাথ দত্ত ঠাকুরের জন্ম-তিথি উপলক্ষে এক সুবৃহৎ সভা হইয়াছিল। সভায় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি প্রায় ৫০০ শত গণ্যমান্য সাহিত্যিক সমবেত হইয়া ভক্তি-বিনোদ সমাজের কি উপকার হইয়াছেন, তিনি বঙ্গীয় হিন্দু সমাজকে কোন দিক হইতে কোন দিকে আনিতে সমর্থ হইয়াছেলেন ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন।

১৯শে ভাদ্র ১৩২২। 'ওভারটুনহলে' স্বনাম ধন্য মনীষী শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'বঙ্গবাসী'র প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের স্মৃতি উপলক্ষে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কবিরাজ কালিদাস বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া মৃত মহাত্মার দ্বারা বঙ্গের কি মহৎ উপকার হইয়াছে, তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিয়া, তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

স্বয়ম্বরের আয়োজন ঃ—

জেলা সাজাহানপুরের অন্তর্গত চাঁদপুরের ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত মুন্সী প্যারীলাল শ্রীবাস্তব মহাশয়ের পৌত্রী আগামী বর্ষে স্বয়ম্বরা হইবেন। শ্রীবাস্তব মহাশয়ের তিন পুত্র। (১) শ্রীযুক্ত আউধ বিহারী, বদাউন জিলাস্কুলের শিক্ষক; (২) শ্রীযুক্ত আনন্দ বিহারী, মেম্বর্ রয়েল্ গার্ডেন্ (লণ্ডন) এবং লক্ষ্ণৌ সিড্‌ষ্টোরের স্বত্বাধিকারী; (৩) শ্রীযুক্ত রামবিহারী বেদতীর্থ, বি-এ, এল্-এল্-বি, উকিল, লক্ষ্ণৌ ডুভিশিয়াল কমিশনার কোর্ট। আউধবিহারী বাবুর কন্যার বয়স ১৪ বৎসর, সুন্দরী গৃহকার্য্য নিপুণা এবং কলিকাতা সংস্কৃত পরীক্ষাবোর্ডের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণা। ইনিই স্বয়ম্বরা হইবেন।

যে দিন স্বয়ম্বর হইবে, সেই দিন বিবাহার্থী যথাকালে (অন্যূন ৫জন) বিবাহ সভায় উপস্থিত হইবেন। কন্যা তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাকে মনে হয়, তাঁহার গলে বরমাল্য অর্পণ করিবেন। অতঃপর যথাশাস্ত্র বৈদিক বিধানে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। স্বয়ম্বরের পূর্ব্বে তিলক দান (পাকা দেখা) হইবে না। বিবাহার্থি যুবক বৈদিক আচার-নিষ্ঠ যে কোন শ্রেণীর কায়স্থ হইলেই হইবে। ২০—২৫ বৎসর বয়সের এবং অন্যূন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই। বিবাহার্থীগণ স্বীয় বংশপত্রীসহ উপরের ঠিকানায় প্যারীবাবুকে পত্র লিখিলে বিস্তারিত জানিতে পারিবেন। স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ পাথেয়াদি খরচ পাইবেন। (Awaza-I-Kalk, 23 August)

বাস্তব্য কায়স্থগণ অযোধ্যার রাজসিংহাসনে বহুকাল উপবিষ্ট থাকিয়া রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছেন। বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়, এই বাস্তব্য ক্ষত্রিয়-গণই স্বিষ্টকৃদ্‌যাগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলন। তাঁহারাই আবার বৈদিক রীত্যনুসারে স্বয়ম্বর বিবাহের পুন প্রবর্ত্তনে উৎযোগী হইয়াছেন। এজন্য আমরা তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেছি। ইহাতে যদি বিবাহের দাবী দাওয়া ক্রমে উঠিয়া যায়।

বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী ঃ—

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার চতুর্দ্দশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য, শাখা-সভা, প্রচারক, পুরোহিতদিগকে যথারীতি বিনামূল্যে প্রেরিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা কার্য-বিবরণী লইবেন,

তাঁহাদিগকে উহার মূল্য ।৹ ও ডাকমাশুল দিতে হইবে; তবে সভ্যগণের কাহারও প্রয়োজন হইলে মাত্র ৵০ আনা মূল্য পাঠাইলেই হইবে।

বৈশ্য-বারুজীবি-সভার পঞ্চদশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সভার পরিচালকবৃন্দ আপন মনে কাজ করিয়া যাইতেছেন। স্বজাতির সর্ব্ববিধ উন্নতির প্রতি ইহাঁদের বিশেষ লক্ষ্য আছে। ইহাঁরা আগামী বর্ষের যে ব্যয়নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে শিক্ষার সাহায্য প্রভৃতি বিবিধ রকমে ৫৩৩৲ টাকা অবধারণ করিয়াছেন। আগামী ২৩শে আশ্বিন সোমবার যশোহর-সিদ্ধিপাশার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভদ্র মহাশয়ের বাটিতে "বৈশ্য-বারুজীবি-সভার ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১২টা এবং অপরাহ্ণ ২টা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অধিবেশন হইবে। সভায় অনেক গুরুতর বিষয়ের আলোচনা ও মীমাংসা হইবে, সকলের উপস্থিত কামনা জানাইয়াছেন।

শিবপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিচত্বারিংশৎ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বিদ্যালয় হইতে আলোচ্য বর্ষে আটটী কায়স্থবালক বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে নির্ম্মলকুমার মিত্র নামক একটী ছাত্র 'স্বর্ণপদক' পুরস্কার পাইয়াছে। ১৩১৫ সনেও ঐ বিদ্যালয় হইতে ১৬টী বালক পরীক্ষায় প্রেরিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এগার জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিদ্যালয়ে ৩৯০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। উহার মধ্যে ২৮ জন মাত্র মুসলমান, অপর সকলেই হিন্দু। বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীর বেতন ১৲ এবং উচ্চ শ্রেণীর বেতন ২৷৷০ টাকা মাত্র। চৌদ্দজন বিনা বেতনে আট জন অর্দ্ধবেতনে পড়িতে পায়; ইহারা সকলেই হিন্দু এবং মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে তিনজন বিনা বেতনে এবং একজন অর্দ্ধ বেতনে পড়িতে পায়। বারজন মাষ্টার, দুইজন পণ্ডিত, একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং একজন লাইব্রেরীয়ান্ আছেন। ফলতঃ বিদ্যালয়টী বেশ সুপরিচালিত।

প্রেরিত পত্র ঃ—

মহাশয়!

ইতিহাসের আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকারীগণ বাঙ্গলার রাজা আদিশূরের অথবা তাঁহাদ্বারা আনীত বঙ্গের কুলীন ব্রাহ্মণ কায়স্থের আগমন কাল কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারিয়াছেন কি না, জানিতে পারি নাই। যে সকল ঐতিহাসিক ৩৫ সম্বতে লিখিত মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন কিম্বা ১৪ সম্বতে লিখিত সমাচার দেবের তাম্রশাসন আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারাও ঐ তাম্রলিপির ঘোষ, মিত্র প্রভৃতি কায়স্থগণের পরিচয় পাইয়াও পঞ্চ ব্রাহ্মণ কায়স্থের আগমন কাল বিক্রমাব্দের পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা শঙ্কা করেন,—ঐ সকল রচনা দ্বারা আদিশূরের আনীত ব্রাহ্মণ কায়স্থের আগমনের একটা হঠাৎ সময় নির্দ্দেশ করিয়া ফেলিলে যদি শেষে ঠিক না রাখা যায়, তবে পুরাতত্ত্ববিদ্ সমাজে উপহাস লাভ করিতে হইবে সুতরাং ঐ সকল 'সম্বৎ' তত্তৎ রাজার রাজ্যাব্দ ধরিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত। ফলতঃ আমরা (তাঁহারাও কিনা জানি না) 'আইন ই-আকবরী, 'মিনহাজুল মতাক্ষরীন' 'কায়স্থ কৌস্তুক' প্রভৃতির অঙ্কপাত দেখিয়া সংশয় দোলায়

দুলিতেছি। আমাদের এই সংশয় ইতিহাসের কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকারী অপনোদন করিলে চির বাধিত হইব। ইতি শ্রীইতিহাসরসায়ণ শর্ম্মা।

প্রচার ঃ—

বিগত ২৫ শে আষাঢ় সোমেশপুর কায়স্থ-সম্মিলনীর সম্পাদক, স্বজাতির স্বার্থ সংরক্ষণে সর্ব্বদা সচেষ্ট শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষবর্ম্মা মহাশয়ের চেষ্টা ও যত্নে কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী মহাশয় খোক্‌সা, মাছপাড়া লক্ষ্মণদিয়া, চাঁদপুর, সোনাপুর, কুষ্ঠিয়া বণ্ডবিল প্রভৃতি স্থানে কায়স্থের দ্বিজত্ব প্রতিপাদক উপনয়ন সংস্কারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে নানাবিধ প্রমাণ যুক্তি সম্বলিত বক্তৃতা করেন। সকল স্থানের কায়স্থগণই তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে উপনয়ন গ্রহণ সম্বন্ধে নিশ্চিত সন্দেহ হইয়াছেন। লক্ষ্মণদিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস মহাশয়ের ভবনে বিবাহের পাকস্পর্শ উপলক্ষে প্রায় ৬।৭ শত স্বজাতি ও ব্রাহ্মণগণের সমাবেশ হয়। তদুপলক্ষে বিগত ২৭শে তারিখে অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের ওজস্বিনী বক্তৃতায় সকলেই মুগ্ধ হন। মাখনবাবু প্রমুখ অনেকেই উপনীত হইবেন স্থির করিয়াছেন। তদুপর আশুবাবু ও আরও কতিপয় সদস্য প্রচারক মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া সোনাপুর গমন করেন। তথা হইতে একক্রোশ দূরে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মিত্র মহাশয়ের ভবনে গমন করেন। তথায়ও পাকস্পর্শ উপলক্ষে স্থানীয় প্রায় সকল কায়স্থেরই সমাগম হয়। শ্রদ্ধাস্পদ আশুবাবু তাঁহাদের সকলের আগমন উদ্দেশ্য জনাইয়া প্রচারক মহাশয়কে বক্তৃতা করিতে বলেন। সরলবাবু বক্তৃতা করিলে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সমাগত সকলের এতাদৃশ আগ্রহ হইয়াছিল যে, সকলেই উপনীত হইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। কেবল তাঁহাদের পুরোহিত মহাশয়, তাঁহার আত্মীয় স্বজনের মত জানিবার জন্য ৭দিন সময় লওয়ায় সেই সময় দেওয়া হয়—ধার্য্য দস্তুর ঐ ৭দিন বাদে স্থানীয় প্রায় সকল কায়স্থই উপবীতী হইয়াছেন। তথা হইতে তাঁহারা চাঁদপুর আসেন। কিন্তু তথাকার প্রধান প্রধান কায়স্থগণ বাটীতে না থাকায় সোমেশপুরে ফিরিয়া যান। অতঃপর কুষ্ঠিয়ায় উপস্থিত হন। এস্থানেও সভার আয়োজন করিলে হঠাৎ জেলা জজ সাহেব উপস্থিত হওয়ায় তথায় আর সভা হয় নাই। অনন্তর আলামডাঙ্গা নামিয়া বণ্ডবিলের বিখ্যাত সেন মহাশয়দিগের ভবনে গমন করেন। তথায় স্থানীয় কতিপয় কায়স্থবৃন্দকে উপনয়নের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিলে সকলেই সত্বর উপনীত হইতে প্রতিশ্রুত হন। বণ্ডবিলের শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন ও বীরেন্দ্রকুমার সেন মহাশয়গণের উৎসাহ বিশেষ প্রশংসনীয়—যেহেতু কাজের সময় তাঁহাদের উৎসাহ থাকে না।

প্রচারক মহাশয় ইহার পর কলিকাতায় আসিয়া পুনরায় আশুবাবুর আহ্বানে কাদিরপুর গমন করেন। কিন্তু তথায় এক সভায় উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে উপনয়ন গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিলে, তাহারা হরিণাকুণ্ডে এক সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য কুষ্ঠিয়ার রাজার অশ্বিনীবাবু প্রভৃতি স্ব স্ব আত্মীয় কুটুম্বগণকে পত্র লিখিয়াছেন।

উপনয়ন ঃ—

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩। ফরিদপুর মহেন্দ্রদি কেন্দ্র। বঙ্গজ শ্রীযুক্ত লালমোহন গুহ, জগদীশচন্দ্র ধর যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনীত হইয়াছেন।

৭ই ভাদ্র, ১৩২৩। কায়স্থ-সভার কেন্দ্র। দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ এবং বঙ্গজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার রায় কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-তর্কতীর্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনীত হইয়াছেন।

২৪শে ভাদ্র, ১৩২৩। ফরিদপুরান্তর্গত ভাঙ্গার সবরেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুহ মহাশয়ের 'শান্তিকুটীর' নামক ভবনে একটী উপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া নিম্নলিখিত ১২শ জন বঙ্গজ কায়স্থ উপনয়ন গ্রহণ করেন। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মজুমদার, তন্ত্রধার—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ছিলেন। উপনয়ন কেন্দ্রে ভাঙ্গার প্রথম মুন্সেফ, দ্বিতীয় মুন্সেফ ও উকিল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ মহালানবীশ প্রভৃতি; ডাক্তার সূর্য্যকুমার বসু, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ঘোষ প্রভৃতি এবং অপরাপর বহু সম্ভ্রান্ত কায়স্থ উপস্থিত থাকিয়া উপবীতীগণকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন এবং স্বজাতি সংস্কারের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুহ, (সবরেজিষ্ট্রার) সাং লক্ষ্মীপুর, কালীকুমার গুহ সাং লক্ষ্মীপুর, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্ত, সাং ভাষড়া, শ্রীযুক্ত হীরালাল ঘোষ, সাং ধুত্রা-হাটী, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ধর, সাং কুনিয়া, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, ক্ষেত্রমোহন চৌধুরী, ইন্দুভূষণ বসু, সাং ডাঙ্গারপাড়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন শিকদার, সাং তুগুলদিয়া, শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ভদ্র, সাং কাকৃদী, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চন্দ্র, সাং সরিপাবাদ, শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর ঘোষ, সাং বাহাদুরপুর।

বিবাহ ঃ—

(আন্তর্গণিক)

২৭শে শ্রাবণ, ১৩২৩। কলিকাতা। হাটখোলার সুপ্রসিদ্ধ দত্তবংশীয় শ্রীযুক্ত কালীচরণ দত্ত মহাশয়ের চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী নারায়ণী দেবীর, উত্তর বঙ্গের সুপ্রাচীন রাজবংশ বর্দ্ধনকুঠীর কুমার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর দেবরায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ শৈলেশচন্দ্রের সহিত শুভ-বিবাহ ক্ষত্রিয় রীত্যনুসারে সম্পাদিত হইয়াছে। এই বিবাহে কন্যাপক্ষ দক্ষিণরাঢ়ীয় এবং পাত্র পক্ষ বারেন্দ্র। কোনদিক্ হইতেই দাবী দাওয়ার কথা হয় নাই। সহযোগী রংপুর দর্পণ এই বিবাহের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—"বিবাহ সভায় বঙ্গের চারি সমাজের অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু মাত্র নগণ্য বারেন্দ্র কায়স্থ বিবাহে যোগদান করেন নাই; অধিকন্তু তাঁহারা মর্য্যাদার দাবী করিয়াছিলেন।" ইহা লজ্জার কথা বটে।

২৮শে শ্রাবণ, ১৩২৩। খুলনা-গান্ধুনি। শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল ঘোষ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীর, জেলা নদীয়ার অন্তর্গত ফুলবদিনা নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দত্তের ভ্রাতা শ্রীমান্ মতিলাল দত্তের সহিত শুভোদ্বাহ হইয়াছে। উভয়ই দক্ষিণরাঢ়ীয়। পাত্র পক্ষ কোনরূপ দাবী দাওয়া করেন নাই।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

চতুর্থ অধিবেশন।

২৮শে শ্রাবণ, রবিবার ১৩২৩, অপরাহ্ণ ৫ টা।

৮৫ নং গ্রেষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিত ঃ—

(১) রায় বিনোদবিহারী বসু (সহঃ সভাপতি। সভাপতির আসনে।)
(২) শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা, এম্-এ।
(৩) „ বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা।
(৪) „ মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মা (রায়)।
(৫) „ শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
(৬) „ বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা।
(৭) রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল্।
(৮) শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, বি-এ।
(৯) „ মহেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মভাবসাগর।
(১০) „ নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মপ্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।
(১১) „ মহেন্দ্রনাথ রায়।
(১২) „ ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা।
(১৩) „ গোপালচন্দ্র দে।
(১৪) „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মশাস্ত্রী।
(১৫) „ শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা (সম্পাদক)।
(১৬) „ সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী (প্রচারক)।

(১৭) „ অখিলচন্দ্র পালিত।
(১৮) „ তারকনাথ দেববর্ম্মা।
(১৯) „ হৃদয়নাথ বসুবর্ম্মা।
} সাধারণ সভ্য।

সভাপতি রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহবর্ম্মা বাহাদুর এবং বারেন্দ্র সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা মহাশয়দ্বয় অনিবার্য্য কারণে অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করত পত্র লিখেন।

সভারম্ভে গত কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির কার্য্যবিবরণী পঠিত হয়। সংস্কৃত কলেজের টোলে কায়স্থ-ছাত্র গ্রহণ করা সম্বন্ধে যাহা লিখিত ছিল তাহার ভাষা কিঞ্চিত পরিবর্ত্তিত করা হয় এবং আষাঢ় মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে উভয়েই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। সভার নিম্নলিখিত সভ্যগণের মৃত্যু সংবাদে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ সাতিশয় শোক প্রকাশ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে সভার এই সমবেদনা মৃত মহাত্মাগণের পুত্রগণকে জানান হউক:—

(উ) ৺পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, সাং হুগলী।

(ব) ৺রসিকলাল রায়, সাং কলিকাতা (কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য)।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভ্য মনোনীত হইলেন:—

(ব) শ্রীযুক্ত যোগেচন্দ্র গুহবর্ম্মা, উকিল, ভাঙ্গা (ফরিদপুর)

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা (প্রচারক)।

(উ) শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষবর্ম্মা মৌলিক, হাং সাং কলিকাতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা (সম্পাদক)।

(ব) শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু, বি-এ, সাং বেনেটোলা।
(দ) „ পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, মোক্তার, চট্টগ্রাম।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা শাস্ত্রী।

(দ) „ সচ্চিদানন্দ দত্ত, জমীদার, সাং ৩১।১ নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(দ) „ দিনেন্দ্রনাথ দাস, সাং ১০নং শ্রীনাথ দাসের লেন, কলিকাতা।

(দ) „ বিধুভূষণ বিশ্বাস, সাং ১৬৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, অগ্নিহোত্রী। (প্রচারক)

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বিশ্বাস মহাশয় নূতন কারবার আরম্ভ করায় প্রচারক মহাশয় তাঁহার প্রবেশিকা রেহাই দিবার অনুরোধ জানাইলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা রেহাই দেওয়া হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য নির্ব্বাচন। মৃত সদস্য রসিকলাল রায় মহাশয়ের স্থলে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা মহাশয়ের

প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু বি,এ, মহাশয় সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

(খ) আর্য্য-বিদ্যালয়ের কার্য্যকরী-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচন। উক্ত সমিতির মৃত সদস্য রসিকলাল রায় মহাশয় স্থলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু, বি-এ, মহাশয় সদস্য মনোনীত হইলেন।

(গ) কায়স্থ-পত্রিকায় ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ সম্বন্ধে প্রাচ্য-বিদ্যা মহার্ণব মহাশয়ের (পত্রিকায় উদ্ধৃত অংশ সম্বলিত) পত্র পঠিত হইলে, বহু আলোচনার পর উপস্থিত সদস্যগণেরর অধিক সংখ্যক সদস্যের মতানুযায়ী নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা হইল:—

"কতিপয় সভ্যমহোদয় মনে করেন যে কায়স্থ-পত্রিকায় কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণদের সহিত কায়স্থ সম্বন্ধোচিত ব্যবহারের বিপরীত মন্তব্য ২।১ বার প্রকাশ হইয়াছে। 'কায়স্থ-পত্রিকা'য় যদি ঐ প্রকার কোন কথা প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহা সভার মতানুমোদিত নহে এবং সেরূপ কিছু ভবিষ্যতে প্রকাশ না হয়, তৎসম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়ের মনোযোগ বাঞ্ছনীয়।"

(ঘ) হাইকোর্টের মাননীয় জজ আশুতোষ চৌধুরী কর্ত্তৃক কায়স্থের শূদ্রত্ব সম্বন্ধে রায়। ঐ বিষয় যশোহর শাখা-সভার ও রাজসাহী কায়স্থ-সমিতির প্রস্তাবানুযায়ী এই সভাকে কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের ভারার্পণ এবং অপর কয়েকখানি পত্র পঠিত হইলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত কায়স্থ-পত্রিকায় আগামী ভাদ্র সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ "বিচার-রহস্য" যখন শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে, তখন সম্প্রতি অন্য কিছু করিবার আবশ্যক নাই।

(ঙ) প্রচারকের কার্য্য প্রণালী এবং আষাঢ়মাসের প্রায় ৩ সপ্তাহ যে কার্য্য করেন নাই তাহার বেতন সম্বন্ধে। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, গত কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্ধারণানুযায়ী প্রচারক মহাশয় সম্পাদক মহাশয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে কার্য্য করিবেন এবং ঐ বিষয়ে পূর্ব্বে প্রচারক মহাশয় না বুঝিতে পারায় এবারে তাঁহাকে আষাঢ়মাসের সম্পূর্ণ মাহিয়ানা দেওয়া হউক।

(চ) সাহায্য প্রার্থনা। সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের সাহায্য মঞ্জুর হইল:—

শ্রীমান্ বিমলাচরণ পালিত, রিপণ কলেজের ছাত্র।

মাসিক ২৲ দুই টাকা, দুই বৎসরের জন্য।

শ্রীমান্ চারুচন্দ্র বসু কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী।

মাসিক ২৲ দুই টাকা, ১০ দশ মাসের জন্য।

শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী, বারাকপুর, পালঘাট লেন, সাং বেলুড়।

মাসিক ১৲ একটাকা। যতদিন সম্পাদক মহাশয় মনে করিবেন যে সাহায্য দেওয়া কর্ত্তব্য, তত দিন দেওয়া হইবে।

(স্বাক্ষর)
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ।
সম্পাদক।

(স্বাক্ষর)
শ্রীসারদাচরণ মিত্র।
সভাপতি।
২৫।৫।২৩

কায়স্থ-পত্রিকা।

কার্ত্তিক, ১৩২৩। } নবপর্য্যায় ৭ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা।

শ্যামাপূজা।

(১)

বিশ্ব-ব্যাপিয়া তিমিররাশি
করিছে জগতে ভীতির সঞ্চার;
কোলের শিশুটি দেখা নাহি যায়
কি গভীর সূচীভেদ্য অন্ধকার!

(২)

এ হেন আঁধার নিশাতে আজি
উল্লাস-আনন্দে নাচিছে বঙ্গ;
স্বাগত মা শ্যামা! জগৎ-জননী
তিমির-বসনে আবরি অঙ্গ।

(৩)

অসুর-শোণিত-সিক্ত-কৃপাণে
শোভিছে বাম-ঊর্দ্ধকর;
নিম্ন বামকরে হ'য়েছে ধৃত
রুধিরলিপ্ত নর-শির।

(৪)

নিম্ন দক্ষিণ করে আদরে যাচিছ
সন্তানে মা, বাঞ্ছিত বর ;
মাভৈঃ মাভৈঃ দক্ষিণ-উর্দ্ধকরে
দিতেছ অভয় নিরন্তর।

(৫)

রক্ত-রঞ্জিত নৃ-মুণ্ডমালা
দুলিছে নৃ-মুণ্ডমালিনী গলে ;
তুষার-শুভ্র-কান্তি-শিব—মহাকাল
ধূলায় লুণ্ঠিত—শক্তি-পদ-তলে।

(৬)

মুক্ত চিকুর পড়িছে এলায়ে
চুম্বিতে আদরে ধরণী তল ;
ডাকিনী-যোগিনী রঙ্গে নাচিছে
উল্লাসে হাসিছে খল-খল।

(৭)

এস, মা! কালী এস, মা শ্যামা,
এস মা, মরতে জগত-জননী !
ওপদ পরশে ঘুচুক দুঃখ,
(ঘুচুক দৈন্য,) স্বরগে উঠুক ধরণী।

(৮)

ধর, মা জননী ভকতি-উৎসৃষ্ট
পূতঃ অর্ঘ্য বিল্ব-পত্র-দল ;
ধর মা, দীনের হীন উপচার
অশ্রুসিক্ত বন্য-ফুল-ফল।

(৯)

আঁধারে এসেছ লুকা'য়ে শ্যামা
অভয় দিতে সন্তানে জননী ;
নীলিম মাঝারে ঢাকিয়া অঙ্গ
বিশ্ব-শিব তরে শিবের ঘরণী।

(১০)

মধুর ছন্দে জগৎ জুড়িয়া
উঠিছে মধুর ভকতি গান ;
বন্দিছে মা, তব সন্তাননিচয়
লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনি—মন্ত্র মহান্।

(১১)

বিশ্ব-বন্দিতা বিশ্ব-জননী
এস, মা ! তব বিশাল বিশ্বে ;
হোক্ দীক্ষিত ধরা শক্তি-মন্ত্রে—
বিস্মিত হোক্ বিশ্ব সে পূত দৃশ্যে।

(১২)

এস, মা ঈশানী, বিশ্ব-প্রসবিনী
এস, মা, এ পাপ ধরাতল ;
তোমার পরশে হোক্—মরু-ধরা
চিরশান্তি পূর্ণ, সুশীতল।

(১৩)

আসুক ঋদ্ধি, হউক সিদ্ধি
মানব-মানস কর মা, পূর্ণ ;
হিংসা-ক্রোধ-দ্বেষ-অভিমান
মুহূর্ত্তে জননী সব হোক্ চূর্ণ।

শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

ব্রহ্মচর্য্য।

পূর্ব্বকালে দ্বিজগণ বাল্যকাল হইতে গুরু-গৃহে প্রবেশ করিয়া বিদ্যা লাভ ও পূর্ণ-যৌবন লাভ করা পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন। ব্রহ্মচর্য্য পালন করায় রোগ, শোক, অধর্ম্ম ও অশান্তি ভারতে খুব কম ছিল। পৃথিবীর মধ্যে ভারত ভূমি মানুষের

পক্ষে শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া গণ্য ছিল। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, গৌতম, জনক, রামচন্দ্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, যুধিষ্ঠির ও ভীমার্জ্জুনের মত ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীরগণের পদরেণু সংস্পর্শে মাটির ভারত 'সোনার ভারত' আখ্যা পাইয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্যের গুণে সে কালে এ কালের মত দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ায়, বিসূচিকায়, প্লেগে, যক্ষ্মায়, বসন্তে কিংবা অন্য কোন মড়কে বারমাস দেশের অধিবাসীদিগকে উৎসন্ন করিয়াছে এখন কোন সংবাদ অত বড় রামায়ণ মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ত্রেতাযুগে এই ভারতে ব্রহ্মচর্য্য পালন বিধির মধ্যাহ্ন সময়ে একটী ব্রাহ্মণ যুবকের অকাল মৃত্যু দেখিয়া রাজরাজেশ্বরের সিংহাসন ভয়ে কম্পিত হইয়াছিল।

আমরা বাঙ্গালী বহুকাল হইতে ব্রহ্মচর্য্য পালন বিধির জীবনান্ত করিয়াছি। ব্রহ্মচর্য্য বিধানের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিধানটীর যথোপযুক্ত উপদেশ না পাওয়াতে আজ বাল্যকাল হইতে দেশের ছেলেরা অনেকে স্বাস্থ্য ও জীবনের মূলীভূত উপাদান শুক্র ক্ষয় করিয়া ফেলে। কোন কোন বালক বাল্যকালের প্রাগ্‌ভাগে যখন কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া ও শুক্র দেহ হইতে নির্গত করার শক্তি লাভ করে না তখন হইতে কদাভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া দেহের সর্ব্বনাশ করিতে থাকে। চিকিৎসকগণ দেখিতে পাইতেছেন, আমাদের ভবিষ্যতের আশা ভরসার স্থল—বাঙ্গলার ছাত্রবৃন্দের দ্বাদশ বর্ষ হইতে বিংশতিবর্ষ পর্য্যন্ত পূর্ণযৌবন। তাহার পরেই তাহাদের দেহের লাবণ্য আগেকার দোহাই দিয়া সম্ভ্রম পায়। শতকরা আশিজন বিদ্যালয় বালকের কোন না কোন অসুস্থতা লাগিয়াই আছে। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে আমাদের ছেলেরা এখন সম্ভোগ কার্য্যে অতীব দুর্ব্বল—ভোজনে তাহারা শ্রীধর। এখন বাল্য ও যৌবনের প্রাক্‌কালে ব্রহ্মচর্য্য পালন না করাতে বাঙ্গালী এত অল্প বয়সে মৃত্যুর কবলে পতিত হয় যে, পঞ্চাশ বৎসরে কাহারও দেহত্যাগ ঘটিলে আত্মীয় স্বজনেরা তাহার মরণে বেশী শোকার্ত্ত হন না। অসময়ে শুক্রনাশে স্নায়ু দুর্ব্বলতা ঘটে। আজকাল স্নায়ুর দুর্ব্বলতা হইতেই বাঙ্গালীর অধিকাংশ রোগের উৎপত্তি হয়। অকাল-বার্দ্ধক্য এবং গৃহে গৃহে হিষ্টিরিয়ারও উহাই কারণ।

"শুক্রায়ত্ত বলং পুংসাম্।" দেহের শুক্র নষ্ট করিয়া ফেলিলে দেহে শক্তির অভাব হইয়া পড়ে। শক্তির অভাব হওয়াতেই বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা এখন বিশেষ শ্রমসাধ্য কার্য্যসমূহ দৃঢ়তার সহিত দীর্ঘকাল পরিচালনা করিতে অক্ষম হইয়া পড়েন; স্নায়ু দুর্ব্বলতা থাকিলে মানুষ অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে না। বক্তার বক্তৃতা শুনিয়া বাঙ্গালী উৎসাহে মাতিয়া কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হয় বটে, কিন্তু স্নায়ু দুর্ব্বলতায় অচিরেই বাঙ্গালীর সেই উৎসাহ ও ইচ্ছা লয় পায়। যে দিন হইতে সোনার বাঙ্গলায়

ব্রহ্মচর্য্যের অবসান হইয়াছে, সেই দিন হইতে বাঙ্গালীর কর্ম্ম তৎপরতাশক্তি হ্রাস পাইতেছে। সেই দিন হইতে সোনার বাঙ্গলা রোগ শোকের আবাস ভূমি হইয়া মহাশ্মশানে পরিণত হইতেছে।

আমরা অনেকে পর্ণকুটিরে বাস করিয়াও ভবিষ্যৎ সুখের আশায় বহু ব্যয়ে ছেলে-দিগকে হোষ্টেল ও বোর্ডিং প্রভৃতির রম্যহর্ম্ম্যে রাখি এবং গায়ের রক্ত জল করিয়া তাহাদের অভাব পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী ভিক্ষালব্ধ-অন্নে পরি-পুষ্ট আগেকার আশ্রমবাসী বালকদের মত তাহাদিগকে কেন যে সুস্থ সবল ও দীর্ঘায়ুঃ করিতে পারি না, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। ব্রহ্মচর্য্যে উদাসীনতায় অকালে শুক্রক্ষয়, বিবিধ তমোগুণাত্মক দ্রব্য আহার এবং দেশকাল ও পাত্রের অনুপযোগী বিদেশাগত অশোধিত ঔষধাদি সেবন হইতেই যে ছেলেদের সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, কিঞ্চিন্মাত্র চিন্তা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

সুখের বিষয়, কিছুদিন হইতে অনেকের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যকতা অনেকে অনুভব করিতেছেন। বঙ্গের নানা স্থান হইতে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ও বিভিন্ন স্থানের যুবকগণ আমাকে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা চাহিয়া পত্র লিখিতে-ছেন; অনেকে প্রশ্ন করিয়াছেন, "মৎস্যাহারী বাঙ্গালীর গৃহে কিংবা বঙ্গের হোষ্টেল ও বোর্ডিং সমূহে বাস করিয়া ছেলেদের ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপায় নাই। কারণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারীর পক্ষে মৎস্য ও মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। এই অবস্থায় স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের জন্য এ দেশে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত।" আমি ঐ সকল ছাত্র ও যুবকের প্রশ্নের উত্তর এই প্রবন্ধেই দিতে যত্নবান হইলাম।

আমার বক্তব্য এই—দেশের অবস্থা, সময় ও সামগ্রীর কথা মনে করিয়া ছেলে-দিগকে কিংবা যে কোন উদ্গতযৌবন বাঙ্গালীকে প্রারম্ভ হইতেই পুরাকালের মত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের সম্যক্ বিধান প্রতিপালন করিতে উপদেশ দেওয়া চলে না। কারণ শাস্ত্রে বলিতেছেন—"ভিক্ষাচর্য্যার্থ শুশ্রূষা গুরোঃ স্বাধ্যায় এব চ। সন্ধ্যাকর্ম্মাগ্নিকার্য্যঞ্চ ধর্ম্মোঽয়ং ব্রহ্মচারিণঃ॥" (গারুড়ে ৪র্থ অঃ)। ইহা ছাড়াও শাস্ত্র দ্বিবিধ ব্রহ্মচর্য্যের অতীব কঠোর বিধান সকল দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত পুরাকালের ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপদেশ দেওয়া আমাদের অবস্থানুসারে অরণ্যে রোদনের মত নিষ্ফল বটে। দেশ কাল ও পাত্র বুঝিয়া কার্য্য করিতে হয়। ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করিয়া তদনন্তর উপরের দিকে উঠিতে চেষ্টা করিলেই উঠা যায়। নচেৎ সফল হওয়া দূরের কথা অনর্থেরই উৎপত্তি হয়। "শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনম্।" আমাদের ছেলেদের ব্রহ্মচর্য্য বিধির সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়

রেতঃধারণ (শুক্রধারণ) বিষয়েই সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ করিতে হইবে। পূর্ণমাত্রায় যৌবন প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে মনেও যেন স্ত্রীসম্ভোগ বাসনার উদ্রেক না হয়, তজ্জন্য অসাত্ম্য দ্রব্য ভোজন পরিত্যাগ ও সাত্ত্বিক চিন্তা সকল অভ্যাস করিতে হইবে। "শুক্রং সৌম্যং সিতং স্নিগ্ধং বলপুষ্টিকরং স্মৃতম্। গর্ভবীজং বপুঃ সারো জীবস্যাশ্রয় উত্তমঃ॥" বাল্যকাল হইতে সাবধান হইয়া শুক্র রক্ষা করিলে তাহাদের দেহে প্রভূত বল জন্মিবে এবং দেহে সহজে কোন রোগ জন্মিতে পারিবে না। দেহে প্রভূত বল জন্মিলে মানসিক বলও বৃদ্ধি পাইবে। কারণ দেহের সহিত মনের নিরবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধ। "সমবায়োঽপৃথগ্‌ভাবোভূম্যাদীনাং গুণৈর্যতঃ।" (চরক সংহিতা)

উপরোক্ত প্রকারে দেহ ও মনের উন্নতি করার সঙ্গে সঙ্গে সত্যের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি, গুরুজনের প্রতি ভক্তি, অহিংসা, দয়া ও নিষ্ঠাদি গুণ সকল যথাসাধ্য লাভের নিমিত্ত যত্ন লইতে হইবে। মনে আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া যে ছেলে যতটুক যত্ন লইতে পারে তত টুক লইলেই ভগবান তাহার সহায় হইবেন।

বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাসের আরম্ভ হইতে ছেলেরা যদি পূর্ব্বোক্ত প্রণালীকে দেশ-কাল-পাত্র অনুযায়ী বাঙ্গালীর ব্রহ্মচর্য্য মনে করিয়া ঐরূপে আচরণ করিতে থাকেন, তবেই তাঁহারা পৃথিবীতে কালে শ্রেষ্ঠ মানুষরূপে গণ্য হইতে পারিবেন। কারণ পৃথিবীতে গুণে গুণকে ডাকিয়া আনে। কিঞ্চিৎ মূলধন করিয়া লইতে পারিলে সুচতুর ব্যক্তি যেমন তাহা বৃদ্ধি করিয়া ফেলেন, একবার কিঞ্চিৎ শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিলেই ছেলেরাও তাহার বৃদ্ধি করিয়াই ফেলিবে।

শাস্ত্রের সাধারণ বিধি—মৎস্য আহার অসাত্ম্য। "অসাত্ম্যমিতি তদ্বিদ্যাৎ মনয়াতি সহাত্মতাং।" আর সেই অনুসারেই মৎস্য আহার অসাত্ত্বিক বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় ব্রহ্মচর্য্যে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশের পক্ষে মৎস্য আহার সম্বন্ধে বিশেষ বিধি রহিয়াছে এবং ঐ বিশেষ বিধি অনুসারে বঙ্গে মৎস্য ভোজন অসাত্ম্য কিংবা অসাত্ত্বিক নহে। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য পালনকালে বঙ্গদেশের লোক মৎস্যাহার ত্যাগ করিতে না পারিলেও দোষের হইবে না। অনেক দ্রব্য এক দেশের পক্ষে অসাত্ম্য হইয়াও অন্য দেশের পক্ষে সাত্ম্য আহার বলিয়া গণ্য হয়। শাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। বাহ্লিক, পহ্লব, চীন, শূলিক, যবন ও শক দেশীয় লোকের পক্ষে মাংস মাধ্বিক মদ্য প্রভৃতিকে এবং প্রাচ্যদেশের (সুতরাং বঙ্গের) লোকের পক্ষে মৎস্য আহারকে অসাত্ম্য বলে নাই, সাত্ম্য বলিয়াই শাস্ত্রকারগণ বিধি দিয়াছেন। তদ্ যথা—"বাহ্লিকাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ শূলীকাঃ যব-

শকাঃ। মাংস গোধূমমাধ্বিক শস্ত্রবৈশ্বানরোচিতাঃ॥ মৎস্য সাত্ম্যা সুখা প্রাচ্যাঃ ক্ষীর সাত্ম্যাশ্চসৈন্ধবাঃ॥" (চরক সংহিতা)

অনেকের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে, মৎস্য আহার করিতে হইলে জীব-হিংসা হয়, ব্রহ্মচর্য্যে হিংসা ত্যাগও বিশেষবিধি সুতরাং মৎস্য আহার চলিতে পারে কি প্রকারে? এই প্রশ্নের উত্তর যথা—মৎস্য আহারে জীব-হিংসা হয় বলিয়া মনে করার স্থলে গায়াইল, ন'টে, পল্‌তা, খেসারি ও কলায় আহার সম্বন্ধেও ঐরূপ মনে করা চলে। কারণ মাছের জীবন আছে—মাছ একটী জীব, আর পল্‌তা ও খেসারি প্রভৃতির জীবন নাই—তাহারা জীব নহে, এমন কথা কোন শাস্ত্রে নাই। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" সুতরাং জগৎ চৈতন্য স্বরূপ। ডাউল, ভাত, শাক, মৎস্য ও মাংস যাহাই কেন আহার করনা জীব-হিংসা করিতেই হয়। অহিংসার ইচ্ছা করিলেও প্রথম শিক্ষা-নবীশির সময় হিংসা না করিয়া জীবন রক্ষা করার উপায় কোথায়? প্রাণের মধ্যে সর্ব্বভূতের প্রতি সমতা রাখিয়া শক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা ক্রমে হিংসা ত্যাগ করিবেন। যাঁহার যে জীব বিনাশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ব্যথা বোধ হইবে, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাগ্রে সেই জীবের হিংসা ত্যাগ করা উচিত। এস্থলে অনুভূতির উপরই কর্ত্তৃত্ব ন্যস্ত করিতে হয়।

ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার্থ আমি যে মৎস্য খাইতে অনুরোধ করিতেছি, এমন নহে। যদি শুক্রধারণরূপ ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ করার সময় হইতেই কেহ মৎস্য মাংসাদি ত্যাগ করিতে পারেন, তবে তিনিত প্রসংশার্হ। আমার কথা এই যে,—অবস্থার প্রতিবন্ধকতায় যাহারা তাহা করিতে অপারগ, তাঁহারা যেন সেই জন্য কিংবা সেই সুতা (সূত্র) করিয়া শুক্রধারণ (ব্রহ্মচর্য্য) করিতে বিরত থাকেন না। মৎস্য মাংস যাঁহারা ত্যাগ করিতে অপারগ, তাঁহারা তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্যকে তান্ত্রিক ব্রহ্মচর্য্য বলিলেই কোন গোল হইবে না।

শুক্রধারণ ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল আহার ও ঔষধ তমোগুণাত্মক তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে। বিদেশাগত ঐ সকল দ্রব্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তাহা বর্জ্জনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশবাসীরা সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আহার কিংবা ঔষধ প্রস্তুত করেন না।

স্নায়ুদুর্ব্বলতা এদেশের বালকদিগের মধ্যে যেরূপ প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে, তাহাতে ব্রহ্মচর্য্যের প্রথমাবস্থায় কখনও সংযমে অপারগ হইয়া কখনও বা স্বপ্নাদিতে নিদ্রিত থাকার সময় তাঁহাদের শুক্র ক্ষরণ ঘটিতে পারে। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের

ব্রত ভঙ্গ হইল, ইহা যেন মনে করেন না, এবং হতাশ হইয়া যেন ব্রতপালন ত্যাগ করেন না। ঐরূপ ঘটিলে সত্বর দুগ্ধ কিম্বা ঘৃত পান করিলে তাহা দ্বারাই সেই ক্ষতির পূরণ হইবে। যাঁহারা বীজ দোষে কিম্বা বিবিধ জ্ঞাত কিম্বা অজ্ঞাত কারণে দুর্ব্বল দেহ, তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য পালন কালে শাস্ত্র-বিধি সম্মত পবিত্র যোগ সকল ব্যবহার করিলে দেহ ও মনের বল এত বৃদ্ধি পাইবে যে, তাঁহাদের পূর্ব্বের অবস্থার সহিত উহার তুলনাই হইতে পারে না, আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার পাত্র বাঙ্গলার বালক ও যুবকবৃন্দ আপনারা যদি দেশের মুখোজ্জ্বল করিতে চাহেন, তবে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করুন।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, কেবল ছেলেদিগের পক্ষেই একথা, এমন নহে। ছেলে মেয়ে উভয়ের প্রতিই এই কথা সমান। ছেলেদের বিবাহের উপযুক্ত বয়স—পঁচিশ বৎসর বয়সে এবং মেয়ের পনর বৎসর বয়সে। "ঊন ষোড়শ বর্ষায়াম-প্রাপ্ত পঞ্চবিংশতি বর্ষোদ্বহেত্তু পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থ স বিপদ্যতে। জাতবানোঽচিরঞ্জিবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥" ছেলের বয়স পঁচিশ এবং মেয়ের বয়স পোনর বৎসর হওয়ার পূর্ব্বে গর্ভাধান যখন শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ, তখন ঐ বয়সের পূর্ব্বে উদ্বাহ কার্য্য করাও কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং গৃহস্থাশ্রমের ছেলেরা পঁচিশ বৎসর এবং মেয়ের পনর বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অনায়াসে চলিতে পারে। আমি আজ দ্বাদশ বৎসর যাবত ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করিয়াছি। আমি নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা সুকুমারমতি ছেলে মেয়েদিগকে বলি—আরোগ্য, শারীরিক মানসিক বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করিতে অভিলাষকারীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় কিছুই নাই। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্ম ভাবসাগর।

বিদ্যানিধির সম্বন্ধ-নির্ণয়।

(৫)

আন্দুল রাজকৃত 'কায়স্থ-কৌস্তুভের' বচন উদ্ধৃত করা গেল, সুধীগণ দেখিবেন এখানে কায়স্থকে দ্বিজ বলা হইয়াছে।

"বঙ্গেশ্বরো মহারাজঃ পুত্রেষ্টিং সমনুষ্ঠিতং।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজা দশ॥"

শব্দকল্পদ্রুমোক্ত দেবীবর ঘটকের বর্ণিত শ্লোক হইতে দেখা যায় যে, বঙ্গাগত কায়স্থগণ আপনাদিগকে সকল বর্ণের,এমন কি যিনি যাঁহার শিষ্য নয়। তিনি তাহার দাসত্ব স্বীকার করেন নাই। কায়স্থগণ শূদ্র হইলে, তাঁহারা সকলে ব্রাহ্মণের—এমন কি ক্ষত্রিয়, বৈশ্যেরও দাসত্ব স্বীকার করিতেন। কায়স্থগণ শূদ্র নয় বলিয়া স্ব স্ব গুরুরই মাত্র দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন। মিশ্রকারিকার উক্তি মতে শ্রীভট্টের শিষ্য গৌকালীন গোত্রীয় মকরন্দ ঘোষ, দক্ষের শিষ্য গৌতম গোত্রীয় দশরথ বসু, শ্রীহর্ষের শিষ্য কাশ্যপ গোত্রীয় বিরাট গুহ, ছান্দড়ের শিষ্য বিশ্বামিত্র গোত্রীয় কালিদাস মিত্র, ও মৌদগল্য গোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত কাহারও শিষ্য ছিলেন না। ইঁহারা বঙ্গে আসিবার সময় কে কোন খানে আসিয়াছিলেন, পাঠক মহোদয়গণ! তাহা শুনিয়া বিচার করিবেন, সামান্য ভৃত্য ঐভাবে আসিতে পারে কি না।—

"গজাশ্ব নরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গোযানারোহিণো বিপ্রাঃ পত্তিবেশ সমন্বিতাঃ॥"

ধ্রুবানন্দ।

কায়স্থগণ হস্তী, অশ্ব ও পাল্‌কীতে এবং ব্রাহ্মণগণ গোযানে আসিয়াছিলেন। ধ্রুবানন্দ মিশ্র কায়স্থগণকে "প্রধান" বলিয়াছেন। আমরা সাধারণতঃ প্রধান শব্দে শ্রেষ্ঠ, মহাপাত্র, অমাত্য ও সেনাপত্যাদিকে বুঝিয়া থাকি। অমরকোষে ঐ শব্দটী ক্ষত্রিয়বর্গ মধ্যে স্থান পাওয়ায় এই প্রধান শব্দ ব্যক্তি বাচক হইলে, ঐ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়-ইহা অমরকোষকারের মত। কায়স্থ শূদ্র বা ভৃত্য হইলে মিশ্রকারিকার উল্লিখিত শ্লোকে কায়স্থগণ "প্রধান" বলিয়া অভিহিত হইতেন না। সুতরাং উল্লিখিত শ্লোক হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় এবং যোদ্ধৃবেশেই ব্রাহ্মণ-গণের রক্ষক হইয়া এ দেশে আসিয়াছিলেন। রাজা বীরসিংহও তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ-রক্ষা-কল্পে এদেশে পাঠাইয়াছিলেন। আর ঐ শ্লোকের "পত্তিবেশ সমন্বিতাঃ" শব্দেই সকল রহস্য অর্থাৎ কায়স্থ-ক্ষত্রিয়গণ যে যোদ্ধৃবেশে ব্রাহ্মণগণকে রক্ষার জন্য আগমন করিয়াছিলেন, তাহাই প্রকটিত রহিয়াছে। 'পত্তি'সেনা বিশেষ; এক হস্তী, এক রথ, তিন অশ্ব, পঞ্চ পদাতিক দ্বারাই একটী পত্তি রচিত হয়। কায়স্থপঞ্চক পত্তি রচনা করিয়া হস্তী, অশ্ব ও রথ অর্থাৎ পাল্‌কীতে আসিয়াছিলেন এবং পথে পরিচর্য্যার জন্য পঞ্চ পদাতিক অর্থাৎ পাঁচজন ভৃত্যও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সুতরাং আমরা বলিতে বাধ্য, বিদ্যানিধি মহাশয় গায়ের জোরে ও অনুমানের উপর নির্ভর

করিয়া বলিয়াছেন যে, "উত্তররাঢ়ীয় সমাজের চিরপ্রচলিত নিম্নলিখিত শ্লোকটী (বিদ্যানিধি মহাশরের গাথা) বিবেচকদিগের বিচার মুখে বলবতী হওয়া সম্ভব নহে।" শ্লোকটী এই :—

"বিপ্রপঞ্চ করণ পঞ্চ ভৃত্য পঞ্চজন।
ত্রিপঞ্চেতে উপস্থিত আদিশূরের ভবন॥"

আমরা বলি, যখন ধ্রুবানন্দ কারিকায় উল্লিখিত শ্লোকটী জ্বলন্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং ধ্রুবানন্দ ব্রাহ্মণ হইয়াও যখন ঐরূপ লিখিয়াছেন, তখন বিদ্যানিধি মহাশয় কোন্ প্রমাণ বলে শ্লোকটীকে ফুৎকারে উড়াইতে চাহেন? আমরা একবার বলিয়াছি, আবার বলিতেছি যে, ধ্রুবানন্দ মিশ্রের "পত্তিবেশ সমন্বিতাঃ"তেই আমরা ত্রিপঞ্চ অর্থাৎ পনর জন পাইতেছি। ৫ ব্রাহ্মণ গোযানে, ৫ কায়স্থ (১ হস্তীতে, ১ পালকীতে ও ৩ অশ্বে) যোদ্ধৃবেশে ও ৫ ভৃত্য পদাতিক রূপে আসিয়াছিলেন। পদাতিকগণও অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল! বিদ্যানিধি মহাশয় হয়ত ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও ভৃত্যগণের যোদ্ধৃবেশে আসিবার কারণ খুঁজিয়া পাইবেন না। ইহাতে আমরা বলিব যে, সে কালে দেশে রেলওয়ে বা ষ্টীমার আদি ছিল না সুতরাং পদব্রজেই দূরদেশে যাতায়াত করিতে হইত। বিশেষতঃ ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কৃপায় এখন দেশে যেমন শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে, সেকালে এখনকার মত দেশ শান্ত ছিল না—চোর ডাকাত রাহাজানির ভয় খুবই প্রবল ছিল, কাজেই সকলে নির্ব্বিঘ্নে আসিবার জন্য বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণকে নির্ব্বিঘ্নে আনিবার, যজ্ঞরক্ষা করিবার নিমিত্ত এবং কায়স্থগণও নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া ক্ষত্রিয় বরণ লইবার জন্য, হয় হস্তীতে যোদ্ধার বেশে ও ভৃত্যগণ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয় আলোচ্য পুস্তকখানি লিখিবার সময় কায়স্থ-বিদ্বেষবিষে এমনই জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন যে, ধ্রুবানন্দ মিশ্রের কায়স্থ-কারিকার "গোযানরোহিণো বিপ্রাঃ পত্তিদেশ সমন্বিতাঃ" এই ছত্রটী তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় নাই; অথচ কারিকার উপরই তিনি নির্ভর করিয়াছিলেন। যদি কেহ বলেন, কায়স্থগণই পদাতিক বেশে আসিয়াছিলেন, পৃথক কোন পদাতিক আসে নাই, ইহার উত্তরে আমরা বলিব, কায়স্থগণ এখানে কোনরূপেই পদাতিকরূপে ব্যবহৃত হইতে পারেন না; কারণ তাঁহারা "প্রধান" অভিধায় অভিহিত হইয়াছেন। কায়স্থগণকে পদাতিক বুঝাইলে "পত্তি" শব্দের মধ্যে পৃথক ভাবে 'পদাতিক' উল্লেখ থাকিত না।

ধ্রুবানন্দ বলেন—আদিশূর রাজা যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য কোলাঞ্চ-রাজকে ৫ ব্রাহ্মণ ও ৫ ক্ষত্রিয় পাঠাইবার জন্য অনুরোধ পত্র লিখিয়াছিলেন :—

"যজ্ঞার্থং যাচতে বিপ্রান্ ক্ষত্রাদিংশ্চ নরাধিপ।
নচেদ্দেহি রণং রাজন্ যথা তব মতিং কুরু॥"

শব্দকল্পদ্রুম।

হে রাজন্! আদিশূর রাজা যজ্ঞের জন্য বিপ্র ও ক্ষত্রিয় চাহিতেছেন, আপনি তাঁহাদিগকে প্রদান করুন, নতুবা যুদ্ধ দান করুন, আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন। এই যজ্ঞ সম্বন্ধে রামজয়কৃত বৈদ্যকুল-পঞ্জিকাতেও এইরূপ পাওয়া যায় :—

"ভূশূর নামক পুত্র আদি নৃপতির।
মুনি পঞ্চকের যজ্ঞে জন্ম যার স্থির॥"

রাজা আদিশূর যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং সেই যজ্ঞে যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ আসিয়াছিলেন, তাহা প্রমাণিত হইল। ধ্রুবানন্দের উল্লিখিত প্রমাণে পাওয়া যায় যে, আদিশূর যজ্ঞার্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ই চাহিয়াছিলেন—শূদ্র চাহেন নাই। কিন্তু শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত কায়স্থ-কুল প্রদীপে উক্ত আছে যে,—

"নৃপতি সুকৃতিসারঃ স্বীয়বংশাবতারঃ।
প্রবলবলবিচারো বীরসিংহোঽতিধীরঃ॥
ময়িবরসখিতাস্তে ভূমিদেবান্ সশূদ্রান্।
পুনরপি মম গৌড়ে প্রাপয়ত্বং নিতান্তম্॥"

অর্থাৎ আপনি নৃপতিদিগের মধ্যে সুকৃতিসার স্বীয়বংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন, বীরসিংহ (অতিশয় বীর) এবং আপনার অতিশয় সুবিচার, আমার সহিত আপনার মিত্রতা আছে। অতএব আমার গৌড়পথে শূদ্রদিগের সহিত ব্রাহ্মণগণকে নিশ্চয়ই প্রেরণ করিবেন।

এই উক্তিতে গৌড়বংশাবলী ও কায়স্থ-কুলপ্রদীপে দুইটী বিভিন্ন মত দৃষ্ট হইতেছে। প্রথম মতে দেখিতে পাই, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়; শেষোক্তটীতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। কিন্তু শূদ্রের সহিত পথ পর্য্যটন করার নিষেধ (১৪০।৪ মনু) বিধি থাকায়, আমাদের ইহাই মনে হয় যে, আদিশূর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ই চাহিয়াছিলেন। আদিশূরের রাজ্য মধ্যে যখন শূদ্রের অভাব হয় নাই—হওয়াও সম্ভবপর নহে। তখন কেন শূদ্র চাহিয়া পাঠাইবেন কেন? আবার এক কারিকাকার বলিতেছেন :—

"কোলাঞ্চাৎ পঞ্চশূদ্রা বয়মপি নৃপতে কিঙ্করা ভূশূরাণাম্।"

হে নৃপতে! আমরা ব্রাহ্মণের কিঙ্কর—এই পঞ্চশূদ্র কোলাঞ্চ দেশ হইতে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, কোন্ উক্তি সম্ভব—উপযুক্ত—বিশ্বাস যোগ্য? যজ্ঞার্থ শূদ্র যাওয়া নিতান্তই অসম্ভব, কারণ যজ্ঞকার্য্যে শূদ্রের কোনরূপ

কার্য্য বা প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ যদিই বা শূদ্রের প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে অবস্থিত কোলাঞ্চ হইতে শূদ্র আনিবার কি প্রয়োজন ছিল? এ দেশে কোন দিনই শূদ্রের অভাব হয় নাই বরং শাস্ত্রানুসারে দেখা যায় যে, শূদ্রের সংখ্যা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে; শূদ্র এ দেশে তখন যথেষ্টই ছিল সুতরাং শূদ্রের প্রয়োজন হইলে যথেষ্ট চেষ্টা চরিত্র, খরচ পত্র, চিঠি লেখালিখি—এমন কি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সে দেশ হইতে শূদ্র আনিবার আদৌ কারণ থাকিতে পারে না। কাজেই বাধ্য হইয়া বলিতে হয়, শূদ্র আনা বা শূদ্র আসার শ্লোকগুলি নিতান্তই কায়স্থ-বিদ্বেষ-প্রসূত—নিশ্চয়ই প্রক্ষিপ্ত। যজ্ঞে ব্রাহ্মণের ন্যায় ক্ষত্রিয়েরই প্রয়োজন। কারণ যজ্ঞে হবি রক্ষণ এবং রাজন্য-বরণ গ্রহণ ক্ষত্রিয়গণেরই অবশ্য করণীয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, যজ্ঞে পৌরহিত্য করণ ও বরণ গ্রহণ জন্য ব্রাহ্মণগণ এবং হবি রক্ষণ ও বরণ গ্রহণ জন্য ক্ষত্রিয়গণই আসিয়াছিলেন। নতুবা 'উপবিষ্টা দ্বিজাঃ পঞ্চ, তথৈব শূদ্র পঞ্চকাঃ' দেবীবরের এই বচন বলে তথা কথিত শূদ্রগণ (কায়স্থগণ) রাজ-সভায় বসিবার আসন পাইলেন কেন? আমরা দুই প্রকার মত অবলম্বন করিয়াই দেখাইলাম যে, কায়স্থ ক্ষত্রিয় ভিন্ন শূদ্র হইতে পারে না।

তৎপর বিদ্যানিধি মহাশয় বলিতেছেন "ব্রহ্মপাদপদ্ম হইতে শূদ্রমণির উৎপত্তি হয়। শূদ্রমণির বংশাবলী ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, অগ্নি ও পদ্মপুরাণে যেরূপ লিখিত আছে, তদনুসারে শূদ্রমণির পৌত্র প্রদীপ হইতে শূদ্রবংশের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়। প্রদীপের এক সন্তানের নাম কায়স্থ।

আদৌ প্রজাপতের্জ্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ।
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উর্ব্বোর্বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে॥
পাদতশ্চ শূদ্রাঃ সম্ভুতাস্ত্রিবর্ণস্য চ সেবকাঃ।
হীমনামা সুতস্তস্য প্রদীপস্তস্য পুত্রকঃ॥
কায়স্থস্তস্য পুত্রোঽভুদ্ভূব লিপিকারকঃ।
কায়স্থস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ বিখ্যাতা জগতীতলে॥
চিত্রগুপ্তশ্চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চ তথৈবচ।
চিত্রগুপ্তো গতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগসন্নিধৌ॥
চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈ ইতি শাস্ত্রং প্রচক্ষতে।
বসুঘোষৌ গুহো মিত্রো দত্তঃ করণ এব চ॥

মৃত্যুঞ্জয়ানুকরণৌ চিত্রসেন সুতা ভুবি।
করণস্য সুতা জাতা নাগো নাথশ্চ দাসকঃ॥
মৃত্যুঞ্জয়াৎ সমুদ্ভূতা দেব সেনশ্চ পালিতঃ।
সিংহশ্চৈব তথা পশ্চাজ্জাতাশ্চ বহুসংখ্যকাঃ॥

চিত্রগুপ্ত স্বর্গবাসী হইয়া ধর্ম্মরাজের সভার লেখক হইয়া আছেন। বিচিত্র নাগলোকে বাস করিতেছেন। চিত্রসেন পৃথিবীতে বংশ বিস্তার করিলেন। শূদ্রমণির প্রপৌত্র হইতে কায়স্থ-কুলে লেখাপড়ার চর্চ্চা, তদবধি কায়স্থজাতিরা লিপিকার্য্যের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। তদবধি ইহাদিগের আরও দুইটী সংজ্ঞা বর্দ্ধিত হইল—লিপিকর ও কুটকৃৎ। তদবধি কায়স্থজাতিরা জ্যোতির্ব্বিদ্যা পর্য্যন্ত শিক্ষা করিতেন; ব্রাহ্মণগণ অন্য ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ্য করিয়া ইঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। বোধ হইত যে, ইঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপদেশ পাইতেছেন না। কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে সমুদায় জ্ঞাতব্য বিষয়ই জানিতেন। ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকে পঞ্জিকাকারক ছিলেন। শব্দকল্পদ্রুম দেখ।"

সম্বন্ধ-নির্ণয়কার মাথার দিব্যদিয়া শব্দকল্পদ্রুম দেখিতে বলিয়াছেন। আমরাও তাঁহার বাক্য রক্ষার জন্য শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে উল্লিখিত শ্লোক দেখিলাম। দেখিলাম বটে, কিন্তু দেখিয়া বিদ্যানিধি মহাশয়ের উদ্ধৃত শ্লোকের সহিত কয়েকটী স্থানে বৈষম্য দেখিলাম। সেগুলি বিদ্যানিধি মহাশয়ের স্বেচ্ছাকৃত দোষ কি ছাপিবার দোষ তাহা বুঝিলাম না। তবে বোধ হইল যে, কায়স্থকে নিতান্তই শূদ্র বানাইবার জন্য তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয়ের উদ্ধৃত শ্লোকের ৩য় ছত্রে 'পাদতশ্চ,' 'শূদ্রা,' 'সেবকা,' 'সম্ভুতা'; নবম ছত্রে 'শাস্ত্রং,' একাদশছত্রে 'মৃত্যুঞ্জয়ানুকরণৌ ত্রয়োদশছত্রে 'মৃত্যুঞ্জয়াৎ তনুদ্ভুতা,' চতুর্দ্দশছত্রে 'পশ্চাজ্জাতাশ্চ বহুসংখ্যকা' এই শব্দগুলি সন্নিবেশিতহ হইয়াছে। কিন্তু আমরা শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে ঐ শ্লোকের মধ্যে ঐ ঐ শব্দের সমাবেশ দেখিলাম না। বোধ হয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের বার্দ্ধক্য নিবন্ধন তিনি শ্লোকটী বিশুদ্ধভাবে উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই অথবা স্বার্থ সাধনোদ্দেশে ঐসকল নূতন শব্দ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমরা বিদ্যানিধি মহাশয় কর্ত্তৃক ঐ অভিধান হইতে উদ্ধৃত শ্লোকের ঐ ঐ শব্দের স্থানে নিম্নলিখিত শব্দগুলি দেখিতে পাই—"পাদাৎ," "শূদ্রস্য," "সম্ভব," "সেবক," "শূদ্র" "মৃত্যুঞ্জয়শ্চসপ্তেতে," "মৃত্যুঞ্জয় তনুদ্ভূতা," "খ্যাতশ্চৈতে," "পঙ্ক্তিকারকাঃ"। সুতরাং আমরা বিদ্যানিধি মহমাশয়ের ভ্রমপূর্ণ শ্লোকটী ছাড়িয়া শব্দকল্পদ্রুমের শ্লোক লইয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

কায়স্থের জাতীয় আন্দোলন এই নূতন নহে। এই আন্দোলন বহুকাল পূর্ব্ব হইতে এমন কি শব্দকল্পদ্রুম প্রচারক রাজা রাধাকান্ত দেবের পূর্ব্ব হইতেও চলিয়া আসিতেছে এবং আন্দুলের রাজপরিবার বহুদিন হইতে উপবীত ধারণ করিয়া আসিতেছেন, তবে গত আদমসুমারীর পর হইতে আন্দোলনের মাত্রা বর্দ্ধিত আকার ধারণ করিয়াছে বটে। যাহা হউক বর্ত্তমানে চতুর্দ্দিকেই কায়স্থগণের সংস্কার গ্রহণের বলবতী চেষ্টাতে কেহ কেহ ঈর্ষাবশেই হউক অথবা প্রকৃততত্ত্ব নির্ণয় জন্যই হউক, যাহা অনেক দিন পূর্ব্বে মীমাংসিত ও স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে, ২।১টী অপ্রকৃত, অসামঞ্জস্য, অর্থহীন শ্লোকের উল্লেখ করিয়া তাহাই এখন চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিতে চাহিতেছেন; যাঁহারা ঐরূপ প্রয়াসী তাঁহারা 'আদৌপ্রজাপতের্জ্জাতা * * * পদ্ধতিকারকাঃ' অগ্নিপুরাণের দোহাই দিয়া বঙ্গজকুলাচার্য্যকারিকার লিখিত ঐ শ্লোকটী শব্দকল্পদ্রুম হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিতে চাহেন যে, কায়স্থ শূদ্রবর্ণান্তর্গত। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মার চরণ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার পুত্র হীম, হীমের প্রদীপ, প্রদীপের পুত্র কায়স্থ ও কায়স্থের চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র নামক পুত্রত্রয় জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল। ইহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিতেছিনা যে, 'শূদ্র' ও 'কায়স্থ' শব্দ যদি ঐ ঐ পুত্রের নাম মাত্র বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তবে উহারা কোন্ জাতি বা বর্ণ নির্ণীত হইবে? চিত্রগুপ্তই বা কোন্ বর্ণান্তর্গত হইবেন? বিদ্যানিধি মহাশয় বলিয়াছেন, 'প্রদীপের এক সন্তানের নাম কায়স্থ'। প্রদীপের পুত্রের নাম, যদি 'কায়স্থ'ই হয় তবে 'কায়স্থ' কোন্ বর্ণান্তর্গত হইবে? সম্বন্ধ-নির্ণয়কার তাহা নিরাকৃত করেন নাই। তাহা হইলে তাঁহার এই 'কায়স্থ' শব্দ জাতিবাচক না হইয়া নামবাচক হইবে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে কায়স্থ শব্দ যদি নামবাচক হয়, তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, কায়স্থ নামক 'ব্যক্তির' পুত্র চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র। চিত্রসেনের পুত্র ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ, দত্ত, করণ, মৃত্যুঞ্জয়, অনুকরণ এবং করণের ও মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র নাগ, নাথ, দাস, দেব, কর প্রভৃতিও জাতিবাচক নহে, নামবাচক। সুতরাং কায়স্থ নামক ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রগণ কায়স্থ জাতীয় হইবে কেমন করিয়া? এবং কোন্ প্রমাণে? উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্রগণই বা কেমন করিয়া কায়স্থ জাতীয় হইতে পারেন? বিদ্যানিধি প্রদত্ত বংশাবলীতেতো কায়স্থ বলিয়া কোন জাতি নাই, প্রদীপ পুত্র কায়স্থ নামক ব্যক্তিকেই দেখিতে পাইতেছি। এবং প্রদীপের এক সন্তানের নাম "কায়স্থ" বিদ্যানিধি মহাশয়ের এই উক্তিও পাইতেছি। এখন আমরা সম্বন্ধ-নির্ণয়কারের নিকট কায়স্থ নামক প্রদীপের পুত্রটি কোন বর্ণভুক্ত

তাহা জানিতে চাই। যদি শূদ্র ও কায়স্থ এই দুই নামবাচক শব্দের জাতি পর্য্যন্ত বুঝাইবার শক্তি থাকে, তাহা হইলে এক চিত্রগুপ্তে শূদ্র ও কায়স্থ জাতিদ্বয় কিরূপে সামঞ্জস্য খাইবে, পণ্ডিত মহাশয় তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। এবং 'কায়স্থ' শব্দ যদি একাধারে নামবাচক ও জাতিবাচকই হয়, তাহা হইলে হীম, প্রদীপ, চিত্র-গুপ্ত প্রভৃতি শব্দইবা একাধারে কায়স্থ শব্দের মত নাম ও জাতিবাচক না হইবে কেন? অর্থাৎ হীম নামক ব্যক্তি হীম জাতীয়, প্রদীপ নামক ব্যক্তি প্রদীপ জাতীয়, চিত্রগুপ্ত নামক ব্যক্তি চিত্রগুপ্ত জাতীয় না হইবে কেন? কিন্তু আমরা ব্যবহারে সেরূপ দেখিতে পাই না কেন? যাহা হউক ইহার অর্থ বিদ্যানিধি মহাশয় সাধারণকে বুঝাইয়া দিবার জন্য অবসরের অনুসন্ধান করিলে আমরা বাধিত হইব। আমরা দেখিতেছি যে, বিদ্যানিধি মহাশয় যে কায়স্থবংশাবলী দিয়াছেন, তাহাতে চিত্রসেনের পুত্র ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ, দত্ত, করণ, মৃত্যুঞ্জয় ও অনুকরণ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা অর্থাৎ ঘোষ বসুাদি কোন্ জাতীয় হইবে, তাহা লেখেন নাই। ঘোষ, বসু, মিত্রাদি যদি নাম ও জাতি বিজ্ঞাপক হয়, তাহা হইলে 'ঘোষ মোহন ঘোষ' 'যদুনাথ বসু,' 'মিত্রচন্দ্র মিত্র,' 'দত্ত দাসদত্ত,' এইরূপ নামই দেখিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু এমন উদ্ভট নাম কি কেহ কোন দিন কোথাও শুনিয়াছেন? যদি না শুনিয়া থাকেন, তবে বিদ্যানিধি মহাশয়ের সম্বন্ধ-নির্ণয়ের মতে যে হইতে পারে তাহা জানিয়া রাখুন। কিন্তু ঐরূপ নাম কোন দিন কোন কায়স্থ পিতা মাতা পুত্রের নাম রাখিবেন বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না। চিত্রসেনের অন্যতম পুত্রদ্বয়ের নাম 'মৃত্যুঞ্জয়' ও "অনুকরণ"। বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে ঐ দুই শব্দও নাম ও জাতি বাচক; কিন্তু আমরা এপর্য্যন্ত কোন কায়স্থেরই পদবী বা জাতি মৃত্যুঞ্জয় ও অনুকরণ আছে বলিয়া জানিতে পারি নাই এবং সম্বন্ধ-নির্ণয়কার কায়স্থের যে পদবীর উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যেও দেখি নাই। আবার চিত্রসেনের এই ৮টি পুত্র অর্থাৎ উল্লিখিত ঘোষ বসু আদি যদি পদবীবাচক না হইয়া নামবাচক অথবা সম্বন্ধনির্ণয়ের মতে নামও জাতিবাচকই হয়, তাহা হইলে ইহারা সকলে এক কায়স্থ জাতীয় না হইয়া পৃথক পৃথক জাতীয় হইবে না কেন?

আমরা দেখিতেছি 'বিপ্রের' অজ্ঞাতনামা পুত্র বা পৌত্র হইতে 'ব্রাহ্মণ' নামক কোন ব্যক্তি বিশেষ উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণবংশ চলিয়া আসিতেছে; কারণ—বঙ্গজ-কারিকা হইতে উদ্ধৃত অগ্নিপুরাণের শ্লোকের মতে ব্রহ্মার মুখ হইতে বিপ্র নামক জাতি বা বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু বিপ্র বলিয়া কোন বর্ণের অস্তিত্ব প্রায় দেখা যায় না—ব্রাহ্মণবর্ণই আবাহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। ঘটকদিগের কারিকা-

গুলির মধ্যেও পরস্পর অনৈক্য দৃষ্ট হয়; ভট্টকারিকা, দেবীবরকরিকা, মিশ্রকারিকা প্রভৃতি কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। আর এই ঘটক মহাশয়েরা আদিশূরের এমন কি বল্লালসেনেরও অনেক পরে জন্মিয়া কারিকা লিখিতে বসিয়া, তাঁহাদিগের জন্মের পূর্ব্বতন ঘটনা কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন সুতরাং শোনা কথায়পূর্ণ ঐ সকল কারিকা যে ঠিক হইতে পারে না তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বর্ম্মঘোষচৌধুরী।

আমাদের দোষ গুণ।

পাশ্চাত্য জগতে ফ্রান্স যেরূপ সভ্যতা ও বিলাসিতার জন্মভূমি, প্রাচ্যে বঙ্গভূমির মর্য্যাদাও যে তদ্রূপ তাহা অনেক সময় অন্যান্য প্রদেশবাসীর মুখেই শুনা যায়। শুধু সভ্যতা ও বিলাসিতায় নহে, প্রতিভা, সাহস, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে বাঙ্গালীর তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক—অন্যান্য জাতিকে পরাস্ত করিয়াছে; এমন কি, বর্ত্তমান যুগের সুসভ্য ও বিজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত পাশ্চাত্যদেশের সুসন্তানগণের সহিত প্রতিযোগিতাতেও বাঙ্গালী লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। তারবিহীন বার্ত্তাবহ যন্ত্রের আবিষ্কারক, বিবিধ মৌলিকতত্ত্বে জগদ্‌গুরু অধ্যাপক ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসুর ন্যায় বৈজ্ঞানিক, ডাঃ ঘোষের ন্যায় ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞ, স্বর্গীয় দত্তসাহেবের তুল্য শাসনকর্ত্তা, মাননীয় ঘোষ ও মিত্রবরের তুল্য বিচারপতি, ডাঃ রায়ের মত রসায়ন-তত্ত্ববিদ্, কর্ণেল বিশ্বাসের মত পরাক্রান্তবীর, পরলোকগত হইয়াও যিনি অমর, যাঁহার নামের সহিত জীবিতের ন্যায় "পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রী১০৮ শ্রীমৎস্বামী" সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয় ও অনন্তকাল হইবে, সেই বিশ্ব-বিজয়ী বিবেকানন্দের ন্যায় ধর্ম্ম-তত্ত্ব-বেত্তা প্রভৃতি বহুরত্ন এই বঙ্গেই আবির্ভূত হইয়াছেন।

দেশহিতকর সমাজ-সংস্কার কার্য্যেও বাঙ্গালীর উৎসাহ, উদ্যম ও সৎসাহস সকলের অগ্রগণ্য। বাঙ্গালী অবলীলাক্রমে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া, ভারতের গৌরব রক্ষা করিতেছে—একদেশদর্শিতাপবাদ ঘুচাইয়া অন্যান্য সভ্যজাতি সমূহের প্রতিভাসম্পন্ন বিদ্যার্থীগণের সহিত প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করিয়া উপাধি ও পুরস্কার সহ হাসিমুখে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিতেছে—হিন্দু-সমাজের সমুদ্রযাত্রা নিষেধ আজ্ঞারূপ

শিক্ষামার্গ অবরোধকারী বদ্ধমূল সংস্কার আজি বাঙ্গালীর উদ্যমেই ভারত হইতে অপসারিত হইতে বসিয়াছে। এইরূপে বাঙ্গালা ভারতের প্রতিনিধি স্বরূপে অনেক কার্য্য করিয়া ভারতের গৌরব রক্ষা করে বটে, আবার কোন কোন বিষয়ে এত দোষ আছে, যাহা সংশোধিত না হইলে আমরা নিষ্কলঙ্ক ও আদর্শ জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারিব না।

পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, বিহারী, গুজরাটী, মারোয়ারী, বাঙ্গালী, প্রভৃতি আমরা সকলেই আর্য্য-ঋষিগণের সন্তান, সকলেই ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ; ধর্ম্মে কর্ম্মে ও শাস্ত্রশাসনে আমরা সমসূত্রে আবদ্ধ। তবে জলবায়ুর তারতম্যে ও দেশের দূরত্ব নিবন্ধন আচার ব্যবহারে ও পোষাক পরিচ্ছদে আমরা কিছু কিছু স্বতন্ত্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছি মাত্র। পরস্পর উন্নতি লাভ করিতে হইলে সদ্‌গুণের বিনিময় হওয়া চাই। সততা, সদাচার প্রেম ও পার্থিব উন্নতির মূল অর্থ নীতি, সকলেই যাহাতে লাভ করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। মস্তিষ্কে বাঙ্গালার যেমন প্রশংসা আছে, তেমনি শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্যে ও ব্যবসায়ে সর্ব্ব কনিষ্ঠ। ব্যবসায়ে মাড়োয়ার ও পাঞ্জাব শ্রেষ্ঠ। পাঞ্জাবতো সকল বিষয়েই আদর্শ ও সর্ব্বোচ্চ আসনারূঢ়। শারীরিক শ্রমসাধ্য কৃষি ও শিল্পাদি কোন দেশেই অনাদরণীয় নহে, হয় কেবল এই বঙ্গদেশে।* এ বিষয়ে আমরা অন্যান্য ভ্রাতৃগণের অনুকরণ না করিলে দেশের সাধারণ উন্নতি লাভ করিতে পারিব না—"মাথাভারী" হইয়া পড়িয়া যাইব। উরুবল ব্যতীত অটল হইয়া দাঁড়ান অসম্ভব।

ব্রাহ্মণ কায়স্থের কথা দূরে থাকুক, আমাদের দেশের যে সকল জাতি পুরুষানুক্রমিক কৃষি ও শিল্পাদি কার্য্যভার বহন পূর্ব্বক সমাজের উপকার সাধন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাও এখন স্ব স্ব বৃত্তি ত্যাগ করত কায়স্থ-ক্ষত্রিয়ের নিজস্ব, রাজস্ব বিভাগের মধ্যে, লেখনী অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বসিবার আশায় জীবিকার অবলম্বন নিজ নিজ "হাল হেথিয়ার" পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন।। পাঠক! ভাবিয়া দেখুন, দিন দিন বঙ্গীয়-সমাজ মাথাভারী ও উরুক্ষীণ হইতেছে কিনা? বলুন দেখি, এক পীঠ কাঁচা থাকিতেছে কিনা? আবার বাঙ্গালার ম্লেচ্ছত্ব ঘটিবার কারণ হইয়াছে,—ব্রাহ্মণ সমাজের মৎস্য মাংসাহার, ষট্‌কর্ম্ম ও সংস্কৃত চর্চ্চা

---

* অন্যদেশেও যাঁহারা কৃষি ও শিল্পীর কায করেন না, বাঙ্গালায়ও সেই শ্রেণীর লোক তাহা উপেক্ষা করেন; নতুবা বাঙ্গলার শিল্পী ও কৃষাণ কুল মধ্যবিৎ ভদ্রলোক হইতে অবস্থাপন্ন হইত না। কাঃ পঃ সঃ

* ঐ দশা ভারতের সকল জাতিতেই ঘটিয়াছে। কাঃ পঃ সঃ

ত্যাগ ও রাজভাষায় কায়স্থের প্রতিযোগিতা করিয়া কায়স্থাসনে বসিবার চেষ্টা। এরূপ বিভ্রাটও অন্য কোন দেশে ঘটে নাই।

আমাদের আর এক দোষ,—শক্তিরূপা স্ত্রীজাতিকে আমরা বিলাসের বস্তু ও খেলার পুতুলের মত গড়িয়া তুলিতেছি। আমরা এবিষয় এমনই অন্ধ ও স্ত্রীশিক্ষার অর্থ আমরা এত বিপরীতভাবে বুঝিয়া থাকি, যাহা সর্ব্বনাশের সূত্র হইতেছে—সমাজের আধখান্ ধ্বংস হইতেছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিতেছি না। এবিষয় আমারা সুসভ্য পঞ্জাবের মহিলাকুলের অনুকরণ করিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা ধর্ম্ম, জ্ঞান, সতীত্ব, অতিথিসেবা, লেখাপড়া, শাস্ত্রচর্চ্চা, উচ্চ সূচিশিল্প, আদব-কায়দা পোষাক পরিচ্ছদের পবিত্রতা রক্ষা* স্বাস্থ্য-রক্ষা প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই আদর্শ স্থানীয়। দিল্লীর সম্রাজ্ঞী দৌপদী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া দেব-দ্বিজ ও স্বামী পুত্রাদিকে খাওয়াইতেন, এই সে দিনও এই বঙ্গেরই রাণী ভবানী স্বহস্তে পাককার্য্য করিয়া স্বামীসেবা করিয়াগিয়াছেন। আমাদের বিচারে কি তাঁহারা "হীন" বা তাঁহাদের আমল 'অসভ্যযুগ" ছিল? অথচ তাঁহাদের পয়সার অভাব ছিল বলিয়া পানদোক্তাসেবী অজ্ঞাতকুলশীল পাচক রাখিতে পারিতেন না কিম্বা কৃপণ ছিলেন? তাহা'ত বলা চলে না; যেহেতু উঁহাদের সংসারে "দীয়তাং ভোজ্যতাং"এর বিষয় ইতিহাস সাক্ষ্য দান করিতেছে। আমাদের পিতামহী প্রপিতামহীদের আমলে বড় লোকের মেয়েরাও গৃহকার্য্যে নিপুনা না হইলে প্রশংসার পাত্রী হইতেন না—ঢেঁকি, যাঁতা, শিলনোড়া, কুলা, কাঠা প্রভৃতি গৃহস্থালির নিত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রাদি 'লক্ষ্মীর দ্রব্য' বলিয়া মান্য করিতেন—কিন্তু কালে সকলই সম্ভবে। আজ তাঁহাদের "সভ্য" নামা পৌত্রী প্রপৌত্রীদের নিকট সে সকল ভাব "সেকেলে" বলিয়া অনাদরণীয় হইতেছে। গৃহকার্য্য-কুশলা লজ্জাবনতা-সুশীলা মেয়েরা এখন "চাষা," "আবর," বা "অসভ্য" বলিয়া নিন্দিতা, আর নৃত্যগীত পরায়ণা, চঞ্চলনয়না, অনন্দোৎপত্তিদা, কটাক্ষ-পরায়ণী অপ্সরীর মর্ত্ত্যসংস্করণগুলি পণ্ডিতা, সভ্যা ও উচ্চদরের বলিয়া গণ্যা। ইহাই এখন আমরা সৌন্দর্য্য ও সদ্‌গুণের মাপ কাঠী করিয়াছি। আমাদের এই সকল স্ত্রীরত্নের মত ক্ষণভঙ্গুর জীব আর কোথায়ও দেখিয়াছেন কি? অবশ্য সে দোষভার মাতৃজাতির স্কন্ধে ন্যস্ত করিতে পারি না। আমাদের শিক্ষা দোষাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াই তাঁহারা ক্ষণভঙ্গুর হইতেছেন। পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশের ভদ্রমহিলারা পৃথিবীর বর্ত্তমান সভ্যজাতিসমূহের ন্যায় জুতা, পাজামা, সার্ট, জ্যাকেট, ঘাঘ্‌রা, সাটি,

* পোষাক পরিচ্ছদের পবিত্রতা রক্ষার কথায় আমরা এক মত হইতে পারিলাম না।

কা: প: স:

সুজ প্রভৃতি দেশীয় পোষাকে আচ্ছাদিত হইয়া বেড়ান; অথচ স্বহস্তে সদ্য প্রস্তুত করা দ্বারা তদ্দেশীয় সুপাচ্য খাদ্য সামগ্রী তৈয়ার করিয়া পরিবারবর্গকে খাওয়াইয়া থাকেন, ধাতু নির্ম্মিত পাকপাত্র সঙ্গে সঙ্গে মাজিয়া পরিষ্কার করিতেও কাতর হন না। এ সকল কার্য্য না করিলে, তাঁহারা স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার ভয় করেন। তাই ঐ সকল দেশের প্রাচীনা স্ত্রীলোকেরাও যে কার্য্য অবহেলায় করিতে পারেন, আমাদের অনেক বাবু যুবক পুরুষেরাও তাহাতে লজ্জা পান। বিজ্ঞাপনের ছবি, স্বর্গীয় পরীর ন্যায় অর্দ্ধ উলঙ্গ দৃশ্য প্রত্যক্ষীভূত হইলে সভ্যতা বৃদ্ধি পাইতেছে মনে করা উচিত নয়। ঘন বুনানী বস্ত্রভার বহনে অক্ষমতা জানাইয়া মাকড়সার জালের মত বস্ত্রের দ্বারা আদর করেন, লঘু আহারেও যাঁহাদের উদর পীড়িত হয়, তাঁহাদের মত বলশালী ব্যক্তিই কাহারও কাহারও বিবেচনায় আদর্শ ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য এবং যাহারা মোটা মজবুত বস্ত্র পরিধান করেন, শ্রমসাধ্য কার্য্য স্বয়ং করেন, বলকারক খাদ্য পাইয়া সহজে পরিপাক করিয়া ফেলেন, তাঁহারা সৎকুলজাত হইলেও "চাষা"। শিক্ষিত দূরদর্শীগণের এ সকল বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

অন্য দেশীয় হিন্দু-সমাজের নিকট বাঙ্গালীকে চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা ও সামাজিক তথ্য শিক্ষা করিতে হইবে। যতদিন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-সমাজ অন্যদেশস্থ স্বাত্বিকাচারী, দ্বেষ পরিশূন্য, নিরামিশভোগী ব্রাহ্মণ-সমাজের সহিত মিশিবার যোগ্যতা লাভ করিতে না পারিবেন, ততদিন হিন্দু-সমাজে বাঙ্গলাকে বিদ্রূপ সহ্য করিতেই হইবে। অধুনা ব্যবহৃত;—"বাঙ্গালী নামক একটী ম্লেচ্ছাচারী জাতি, যাহাদের চাতুর্ব্বর্ণ্য নাই ও ব্রাহ্মণ-সমাজে যথেচ্ছার আছে।" তাই বলি, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ! নিজ বিচারে সময় নষ্ট না করিয়া, নিজ সমাজের কর্ত্তব্য বিধানে দেশের মান রক্ষা করুন। হিন্দু-সমাজের বিচারপতি ধর্ম্মরাজতুল্য বরেণ্য বিশাল কায়স্থ জাতিকে পতিত করিতে চেষ্টা করায় যে প্রতিভা-অকারণ ব্যয়িত হইতেছে, তাহা দ্বারা নিজেদের দোষ নষ্ট করিতে উদ্যোগী হউন।

মাতৃভাষা সংস্কারে বাঙ্গালী যেরূপ যত্নবান, তাহাতে আমরা অন্যান্য দেশবাসীর নিকট আদর্শস্থল বটে। হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় অদ্যাপি বহু যাবনিক শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষার সাহিত্যিকগণ ক্রমশই আমাদের মাতৃভাষাকে বিশুদ্ধ করিতেছেন; ইহা বড়ই আনন্দের ও গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে সংস্কৃত শাস্ত্রীয় ভাষায় বড়ই অমনোযোগী। শাস্ত্রীয়ভাষায় কোন কোন দেশের ছাত্রগণ গৃহে বসিয়া এইরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হন যে, অনেকে আমাদের পণ্ডিতদিগকে শাস্ত্র বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারেন। হরিদ্বার ঋষিকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের

জ্বালাপুর শাখার অধ্যাপক পণ্ডিত দেবকীনন্দনের গৃহে যখন আমরা বাস করিয়াছি, তখন পণ্ডিতবরে বৃদ্ধামাতার ও তাঁহার ছাত্রীগণের মুখে "হরিঃ ওঁ তৎ সৎ," গীতা পাঠ ও স্তবস্তোত্রাদি শ্রুত হইয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিতাম—বাগীচা-রক্ষক মালী জাতীয়দের রমণীরাও যেরূপ সুন্দরভাবে প্রণবোচ্চারণে আর্য্যভূমির মহিমা প্রচার করিতেন; তাহা হায়, আমাদের বঙ্গে কুত্রাপি শ্রুত হয় না!* মাতৃ-জাতিকে শূদ্রতুল্য অমন্ত্রক করিয়া রাখাই কি আমাদের এবম্বিধ দুর্ভাগ্যের হেতু নয়? "কেউ কিছু ভাল কাজ কর্‌তে পারে না—খবরদার!" ইহাই আমারের দেশের মূল শাসন, আর অন্যদেশে সৎকর্ম্মের পুরস্কার সুনিশ্চিত। আমাদের নেতৃস্থানীয়েরা কি দেশের উন্নতি কামনায় ঐ সকল সম্ভ্রান্ত হিন্দু সমাজের অনুকরণ করিবেন?

আমাদের আর এক দোষ,—আমরা "খাই খাই, পাক দিয়া খাই।" দোকানের পক্কান্ন ছোলা মটর প্রভৃতি ডাউল সিদ্ধ, দোপাক অন্ন, মুসলমান প্রস্তুত সিদ্ধ চাউল প্রভৃতি পাকী, কাঁচী সর্ব্ববিধ খাদ্যদ্রব্যই আমাদের ধর্ম্মমন্দিরেও ব্যবহৃত হয়, কিন্তু নিমন্ত্রণ খাইবার দিন, পাকীতেও আঁটুনী কত। সোডা, লেমনেড্, বরফজল প্রভৃতি মুসলমান স্পৃষ্টদ্রব্যও দুষ্ট হয় না, কিন্তু অনেক জাতীয় ভদ্রলোক হিন্দুও আমাদের জলাচরণীয় বলিয়া গণ্য হন না। সেদিন কোন জমিদারের জনৈক হাড়ি জাতীয় চাকর রহস্য করিয়া বলিয়াছিল যে "লেমনেড্ মিশ্রিত জল যদি হুঁকায় ভরা হয়, তবে কোন সময় অন্য চাকরের অনুপস্থিতিকালে, হুঁকা দেওয়া কাজটা আমার দ্বারাই নির্ব্বাহ হইতে পারিত।" ঐ ব্যক্তির কথায় সকলেই অন্তরে বুঝিয়া প্রকাশ্যে হাসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হিন্দুস্থানে কেহ কাহারও কাঁচী খান্ না বটে কিন্তু ভদ্রলোকেরা পরস্পর সামাজিকভাবে পাকী খাইয়া থাকেন। পাঞ্জাবে আবার কাঁচী পাকী ভেদই নাই, সকলেই সকলের কাঁচী খান্। বলা বাহুল্য, ভারতের মধ্যে সেই পঞ্জাবই "সচ্চা ভূম" বা খাঁটিমুলুক ও পঞ্জাবীগণ উচ্চশ্রেণীর আদর্শ হিন্দু বলিয়া পরিগণিত।† সত্য, দয়া, প্রেম, সরলতা প্রভৃতি আর্য্যোচিত সদ্গুণাবলী তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিতেছে, তাই তাঁহাদের ছুঁন্নীতির দ্বারা স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার চেষ্টা করিতে হয় না। "প্রচ্ছন্না বা প্রকাশ বা বেদিতব্যা স্বকর্ম্মভিঃ।" আমি ব্রাহ্মণ—আমি ব্রাহ্মণ, বলিয়া চিৎকার করিতে হয় না, যদি কেহ আদর্শ ব্রাহ্মণত্বে উপনীত হইতে

* চট্টগ্রামের জগৎপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম এবং শ্রীহট্ট জগৎসীর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বালকবালিকাদিগের সহিত পরিচিত হইলে সম্ভবতঃ লেখক মহাশয় একথা বলিতে সাহসী হইতেন না। কাঃ পঃ সঃ

† আমরাও পঞ্চনদের উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ কায়স্থের সহিত একত্রে আহার ব্যবহার দেখিয়াছি তাঁহাদের আচার [illegible] বলিয়া মনে হয় না। কাঃ পঃ সঃ

পারেন। অন্য দেশবাসীগণ যাহা অখাদ্য তাহা গোপনে বা প্রকাশ্যে কোনরূপেই খান না, আর যাহা খাদ্য তাহা সর্ব্বাবস্থাতেই খান। এইরূপ কপটতা শূন্যভাব আমাদের দেশে কি কখনও দেখিতে পাইব? মূল্য দিয়া খাইতে আছে, অথচ সপ্রেম বা সস্নেহ প্রদত্ত দ্রব্য অখাদ্য, ইহা যাহাদের বিধান, ধন্য তাহারা, আর ধন্য সে দেশের বিচার!

কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধেও কিছু বলিবার আছে। কৃষি কার্য্যতো প্রাচীনকালের রাজর্ষিগণও যজ্ঞ জন্য স্বহস্তে করিতেন, জনকঋষি ও বলরাম প্রভৃতি পুরাণ প্রসিদ্ধ। অদ্যাপি ভারতের সমাজ-চূড়াবস্থিত গৌড়, সনাঢ্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ মধ্যেও উহার অনাদর নাই। * যাঁহাদের চরণে ফুলমালা দিয়া পূজা করত, "সুফল" শব্দ শ্রবণাশায় পদানত হও, সেই তীর্থগুরুগণের মধ্যেও অদ্যাদি কৃষিকার্য্য দেখা যায়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি মূর্খ বা গরীব হইলে রাজমীস্ত্রি, ছুতারমীস্ত্রি বা দর্জ্জি প্রভৃতির অবসায়াবলম্বন করিয়া থাকেন, এরূপও দেখা যায়। "কৃষি পরাশর" গ্রন্থে দেখিয়াছি, কৃষিকার্য্য জন্য যে সব অনুষ্ঠান ও বেদমন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়, তাহা হীন জাতীয় অশিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা নির্ব্বাহ যোগ্য নহে। বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ছেলেরা অভাব হইলে চুরি করিবে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে শিখিবে, তথাপি কৃষি ও শিল্পাদির দ্বারা নির্দ্দোষ জীবিকার্জ্জনে যত্নশীল হইবে না—অতি হীন মর্য্যাদায় অল্পবেতনে দাসত্ব করিবে তথাপি স্বাধীনতা স্বত্বেও সামান্য ব্যবসায় করিবে না। ইহা দ্বারা কি দেশে দৈনন্দিন দুর্দ্দশা বৃদ্ধি পাইবে না? ইঞ্জিনিয়ারগণ ছুতার ও কামারের কাজ করেন বলিয়া কি তৎশ্রেণীর মজুরের সহিত সমশ্রেণীতে গণ্য হন? হিন্দুস্থানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের যাঁহারা কৃষিকার্য্য, রাজমীস্ত্রি, ছুতার ও দর্জ্জি প্রভৃতির কার্য্য করেন, তাঁহারা কি তত্তৎব্যবসায়ী অন্যান্য জাতীয়ের সমাসনে অবনমিত হন? [illegible] হন না। তাঁহাদের তেজস্বিতা ও বৈদিকাচারই তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র মর্য্যাদা সম্পন্ন করিয়া রাখে। তদ্রূপ এ দেশেও এই সকল ব্যবসায়ী নিচ জাতীয়দের সহিত আমাদের দ্বিজত্ব ও ভদ্রোচিত ব্যবহারনিচয়ই আমাদিগকে পৃথক করিয়া রাখিবে। [illegible] বিষয়ে আমাদের ভয়ের কারণ কি? এই যে আচণ্ডালে আজি কায়স্থের ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে, আবার ব্রাহ্মণেরাও ত্রুটি করিতেছেন না, তাই বলিয়া কি সকলেই [illegible] সমভাবাপন্ন হইতেছে? তাই বলি, বর্ত্তমান বৃত্তি সঙ্করকালে স্বধর্ম্মে থাকিয়া

* জনক ও বলরাম কৃষিকার্য্য করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কই? যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিলে, [illegible] করায় কথা বুঝায় না। ধনুর্ব্বেদে 'হল' নামক শস্ত্রের উল্লেখ আছে, 'ঝাটার'রও [illegible] আছে; তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়গণ মালীদ্বারা প্রাঙ্গণ প্রভৃতি ঝাড়ু [illegible] না নিজেরাই করিতেন? কাঃ পঃ সঃ

সাধ্যমত কৃষি বা কোন শিল্প কর্ম্মদ্বারা জীবিকার্জ্জন করা উচিত ; ঐ সকল ব্যবসায়ীকে চাষা বা মজুর বলিয়া ঘৃণা করা কর্ত্তব্য নয়। যদি আমরা ঐ সকল নির্দ্দোষ ব্যবসায়ীর কৃষককে চাষা ও শিল্পীকে মজুর বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ না করি, সে সকল স্বজাতিকে আদর করি, (অধর্ম্মাচরণে ভীত হইয়া পেটের দায়ে ঐ সকল কার্য্য দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতেছেন) তাঁহাদিগকে স্বজাতি স্বীকারে কুণ্ঠিত না হই ও সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপনে মুখ লুকালুকী না করি, তবে আবার আমাদের জন্মভূমি দুর্দ্দশামুক্ত হইবেন—আবার দেখিতে পাইব, সকলে স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসায় মনোযোগী হইয়াছেন—আবার দেখিতে পাইব, কৃষকের পুত্র লেখাপড়া শিখিয়া উত্তমরূপে কৃষিকার্য্য চালাইবারই কৌশলাবলম্বী হইতেছেন।

আমরা বাবুগিরির আদর্শ ও সভ্যতাভিমানী জাতি, কিন্তু জানিনা, পৃথিবীর কোন্ সভ্য জাতির অনুকরণে টুপি বা পাগ্‌ড়ি বিহীন অর্থাৎ মস্তক উলঙ্গ* করিয়া স্থানান্তরে গমনাগমন করি ও মেয়েদের পোষাক ব্যবহারের অধিকার দানে কুণ্ঠিত হইয়া অথবা ভ্রমে অতি সভ্যতা জানাইতে গিয়া অর্দ্ধোলঙ্গ ভাবে রাখি? তেল, পমেটম্, এসেন্স আদিও অলঙ্কারের পা'ন্-কসুর লোকসানীতে যাহা ব্যয়িত হয়, তাহার দ্বারা কি সাদাসিধা ভদ্রোচিত পোষাকে ইজ্জৎ রাখা অন্যায় হয়? চারি আনার চুল ছাঁটিয়া ফুল-বাবু সাজা অপেক্ষা সাদাসিধা চুলে একটা সামান্য মূল্যের মস্তকাচ্ছাদনী ব্যবহার করিলেও ত পৃথিবীর সর্ব্ব সভ্য জাতির অনুমোদিত কার্য্য করা হয়। উলঙ্গভাব সভ্যতা বর্দ্ধক নহে, উহা অসভ্যতারই পরিচায়ক।

আমাদের আরও ভ্রম,—"অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।" এ শ্লোকের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম না করিয়া বংশগুরু প্রথার সমর্থন করি। এ প্রথা আর কুত্রাপি নাই। অন্যান্য দেশে তান্ত্রিক দীক্ষা এরূপ অবশ্য প্রতিপাল্য নহে, বৈদিক উপনয়নই যথেষ্ট। তবে ভবার্ণবের ভেলাস্বরূপে ও অজ্ঞান তিমিরনাশকারী ত্যাগী সাধু সন্ন্যাসীর মধ্য হইতে নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুযায়ী সম্প্রদায় বিশেষ হইতে গুরুর অন্বেষণ করিয়া লয়েন। "গৃহী গুরু ন কর্ত্তব্যং কর্ত্তব্যং মহদাশ্রয়ঃ।" ইত্যাদি সন্নীতি মানিয়া তাঁহারা চলেন। গুরু আসিয়া স্বার্থ চর্চ্চা করিবেন, সংসারের সুখ দুঃখ গাহিবেন, আমার মত হাবুডুবু খাইবেন, সাঁতার জানেন না, তিনি কিরূপে আমাকে দুস্তর সাগরে রক্ষা করিবেন ; এ চিন্তা যাঁহাদের মনে উদিত হয় না, কেমনে বলিব তাঁহারা মস্তিষ্কবান্? এ ভ্রম সংশোধিত হওয়া আবশ্যক। গুরুপুত্র চরিত্রহীন হইলেও যে

* দেশ মাতৃক রীতি পরিত্যাগ করা শাস্ত্রবিহিত কিনা জানি না। অথর্ব্ববেদে পৃথ্ দেশবাসীকে উষ্ণীষ শীঘ্রই বলিয়াছেন। কাঃ পঃ সঃ

গ্রাম করিলে অনন্ত নরকে যাইতে হইবে, এবম্বিধ ভ্রান্ত বিশ্বাসে বাধ্য হইয়া তাহারই হস্তে পুত্র কন্যাদিগকে সমর্পণ করিতে হইবে ও অন্দরমহল প্রবেশে তাঁহার জন্য দ্বার অবারিত থাকিবে এবং চোখ্ রাঙ্গাইয়া তিনি যাহা চাহিবেন, তাহাই আদায় করিবেন, এবিধানে কোন ন্যায়বান্ চিন্তাশীল ব্যক্তি সম্মত হইবেন না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। এবিষয়ে সাধারণের তীব্র দৃষ্টি আবশ্যক।

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিং॥"

গীতা ৮।১৩

ভগবান্ বলিতেছেন যে "ওঁ" নামক একাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যিনি দেহ ত্যাগ করেন, তিনিই মুক্তি লাভ করেন। এহেন ওঙ্কার বর্জ্জিত দীক্ষা লাভে কোন ফল লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা শিষ্যকে মুক্তিলাভের এমন সন্মার্গ হইতে ভুলাইয়া তদ্বিপরীত মার্গে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন ; অর্থাৎ সে পথে নিজ স্বর্গকে ইঙ্গিত করিয়া, শিষ্যকে পাথারে ডুবাইয়া দেন, এরূপ প্রবঞ্চক কি গুরুপদ বাচ্য? যে সকল কায়স্থ ভ্রাতৃগণ, এরূপ গুরুর পাল্লায় পড়িয়া উপনয়ন গ্রহণের সুমতি না পাওয়ার অজুহাতে, সংস্কার গ্রহণ করিতে বিলম্ব করত, নিজের ও নিজ সন্ততির অমঙ্গল সাধন করিতেছেন, তাঁহাদের বুঝা উচিত ঐ শ্রেণীর লোক গুরু নহে, তাহারা বিশ্বাসঘাতক। যিনি উপনয়নে যোগ না দিবেন, তিনিত নিজেই গুরুপদ অধিষ্ঠান করিবেন, জানিতে হইবে, এরূপস্থলে আপনাদের তাহাতে কোন সম্বন্ধই হইবে না জানিবেন।

এদেশে আর এক কুপ্রথা আছে, সম্মানার্হ ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া ভক্তির চরমকাষ্ঠা দেখান হয়। ইহা বড়ই শূদ্রভাব। "উচ্ছিষ্টমপিচামেধ্যং ভোজনং রসপ্রিয়ং।" অতএব ইহা অতি হীন কার্য্য ইত্যাদি বহুবিধ কুসংস্কার ও কুপ্রথা আছে, যাহা ক্রমে ক্রমে সংশোধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এবিষয়ে সুবিদ্বান্ লেখক-গণ দ্বারা বিশদভাবে আলোচিত হউক, ইহাই প্রার্থনা। এই সকল বিষয়ে সতর্ক না হইলে আমরা নিষ্কলঙ্ক ও ভারতের আদর্শস্থানীয় হইতে পারিব না।

শ্রীহরিহর ঘোষ বর্ম্মা।

জন্ম মৃত্যু ও পরলোক রহস্য।

"জাতস্যহি ধ্রুবোমৃত্যু-
র্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্যচ।"

জাত জীবের মৃত্যু অনিবার্য্য—ইহা প্রত্যক্ষভূত, এবং মৃত্যু হইলেই জন্ম হইবে ইহা আপ্তবাক্য। ঋষিগণ জ্ঞানের উন্নত শিখরে আরোহণ করিয়া সমাধিবলে যাহা দেখিয়া বলিয়াছেন, তাহাই আপ্তবাক্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। জন্মমৃত্যু রহস্যের আদি অন্ত নির্ণয় করা অসম্ভব। জন্ম এবং মৃত্যু উভয়ই অনন্তকাল হইতে নিত্য প্রবাহ-রূপে বর্ত্তমান। পরিবর্ত্তন লইয়াই সংসারের অস্তিত্ব। ভাঙ্গা গড়াই প্রকৃতির লীলা খেলা; এক যায়, আর আসে ইহাই যেন বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টি-রহস্য। জন্মান্তর-বাদের ভিত্তির উপরই ভারতীয় দর্শন সকল সুপ্রতিষ্ঠিত। শ্রুতিতেও জন্মান্তরবাদ ঘোষণা করিতেছেন। জন্মান্তরবাদ ভিন্ন আধ্যাত্মিক কোন তত্ত্বই তিষ্ঠিতে পারে না। জন্মান্তরে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে মানুষের ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন কি? ইহলোকের সঙ্গে যদি মানবের সমস্ত সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়, তবে আর উপাসনাদির কি আবশ্যক?

পদার্থ মাত্রই চৈতন্যশীল, আর্য্যঋষিগণ স্থাবর পদার্থের জীবনী শক্তির পরিচয় নানাবিধ গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ততদূর গবেষণা না করিলেও বিজ্ঞানাচার্য্য স্বনামধন্য ডাঃ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহোদয় উদ্ভিদ্-তত্ত্বের জটিল সমস্যার সুমীমাংসা করিয়া প্রতীচ্যজগতে এক নূতন আলোকচ্ছটা উদ্ভাসিত করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা রাহিত্যে, বৈদিক গ্রন্থাদির অধ্যয়ন অধ্যাপনার অভাবে, তন্মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান; কিন্তু আমাদের অতি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র গীতা দৃঢ় বাক্যে বলিতেছেন—

"জাতস্যহি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্মমৃতস্যচ"

জাত জীবের মৃত্যু নিশ্চয় এবং মৃত ব্যক্তিরও জন্ম সুনিশ্চিত। জাগতিক পদার্থ সকলের বিনাশ নাই। পদার্থের সূক্ষ্ম অণু বা তন্মাত্র সকল নিত্য, সুতরাং বলিতে হইবে নিত্য পদার্থের ধ্বংস অসম্ভব, কেবল পরিবর্ত্তন বা রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরের নামই একার্থে জন্ম। রূপান্তর না হইলে জন্মিবে কি? যেমন মৃত্তিকার রূপান্তরিত ইট্ শুরকী দ্বারা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া, তাহারই মাল-মসলা দ্বারা মন্দির প্রস্তুত করা, এবং মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ গড়া। বিশ্বজগতের প্রতি-

পদার্থের ভিতর দিয়াই যেন, প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তনের তীব্র স্রোত-প্রবাহ চলিয়া যাইতেছে। স্থূল, সূক্ষ্ম, অণু, পরমাণু, দৃশ্য, অদৃশ্য জাগতিক যাবতীয় পদার্থের উপরই প্রকৃতির এই অবিচ্ছিন্ন প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তবেই বলিতে হইবে পদার্থের রূপান্তরের নামই মৃত্যু; এবং স্বভাবে অবস্থিতির নামই জন্ম। জন্ম ও মৃত্যু পরস্পর নিত্য সহচর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিতেছেন—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরং প্রাপ্তি ধীর স্তত্র ন মুহ্যতি॥"

অর্থাৎ দেহী যেমন এক শরীরেই কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্য অনুভব করে, তদ্রূপ আত্মাও দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধীর ব্যক্তিগণ ইহা অবগত হইয়া মৃত্যুর জন্য কোন শোক প্রকাশ করেন না। স্থানান্তরে উল্লেখ আছে—

"বাসাংসি জীর্ণাণি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নবোপচারাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

অর্থাৎ লোক সকল জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক যেমন নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তেমনি দেহী বা আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগে নব কলেবর ধারণ করেন।

পণ্ডিতগণ আত্মার নব কলেবর ধারণকে সর্পের খোলস পরিত্যাগের সহিত, জন্ম মৃত্যুর রহস্য ঘটিত বিষয়টী বর্ণিত শ্লোকের স্থূল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সর্পের শরীর যখন জীর্ণাবস্থায় কার্য্যের অক্ষম হয়, ঐ শরীর দ্বারা তাহার ভোগের কার্য্য সমাধা হয় না, তখনই নূতন শরীর ধারণের আবশ্যক হয়, এবং একটি খোলস ত্যাগ করিয়া জরাজীর্ণ শরীরকে নব কলেবরে পরিণত করিয়া লয়।

এখন জন্ম মৃত্যু জিনিষটা কি? কি আসে, কি যায়, আমাদের দেহাভ্যন্তরে "আমি আমার" পদার্থটি বা কি? অতঃপর তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হউক।

সৃষ্টির কারণ বীজ স্বরূপ মহাভূত সকল অতি সূক্ষ্ম পরব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। জগদীশ্বর যখন "একোঽহং বহুস্যাম" বাসনা পরতন্ত্র হইয়া চিদাভাস স্বরূপ স্বীয় শক্তি বা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া সংক্ষোভিত হয়েন, তখনই মহত্তত্ত্ব ও তন্মাত্র সকল উদ্ভূত হয়। জগতের ইহাই সূক্ষ্ম শরীর। আমরা যেমন স্ত্রী পুরুষ সহযোগে সন্তানের সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হইবার প্রত্যক্ষ ও অনুমাণ ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধি করি, তদ্রূপ মহাপুরুষ ও প্রকৃতি সহযোগে জড়-চেতন স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের সূক্ষ্ম শরীর বা মহত্তত্ত্ব উদ্ভূত হইয়া থাকে। পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-জগতও সমস্তই প্রকৃতি পুরুষের সংসর্গজাত। প্রকৃতি তাহাদের কারণ বা জননী

স্বরূপা এবং মহান্ পুরুষই বীজাধারকারী পিতৃস্বরূপ। যেমন উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড হইতে প্রবলাঘাতে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ বিনিসৃত হয়, এবং তাহা পৃথক্ পৃথক্ হইলেও সকলই বস্তুত একমাত্র লৌহপিণ্ড ; তদ্রূপ পরমাত্মার কারণ বীজ স্বরূপ দেহ হইতে সিসৃক্ষু (ইচ্ছার) প্রবল তাড়নায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়, স্থূল দেহের কারণ স্বরূপ অসংখ্য সূক্ষ্ম দেহ উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্ম শরীর সূক্ষ্ম উপাদান নির্ম্মিত, পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশ সকল তাহাতে বিরাজমান। ঐ সূক্ষ্ম ভূতগুলি তন্মাত্রক স্থূল দৃষ্টির বহির্ভূত। যে মহাপুরুষ যোগবলে সাধন রাজ্যের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন, তিনিই জন্ম মৃত্যুর কারণ লক্ষ্য করিতে সমর্থ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিতেছেন—

"উৎক্রামন্তং স্থিতিং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানু পশ্যন্তি পশ্যন্তি—জ্ঞানচক্ষুষঃ॥"

সূক্ষ্ম শরীর কখন দেহ হইতে দেহান্তর গমন করে, কখন বা দেহাভ্যন্তরে থাকিয়াই সুখ দুঃখ উপভোগ করে, অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহা দেখিতে পায় না। জ্ঞান-চক্ষু সম্পন্ন ব্যক্তিগণই ইহা দর্শন করেন। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—"কারণরূপ বীজ ও তাহার অঙ্কুর স্বরূপ সূক্ষ্ম দেহই স্থূল দেহের সৃষ্টির মূল। প্রকৃতির ভৌতিক ধর্ম্মই উহার উপাদান, পরিণামী ও সমবায়ী কারণ, এবং অদৃষ্ট বা কর্ম্মই জলসেক স্বরূপ অঙ্কুরের হেতু। যেমন বটের অতি ক্ষুদ্র বীজে, ভাবি প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাদনের বীজশক্তি অদৃশ্য ভাবে লুক্কাইত থাকে, এবং জল ও মৃত্তিকা সহযোগে অঙ্কুরিত হইয়া উত্তুঙ্গ মহীরুহে পরিণত হয়, তদ্রূপ সূক্ষ্ম দেহের অদৃশ্য বীজশক্তি অদৃষ্ট বা কর্ম্মরূপ ভূমি এবং অনাদি বিষয় তৃষ্ণা নিবারণোপযোগী চেষ্টারূপ জলসেক সহকারে অঙ্কুরিত হইয়া ভাবিস্থূল দেহের সৃষ্টি করে, সুতরাং বলিতে হইবে স্থূল উৎপাদনের বীজ শক্তি ঐ সূক্ষ্ম দেহেই নিহিত আছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড হইতে নির্গত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল বহু হইলেও যেমন সকলেই এক লৌহপিণ্ড, তদ্রূপ পরমাত্মার কারণরূপ দেহ হইতে বিনির্গত অসংখ্য সূক্ষ্ম শরীরাবচ্ছিন্ন জীবও পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহেন। তবে এইমাত্র প্রভেদ যে পরমাত্মা কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফলভোগ স্বরূপ বাসনা বর্জ্জিত ও নির্লিপ্ত ; এবং সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীরাত্মক জীবাত্মা সংসার লিপ্ত। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—

"দ্বা সুপর্ণা সমুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশিতি॥"—১।১।৩ মুণ্ডক

বঙ্গার্থ—দুইটি পক্ষী অবিশেষ ভাবে সমানাভিব্যক্তি কারণে লিঙ্গোপাধিক

জীবাত্মা শরীরে সর্ব্বদা যুক্ত আছে। তন্মধ্যে এক ক্ষেত্রজ্ঞ লিঙ্গোপাধিক বৃক্ষের ফলিত, স্বাদু কর্ম্মরূপ ফল ভক্ষণ করিতেছেন। অপর নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সর্ব্বজ্ঞ-রূপে কেবলমাত্র দর্শক ও প্রেরক। অর্থাৎ অবিদ্যা বা মায়া বিমুক্ত পরমাত্মা দ্বিতীয় এবং অবিদ্যা বা কাম কর্ম্ম বাসনাদির আশ্রয়ীভূত লিঙ্গ শরীরোপস্থিত জীবাত্মাই "আমি আমার" বা অহংবুদ্ধি বিশিষ্ট।

রক্ত—রক্ত, মাংস, মেদ, রস, অস্থি, মজ্জা, শুক্র এই সপ্তধাতু সমন্বিত পরিমাণ স্থূলদেহ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতেরই বিকারোৎপন্ন। ইহার অভ্যন্তরস্থ চিদাভাস বা মহাচৈতন্য বিনির্গত হইলেই হয় শ্মশানে, নয় কবরে, কিম্বা জলগর্ভে অথবা পশু পক্ষীর উদরে যাইয়া জড়পদার্থগুলি যাহার তাহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যাইবে। যে দেহের পুষ্টিসাধনে যাহার সুখ বর্দ্ধনে, সৌন্দর্য্য সম্পাদনে, যাহার অমরত্ব কল্পনায়, তুচ্ছ ইন্দ্রিয়াদি পরিতৃপ্ত ক্ষণিক বাসনা চরিতার্থ করিতে মানব লালায়িত, তাহার এই পরিণাম একবার চিন্তা করিলে কোন হৃদয়বান ব্যক্তির হৃৎকম্প না হয় ?

স্থূল দেহের অভ্যন্তরে হৃদয় মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ যে একটি স্থান আছে, তন্মধ্যে অবচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর অবস্থান করেন। মহর্ষি কপিল সাংখ্যদর্শনে বলিয়াছেন—"সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্।" (৩।৯) অর্থাৎ পঞ্চসূক্ষ্ম তন্মাত্র, দশ ইন্দ্রিয় এক মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ পদার্থ সংযুক্তই সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর। এই সূক্ষ্ম শরীরাবচ্ছিন্ন জীবাত্মাই মায়াবদ্ধ শোক, হর্ষ, সুখ, দুঃখ, ভয়, মোহ ইত্যাদি বিবিধ ফল ভোগ করেন এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত, জীবের অব্যাহত ভোগ সাহায্যকারি কর্ম্ম সকল, সূক্ষ্ম দেহ সঙ্গেই জড়িত থাকে। সূক্ষ্ম দেহের গতি কোথাও প্রতিরোধ হয় না। অগ্নি, জল, বায়ু, শিলা ইত্যাদি যে কোন পদার্থ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। ইহা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না. বায়ু ইহাকে শোষিতে পারে না, জলে ইহাকে পচাইতে পারে না, লৌহকণ্টক, হাতুরী, অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা ইহা বিদ্ধ বা ছিন্ন হয় না, ইহার কোনরূপ রূপান্তর নাই, ইহা অবিনাশী অমর অজর অনাদি সৃষ্টি প্রাক্কাল হইতে প্রলয়ান্ত স্থায়ী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥২৩
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ।
নিত্যং সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥"২৪। ২য় অঃ

এই সপ্তদশগুণাত্মক লিঙ্গ শরীরই উৎক্রান্ত হইয়া এক শরীর হইতে অন্য শরীর

গ্রহণ করে। সূক্ষ্ম শরীর নিরুপভোগ অর্থাৎ স্থূল শরীর ভিন্ন স্বতন্ত্ররূপে সুখ দুঃখাদি ভোগ জন্মায় না। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য ইত্যাদি ভাবাত্মক সংস্কারগুলি এই শরীর সংলগ্ন থাকে। যে পর্য্যন্ত ভোগাদি দ্বারা সদানন্দ বাসনা ও কর্ম্ম ফল সকল ক্ষয় না হয়, ততদিন জীবাত্মার আশ্রয় এই লিঙ্গ শরীর ধ্বংস হয় না। তত্ত্ব-জ্ঞান দ্বারা যাবৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা সন্দর্শন না হয়, যাবৎ সোঽহং জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া একত্বভাব না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্ত লিঙ্গ শরীরের দেহান্তর পরিগ্রহণ করা বা জন্মান্তর বাদ ধ্রুব। নালা, খাল, সরিৎ প্রভৃতির জল যেমন সমুদ্রে পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বাসনাক্ষয়ে সোঽহং জ্ঞান লাভ না করা পর্য্যন্ত জীবাত্মা বা সূক্ষ্ম দেহেরও তদ্রূপ অবস্থা। কর্ম্ম-ক্ষয়ে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিতে পারিলেই সূক্ষ্ম দেহ লয় পাইয়া, ঘটাকাশ মহাকাশে মিলিয়া যাইবে। কিন্তু দেব দুর্লভ। শাস্ত্র বলেন "শুকোমুক্তঃ প্রহ্লাদো বা।" লিঙ্গদেহ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল।

"এবং পঞ্চবিধং লিঙ্গং ত্রিবৃৎ ষোড়শ বিস্তৃত।
এষ চেতনয়াযুক্তো জীব ইত্যভিধীয়তে।
অনেণ পুরুষো দেহানুপাদত্তে বিমুঞ্চতি॥"

৪র্থ স্কন্দ ২৯ অধ্যায়

পঞ্চতন্মাত্রের পঞ্চধা গত পঞ্চপ্রকারে অভিব্যক্ত পঞ্চপ্রকারে স্পন্দিত প্রাণাদি পঞ্চপদার্থের সমষ্টিকে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ বলে। ত্রিগুণ বিশিষ্ট ষোড়শ বিকারে বিস্তৃত এই লিঙ্গদেহ চেতনার সহিত সংযুক্ত হইয়া জীব নামে কথিত হইয়া থাকে। পুরুষ এই লিঙ্গদেহ দ্বারাই বারম্বার দেহাদি ধারণ করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই ত্রিবিধ শরীর পঞ্চকোষাত্মক। স্থূল শরীর অন্নময়; সূক্ষ্ম শরীর প্রাণময় মনোময় ও বিজ্ঞানময়; কারণ শরীর আনন্দময় কোষাত্মক। আমরা উহার যথাযথ বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম।

১। অন্নময়কোষ বা স্থূল শরীর।—ভৌতিক শক্তির আধারভূত কোষ বা অন্নময় কোষ। ইহা অন্নের বিকারাত্মক ষট্ কৌষিক, অর্থাৎ অস্থি মজ্জা, মেদ, মাংস রক্ত ও ত্বক দ্বারা গঠিত।" পিতৃ মাতৃ ভুক্ত অন্ন বা খাদ্য দ্রব্য হইতে জাত বলিয়া অন্নময় কোষ নামে অভিহিত। ভুক্তান্নের পরিণাম বিশেষ শুক্র শোণিত হইতে উৎপন্ন হইয়া, অন্নরস দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হয়, সুতরাং স্থূলদেহ বা শরীরই অন্নময় কোষ।

২। প্রাণময় কোষ বা সূক্ষ্ম শরীর।—স্থূল শরীর বা অন্নময় কোষের অভ্যন্তরে শরীর পোষক ও ইন্দ্রিয়গণের স্বধর্ম্ম প্রবর্ত্তণকারী প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান

এই পঞ্চ বায়ুই প্রাণময় কোষ। দৈহিক ও ইন্দ্রিয়াদির যাবতীয় কার্য্যই প্রাণময় কোষের; ইহাই সূক্ষ্ম শরীর গঠনের প্রথম উপাদান। প্রাণাদি বায়ুর প্রধান কার্য্যই জীবাত্মাকে বিভিন্ন কার্য্যের প্রতি প্রধাবিত করা। হৃদয়ই ইহার প্রধান স্থান।

৩। মনময় কোষ বা সূক্ষ্ম শরীর।—প্রাণময় কোষের অভ্যন্তরে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া মনোময় কোষ নামে অভিহিত হয়। ইহা সূক্ষ্ম শরীরের দ্বিতীয় উপাদান বা আবরণ। ধৃতি, স্মৃতি, ধারণা, কল্পনা, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, দয়া, অনূসংতা ও কামাদি ষড় রিপুর উত্তেজনা মনোময় কোষের কার্য্য। এই কোষ হইতে "আমি আমার" ইত্যাদি জ্ঞান উত্থিত হয়। মনোময় কোষের আধার ভ্রূমধ্যস্থ ললাটদেশ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞান স্থান মস্তিষ্ক ভিতর; ইহারা পরস্পর সম্বন্ধাবাপন্ন। মনোময় কোষের আকুঞ্চন প্রসারনাদি সংস্কার শক্তি আছে, ঐ শক্তির বলে মনের গতি সূক্ষ্ম ও প্রসারিত হইতে পারে। মনের ন্যায় দ্রুতগামী আর কিছুই নাই। মনোময় কোষের দুইটী কার্য্য, এক জ্ঞানেন্দ্রিয় সহযোগে বাহ্যবিষয়ক সকল সংগ্রহ করা, দ্বিতীয় চিন্তা দ্বারা ভাবের আকার নির্ম্মাণ করা। বাহ্যবিষয়ক জ্ঞান-তন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়ে পতিত হওয়া মাত্র, স্নায়ু সহযোগে মনোময় কোষে নীত হয়, এবং তাহার প্রয়োজনী ও পরিবর্দ্ধন শক্তিবলে গৃহীত হইয়া সংরক্ষণী শক্তিবলে তাহাকে ধারণা ও পোষণাদি করত ভাবের আকার নির্ম্মাণ করে, যাহাকে ধৃতিবলে। ঐ ভাবের প্রতি আশক্তি হইলেই কামাদি বৃত্তি সকলের উত্তেজনা হয়।

৪। বিজ্ঞানময় কোষ বা সূক্ষ্ম শরীর।—জীবনীশক্তি, চেতনাশক্তি, ধীশক্তি ও ভৌতিকশক্তির সম্মিলনই বিজ্ঞানময় কোষ। সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীরের উহা তৃতীয় আবরণ। বিজ্ঞান কোষের ধর্ম্ম কর্ত্তৃত্বাভিমান; মন ও বুদ্ধি সাধারণত অভিন্ন হইলেও জ্ঞানের কর্ত্তারূপে বুদ্ধি বিকাশময় শব্দের এবং মন বিকার প্রাপ্ত হইয়া মনোময় কোষ রূপে বাচ্য হইয়া থাকে। যদিচ্ছা, যুক্তি, বিচার, বিবেক, বিবেচনা ইত্যাদি বিজ্ঞান-ময় কোষের ধর্ম্ম। ইহা জ্ঞান ও স্বাধীনেচ্ছার শক্তি কেন্দ্রস্বরূপ। বুদ্ধিতে চৈতন্য সংপতিত হওয়া মাত্র ইহাকে চৈতন্যের ন্যায় দৃষ্ট হয়। স্ফটিকে নীল, পীত, রক্ত, প্রভৃতি প্রতিভাতের ন্যায় বুদ্ধি আত্মার উপাধি মাত্র। আত্মা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, অজর, অমর এবং চিৎস্বরূপ হইয়াও বুদ্ধির কর্ত্তৃত্বাভিমান সুখ দুঃখের ভাগী, অর্থাৎ আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাকার অভিমান প্রাপ্ত হয়েন।

৫। আনন্দময় কোষ বা কারণ শরীর।—আনন্দময় কোষের অপর নাম হিরণ্ময়-কোষ। আনন্দ, চৈতন্য, জবনী, ধী এবং ভৌতিক এই পঞ্চশক্তির সমীকরণ আনন্দ-ময় কোষ। কর্ত্তৃত্বপদবাচ্য বিজ্ঞানময় কোষের ভিতরে ভোক্তৃপদবাচ্য আনন্দময়-

কোষ অবস্থিত। পুণ্যকর্ম্মাদির ফল ভোগ প্রীতি, চিদানন্দ উল্লাস ইত্যাদির অনুভব জনিত বুদ্ধিবৃত্তিই আনন্দময় কোষ নামে অভিহিত। ইহা জীবাত্মার কারণ শরীর।

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি॥" শ্রুতি।

অর্থাৎ আনন্দ হইতেই এই ভূতাদি পদার্থ সকল জন্মিয়াছে, এবং জাত পদার্থ মাত্রই আনন্দের সহিত জীবিত আছে। পিতা মাতার শরীরেই সেই আনন্দময় সন্তানের লিঙ্গদেহ বা ভাবী তৈজস দেহ বর্ত্তমান থাকে। পিতৃতেজ শুক্র, মাতৃতেজ রজঃ শক্তি গর্ভে সম্মিলিত হইয়া, ভ্রূণ বা ভাবী নরদেহের উৎপন্ন হয়। প্রকৃতির নিয়মানুসারে মাতাকর্ত্তৃক ভুক্তান্নের সারভাগ দ্বারা যাহা ক্রমে বর্দ্ধিত ও ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিণত হইয়া, যথাসময়ে জরায়ু হইতে বিনির্গত হয়। তাহাই

"তেজো বৈ পুত্র নামাণি"
২ অঃ ৭ ব্রা কৌঃ উপঃ

তেজই পুত্র নামে খ্যাত। পিতার সর্ব্বদেহব্যাপী তেজ বা শুক্র বায়ু কর্ত্তৃক মথিত হইয়া গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেই, জীব সৃষ্টির কারণ সংঘটিত হয়। উৎক্রামন্ত সূক্ষ্ম দেহাবস্থিত জীবাত্মা জন্মগ্রহণ জন্যই ওষধি সকলের ফল পুষ্পকে নীহার বিন্দু সহযোগে আশ্রয় করে; সেই সকল ওষধি—ব্রীহি, যব ইত্যাদি আহার্য্য দ্রব্য সহযোগে প্রাণীগণের শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। পাকস্থলীতে ভুক্তান্ন সকল পরিপাক হইয়া সারভাগ রক্ত ও শুক্ররূপে পরিণত হইয়া সর্ব্ব শরীর ব্যাপী থাকে। শাস্ত্র বলিতেছেন—

"তত্র চারু ফলং ভুক্তা প্রবিশ্য হৃদয়ং নৃণাম্।
রেত নামধি তিষ্ঠন্তি গর্ভে যাতি ক্রমোচিতে॥"২২
যোগবাশিষ্ঠ।

অর্থাৎ আত্মা ক্রমে বৃষ্টি জলাদি বাহিত হইয়া শস্যাদি মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, এবং তাহা ভুক্তান্ন সহযোগে ক্রমে পুরুষের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া, রেতরূপে স্ত্রীগর্ভে যাইয়া শরীর উৎপন্ন করিয়া থাকে। বংশ দণ্ডাদি দ্বারা দুগ্ধ মথিত হইলে সারভাগ যেমন নবনীতরূপ পৃথক পদার্থে পরিণত হয়; তদ্রূপ শরীরস্থিতাপ্রাণাদি পঞ্চ বায়ু কর্ত্তৃক পিতৃ মাতৃ শরীর মথিত হইয়া, জরায়ু মধ্যে শুক্র শোণিত সহযোগে ভাবী দেহের কারণরূপে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ দেহ উৎপন্ন হয়। বাহ্য বিজ্ঞানে আছে, শুক্রমধ্যে এক প্রকার কিটাণু থাকে, যাহা ভাবী জীব সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মেডিকেল সায়ন্সে ইহাকে শুক্রকীট বা (Spermatic Geren)বলিয়া থাকেন। ইহাই যেন আর্য্য ঋষিগণপ্রোক্ত সূক্ষ্মদেহ।

মৃত্যু সময় প্রাণাদি পঞ্চবায়ু কর্ত্তৃক মুমূর্ষের দেহ মথিত হইয়া যে সূক্ষ্ম দেহ উৎপন্ন হয়, তাহা অকর্ম্মণ্য জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করত, নীহার বিন্দু সহযোগে ব্রীহি যবাদি শস্য মধ্যে পতিত হইয়া, আহার্য্যবস্তুসহ জীবদেহে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্ব কথিত প্রণালীমতে নবকলেবর প্রাপ্ত হয়। ইহাই আর্য্য ধর্ম্ম-শাস্ত্র-নিহিত জন্মবৃত্তান্তের গূঢ় রহস্য। স্ত্রীপুরুষের শুক্র শোণিতের যথা সময়ের সংমিশ্রণই জীবোৎপত্তির মূল কারণ। ইহার একের অভাবে অন্য কার্য্যকর বা ফলোৎপাদক নহে, ইহাই প্রকৃতি বা ঈশ্বরের অলঙ্ঘ্য নিয়ম। প্রজনন সময়ের দীর্ঘশ্বাসই পঞ্চবায়ুর প্রবল ক্রিয়া, ইহা দ্বারাই পিতৃতেজ মথিত হইয়া কেন্দ্রাভিমুখে স্থিত হয়, যাহা শুক্র বা সূক্ষ্মদেহ। বেদ বলিতেছেন, আনন্দ হইতেই জীব জন্মগ্রহণ করে। পণ্ডিতগণ পিতৃ শরীরাবস্থিত তেজকেই আনন্দস্বরূপ সূক্ষ্মদেহাবস্থিত জীবাত্মা বলিয়া গিয়াছেন; তাহা মাতৃ গর্ভে রজঃ সংযুক্ত হইয়া নবকলেবর ধারণ করে। শাস্ত্র সকল বৃথা বিন্দু পাতকে মহাপাতক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অকামত এরূপে অসংখ্য জীবাত্মা ধ্বংস করাপেক্ষা আর অধিক কি পাপ আছে? হায়! বড়ই দুঃখের বিষয়! যে দেশের আর্য্যগণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বনে সাধু, নিরোগী, দীর্ঘজীবী সন্তান সকলের জন্ম দিতেন, আজ তাঁহাদের বংশধরগণই, অকামত এরূপ মহাপাতক করিয়া জীর্ণ শীর্ণ, রোগ ও কাল বার্দ্ধক্যে পরিণত হইয়া, সমাজকে একেবারে উৎসন্ন দিতে বসিয়াছেন। সুধী পাঠক! আমরা নিজ ক্ষমতায় ঋষি প্রোক্ত অমূল্য আধ্যাত্ম-তত্ত্বটি যদিচ আমারা হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম, কিন্তু আশা করি আপনারা প্রত্যেকেই জন্মের রহস্যটি আলোচনা করিয়া মন্ত্রাদি কথিত ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে তৎপর হইবেন। অতঃপর বিষয় আলোচনা করিব।

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়।

রাস-পূর্ণিমা।

(১)

রাস-পূর্ণিমার দীপ্ত যামিনী
প্রকৃতি হাসিছে লুটি;
নিসর্গের কোলে চঞ্চলা বালিকা
কৌমুদী বেড়ায় ছুটি।

(২)

গগনে হাসিছে পূর্ণ শশধর
প্রেমেতে উছলে সিন্ধু-জল ;
মধুর ভাবেতে পুরিল অবনী
স্বর্গ নামিছে ধরাতল।

(৩)

আজিকে ব্রজের পূর্ণিমা যামিনী
কি সুন্দর—কি মধুর ;
প্রেমেতে যমুনা বহিছে উজান
করি "কুল কুল" সুর।

(৪)

নিকুঞ্জে বাজিছে শ্যামের বাঁশরী
কি সুধা—কি মধুর ;
ধাইছে গোপী ছাড়ি পুত্রকন্যা
ছাড়ি পতি, ছাড়ি পুর।

(৫)

পুলক বিভলা—প্রেমেতে বিবশা
ব্রজের রমণী আজ ;
শ্যামেরে ভজিতে পাগলিনী সবে
নাহি মান ভয় লাজ !

(৬)

কৃষ্ণ প্রেমে গলি বিশ্ব ভুলি গোপি,
পূত ভক্তি-অশ্রুজলে—
ভাবি, পতি পিতা পুত্র নারায়ণে
পূজে প্রীতি ফুলে-ফলে।

(৭)

পুত্র ভাবে কেহ বক্ষে লয় তুলি
স্নেহেতে বিবশা নারী ;
কেহ পতিভাবে ভজে শ্যাম-ধনে
নাচে গায় হাত ধরি।

(৮)

জীবন যৌবন ভাসা'য়ে অকূলে
কানুপদে পেতে স্থান ;
পুঞ্জে পুঞ্জে ধায় গোপের রমণী
প্রেমেতে বিবশা প্রাণ।

(৯)

ব্রজ-রমণীর অপূর্ব্ব সাধনা
নিঃস্বার্থ কামনা হীন ;
ভোগাসক্তি শূন্য ভক্তি অনাবিল
প্রেমেতে বাসনা লীন।

(১০)

কাম-গন্ধহীন সেই গোপী প্রেম
পবিত্র মধুর সার ;
দাও, নারায়ণ ! পূর মনোরথ
ভক্তি-হীন বরদার।

শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

গৌড় কাহিনী।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

হরিষে বিষাদ।

দিন আসে দিন যায়। দিন কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না। কালপ্রবাহ অনাদি অনন্ত। আমরা কল্পনায় অনাদি অনন্তকালের গণনা করি - অনন্তকে সান্ত করিয়া আমাদের ধারণার উপযোগী করিয়া লই। এইরূপে বর্ষ-মাস-দিন-দণ্ড-পল-বিপলরূপে কত স্থূল কত সূক্ষ্মভাবে কালের একটা পরিমাণ করিতে চেষ্টা করি, আবার একত্র করিয়া যুগ-যুগান্তর শতাব্দী নির্ণয় করি। মনে মনে কালের

একটা পরিমাপ বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করি। কালস্রোত অবিরাম অবিশ্রাম গতিতে চলিয়াছে। কোথায় তাহার উৎপত্তি—কোথায় তাহার বিলয় কোথায় তাহার আদি কোথায় তাহার অন্ত, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে। কিন্তু তবু মানবমন তাহারই মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ধারণা করিয়া লয়—অচিন্তনীয় হইলেও তাহাকে ধারণার যোগ্য করিয়া লইতে চেষ্টা করে। কালস্রোত ক্ষণমাত্র স্থায়ী নহে জানিয়াও ব্যবহারিক সুবিধার জন্য কালের যে অবিভাজ্য বিন্দু আমাদের কল্পনায় ক্ষণমাত্র স্থায়ী বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহাই আমাদের বর্ত্তমান। যে বিন্দু আমাদের পূর্ব্বোক্ত কল্পিত বিন্দুর পূর্ব্বেই বিলীন হইয়াছে তাহাই আমাদের অতীত। আবার এই বর্ত্তমান অতীত হইবামাত্রই যে কাল্পনিক কাল বিন্দু আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিবে তাহাই আমাদের 'ভবিষ্যৎ'। এই বিন্দুত্রয়ের সমষ্টি কত ক্ষুদ্র! অথচ এইরূপ বহু ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানরূপ কালবিন্দু সমূহ একত্র করিয়া আমরা এক একটা মানবজীবনের—এক একটা দেশ মহাদেশের—উত্থান পতনের ইতিহাস রচনা করি—সেই সকল উত্থান পতনের পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার করি—তাহাদের সময় নির্দ্দেশ করি। এইরূপে ক্ষুদ্রকে বিরাট করিয়া—সূক্ষ্মকে স্থূল করিয়া আমাদের পুরাণের সৃষ্টি হয়, আমাদের পুরাবৃত্ত রচিত হয়—আমাদের ইতিহাস গ্রথিত হইয়া উঠে।

কালস্রোত নদী স্রোতের ন্যায় কেবলই চলিতেছে—অবিরাম গতিতে চলিতেছে—অনন্তের অভিমুখে ছুটিয়া চলিতেছে—দিন মাস বর্ষ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে—যুগ যুগান্তর মধ্য দিয়া চলিয়াছে। যে দিন কেদারেশ্বর ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে মথুরাপুর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সে দিন চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর দেখিতে দেখিতে কতিপয় সুদীর্ঘ মাস অনন্তকাল সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কেদারেশ্বরের কথা ক্রমে লোকে ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে—তাহার নাম পর্য্যন্ত আলোচনার বহির্ভূত হইতে চলিয়াছে। তাহার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে কিছুদিন সর্ব্বত্র তুমুল আন্দোলন চলিল। নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। দুষ্টলোকে হরিপালের অভিসন্ধি সম্বন্ধে কয়েকদিন নানা প্রকার কাণাঘুষা করিতে লাগিল। শেষে প্রকাশ্যে কিছুদিন নানা কথা বলিয়া হরিপালের নিন্দা রটাইতে লাগিল। কিন্তু নীতিজ্ঞ হরিপাল তাহাতে আদৌ কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে সমালোচনার বেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। কালক্রমে সকলেই সব কথা ভুলিতে আরম্ভ করিল। পরিশেষে সকলেই হরিপালের দলে যোগ দিল।

একদিন অতি প্রত্যূষে সোমেশ্বর সিংহের কুলপুরোহিত ঘটেশ্বর শর্ম্মাকে অত্যন্ত ব্যস্ত দেখা গেল। তিনি অতিশয় ত্বরিতভাবে তাঁহার [illegible] চলিয়াছেন।

যাইতে পূজার দ্রব্যাদি হাতে লইয়া দ্রুতবেগে দেবাদিদেব ভৈরবেশ্বরের মন্দিরাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। সহসা পথিমধ্যে রাজবাড়ীর নবীনা পরিচারিকা রূপপ্রিয়া বল্লভাসুন্দরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সেই নির্জ্জন রাস্তায় অতর্কিতভাবে সহসা বল্লভার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় পুরোহিত ঠাকুর যেন একটু চকিত হইয়া পড়িলেন। বল্লভা পুরোহিতকে দেখিয়া দাঁড়াইল—পুরোহিতও বল্লভাকে দেখিয়া তাঁহার দ্রুতগতি স্থগিত করিলেন। বল্লভা এ দিক ওদিক একটু তাকাইয়া ঈষদ্ধাস্য করিয়া, নয়নরূপ ধনুতে চঞ্চল কটাক্ষরূপ নিশিত শর সন্ধান করিয়া, জিজ্ঞাসা করিল "কি ঠাকুর, এত প্রত্যূষে কোথা থেকে আগমন? আর গমনই বা কোথা?"

পুরোহিত। "সে কি, বল্লভা, তুই সব খবর রাখিস্, আর এমন শুভ খবরটা"—

পুরোহিত ঠাকুরের কথা শেষ না হইতেই বল্লভা চাঞ্চল্য সহকারে বলিল "কিসে শুভ খবরটা, ঠাকুর?"

পুরো। জানিস্ না, রাজবাড়ীতে যে মহাব্যাপার উপস্থিত হ'তে যাচ্ছে। তাই কল্যাণের মঙ্গল কামনায় দেবাদিদেবের মন্দিরে পূজা দিতে চলেছি।"

বল্লভা। কি এত বড় মহাব্যাপার, ঠাকুর? আমরা তো কিছুই জানি না।

পুরো। সে কি কথা! শুনিস্ নি, মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত বৈকুণ্ঠবাসী মহারাজ সোমেশ্বর সিংহের কন্যা মাধবীদেবীর বিবাহ সুস্থির হয়েছে!

বল্লভা। বড়ই আশ্চর্য্য! বিবাহ কে সুস্থির করিল? রাজকুমারীর কি এ বিবাহে মত আছে?

পুরো। আরে, রাজকুমারীর মতামতে কি আসে যায়। মন্ত্রী মহাশয় নাকি পরলোকগত মহারাজের আত্মীয় স্বজনের মত পেয়েছেন। তাঁহারা সকলেই এ বিবাহে সম্মত হয়েছেন।

বল্লভা। কিন্তু পরলোকগত মহারাজ তো রাজকুমারীর বিবাহ কেদারেশ্বরের সহিত স্থির ক'রে গিয়েছেন।

পুরো। তা স্থির ক'রে গেলেনই বা। কেদারেশ্বর যে কোথায় তাহার কোনই ঠিকানা নাই। বিশেষতঃ মন্ত্রী মহাশয় এক্ষণে সর্ব্বকর্ত্তা। তিনি যা করবেন তার উপর কে হাত বাড়াবে?

বল্লভা। পরে কোন বিপাট ঘটবে না তো। রাজকুমারী কিন্তু সহজ মেয়ে নন।

পুরো। কাজতো প্রায় শেষ। আর, বিভ্রাট ঘটাবেই বা কে। কার্ এমন সাহস যে মন্ত্রী মহাশয়ের বিরুদ্ধে কাজ্ কর্‌বে।

বল্লভা। তবে কি বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির হয়েছে?

পুরো। হাঁ, দিন পর্য্যন্ত সুস্থির হয়েছে বৈ কি!

বল্লভা। কবে সে দিন?

পুরো। সে দিনের কথা আপাততঃ সম্পূর্ণ গোপন রাখিবার আদেশ আছে।

বল্লভা। হাঁ, ঠাকুর! বলি, আমার কাছে বল্‌তেও কি দোষ আছে?

বল্লভা এবার পুরোহিত ঠাকুরের দিকে একবার সবেগে তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিল, তারপর পুনরায় বলিল "আমি কি ঠাকুর, আর কাকেও বল্‌তে যাব যে তোমার ভয় হচ্চে!"

বল্লভার স্বর কিছু অভিমানপূর্ণ। কিন্তু তাহার সেই অভিমানসূচক কথায় পুরোহিত ঠাকুরকে সত্যসত্যই কিঞ্চিৎ বিপদ্‌গ্রস্ত বলিয়া বোধ হইল। তিনি এদিক ওদিক একটু তাকাইয়া দেখিলেন নিকটে কেহ আছে কিনা। তারপর ব্যস্তভাবে বলিলেন "না, বল্লভা, তুই রাগ করিস্ নি। কথাটা তোকে বল্‌তে অবশ্য কোন দোষ নাই,—তবে কিনা, মন্ত্রী মহাশয় স্বয়ং আমাকে এ কথা যাহাতে আর কেহ না জান্‌তে পারে তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ নিষেধ ক'রে দিয়েচেন।"

বল্লভা সুন্দরী গ্রীবা ঈষৎ বাঁকাইয়া—মুখ ভেঙ্গচাইয়া—কিছু না বলিয়া কৃত্রিম ক্রোধভরে তথা হইতে গমনোদ্যতা হইল। তখন পুরোহিত ঠাকুর যেন বিলক্ষণ বিব্রত হইয়া পড়িলেন। অনুচ্চ স্বরে তাড়াতাড়ি বলিলেন "বল্লভা! ও বল্লভা! যাস্‌নি—যাসনি! থাম্—থাম্!! শোন্—শোন্!!!"

পুরোহিতের করুণ আহ্বানে বল্লভা আবার গ্রীবা বাঁকাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার কৃষ্ণতার পটলচেরা চক্ষুকোণে কটাক্ষ মেঘের কোণে বিজলিবৎ তড়িৎবেগে ছুটিল। পুরোহিত ঠাকুর তাহাতে বিষমভাবে বিদ্ধ হইয়া আর বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন "বল্লভা, তবে শোন্, বল্‌ছি! খবরদার, আর কেহ যেন ইহার বিন্দুমাত্রও জান্‌তে না পারে। তা হ'লে কিন্তু সর্ব্বনাশ! জানিস্‌তো, মন্ত্রী মহাশয়ের কোপ বড় সহজ নয়।"

বল্লভা। "ঠাকুর, বল্‌তে হয়তো বল—অত ভনিতায় দরকার নাই—আমার আর দেরি কর্‌বার অবসর নাই।"

এই বলিয়া বল্লভা পুনরায় ক্রোধভরে গমনোদ্যতা হইল। তখন পুরোহিত ঠাকুর যেন বেগতিক দেখিয়া বলিয়া ফেলিলেন "এই বল্লুম। তবে শোন—আজ

থেকে পঞ্চম দিবসে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের লগ্নে বিবাহ হইবে স্থির হয়েছে। আপাততঃ এ কথা কেবল আমি ও মন্ত্রী মহাশয় ছাড়া আর কেহই জানে না—জান্‌বার অধিকারও নাই। দেখিস্, কথাটা যেন কোনরূপে প্রকাশ না হয়। তা হ'লে কিন্তু মন্ত্রী মহাশয়ের কোপের নীচে প'ড়ে শেষকালে ব্রহ্মহত্যা হ'বে।"

বল্লভা কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া বিজয় গর্ব্বে স্ফুরদধরে ঈষৎ হাস্য বিকশিত করিয়া মুখ নাড়িয়া এদিক ওদিক বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া অতি গম্ভীরভাবে উত্তর করিল "কোন চিন্তা নাই, ঠাকুর, কোন চিন্তা নাই। বল্লভা সেরূপ লোক নয়। স্বয়ং ব্রহ্মার বাপ বিষ্ণুঠাকুর সশরীরে নেমে এলেও বল্লভার পেট থেকে এ কথা কেহ বের কর্‌তে পার্‌বে না।"

বল্লভার আশ্বাস বাক্যে পুরোহিত ঠাকুর সাহস পাইলেন। বল্লভা আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ বাণে পুরোহিত বেচারাকে পুনরায় গভীরভাবে সংবিদ্ধ করিয়া সগর্ব্বপাদ-বিক্ষেপে হেলিয়া দুলিয়া গন্তব্য পথে প্রস্থান করিল। পুরোহিত ঠাকুর কিছুক্ষণ বল্লুভার গমন পথে তৃষিত চকোরের ন্যায় চাহিয়া চাহিয়া দৃষ্টির অন্তরাল হইলে উদাসভাবে একটি সুদীর্ঘ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, এবং মন্থরগতিতে চিন্তাকুল চিতে মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। এদিকে মন্ত্রগুপ্তি সম্বন্ধে বল্লভাসুন্দরীর প্রতি পুরোহিত ঠাকুর যথেষ্ট আস্থা স্থাপন করিলেও এবং তৎসম্বন্ধে স্বয়ং ব ভা সুন্দরী পুরোহিত মহাশয়কে বিশেষভাবে আশ্বস্ত করিলেও অনতিবিলম্বে মন্ত্রী হরিপালের সহিত মহাসামন্ত সোমেশ্বর সিংহের দুহিতা মাধবী দেবীর শুভ বিবাহের দিন তারিখ লগ্ন সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ যেন কি অত্যদ্ভুত মন্ত্রবলে বিদ্যুৎবেগে নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং দেখিতে দেখিতে ঐ বিষয় লইয়া সমগ্র নগরে একটা বিষম সাড়া পড়িয়া গেল। এ সংবাদে কেহ হাসিল—কেহ ইঙ্গিত করিল—কেহ মন্ত্রী হরিপালের সুতীক্ষ্ণ বিষয় বুদ্ধির অজস্র প্রশংসা করিল—আবার কেহ বা তাহার কুটীল কূটনীতির উল্লেখ করিয়া অপ্রকাশ্যে গালাগালি দিল কিন্তু বিবাহের আয়োজনে ও সমারোহে যোগ দিতে কেহই ভুলিল না।

ক্রমে শুভ বিবাহের দিন ঘনাইয়া আসিল। আর একদিন মাত্র বাকী। আগামী কল্যই বিবাহ। এখন আর কাহারও কিছুই জানিতে বাকী নাই। নিকটবর্ত্তী দূরবর্ত্তী দূরতরবর্ত্তী দূরতমবর্ত্তী সর্ব্বপ্রকার আত্মীয় স্বজন ক্রমশঃ সোমেশ্বর সিংহের প্রাসাদ বন্যার জলপ্লাবনের ন্যায় প্লাবিত করিতে লাগিল। বাদ্যকরের দল নর্ত্তক নর্ত্তকীর দল—গায়ক গায়িকার দল দলে দলে ধীরে ধীরে আসর জমকাইতে

লাগিল। লোকে লোকে গৃহস্থল লোকারণ্য হইতে লাগিল। সকলেই আমোদ প্রমোদ আহার বিহার লইয়া ব্যস্ত—নির্জ্জনবাসিনী বালিকা মাধবীর কেহ কোন খোজ খবর লইল না, অথবা লইবার অবসর পাইল না।

অদ্য জাঁকজমক সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, কারণ অদ্য বিবাহের দিন। মথুরাপুরের রাস্তাঘাট, গৃহপ্রাঙ্গণ, লতাবন, কুঞ্জবন সর্ব্বত্র আনন্দ লহর ছুটিয়াছে, যেন প্রবাহিণী সে ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে কলরব করিয়া ছুটিতেছে। সবুজ পল্লব ও বিকশিত পুষ্প বিরচিত মাল্য সমূহ মৃদু সমীরণে ঈষৎ দোলায়মান হইয়া সুপ্রশস্ত রাজপথের উভয় পার্শ্বের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। স্থানে স্থানে সমুচ্চ নহবৎ হইতে সুমিষ্ট স্বরলহরী দিগ্‌দিগন্তে মধুবর্ষণ করিয়া ছুটিতেছে। নর্ত্তক নর্ত্তকী, গায়ক গায়িকা স্থানে স্থানে বহুমূল্য সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত চন্দ্রাতপ তলে দর্শক ও শ্রোতৃগণ মধ্যে আমোদ প্রবাহ ঢালিয়া দিতেছে।

ক্রমে মরিচীমালী শ্যামল বিটপীদলের ঘন সন্নিবিষ্ট হরিৎ পত্র পুঞ্জে, অনন্ত নীলাকাশ বিহারী কুন্দশুভ্র মেঘমালায় অদূরস্থিত মহাকায় সরোবরের সুনীল সলিল রাশির সুপ্রশস্ত সুপ্রশান্ত বক্ষঃস্থলে সুবর্ণের তরলধারা অজস্র বর্ষণ করিয়া সমস্ত সান্ধ্যপ্রকৃতিকে বিচিত্র বেশে সজ্জিত করাইয়া ধীরে ধীরে অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইতেছিল। পক্ষীগণ উন্মুক্ত প্রান্তরে উধাও হইয়া কলরব করিতে করিতে আশ্রয়ান্বেষণে দিগ্‌দিগন্তে ধাবিত হইতেছিল। ধেনুগণ সশব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া ঊর্দ্ধোত্থিত পুচ্ছে গৃহপানে ছুটিতেছিল।

দেখিতে দেখিতে দেবাদিদেব ভৈরবেশ্বরের প্রাচীন মন্দিরে ঢং ঢং শব্দে মঙ্গল আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সেই সৌন্দর্য্যময়ী সান্ধ্যপ্রকৃতির মধ্যে সেই অমৃত নিস্যন্দিনি ঘণ্টাধ্বনি প্রাণে যেন মধুবৃষ্টি করিতে লাগিল। ক্রমে বালক যুবা বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকলেই সর্ব্বদিক হইতে মন্দিরপানে আরতি দর্শনে ছুটিল। ধূপ ধুনার পূতগন্ধে মন্দিরপ্রাঙ্গণ ও মন্দিরমধ্য আমোদিত হইয়া উঠিল। অন্যদিনাপেক্ষা অদ্য ভৈরবেশ্বরের মন্দিরের ঘটার কিছু আধিক্য বোধ হইতেছিল—যে যাইতেছিল সেই প্রসাদী পাইতেছিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর শুভ সুতহিবুকযোগে বিবাহের লগ্ন। দেখিতে দেখিতে লগ্ন নিকটবর্ত্তী হইল। সভাসজ্জা আরম্ভ হইল। ক্রমে আগন্তুক ও অভ্যাগতগণ একে একে জুটিতে লাগিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই বিবাহ সভা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কন্যার দূরসম্পর্কীয় এক মাতুল সম্প্রদানার্থ ছায়ামণ্ডলের পার্শ্বে অতি গভীর ভাবে আসন পরিগ্রহ করিলেন। বর স্বয়ং যথাস্থানে উপবেশন করিলেন।

পুরোহিত ঠাকুর মন্ত্রাদি পাঠ আরম্ভ করিলেন। কন্যাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত কয়েকজন অন্তঃপুর মধ্যে কন্যার প্রকোষ্ঠে ছুটিল। কিন্তু অন্তঃপুর মধ্যে হঠাৎ এত গণ্ডগোল কেন? গণ্ডগোল ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সকলেই বলিতেছিল "কন্যা কোথায়?" "পাত্রী কোথায়"? "সেকি? তবে কি কন্যা তাহার প্রকোষ্ঠে নাই?" ক্রমে প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলিতে লাগিল। কেবলই প্রশ্ন উত্তর দিবার কেহ ছিল না। ক্রমে ব্যাপার গুরুতর হইয়া পড়িল। গোলযোগ ক্রমশঃ ভীষণ হইতে ভীষণতর আকার পরিগ্রহ করিল। কন্যার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে খোঁজ পড়িয়া গেল। চারিদিকে লোক ছুটিল। অন্তঃপুরের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল। প্রাসাদের সর্ব্বত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খোঁজ করা হইল। কিন্তু সমস্তই নিষ্ফল। কোথায়ও কন্যাকে পাওয়া গেল না। সকলেই কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। স্বয়ং বর স্তম্ভিত হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও বোধ হয় তিনি এতদূর স্তম্ভিত হইতেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা।

আন্তর্গণিক বিবাহ।

উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র সকলেই যখন চিত্রগুপ্ত সন্তান এবং আসনে বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী, তখন ইহাদের শ্রেণী বিভাগের কারণ কি? স্থান বিভাগেই শ্রেণী বিভাগের একমাত্র কারণ। প্রাচীন গ্রন্থ 'মিশ্র কারিকায়' লিখিত আছে:—

"রাঢ়ে বঙ্গে ক্রমেণৈব দক্ষিণরাঢ় মেব চ।
ওড্রে কামরূপে চ গৌড়ে বারেন্দ্রদেশকে।
এতে যাবত সূতা যে বৈ তে তদ্দেশসংঙ্গকা।'

অর্থাৎ উত্তরাঢ়ে, পূর্ব্ববঙ্গে, দক্ষিণরাঢ়ে, উড়িষ্যায় কামরূপে গৌড়ে, বারেন্দ্রভূমিতে যাহারা বাস করিলেন তাঁহারাও তাঁহাদের সন্তানেরা সেই সেই দেশের নামে পরিচিত হইলেন। [illegible] কর্ম্ম ও অন্যান্য কারণে এই চারিশ্রেণীর বাসস্থানের

ও কতক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অধুনা বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান ও হুগলির কিয়দংশ মেদিনীপুর যশোহর, খুলনা ও বরিশালের কতকাংশে দক্ষিণরাঢ়ী ফরিদপুর ঢাকা, নোয়াখালি, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও চব্বিশ পরগণার কিয়দংশে বঙ্গজের; পাবনা, রাজসাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, ফরিদপুরেব কিয়দংশে বারেন্দ্রের বাস। প্রাচীনকালে বাসস্থানের দূরত্ব নিবন্ধন চারিশ্রেণীর যে সমাগমের অসুবিধা দূর হইয়াছিল। ইংরাজ রাজ্যে সে অসুবিধা দূর হইয়াছে। এক্ষণে রাজপুর ও যশোহর অতি নিকটে হইয়াছে। পরস্পর সম্মিলনের অন্তরায়ে যে শ্রেণী বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল সে অসুবিধা দূর হওয়ায় এক্ষণে শ্রেণী বিভাগের প্রয়োজনীতা দৃষ্ট হয় না।

এক্ষণে দেখা যাউক অন্তর্গণিক বিবাহের প্রয়োজনীয়তা কি? সাতশত বৎসরের উপর হইল চারিশ্রেণীর মধ্যে যে আদান প্রদান ক্রমশঃ রহিত হইয়া গিয়াছে তাহার পুনঃ প্রচলনের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন।

(প্রথমতঃ) কোন কোন বারেন্দ্র ও উত্তররাঢ়ীয় বলেন যে, তাঁহাদের সংখ্যা দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজের অপেক্ষা অনেক কম হওয়ায়, আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলিত হইলে, তাঁহাদের বিবাহযোগ্য পাত্র পাওয়া কঠিন হইবে। এই সন্দেহ নিতান্ত অমূলক, কারণ বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ, উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক হইলেও বারেন্দ্র ও উত্তরাঢ়ীয়ের মধ্যে সকলেরই কিছু না কিছু আধারের সংস্থান আছে। এবং তাঁহাদের মধ্যে অপর দুই শ্রেণীর ন্যায় শিক্ষা ও কর্ম্মকুশলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহাদের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হইতেছে, সুতরাং বিবাহ ক্ষেত্রে অন্য দুইশ্রেণীর প্রতিযোগিতার দ্বারায় তাঁহাদের কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

(দ্বিতীয়তঃ) কেহ কেহ অনুমান করেন যে চারিশ্রেণীর বিবাহ, আচার ও ভাষাগত পার্থক্য নিবন্ধন প্রীতিপ্রদ হইবে না। ইহার উত্তর এই যে, শিক্ষা চিন্তায় ও পরস্পর মেলামেশা দ্বারা এ বিষয়ে পার্থক্য দূর হইতেছে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় কলেজে অধ্যয়নের সময় পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ছাত্রদের মধ্যে কখন কখন যে প্রীতির অভাব দেখিতাম, সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি ও কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যপনা কার্য্য কালে, সে অভাবের কোন পরিচয় না পাইয়া সুখী হইয়াছি।

(তৃতীয়তঃ) কেহ কেহ মনে করিতে পারেন বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় মূলত, এক হইলেও উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র বল্লালসেন কর্ত্তৃক সমাজ বদ্ধ না হওয়ায়, তাঁহাদের সঙ্গে আদান প্রদান অসঙ্গত। ইহার উত্তরে সংক্ষেপে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে

যে চারিশ্রেণীর মধ্যেই বীজ পুরুষগণের বংশ বিদ্যমান আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পুরুষোত্তম দত্তের বংশ, শিখিধ্বজ দেবের বংশ, এবং দেবদত্ত নাগের বংশ বঙ্গজ, দক্ষিণরাঢ়ী ও বারেন্দ্র তিন শ্রেণীতেই আছে। অনাদিবর সিংহের বংশ উত্তররাঢ়ী ও বারেন্দ্র মধ্যে আছে। এতদ্ভিন্ন গোত্র, প্রবর ও সমাজ স্থান দ্বারাও চারিশ্রেণীর ঐক্য প্রমাণীকৃত হয়।

(চতুর্থতঃ) কোন কোন শ্রেণীর কায়স্থ আশঙ্কা করেন যে আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলিত হইলে অপর শ্রেণীর ব্যয় বাহুল্য ঐ শ্রেণীতে সংক্রামিত হইবে। ইহার উত্তর এই যে, বিবাহাদি বিষয়ে যথাযথ ক্ষত্রিয়াচার প্রতিপালন করিলে শূদ্রোচিত পণ বিক্রয় প্রথা ও তদনুসঙ্গী তত্ত্বাদি গ্রহণ রূপ কুপ্রথা স্বতঃই অন্তর্হিত হইবে।

(পঞ্চমতঃ) কেহ কেহ আশঙ্কা করেন যে আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলিত হইলে কোন কোন শ্রেণীর উপকায়স্থের অন্যশ্রেণীর চিত্রগুপ্ত বংশীয় কায়স্থের সঙ্গে সম্মিলিত হইবার সম্ভাবনা আছে। ইহার উত্তর এই যে কায়স্থ সমাজের জনসংখ্যা গ্রহণ ও কায়স্থগণের একটী বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত হইলে, এই আশঙ্কার কোন কারণ থাকিবে না।

আপত্তিগুলি খণ্ডন করিয়া এইক্ষণ দেখা যাউক আন্তর্গণিক বিবাহে কি কি উপকারিতা আছে।

(প্রথমতঃ) আন্তর্গনিক বিবাহের দ্বারা চারিশ্রেণীর মধ্যে বিবাহক্ষেত্র প্রসারিত হইলে সংকীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে উদ্বাহ সংস্কার আবদ্ধ থাকায় সম প্রকৃতির রক্তের সম্মিশ্রণে কায়স্থগণের যে শারীরিক ও মানসিক অবনতি হইতেছে, তাহা ক্রমশঃ তিরোহিত হইবে।

(দ্বিতীয়তঃ) কর্ম্ম উপলক্ষে চারিশ্রেণীর কায়স্থগণ স্ব স্ব প্রাচীন সমাজ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অধুনা নানাস্থানে অবস্থান করায় একশ্রেণী অন্যশ্রেণীর সহিত এরূপ নিষ্টতা সূত্রে আবদ্ধ হইতেছেন যে দূরস্থিত ও ক্রমশঃ অপরিচিত স্বশ্রেণী অপেক্ষা নিকটবর্ত্তী সুপরিচিত অন্যশ্রেণীস্থ কায়স্থের সহিত বিবাহ বন্ধন তাঁহাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় এবং সুখপ্রদ হইয়াছে।

(তৃতীয়তঃ) চারিশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ প্রচলিত হইলে বিবাহ ক্ষেত্র বিস্তৃতি হওয়ায় কন্যা ও বরপক্ষীয়েরা সৎপাত্র সৎপাত্রী মনোনয়নের সুবিধা পাইবেন।

(চতুর্থতঃ) চারিশ্রেণীর সম্মিলন দ্বারা বঙ্গদেশীয় কায়স্থজাতি ক্রমশঃ শ্রেণীগত সংকীর্ণতা দূর করিয়া অবশেষে এক অখণ্ড ভারতীয় জাতিতে পরিণত হইতে পারিবে। প্রয়াগধামে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থ-সম্মিলনের অধিবেশনের সভাপতি

শ্রীযুক্ত মুন্সী নৃসিংহ প্রসাদ, এম্-এ, মহাশয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সমাজের সহানুভূতি ও একতা যাহাতে সত্বর কার্য্য পরিণত হয়, তৎপ্রতি সকলেরই চেষ্টা কর্ত্তব্য এই বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় 'হিন্দুস্থান রিভিউ ও কায়স্থ-সমাচার' নামক সংবাদ পত্রে লিখিত প্রবন্ধে আরও কিছু অগ্রসর হইয়া বলিতে চান যে, কেবল হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী কায়স্থদিগের একতা প্রার্থনীয় নহে; সমগ্র ভারতবর্ষীয় বিশাল কায়স্থ-সমাজ এক মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া, সত্বর একটি অখণ্ড জাতিতে পরিণত হউক। আমি মাত্র একটু অগ্রসর হইয়া চলিতে চাই ভারতীয় সমুদয় কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় জাতির সহিত ক্রমশঃ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, কালক্রমে এক বিশাল ভারতীয় ক্ষত্রিয়জাতিতে পরিণত হইতে পারিবেক। ক্ষত্রিয়জাতির ন্যায় বদরিকাশ্রম হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত ও দ্বারকা হইতে আদিনাথ পর্য্যন্ত সমুদয় স্থানেই কায়স্থজাতির বাস।

এই মহাসম্মিলনের ফলে সর্ব্বপ্রকার জাতীয় উন্নতি সাধনের সুবিধা হইবে। সমবেত ক্ষত্রিয়জাতির শক্তি কেন্দ্রীভূত হইলে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা বিস্তার, দারিদ্র দুঃখ অপনয়ন, রোগ প্রতিকার, বিপদে সহানুভূতি ও সাহায্য প্রভৃতি সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন সহজ সাধ্য হইবে।

আন্তর্গণিক বিবাহের কর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া এইক্ষণ বিবেচনা করা যাউক কি উপায়ে ইহা সুসিদ্ধ হইতে পারে। ১০৭২ শকে বল্লালসেন বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে আচার, বিনয়, বিদ্যা, অর্থাৎ বেদ পারদর্শিতা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠাবৃত্তি, তপস্যা ও দান এই নববিধ লক্ষণ দৃষ্টে কৌলীন্য প্রথাও প্রবর্ত্তিত করেন। উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রেরা বৈদিক সদাচারের উপর কুলমর্য্যাদা স্থাপন করেন। কৌলীন্যপ্রথা মূলতঃ ব্যক্তিগত ও গুণগত হইলেও কালক্রমে নানা কারণে বংশগত হইয়া পড়িয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যখনই কৌলীন্যপ্রথার পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, সেই সময়ে সমাজপতিরা মহাভাবে প্রণোদিত হইয়া ব্যক্তিগত গুণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমাজ সংস্কার করিয়াছেন। এই কারণে বল্লালসেনের সময় হইতে এপর্য্যন্ত ৭৫৯ বৎসরে, চারিশ্রেণীর মধ্যেই সমাজপতিগণ কর্ত্তৃক কুল নিয়মের অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। গত ১৩১৭ সালের আষাঢ়মাসে কলিকাতা সঙ্গীত সমাজ ভবনে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার যে সাধারণ অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের জনসংখ্যা গ্রহণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমি যে প্রস্তাব উপস্থিত করি, তাহাতে উল্লেখ করি যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে পুরন্দর খাঁ (অর্থাৎ গোপীনাথ বসু মল্লিক) কর্ত্তৃক দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে, ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা পরমানন্দ রায় কর্ত্তৃক, বঙ্গজ

সমাজে; ঐ সময়ে রাজা শিবসিংহ কর্ত্তৃক উত্তররাঢ়ীয় সমাজে এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ভৃগুনন্দী বংশীয় দেবীদাস খাঁ কর্ত্তৃক বারেন্দ্র সমাজে সামাজিক সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। এইক্ষণ আমার সানুনয় নিবেদন এই যে, আন্তর্গণিক বিবাহ রীতিমত প্রচলন করিতে হইলে, চারিশ্রেণীর সমাজপতি মহাশয়েরা যুক্তি করিয়া কৌলীন্যপ্রথার পুনঃ সংস্কার করুন। কৌলীন্যপ্রথা মূলতঃ যেরূপ ব্যক্তিগত ও গুণগত ছিল, এক্ষণ সেইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমার বিশ্বাস ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার গ্রহণ করিলে, কৌলীন্যপ্রথা যে সৎউদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছিল তাহা সিদ্ধ হইবে। যাহাদের মধ্যে কৌলীন্যপ্রথা বংশগত হইয়াছে, তাঁহারা যদি একবার অনুগ্রহ করিয়া বিবেচনা করেন, তাহ হইলে দেখিতে পাইবেন যে কুলীনের তুলনায় চারিশ্রেণীর মধ্যে মৌলিকের সংখ্যা অনেক অধিক। সুতরাং অধিকাংশ ব্যক্তির উপকারের জন্য অল্প সংখ্যক ব্যক্তির স্বার্থত্যাগ কর্ত্তব্য ত্যাগ স্বীকারই প্রকৃত দ্বিজের কার্য্য। এইস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দ্বিজোচিত সংস্কার বহুকাল হইতে প্রচলিত থাকিলেও তাঁহাদের মধ্যে আন্তর্গনিক বিবাহ প্রচলিত হইতেছে না। ইহার উত্তর এই যে বহুকাল হইতে এই প্রথা ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রচলিত থাকায় তাঁহাদের ইহা ঐক্যের কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু কায়স্থদিগের মধ্যে দ্বিজোচিত সংস্কার পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইলে তাঁহাদের নবীন উদ্যম ও উৎসাহ জন্মিবে। তাহাতে জাতীয় ঐক্য সহজ সাধ্য হইয়া আন্তর্গণিক বিবাহ অনায়াসে প্রচলিত হইতে পারিবে।

যাঁহারা আন্তর্গণিক বিবাহের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহারা কার্য্যতঃ ইহা প্রচলিত করিয়া, স্বীয় মহত্বের পরিচয় প্রদান করুন।

শ্রীহেমচন্দ্র সরকার।

কর্ত্তব্যের পথে আহ্বান।

বঙ্গের কায়স্থ-সমাজ বহুকাল হইতে প্রগাঢ় নিদ্রাভিভূত, এজন্য তাহারা সকল কার্য্যেই ঘোর উদাসীন, আজ এ হেন উদাসীনতার ফলেই কায়স্থ-সমাজ ধীরে ধীরে শূদ্রত্ব কালিমায় কলুষিত হইতেছে; আজ এ হেন উদাসীনতার ফলেই তাহাদের জাতীয় আচার ব্যবহার ভুলিয়া বিজাতীয়গণের নিকট ঘৃণিত হইতেছে।

কায়স্থ-মহোদয়গণ! আপনারা সকলেই জানেন জাতীয়তাই আমাদের প্রাণ স্বরূপ। এই জাতীয়তা হারাইয়াই আমরা আমাদের পৈতৃক আচার ব্যবহার ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি বিস্মৃত হইয়াছি। এখনও সময় আছে, সময় থাকিতে চেষ্টা করুন; মানবের অনেক কর্ত্তব্য আছে, শুধু খাওয়া পরাই মানব জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য নয়। আমরা আমাদের জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য ভুলিয়া শুধু খাওয়া পরাকেই জীবনের সার বলিয়া বুঝিয়াছি, জানিবেন জাতীয়তা রক্ষা না হইলে কখনও ধর্ম্ম রক্ষা হয় না, ধর্ম্ম রক্ষা না হইলে কখনও গ্রাসাচ্ছাদন সহজ হয় না। কায়স্থ-মহোদয়গণ! একবার আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখুন, তখন বুঝিতে পারিবেন, আপনারা কোন মহাপুরুষগণর বংশধর হইয়া কিরূপ হীন বলিয়া বিবেচিত হইতেছেন। যদিও আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব্ব পুরুষগেণের গৌরব কাহিনীর বিষয় অবগত আছেন, তত্রাপি সাধারণের অবগতির জন্য উক্ত মহাত্মাগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

রাজা আদিশূর তাঁহার পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞ সম্পাদন জন্য, বিশেষতঃ বঙ্গবাসী হিন্দু সকল বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মের আচার ব্যবহার ভুলিয়া যাওয়ায়,উক্ত ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান জন্য কান্যকুব্জাধিপতি বীর সিংহের নিকট উচ্চবংশ সম্ভূত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আনয়নার্থ দূত প্রেরণ করিলেন। প্রথমতঃ দূত গিয়া রাজার নিকট বলিতেছেন, "যজ্ঞার্থে যাচতে বিপ্রান্ ক্ষত্রাদিংশ্চ নরাধিপ। নোচেৎ দেহি রণং রাজন্ যথা তব মতিঃ কুরু॥" এখন বুঝুন কায়স্থ ক্ষত্রিয় না হইলে, তিনি কান্যকুব্জ রাজের নিকট ক্ষত্রিয় চাহিবেন কেন? মিশ্রকারিকায় আরও উক্ত হইয়াছে "ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতীনাং প্রেরণার্থায় ভূপতিঃ, অঙ্গীকারং তদাকৃত্বা লিখনং প্রদদৌ নৃপঃ।" অর্থাৎ যুদ্ধাবসানে মহারাজ বীরসিংহ হিন্দুস্থ-পতিকে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণকে পাঠাইতে অঙ্গীকার করিলেন। এস্থলে বুঝুন কায়স্থ দ্বিজাতি না হইলে "ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতীনাং" কেন বলা হইবে? প্রাচীন মঠভাট্টা গ্রন্থে লিখিত আছে "বঙ্গেশ্বরো মহারাজঃ পুত্রেষ্টিং সমনুষ্ঠিতঃ। তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্ত দ্বিজা দশ॥" ইহা হইতেও প্রতিপন্ন হইতেছে, কায়স্থগণ দ্বিজাতি না হইলে দশজন দ্বিজ বলিবার তাৎপর্য্য ভঙ্গ হয়। এস্থলে আমার বক্তব্য এই, এখানে হয়ত অনেকেই দ্বিজ শব্দের অর্থ এক মাত্র ব্রাহ্মণ বলিয়া অবগত আছেন, তাহাদের অবগতির জন্য আমি এই মাত্র বলিতেছি, যে পার্থিব জন্মের পর যাহাদের উপনয়ন সংস্কাররূপ আধ্যাত্মিক জন্ম হয়, তাহাদিগকেই দ্বিজ বলা যায়; অতএব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের উপনয়ন সংস্কার হয় বলিয়া ইহাদিগকে দ্বিজ বলা যায়—"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।

চতুর্থ একক জাতিস্তু নাস্তি বর্ণস্তু পঞ্চম॥" এইক্ষণ ভাবিয়া দেখুন কায়স্থগণ দ্বিজাতি হইলে ইহাদের উপনয়ন সংস্কার হইতে পারে কিনা, তাহারা দৈব বিড়ম্বনায় উপনয়ন সংস্কার বিহীন হইলে একমাত্র ব্রাত্যতা দোষে দোষী হইয়া থাকে। তাহারা কদাচ শূদ্র নামে অভিহিত হইতে পারে না। ব্রাত্যতা খণ্ডন করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার বাজপেয়ী যজ্ঞে কায়স্থগণকে কোন বর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন শুনুন—"অগ্নিহোত্রে মহাযজ্ঞে কায়স্থান্ ক্ষত্রিয়াসনে। ববার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ নবদ্বীপাধীপ সুধীঃ॥" অর্থাৎ যৎকালে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার বাজপেয়ী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তখন কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয়াসনে বরণ করিয়াছিলেন। আদিশূর যে মর্ম্মে কান্যকুব্জাধিপতিকে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা এই মর্ম্মে লিখিত ছিল।

"সুকৃত সুকৃত সংহ সর্ব্বশাস্ত্রার্থদক্ষাঃ। লপিতহত বিপক্ষাঃস্বস্তিবাক্যাঃ সুদক্ষাঃ॥ সুজিত সুগতবৃন্দে বঙ্গরাজ্যে মদীয়ে। দ্বিজকুল দশজাতাঃ সানুকম্পাঃ প্রযান্তু॥" (মিশ্রকারিকা)। অর্থাৎ কীর্ত্তিমান, সুকৃত, যজ্ঞবিঘ্নকারীগণের নিহন্তা, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বেদজ্ঞ দ্বিজকুলজাত ব্যক্তিগণকে আমার বঙ্গরাজ্যে প্রেরণ করুন। কায়স্থগণের বঙ্গাগমন সম্বন্ধে ধ্রুবানন্দ কারিকায় লিখিত আছে "গজাশ্ব-রথযানেষু প্রধানাঃ অভিসংস্থিতাঃ। গোজানারোহিণো বিপ্রাঃ পত্তিবেশ সমন্বিতাঃ॥" অর্থাৎ কায়স্থ প্রধানগণ হস্তী অশ্ব ও পালকিতে এবং ব্রাহ্মণগণ গোযানে আসিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণের মেল বিভাগকারী কুলশ্রেষ্ঠ দেবীবর ঘটক মহাশয় কায়স্থগণের বঙ্গাগমন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "গোযানে নাগতা বিপ্রাঃ অশ্বে ঘোষাদিকাস্ত্রয়ঃ। গজে দত্ত-কুলশ্রেষ্ঠ নরযানে গুহ সুধীঃ॥" অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ গোযানে, ঘোষ বসু ও মিত্র অশ্বে এবং কুলশ্রেষ্ঠ দত্ত হস্তীতে এবং সুধীবর গুহ নরযানে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজসভায় সমাসীন হইলেন, তখন কবিবর ভট্ট তাঁহাদের যে পরিচয়াত্মক পরিচয় দিয়াছিলেন একে একে তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করিতেছি।

ঘোষবংশের পরিচয় প্রাচীন মিশ্রকারিকায় ঘোষবংশ প্রভৃতি সম্বন্ধে লেখা আছে, "সূর্য্যবংশে যথা রামঃচন্দ্রবংশে চ যাদবঃ তথৈব ঘোষ বংশে চ মকরন্দঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥ কায়স্থ প্রধানশ্চ কায়স্থানাং শিরোমণি। আদিশূর সমানীত যথা গঙ্গা ভগীরথৈঃ॥" অর্থাৎ শ্রীরাম যেমন সূর্য্যবংশে, শ্রীকৃষ্ণ যেমন যদুবংশে। তেমনি ঘোষবংশে মকরন্দ। ভগীরথ যেমন বহু তপস্যাদি করিয়া গঙ্গাকে ভারতে আনিয়াছিলেন, তদ্রূপ আদিশূর মকরন্দ ঘোষকে কোলাঞ্চ দেশ হইতে বঙ্গে আনয়ন করেন।

উক্ত ঘোষবংশের ন্যায় বসু, মিত্র, গুহ ও দত্ত সম্বন্ধেও বিশেষ গৌরবাত্মক ক্ষত্রিয়ত্ব ব্যঞ্জক পরিচয় আছে। প্রত্যেকের পরিচয়ের শেষে বীরাগ্রগণ্য বলা হইয়াছে। দত্ত সম্বন্ধে লেখা আছে, "স আগতো বঙ্গদেশে সর্ব্বেষাং রক্ষণায় চ।"

হে আত্মবিস্মৃত কায়স্থবৃন্দ। আপনারা ভাবিয়া দেখুন, আপনারা কোন মহাপুরুষগণের বংশধর, এহেন রথীন্দ্র ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মহাপণ্ডিত নিখিল শাস্ত্রবিদ্ মহাত্মাগণের বংশধর হইয়া, আপনারা কত নীচ বলিয়া গণ্য হইতেছেন। আপনারা ক্ষত্রিয়রূপী সিংহের বংশধর হইয়া কালের কুটীলাবর্ত্তনে এবং আপনাদের উদাসীনতায় আজ কি না শৃগালরূপী শূদ্রের বংশধর বলিয়া গণ্য হইতেছেন। আপনারা আজ সুমেরুর উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে সুগভীর কূপে পতিত হইয়াছেন; আপনারা সর্ব্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া ব্রাহ্মণের অব্যবহিত নিম্নে জাতীয় আসন পাইয়াও কিনা আজ সর্ব্ব নিকৃষ্ট শূদ্র বর্ণান্তর্গত বলিয়া গণ্য হইতেছেন। কায়স্থ হইতে কায়স্থেতর মুচি মেথর পর্য্যন্ত একই শূদ্র বলিয়া আখ্যাত হইতেছে। আপনারা কি না আজ ক্ষত্রিয়োচিত আচার বিসর্জ্জন দিয়া প্রতি পদে শূদ্রোচিত আচার ধর্ম্ম পালন করিতেছেন। একমাত্র যজ্ঞসূত্র বর্জ্জন হেতুই যে আপনাদের এহেন সামাজিক অধঃপতন ঘটিয়াছে, ইহা কি এখনও কাহারও বুঝিতে বাকী আছে? হায়! কি ঘৃণা! কি অপমান! কায়স্থগণ! যদি আপনাদের ধমনীতে বিন্দুমাত্রও ক্ষত্রিয় রক্ত থাকে, যদি আপনারা যথার্থই আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের বংশধর হন, তবে আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া শূদ্রাচার এবং শূদ্রবাদ পরিত্যাগ করুন। যতই বিলম্ব ততই কার্য্যনাশ; যতই বিলম্ব ততই বিদ্বেষীগণের সুবিধা; এখনও কি দেখিতে পাইতেছেন না চারিদিকে সহস্র সহস্র কায়স্থ যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া জাতীয় কলঙ্ক কালিমা বিধৌত করত ক্ষত্রিয়ের লুপ্ত গৌরব রক্ষা করিতেছেন। এখনও কি দেখিতে পাইতেছেন না কত শত মহাত্মা ক্ষত্রিয়ের অপহৃত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আপনারা বর্ত্তমান সময়ে ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে শূদ্রত্বমসীতে নিমজ্জিত হইয়া পুনরুদ্ধার জন্য চেষ্টিত হইতেছেন না; এখনও যে আপনারা নিশ্চেষ্ট হইয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন, ইহার কারণ শুধু আপনাদের জাতীয় ইতিহাস না জানা। একমাত্র জাতীয় ইতিহাস জানা ব্যতীত আমাদের এ কলঙ্ক অপনোদনের অন্য কোন উপায় নাই। হায়! আমাদের কি দুরদৃষ্ট! আমরা বিজাতীয়গণের ৫২ পুরুষের সংবাদ লইতেছি, কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের নাম আমরা নামও একবার জানিবার চেষ্টা করিতেছি না। মোগল, পাঠান, ইংরাজগণের আদি পুরুষের সংবাদ লইতেছি, আমাদের আদি পুরুষ ছিল কিনা সে বিষয়ে আমরা ঘোর সন্দিহান, এরূপ অবস্থায়

তাহাদের আচরিত ধর্ম্ম কর্ম্ম বিস্মৃত হইব তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আজ স্বস্থান-চ্যুত হইয়া শূদ্র সংস্পর্শে কলঙ্কিত হইয়াছে,—ধীরে ধীরে সংস্কার হইয়া খাঁটী শূদ্র বলিয়া গণ্য হইতেছি, হিংসুকগণও হিংসাপরতন্ত্র হইয়া এই শে আমাদিগকে নির্য্যাতন করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের স্বকপোলকল্পিত শ্লোকদ্বারা আমাদিগকে প্রকৃতই শূদ্র প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাই বলিতেছি, হে অনুপনীত কায়স্থগণ! এখনও প্রবুদ্ধ হও, আর কতকাল ঘোরে অচৈতন্য থাকিবে? আর কতকাল তোমরা আত্মমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া কথায় নির্ভর করিয়া কালাতিপাত করিবে? তোমরা বিদ্যা, বুদ্ধি সম্পন্ন ও আর কত কাল উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করিবে? আর কতকাল তোমাদের স্বধর্ম্মাচরণ বিস্মৃত হইয়া হীনাচারে কলঙ্কিত হইবে? আমরা ব্রাহ্মণের ন্যায় ক সর্ব্ব বিষয়েই অধিকারী হইয়া আজ নিকৃষ্ট জাতির ন্যায় আধ্যাত্মিক বিষয়েরই অধিকারী নই, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? র পশ্চিম দেশীয় স্ববংশীয়গণ যজন অধ্যয়ন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই অধিকারী, তাঁহাদেরই বংশধর হইয়া সর্ব্ববিষয় হইতে বঞ্চিত, এই বিশাল কায়স্থ-পশ্চিম প্রান্তে ক্ষত্রিয়ত্বের নির্মল বারি প্রবাহের অমৃত ধারার মধ্যে পূর্ব্ব শূদ্রত্বের পঙ্কিল ধারা প্রবাহিত কেন? একদিকে শশাঙ্কের বিমল জ্যোতিঃ ত, অন্যদিকে অমানিশার ঘোর আঁধার কেন?

দের বিশ্বাস কায়স্থ মহোদয়গণের মধ্যে যাহাদের হৃদয়ে অজ্ঞতা এবং বিদ্বেষী প্ররোচনায় শূদ্র সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে, তাঁহারা জাতীয় বিষয়ে আপাততঃ প্রযত্ন হইলেও যখনই তাহারা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবেন, অমনি বৈদ্যুতিক ন্যায় পূর্ণ তেজ এহেন কার্য্যে যোগদান করিবেন। সিংহ-শাবক শৃগাল শৃগালত্ব প্রাপ্ত হইলেও সে যখন জানিতে আরে আমি সিংহ, তখন কি আর সংশ্রবে মুহূর্ত্তমাত্র থাকিতে ইচ্ছা করে? কোকিলছানা কাকের বাসায় লিত হইলেও সে কি তাহার জাতীয় সুমধুর কুহু কুহুধ্বনি পরিত্যাগ করিয়া ভাব সুলভ কর্কশ 'কা' 'কা' রবে শ্রোতৃবর্গের বিরাগভাজন হয়? কায়স্থগণ ও তদ্রূপ শূদ্রসংশ্রবে শূদ্র ভাবাপন্ন হইয়াছেন মাত্র, কিন্তু ক্ষত্রিয়তেজ দের হৃদয়ের অন্তস্থলে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায়—অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় হিত রহিয়াছে।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মিত্রবর্ম্মা।

সমাজ উদ্বোধন।

এ বিশাল বিশ্বমাঝে সাজিয়া বিবিধ সাজে
করিতেছ ওহে কাল লীলা প্রকটন,
তব মোহে আজি এই বঙ্গ নিমগন।
বাঙ্গলার জ্যোতিঃ যাঁরা ব্রাহ্মণ কায়স্থ তাঁরা
জানি না কি মোহনিদ্রা ক'রে অচেতন,
রাখিয়াছে তাঁহাদের উন্নত জীবন।
হিংসা দ্বেষে দ্বন্দে তাঁরা হয়েছেন জ্ঞান হারা
ভুলিয়া অতীত স্মৃতি জ্ঞানের মহিমা,
জগতে ভাতিয়া ছিল যে মহা গরিমা।
দেশের উন্নতি যত এই জাতি অবিরত
করেছেন, করিছেন, এবে নিরন্তর
তুষিত তোষণে রত যথা জলধর।
যে কায়স্থ সদা চায় ব্রাহ্মণের হিতচয়;
যাঁহাদের পোষণেতে পোষিত সতত,
তাঁরাই বলেন 'শূদ্র' কায়স্থে নিয়ত।
কপটীর কপটতা প্রবঞ্চনা মিথ্যা কথা
শুনে না শুনে না যেন কায়স্থ সন্তান,
মোহ নিদ্রা তাঁহাদের হ'ক অবসান।
গোমায়ুর বল ছল, কেশরীর মাত্র বল,
তেঁই পশুরাজ নাম বিদিত ভুবন,
সেইরূপ স্বাবলম্বী কায়স্থ নন্দন।
শাস্ত্র বিধি জানে সবে "যে শূদ্রের দান লবে
পতিত সে বিপ্রসূত, মহাপাপী হবে"
কায়স্থ হইলে শূদ্র কিবা গতি তবে?
কেবা রবে সুব্রাহ্মণ সকলিত অব্রাহ্মণ
শূদ্র বলি যাঁহাদের নিন্দ অনিবার,
ক'জন তাঁ'দের দান করে প্রতিহার?
তাই বলি, কেন আর বৃথা নিন্দ বারবার

কায়স্থেরে শূদ্র বলি মোহের কারণ,—
আপন গৌরব ধ্বংস করিছ ব্রাহ্মণ?
"অহিংসা পরমধর্ম্ম" ছিল যাঁ'র শাস্ত্র মর্ম্ম
তাঁহার সন্তান আজ করে অত্যাচার,
কে পূজিবে তাঁহাদের হেরি অনাচার?
শান্তিপূর্ণ তপোবন ছিল যাঁ'র নিকেতন—
দ্বীপী সহ মৃগ যথা করিত বিহার,
কেন এবে হিংসা ভরা সন্তান তাঁহার?
এখনও কুহকে ভুলে অনেক কায়স্থ বলে,
"পিতৃ-পিতামহদের ছিল না পবিত,—
কেমনে গ্রহিব মোরা অতি অনুচিত।"
পিতৃ পিতামহ যবে বিরাজিত এই ভবে
কায়স্থ-ব্রাহ্মণ দোঁহে অভিন্ন হৃদয়
আধার আধেয় ভাবে ছিলেন সবায়।
কায়স্থের স্বত্বতরে তখন বিচারাগারে
হইত না এ ব্যবস্থা, এখন যেমন—
কায়স্থকে দিতে চান শূদ্রের আসন।
কাজেই কায়স্থ যত ভাবি ভাবী অবিরত
রাখিতে জাতির মান জগৎ মাঝারে,
গ্রহিছেন উপবীত প্রায়শ্চিত্ত ক'রে।
কায়স্থ হইলে শূদ্র তবে তাঁর পূর্ব্ব সূত্র—
ঘোষ বসু গুহ মিত্র দত্ত আদি যত,
হইত না কখনই চরাচর খ্যাত।
শূদ্রকরে বেদ পাঠ আর করে রাজ্যপাট
বিচার আসনে বসি রক্ষা করে ধর্ম্ম,
সাধনে নিয়ত শুভ স্বদেশের কর্ম্ম।
বিজ্ঞান উন্নতি যত করিতেছে অবিরত
হেন শূদ্র বঙ্গদেশে ছিল কি কখন?
কোন্ ইতিহাসে কোথা প'ড়েছ ব্রাহ্মণ?
যদি ইহা সত্য হয় "যথা ধর্ম্ম তথা জয়"

কায়স্থ জাতির তবে হবে না পতন,
সত্যধর্ম্মে মতি তার রবে যতক্ষণ।
কায়স্থ-ব্রাহ্মণ-মত গাবে বেদ মন্ত্রপূত
জপিবে গায়ত্রী মন্ত্র বিশুদ্ধ অন্তরে,
ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ব্যক্ত হবে চরাচরে।
বৈদিক আচার যত ক্রিয়া কাণ্ড অবিরত
ছাইবে এ বঙ্গদেশ পূর্ব্বাকার প্রায়,
আনন্দে হবেন ধাতা তাঁদের সহায়।

শ্রীআশুতোষ বসু।

সমাজ ধর্ম্মের মূল্য।

গত বৈশাখ মাসের ভারতবর্ষে শ্রীমতী অনিলা দেবী "সমাজ ধর্ম্মের মূল্য" নামক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আজকাল স্ব স্ব সমাজের পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেকে প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সুতরাং তাহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। কিন্তু প্রবন্ধের নূতনত্ব এবং বিশেষত্ব এই যে শক্তিরূপিণী মা সকলকে এভাবে প্রবন্ধ লিখিতে আমি দেখি নাই—আজ দেখিলাম। তাই ইহা আমার চক্ষে নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে। তাই আজ মায়ের কথার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আশা করি, অবাধ্য সন্তান বলিয়া রাগ না করিয়া মা সন্তানকে বুঝাইয়া দিবেন।

সমাজ অর্থ সম্ সহিত অজ্ গমন করা অর্থাৎ এক সঙ্গে গমন করা। এক সমাজের লোক একসঙ্গে গমন করে। মানুষের দুইখানা পা যদি দুই দিকে গমন করে তবে সে চলিতে পারে না – পশুর চারিখানা পা যদি চারিদিকে চলে তবে সে চলিতে পারে না—ষট্‌পদের ছয়খানি পা যদি ছয় দিকে যায় তবে সে চলিতে পারে না। তেমনি সমাজের সমস্ত লোক যদি এক মতাবলম্বী হইয়া সমাজের নিয়ম মানিয়া না চলে, যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করে, যে দিকে ইচ্ছা সেইদিকে যায়, তবে সে সমাজ কখনও চলিতে পারে না। সমাজে থাকিতে হইলে সমাজ হইয়া চলিতে হইবে। দেশকাল পাত্রানুসারে সমাজ যে ব্যবস্থা করিবে, সকলের তাহাই মানিয়া চলিতে হইবে। না চলিলে সে সমাজ কখনই চলিতে পারে না। কোনও চিরদিন একরূপ রাখিলে চলে না, তাই সময় সময় পরিবর্ত্তন করিতে হয়। সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন একজনের দ্বারা হয় না, দুই জনের দ্বারা হয় না, সমাজের সমষ্টি দ্বারা হয়। রাজার আইন যেরূপ পরিবর্ত্তনশীল, সমাজের আইনও সেরূপ পরিবর্ত্তনশীল। তাই সমাজের আইন চিরদিন পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, তাই আমাদের শাস্ত্রে নানা মুনির নানা মত।

অজ্ঞ লোকে মনে করে, এই সমস্ত শাস্ত্র বুঝি এক দিনেই হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। যে ঋষি সমাজের অবস্থানুসারে যখন যে ব্যবস্থা করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন, তখন তাহাই করিয়াছেন। আমরা একে অজ্ঞ, তাতে সে সমস্ত ঋষির অস্তিত্বের দিন তারিখ ঠিক নাই, তাই গোলে পড়িয়া যাই। মনে করি এক সময়েই বুঝি সব ঋষি আপনাপন মতানুসারে শাস্ত্রবিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। এটা আমাদের ভুল। যখন যেখানে যেমন আবশ্যক হইয়াছে, তাৎকালিক ঋষি সেইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছেন। আমরা সেইগুলি একত্র করিয়া নানা মুনির নানা মত বলি। এক সময়েও নানা স্থানের প্রয়োজনানুসারে সমাজে নানা ব্যবস্থা প্রচলিত হইতে পারে।

সমাজ অর্থ সর্ব্বত্রই সমান। সমান বলিতে এক দেশে যাহা বুঝে, অন্য দেশেও তাহা বুঝে। একটুও কমবেশ নাই, কেবল অবস্থাভেদে ব্যবস্থা একটু এদিক ওদিক আছে মাত্র। আজ একজন বলিতেছেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথা হিন্দু জাতির মহৎ বিশেষত্ব, যাহা পৃথিবীর অন্য কোন জাতিতে দৃষ্ট হয় না—যে সনাতন শান্তি ও সুশৃঙ্খলার সহিত সমাজ পরিচালনার একমাত্র সুন্দর উপায়।" আর একজন বলিতেছেন - "কেন? ঐ যে খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথা নাই সে সমাজ কি চলিতেছেনা? অতি সুন্দররূপেই চলিতেছে।" চলিতেছে কি? চলিতেছে এবং চিরদিন চলিবে, কদাচ অচল হইবে না। ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে মাত্র।

সমাজবদ্ধ হইয়া চলিতে হইলেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারিভাগে সমাজের লোককে বিভক্ত হইতে হয়, নতুবা কার্য্য বিভাগ হয় না, কার্য্য বিভাগ না হইলে সমাজ চলে না। তাই খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজও প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত দেখিতে পাই। পাদ্‌রী বা মোল্লাই তাহাদের ব্রাহ্মণ, যোদ্ধাগণই তাহাদের ক্ষত্রিয়, কৃষক ও ব্যবসায়ীগণই বৈশ্য এবং খানসামা শ্রেণীই শূদ্র। এমন সমাজ নাই, যেখানে এই চারি শ্রেণী নাই। নামে না থাকিতে পারে, কিন্তু কার্য্যে সর্ব্বত্রই

আছে, না থাকিলে সমাজ চলিতেই পারে না। খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজের এখনও শৈশবকাল উত্তীর্ণ হয় নাই, তাই ঐ চারি জাতির এক একটা নাম করণ হয় নাই, হিন্দু-সমাজ বার্দ্ধক্যে উপস্থিত হইয়াছে, তাই নাম করণ দূরে থাকুক, নামভেদই বিষম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তথাপি ঐ নামভেদ অথবা জাতিভেদ ধরিয়া আছে বলিয়াই আজিও হিন্দু জাতি টিকিয়া আছে, ভীষণ জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিয়াছে, ধরিয়া থাকিতে পারে নাই, জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে নাই, তাই আজ ভারতের বাহিরে হিন্দু-জাতি দেখি না। যে থাকিবার যোগ্য, এ পৃথিবীতে সেই থাকিতে পারে, এবং থাকিবে, যে অযোগ্য সে কদাচ থাকিতে পারিবে না, তাহাকে নষ্ট হইতেই হইবে। এই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কত ঝড়, কত বিপ্লব সহ্য করিয়া এই ভারতে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, কিন্তু কত কষ্টে রাখিয়াছে, কত বিঘ্ন সহ্য করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কাহার না জানা আছে, এমন ত নহে। কেমন করিয়া রাখিল জান কি মা? ভীরু কাপুরুষের মত রাখিয়াছে কি? যাহারা রাখিয়াছে তাহাদিগকে কাপুরুষ বলিবে কি মা?

খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজের আজ যেমন শৈশবাবস্থা, এমনই অবস্থা একদিন হিন্দু সমাজেরও ছিল। তখন জাতিভেদ ছিল না। যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিত, জাতি যাইত না। এখনকার খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজের মতই তখন চারি বর্ণ প্রচ্ছন্নভাবে ছিল। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনানুসারে প্রকাশ হইয়া ছিল। তখন—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃত।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥১০।৯০।১২ ঋক্

অর্থাৎ যিনি সকলের অগ্রে জন্মিয়াছিলেন সেই পুরুষ যজ্ঞাগ্নি সিঞ্চন করিয়াছিলেন, তাহাতে দেবগণ, তৎপরে সাধ্যগণ ও ঋষিগণ জন্মিয়া ছিলেন। ৭। পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছিল। ইহার মুখ কি হইল, দুই হস্ত, দুই উরু, দুই চরণ কি হইল? ১১। ব্রাহ্মণ ইহার মুখ হইয়াছিল, রাজন্য বাহু হইয়াছিল, বৈশ্য উরু হইয়াছিল, দুই পদ হইতে শূদ্র জন্মিয়াছিল। ১২।

সকলের অগ্রে যে বিরাট পুরুষ জন্মিয়াছিলেন, তিনিই সমাজ। জীব জন্মিলেই সমাজ আবশ্যক, তাই পৃথিবীতে অসভ্য বর্ব্বর বা সভ্য সকল মানবকেই সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে দেখি। সমাজবদ্ধ হইলেই সে সমাজকে রক্ষার জন্য দেব অর্থাৎ সুর চাই, অর্থাৎ আধিপত্য করিবার জন্য লোক চাই, সাধ্য অর্থাৎ কর্ম্ম সিদ্ধি করিবার জন্য সাধ্য (লোক) চাই, এবং ঋষি (ঋষ্ গমন করা অর্থে) যিনি সাংসারিক সুখ

ত্যাগ করিয়া জ্ঞানপথে গমন করিয়াছেন তাঁহাকে চাই। হিন্দু-সমাজের প্রথমাবস্থায় সমাজরূপী পুরুষ অখণ্ডিত ছিল। পরে তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল—(১) দেব অর্থাৎ বীর, (২) সাধ্য অর্থাৎ কর্ম্মবীর এবং (৩) ঋষি অর্থাৎ জ্ঞানবীর। ক্রমে সমাজ আরও উন্নত হইল, লোক সংখ্যা আরও বেশী হইল, তখন কর্ম্মবীরগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইলে—এক ভাগ কৃষক থাকিলেন, অপর ভাগে সেবক হইয়া শূদ্র হইল। শূদ্র কাহারা হইল? ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে (পূর্ব্বভাগ ৮।১৫৯-৬০) আছে—

শোচন্তশ্চ দ্রবন্তশ্চ পরিচর্য্যাসু যে রতাঃ।
নিস্তেজসোঽল্পবীর্য্যাশ্চ শূদ্রাস্তানব্রবীৎ তু সঃ ॥

"যাহারা বিকলচিত্ত অর্থাৎ নীচাশয়, অল্পবীর্য্য এবং পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত তাহারা শূদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল।" "পরিচর্য্যাসু যে রতাঃ" এই কথাতেই বুঝা যাইতেছে যে শূদ্র হইয়া কেহ জন্মে নাই, যে পরিচর্য্যাতে রত ছিল, জাতিভেদ গঠনকালে সেই ব্যক্তি শূদ্রবর্ণে গণ্য হইয়াছে। শোচন্ত অর্থ কেহ কেহ "শোক পরায়ণ" করিয়াছে, কিন্তু এখানে তাহা হইবে না। এ জগতে শোকগ্রস্থ নহে কে? সুতরাং ঐ অর্থে সকলকেই শূদ্র হইতে হয়। এখনে শোচন্ত অর্থ ক্ষুদ্রচিত্ত, নীচাশয় ইত্যাদি। যথা তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

অসতো বৈ এষ সম্ভূতো যৎশূদ্রাঃ।৩।২।৩।১

অসৎ হইতে শূদ্র হইয়াছে। অসৎ শব্দে এখানে অসৎ প্রকৃতি বা ক্ষুদ্রচেতা বা নীচাশয় বুঝিতে হইবে। আর এক স্থানে আছে—

"আসুর্য্যো শূদ্রঃ।" ১।২।৬।৭

অসুর হইতে শূদ্র জন্মিয়াছে। অ-সুর অর্থ এখানে যাহারা ভীরু, নীচাশয় তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে।

সময়ে সমাজের অবস্থা এরূপ দাঁড়ায় যখন বাধ্য হইয়া সমাজ কর্ত্তাকে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়। দেখিতে গেলে হিন্দু-সমাজে আবার এই অবস্থায় যাইতে উদ্যত হইয়াছে। এখন চাকর পাওয়া ক্রমে কঠিন হইতেছে। একদিন নানা কারণেই সমাজ এইরূপ নিয়ম করিতে বাধ্য হইয়াছিল, হয়ত আবার বাধ্য হইবে।

প্রচ্ছন্ন চাতুর্ব্বর্ণ প্রথা যখন প্রকাশ্যভাবে প্রচলন করা আবশ্যক হইল, তখন হইল কি? না—ব্রাহ্মণ সমাজরূপী বিরাট পুরুষের মুখ হইলেন, ক্ষত্রিয় তাঁহার বাহু হইলেন, বৈশ্য তাঁহার উরু হইল এবং শূদ্র পদ হইল। অতএব যে বিরাট পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছে, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় জন্মিয়াছে, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র জন্মিয়াছে, তিনি বিরাট পুরুষরূপী সমাজ ব্যতীত আর কিছুই নহেন।

এইরূপে প্রথমে জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। তাই গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।৪।১৩

"আমি গুণ কর্ম্ম বিভাগানুসারে চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি।"

কিন্তু এই বিভাগ এখনকার মত সীমাবদ্ধ ছিল না। তখন উত্থান পতন ছিল। মনু সংহিতায় লিখিত অছে (১০।৬৫)—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্।

"এইরূপে শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব এবং ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" পুরাণে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। পৌরহিত্য লইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিবাদের প্রমাণেরও অভাব নাই।

চিরদিন সমান যায় নাই। সমাজের অবস্থান্তর ঘটিবার সময় আসিল, ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইল। বৌদ্ধ বিপ্লবে ভারত ডুবিয়া গেল, হিন্দুধর্ম্ম সে বিপ্লবে ধ্বংস হইতে চলিল। তখন ব্রাহ্মণগণ বিপদ গনিলেন, ধর্ম্ম ও সমাজ অর্থাৎ জাতীয়ত্ব রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। জাতিভেদকে গণ্ডীবদ্ধ করিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মকে অতি কষ্টে ভারত হইতে দূর করিলেন। হিন্দু-ধর্ম্ম আবার সজীব হইয়া উঠিল। বৌদ্ধ বিপ্লব না হইলে হয়ত জাতিভেদ গণ্ডীবদ্ধ করা আবশ্যক হইত না। যাহা হউক, এইরূপে সেবার হিন্দু-ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে একটু ক্ষতি হইল। জাতিভেদ যখন গণ্ডীবদ্ধ ছিল না, উত্থান পতন নিয়ম যখন প্রচলিত ছিল, তখন যত গোঁয়ার ক্ষত্রিয়শ্রেণী ভুক্ত হইত, যত ভীরু, হয় ব্রাহ্মণ না হয় বৈশ্য না হয় শূদ্র শ্রেণীভুক্ত হইত। ইহাতে সমাজের বিশেষ উপকার হইত। সমাজের ক্ষত্রিয়বল যথেষ্ট প্রবল থাকিত। কিন্তু যখন জাতিভেদ গণ্ডীবদ্ধ হইল ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সন্তান ক্ষত্রিয় হইতে লাগিল, তখন ব্রাহ্মণের মধ্যে অব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ভীরু স্থান হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়েতর জাতিতে যত গোঁয়ার জন্মিল তাহারা ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত হইতে পাইল না সুতরাং অস্ত্র ধরিবার অধিকার থাকিল না, অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ভীরুর স্থান হইল, সে যুদ্ধ করিতে যাইবার পূর্ব্বেই পৃষ্ঠ প্রদর্শনের পথ ঠিক করিয়া রাখিতে লাগিল, দেশের ক্ষত্রিয়শক্তি তাই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। কিন্তু সমাজ রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণদিগকে ইহাও করিতে হইয়াছিল।

এই কারণেই দেশ এক সময় মাৎস্য ন্যায় * প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, যথেচ্ছাচারতা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সমস্ত অসুবিধা দূর করিবার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ

* খালিমপুরে প্রাপ্ত রাজা ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন।

শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল, তাই সমাজ আবার সংশোধন করিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। এই অবস্থায় মুসলমানদিগের আগমন। দেশের ক্ষত্রিয়শক্তি গণ্ডীবদ্ধ হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, অন্য জাতিও গণ্ডী মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছিল তাহাদের অস্ত্র ধরিবার শক্তি ছিল না, তাই পৃথ্বীরাজ পরাজিত হইয়াছিলেন, ভারতের কপাল ভাঙ্গিয়াছিল।

ইহাতে ব্রাহ্মণের কোন দোষ নাই। যখন যে জাতির অধঃপতন আরম্ভ হয়,তখন তাহাদের এইরূপই ঘটে। যে উপায় অবলম্বনে এক বিপদ হইতে পরিত্রাণ পায়, আর এক বিপদে সেই উপায়ই সর্ব্বনাশের কারণ হয়,ইতিহাসে ইহার প্রমাণের অভাব নাই।

তার পরে মুসলমান আমলে তন্ত্রের বিকৃতার্থ হইয়া তন্ত্র প্রধান সমাজে একঘোর বিপ্লবের সৃষ্টি করিল, সমাজ যায় যায়, আর টিকে না এরূপ হইয়া পড়িল, আবার ব্রাহ্মণের ডাক পড়িল, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইল, ধর্ম্মের স্রোত আবার ফিরিল, টলায়মান হিন্দু সমাজ আবার স্থির হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মুসলমান রাজত্ব গেল, ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হইল, ডিরোজিও প্রভৃতির হুজুগে পড়িয়া অনেক শিক্ষিত হিন্দু খৃষ্টান্ হইয়া গেল, কেহ খৃষ্টান হইতে উদ্যত হইল, সমাজে আবার ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। পুনরায় ব্রাহ্মণের ডাক পড়িল, মহাত্মা রামমোহন রায় দেখা দিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিলেন, লোকের আর তত খৃষ্টানের দিকে ঝোঁক থাকিল না।

কেশবসেন আসিলেন, ব্রাহ্ম-সমাজে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল ফলে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত হইল। দলে দলে লোক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল—ধর্ম্মের জন্য ততটা নহে যতটা অখাদ্য খাইবার জন্য। যাই হউক আবার ব্রাহ্মণের ডাক পড়িল, কিন্তু কোন মহাত্মার আবির্ভাব হইল না, তবে ব্রাহ্মণগণ কতকটা ঢিল দিলেন, সমাজ আবার রক্ষা পাইল। ব্রাহ্মধর্ম্মে ভাটা পড়িল, এইতো মোটামুটী হিন্দু-সমাজের ইতিহাস বলিলাম। কে বলিল আমাদের জাতীয় ইতিহাস নাই। মা লক্ষ্মী! তুমিতো বিদুষী। হিন্দুশাস্ত্রগুলি পড় দেখি। কাহারও কথা শুনিয়া কোন ভ্রম ধারণা লইয়া পড়িতে বসিও না। বেশ ভক্তিমতী হইয়া, "পূর্ব্ব পুরুষেরা, মুনি ঋষিরা মূর্খ ছিলেন না, বেশ বুদ্ধিমান ছিলেন" এইটি মনে রাখিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিকে পর পর সাজাইয়া দেখ দেখি মা, জাতীয় ইতিহাস পাও কি না—কেন নানা মুনির নানা মত তাহা বুঝিতে পার কিনা? কোন সময়ে কোন মুনি ছিলেন, কে কি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, কার পরে কি ব্যবস্থা হইয়াছে, পর পর সাজাইয়া দেখ দেখি।

স্কুলের ছাত্রগণ নোট পড়িয়া ইতিহাসের পরীক্ষায় পাশ করে, তুমি যদি সেই ভাবে অন্যের লেখা নোট দেখিয়া হিন্দুসমাজকে বুঝিতে চাও, তবে তোমার সে চেষ্টা বৃথা হইবে। মা! হিন্দুধর্ম্ম দেড় হাজার বৎসরের নহে, দুই হাজার বৎসরেরও নহে, যদি খুব কম করিয়া বলিতে চাও, তথাপি সভ্য মানুষ যখন প্রথম সৃষ্ট হইয়াছেন, সেই সময়ে এই সনাতন ধর্ম্মের ও সৃষ্টি হইয়াছে বলিতে হইবে। ধর সে প্রায় আট হাজার বৎসরের কথা! তাহার কম ত নহেই।

* এই সুদীর্ঘ আট হাজার বৎসর যে ধর্ম্ম, মাথা খাড়া করিয়া রাখিতে পারিয়াছে, সেই সুদীর্ঘ সময় কত ঝড় কত বিপ্লব সহ্য করিয়া যে ধর্ম্ম, যে সমাজ আজিও জীবিত আছে, তাহাকে কি মা! তুমি সামান্য জ্ঞান কর! ভারতের বাহিরে আর কোন দেশে কেহ কি স্বধর্ম্ম বজায় রাখিতে পারিয়াছে? সকলেই বিজেতার নব ধর্ম্মের নিকট আত্মহত্যা করিয়াছে। কেবল ভারতের হিন্দু আজিও টিকিয়া আছে। কেন সেই ধর্ম্মকে, সেই সমাজকে ছোট করিতে গিয়া নিজে ছোট হও মা! শক্তিরূপিণী তোমরা, না বুঝিয়া না চিনিয়া সমাজের উপর নিষ্ঠুর আঘাত করিও না। নিশ্চয় জানিও যে সমাজ আজ আট হাজার বৎসর জীবিত থাকিতে পারিয়াছে সে সমাজ জীবিত থাকিবেই, এত বিপ্লব যাহার উপর দিয়া গিয়াছে, সে মর মর হইয়াও বাঁচিয়া থাকিবেই। শত সহস্র চেষ্টাতেও একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না। পারস্য দেশ মুসলমানগণ জয় করিলে পার্শীগণ সকলেই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, কেবল কয়েকজন মাত্র ভারতে পলাইয়া আসিয়া নিজের ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া ভূস্তর মধ্যস্থিত ফসিলের (fossil) ন্যায় হইয়া রহিয়াছে। এই পুরাতন স্মৃতি রক্ষার জন্য কি তাহাদিগকে নিন্দা করিবে? অসভ্য বলিবে? স্বধর্ম্ম বজায় রাখিয়া তাঁহাদের সমাজ কি অচল হইয়া গিয়াছে? তাই বলি, মা! তোমরা আত্মহারা হইও না, পরের প্রত্যাশা করিও না। দেড় দুই হাজার বৎসরের সমাজের নিকট তোমার শিখিবার কিছুই নাই, শিখাইবার যথেষ্ট আছে মস্তক নত করিবার কিছুই নাই, সগর্ব্বে মস্তকোত্তোলন করিয়া থাকিবার যথেষ্ট আছে। হিন্দুধর্ম্মের প্রত্যেক স্তরের ইতিহাস সাজাইয়া লও, দেখিবে ঐ সমস্ত সমাজে যাহা আছে, তাহা তোমার সমাজে বহুপূর্ব্বে ঘটিয়া কষ্টিপাথরে কর্ষিত হইয়াছে, টিকিতে পারে নাই। আবার হয় ত এমন সময় আসিবে যখন আবার ঘটিবে।

হিন্দুশাস্ত্র অগাধ, তুমি তাহার কতটা জানিয়াছ, কতটা বুঝিয়াছ মা! যদি জানিতে চাও, বুঝিতে চাও তবে তাহার মধ্যে প্রবেশ কর। উপর উপর কোন মত

* পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়তত্ত্ব ও মেরুতত্ত্ব।

প্রকাশ করিও না। আত্মহারা হইও না, আত্মকে চিনিয়া লও, তুমি কি তাহা চিনিয়া লও, তোমার কি অধিকার তাহা ঠিক করিয়া লও, সহধর্ম্মিণী অর্থ কি তাহা ঠিক করিয়া বুঝিয়া দেখ। এইরূপে সমাজ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমাজকে চিনিয়া শাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রকে বুঝিয়া লও, তারপরে মত প্রকাশ কর। যে এই শাস্ত্র বিশেষরূপে অধ্যয়ন করে নাই, তাহার কাছে ইহার সমস্তই সমান। ভালও যা, মন্দও তাই—সাদাও যেমন, কালও তেমনই। কাজ জানিলেই কাজ করা যায় এ কথা যেমন ঠিক—অবস্থার সহিত পরিচয় থাকিলেই ব্যবস্থা দিতে পারা যায় সে কথাও তেমনি ঠিক। এখনকার জ্বরাতুর সমাজ জানেই না—কোন্ কোন বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কোন পন্থা কাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, কেনই বা তাহা প্রকারান্তরে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। মানুষের কোন দুঃখ সে দূর করিতে চাহিয়া কোন ব্যবস্থা করিয়াছে, কিম্বা কোন পাপের আক্রমণ হইতে সে রক্ষা করিবার জন্য এই অর্গল টানিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে, তাহা আগে বুঝিয়া তারপর তাহাকে অবহেলা করিও। নিজের বিচারশক্তি যাহার নাই—পরের গন্ধমাদন তুলিয়া হাজির করত বুঝিয়া লইবে সে উপায়ও যে হারাইয়াছে, বেড়ে তর্কের জোরে যে নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে স্পর্দ্ধা করে, সে মুনি ঋষির ধর্ম্ম কি বুঝিবে মা! সেই সমস্ত old foolদের জিনিষের উপর তাহার শ্রদ্ধা থাকিবে কেন, ভক্তিই বা হইবে কেন?

ভগবান ত আছেন, কিন্তু মা! তুমি কি তাঁহাকে দেখাইতে পার? যদি দেখাইতে না পার, তবে আমি যদি না মানি, তবে কি তুমি আমাকে মানাইতে পার? যদি না বুঝি তবে কি তুমি আমাকে বুঝাইতে পার? আমি মানি তাই ভগবান আছেন—তুমি মান তাই ভগবান আছেন—দশজনে মানে তাই ভগবান আছেন, ভগবান সম্বন্ধে তর্ক করিতে গিয়া যেমন এটুকু মানিতে হয়, কেন মানিব বুঝিতে হয়, ভগবানকে না দেখিয়াই চিনিতে হয়, তবেই ভগবানকে বুঝা যায়। এইরূপে যে না বুঝে সেই ত নাস্তিক। সেই বলে ভগবান নাই। তেমনি শাস্ত্র যে বুঝিতে ইচ্ছা করে তাহাকে প্রথমে ভক্তির সহিত শাস্ত্র বাক্য মানিতে হয়, তবে চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারিবে। ভগবানকে দেখা যায় না, হিন্দুশাস্ত্রকে যায়। হিন্দুশাস্ত্রকে দেখিয়া, বুঝিয়া, মন্থন করিয়া ভগবানকে যে বুঝিতে করিবে, সমাজকে যে বুঝিতে চেষ্টা করিবে, সেই বুঝিতে পারিবে। দেড় হাজার বৎসরের শাস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে কি বুঝিবে—সমাজকে কি চিনিবে? আবার ৩০০ বৎসরেরও বহু পূর্ব্বের "পুরাতন পুস্তক" (Old Testament)

সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা কর তবেই বুঝিতে পারিবে সাকার ব্যতীত ভগবানের উপাসনা হইতেই পারে না। ঈশ্বর নিরাকার বটেন। হিন্দু-শাস্ত্রেও এই শিক্ষাই দেয়। খৃষ্টান ও মুসলমানগণ হিন্দুর নিকটেই এ শিক্ষা পাইয়াছে, আবার সাকার-ব্যতীত যে উপাসনা হয় না, তাহাও হিন্দুর নিকট শিক্ষা করিয়াছে। কিন্তু শিক্ষা করিয়াও তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই, তাই মূলেই ভুল করিয়া বসিয়া আছে। মুনি ঋষিগণ এই তপোবলেই মৃত সঞ্জীবনী লতাটী পুতিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কতকগুলি গুল্ম ও কণ্টকতৃণে এই তপোবনের মাটটী সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, আর সেই পরম শ্রেয়ঃ ইহারই মধ্যে, নির্ব্বোধ অথচ বুদ্ধিমানাভিমানীদিগের নিকট প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহারা তাহা জানিতে পারিতেছে না। তাই নির্ব্বিকার চিত্তে এই হোম-ধূম-পূত মাঠের সমস্ত তৃণ গুল্ম চক্ষু মুদিয়া চর্ব্বণ অথবা ত্যাগ করা ব্যতীত তাহাদের আর অন্য উপায় নাই। হয় তাহাদিগকে এই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, না হয় আত্মহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। যে দৃষ্টি শক্তি ও বুদ্ধি বলের সাহায্যে কাঁটাগাছগুলা বাছিয়া ফেলিতে পারা যাইবে সে শক্তি সে বুদ্ধি তাহাদের নাই, এজীবনে যে হইবে তাহার সম্ভাবনাও নাই।

ভগবান সকল মানুষকেই বুদ্ধি দিয়াছেন কি জন্য? সে কি আর একজনে লেখা শাস্ত্র দেখিয়া নিজের শাস্ত্রকে অবিশ্বাস করিতে শিখিবার জন্য? তুমি হিন্দু হইয়া বুঝিতে চাওনা যে শ্রীকৃষ্ণ দশ হাজার শিষ্যসহ দুর্ব্বাসা ঋষিকে একটা শাকের দ্বারা তৃপ্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু খৃষ্টানগণ বিশ্বাস করেন যে খৃষ্ট পাঁচখানি রুটী দিয়া ৫০০০ লোককে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। সেই খৃষ্টধর্ম্ম শাস্ত্র পড়িয়া তুমিও সে বিশ্বাস করিতে অগ্রসর হইবে, অথচ নিজের ধর্ম্মশাস্ত্রকে সেই কারণেই অবিশ্বাস করিবে। শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনী ঋষির মরা ছেলে আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহা যে খৃষ্টান বিশ্বাস করেন না, তিনিই আবার মহাত্মা যীশু খ্রীষ্ট যে মরাকে জীবিত করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করেন, তুমিও তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিবে, কিন্তু নিজের শাস্ত্রকে বিশ্বাস করিবে না। এইরূপেই অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ব্যক্তি পরের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলে তবু আপনার মধ্যে থাকিতে চায় না। সেই শিক্ষিতাভিমান আত্মহারা ব্যক্তির নিকট শাস্ত্রীয় বিচারের আসরে হাততালি ব্যতীত আর কি আশা করা যাইতে পারে?

আমাদের দেশের শাস্ত্রীয় বিচার এবং শাস্ত্রীয় আলোচনা কাহারও কাহারও নিকট ব্যক্তিগত ও নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা বলেন এক একটী শ্লোকের দুই তিন বা ততোধিক প্রকার ব্যাখ্যা হয়, যে যেটা সুবিধা মনে করে সে

সেই ব্যাখ্যাই খাটাইয়া আপন মত বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। হিন্দু শাস্ত্রের বিড়ম্বনার ইহাও একটী কারণ বটে। একটা শ্লোকের অর্থ যে যেমন বুঝে সে সেই রূপই করে। দুষ্টলোকে দুষ্ট বুদ্ধি দ্বারা দুষ্টামিতে খাটায়, শিষ্টলোকে শিষ্টবুদ্ধি দ্বারা শিষ্টভাবে খাটায়। এস্থলে আমাদের কর্ত্তব্য যেটা আমরা ভালবুঝি সেইটাই গ্রহণ করা এবং যেটা গ্রহণ না করি সেটাকে নিন্দা বা ঘৃণা না করা।

মা! কথাটা তোমার দৃষ্টান্ত দিয়াই বুঝাই। কুলার্ণবের "আমিষাসব সৌরভ্য-হীনং যস্য মুখং ভবেৎ প্রায়শ্চিত্তী সবর্জ্জ্যশ্চ পশুরেব ন সংশয়।" তুমি সহজ অর্থে বুঝিয়াছ চব্বিস ঘণ্টা মুখে মদ মাংসের সুগন্ধ না থাকিলে সে একটা অন্ত্যজ জানোয়ারের সামিল। তাই লিখিয়াছ ইহাও হিন্দুর শাস্ত্র!" আর একজন হয় ত ঐরূপ বুঝিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়া দুষ্টামির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। কিন্তু মা! সন্তানের অপরাধ লইও না। তুমি বিদুষী হইয়াও যে পূর্ব্বপুরুষদিগকে, সেই প্রাচীনকালের মুনি ঋষিকে প্রথমেই ঘৃণারচক্ষে দেখিতেছ, তোমা অপেক্ষা মূর্খ মনে করিয়া বিশেষ প্রকারে দুষী (বিদুষী) হইতেছ ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। শ্লোকটী পড়িয়াই প্রথমে মনে করিতে হইবে, ইহা মুনি ঋষির রচিত, ইহাতে অসঙ্গত কোন কথা থাকিতে পারে না। ইহা অবশ্যই কোন উদ্দেশ্য সাধন জন্য অথবা কাহারও জন্য রচিত হইয়া থাকিবে। কে কি উদ্দেশ্যে কাহার জন্য এই শ্লোক রচনা করিয়াছেন তাহা বুঝিবারও উপায় নাই, সুতরাং আমরা গ্রহণ না করিলেই হইল। হিন্দু শাস্ত্র একজনের জন্য নহে, সকলের জন্য। ইহার মূল ঈশ্বরের উপসনা করা, যিনি যেভাবে করিতে চাহেন, বা করিতে পারেন সেইভাবেই অগ্রসর হইবেন। নদী যে স্থান দিয়া যেভাবেই যাউক, পরিণামে সমুদ্রে পতিত হইবেই। বাল্মীকি "মরা মরা মরা" জপ করিয়া পরে রাম নাম জপ করিতে পারিয়া সিদ্ধ হইয়াছিল। ইহা অপ্রামাণিক সুতরাং তোমার নিকট বিশ্বাসের অযোগ্য কথা হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি সকল কথার প্রমাণ চাহিলে ঈশ্বরেরও টিকিয়া থাকা কঠিন।

তবে এটুকু অনুমান করা যাইতে পারে যে মাতাল ও লম্পটদিগকে সুপথে আনিবার জন্যই কুলার্ণব তন্ত্র প্রভৃতি প্রচারিত হইয়া থাকিবে। যে চব্বিশ ঘণ্টা মাতাল হইয়া থাকে তাহার ধর্ম্ম কথা শুনিবার এবং বুঝিবার সময় কোথায়? সে যদি শুনে যে তন্ত্রে মদ খাইয়া ধর্ম্ম করিবার ব্যবস্থা ত আছেই, সে আবার এমন সুন্দর ব্যবস্থা যে "যাহার মুখে মদের গন্ধ নাই সে পশুতুল্য" অমনি সে ঐ তন্ত্রখানি খামচাইয়া ধরিবে। তাহার ব্যবস্থামত চলিতে তাহার আনন্দই হইবে। মনে

সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা কর তবেই বুঝিতে পারিবে সাকার ব্যতীত ভগবানের উপাসনা হইতেই পারে না। ঈশ্বর নিরাকার বটেন। হিন্দু-শাস্ত্রেও এই শিক্ষাই দেয়। খৃষ্টান ও মুসলমানগণ হিন্দুর নিকটেই এ শিক্ষা পাইয়াছে, আবার সাকার-ব্যতীত যে উপাসনা হয় না, তাহাও হিন্দুর নিকট শিক্ষা করিয়াছে। কিন্তু শিক্ষা করিয়াও তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই, তাই মূলেই ভুল করিয়া বসিয়া আছে। মুনি ঋষিগণ এই তপোবলেই মৃত সঞ্জীবনী লতাটী পুতিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কতকগুলি গুল্ম ও কণ্টকতৃণে এই তপোবনের মাটটী সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, আর সেই পরম শ্রেয়ঃ ইহারই মধ্যে, নির্ব্বোধ অথচ বুদ্ধিমানাভিমানীদিগের নিকট প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহারা তাহা জানিতে পারিতেছে না। তাই নির্ব্বিকার চিত্তে এই হোম-ধূম-পূত মাঠের সমস্ত তৃণ গুল্ম চক্ষু মুদিয়া চর্ব্বণ অথবা ত্যাগ করা ব্যতীত তাহাদের আর অন্য উপায় নাই। হয় তাহাদিগকে এই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, না হয় আত্মহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। যে দৃষ্টি শক্তি ও বুদ্ধি বলের সাহায্যে কাঁটাগাছগুলা বাছিয়া ফেলিতে পারা যাইবে সে শক্তি সে বুদ্ধি তাহাদের নাই, এজীবনে যে হইবে তাহার সম্ভাবনাও নাই।

ভগবান সকল মানুষকেই বুদ্ধি দিয়াছেন কি জন্য? সে কি আর একজনের লেখা শাস্ত্র দেখিয়া নিজের শাস্ত্রকে অবিশ্বাস করিতে শিখিবার জন্য? তুমি হিন্দু হইয়া বুঝিতে চাওনা যে শ্রীকৃষ্ণ দশ হাজার শিষ্যসহ দুর্ব্বাসা ঋষিকে একটা শাকের দ্বারা তৃপ্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু খৃষ্টানগণ বিশ্বাস করেন যে খৃষ্ট পাঁচখানি রুটী দিয়া ৫০০০ লোককে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। সেই খৃষ্টধর্ম্ম শাস্ত্র পড়িয়া তুমিও সে বিশ্বাস করিতে অগ্রসর হইবে, অথচ নিজের ধর্ম্মশাস্ত্রকে সেই কারণেই অবিশ্বাস করিবে। শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনী ঋষির মরা ছেলে আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহা যে খৃষ্টান বিশ্বাস করেন না, তিনিই আবার মহাত্মা যীশু খ্রীষ্ট যে মরাকে জীবিত করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করেন, তুমিও তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিবে, কিন্তু নিজের শাস্ত্রকে বিশ্বাস করিবে না। এইরূপেই অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ব্যক্তি পরের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলে তবু আপনার মধ্যে থাকিতে চায় না। সেই শিক্ষিতাভিমান আত্মহারা ব্যক্তির নিকট শাস্ত্রীয় বিচারের আসরে হাততালি ব্যতীত আর কি আশা করা যাইতে পারে?

আমাদের দেশের শাস্ত্রীয় বিচার এবং শাস্ত্রীয় আলোচনা কাহারও কাহারও নিকট ব্যক্তিগত ও নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা বলেন এক একটা শ্লোকের দুই তিন বা ততোধিক প্রকার ব্যাখ্যা হয়, যে যেটা সুবিধা মনে করে সে

সেই ব্যাখ্যাই খাটাইয়া আপন মত বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। হিন্দু শাস্ত্রের বিড়ম্বনার ইহাও একটী কারণ বটে। একটা শ্লোকের অর্থ যে যেমন বুঝে সে সেই রূপই করে। দুষ্টলোকে দুষ্ট বুদ্ধি দ্বারা দুষ্টামিতে খাটায়, শিষ্টলোকে শিষ্টবুদ্ধি দ্বারা শিষ্টভাবে খাটায়। এস্থলে আমাদের কর্ত্তব্য যেটা আমরা ভালবুঝি সেইটাই গ্রহণ করা এবং যেটা গ্রহণ না করি সেটাকে নিন্দা বা ঘৃণা না করা।

মা! কথাটা তোমার দৃষ্টান্ত দিয়াই বুঝাই। কুলার্ণবের "আমিষাসব সৌরভ্য-হীনং যস্য মুখং ভবেৎ প্রায়শ্চিত্তী সবর্জ্জ্যশ্চ পশুরেব ন সংশয়।" তুমি সহজ অর্থে বুঝিয়াছ চব্বিস ঘণ্টা মুখে মদ মাংসের সুগন্ধ না থাকিলে সে একটা অন্ত্যজ জানোয়ারের সামিল। তাই লিখিয়াছ ইহাও হিন্দুর শাস্ত্র!" আর একজন হয় ত এইরূপ বুঝিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়া দুষ্টামির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। কিন্তু মা! সন্তানের অপরাধ লইও না। তুমি বিদুষী হইয়াও যে পূর্ব্বপুরুষদিগকে, সেই প্রাচীনকালের মুনি ঋষিকে প্রথমেই ঘৃণারচক্ষে দেখিতেছ, তোমা অপেক্ষা মূর্খ মনে করিয়া বিশেষ প্রকারে দুষী (বিদুষী) হইতেছ ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। শ্লোকটী পড়িয়াই প্রথমে মনে করিতে হইবে, ইহা মুনি ঋষির রচিত, ইহাতে অসঙ্গত কোন কথা থাকিতে পারে না। ইহা অবশ্যই কোন উদ্দেশ্য সাধন জন্য অথবা কাহারও জন্য রচিত হইয়া থাকিবে। কে কি উদ্দেশ্যে কাহার জন্য এই শ্লোক রচনা করিয়াছেন তাহা বুঝিবারও উপায় নাই, সুতরাং আমরা গ্রহণ না করিলেই হইল। হিন্দু শাস্ত্র একজনের জন্য নহে, সকলের জন্য। ইহার মূল ঈশ্বরের উপসনা করা, যিনি যেভাবে করিতে চাহেন, বা করিতে পারেন সেইভাবেই অগ্রসর হইবেন। নদী যে স্থান দিয়া যেভাবেই যাউক, পরিণামে সমুদ্রে পতিত হইবেই। বাল্মীকি "মরা মরা মরা" জপ করিয়া পরে রাম নাম জপ করিতে পারিয়া সিদ্ধ হইয়াছিল। ইহা অপ্রামাণিক সুতরাং তোমার নিকট বিশ্বাসের অযোগ্য কথা হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি সকল কথার প্রমাণ চাহিলে ঈশ্বরেরও টিকিয়া থাকা কঠিন।

তবে এটুকু অনুমান করা যাইতে পারে যে মাতাল ও লম্পটদিগকে সুপথে আনিবার জন্যই কুলার্ণব তন্ত্র প্রভৃতি প্রচারিত হইয়া থাকিবে। যে চব্বিশ ঘণ্টা মাতাল হইয়া থাকে তাহার ধর্ম্ম কথা শুনিবার এবং বুঝিবার সময় কোথায়? সে যদি শুনে যে তন্ত্রে মদ খাইয়া ধর্ম্ম করিবার ব্যবস্থা ত আছেই, সে আবার এমন সুন্দর ব্যবস্থা যে "যাহার মুখে মদের গন্ধ নাই সে পশুতুল্য" অমনি সে ঐ তন্ত্রখানি খামচাইয়া ধরিবে। তাহার ব্যবস্থামত চলিতে তাহার আনন্দই হইবে। মনে

করিবে মদ খাইবার সঙ্গে সঙ্গে যদি ধর্ম্ম কার্য্যও হয় তবে ক্ষতি কি? লাম্পটতার সঙ্গে সঙ্গে যদি ধর্ম্ম কার্য্য করা যায় তবে হানি কি?

মদ্য পানের অনুকল মত পাইয়া মাতাল তন্ত্রখানি সাদরে গ্রহণ করিল। দেখিল লেখা আছে, মাদক দ্রব্য ধর্ম্মের হানিকর, এই জন্যই ইহা নিষিদ্ধ; কিন্তু মাদক দ্রব্য জ্ঞান দ্বারা সংস্কৃত হইলে মহাপাপ নাশক হয়; অতএব তাদৃশ মদ্যপানে দোষ নাই।" ভাবিল সংস্কৃত করিয়া লইতে দোষ কি? তন্ত্রে যে প্রণালী আছে সেই প্রণালী মত সে মদ্য সংস্কৃত করিয়া লইল। ক্রমে দেখিল লেখা আছে—"যে মদ্য অতিশয় মত্ততাকারক তাহাই পাপ হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে।" অতএব যাহাতে অধিক মত্ততা জন্মে সে মদ্যপান না করিয়া কিঞ্চিৎ মত্ততা জন্মে এরূপ মদ্যপান করিলে ক্ষতি কি? ক্রমে দেখিল তন্ত্রে লেখা আছে—"অর্চ্চনার কাল ব্যতীত অন্য সময়ে সুরাপান করিবে না। সাধক যদি অর্চ্চনাকাল ভিন্ন শক্তি বা মদ্য স্পর্শ করেন বা পান করেন, তবে তিনি হীনায়ু ও নরকগামী হন।" তখন তান্ত্রিক মনে করিতে পারে এ ব্যবস্থা প্রতিপালন করিতে বাধা কি? এইরূপে যে মাতাল, চব্বিশ ঘণ্টা মদ ব্যতীত থাকিতে পারিত না সে পূজাকাল ব্যতীত মদ্য স্পর্শ করিতে চাহিবে না। এইরূপে ক্রমে ঐ ঘোর মাতাল ও লম্পট ভাল মানুষ হইতে পারে। এই উপায়ে যদি শতকরা ১টী মানুষও মানুষ হয় তবে তাহাও কি প্রার্থনীয় নহে? তেমন গুরুর হস্তে পড়িলে একাধিকও সারিতে পারে। অতএব ঘোর মাতাল এবং লম্পটের উদ্ধারের জন্যই তন্ত্র শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে মনে করিতে বাধা কি? এক সময়ে তন্ত্রই বৌদ্ধধর্ম্মের কবল হইতে হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছিল, সে ইতিহাস কি পড়িয়া দেখিয়াছ মা! এ ইতিহাস এখনও কেহ লিখে নাই, ইহা বহু আয়াস সাধ্য। কেহ পরিশ্রম করিয়া তন্ত্রের ইতিহাস উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবে কি?

যাহার যেরূপ প্রকৃতি তাহার জন্য হিন্দুশাস্ত্রে সেইরূপ ব্যবস্থা আছে। যাহার ঘণ্টায় তিন ক্রোশ পথ চলিবার শক্তি আছে, সে কেন এক ক্রোশ চলিবে? যাহার এক ক্রোশও চলিবার সাধ্য নাই সে কেন তিন ক্রোশ চলিতে চাহিবে? আর চাহিলেই বা পারিবে কেন? যদি তুমি তাহাকে তিন ক্রোশ পথ যাইতেই হইবে বলিয়া জেদ কর—বাধ্য কর তাহা হইলেই কি সে পারিবে? কখনই পারিবে না। লাভ হইবে এই যে তোমার কার্য্য নষ্ট হইবে। এইজন্যই হিন্দুধর্ম্মে যে যেরূপ পারে তাহাকে সেইভাবেই চলিতে ব্যবস্থা দিয়াছে। যাহার প্রাণে যেরূপ চায় সে সেই ব্যবস্থাই পাইবে। এ সবগুলি বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়, হঠাৎ যা তা বুঝিয়া ঠাট্টা, ঘৃণা বা উড়াইয়া দিবার বিষয় নহে। আমাদের বুদ্ধি নষ্ট হইয়া

গিয়াছে, আমরা সকলেই মনে করি, আমার অপেক্ষা বুদ্ধিমান কেহই নাই, তাই আমরা পূর্ব্ব পুরুষদিগকে মূর্খ মনে করি। তাঁহাদের ব্যবস্থার যে কোন মূল্য আছে, তাহা মোটেই আমলে আনি না। যদি বলি ঋগ্বেদের সময় লাপ্লাসের মত লোক ছিল, কোপার্নিকাসের মত লোক ছিল, তাহা তুমি বিশ্বাস করিবে না। যদি প্রমাণ দি, তুমি হয় প্রক্ষিপ্ত, না হয় কদর্থ দ্বারা প্রাপ্ত বলিবে। ইহার প্রমাণের অভাব নাই। বাল্মিকীর রামায়ণে অনেকেরই বিশ্বাস নাই। হিন্দু বিদ্বেষী বৌদ্ধদিগের গ্রন্থ দশরথ জাতক নামক গল্পে যাহা লেখা আছে তাহাই বিশ্বাস করিবে। এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যেই দেখিতে পাই। যে জাতির যখন অবনতি হয়, তখন এইরূপেই হইয়া থাকে। তাহারা আত্মহারা হয়, নিজের যা কিছু থাকে তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না, কারণ পরের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া তাহাদের মন্দটাও মানিয়া লয়, নিজের ভালটাও চিনিতে পারে না। আমরাও এই অবস্থায় পড়িয়াছি, তাই আমাদের এত অধঃপতন হইয়াছে, আরও হইবে।

হিন্দুধর্ম্মে নাই কি? অন্য যে ধর্ম্মে যাহা বলে, তাহা হিন্দুধর্ম্মেরই কথা। ধর্ম্মের জন্য কেহই অন্য ধর্ম্মমত আশ্রয় করে না। যে কোন ধর্ম্মে যে প্রকৃত ধার্ম্মিক, সে প্রকৃত হিন্দু ব্যতীত আর কিছুই নহে জাতি ভেদ মানিলেও সে হিন্দু, না মানিলেও সে হিন্দু। সুতরাং হিন্দুকে ধর্ম্ম খুজিবার জন্য অন্যত্র যাইতে হইবে না। সমাজের মধ্যে থাকিয়া সমাজকে মানিয়া তুমি যাহা ইচ্ছা কর, কাহারও কোন আপত্তি নাই। যদি হিন্দুধর্ম্মে অভক্ষ্য ভক্ষণ, ম্লেচ্ছসহ আহার ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকিত তাহা হইলে কাহারই খৃষ্টান বা ব্রাহ্ম হওয়া প্রয়োজন হইত না।

সমাজদ্রোহী হইয়া, সমাজে ঘোর বিপ্লব ঘটাইয়া কোন জাতি কখনও উন্নতি করিতে পারে নাই। যে সমাজদ্রোহী, সে আত্মহারা, সে নিজের কার্য্যও করিতে পারে না, দশের কার্য্যও করিতে পারে না। এই ধরুন প্রথম বিলাত ফেরতার কথা। বিলাত হইতে আসিয়া তিনি যদি নিজ সমাজকে ত্যাগ না করিতেন, নিজ জাতীয় লোকে যদি ঘৃণা না করিতেন, সমাজ বিরুদ্ধ আহার যদি না করিতেন, তবে কি সমাজ তাঁহাকে এতদিন ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিত? সে কাকের বাচ্ছা হইয়া ময়ূরের পাখা পরিয়া ময়ূরের দলে মিশিতে গেল, কালা বলিয়া তাহারা দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল—তখন সে ময়ূরের পাখা পরিয়াই স্বদলে মিশিতে আসিল। তাহার রূপ দেখিয়া তাহারা তাহাকে তাড়াইয়া দিল। এইরূপেই পূর্ব্বে বিলাত ফেরতাগণ সমাজে মিশিতে পারেন নাই। এইরূপেই তাঁহারা জাতীয়তা, সমাজ, মনুষ্যত্ব হারাইয়া এক স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। যাহারা আত্মহারা, তাঁহাদের

আত্ম-সম্মান জ্ঞান থাকিতে পারে না। আত্ম-সম্মান-জ্ঞান না থাকিলে কি তাহার মনুষ্যত্ব থাকে? সুখের বিষয় আজকাল বিলেত ফেরতাদের মতি ফিরিয়াছে। সমাজেও তাঁহারা মিশিতেছেন, গোল নাই বলিলে চলে।

হ্যাট কোট পরিয়া বাবুর্চ্চিসহ কেহ মিঃ হ্যাণ্ডে হইল, কেহ মিঃ পল হইল, কেহ মিঃ সিয়ানি হইল, কেহ মিঃ বোনার্জ্জি হইল—সমাজের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, সমাজের হইতে চাহিল না, সমাজকেই তাহার করিতে চাহিল। অগ্নি স্ফুলিঙ্গ গায়ে পড়িলে তুমি কি কর মা! তৎক্ষণাৎ ঝাড়িয়া দূরে ফেলিয়া দেও না কি? ঘরের চালে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ পড়িলে কি কর মা! তৎক্ষণাৎ জল দিয়া নিবাইতে চেষ্টা কর না কি? যদি না পার, তবে লঙ্কা দগ্ধ হয় না কি? সেইরূপ ঐ সমস্ত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সমাজের গায়ে পড়িলেই সমাজ তাহাদিগকে দূরে ফেলাইয়া দেয়, নতুবা ঐ আত্মহারাগণের দ্বারা সমাজ ছারখার হইয়া যায়। হিন্দুসমাজ অসভ্য হউক, অশিক্ষিত, মুর্খ হউক, এই যে আট হাজার বৎসর স্ফীতবক্ষে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া বহু ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিতেছে, ইহা ঐ শ্রেণীর স্মৃতিরত্ন আর তর্করত্নের জন্যই তুমি তাহাদিগকে গালি দিতে পার মা, কিন্তু সমাজকে তাঁহারাই এখনও সজীব রাখিয়াছে। যেদিন আবার ব্রাহ্মণ মস্তকোত্তোলন করিবে, ব্রাহ্মণকে সকলে মানিবে, পোষণ করিবে সেইদিন এই নির্জ্জীব সমাজ আবার সজীব হইবে। সমাজ ধর্ম্মের মূল্য সেই দিন সকলে আবার বুঝিবে।

অতএব যদি পৃথিবীতে মানুষ বলিয়া গণ্য হইতে চাও তবে আপনার সমাজ ত্যাগ করিও না, সমাজদ্রোহী হইও না। সমাজের মধ্যে থাকিয়া, সমাজকে মানিয়া চলিয়া সমাজ সংস্কার করিতে চেষ্টা কর। যে ব্যক্তি নিজের জাতীয়ত্ব ভুলিয়া গিয়া পরের হইতে চাহে, সে কখন মানুষ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহে।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

ভারতীয় কায়স্থ-মহাসম্মিলন ঃ—

গত ২০ সেপ্টেম্বরের 'আওয়াজা-ই-খাল্ক' বলিতেছেন, "আমরা ভারতীয় কায়স্থ-মহাসম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক মুন্সী নারায়ণপ্রসাদ অস্থানা

মহাশয় অনুরুদ্ধ হইয়া জানাইতেছি যে, আগামী ২৪ ও ২৫শে ডিসেম্বর অথবা ৩১শে ডিসেম্বর ও ১লা জানুয়ারী প্রয়াগধামে ভারতীয় কায়স্থ সমহাসম্মিলন হইবে। এই দুই তারিখের মধ্যে যে দুইদিন মহাধিবেশন হইলে কায়স্থ সাধারণের সুবিধা হয়, তাহারা সেই তারিখ উল্লেখ করিয়া সম্পাদক শ্রীযুক্ত অষ্টানা মহাশয়কে এলাহাবাদের ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।"

মহাধিবেশনের এই বিজ্ঞাপনই এবার বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা প্রাপ্ত হন নাই। তবে আমরা কর্ত্তব্যের অনুরোধে 'আওয়াজা-ই-খাল্ক' হইতে কথাটা অনুবাদ করিয়া দিলাম। তবে আমাদের একটা জিজ্ঞাস্য—এই সেদিন এলাহাবাদে এক মহাধিবেশন হইয়া গেল, এবার আবার তথায় আয়োজন হইতেছে কেন? লক্ষ্ণৌএর কায়স্থ-সম্মিলন এবার আহ্বান করিলে, মহাসম্মিলনে সমগ্র ভারতের কায়স্থ-নেতৃমণ্ডলীকেই পাইতেন। "All-India Kayastha Conference" কথাটা সার্থক হইত। সমগ্র উদাসীন কেন?

কায়স্থ-সম্মিলনী ঃ—

গত ৮ই আষাঢ়, ১৩২৩। জেলা বগুড়ার অন্তঃপাতী কাজলার অন্যতম অধিকারী শ্রীযুক্ত পরমানন্দ সেন মহাশয় প্রভৃতি স্থানীয় কায়স্থ নায়কগণ চেষ্টা, যত্ন ও উৎসাহের সহিত এক সমিতি গঠন করিয়া, তাহার 'কায়স্থ-সম্মিলনী' নাম দিয়াছে। উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য—(১) ধর্ম্মালোচনা, (২) জাতীয় উন্নতি, (৩) স্থানীয় উন্নতি, (৪) বিবাদ নিষ্পত্তি, (৫) চরিত্র-গঠন (৬) একতাবৃদ্ধি, (৭) সমিতির দুঃখমোচন। সভার উদ্দেশ্য ভাল বলিয়া মনে হইল। কিন্তু সভায় উপ-সভ্য গ্রহণ সম্বন্ধে কোন বিধি দেখিতে না পাইয়া দুঃখিত হইলাম। তবে ঐ বিধি এই সমিতিতে লিপিবদ্ধ হওয়াই সম্ভব, যেহেতু পরমানন্দ বাবু উক্ত সম্মি-লনীর পুরোভাগে আছেন। তিনি বহুদিন যাবৎ কায়স্থসভার সভ্যপদ অলঙ্কৃত করিয়া আসিতেছেন অথচ ব্রাত্যতা পরিহার করিতে শুধু সময় ক্ষেপণ করিতেছেন।

শোক-সংবাদ।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলস্থ গোরক্ষপুরের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রায়সাহেব যজ্ঞেশ্বর রায় গত ৭ই ভাদ্র পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত আরামবাগের সন্নিকট গোহাট গ্রামে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। এল্-এম্-এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার অল্পকাল পরেই শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া উত্তর পশ্চিমে বাস করেন ও সরকারী হাঁসপাতালের

ভার লয়েন এবং ১৯০৩ সালে সিভিলসার্জ্জন হয়েন। তিনি সভার বহুকালের সভ্য এবং অত্যন্ত অমায়িক ও পরদুঃখকাতর ছিলেন।

মল্ল মহেন্দ্রনাথ ঃ—

গত ২রা আশ্বিনের 'রংপুর-দর্পণ' কায়স্থমল্ল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস মজুমদারের ২য় অদ্ভুত বীর্য্যবত্তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আমরা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। দর্পণের সংবাদটী এই—"এ পর্য্যন্ত যাহা কেহ পারেন নাই, ব্যায়াম-বীর মহেন্দ্রনাথ তাহাই করিয়াছেন; দেড়শত মণ ওজনের ভীমকায় রোলার বুকের উপর দিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। মহেন্দ্রনাথ আর কি করিয়াছেন? এক মণ ওজনে ঊর্দ্ধনিক্ষিপ্ত লৌহ গোলক পৃষ্ঠদেশের উপরিভাগে ধারণ করিয়াছেন, কাষ্ঠ-দণ্ডের অগ্রভাগে অবস্থিত গোলাটীকে কাষ্ঠদণ্ডের অপর পার্শ্বের সাহায্যে চিবুকের উপর রক্ষা করিয়াছেন, ঘুর্ণায়মান লাটিমের নানা প্রকার খেলা, প্রাণসংশয়কারী ট্রাপিজ ও বারের অদ্ভুত ক্রীড়াকৌশল, কত বলিব! মহেন্দ্রনাথের শক্তির পরিচয় পাইয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিয়াছেন!" সংপ্রতি রংপুর দর্পণের কায়স্থ-সম্পাদক হইয়াছেন, সেইজন্য আজকাল দর্পণে কায়স্থ গৌরব প্রতিফলিত হইতেছে।

ভ্রম-সংশোধন ঃ—

বর্ত্তমান আশ্বিন মাসের কায়স্থ পত্রিকায় "অষ্টমনীষার নন্দী" শীর্ষক প্রবন্ধের ৩৫৩ পৃষ্ঠায় প্রথম পংক্তিতে "মাধবের বংশে" না হইয়া "কানুর বংশে মহাত্মা গোপীকান্ত রায় জন্মগ্রহণ করিয়া তৎকুল পবিত্র করিয়াছিলেন" হইবে।

ঐ পৃষ্ঠায় ৩য় কলমের প্রথম পংক্তিতে "এই কমলখাঁর বংশে" না হইয়া "এই সুবুদ্ধিখাঁর বংশে গৌরকিশোর রায়" হইবে।

৩৫৪ পৃষ্ঠায় "শ্রীশনাথ। ‡" ফুটনোটে "‡ ইহাঁর এক কন্যা চিথলিয়ার চন্দ্রনাথ চাকী রায়ের সহিত বিবাহ হয়" না হইয়া "‡ ইহাঁর এক কন্যা চিথলিয়ার চন্দ্রনাথ চাকী রায়ের ৩য় পুত্রের সহিত বিবাহ হয়" হইবে।

৩৫৫ পৃষ্ঠায় ১৬ পংক্তিতে "প্যারীলাল রায় দুহিতা" না হইয়া "প্যারীলাল রায় পৌত্রী" হইবে।

কায়স্থ-পত্রিকা।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৩। | নবপর্য্যায় ৭ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা।

রাজার আহ্বান।

জাগরে বাঙ্গালী মসীশ কায়স্থ,
সার্থকতা কর ক্ষত্রিয় নামের;
এত দিনে হ'লো হৃদয় আশ্বস্ত,
ডাকিছে' বৃটিশ সম্রাট্ মোদের।
মোরা মসীজীবী, ধর অসি করে,
এক ধর্ম্মী হও কায়স্থ সকল;
লও উপবীত, কর কলেবরে—
বর্ম্ম আচ্ছাদন, হৃদে পাবে বল।
আমরা কায়স্থ রাজভক্ত প্রজা,
রাজবংশে জন্ম ক'রেছি গ্রহণ,
উড়াইব মোরা বৃটিশের ধ্বজা,
দেখাব মোদের বীরত্ব কেমন।
সরস্বতী মাতা যাদের সহায়,
যাদের সুযশ ভারতে খ্যাত,
কার্য্যসিদ্ধি পায় যাদের কৃপায়,
তাঁহাদের বংশে আমরা জাত,
এহেন বংশেতে জনম লভিয়া

থাকিব কি মোরা নিদ্রা-অভিভূত ?
মেলিয়া নয়ন দেখহ চাহিয়া,
হ'লো সুপ্রভাত সুকলযুত।
বাজিয়াছে প্রাণে বীণার ঝঙ্কার,
আর কি থাকিতে পারিব ঘুমে ?
চল সবে যাই, দেখি একবার
যে সব কায়স্থ এই বঙ্গ ভূমে।
সৌক্ষ্মা ক্ষত্রগণ অধ্যাত্ম বিজ্ঞানী,
আদিম কায়স্থ তাহাই বঙ্গের ;
ব্রহ্ম-কায়-স্থলবাসী মোরা জানি,
বীরত্ব গৌরব রয়েছে বংশের।
ডাকিছে' বৃটিশ সম্রাট্ প্রভু,
চল রণক্ষেত্রে বিলম্ব না সয় ;
নিয়তি খণ্ডন নাহি হয় কভু,
জন্মিলে মরণ অবশ্য হয়।
একবার ভিন্ন মৃত্যু দুইবার
হবে না কখন, চিন্তা কিবা তবে ?
নশ্বর দেহে রাজ-কার্য্যোদ্ধার
করিতে পারিলে প্রশংসা রবে।
চারি ভাই মোরা দু'রাঢ়ী বঙ্গজ
বারেন্দ্রের সহ হব একযোগ ;
একতার বল বটে কি সহজ ?
সেই বলে মোরা আরম্ভিব যোগ।
হইবে মোদের ভক্তির সাধন,
বৃটিশ সম্রাট্ দিবেন বর ;
তাহার সুফলে করি সবে রণ
হইব বিখ্যাত, ঘুচিবে ডর।
কলঙ্ক কালিমা ঘুচিয়া যাইবে,
ধর্ম্ম অর্থ কাম হইবে সিদ্ধি,
মোক্ষ লাভ হ'বে স্বধন্য রহিবে,

হইবে সুযশ নিয়ত বৃদ্ধি।
হিন্দুশাস্ত্রে রাজা দেবতা সমান ;
রাজার সাহায্যে যদি প্রাণ যায়—
তথাপি সার্থক মোদের জীবন,
নিষ্কামে উৎসর্গ করিব কায়।
একবিন্দু রক্ত রাজকার্য্য তরে
যদি পারি মোরা করিতে দান,
ইহা হতে আর সৌভাগ্য সংসারে
কি আছে মোদের ?—তুচ্ছ বলি প্রাণ।
অহিন্দু সম্রাট্ ছিলেন যত ;
করিয়াছি পূজা ঈশ্বর প্রায় ;
ভিক্টোরিয়া মা'কে আমরা নিয়ত
করেছি অর্চ্চনা অন্নপূর্ণা' ন্যায়।
বর্ত্তমানে এই পঞ্চম জর্জ্জ
ইংরেজ জাতির পরম গৌরব,
ধ্যান করি তাঁর চরণ পঙ্কজ,
তাঁহার মঙ্গল মোদের সব।
ভারত সম্রাট্ ইংরাজ-কেতু
প্রজার পালনে রামের ন্যায় ;
তাঁদের রাজত্ব স্থায়িত্ব হেতু
করিব চেষ্টা এই অভিপ্রায়।
স্থায়িত্ব রাখিতে পারিলে রাজা,
অবশ্য থাকিব শান্তিতে সবে ;
মোদের ত্রুটিতে এরূপ কার্য্য
না হ'লে উদ্ধার—মরিব তবে।
রয়েছি এখন নির্বিঘ্নে অতি,
দস্যু ও তস্কর পাইছে ভয় :
সৌভাগ্যে পেয়েছি ইংরাজ নৃপতি—
বলহ সকলে তাঁহাদের জয়।

শ্রীকালীকৃষ্ণদেব মজুমদার।

যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী।

জেলা হুগলী, আরামবাগ সবডিভিজান, থানা খানাকুলের অধীন রাধানগর একটী ক্ষুদ্র গ্রাম; কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও এককালে ইহা প্রসিদ্ধ খানকুল-কৃষ্ণনগর সমাজের মধ্যে গণনীয় ও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বাস করিতেন; নদীসনাথ থাকায় জলকষ্ট ছিল না এবং ধর্ম্মপ্রাণতার নিদর্শনস্বরূপ পুষ্করিণীরও অভাব ছিল না। সকল রকমেই গ্রামটী সুন্দর ও স্বচ্ছন্দে বাসের উপযোগী ছিল। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অর্থাৎ রাঢ়ের অন্যান্য অনেক গ্রামের ন্যায় রাধানগরের অবস্থারও সমধিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বের শ্রী নাই, সমৃদ্ধির লক্ষণ নাই, পুষ্করিণীসমূহের অবস্থা প্রায়ই শোচনীয়, ভগ্ন বা অর্দ্ধভগ্ন মানবাবাসই অনেক। যে গ্রামে আদৌ জঙ্গল ছিল না, এখন তাহা জঙ্গলাবৃত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পার্শ্বস্থ নদীর কলেবর বৃদ্ধি হওয়ায় গ্রামের নদী-পার্শ্বস্থ ইষ্টকালয়সমূহ কতক নদীগর্ভে ও কতক ভগ্ন হইয়াছে। ম্যালেরিয়া জ্বর এবং তদপেক্ষা ক্ষতিকর কলিকাতার আকর্ষণী-শক্তি রাধানগরকে অরণ্যে পরিণত করিতেছে। নদীর অপর পার্শ্বে কৃষ্ণনগর গ্রাম; তাহাতে অভিরাম গোস্বামীর পাট—বহুকালের পুরাতন মন্দির; কিন্তু কৃষ্ণনগর গ্রামের বর্ত্তমান সাধারণ অবস্থা রাধানগর হইতে বড় বিভিন্ন নহে।

খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে, কৃষ্ণনগর-সমাজের সমধিক প্রতিভার সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় রাধানগরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং শৈশবেই ধর্ম্মজীবনের ও বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানের বীজ প্রাপ্ত হন। যে গ্রাম রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি, তাহা ধন্য বলিয়া মনে করিতে হইবে; কিন্তু রাধানগর কেবল রাজা রামমোহনের জন্মভূমি বলিয়া গৌরবান্বিত নহে। ইহা বঙ্গীয় দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের শীর্ষস্থানীয় মাহীনগরের বসু-বংশের সর্ব্বাধিকারী গোষ্ঠির আবাসস্থান ছিল; ছিল বলিব না, কারণ এখনও তাঁহাদের অনেকে তথায় বাস করেন। রাধানগরেই সুপ্রসিদ্ধ নবরঙ্গী কুলীন মুন্সী রামনারায়ণ বসু-সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বিদ্যা, বদান্যতা ও কৌলীন্য গৌরবের আদর্শ হইয়াছিলেন। এখানেই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মদনমোহনের পুত্র রাজা সীতানাথ বসু সর্ব্বাধিকারী জন্মগ্রহণ করেন। সীতানাথ বাঙ্গালার বড়লাটের দেওয়ান ও পরে মুরসিদাবাদের নবাব-নাজিম হুমায়ুন ঝাঁর দেওয়ান হইয়া বহু সম্মানিত হইয়াছিলেন। মুন্সী রামনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র মথুরমোহন এবং মথুরমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র তীর্থভ্রমণ-রচয়িতা যদুনাথ কুলীনের নব-গুণসম্পন্ন ছিলেন—

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥"

তিনি কেবল নামে মুখ্যকুলীন ছিলেন না; তাঁহাতে সর্ব্বপ্রকার কুললক্ষণ ছিল।

সর্ব্বাধিকারী-বংশ এককালে বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ছিল, কেবল কুলগৌরবে গৌরবান্বিত ছিল না। মুন্সী রামনারায়ণ সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং বিদ্যাদানে কুণ্ঠিত ছিলেন না। রাধানগরে ও কলিকাতার সন্নিকটস্থ খিদিরপুরে মুন্সীর দাতব্য বিদ্যালয় ছিল এবং তাহাতে তিনি নিজেই পারস্য ভাষায় শিক্ষা দিতেন। মুন্সীগঞ্জ রোড নামক খিদিরপুরের রাস্তা প্রস্তুতের সমস্ত ব্যয় তিনি বহন করেন এবং উদারচেতা থাকায় অকাতরে বিবিধ বদান্যতার কার্য্যে অর্থব্যয় করিতেন। তাঁহার পুত্রকন্যাগণের বড় বড় কায়স্থকুলীন-সন্তানের সহিত বিবাহে সমৃদ্ধও প্রভূত হইত এবং নয়টী পুত্র-কন্যার মুখ্যাদি কুলীনে বিবাহ দেওয়ায় ঘটকগণ তাঁহাকে 'নবরঙ্গী' উপাধি দেন। যাহা হউক, সমধিক অর্থ না থাকিলেও তাঁহার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ও অধস্তন বংশধরগণ কেবল যে বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন এমত নহে, তাঁহারা বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। পিতার পুণ্য বর্ত্তিয়া থাকে। রামনারায়ণের শোণিত যাহার ধমনীতে প্রবাহিত, তাহারই কিছু না কিছু বিশিষ্টতা আছে। যদুনাথের পুত্রগণ প্রসন্নকুমার, সূর্য্যকুমার, আনন্দ কুমার ও রাজকুমার, পৌত্রগণ দেবপ্রসাদ, সুরেশপ্রসাদ, জ্যোতিঃপ্রসাদ প্রভৃতি সকলেই যশস্বী ও সমাজের শীর্ষস্থানীয়।

নিজের কথা বলিতে অনেকেরই চক্ষুলজ্জা হয়—হওয়াই ভাল; কিন্তু মুন্সী রামনারায়ণের গুণ-গৌরবের প্রকাশের জন্য নিজের কথা বলিতে আমার সঙ্কোচ হইতেছে না। আমার পিতামহ স্বর্গীয় ভৈরবচন্দ্র মিত্র মুন্সীমহাশয়ের পঞ্চমী কন্যা কুলমণির পাণিগ্রহণ করেন। খৃঃ ১৮৬৫ সনের কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় আমি শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হওয়ায়, তৎকালের ডিরেক্টর অব্ পাবলিক্ ইন্‌স্ট্রাক্‌সন্ উড্‌রো সাহেব মুন্সী মহাশয়ের প্রপৌত্র শ্রীমান্ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী দাদামহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন, আমি কে? দাদামহাশয় আমার পরিচয় দেওয়ায় সাহেব আমাকে দেখিতে চাহেন এবং আমিও দাদামহাশয়ের সহিত এক দিন সাহেবের নিকট যাই। সাহেব আমাকে দেখিয়া ও দুই একটী কথাবার্ত্তা কহিয়া দাদাকে বলেন যে, তাঁহার ধমনীতে যে শোণিত প্রবাহিত আছে, তাহার কিয়দংশ আমার ধমনীতে থাকায় আমারও এতটা প্রতিভা।

আমিও মুন্সীমহাশয়ের শোণিত-কণার জন্য চিরকাল গৌরবান্বিত মনে করি। উড্‌রো সাহেব আমাকে ষ্টেটস্কলারশিপ লইয়া বিলাত যাইতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তখনকার সমাজের ভয়ে দাদামহাশয় তাহাতে সম্মতি না দেওয়ায় আমার যাওয়া হয় নাই। কালের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আজকাল দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের বিলাত-যাত্রা ঘরে ঘরে, সমাজে কোনই প্রতিবন্ধক নাই। রামনারায়ণের পৌত্র, প্রপৌত্র ও বৃদ্ধ প্রপৌত্রগণের কথাই নাই, দৌহিত্র প্রভৃতিও তাঁহার শোণিতে যশস্বিতার বীজ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইঁহাদের বংশাবলি হইতে প্রকাশ পাইবে যে মুনসী রামনারায়ণের চারি পুত্র ছিল, মদনমোহন, মথুরমোহন, শ্যামমোহন ও গুরুদাস। মদনমোহনের পুত্র রাজা সীতানাথ। মথুরমোহনের চারি পুত্র—যদুনাথ, বৈকুণ্ঠনাথ, ব্রজনাথ ও কেদারনাথ। জ্যেষ্ঠ যদুনাথই সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী ছিলেন। তিনি খৃঃ১৮০৬ সনে রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজের গৌরব অক্ষুণ্ণ এই সময় দেশে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার বড় চলন ছিল না; ভদ্রলোকমাত্রেই পারস্যভাষায় কৃতবিদ্য হইতে যত্ন করিতেন। অনেকে সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিখিতেন, সঙ্গীতবিদ্যা ভদ্রমাত্রেরই অলঙ্কার ছিল। যদুনাথ পারস্যভাষা জানিতেন; কিন্তু তিনি সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁহার "সঙ্গীত-লহরী" উচ্চ অঙ্গের রচনা। "উষাহরণ"ও তাঁহার রচিত গীতিকাব্য।

হরিনাম, হরিস্মরণ, শাস্ত্রালোচনা ও পরোপকার যদুনাথের ধর্ম্মজীবনের ব্রত ছিল। তিনি সহরে থাকিতে ভাল বাসিতেন না, কেবল প্রতি বৎসর পিতৃপক্ষে সতিলগঙ্গোদক দ্বারা পিতৃগণের তর্পণার্থ খিদিরপুরে আসিতেন। পরন্তু তাঁহার গ্রাম্য জীবন সকলেরই অনুকরণীয়। রাধানগর, শ্যামাটী, খানাকুল, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি গ্রামে এমন কেহ ছিলেন না, যিনি কোন না কোনরূপে তাঁহার নিকট উপকৃত ছিলেন না। পরদুঃখ মোচনার্থ তিনি নিজের ক্লেশের বিষয় একবারও ভাবিতেন না। তাঁহার ঐশ্বর্য্য ছিল না, ঐশ্বর্য্যের বাসনাও ছিল না। ঐহিক সুখে তাঁহার দৃক্‌পাত ছিল না। সংস্কৃতভাষায় ও সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিবিধ অঙ্গে তাঁহার এরূপ ব্যুৎপত্তি ছিল যে, পণ্ডিতগণও তাঁহার শাস্ত্রীয় মত জানিতে উৎসুক হইতেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রসন্নকুমার কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সৃষ্টির পূর্ব্বে রাধানগরে

সংস্কৃত-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নদীর তীরেই বিদ্যালয়ের জন্য পাকা ইমারত প্রস্তুত হয়। এখন সে ইমারত নদীগর্ভস্থ। প্রসন্নকুমার প্রায়ই কলিকাতায় থাকিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহার পিতা সর্ব্বদা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতেন। বিদ্যালয়ে ভাল ভাল শিক্ষক ছিল, তাঁহাদের অনেকেই পরে খ্যাতনামা হন; আজ কাল বি এ, এম্ এর ছড়াছড়ি, কিন্তু এখন সেরূপ ভাল বিদ্যালয় কমই দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা দেখিয়াছি, রীতি নীতি অতি সুন্দর ছিল।

যদুনাথের জীবন আমাদের আদর্শ হইলে, বঙ্গের অবস্থা অনেকটা ভালর দিকে যায়।

সহরের আকর্ষণে গ্রামসমূহের যে বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। এখন গ্রাম্য-জীবনের প্রতি, গ্রাম্যলোকদিগের অভাবের প্রতি, অতি অল্প লোকেরই লক্ষ্য আছে। নগরের বিবিধ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া, নাগরিক সমাজের প্রলোভনবর্জ্জিত হইয়া একালে অল্প লোকেই গ্রামের সাদাসিধা ভাবে জীবন যাপন করিতে অভিলাষ করেন। নিজে না দেখিলে, নিজে উপস্থিত থাকিয়া সহানুভূতি প্রকাশ না করিলে, সহরে থাকিয়া তথায় বক্তৃতা না করিয়া নিজে গ্রাম্য লোকদিগের অভাব ও দুঃখমোচনার্থ যত্ন না করিলে, কখনই বঙ্গের গ্রামসমূহের প্রকৃত উপকার করিতে পারা যাইবে না। গ্রামের অভাব কি তাহা স্বচক্ষে দেখা আবশ্যক; ম্যালেরিয়া জ্বরের ভয়ে সতত ত্রস্ত হইয়া গ্রামে যাওয়া একবারে বন্ধ করিলে চলিবে না। অবিচ্ছিন্ন কলিকাতায় বাস কেবল আত্মম্ভরিতা। আমাদের আত্মম্ভরিতা নিবন্ধন আমরা নিশ্চয়ই দেশের অনেক ক্ষতি করিতেছি। নাগরিক ঐশ্বর্য্যে আমরা যে অর্থব্যয় করি, সেই ঐশ্বর্য্যের কিয়দংশ প্রতি বৎসর গ্রামের কিঞ্চিৎ উন্নতির জন্য ব্যয় করিলে কাহারও বিশেষ কষ্টের কারণ হইতে পারে না। কলিকাতায় অনেক টাকা অপব্যয় হয়, পরন্তু জলাশয়োৎসর্গ প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে সময়ে সময়ে অর্থব্যয় সকল ধনীরই উষ্ণপ্রধান দেশে অবশ্য কর্ত্তব্য। সহরে আমরা যে ধন অনর্থক ব্যয় করি, তাহা কি আমরা সহজে জলাশয়োৎসর্গে ব্যয় করিতে পারি না? বর্ত্তমান কলিকাতা সহরের অনেকেই গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; অনেকেরই পিতৃপুরুষগণ গ্রাম হইতে আসিয়া সহরে বাস করিয়াছেন। এখন গ্রামের পরিত্যক্ত ভূমি ও নদীর ভগ্নাবশেষ জঙ্গলাকীর্ণ হওয়ায় রোগের আকর হইয়াছে। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" হইলেও আমরা অনেকেই জন্মভূমি ও গ্রাম্য জীবন বিষবৎ ত্যাগ করি।

যদুনাথের প্রবৃত্তি বিভিন্ন ছিল। তিনি প্রকৃত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার রুচি মার্জ্জিত ছিল; দেবভক্তি অচল ছিল। তাঁহার কৃতবিদ্য যশস্বী পুত্রেরা কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় থাকিতেন; তিনিও অনায়াসে তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে কলিকাতায় থাকিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার প্রকৃত ধর্ম্মজীবনে সেরূপ প্রবৃত্তি অসম্ভব ছিল। তাঁহার শাস্ত্রচর্চ্চা, তাঁহার বিদ্যা, তাঁহার ভক্তি ও পরোপকার ব্রতের কথা মনে করিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাহিত্যসেবা পর্য্যালোচনা করিলে ইংরাজ কবি গ্রে'র কথা স্মরণ হয়।

"Full many a gem of purest ray serene,
The dark unfathomm'd caves of ocean bear;
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air."

তবে এ কথা সত্য নহে যে যদুনাথের জীবনের অপরিমেয় গুণরাশি মরুভূমিতে নষ্ট হইয়াছে। তিনি জন্মভূমির প্রকৃত উপকার করিয়া গিয়াছেন; সে উপকারের কোন অংশই অপাত্রে ন্যস্ত হয় নাই, অলক্ষিত ভাবে নষ্ট হয় নাই। তাঁহার প্রশস্ত ধর্ম্মজীবন চিরস্মরণীয় থাকিবে। তাঁহাকে দেখিলেই ভক্তি আপনা হইতেই হৃদয়ে জাগরিত হইত।

১২৬০ সালের ফাল্গুন মাসে (খৃঃ ১৮৫৪) সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তীর্থ-গমনের উদ্দেশ্যে রাধানগর হইতে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেন। তখনও লর্ড ডালহাউসী দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ভারতবর্ষ শাসন করিতেছিলেন। তিন বৎসর পরে যে বিদ্রোহ আর্য্যাবর্ত্তকে আলোড়িত করিয়াছিল, যাহার উৎপাতে ভারতবর্ষে বৃটিস-সাম্রাজ্য সমূলে উৎপাটিত হইতে পারিত, যাহার বিভীষিকাময় ব্যাপারে বীর, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস রসের প্রদর্শনের অভাব হয় নাই, তাহার কোন প্রকার চিহ্নই তখন পরিলক্ষিত হয় নাই। তখনও ভারতভূমিতে প্রকাশ্য শান্তি বিরাজমানা ছিল। লর্ড ডালহাউসী যে দিন তাঁহার পরবর্ত্তী গভর্ণর লর্ড ক্যানিংকে ভারত-রাজ্যের ভার দেন, সে দিন কেহই মনে করে নাই যে, অচিরে আর্য্যাবর্ত্ত শ্বেত ও শ্যামবর্ণধারী যোদ্ধৃবৃন্দের শোণিতে প্লাবিত হইবে। তখনও ভারতবর্ষে রেলের গাড়ী চলে নাই। তিন বৎসর পরে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলের গাড়ীতে যাতায়াতের পথ হয়। কিন্তু পথে শান্তি ছিল, বৃটিসশাসনে চোর-ডাকাতের ভয় বড় একটা ছিল না। যাতায়াতের ব্যয়ও অধিক ছিল না; সামান্য ব্যয়েই তীর্থদর্শন হইতে পারিত। তখন তীর্থদর্শনে আরও একটী বিশেষ সুবিধা ছিল; কাহারও এক দৌড়ে গয়া-কাশী যাওয়ার উদ্যম

ছিল না; অনেক দেশ ক্রমশঃ উত্তীর্ণ হইতে হইত; পথে অনেক ভালমন্দ স্থান দেখিতে হইত; অনেক ছোট-বড় তীর্থদর্শন হইত। একালে ছোট ছোট তীর্থের গৌরব নাই বলিলেই হয়, তথাকার পাণ্ডারা অর্থাভাবে হতশ্রী হইয়াছেন। রেলের পথ না পড়িলে ছোট ছোট তীর্থের দর্শন উঠিয়া গিয়াছে। সেকালের তীর্থদর্শন ও দেশভ্রমণ আর এক রকমের ছিল। অনেকেই শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের তীর্থযাত্রা-বিবরণ বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য-ভাগবতে" ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্য-চরিতামৃতে" পড়িয়া থাকিবেন। গোবিন্দের "কড়চা"র ততটা আদর ছিল না। "মুরারি মুরলী ধ্বনি সদৃশ" মুরারির সংস্কৃত কড়চা সকলে পাঠ করিতে পারিতেন না, তাহাও তখনও মুদ্রিত হয় নাই।

সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের তীর্থভ্রমণ গ্রন্থ সাবেক ছাঁচে হইলেও তাহার বিশেষত্ব এই যে, ইহা গদ্যে ও প্রাঞ্জলভাষায় লিখিত ও ইহাতে তারিখ প্রভৃতি সকলই পাওয়া যায়। সেই সময়ে পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বর্ণপরিচয়" ও "বেতাল-পঞ্চবিংশতি" মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; অক্ষয়কুমার ও তারাশঙ্কর-প্রমুখ লেখকগণের সাধুভাষার তখনও আদৌ প্রচলন ছিল না। তখনকার বাঙ্গালা মানে কৃত্তিবাসের রামায়ণের, কাশীদাসের মহাভারতের, কবিকঙ্কণের চণ্ডীর, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের ও বৈষ্ণব কবিগণের ভাষা; গদ্য-রচনা অতি কমই ছিল। "রাজকৃষ্ণচন্দ্রের জীবন-চরিত" বা "তোতাকাহিনীর" ন্যায় গ্রন্থই তখনকার গদ্যের আদর্শ ছিল; কিন্তু তখনকার ভাষার সারল্য ছিল। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের ভাষা খুবই সরল, অথচ স্থান-বর্ণনায়, ঘটনা-বর্ণনায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার বিশেষ গুণপণা এই যে, তিনি কোন কথা গোপন করেন নাই; তাঁহার দৈহিক, মানসিক ও পারিবারিক অবস্থা সমস্তই যথাযথ বর্ণিত; এমন কি মনে হয়, যেন তিনি নিজের জন্যই তীর্থভ্রমণ লিখিয়াছিলেন, সাধারণের পাঠের জন্য নহে। সাধারণের পাঠের জন্য লিখিত হইলে হয় ত একটু আধটু সংকোচ থাকিত, হয় ত মাঝে মাঝে একটু গুরুত্ব থাকিত।

ফাল্গুনের ১৬ তারিখের তীর্থযাত্রা আরম্ভ হইল। কালীপুর, গৌরহাটী, কোতলপুর, সোনামুখী, অণ্ডাল, নিয়ামতপুর, গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রামসমূহ ক্রমশঃ উত্তীর্ণ হইয়া যাত্রী সকলে পরেশনাথের পাহাড়ের অধিত্যকায় মধুবনে উপস্থিত হইলেন। এই গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্করোড; এখনও সেই রাস্তা। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-রেলওয়ের গ্র্যাণ্ডকর্ড (Grand chorb) সেই পথের অনুসারী। পরেশনাথ পাহাড়ের নিকটেই মধুবন ও তাহার পর ডুমরির চটী, গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্করোডের উপরেই। চটির চতুর্দ্দিকে

পাহাড়, স্থান রমণীয়; এখন সেখানে ডাক-বাংলাও আছে। তাহার পর বগোদরের চটি; এখানকার ডাক-বাংলা খুব ভাল। এখান হইতে পশ্চিমে গয়া যাইবার রাস্তা, দক্ষিণে হাজারিবাগ যাইবার রাস্তা। হাজারিবাগ রোডষ্টেসান উত্তরে পাঁচ ক্রোশ।

বোধগয়া হইয়া রাস্তা; তাহার পর গয়াধাম। এখন গয়ায় রেলওয়ে ষ্টেসন; বোধগয়ায় মোহন্তের ধর্ম্মারণ্য দেখিতে কেহ যায় না। ভাদ্রমাসে পিণ্ডদানার্থ প্রসিদ্ধ বোধিদ্রুমের ছায়ায় কোন কোন হিন্দু যাইয়া থাকেন; বোধগয়ার প্রাত্নতাত্ত্বিক দৃশ্যও লোককে আকর্ষণ করিয়া থাকে। তখনও বোধগয়ায় উদ্ধার হয় নাই; তথায় গোতমবুদ্ধ সিদ্ধি লাভ করায় বৌদ্ধজগতে স্থানের ও বোধিদ্রুমের অসীম আদর ছিল বটে, কিন্তু বৌদ্ধগণের যাতায়াত কমই ছিল। তথায় রাজাধিরাজ অশোক ও অন্যান্য বৌদ্ধমতাবলম্বী নৃপতিগণ যে ভক্তির ও ধর্ম্মপ্রাণতার চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার তখনও আবিষ্কার হয় নাই। তখন বোধগয়া মাটির বড় ঢিপি ছিল, বড় মন্দিরের নিম্নের তলা মৃত্তিকা-প্রোথিত ছিল। অনেক পরে কানিংহাম সাহেবের যত্নে ভারতবর্ষের সেই আশ্চর্য্য কীর্ত্তির প্রকাশ হইয়াছে। সুতরাং তীর্থভ্রমণে এই ভারতকীর্ত্তির উল্লেখ নাই। গয়া ও পুনপুনার বিবরণ এখনকার বিবেচনায় সংক্ষিপ্ত মনে হইবে। এখনও সেই গয়া, পরিবর্ত্তন কমই; সেই সবই এখনও আছে।

তাহার পর বারাণসী। "দেখিতে কিবা শোভা হয় তাহা বর্ণনের বাহির, সুবর্ণময় যে কাশীপুরীর বর্ণনা আছে, তাহার সংশয় কি? অতি মনোহর স্থান।" কাশীধামের বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা মন্দিরের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। অন্যান্য মন্দির যাহা ছিল প্রায়ই তাহাই আছে। কাশীধামের পরিবর্ত্তন রাজপথে ও অট্টালিকায় ও মিউনিসিপ্যালিটীর কয়েকটী বাগানে। যাহা হউক বিশ্বেশ্বরের জীবন্ত আরত্রিক বিবরণ তীর্থভ্রমণ হইতে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। "আরতি চমৎকার। পাঁচজন ব্রাহ্মণ দুইদিক বেষ্টিত করিয়া বৈসে। পূর্ব্বদিকের দ্বারে যে ব্রাহ্মণ বৈসেন তেঁহ সর্ব্বমান্য। প্রথমে দুগ্ধ অভিষেক। এক পোয়া দুগ্ধ অভিষেকের ঘটীতে থাকে। ঐ ঘটীর নিচে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, তাহা দ্বারা ঐ দুগ্ধ বিশ্বেশ্বরের মস্তকে ধারা পড়ে। পরে একসের গঙ্গাজল ঐরূপে ধারা দেওয়া হয়। তদন্তে ঘৃত ও চিনি দিয়া মর্দ্দন করিয়া ধারা দেওয়া হয়। তাহার পর চন্দন লেপন করিয়া সর্ব্বাঙ্গে সর্পাকৃতি করে। মস্তকে রক্তচন্দন, আতপতণ্ডুল, দুর্ব্বা, বিল্বদলে অর্ঘ্য দিয়া নানা পুষ্পের মালা দিয়া ভূষিত করিয়া আরতি আরম্ভ হয়। আরতি দেখিতে চমৎকার বোধ হয়। পাঁচজন ব্রাহ্মণে একেবারে পাঁচ পঞ্চপ্রদীপ লইয়া শিঙ্গা, ডম্বুরের বাদ্য ও ঘণ্টা, ঘড়ি, কাঁসর একতালে বাজাইয়া শম্ভু শম্ভু এই শব্দে আরতি

প্রথম আরম্ভ করিয়া পরে স্তুতিপাঠ হয়। চতুঃপার্শ্বে সকলে দাঁড়াইয়া সে সকল বাদ্যধ্বনি, স্তুতিপাঠ, চামর, মোরছোল, আড়ানি ইত্যাদির বাজনে কি চমৎকার দেখিতে হয় তাহা কি কহিব। যে দেখিয়াছে সেই জানিতে পারে।" নির্ঘোষপূর্ণ আড়ম্বর অপেক্ষা এরূপ বর্ণনা যে অনেক মূল্যবান্ তাহার সন্দেহ কি?

যাত্রিগণ ১২৬১ সালের ১২ বৈশাখে কাশীধাম ত্যাগ করিয়া প্রয়াগ ও শ্রীবৃন্দাবন দর্শনার্থ অগ্রসর হইলেন। বৈশাখের রৌদ্র ও উত্তাপ তাঁহারা গ্রাহ্য করিলেন না। দেবভক্তিতে পূর্ণমাত্রায় অভিষিক্ত হইয়া সকলেই বৈশাখের উত্তাপ অনায়াসে সহ্য করিতে পারিলেন। ১৭ বৈশাখ তাঁহারা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমে ত্রিবেণীঘাটে উপস্থিত হইলেন। সরস্বতী তখনও গুপ্তভাবে, এখনও গুপ্তভাবে; সরস্বতীর বহুকালই তিরোভাব হইয়াছে। অনেকেই বলেন বৈদিক কালের সরস্বতী রাজপুতানার মরুভূমিতে বিলুপ্ত হইয়াছেন। প্রয়াগ বা এলাহাবাদের দুর্গের তখন অসীম গৌরব ছিল। তখনও সিপাহীবিদ্রোহের কোন সূচনা ছিল না; ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি অকাতরে নিশ্চিন্ত মনে ভারতবর্ষ শাসন করিতেছিলেন। তিন বৎসর পরে ভীষণ সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ায় এই দুর্গে থাকিয়া লর্ড ক্যানিং চিন্তাকুলহৃদয়ে নিদ্রাশূন্য-রাত্রিযাপন করিতেন। এখন এলাহাবাদের দুর্গ নাম মাত্র অক্ষয়বট ও স্তম্ভই এখানে দ্রষ্টব্য।

প্রয়াগ হইতে শ্রীবৃন্দাবনপথে কানপুর, বিঠুর, কান্যকুব্জ, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া মহাবন ও নূতন গোকুলে যাত্রিগণ উপস্থিত হইলেন। মথুরা ও শ্রীবৃন্দাবন তত্রস্থ শ্রীমন্দিরাদির তীর্থদর্শনের বর্ণনা সকলেরই পাঠ্য। জয়পুর ও পুষ্কর বৃন্দাবনযাত্রীর অঙ্গীভূত। যাত্রীগণের পুনরায় মথুরা ও শ্রীবৃন্দাবন গমন এবং বৃন্দাবন বাস। কয়েকমাসের পরে শ্রীবৃন্দাবন হইতে ক্রমশঃ বিবিধ গ্রাম ও নগর অতিক্রম করিয়া সকলে হরিদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সে বৎসর মহাকুম্ভমেলা। দ্বাদশ কুম্ভের পর যে কুম্ভ হয় তাহা মহাকুম্ভ। বৃহস্পতি কুম্ভ রাশিস্থ হইলে মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন অর্থাৎ ৩০ চৈত্রে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা হইয়া থাকে। গত বর্ষে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা হইয়াছে। তীর্থভ্রমণে জীবন্ত মেলার বর্ণনা বিশেষ পাঠ্য। গত মহাবিষুব সংক্রান্তিতে যাঁহারা হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা তীর্থযাত্রীর বর্ণনা পাঠে সহজেই সাদৃশ্য বুঝিতে পারিবেন। এখন আউড রোহিলখণ্ড রেলওয়ে দ্বারা সহজে হরিদ্বারে যাওয়া যায়; যাতায়াতের সুবিধা অধিক, পরন্তু ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির নিদর্শন তখনকার ও এখনকার কুম্ভমেলার তুলনায় বুঝিতে পারা যায়; সেকালে একালে অন্য কোন প্রভেদ বিশেষ লক্ষণীয় নহে।

বৈশাখে হরিদ্বার হইতে কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণ দর্শনার্থ ঝাপানে যাত্রা। হৃষীকেশ, লছমনঝোলা, গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী গমন অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণ তীর্থের দর্শন দুরূহ। এখনই দুরূহ, তখন আরও ছিল। কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণের মন্দিরদ্বার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পর হইতে ও অক্ষয়া তৃতীয়ার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত রুদ্ধ থাকে। সে সময়ে তথায় গমন করা যায় না; যাত্রিগণ দেখিয়াছিলেন ২৪ বৈশাখেও মন্দিরের ভিতরের সমস্ত বরফ গলিয়া যায় নাই। তুষারাবৃত স্থানে যাত্রা অসম্ভব; তুষার গলিয়া যাওয়ার পরও কষ্ট কি তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কেদারনাথ হইতে বদরীনারায়ণ তিন ক্রোশ উত্তরে, কিন্তু পৌঁছিতে পাহাড় অতিক্রম করিয়া যাইতে তিন চারি দিন লাগিয়া থাকে। শ্রীশ্রী৺বদরীনারায়ণ, নরনারায়ণরূপ, পরশপাথর-নির্ম্মিত অতি চমৎকার মূর্ত্তি। বদরীনারায়ণ আমাদের একটী প্রধান তীর্থ স্থান; পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের ন্যায় এখানে বাজারে মহাপ্রসাদ বিক্রয় হয়; অন্নপ্রসাদ সকলে সকলকে দিয়া থাকে, মনোবিকার কিছু মাত্র হয় না। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, পুরুষোত্তমক্ষেত্রে অন্নছত্র ও মহাপ্রসাদে জাতিভেদের অভাব, বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রভাবের চিহ্ন; কিন্তু এরূপ মনে করার কোন কারণ দেখি না। সত্য বটে পুরী এককালে বৌদ্ধতীর্থ ছিল, কিন্তু বৈদিক মতাবলম্বিগণ যে বৌদ্ধদিগকে অনুকরণ করিয়াছেন এরূপ অনুমানের ভিত্তি কোথায়? বৈদিক মত পুরাতন, পুরাতন মত নূতনকে সহজে অনুকরণ করে না; ঘৃণাই করিয়া থাকে। এখন অনেকেই "বৌদ্ধ বৌদ্ধ" করিয়া বিকৃতমনা হইয়াছেন। বস্তুতঃ বৈদিক ও পৌরাণিক আচার ব্যবহারে ও পূজাপাঠে গোতমবুদ্ধের বা মহাযান মতের অনেক সাদৃশ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কার্য্য-কারণের পরম্পরা গতি বিপরীত হওয়ার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। বস্তুতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্ম ধর্ম্ম নহে, একটী মত বা দর্শন মাত্র। বৈদিক ও ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মে প্রভেদ বড়ই কম ছিল, আচার ব্যবহার প্রভৃতিতে সম্পূর্ণ একতা ছিল। কেবল মুক্তির পন্থার মতে কোন কোন বিষয়ে প্রভেদ ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম তৎকালে কেবল মাত্র একটী দার্শনিক মত ছিল এবং বৌদ্ধদিগের মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ গৌরব ছিল না। বর্ণভেদ ছিল, ব্রাহ্মণদিগের আদর ছিল; ভারতবর্ষে বর্ণভেদ কখন উঠিয়া যায় নাই; কিন্তু যে কোন জাতি শ্রমণ বা ভিক্ষু হইতে পারিত, এটী ব্রাহ্মণদিগের নিজস্ব ছিল না। আমাদের ও বড় বড় তীর্থে মহাপ্রসাদে জাতিভেদ ছিল না। বস্তুতঃ মহাপ্রসাদে জাতিভেদ-জনিত অভক্তি ও দেবতার প্রতি ভক্তির অভাব একই কথা, ভক্তের জাতি-ভেদ কি?

পাণিপথ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের প্রায়ই কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই; অনেকেই জানায় যাইয়া থাকেন। এক্ষণে বঙ্গবাসীদের জলন্ধরে গমন বড়ই কম। দিল্লী হইতে জলন্ধরের পথে অনেক তীর্থস্থান। জলন্ধর পীঠ স্থান, স্তনপীঠ আমাদের একটী প্রধান তীর্থ। তীর্থভ্রমণের বর্ণনা ও জীবন্ত, তথায় না যাইয়াও তীর্থ-ভ্রমণের বর্ণনায় সবই জানিতে পারা যায়।

যাত্রিগণ বঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পুনর্ব্বার প্রয়াগে আসিলেন এবং বিন্ধ্যবাসিনী দর্শন করিয়া পৌষ মাসে বারাণসীতে আসিলেন। প্রায় তিন বৎসর কাটিয়া গেল। একালের তীর্থদর্শন একালের পূজার ছুটীতে তীর্থদর্শন নহে, ঝাঁকি দর্শন নহে। তাঁহারা কাশীতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত রহিলেন। এবার কাশীধামের তীর্থ ও দেবদেবী ও মন্দির তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইল। তীর্থভ্রমণের এই অংশ বারাণসী-পরিক্রমা বলা যাইতে পারে।

এই সময়ে সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র খ্যাতনামা ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী গাজীপুরে এসিস্টাণ্ট্ সার্জ্জন্ ছিলেন। তিনি পরে কলিকাতায় জনৈক শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলিয়া গণ্য হন এবং 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার অসংখ্য সহস্র গুণবর্ণনার ইহা স্থান নহে, বঙ্গদেশের অনেকেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ, আমার নিজের কথাই নাই। সূর্য্যকুমার পিতাকে গাজীপুরে আসিতে লিখিলেন।

গাজীপুরে যাত্রার সমস্ত প্রস্তুত, কিন্তু ১২৬৪ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠে বারাণসীতে সংবাদ আসিল, মীরাট ও দিল্লীতে অঘটন ঘটিয়াছে—কলিকাতা গমনাগমনের পথ বুঝি রুদ্ধ হইবে। ১৮৫৭ সালের মে মাসে সিপাহীবিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। বিদ্রোহানল হইতে বিশ্বেশ্বর মহাদেবের প্রিয়তম স্থানও একবারে রক্ষা পাইল না। মীরাটের ছাউনীতে একটী ছোট খাট যুদ্ধ ৪ জুনে হইয়া গেল। তীর্থভ্রমণে যুদ্ধের বর্ণনা অতীব প্রাঞ্জল, পাঠে মনে হয় যেন যুদ্ধ চক্ষে দেখা যাইতেছে। আমরা ইতিহাসপাঠে বিগ্রহের বিবরণ দেখিতে পাই; কিন্তু যুদ্ধের যথাযথ বর্ণনা আমরা কমই পাঠ করিতে পাই। বায়স্কোপের সাহায্যে কতকটা দেখিতে পাই বটে, কিন্তু সে সহরে। একালে আবার বড় বড় ইতিহাস পাঠ করা উঠিয়া গিয়াছে; অধিকাংশ ছাত্রই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠ করিয়া পরীক্ষা দেন। ছাত্রজীবন অবসানের পর ইতিহাস পাঠ নাই।

প্রায় চারি বৎসর কাল আর্য্যাবর্ত্তে পরিভ্রমণ এবং বড় বড় সকল তীর্থ ও ছোট বড় অধিকাংশ তীর্থ দর্শন করিয়া সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তখনও বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হয় নাই; তখনও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বহুদিন শাসন চলিবে কি না সন্দেহের বিষয়; পথেও বিভীষিকা বহুবিধ। তখন রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেল পথ খুলিয়াছিল; পশ্চিমাঞ্চল হইতে গ্র্যাণ্ড্‌ট্রাঙ্করোডে আসিয়া রাণীগঞ্জে রেলের গাড়ীতে উঠিতে হইত। প্রাণ হাতে করিয়া বঙ্গদেশে যাত্রিগণ পৌঁছিলেন।

তীর্থভ্রমণের ভাষা সেকালের ভাষা, হয়ত অনেকে পাঠ করিয়া সময়ে সময়ে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না; কিন্তু কালাত্যয়ে ভাষার পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। আবার শেষ ষাটি বৎসরের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার আলোচনা, সংস্কৃত শব্দ, প্রত্যয় ও সমাসের সমাবেশ ও ইংরাজী সাহিত্যের অনুকরণনিবন্ধন বঙ্গভাষার সমধিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এমন কি অক্ষরেরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে; রীতির কথাই নাই পেট কাটা 'ব' নাই, 'ঙ্গ' স্থলে 'ঙ্গ' হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনে উপকার বা অপকার হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ আছে; কিন্তু সকল দেশেই এরূপ পরিবর্ত্তন ও মতভেদ লক্ষিত হয়। ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষা এককালে প্রচলিত কথাবার্ত্তার ভাষাই ছিল। কনসটাণ্টিনোপল (স্তাম্বুল) তুরস্কদিগের হস্তগত হওয়ার পর প্রাচ্য রোমরাজ্যের কৃতবিদ্যমহাত্মাগণ ইউরোপের খৃষ্টান রাজ্য-সমূহে বাস করিতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে লাটিন ভাষারও প্রসার বৃদ্ধি হইতেছিল এবং বিবিধ কারণে লাটিন ও গ্রীক ভাষার পাশ্চাত্য ইউরোপে আদান বাড়িতেছিল। ক্রমশঃ লাটীন ও গ্রীক শব্দ-ব্যবহার বহুল প্রচলিত হইতে লাগিল এবং দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে ইউরোপের সকল প্রদেশের লিখিত ভাষা লাটিন ও গ্রীক শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল। আমাদেরও তাহাই, আমাদেরও গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভাষা সংস্কৃতশব্দ-বহুল হইয়াছে। হিন্দু ভাষায় সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িতেছে; গুজরাটী ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহাও বুঝিতে হইবে যে মনের ভাব ভালরূপে প্রকাশ করিতে হইলে অনেক সময়েই সংস্কৃত ভাষার আবশ্যকতা হয়। এক্ষণে ইংরাজী শব্দও বাঙ্গালা ভাষায় ব্যহৃত হইতেছে, আর তাহাতে ক্ষতিই বা কি? অধিকাংশ সভ্য জাতির ভাষা ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষার সংমিশ্রণে ঘটিত। তীর্থভ্রমণের ভাষা ভাল বাঙ্গলা, সরল, প্রাঞ্জল ও সকলেরই বোধগম্য। আভিধানিক শব্দের ব্যবহার নাই বলিলেই হয়, অথচ ওজস্বিতার অভাব নাই। এ ভাষা সকলেরই পছন্দ হওয়া উচিত; অবোধগম্য আভিধানিক শব্দ পরিপূর্ণ সমাস বহুল ভাষার বিশেষ আবশ্যকতা না হইলে ব্যবহারই অকর্ত্তব্য। আমরা শব্দের আড়ম্বর চাহি না, শব্দের মেঘগর্জ্জন চাহি না। এ কথা সত্য যে, বেশ

বেশ বিশ্রীকেও একটু সুশ্রী দেখায়; কিন্তু প্রকৃত সুশ্রীর অলঙ্কারের অভাবে ক্ষতি হয় না। শকুন্তলা বল্কলপরিহিতা হইলেও পরমা সুন্দরী।

"সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং,
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী,
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥"

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

উপমা, অনুপ্রাস ও শব্দবিন্যাস অপেক্ষা অর্থ-গৌরব অধিক আদরের জিনিষ। আড়ম্বরীরও শব্দ ও সমাসের বিন্যাস সকল সময়ে ভাল লাগে না।

তীর্থভ্রমণে রসাত্মক বাক্যের অভাব নাই; বস্তুতঃ রচয়িতা কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত গীতিসমূহ ও গীতিকাব্য তাঁহার কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় দিতেছে। বিশেষতঃ তিনি ভগবদ্‌ভক্ত ছিলেন; তাঁহার সৌম্য ও প্রসন্নমূর্ত্তিতে আভ্যন্তরিক ভক্তিরস সর্ব্বদাই প্রতিবিম্বিত হইত। শান্তি তাঁহাতে সর্ব্বদাই লক্ষিত হইত। প্রেমকুমার, সূর্য্যকুমার, আনন্দকুমার, রাজকুমার, অক্ষয়কুমার, অমৃতকুমার-প্রমুখ গুণগণ তাঁহার ভক্তি ও ভাবুকতা অনেক পরিমাণেই প্রাপ্ত হন।

ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ আর্য্যাবর্ত্ত, প্রকৃতই পুণ্যভূমি ও সাত্ত্বিক ভাব এবং ভক্তির নিদর্শনে পরিপূর্ণ। এত তীর্থস্থান, এত দেবমন্দির, এত দেবমূর্ত্তি কোন দেশেই ছিল না ও কোন দেশেই নাই। সনাতনধর্ম্মেতরধর্ম্মাবলম্বিগণ আমাদিগকে পৌত্তলিক বলেন। সে কথা সত্য কি না, তাঁহারাও পৌত্তলিক কি না তাহার বিচার স্থান অন্যত্র; কিন্তু আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ যে ভক্ত ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সে ধর্ম্মপ্রাণতাকে কেহ কেহ কুসংস্কার বলিয়া থাকেন; বলুন তাহাতে ক্ষতি নাই। পরন্তু ইহাও স্থির যে, আত্মার উন্নতি ভক্তি ভিন্ন অসম্ভব। তীর্থভ্রমণের প্রতি পদে সেই অসীম ভক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

যাঁহারা কেবল ভৌগোলিক বা প্রাত্নতাত্ত্বিক বিবরণ পাঠে আমোদ পাইয়া থাকেন, তীর্থভ্রমণ তাঁহাদের পক্ষে অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এত দেশ ও স্থানের বর্ণনা একত্রে পাওয়া কঠিন। ইহাতে উড়িষ্যার জাজপুর, ভুবনেশ্বর ও পুরুষোত্তমের দাক্ষিণাত্যের রামনাথ, রামেশ্বর প্রভৃতির, পাশ্চাত্য ভারতের বেঙ্কটেশ্বর, দ্বারকা প্রভৃতির বর্ণনা নাই বটে, কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তই বৈদিকসনাতনধর্ম্মের আদিস্থান, এখানেই সরস্বতী ও দৃষদ্বতী ছিলেন, এখানেই গঙ্গা ও যমুনা। এখানেই রামায়ণ ও মহাভরতের প্রধান স্থান; এখানেই প্রাচ্য আর্য্যজাতির গৌরব প্রতিষ্ঠিত। নগাধিরাজ হিমালয়

হইতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত নদীসনাথ পুণ্যভূমি-পরিভ্রবণবৃত্তান্ত পাঠার্থ কাহার না ঔৎসুক্য হয়? তীর্থভ্রমণে সেই ঔৎসুক্য উত্তেজিত হয়; সম্পূর্ণ পাঠে তৃপ্তি হয়। সকল কথা আয়ত্ত করিতে অনেক বার পাঠ আবশ্যক; কিন্তু কেহ আর্য্যাবর্ত্ত পরিভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলে তীর্থভ্রমণ নিশ্চয়ই তাঁহার সেতো হইবে। বারাণসী প্রভৃতি কয়েকটী বড় বড় সহরের বর্ত্তমান কালে কিয়দংশ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু দেবস্থানের ও দেবমন্দিরের পরিবর্ত্তন নাই; পূজাপদ্ধতির পরিবর্ত্তন নাই। সনাতনত্বই ইহাদিগের লক্ষণ।

ভারতেশ্বরী-ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষ-শাসনের ভার স্বহস্তে লইবার পূর্ব্বে, বাঙ্গলা ভাষার ও ভারতজীবনের নূতন যুগ প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে, যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে অনেকেই এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। বৈষ্ণবগ্রন্থ, বৈষ্ণবপদাবলি অনেকই প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বঙ্গবাসীদিগকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিতেছেন। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, এই প্রকাশ কার্য্যে মাননীয় লর্ড কারমাইকেল-প্রমুখ বঙ্গের শাসনকর্ত্তৃগণ সাহায্য করিতেছেন।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

গৌড়-কাহিনী।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দেদ্দাপুর সঙ্ঘারামে।

বরেন্দ্র মণ্ডলে একদা তিনটী লোকনাথ বিগ্রহ বিশেষ বিখ্যাত ছিল। প্রথমটি হল্‌দী লোকনাথ মূর্ত্তি। এই শ্রীমূর্ত্তিটী একটি দ্বাদশভূজবিশিষ্টা দণ্ডায়মানা শ্বেতবর্ণা বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি। ইহার দক্ষিণ প্রথম হস্তে বরদমুদ্রা ও অক্ষসূত্র, দ্বিতীয়ে উৎপল, তৃতীয় হস্তে কমণ্ডলু, পঞ্চম হস্তে গ্রন্থ। দ্বিতীয়টি তুলাক্ষেত্রস্থ অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি। এই বোধি সত্ত্ব মূর্ত্তিটিও শ্বেতবর্ণা ও দ্বাদশভূজবিশিষ্টা। ইহার দক্ষিণ প্রথম ও দ্বিতীয়কর যথাক্রমে বরদ ও অভয় মুদ্রায় অবস্থিত, এবং ষষ্ঠভূজে প্রস্ফুটিত কমল বিরাজিত। বামদিকের প্রথম হস্তে কমল ও দ্বিতীয় হস্তে কমণ্ডলু। শ্রীমূর্ত্তির

দক্ষিণে কুঞ্জমধ্যে অবস্থিত এবং তৎসন্নিধানে ছয়টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপ বর্ত্তমান। তৃতীয়টি দেদ্দাপুরের লোকনাথ বুদ্ধমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিটি সর্ব্বাপেক্ষা জাগ্রত বলিয়া দেশময় রাষ্ট্র ছিল। শ্রীমূর্ত্তির মন্দিরটী সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে ও শিল্প সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয় ছিল। মন্দিরাভ্যন্তরে সুঠাম লোকনাথ মূর্ত্তি জনৈক বরেন্দ্রী শ্রীগোষ্ঠী চূড়ামণির বহু দিবসের একান্ত সাধনার ফল বলিয়া অনুমিত হইত। মূর্ত্তির দক্ষিণকরে বরদমুদ্রা, বামহস্তে উৎপল। মহত্তরী তারা ও রক্ততারা তাঁহার পার্শ্বচর। মন্দিরের পাদদেশে সুবিস্তৃত সুবিশাল দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকার সলিল স্ফটিক স্বচ্ছ। চারি পার্শ্বে মর্ম্মর নির্ম্মিত সোপানশ্রেণী মসৃণ সুন্দর বিচিত্র। দীর্ঘিকার চারিদিকে সুপ্রশস্ত পাহাড়। পাহাড়ে পাহাড়ে পুষ্পোদ্যান। উদ্যানে নানাদেশীয়, নানা জাতীয় বৃক্ষরাজি—কেহ পুষ্প সৌরভে দিক্‌দিগন্ত আমোদিত করিতেছে—কেহ পত্রের সৌন্দর্য্যে দর্শকের নেত্রদ্বয় আকর্ষণ করিতেছে। অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র সঙ্ঘারাম। এখানে কতকগুলি ভিক্ষুনীর বাস। সদ্ধর্ম্মানুরক্ত দেশীয় গৃহস্থগণের কৃপায় সঙ্ঘারামবাসিনীগণের জীবিকা নির্ব্বাহের কোন চিন্তা নাই। কেহ ভূমি দান, কেহ অর্থ দান, কেহবা আহারীয় দান করিয়া ঐ সকল ভিক্ষুণীগণের সর্ব্বপ্রকার অভাব দূরীভূত করিয়া দিয়াছেন। সেকালের ধর্ম্মপরায়ণ রাজগণ স্বধর্ম্মের প্রচার ও স্বধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসীগণের সেবার নিমিত্ত যেরূপ মুক্ত হস্তে অর্থাদি দান করিতেন, তাহা আধুনিকযুগে নিতান্ত কাল্পনিক বলিয়াই মনে হয়। আমরা এক্ষণে ধর্ম্ম বিশ্বাস হারাইয়াছি; কিন্তু সেকালে জনসাধারণ নিজ নিজ ধর্ম্মের প্রতি যেরূপ অনুরাগ ও জ্বলন্তবিশ্বাস পোষণ করিতেন, তাহা আলোচনা করিলে আমাদিগকে সত্য সত্যই বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। এই জীবন্ত ধর্ম্মানুরাগ ও জ্বলন্ত বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া সেকালের মনীষিগণ নিজ প্রাণ তুচ্ছ করত তুষারাচ্ছাদিত মেঘচুম্বী শৈলমালা এবং উত্তাল-তরঙ্গময়ী অনন্ত বিস্তৃতা নীলাম্বুরাশি অতিক্রম পূর্ব্বক অকুতোভয়ে সুদূর তিব্বৎ, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশে বুদ্ধমহিমা প্রচারার্থ গমন করিতেন এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে সদ্ধর্ম্মের বিমল আলোক দান করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য অকাতরে পালন করিতেন। এ রূপে অতীশ, শীলভদ্র, দীপঙ্কর প্রভৃতি ধর্ম্মাচার্য্যগণ বিদেশে সদ্ধর্ম্ম প্রচার করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

সে রজনীতে মাধবীকে না পাইয়া হরিপালের বিবাহের আয়োজন সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল, তাহার পর আর এক রাত্রি প্রায় চলিয়া গিয়াছে। রাত্রির অন্ধকার এখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। গগনপটে অনন্ততেজঃপুঞ্জ বিমণ্ডিত সূর্য্যদেবের

সুবর্ণগোলক তখনও প্রকট হইয়া উঠে নাই। দু' একটী প্রভাতী নক্ষত্র তখনও নীলনভস্তলে হীরক খণ্ডের ন্যায় মৃদু মৃদু জ্বলিতেছে। দয়েল, পাপিয়া প্রভৃতি পাখীগণ উচ্চৈঃস্বরে কাকলী করিয়া বনভূমি শব্দায়মান করিয়া তুলিয়াছে। ব্রহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিত দেদ্দাপুর সঙ্ঘারামে ভিক্ষুণীগণ একে একে প্রাতঃস্নানার্থ নদীর ঘাটে আসিয়াছেন। কেহ জলে নামিতেছেন - কেহ বা আবক্ষ জলে ডুবিয়া গাত্র মার্জ্জন করিতেছেন—কেহ বা তরঙ্গে তরঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া সাঁতার কাটিতেছেন—কেহ বা স্নান শেষ করিয়া তীরে উঠিয়া বস্ত্র নিংড়াইতেছেন—কেহ গা মুছিতেছেন—কেহ নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়াছেন—কেহ আহ্নিক তর্পণাদি শেষ করিয়া মন্দিরে ফিরিবার উপক্রম করিতেছেন।

এমন সময় ঘাটে একখানি ক্ষুদ্র তরণী সংলগ্ন হইল। দেখিতে দেখিতে একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া অনিন্দ্যসুন্দরী কিশোরী তরণীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া চঞ্চল পাদক্ষেপে তীরে অবতরণ করিল। ভিক্ষুণীগণ চাহিয়া দেখিল কিশোরীর রূপ-লাবণ্য পোষাক-পরিচ্ছদ সাধারণ রমণীর ন্যায় নহে। বিস্ময় ও কৌতূহলে তাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ হইল। একজন বৃদ্ধা ভিক্ষুণী অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বাছা! তোমাকে দেখিয়া সম্ভ্রান্তবংশীয়া বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমার এখানে একাকিনী আসিবার কারণ জানিতে পারি কি?

কিশোরী। মা, বিপদে পড়িয়াই এখানে আসিয়াছি। একটু আশ্রয় পাইবার আশায় আসিয়াছি। যদি দয়া করিয়া এখানে আশ্রয় দেন তাহা হইলে আমি বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারি।

ভি। বাছা! তোমার পরিচয় জানিতে পারি কি?

কি। পরিচয় ক্রমশঃ দিব। এক্ষণে এই মাত্র বলিতে পারি যে বরেন্দ্র-মণ্ডলের একজন শ্রেষ্ঠ সামন্ত আমার জনক। আমি পিতৃ-মাতৃহীনা—অনাথা। সম্প্রতি শত্রুর চক্রান্তে অসহায়া—নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্তা।

ভি। বাছা! তোমার বিপদ্‌টা কি তাহা বল্‌তে কি আপত্তি আছে?

কি। মা, আমার বিপদের কথা শুন্‌লে আপনাদের হৃদয় বিগলিত হবে—কিন্তু সে সব কথা ব'লে কাজ নাই—বল্‌বার সময়ও এ নহে। সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতেছি যে, আমার পিতার মৃত্যুর পর আমার পিতার অন্নে পালিত এক ভৃত্য সুযোগ বুঝিয়া আমাকে অসহায়া পাইয়া পিতার সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করিয়াছে। শেষে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকেও কবলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আমি এই নৌকারোহণে পলায়ন করিয়া আত্ম-রক্ষা করিয়াছি।

বালিকার চক্ষুতে জল ছল্ ছল্ করিতেছিল। ভিক্ষুণীদের তাহা দেখিয়া দয়া হইল। তাঁহারা "বলিলেন—"বাছা, আমরা সন্ন্যাসিনী। আমাদের অধিক জানা শুনার নাই। বিপন্নকে আশ্রয় দেওয়া আমাদের আশ্রম ধর্ম্ম। এখানে তোমার কোনও কষ্ট হইতে পারে। তুমি যদি আমাদের আশ্রমে কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকিতে পার তুমি সচ্ছন্দে আমাদের নিকট থাকিতে পাইবে। আর এখানে থাকিলে কেহই তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। এ সঙ্ঘারামে আমাদের সম্মতি ব্যতীত পুরুষের প্রবেশ নিষেধ।"

কি। মা, আপনাদের দয়া অসীম। আমাকে আশ্রয় দিয়া যে আমার কি উপকার করিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

ভি। বাছা, তোমাকে কি নামে ডাকিব?

কি। মা, সম্প্রতি আপনারা আমাকে "মল্লিকা" বলিয়া ডাকিবেন।

ভিক্ষুণীগণ দেখিলেন বালিকা তাহার প্রকৃত নাম বলিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং আর অধিক কিছু জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত বোধ করিলেন না। বালিকার প্রতি তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ সহানুভূতি প্রগাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল। প্রকাশ্যে বলিলেন, "বেশ, তাহাই হউক। আমরা তোমাকে 'মল্লিকা' নামেই ডাকিব। অদূরে ঐ আমাদের সঙ্ঘারাম দেখা যাইতেছে। তোমাকেও নিতান্ত ক্লান্তা ও ক্লিষ্টা বোধ হইতেছে। চল, ঐ আশ্রমে গিয়া ক্লান্তি দূর কর।"

এই বলিয়া তাঁহারা নৌকা খানি বিদায় করিয়া দিয়া সকলে আশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে সঙ্ঘারামে উপস্থিত হইলেন। তখন আকাশ রক্তিম আভা ধারণ করিয়া সূর্য্যদেবের আশু উদয় সূচনা করিল। বৃক্ষের ফলভারাবনত পাদপরাজির শীর্ষ হইতে পাখিগণ মধুর কণ্ঠে তান ধরিল। আশ্রমের গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্যে এবং আশ্রম বাসিনীগণের মধুর ব্যবহারে বালিকা মোহিত হইল। কোথায়ও আড়ম্বর নাই—কোলাহল নাই—ঐশ্বর্য্যের উন্মাদনা নাই। প্রতি গৃহে—প্রতি তরুলতায়—প্রতি মানব বদনে পবিত্রতা ও শান্তির সুষমা চিত্র যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। কি মধুর—কি আনন্দময়—কি হৃদয়গ্রাহী সে দৃশ্য! তথায় হিংসা নাই—দ্বেষ নাই—লোভ নাই—লালসা নাই—কুটিলতা নাই—জটিলতা নাই। দেখিয়া শুনিয়া দুঃখের মধ্যেও বালিকা শান্তি লাভ করিল। তাহার মন বিগলিত—নিশ্চিন্ত্য—নিরুদ্বেগ হইল। চিত্ত বিভোর হইল।

নানাপ্রকার মনোরম পুষ্পরাজিপূর্ণ সুবিস্তৃত উদ্যান মধ্যে চারিটী একতল অট্টালিকা লইয়া সেই সঙ্ঘারাম। অট্টালিকাগুলির সম্মুখভাগে অষ্টকোণ স্তম্ভ

শ্রেণীর উপরে অলিন্দের ছাদ। পূর্ব্ব ধারে সঙ্ঘারামের সম্মুখে সুবৃহৎ দীর্ঘিকার সলিলরাশি গলিত রজত রাশির ন্যায় শোভমান। দীর্ঘিকার দক্ষিণ পাহাড়ে পঞ্চ-হস্তাধিক উচ্চ একটি "আনন্দ স্তূপ" বৃত্তাকার ক্ষেত্রের উপরিভাগে অর্দ্ধ গোলাকারে নির্ম্মিত। স্তূপের বাহিরে বৃত্তাকার বেষ্টনী। স্তূপপার্শ্বে পঞ্চহস্ত বিস্তৃত পরিক্রমণ পথ। পথটি স্তূপ পরিবেষ্টন করিয়া তির্য্যগ্‌ভাবে গ্রথিত ইষ্টক খণ্ডের সমাবেশে বৃত্তাকারে নির্ম্মিত। ভিক্ষুণীগণ প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় তিনবার করিয়া স্তূপটির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। প্রথমে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া পরিক্রমণ পথে তিনবার অথবা শতবার স্তূপ প্রদক্ষিণ করেন। তৎপর পুনরায় পুষ্প ও গন্ধদ্রব্যাদি সহকারে স্তূপের অর্চ্চনা করেন। ইহাই স্তূপ অর্চ্চনার রীতি। সুবিখ্যাত বিক্রম-শীলা নগরীর ধনভূতি নামক জনৈক শ্রেষ্ঠী সম্বোধিলাভের আকাঙ্ক্ষায় বহু অর্থ ব্যয়ে দীর্ঘিকাটি খনন করাইয়া তৎপার্শ্বে এই স্তূপটি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। মধ্যস্থলে একটি উপযোগ গৃহ-নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্থানে প্রতি রবিবারে সন্ধ্যাকালে সঙ্ঘারাম বাসিনী ভিক্ষুণীগণ নৌকাযোগে সমবেত হইয়া আত্ম-কাহিনী প্রকাশ করিয়া পাপক্ষালন করিয়া থাকেন। স্তূপশীর্ষে সুদীর্ঘ কেতন বায়ুভরে উড্ডীয়মান ও তাহা পুষ্পমাল্যদামে পরিশোভিত। সঙ্ঘারামের অট্টালিকাগুলি অতি প্রাচীন। কোন্ মহাত্মা এই অট্টালিকা গুলি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া কেহ বলিতে পারে না। বলবর্ম্মা নামক পৌণ্ড্রদেশীয় জনৈক ক্ষত্রিয় অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালে সঙ্ঘারামটি পরিপোষণের নিমিত্ত একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তাহার উপস্বত্ব দ্বারাই সঙ্ঘারামের অধিকাংশ ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়। এখানে দ্বাদশজন শ্রমণীর প্রতি নিয়ত বাস করিবার ব্যবস্থা আছে। কথিত আছে শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করিবার কতিপয় বৎসর পর মহাপ্রজাপতি নাম্নী রমণী বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তথাগত প্রথমতঃ তাহাতে অসম্মত হন। পরিশেষে প্রিয় শিষ্য আনন্দের অনুরোধে নারীজাতিতে বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশের আদেশ করেন। তদবধি ভারতবর্ষে স্ত্রীসঙ্ঘ স্থাপন আরম্ভ হয় এবং আনন্দই প্রথমতঃ স্ত্রীলোকের গৃহ পরিত্যাগ ও সন্ন্যাসিনী হইবার অনুমতি প্রদানের নিমিত্ত তথাগতকে অনুরোধ করায় ভিক্ষুণীগণ সাধারণতঃ আনন্দের নামে স্তূপ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতিনী ছিলেন এবং আনন্দের স্তূপেই তাঁহাদের উপহার প্রদান করিতেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই দেদ্দাপুর সঙ্ঘারামের স্তূপটিও আনন্দের নামে স্থাপিত হইয়াছিল।

সঙ্ঘারামটির বাহ্যাভ্যন্তর সর্ব্বত্র পবিত্র, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। আর তদপেক্ষা

পবিত্র, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন সেই সঙ্ঘারামবাসিনী ভিক্ষুণীগণের হৃদয় ও মন। বালিকার সরল চক্ষে তথাকার সমস্তই পবিত্র ও সুন্দর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

আমরা বহুদিন সেকালের সেই পুণ্যশীলা মহীয়সী ভিক্ষুণীগণের জীবনের আদর্শ হারাইয়াছি। তাঁহাদের সদাসন্তুষ্ট হাস্যোজ্জ্বল বদনমণ্ডল—ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিত সদাকার্য্যরত পরোপকারব্রত—অনন্য সাধারণ প্রেম-ভক্তির পবিত্র উচ্ছাস একালে আর পরিদৃষ্ট হয় না। আর্ত্তের সেবা—রোগীর শুশ্রূষা ইঁহাদের ধর্ম্মশিক্ষা ও কর্ত্তব্যের অন্তর্গত ছিল। দেশে যখন রণভেরী বাজিয়া উঠিত, তখন ইঁহারাই যুদ্ধাহত বীরগণের পরিচর্য্যা করিতেন।

এই প্রকার নির্ম্মল চরিত্র ধর্ম্মপরায়ণা ভিক্ষুণীগণের সংসর্গে আসিয়া আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা বালিকা—যাহাকে আমরা এখন হইতে 'মল্লিকা' নামেই অভিহিত করিব—অনেক পরিমাণে নিরুদ্বিগ্ন হইল। ভিক্ষুণীগণের সৌজন্য, শিষ্টাচার ও সুমধুর ব্যবহার তাহাকে শীঘ্রই সেই আশ্রমের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া ফেলিল।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা।

বিদ্যানিধির সম্বন্ধ নির্ণয়।

(৬)

"আদৌ প্রজাপতের্জজ্ঞে * * * পদ্ধতিকারকা" এই শ্লোকে দেখা যায় যে, প্রজাপতির মুখ হইতে দারাসহ বিপ্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং বলিতে হইবে যে, বিবাহ সংস্কারটা ব্রহ্মার মুখের মধ্যে বিপ্র উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই নিষ্পন্ন হইয়াছিল। তাহা না হইলে দারাসহ উৎপন্ন হইলেন কেমন করিয়া? এবং বিবাহ সংস্কারটিই বা অষ্টপ্রকার বিবাহের মধ্যে কোন প্রকারের হইয়াছিল ও কে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিল, ইহাও অবগত হওয়া প্রয়োজন, কারণ সকল বিবাহে জাত সন্তান "সুসন্তান" বলিয়া গণ্য নহে এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্তও নহে। (২৪।৩ পৃঃ ও ২৭—৪০।৩ মনু)।

বেদ ও মন্বাদি শাস্ত্রের মতে মুখ হইতে ব্রাহ্মণবর্ণের উৎপত্তি হয়—এবং তাহাও দারাসহ নহে, কারণ জন্মের পূর্ব্বে বিবাহ ব্যাপার সংঘটিত হওয়া নিতান্তই অসম্ভব এবং আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক। এই জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস

প্রভৃতির প্রভূত চর্চ্চার দিনে অগ্নিপুরাণের এই উদ্ভট শ্লোকটী কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহা পাঠকগণই বিচার করিবেন। তৎপর 'ক্ষত্রিয়,' 'বৈশ্য' এই বহুবচনান্ত শব্দ গুলির প্রয়োগ থাকায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও দুইজনের অধিক উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই উৎপন্ন হইলেও হইতে পারে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সন্তান হওয়া তর্কের খাতিরে না হয় ধরিয়া হইলাম, কিন্তু পা' হইতে শূদ্র বেচারি একাকী উৎপন্ন হইলেন। আবার সেই শূদ্রেরই বংশবর্ণনা দেখা যাইতেছে, কিন্তু বিপ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সন্তান উৎপন্ন হইল কি না, তাহার কোন উল্লেখ দেখা যাইতেছে না কেন? অগ্নিপুরাণের মহামহিম কর্ত্তাটী যখন শূদ্রের কুশীনামা অবগত ছিলেন ও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,তখন যে তিনি বিপ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বংশ বিবরণ জানিতেন না বিশেষতঃ উহাদেরও যখন সন্তান সন্ততি হইয়াছে এবং বিপ্র মহাশয় সস্ত্রীক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,তখন বিপ্রাদিবর্ণত্রয়ের সন্তান হইল কি না তাহার আদৌ উল্লেখ নাই কেন? বিপ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বংশ যখন সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, তখন আদি পুরুষের যে সন্তান হয় নাই, ইহা বলা যাইতে পারে না এবং বিশ্বাসেরও অযোগ্য। এখন বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট আমাদের জিজ্ঞাস্য যে, 'শূদ্র' মহাশয়ের বংশবিবরণ অগ্নিপুরাণে স্থান পাইল আর প্রধান তিনবর্ণের বংশবিবরণ স্থান পাইল না কেন? অগ্নিপুরাণকারের এমন কি মাথা ব্যাথা পড়িয়াছিল যে, নিজ জাতীয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বংশবিবরণ (যাহা তিনি ভাল জানিতেন—অন্ততঃ জানা উচিত) না লিখিয়া অস্পৃশ্য শূদ্রের বংশ বিবরণ লিখিলেন? বিদ্যানিধি মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমাদের এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলে কৃতার্থ হইব।

তৎপর অগ্নিপুরাণের "আদৌ প্রজাপতির্জাতা————" এই শ্লোকে দেখা যাইতেছে, 'শূদ্র' একাকী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল কি না? হইয়া থাকিলে কোন্ বর্ণের কন্যার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল? তাহার উল্লেখ নাই কেন? তাহা না জানিলে শূদ্রের পুত্র হীম, তৎপুত্র প্রদীপ, তৎপুত্র, কায়স্থ কোন্ বর্ণের অন্তর্গত হইবে, তাহা নির্ণীত হইতে পারে না। কারণঃ—

"সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্বক্ষত যোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যাজ্ঞেয়াস্ত এব তে॥" (মনু)

সুতরাং শূদ্রের ঔরসে শূদ্রানীর গর্ভজাত সন্তানই শূদ্র। কিন্তু অগ্নিপুরাণের শ্লোকের মতে শূদ্রের উৎপত্তি অসম্ভব, কারণ পুরাণকার মূল পুরুষ শূদ্রের উৎপত্তিই লিখিয়াছেন - শূদ্রানীর উৎপত্তি দেখান নাই। কাজেই শূদ্রানী উৎপন্ন হইল কি

না, দেখাইতে না পারিলে অর্থাৎ মূল পুরুষের শূদ্রার সহিত বিবাহ দেখাইতে না পারিলে শূদ্র উৎপন্ন হইতেই পারে না। এখানে কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, শূদ্র আছে শূদ্রানী নাই। শূদ্রমণি যদি বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে যথাক্রমে আয়োগব, ক্ষত্তা ও চণ্ডাল উৎপন্ন হইয়াছিল। এক শূদ্র বলিয়া কোন মূল জাতি আদৌ উৎপন্ন হইতে পারে না; সঙ্কর বর্ণমাত্র সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে চলিয়া আসিতেছে। শাস্ত্র বলিতেছেন :—

"শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।
বৈশ্য রাজন্য বিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥"

(মনু ১২।২০ অঃ)

কিন্তু সকলেই জানেন এবং শাস্ত্রও ঘোষণা করে যে, আদি সৃষ্টির বহুপরে বেণ রাজার সময়ে প্রথম বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হয়, তৎপূর্ব্বে বর্ণসঙ্কর ছিল না, মূল চারিটী জাতি বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং "চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈ ইতি শূদ্র প্রচক্ষ্যতে" শ্লোকে যে শূদ্রের উৎপত্তি বর্ণনা দেখা যাইতেছে, তাহা কোন্ শাস্ত্র সম্মত? শূদ্রের প্রপৌত্র পর্য্যন্ত মহাশয়ও জন্মগ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার বর্ণনির্ণয় কে করিবে? অগ্নিপুরাণের ঐ শ্লোক পাঠ করিলে কি তাহার বর্ণ নির্ণীত হইতে পারে? তৎপর দেখা যাইতেছে, শূদ্রের বৃত্তি বর্ণত্রয়ের সেবা করা। "কায়স্থ" মহাশয় কিন্তু শূদ্রের সেবা বৃত্তি গ্রহণ না করিয়া লিপিকারকের বৃত্তি অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের লেখ্য বৃত্তি গ্রহণ করিলেন! লেখ্য বৃত্তি কায়স্থের নিজস্ব এবং লিপিকারক—লেখক ক্ষত্রিয় বর্ণগত। (অমরকোষ)।

কায়স্থের তিনটী পুত্র—চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র। অগ্নিপুরাণ ভিন্ন অন্যান্য পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র একবাক্যে বলিতেছেন, ব্রহ্মার কায় হইতে চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি। শব্দকল্পদ্রুমদ্রমোদ্ধৃত অগ্নিপুরাণের মতেই—কায়স্থের পুত্র চিত্রগুপ্ত। আবার তাহা নহে; অগ্নিপুরাণকার ব্রাহ্মণাদি কাহারও পুত্রকেই স্বর্গে বা নাগলোকে পাঠান নাই, কিন্তু শূদ্রের বৃদ্ধ প্রপৌত্র চিত্রগুপ্ত ও বিচিত্রকে স্বর্গে ও নাগলোকে পাঠাইয়াছেন। ইঁহারা অর্থাৎ বিদ্যানিধি মহাশয়ের কথিত শূদ্রগণ হঠাৎ এমন কি পুণ্য করিয়াছিলেন যে, একেবারে স্বর্গ ও নাগ লোকের সুখ সম্ভোগ তাঁহাদের ঘটিয়া উঠিল? যে শূদ্রের কোন সংস্কার নাই, জ্ঞান নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, এমন কি সেই অস্পৃশ্য শূদ্র হইলে অগ্নিপুরাণকার কেমন করিয়া, কোন্ শাস্ত্রের বিধান বলে চিত্রগুপ্তকে স্বর্গরাজ্যে প্রেরণ করিলেন? শুধু প্রেরণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন;—না—তাহা নহে। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন—"চিত্রগুপ্ত

স্বর্গবাসী হইয়া ধর্ম্মরাজের সভায় লেখক হইয়া আছেন।” যে শূদ্রকে স্পর্শ করিতে নাই—প্রাতঃকালে যাহার মুখদর্শন করিতে নাই—যাহার সহিত একাসনে উপবেশন করাও শাস্ত্রের নিষেধ, সেই শূদ্র জাতীয় চিত্রগুপ্ত পাপ পুণ্যের বিচার কর্ত্তা হইয়া ধর্ম্মরাজ যমের সভায় আসন পাইয়াছেন এবং লেখকরূপে জগতের যাবতীয় নরনারীর পাপ পুণ্যের বিচারের সাহায্য করিতেছেন! বিদ্যানিধি মহাশয়ের জানা উচিত ছিল, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন শূদ্রের করা দূরে থাকুক বৈশ্যও করিতে পারে না। শূদ্রের সহিত এক সঙ্গে একাসনে উপবেশন করাও শাস্ত্র নিষিদ্ধ। কারণঃ—

“যস্য শূদ্রস্তু কুরুতে রাজ্ঞো ধর্ম্ম বিবেচনম্।
তস্য সীদতি তদ্রাষ্ট্রং পঙ্কে গৌরিব পশ্যতঃ॥” (২১।৮ মনু)
“শূদ্রান্নং শূদ্র সম্পর্কং শূদ্রেনৈব সহাসনম্।
শূদ্রাজ্ জ্ঞানাগমশ্চাপি জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ॥”

(অঙ্গিরা, পরাশর, আপস্তম্ব)

সুতরাং সম্বন্ধনির্ণয়কারের মতে যদি শূদ্র জাতীয় চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মরাজের সভায় বসিতে পাইয়া থাকেন এবং ধর্ম্মাসনে রাজার পার্শ্বে বসিয়া যদি মানব মাত্রেরই অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের পাপ পুণ্যের বিচারের সাহায্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে চিত্রগুপ্তকে বিদ্যানিধি মহাশয় শূদ্র বলিয়াছেন কোন্ প্রমাণে? চিত্রগুপ্তের কার্য্যাধিকার দেখিয়া, হয় তাঁহাকে ব্রাহ্মণ না হয় ক্ষত্রিয় বলিতে বিদ্যানিধি মহাশয় স্মৃতিশাস্ত্রানুযায়ী বাধ্য। আবার সম্বন্ধনির্ণয়কার লিখিয়াছেন:—“শূদ্রমণির প্রপৌত্র “কায়স্থ” হইতে কায়স্থকুলে লেখা পড়ার চর্চ্চা।” আমরা বলি, তাহা হইলে শূদ্র, হীম, প্রদীপ কেহই লেখা পড়া জানিত না। “কায়স্থ” নামক ব্যক্তিই (শূদ্রের প্রপৌত্র) সর্ব্বপ্রথম লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। এখন কথা হইতেছে, এই শূদ্র বর্ণীয় কায়স্থ মহাশয় লেখা পড়া শিক্ষা করিলেন কেমন করিয়া? কোথায়? এবং কোন্ বিদ্যানিধির নিকট? সেকালে স্কুল কলেজ ছিল না—লেখা পড়া শিক্ষার অন্য উপায়ও ছিল না। লেখা পড়া শিক্ষা করিতে হইলে মুনি ঋষিদের নিকটেই শিক্ষা করিতে হইত; কায়স্থ মহাশয় যদি লেখা পড়া শিখিয়া থাকেন—শাস্ত্রদর্শী মুনি ঋষিগণের নিকটেই শিখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা যখন কায়স্থকে জ্ঞান ও বিদ্যা দান করিয়াছিলেন, তখন কায়স্থ কোন মতেই শূদ্র হইতে পারে না। কারণ শাস্ত্র মতে শূদ্রকে হিতাহিত উপদেশ দেওয়া নিষিদ্ধ। আবার শাস্ত্রমতে শূদ্রের বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জ্জন করা নিষেধ সত্ত্বেও বিদ্যানিধি মহাশয়ের মত তাহার

বিপরীত দেখিতেছি। যখন পরাশর মহাশয় “শূদ্রান্নং শূদ্র সম্পর্কং * * * শূদ্রেণৈব সহাসনং” ও “ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ” এই সকল প্রমাণে শূদ্রের জ্ঞানার্জ্জনাদি নিষেধ করিয়াছেন, তখন বিদ্যানিধি মহাশয়ের “শূদ্রমণির প্রপৌত্র কায়স্থ হইতে কায়স্থকুলে লেখা পড়ার চর্চ্চা।” এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি? অতঃপর বিদ্যানিধি মহাশয়, হয় প্রমাণ প্রয়োগ করত রাজ-সভার সভ্য হইতে, লেখকরূপে রাজের বিচার কার্য্যের সহায়তা করিতে পারে, না হয় স্বীকার করুন যে কায়স্থ শূদ্র নহে—ক্ষত্রিয়। আর এক কথা বিদ্যানিধি মহাশয় শূদ্র কায়স্থকে লেখ্যবৃত্তি অবলম্বন করাইলেন কোন্ প্রমাণের উপর? বিদ্যানিধি মহাশয়ের তথা কথিত “দাস-কর্ম্মী” কায়স্থ কোন্ প্রমাণবলে লেখকধর্ম্মী হইয়া সামাজিক উন্নতি সাধিত করিল? চিত্র, চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন, বিচিত্র বিদ্যানিধির মতে শূদ্র হইয়াও দাসত্ব করেন নাই, লেখ্য কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। সুতরাং বিপক্ষ পক্ষ স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ইঁহারা পর ধর্ম্ম ও পর বৃত্তি গ্রহণ করত পাপার্জ্জন না করিয়া পুণ্যার্জ্জনই করিয়াছিলেন। চিত্রসেন নাগলোকে কি চাকরী করিতে গিয়াছিলেন বহ্নিপুরাণকার পাঠাইয়াছিলেন? চিত্রগুপ্তত ধর্ম্মরাজ সভার লেখকের চাকরী করিলেন, নাগলোকে চিত্রসেনের কার্য্যের উল্লেখ নাই, বিচিত্রই বা পৃথিবীতে থাকিয়া কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন? তিন ভ্রাতার মধ্যে চিত্রগুপ্ত ক্ষত্র হইয়া যে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা বিদ্যানিধি মহাশয় স্বীকার করিলেন কি? চিত্রসেন ও বিচিত্রের কোন কার্য্যের উল্লেখ নাই সুতরাং তাঁহারা কোন্ বর্ণান্তর্গত তাহা নিরাকৃত হইল না। বিশেষতঃ বিদ্যানিধি মহাশয় শূদ্রমণির যে বংশ তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে তিনি কাহাকেও শূদ্রধর্ম্মী বা শূদ্রকর্ম্মী করেন নাই। ইহাতেও আমরা শূদ্রমণির বংশধরগণকে শূদ্র বলিতে নিতান্তই অক্ষম। সম্বন্ধ নির্ণয়কার বলিয়াছেন—“চিত্রগুপ্ত স্বর্গবাসী হইয়া ধর্ম্মরাজের সভায় লেখক হইয়া আছেন।” ইহাতে আমরা বুঝিতেছি যে, লেখক মহাশয়ের মতে কোন নীচ বর্ণীয় ব্যক্তিও কার্য্য ও গুণে উচ্চ বর্ণীয় হইতে পারিত। কারণ দেখিতেছি, শূদ্রবর্ণীয় কায়স্থের পুত্র চিত্রগুপ্ত শূদ্র হইয়াও ‘লেখক’ হইয়াছিলেন কায়স্থ মহাশয়ের সময়েও শূদ্রজাতীয় লোকে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যা করিয়া লেখাপড়া শিখিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র কিন্তু শূদ্রের লেখাপড়ার শিক্ষার পথ অর্গল বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। রাজকার্য্যে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন শূদ্রের বা বর্ণসঙ্করের অধিকার নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার’ত দূরের লেখনকর্ম্ম কায়স্থজাতির নিজস্ব সুতরাং বিদ্যানিধি মহাশয় শূদ্রজাতীয় চিত্র-

গুপ্তকে যে স্বর্গধামে পাঠাইয়া ধর্ম্মরাজের সভায় ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের সাহায্যকারী ও লেখক নিযুক্ত করাইয়াছেন, ইহা কোন্ শাস্ত্র সম্মত? গরজশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্রই কিন্তু কায়স্থকে শূদ্র বলে নাই। পাঠকগণ দেখিবেন কায়স্থ কিছুতেই শূদ্র হইতে পারে না, এবং কোন দিন শূদ্র বলিয়া পরিচিতও ছিল না। তবে দুই একজন গায়ের জোরে কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া থাকেন।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বর্ম্মঘোষচৌধুরী।

শৈলকূপার নাগবংশ।

শৈলকূপার নাগবংশের সংক্ষিপ্ত বংশাবলী প্রকাশ করিলাম। এই নাগবংশের মধ্যে যাঁহারা ইতিহাসে বিখ্যাত, এবং যে জন্য নাগবংশের বংশধরেরা গৌরবান্বিত, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিলাম; আশা করি প্রিয় পাঠক মহোদয়গণ ইহার ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া বাধিত করিবেন। শৈলকুপার নাগবংশের মধ্যে রাজা রাজবল্লভ ও রঘুনাথ রায় বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। মুসলমান রাজত্বকালে রাজা রাজবল্লভ বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ইঁহার কার্য্যকলাপে সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া "রাজা রাজবল্লভ রায়" উপাধিতে ভূষিত করেন। তদবধি "নাগ" উপাধি রহিত হইয়া "রায়" উপাধিতে তদীয় বংশধরেরা পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। রঘুনাথ রায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। এজন্য তৎকার্য্যে অম্বররাজ মানসিংহের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া নিহত হন। ইঁহার পুত্র রামনারায়ণ রায় অবশেষে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গতঃ বাগদুলী গ্রামে বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। তদবধি তদীয় বংশধরেরা বাগদুলী গ্রামস্থিত শৈলকূপার নাগ বলিয়া পরিচিত। শৈলকূপার নাগবংশের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র রায়ের পুত্র গৌরসুন্দর রায় বাগদুলী গ্রামে বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত এবং রংপুর জেলার অন্তর্গতঃ কাকিনা মোকামে বিশেষ গৌরবের সহিত বাস করিয়া ৬০ বৎসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করেন। তাঁহার প্রথম বিবাহ আগরাকুণ্ড হারাধন সরকারের কন্যা প্রসন্নময়ীর সহিত সম্পন্ন হয়।

প্রসন্নময়ীর চারি কন্যা এবং দুই পুত্র। প্রথমা কন্যা মানমোহিনীর বিবাহ গজনার চাকীবংশে প্রাতঃস্মরণীয় রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরীর সহিত কাকিনা মোকামে সম্পন্ন হয়।

এখানে প্রাতঃস্মরণীয় ৺রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী উল্লেখযোগ্য। তাঁহাতে উচ্চশিক্ষা, বিনয়, ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্ম একাধারে মিলিত ছিল। তিনি দুঃখীর দুঃখ দেখিতে পারিতেন না। তিনি যে বঙ্গদেশের বিশেষ গৌরব ছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী কায়স্থ-পত্রিকায় সত্বরই প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

দ্বিতীয়া কন্যা নিরোদমোহিনীর রাজা মহিমারঞ্জন রায়ের কনিষ্ঠভ্রাতা কৈলাশরঞ্জনের সহিত বিবাহ হয়।

তৃতীয়া কন্যা মুকুন্দসুন্দরীর পাবনা জেলার অন্তঃর্গত রহিমপুর নিবাসী ডাক্তার [illegible]চন্দ্র মজুমদারের সহিত বিবাহ হয়।

চতুর্থা কন্যা বিরাজমোহিনীর (অষ্টমনীষার নন্দী) বগুড়া নিবাসী গৌরগোপাল [illegible]র সহিত বিবাহ হয়।

গৌরসুন্দরের প্রথম পুত্র সীতানাথ রায় (সাধুখালির দাসবংশীয়) প্রাতঃস্মরণীয় [illegible]চরণ সরকারের কন্যা ও দ্বিতীয় পুত্র রসিকলাল রায় মহাশৈল নিবাসী গৌরাঙ্গ[illegible] রায়ের কন্যা বিবাহ করেন।

গৌরসুন্দর রায়ের ২য় বিবাহ পাবনা জিলার অন্তর্গতঃ শাঁখারীপাড়ায় রূপচন্দ্র [illegible]র কন্যা গৌরদাসীর সহিত সম্পন্ন হয়। গৌরদাসীর তিন পুত্র ও এক কন্যা। (১) পুত্র পূর্ণচন্দ্র রায়, ইঁহার বিবাহ জয়তুল নিবাসী কুঞ্জবিহারী চৌধুরীর কন্যার [illegible]। ইঁহারা বাকীর দাস। (২) পুত্র বিনোদলাল রায়, ইঁহার বিবাহ পাবনা [illegible] অন্তর্গতঃ ভবানীপুর নিবাসী প্রসন্ননাথ মজুমদারের কন্যার সহিত হয়। ইঁহারা [illegible]পাড়ার নন্দী। (৩) পুত্র হীরালাল রায়, ইঁহার বিবাহ পাবনা নিবাসী শিঙ্গা [illegible]র ত্রৈলোক্যনাথ রায়ের কন্যার সহিত সম্পন্ন হয়। ইঁহারা পরশপাথরের দাস।

কন্যা সুশীলাসুন্দরীর বিবাহ নদীয়া জেলার অন্তর্গত জুনিয়াদহ গ্রামের ৺রাধা[illegible] নন্দীর ১ম পুত্র প্রিয়নাথ নন্দীর সহিত সম্পন্ন হয়।

গৌরসুন্দর রায়ের ৩য় বিবাহ বগুড়া জেলার অন্তর্গতঃ ধলাহার নিবাসী রামলাল [illegible]র কন্যা ক্ষীরোদবাসিনীর সহিত সম্পন্ন হয়। ইঁহার এক পুত্র নলিনীমোহন [illegible]। ইঁহার বিবাহ বগুড়া জেলার অন্তঃর্গত শিববাটী নিবাসী মহেন্দ্রলাল রায়ের [illegible]র সহিত সম্পন্ন হয়। ইঁহারা নবরত্নপাড়ার রায়।

(১) কর্কটনাগ (শৈলকূপায়) এবং জটাধর নাগ শরগ্রামে বাস করেন, এজন্য [illegible] শাখার নাগবংশীয়গণ শৈলকূপার ও শরগ্রামের নাগ বলিয়া পরিচিত। পর [illegible] কর্কটনাগের বংশলতা লেখা গেল।

১। কর্কটনাগ।
২। শিবনাগ ঠাকুর
(নিবাস শৈলকূপা)
৩। ডম্বুরু নাগ।
৩। ডড্বর নাগ।
৩। সরস্বতী নাগ।

—

৩। ডম্বুরু নাগ।
৪। বসুধরা নাগ।

—

৩। ডড্বর নাগ।
৪। গরুড়ধ্বজ নাগ।

—

৩। সরস্বতী নাগ।
৪। বানেশ্বর নাগ।

—

৪। বসুধরা নাগ।
৫। ঘনশিব নাগ।
৫। কালিদাস নাগ।

—

৫। ঘনশিব নাগ।
৬। গঙ্গারাম।

—

৫। কালিদাস নাগ।
৬। রাজা রাজবল্লভ রায়।

—

৬। গঙ্গারাম।
৭। গোবিন্দরাম।

—

৬। রাজা রাজবল্লভ রায়।
৭। গোবিন্দ রায়।
৭। কেশব রায়।
৭। বাসুদেব রায়।
৭। উত্তর রায়। ০
৭। গজেন্দ্র রায়। ০
৭। কৃষ্ণ রায়। ০

—

৭। গোবিন্দরাম।
৮। রামেশ্বর।
৮। বিশ্বেশ্বর। ০
৮। রামগোপাল।
৮। মণিরাম।

—

৭। গোবিন্দ রায়।
৮। রঘুনাথ রায়।

—

৮। রামেশ্বর।
৯। জয়দেব।

—

৮। রামগোপাল।
৯। বৃন্দাবন।
৯। কৃষ্ণকুমার। (এই দুই ভ্রাতা গাড়াদহ বাস করেন)

—

৮। মণিরাম।
৯। শুগোল। (সাং রাধানগর)

—

৮। রঘুনাথ রায়।
৯। রামনারায়ণ রায়।

—

৯। জয়দেব।
১০। শুভরাম।
১০। কৃষ্ণমঙ্গল।
১০। কুশলানন্দ (এই তিন ভ্রাতা নন্দনগাছি গ্রামে বাস করেন)
১১। খোসালচন্দ্র।
১১। কৃষ্ণগোবিন্দ।
১১। কৃষ্ণকিশোর।

—

৯। রামনারায়ণ।
১০। গঙ্গারাম। ০
১০। হরিরাম।
১০। মধুরাম।

—

১০। হরিরাম রায়।
১১। কালিচরণ (বাগতুলীগ্রামে পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত)
১১। ভবানীচরণ। সাং খুড়কা
১১। চণ্ডিচরণ। সাং বালিয়াপাড়া

—

১০। মধুরাম রায়।
১১। কৃষ্ণরাম।
১২। গোবিন্দচরণ।
১৩। বসুদেব।
১৪। ভুবনমোহন।
১৫। রূপচন্দ্র রায়।
১৬। দেবেন্দ্র।
১৬। দীনবন্ধু।
১৬। কৃষ্ণবন্ধু (কৌমারব্রতধারী)

—

১৬। দেবেন্দ্র।
১৭। নগেন্দ্র।
১৭। উপেন্দ্র।
১৭। ননীগোপাল।

—

১৬। দীন বন্ধু।
১৭। পূর্ণচন্দ্র।

—

১১। কালীচরণ।
১২। মহাদেব নাগ।
১৩। গোপালপ্রসাদ।
১৩। কানুরাম।
১৩। কৃষ্ণচন্দ্র। ০

—

১৩। গোপালপ্রসাদ।
১৪। গোপীচন্দ্র।

—

১৩। কানুরাম।
১৩। গদাধর।

—

১৪। গোপীচন্দ্র।
১৫। গগনচন্দ্র।
১৫। চূড়ামণি।
১৫। মেঘনাথ।

—

১৪। গদাধর।
১৫। গোবিন্দচন্দ্র।
১৫। পুলীনচন্দ্র।
১৫। ধরণীধর।

—

১৫। গগনচন্দ্র।
১৬। লালনচন্দ্র।
১৬। প্রতাপচন্দ্র রায়।

—

১৫। চূড়ামণি।
১৬। জয়গোপাল।
১৬। রামরঙ্গিনী। রামনগর নিবাসী প্যারীমোহন রায়ের সহিত বিবাহ হয়।

—

১৫। গোবিন্দচন্দ্র।
১৬। গৌরসুন্দর।
(দত্তক পুত্র)

—

১৫। পুলীনচন্দ্র।
১৬। কৃষ্ণানন্দ।

—

১৫। ধরণীধর।
১৬। ক্ষীরধর।
১৬। গুণমঞ্জরী।

—

১৬। নালনচন্দ্র রায়।
১৭। অবিনাশচন্দ্র রায়।
১৭। মনোরঞ্জন।
১৭। সুবোধমোহিনী। (কন্যা)

—

১৬। প্রতাপচন্দ্র।
১৭। মণীন্দ্র।
১৭। যতীন্দ্র।

—

১৬। গৌরসুন্দর।
১৭। সীতানাথ।
(ইঁহার ৪কন্যামাত্র)
১৭। রসিকলাল।
১৭। পূর্ণচন্দ্র।
১৭। বিনোদলাল।
১৭। হীরালাল। (মৃতপুত্রক)
১৭। নলিনীমোহন।
১৭। মানমোহিনী।
১৭। নিরোদমোহিনী।
১৭। মুকুন্দসুন্দরী।
১৭। বিরাজমোহিনী।
১৭। সুশীলা।

—

১৬। কৃষ্ণানন্দ।
১৭। জগদানন্দ।

—

১৬। গুণমঞ্জরী।
১৭। বিশ্বনাথ সিং।

...

১৭। অবিনাশচন্দ্র।
১৮। নাম অজ্ঞাত দুই শিশু কন্যাসহ স্ত্রী বর্ত্তমান।

—

১৭। জগদানন্দ।
১৮। প্রাণগোপাল। ইনি পেম-টীয়া সিংহবংশে বিবাহ করেন। তিনি নিঃসন্তান এবং উন্মাদ হইয়া শ্বশুরালয়ে মারা যান। বর্ত্তমান ইহার স্ত্রী সুরেশমোহিনী রায় বর্ত্তমান।

—

১৭। রসিকলাল রায়।
১৮। প্রফুল্ল।
১৮। নিস্তারণ।
১৮। যতীন্দ্র।
১৮। সুরেশ।

—

১৭। পূর্ণচন্দ্র রায়।
১৮। নীরেন্দ্র।
১৮। সুরেন্দ্র।
১৮। বীরেন্দ্র।
১৮। বিভূতি।

—

১৭। বিনোদলাল রায়।
১৮। শচীন্দ্র।
১৮। হরিপদ।

—

১৭। নলিনীমোহন রায়।
১৮। প্রভাতকুসুম।
১৮। মনোরমা। (কন্যা)

শ্রীহীরালাল রায়।

বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজ।

(প্রাচীন ও নবীন সমাজ স্থান)

বারেন্দ্র কায়স্থগণের ঢাকুর নামক একখানী গ্রন্থ আছে; ঐ ঢাকুরের রচয়িতা যদুনন্দন নামক জনৈক কবি। ঐ যদুনন্দনের ঢাকুর পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, যদুনন্দনের আদর্শিক আর একখানী কাশীরাম দাস বিরচিত ঢাকুর আছে। শুনা যায়, তার কতকাংশ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মণপ্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা সমস্ত প্রকাশ হয় নাই। যদুনন্দনের ঢাকুর প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হয়। জানা যায়, উক্ত ঢাকুরের যে সমস্ত সমাজ স্থান উল্লেখ আছে, তাহার অধিকাংশ স্থান বসতিশূন্য হইয়া ঐ ঐ সমাজের বংশধরেরা নানাস্থানে অল্পনেই বসতি করিতেছেন। আরও দীর্ঘ সময় অতীত হইলে যদুনন্দনের ঢাকুরের সমস্ত সমাজ স্থানের বংশধরেরা অন্যান্য স্থানে বসতি করিতেছেন, তাঁহাদের ঠিকানা পাওয়া অসম্ভব হইবে। আমার প্রপিতামহ রামনগর নিবাসী ৺রামমোহন

রায় মহাশয় একখানী ঢাকুর প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেখানী পাওয়া যাইতেছে না। তিনি ১০৫ বৎসর বয়সে ১২৮৫ সনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার হস্ত লিখিত নানা বংশের সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা অবলম্বনে ও নানারূপ অনুসন্ধানে প্রাচীন সমাজ স্থানে কোন বংশ কোথায় বাস করিতেছেন, তাহাই শুদ্ধরূপে লেখা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। যদি কোন সমাজ স্থানের বংশধর ভ্রমবশতঃ পরিত্যক্ত হইয়া থাকেন, তাহা জানিতে পারিলে প্রকাশ করিব। যদুনন্দনের লিখিত সমাজ স্থানের বংশ ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণী হইতে আরও কতিপয় বংশ বহুকাল হইতে আসিয়া বারেন্দ্র নন্দী, চাকী, দেব, সিংহ ও দত্ত সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন, যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাও লিখিত হইল।

দাস বংশ।

এই বংশের বংশলতা বহরমপুর নিবাসী প্রসন্ননাথ রায় মহাশয় ১৩১৪ সনে প্রকাশ করিয়াছেন। তজ্জন্য প্রধান প্রধান ঘরের কয়েকটী আধুনিক সমাজস্থান এবং সাধুখালীর দাসবংশের যাঁহার যাঁহার নাম ঐ ঢাকুরে লিখিত হয় নাই, তাঁহাদের নাম লিখা হইল। অন্যান্য বংশের বিস্তারিত বিবরণ উক্ত রায় মহাশয়ের ঢাকুর পাঠে জানা যাইবে। যদুনন্দনের ঢাকুর লিখিত সময়ে দাসবংশে নিরাবিলভাব; সমাজস্থান মচমল, ময়দামদিঘী, বিপছিল, চৌপাকী, পাবনা, মালঞ্চি, কেচুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, মানিকাদী, ঘরগ্রাম, সাধুখালী।

অন্যান্য উল্লেখিত সমাজস্থান—বাকী, বজ্জুর, বোধপুর, বগুড়া, নাগড়া, গুধী, হরিপুর। দাসবংশের বিবরণে যদুনন্দনের ঢাকুরে লিখিত হইয়াছে—

"অষ্টমনিষা, পোতাজিয়া, নিরাবিল বাছিয়া,
খামরা, সরিসা, বাজুরাস।
ইথে যার কার্য্য নাই, তাহাকে সন্দেহ ভাই,
একমাত্র কুলজি প্রকাশ॥"

ময়দানদিঘী সমাজ—ব্রজসুন্দর মজুমদার, কুমুদসুন্দর মজুমদার (মালতী নগর, বগুড়া) দীনেশচন্দ্র মজুমদার, সুরেশচন্দ্র মজুমদার (ময়দামদিঘী, পাবনা) শৈলেন্দ্র সুন্দর মজুমদার (তাড়াস, পাবনা) প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার, কৃষ্ণচরণ মজুমদার, গৌর-সুন্দর মজুমদার, শিশিরকুমার মজুমদার, দীনেশকুমার মজুমদার (ছাতারপাড়া, রাজসাহী) পাবনা সমাজ—কৈলাসচন্দ্র সরকার, সতীশচন্দ্র সরকার, কুমুদচন্দ্র সরকার, জ্যোতিষচন্দ্র সরকার, গোপেন্দ্রচন্দ্র সরকার, সুরেশচন্দ্র সরকার, গিরীন্দ্রলাল সরকার

(পোতাজিয়া, পাবনা) মালঞ্চ সমাজ—মুকুন্দলাল সরকার, গোবিন্দচরণ সরকার, নওয়ারীচরণ সরকার, (কাকিনা, রংপুর)। ঘরগ্রাম সমাজ—অখিলকান্ত মজুমদার (অষ্টমনিষা, পাবনা)। সাধুখালী সমাজ—ঈশানচন্দ্র মজুমদার (ভীমনগর, ফরিদপুর) হরিপদ মজুমদার (পোতাজিয়া, পাবনা) বিপিনবিহারী মজুমদার, বিনোদবিহারী মজুমদার (চণ্ডীপুর, নদীয়া) হরিচরণ মজুমদার (সালগাড়িয়া, পাবনা) বামাচরণ মজুমদার (শিববাটী, বগুড়া) নগেন্দ্রগোপাল মজুমদার (কাশীধাম) কেচুয়াডাঙ্গা সমাজ—নন্দলাল মজুমদার, হরলাল মজুমদার (কেচুয়াড়াঙ্গা, নদীয়া)।

নন্দী বংশ।

যদুনন্দনের ঢাকুরের লিখিত সমাজস্থান—পোতাজিয়া, অষ্টমনিষা, বালীয়াই, গোহ, সিংহডাঙ্গা, খামরা, চিতলিয়া, চণ্ডীপুর, সাধুখালী, দিলপসার, রহিমপুর, নিদহ, মহিমাপুর, ভূতিয়া, করমজা, বেথুরিয়া, আমদহ, মেহেরপুর, হামকুড়া, বেশরোল, ইচ্ছাবট, তিতুলিয়া, আটঘরিয়া, বল্লার, কেউগাছী, কামারগাঁও, ছড়পাড়া, ধনসয়।

এই বংশের সম্বন্ধে যদুনন্দনের ঢাকুরে লিখিত হইয়াছে যে—

"সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীকণ্ঠ আছিল।
তাহার অপেক্ষা কানু মাধব বাড়িল॥
অগ্রজ থাকিতে হয় কনিষ্ঠের বন্দন।
দধি দুগ্ধ হ'তে যেমন ঘৃতের যতন॥
সেইরূপে কুলে শীলে বাড়ে ঢাকুরীতে।
উত্তম হইল ভাবে বরেন্দ্র ভূমিতে॥
শিব ও শঙ্কর আদি ভাই চারিজন।
ছোট আর মধ্য ভাবে হইল নিরূপণ॥
কানু মাধবের বংশ ভাবেতে প্রধান।
মধ্যবিত্ত ভাব শিব, শঙ্কর-সন্তান॥
সাধারণ হইল ভাব আর বংশ যত।
এইত কহিনু পূর্ব্ব কুলজীর মত॥
ছয়জন যে যে স্থানে করিলেক স্থিতি।
সেই সব স্থানে হইল সমাজ বসতি॥"

(যদুনন্দন)

কানুনন্দী বংশ।

দিলপসার সমাজ—অভয়চরণ মজুমদার, শ্যামাচরণ মজুমদার (দিলপসার,পাবনা) উমাচরণ মজুমদার, অন্নদাচরণ মজুমদার, শক্তিচরণ মজুমদার (পাবনা) গোবিন্দকান্ত মজুমদার (দিনাজপুর) হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, রাধিকানাথ মজুমদার, হেমন্তকুমার মজুমদার (বাবুরদহ, পাবনা) সুশীলকুমার মজুমদার, সুবোধকুমার মজুমদার (দত্তখাড়ুয়া, পাবনা)। অষ্টমনিষা সমাজ—রমেশচন্দ্র রায়, জ্যোতিষচন্দ্র রায়, নীলমাধব রায়, বিনোদবিহারী রায়, শ্রীশনাথ রায় (অষ্টমনিষা, পাবনা) গোপালচন্দ্র রায়, গোবিন্দচন্দ্র রায়, মধুসূদন রায়, মুকন্দচন্দ্র রায় (বোদা, জলপাইগুড়ী) আশুতোষ রায় (কাসিয়াখোলা) গৌরগোপাল রায়, গিরিগোপাল রায়, রমণীমোহন রায়, মোহিনীমোহন রায়, সুরেন্দ্রমোহন রায় (শিববাটী, বগুড়া)। সিংহডাঙ্গা সমাজ—কৈলাসচন্দ্র রায়, যোগেশচন্দ্র রায়, (শিববাটী)উমেশচন্দ্র রায়, সুরেশচন্দ্র রায় (সাবদীন, রংপুর) সতীশচন্দ্র রায়, গোপালচন্দ্র রায়, ক্ষিতীশচন্দ্র রায় (বরিশাল, রংপুর) অন্নদাচরণ রায় (ফুলবাড়ী, রংপুর) বিজয়কৃষ্ণ রায় (ঘড়িয়ালডাঙ্গা, রংপুর) গতিনাথ রায় (নিমতিতা, মুরসিদাবাদ)। চণ্ডীপুর সমাজ—কৈলাসচন্দ্র সরকার, প্যারীচরণ সরকার, মাখনচন্দ্র সরকার, গৌরাঙ্গচন্দ্র সরকার, গিরিন্দ্রচন্দ্র সরকার, গোপালচন্দ্র সরকার, রামমোহন সরকার, বেণীমাধব সরকার, নিকুঞ্জমাধব সরকার, শরচ্চন্দ্র সরকার, চারুচন্দ্র সরকার,গিরিশচন্দ্র সরকার (চণ্ডীপুর-নদিয়া) পূর্ণচন্দ্র সরকার, সতীশচন্দ্র সরকার (নরিনা, পাবনা) ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার, (রাতুলপাড়া,নদিয়া)। পোতাজিয়া সমাজ—শ্রীশচন্দ্র রায়,হরিশ্চন্দ্র রায়,উপেন্দ্রনাথ রায়,কিরণচন্দ্র রায়, নিবারণচন্দ্র রায়, নলিনীচন্দ্র রায়,বেণীমাধব রায় (পোতাজিয়া, পাবনা) ব্রজবল্লভ রায় (দিনাজপুর) রাধাবল্লভ রায় (রাজসাহী , রাধিকানাথ রায় (ঘড়িয়ালডাঙ্গা, রংপুর) অখিলরঞ্জন রায়, নবদ্বীপচন্দ্র রায়, যোগেন্দ্রনাথ রায় (রঘুনাথগঞ্জ,মুর্শিদাবাদ) ভবেশচন্দ্র রায় (পয়দা, পাবনা)। মুনিদহ সমাজ –কৃষ্ণগোপাল মজুমদার (নারণা, পাবনা)।

মাধবের বংশ।

(নবরত্নপাড়ার রায়)

পোতাজিয়া সমাজ—বিনোদিমোহন রায়, সত্যেন্দ্রমোহন রায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন রায়, রবীন্দ্রমোহন রায়, ভূপেন্দ্রমোহন রায়, হরেন্দ্রমোহন রায়, ভূমেন্দ্রমোহন রায় উপেন্দ্ররঞ্জন রায় (পোতাজিয়া, পাবনা) রামচন্দ্র রায়, পূর্ণচন্দ্র রায়, হেমচন্দ্র রায়, রাধিকালাল রায়, প্যারীলাল রায়, কুঞ্জলাল রায়, নন্দলাল রায় (রাজসাহী) ব্রজেন্দ্র

লাল রায়, ত্রৈলোক্যনাথ রায় (পাবনা) কৃষ্ণলাল রায় (বনয়ারীনগর, পাবনা) রাধিকানাথ রায় (কাশীধাম) নীলকান্ত রায় (চিথলিয়া, নদিয়া) মুকন্দলাল রায় (পাঁড়খোলা, পাবনা) মহেন্দ্রকুমার রায় (চিথলিয়া, নদিয়া) দেবেন্দ্রকুমার রায়, তীন্দ্রকুমার রায়, সৌরেন্দ্রকুমার রায়, ভূপেন্দ্রকুমার রায়, আনেন্দ্রকুমার রায়, (তাজপুর, নদিয়া) মন্মথনাথ রায় (রায়কালী, বগুড়া) বিধুভূষণ রায় (বর্দ্ধনকুটী, রংপুর) রাধাবিনোদ রায়, বিজয়বিনোদ রায়, গোপালচন্দ্র রায় (কাকিনা, রংপুর) শীলাল রায় (বহরমপুর) রাখালদাস রায় (উধুনিয়া, পাবনা) মহেশচন্দ্র রায় (রাধানায়, পাবনা) হেমচন্দ্র রায়, মহেন্দ্রনাথ রায়, কিরণচন্দ্র রায় (বাগতুলী, ফরিদপুর) নেশচন্দ্র রায় (নবদ্বীপধাম) বসন্তকুমার রায় শিশিরকুমার রায় (বাহাদুরপুর, দীয়া)।

মহিমাপুর সমাজ।

(দেবিদাস খাঁর ধারা)

পূর্ণানন্দ রায়, গোকুলানন্দ রায়, জগদানন্দ রায়, হরানন্দ রায়, নিখিলানন্দ রায়, লানন্দ রায়, জ্ঞানদানন্দ রায় (শিঙ্গা, পাবনা) বৈদ্যনাথ রায় (রাজসাহী) সতীশচন্দ্র রায় (মাচগ্রাম, রাজসাহী)। ভূতিয় সমাজ—বিনয়মোহন রায় (পাবনা) নিতাইসুন্দর রায়, গৌরসুন্দর রায়, (উধুনিয়া, পাবনা) মহেন্দ্রলাল রায়, রাজেন্দ্রলাল রায়, ানেন্দ্রলাল রায়, দেবেন্দ্রলাল রায়, নরেন্দ্রলাল রায়, ধীরেন্দ্রলাল রায়, সত্যেন্দ্রলাল য় (শিববাটী, বগুড়া)।

শঙ্করের বংশ।

মহেশরোল সমাজ—প্রসন্ননাথ রায় (বহরমপুর) রাধিকানাথ রায় (রংপুর) গোবিন্দ রায়, যশোদাগোবিন্দ রায় (রঘুনাথগঞ্জ) অবিনাশচন্দ্র রায় (পাবনা) কাশ রায় (নিমতিতা) মুকুন্দলাল রায়, কৃষ্ণলাল রায় (রাধানগর, পাবনা)। মকুড়া সমাজ—বৃন্দাবনচন্দ্র রায় (মালতীনগর, বগুড়া)। রহিমপুর সমাজ—ইশ্বর রায়, অমূল্যচরণ রায় (দিনাজপুর) অবিনাশচন্দ্র রায়, রাধিকাচরণ রায় রহিমপুর, পাবনা) প্যারীলাল রায়, হৃদয়বন্ধু রায় (মাচগ্রাম রাজসাহী)।

শিবের বংশ।

ইস্কাবট সমাজ—ভবানীনাথ রায় (চিথলিয়া) জ্যোতিষচন্দ্র রায় (কাশীধাম) নাথ রায়, অম্বিকানাথ রায়, কুমুদনাথ রায় (পোতাজিয়া) সুরেশচন্দ্র রায়, কুমার রায়, বিজয়কুমার রায়, ভবেশকুমার রায়, দীনেশকুমার রার, প্রতাপচন্দ্র

রায় (পাবনা) পরমেশচন্দ্র রায়, অমরেশচন্দ্র রায় (কাশীধাম) হরশঙ্কর রায় (পোড়াদহ, নদীয়া)।

পোতাজীয়ার নন্দী বংশ।

রাধাকৃষ্ণ রায় (নবাবগঞ্জ, রংপুর)।

বল্লার নন্দীবংশ।

শশিভূষণ সরকার, মন্মথনাথ সরকার, চন্দ্রনাথ সরকার (চণ্ডীপুর)।

পয়দার নন্দীবংশ।

বৃন্দাবনচন্দ্র রায় (পয়দা, পাবনা)।

জুলিয়াদহের নন্দীবংশ।

রাধাগোবিন্দ নন্দী, প্রাণগোবিন্দ নন্দী, অন্নদাগোবিন্দ নন্দী (রায়টা, নদিয়া) যতীন্দ্রনাথ নন্দী, প্রিয়নাথ নন্দী (জুলিয়াদহ)।

সেকপুরের নন্দীবংশ।

যতীন্দ্রনাথ নন্দী, কুঞ্জলাল নন্দী, (সেকপুর, পাবনা) গোকুলচন্দ্র নন্দী (বৃন্দাবন ধাম)।

চাকীবংশ।

"যদুনন্দনের ঢাকুরে লিখিত সমাজ স্থান—

"সিমলা, হেলঞ্চ গ্রাম, অষ্টমনিষা প্রধান,
মেদোবাড়ী, কেচুয়াডাঙ্গা আর।
বাজুরাস, গোবিন্দপুর নলমুড়া, অতিশূর,
সেকন্দরপুর কহিসার॥
গাজনা, দুর্ল্লভপুর, শ্যামনগর গঙ্গাতীর,
মহেশরৌল, ঢাকটোর স্থান।
সকলের কুলক্রিয়া, নিরাবিল বাছিয়া,
কার্য্য কৈলা সবাই প্রধান॥
ইহা মধ্যে কোন জন, হইলে পদস্খলন,
হয় যেন বিষ্ণু তৈলের চাড়া।
যদি দাস নন্দীসনে, কার্য্য করে এধানে,
পুনরপি হয় সেই খাড়া॥"

(যদুনন্দন)

এতদ্ব্যতীত মৌরট্ট, উক্তাপোল, বপড়িয়া, পানানগর. কুমারী, চাচকিয়া, রামদিয়া, রাঘুটিয়া, হেমরাজপুর, দীলনাগর, রঘুনাথপুর।

সরিষার চাকী।

অষ্টমনিষা সমাজ—শ্রীশচন্দ্র রায় (অষ্টমনিষা, পাবনা) রজনীকান্ত রায় (কাকিনা, রংপুর) হরিদাস রায়, মন্মথনাথ রায়, কিশোরীরঞ্জন রায় (রংপুর) বীরেন্দ্রলাল রায় (শিববাটী, বগুড়া) অজিতনাথ রায়, নগেন্দ্রনাথ রায়, প্রাণবন্ধু রায় (গোতজিয়া) রাধারঞ্জন রায়, রাধারমণ রায়, রমণীমোহন রায় (নাটোর) যতীন্দ্র-মোহন রায়, সুশীলচন্দ্র রায়, সুরেশচন্দ্র রায়, সুধীরচন্দ্র রায়, সুবলচন্দ্র রায় (শিববাটী, বগুড়া) মুকুন্দলাল রায়, শরচ্চন্দ্র রায়, গিরিন্দ্রচন্দ্র রায়, সুধাসিন্ধু রায়, হৃদয়বন্ধু রায়, ফণীন্দ্রচন্দ্র রায়, মণীন্দ্রচন্দ্র রায় (পূর্ব্বদেউলা, পাবনা) রাজেন্দ্রমোহন রায় (রায়কালী, বগুড়া) মণীন্দ্রচন্দ্র রায়, রাধাপ্রসাদ রায় (অষ্টমনিষা)।

বাজুরাসের চাকীবংশ।

কেচুয়াডাঙ্গা সমাজ—যামিনীমোহন রায় (রঘুনাথগঞ্জ) নিকুঞ্জবল্লভ রায়, রমণীমোহন রায়, নলিনীমোহন রায়, অবিনাশচন্দ্র রায়, বিশ্বনাথ রায়, গোলকনাথ রায় (বহরমপুর) চন্দ্রনাথ রায়, নলিনাক্ষ রায়, ধীরেন্দ্রনাথ রায়, মনোরঞ্জন রায় (চিথলিয়া, নদীয়া) গোকুলচন্দ্র রায়, পূর্ণচন্দ্র রায়, প্রতাপচন্দ্র রায়, হেমচন্দ্র রায় রামনগর বর্ত্তমান অষ্টমনিষা, পাবনা) কেদারনাথ রায়, সুরেন্দ্রনাথ রায়, (দমদম, কলিকাতা) নিকুঞ্জবিহারী রায় (শিববাটী) গোবিন্দসুন্দর রায় (রায়কালী) সতীশচন্দ্র রায় (টেপা, রংপুর)। রাইচরণ রায়, হেমচন্দ্র রায়, দেবেন্দ্রলাল রায় (চণ্ডীপুর)।

মেদোবাড়ী সমাজ—যাদবানন্দ রায় (দমদম্ কলিকাতা) বিন্দুমাধব রায়, সৌরেন্দ্রমাধব রায়, গিরিন্দ্রমাধব রায় (রংপুর)। গোবিন্দপুর সমাজ—মন্মথনাথ চৌধুরী বৃন্দাবনধাম) বীরেশচন্দ্র চৌধুরী, চারুচন্দ্র চৌধুরী (কাকিনা)। সেকেন্দরপুর সমাজ—জগদ্দুর্ল্লভ মজুমদার, চন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, কৃষ্ণলাল মজুমদার (চণ্ডীপুর, নদীয়া) বীরেন্দ্রলাল মজুমদার (পয়দা, পাবনা) হেমগোপাল মজুমদার শচীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার (গাড়াদহ, পাবনা) দীনবন্ধু মজুমদার (বাহাদুরপুর, নদিয়া) হৃদয়বন্ধু মজুমদার (শিববাটী, বগুড়া)।

মৌরট্টের চাকীবংশ।

দুর্লভপুর সমাজ—হরিনাথ মৌলিক (বহরমপুর) পূর্ণচন্দ্র মৌলিক রায় বাহাদুর (বৈদ্যনাথধাম) রমেশচন্দ্র মৌলিক, শ্রীশচন্দ্র মৌলিক (দুর্লভপুর, নদিয়া)। ঢাক-

ঢোর সমাজ—পূর্ণচন্দ্র সরকার, জগদীশচন্দ্র সরকার, গিরিশচন্দ্র সরকার (ঢাকঢোর রাজসাহী) হরিমাধব সরকার (রাজসাহী) রমেশচন্দ্র সরকার, অনুকূলচন্দ্র সরকার (নাটোর) নগেন্দ্রনাথ সরকার (অষ্টমনিষা)। মহেশরোহালি সমাজ—অতুলবিহারী রায়, বীরেন্দ্রবিহারী রায় (পাবনা)। মৌরট্ট সমাজ—বৃন্দাবনচন্দ্র মজুমদার (রহিমপুর) রামচন্দ্র মজুমদার, বিনোদচন্দ্র মজুমদার (কাশীধাম) কৈলাশনাথ মজুমদার (অষ্টমনিষা) রঙ্গনাথ মজুমদার, কৃষ্ণরঞ্জন মজুমদার (রাজসাহী) মাখনলাল মজুমদার, বিজয়লাল মজুমদার, হরিদাস মজুমদার (নবদ্বীপধাম) রাধাচরণ মজুমদার (রংপুর) বৃন্দাবন চন্দ্র মজুমদার (চণ্ডীপুর) গৌরাঙ্গসুন্দর রায়, অবিনাশচন্দ্র রায়, অক্ষয়চন্দ্র রায় (পোতাজিয়া) বিষ্ণুচরণ সরকার, শশাঙ্কমোহন সরকার (কুষ্টিয়া) দিলপসার সমাজ—হরিশচন্দ্র মজুমদার (পাবনা) শশীভূষণ মজুমদার, মোহিনীমোহন মজুমদার, (কলিকাতা) ইন্দুভূষণ মজুমদার, রাধাবল্লভ মজুমদার (রায়টা) যোগেন্দ্রমোহন মজুমদার। হেমরাজপুর সমাজ—ভুবনচন্দ্র সরকার, সুরেশচন্দ্র সরকার, যোগেশচন্দ্র সরকার, প্রসন্নচন্দ্র সরকার, বামাশঙ্কর সরকার, গিরিজাশঙ্কর সরকার, রাধারমণ সরকার, ত্রিপুরাশঙ্কর সরকার (চণ্ডীপুর) অম্বিকাচরণ সরকার (পাবনা)। কুমারী সমাজ—যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রজনীকান্ত চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, কৃষ্ণনাথ চৌধুরী, ফণীন্দ্রমোহন চৌধুরী (কুমারী, নদিয়া)। গাজনা সমাজ—অনারেবল রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী (কাকিনা) শরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী (ঘড়িয়াল ডাঙ্গা রংপুর)। রঘুনাথপুর সমাজ—সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী (নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ) গৌরবিনোদ চৌধুরী (আমলাগাছি, রংপুর)।

পাঁড়খোলার চাকীবংশ।

ত্রৈলোক্যনাথ চাকী, অখিলনাথ চাকী (পাঁতখোলা, পাবনা)।

নাগবংশ।

কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ উকিল রায় বিশম্ভর বাহাদুর ১৩১৫ সনে কেবল নাগবংশের বিস্তারিত বিবরণ, আধুনিক বাসস্থান উল্লেখে ঢাকুর প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আধুনিক নাগবংশের সমাজ স্থান উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

সিংহবংশ।

যদুনন্দনের ঢাকুরে লিখিত সময়ে কাতিয়া (করতজা) যোজনকান্দী, পরীক্ষিৎদিয়া, চোঁয়ার, উধুনিয়া সমাজস্থল। চোঁয়াসমাজ—গোপেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, কমলকৃষ্ণ সিংহ (বারৈহাটী, রাজসাহী) বিশ্বনাথ সিংহ

(পোড়াদহ) শ্রীশচন্দ্র সিংহ (জামালপুর, পাবনা) কিশোরীলাল সিংহ (জঙ্গীপুর) রাধাবল্লভ সিংহ, ব্রজবল্লভ সিংহ (ছোটকালীয়াই, মুর্শিদাবাদ)। উধুনিয়া সমাজ—রামচন্দ্র সিংহ, প্রসন্নচন্দ্র সিংহ, ললিতচন্দ্র সিংহ (কাকিনা, রংপুর) হর্ষগোবিন্দ সিংহ, শিশিরগোবিন্দ সিংহ (উধুনিয়া, পাবনা)।

দেববংশ।

কাণাসোণা, তারাগুণা, কাগদহ, হিড়িমদিয়া, চিথলিয়া, তাড়াশ, বর্দ্ধনকুটী প্রধান সমাজ। তাড়াশ সমাজ—কুমার ক্ষিতিশভূষণ রায়, কুমার রাধিকাভূষণ রায় (নওয়ারীনগর, পাবনা) প্রবোধচন্দ্র রায়, হেমচন্দ্র রায় (তাড়াশ, পাবনা)। কালীলাল রায় (বৈদ্যনাথধাম)। কাগদহ সমাজ—জগচ্চন্দ্র মজুমদার (কাকিনা) রুদ্র মজুমদার, অবিনাশচন্দ্র মজুমদার, মাখনলাল মজুমদার (খাঁড়ারা, নদিয়া) চিথলিয়া সমাজ—ব্রজেন্দ্রলাল চৌধুরী (চিথলিয়া)। বর্দ্ধনকুটী সমাজ—কুমার চন্দ্র কুমার রায় (বর্দ্ধনকুটী, রংপুর)।

রায়কালী দেববংশ।

আনন্দলাল চৌধুরী, কুঞ্জবিহারী চৌধুরী, প্রিয়নাথ চৌধুরী, জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী, নাথ চৌধুরী, হরিকুমার চৌধুরী (রায়কালী, বগুড়া)।

রাধানগরের দেববংশ।

যোগেন্দ্রনাথ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রফুল্লনাথ মজুমদার, বিহারীলাল মজুমদার (রাধানগর, পাবনা)।

মাদলার দেববংশ।

রাজেন্দ্রনাথ সরকার, যোগেন্দ্রনাথ সরকার, দিগিন্দ্রনাথ সরকার (মাদলা, বগুড়া)

দত্তবংশ।

রাজস্থান—কাউনবাড়ী, বটগ্রাম, রাধানগর, সেগুপুর, রূপট। টেপার—দক্ষজামোহন রায়চৌধুরী, অন্নদামোহন রায়চৌধুরী, সারদামোহন রায় যতীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী (টেপা, রংপুর) যতীন্দ্রনাথ দত্ত (রূপট) কালীনাল মজুমদার (রাধানগর, পাবনা)।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী রায়।

উপাসনা তত্ত্ব।

জগতে উপাসনা বহুপ্রকারে চলিতেছে। একরূপ না একরূপ উপাসনা সকলেই করিয়া থাকেন। কেহ ধনের, কেহ জনের, কেহ বিদ্যার, কেহ অবিদ্যার, কেহ কামাদি বৃত্তির, কেহ রূপাদি বিষয়ের, কেহ বা পত্নীপুত্রাদির উপাসনায় কালাতিপাত করিতেছেন। আবার ঈশ্বরোপাসনাও বহুপ্রকারে চলিতেছে। কেহ কাষ্ঠপ্রস্তরাদি নির্ম্মিত প্রতিমার, কেহ অগ্নি সূর্য্যাদি প্রতীকের, কেহ আত্মার, কেহ ব্রহ্মাণ্ডের, কেহ পার্থিব বস্তুর, কেহ জীবের, কেহ বা শিবেরই উপাসনা করিতেছেন। কেহ তাঁহাকে নররূপী কেহ বা নারীরূপিণী মনে করেন। কেহ তাঁহাকে লম্পট সাজায়, কেহ বা ভীষণ করালবদনা মূর্ত্তির ধ্যান করে। কেহ বলে, তিনি কিশোরীরঞ্জন চিকণকালা, কেহ বলে, তিনি মদ্য পানোন্মত্তা দিগ্বসনা কালী। কেহ তাঁহার প্রীত্যর্থে জীববলি দেন, কেহ বা তচ্ছ্রবণে কর্ণে অঙ্গুলি স্থাপন করেন। কেহ সাত্ত্বিকাহার করিয়া থাকেন, কেহ বা মাংস মদ্যাদি ভোজনে তৎপর। কেহ ব্রহ্মচর্য্য করেন, কেহ বা মৈথুনধর্ম্মই শ্রেয়স্কর বলেন। কেহ বলেন, তাঁহার লিঙ্গভেদ নাই; আবার কেহ বলেন, তিনি উভলিঙ্গ, তাই স্ত্রীপুরুষ সংযোগ ভিন্ন তাঁহাদের উপাসনাই হয় না। কেহ বলেন, তিনি সগুণ-সাকার, কেহ বলেন নির্গুণ-নিরাকার। কেহ নির্ব্বাণমুক্তি বাঞ্ছা করেন, কেহ বলেন, মুক্তি চাই না। এইরূপে বহুজনে বহুরূপে ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করায়, উপসনারও ক্রম বহুপ্রকার হইয়া গিয়াছে। আধুনিক বিবিধ মত সকলের সৃষ্টি হওয়ায় লাভের মধ্যে পরস্পর দ্বেষাদ্বেষি বৃদ্ধি পাইতেছে।

আর্য্যঋষিগণ ব্রহ্মোপাসক ছিলেন। তাঁহাদের উপাসনায় সম্প্রদায় ভেদ ছিল না, সকলে এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইতেন, তাই একদিন জ্ঞান বিজ্ঞানে তাঁহারা পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা মানিতেন যে, পরমব্রহ্ম 'ওঙ্কার' রূপে নিখিল জগদ্ ব্রহ্মাণ্ডকে স্বীয় অঙ্গে ধারণ করিয়া আছেন। শাক্ত বৈষ্ণবাদি সাম্প্রদায়িক দীক্ষায় ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মোপাসনা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে; ফলে মুক্তির আশা দূরে থাকুক, দলাদলির চক্রযন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়া আমরা শনৈঃ শনৈঃ ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হইতেছি। কয়েক শতাব্দি পূর্ব্বে অসাধারণ জ্ঞানী মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য্য এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবেই ভারতীয় নাস্তিকদিগের যুক্তি খণ্ডন করিয়াছিলেন। সে দিনও কায়স্থ কুলোদ্ভব বিশ্ববিজয়ী আচার্য্য বিবেকানন্দ, সনাতন ব্রহ্মোপাসনার মহিমা, আমেরিকার ধর্ম্মসঙ্ঘে প্রচার করিয়া ভারতের গৌরব রক্ষা করিলেন। বিশ্ববাসীগণ পরাভূত হইয়া আমাদের যে পরাবিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেন, যে বিদ্যা শিক্ষার

প্রথায় ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীগণ আচার্য্য বিবেকানন্দের পদাঙ্কানুসরণ করিলেন, এখনও তৎশিষ্যগণের শিষ্যত্ব করিতেছেন। হায়! আমরা তাঁহার স্বদেশবাসী ও স্বজাতি হইয়াও পরাবিদ্যার সেবা করিতেছি না—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি চিন্তা না করিয়া, ইচ্ছানুকল্পিত, বিজ্ঞানবিরহিত সান্ত পদার্থ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেছি। আবার অনুষ্ঠানপূর্ণ কর্ম্মকাণ্ডে নির্ভর করিলে, ব্যবসায় বিশেষের পোষকতা করা হয় মাত্র, তাহাতে নিজের কি হইবে? তাহাতে যদি মুক্তি লাভের সম্ভাবনা থাকিত, তবে উপনিষৎ ও দর্শনাদি শাস্ত্র সমগ্র জগতে এত আদরনীয় হইত না—আত্মকর্ম্ম অনুভবের জিনিষ। যাহা প্রকৃত কর্ম্ম তাহা কর্ম্মী সদ্গুরু সকাশে শিক্ষা লাভ করিতে হয়। শাস্ত্র বিধি মত কর্ম্ম, যথা, ব্রহ্মচর্য্যাদিব্রত অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ ও তপস্যাদিক্রমে উত্তরোত্তর অগ্রগামী হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়; সে অবস্থায় কর্ম্ম সমাপ্তি হইয়া যায়। ভ্রাতৃগণ! নিজে পরিশ্রম না করিয়া উকিলের হাতে ভার দিলে, সে হাকিম কর্ণপাত করিবেন না। সে কর্ম্মে অমুক দেবতা অমুক পূজা দিলে অসন্তুষ্ট হইবেন, অমুক অপেক্ষা অমুক শক্তিমান, এমত পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই। ইহা দ্বারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বহু ঈশ্বর কল্পিত হয় বলিয়া বরং ব্রহ্মবিদ্-গণ ইহা পছন্দ করেন না।

সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম দ্বন্দ্বরহিত, তাঁহার নিকট জাতি ভেদ নাই, লিঙ্গ ভেদ নাই, তিনিই সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের নিয়ামক। তাঁহার জন্য জীব যতটুকু সাধনা করিতে পারে তাহা কোন কালেই নষ্ট হয় না। যোগভ্রষ্ট হইয়া মৃত্যু হইলেও আবার পর জন্মে সেই পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মফল, তহবিলে মজুৎ মিলে। তিনি উপকরণের ত্রুটি লইয়া অভিশাপ দেন না। হৃদয় ও শ্রদ্ধামাত্র উপকরণ লইয়াই তৎসেবায় অভি-ষিক্ত হইতে পারা যায়; পার্থিব বস্তুর ত্রুটি জনিত ভয় নাই, যেহেতু সমস্ত বস্তুর মূলে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম; তাঁহার মায়াতেই কল্পিত। অতএব সকলেরই কর্ত্তব্য, সেই পরাবিদ্যা ব্রহ্মতত্ত্ব লাভের চেষ্টা করা। পরব্রহ্মের মহিমা প্রকাশক, ছন্দের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ "গায়ত্রী" ছন্দোযুক্ত এবং সমগ্র বেদের বীজ, যে ওঙ্কারের মহিমা যাহাদ্বারা মুখ্যরূপে কীর্ত্তিত হয়, এমন যে ত্রিপাদগায়ত্রী মন্ত্র, ওঙ্কার ও ব্যাহৃতি সহ যাহা বৈদিক সংস্কার উপনয়ন কালে মাণবককে উপদিষ্ট হয়, সেই চরম দীক্ষা। ইহার উপর আবার কি দীক্ষার প্রয়োজন? পরমান্নের উপর পুঁইশাক-চচ্চরী বা অন্নাদিরস ভক্ষণে যেমন বিষক্রিয়া ঘটে ও পরমান্ন ভোজন ব্যর্থ হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মগায়ত্রী দীক্ষার উপর তান্ত্রিকী (সাম্প্রদায়িক) দীক্ষা গ্রহণে, ব্রহ্মজ্ঞানের বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। ব্রহ্মদীক্ষারূপ পরমান্নের উপর ব্রত চতুষ্টয়, যজ্ঞবিধি

তত্ত্বমস্যাদি, যোগ ও সন্ন্যাসের বিষয় শিক্ষারূপ মিষ্টান্ন ভোজন করাই বরং কর্ত্তব্য।

সাধরণতঃ জীবসকল অনিত্য বস্তুর উপাসনায় রত থাকে। তদুপাসকেরা বুঝিতে পারে না যে তাহাতে বন্ধনই দৃঢ় হয় মাত্র, অমৃতত্ব লাভের আশা তাহাতে নাই। পরব্রহ্মের উপাসনাই জীবের ভবব্যাধি নিবারণের অমোঘ ঔষধ। শাস্ত্রে ইহাই পরাবিদ্যা নামে কথিত।

গীতার অষ্টম অধ্যায়ে আছে, "অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং।" ৭ম অধ্যায়ে "প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু"। ১৭শ অধ্যায়ে বলিতেছেন,—"ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥" ৮ম অধ্যায়ে আরও বলিয়াছেন,—"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্। যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥" এই সকল বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্ববেদের সার, প্রণবরূপী অক্ষরই পরব্রহ্ম। ইহাই ব্রহ্মের প্রকৃত নাম। ইহা হইতেই নিখিল জগৎ বিকশিত এবং এই 'ওঁ' উচ্চারণ পূর্ব্বক যিনি দেহ ত্যাগ করেন, তিনি নিশ্চয় ব্রহ্মপদপ্রাপ্ত হন। ব্রহ্মবিদ্যোপনিষদ্ বলিতেছেন,—"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম যদুক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ।" ব্রহ্মোপাসনা কেমনে করিতে হয়, তাহার সঙ্কেত মুণ্ডকোপনিষদে আছে। যথা'—"প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥" আত্মরূপী শর প্রণবরূপ ধনুকে সংযোজিত করিয়া ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিতে হয়; অর্থাৎ অন্তঃকরণের সহিত প্রণবাশ্রয় না করিলে ব্রহ্ম প্রাপ্তি ঘটিতে পারে না। কঠোপনিষৎ দ্বিতীয়বল্লীতে আছে, "সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বানি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি। ওমিত্যেতৎ॥১৫॥" যম নচিকেতাকে ব্রহ্মার মহিমা বর্ণন পূর্ব্বক বলিতেছেন, বেদসমূহ যাহার স্বরূপ মুখ্যরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাঁহার জন্য তপস্যা ও ঊর্দ্ধরেতত্বাদি ব্রত করা হয়, সেই ব্রহ্ম স্বরূপ ওঁকারকেই জানিবে। আবার বলিতেছেন, "এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরং। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ এতদালম্বনংশ্রেষ্ঠ মেতদালম্বনং পরং। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"১৬—১৭॥" অর্থাৎ পরমাক্ষর বলিয়া প্রসিদ্ধ এই প্রণবরূপী ব্রহ্ম অবিনাশী, ইনি সকলের প্রধানাশ্রয়; ইঁহাকে জানিতে পারিলে লোক সকল ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়। সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষৎ ওঙ্কারকে উদ্গীথও উপাস্যতম বলিয়াছেন। উদ্গীথ অর্থাৎ এই শব্দ আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মের মহিমা উচ্চৈঃস্বরে গীত হয়। "ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত।" ১।১।১॥ ইত্যাদি

শ্রুতি প্রমাণে জানা যায় যে "ওম্" ইহাই ব্রহ্মের প্রকৃত ও প্রিয় নাম। ওঁকার ব্যতীত পরব্রহ্মের সাধনা হয় না।

যোগদর্শনে সমাধিপাদের "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। তজ্জপস্তদর্থভাবনম্। ২৭-২৮॥ ইত্যাদি সূত্রেরও তাৎপর্য্য,ঈশ্বর ও প্রণবের বাচ্যবাচকতারূপে সম্বন্ধ জানিয়া, ওঙ্কারের রূপ সাহায্যে ঈশ্বরোপাসনা করিতে হয়। মুমুক্ষুর প্রধান অবলম্বন বেদান্তশাস্ত্রে একমাত্র ব্রহ্মকেই সত্য ও নিত্য এবং তাছাড়া সমস্তই মিথ্যা ও অনিত্য বলা হইয়াছে। বৈদিকশাস্ত্র নিচয়ের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে যাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, যিনি মহদ্‌যশের পাত্র, মাদৃশ অজ্ঞানী প্রাণীর লিখিত এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার কতটুকু গুণ গান স্থান লাভ করিতে পারে? অতএব অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এস্থলে এইমাত্র বলা আবশ্যক, যে তন্ত্রশাস্ত্রে বিবিধ প্রকার মন্ত্র ও ধ্যান যোগে বিবিধ দেবদেবীর উপাসনা বিধি ও গায়ত্র্যাদি কল্পিত হইয়াছে, তাহাতেও প্রণবরূপী সমষ্টি চৈতন্য পরব্রহ্মের নাম ও বেদ প্রাধান্য অস্বীকৃত হয় নাই। "অক্ষরঃ স্বয়মীশ্বরঃ" "ওঙ্কারস্তু প্লুতোজ্ঞেয়স্ত্রিনাম ইতি সংজ্ঞিতঃ।" ইত্যাদি স্থলে এবং প্রত্যেক বীজ ও মন্ত্রের আদিতে প্রণবও উচ্চারণ করিবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ আছে। প্রণব বিহীন মন্ত্র নির্বীজ বিধায় অঙ্কুরিত হয় না, তাহাও অস্বীকৃত নহে। বর্ত্তমান তান্ত্রিক গুরু ব্যবসায়ীগণ তথাকথিত শূদ্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর জাতিকে দীক্ষা দান কালে মুখ্য জিনিষ প্রণবটী ফাঁকি দিয়া থাকেন। তন্ত্রশাস্ত্র কিন্তু সেরূপ অবৈধ উদ্দেশ্য পোষণ করিবার সাহস রাখেন না। তন্ত্রশাস্ত্র স্পষ্টতঃ বলিতেছেন,—"তন্ত্রোক্তংপ্রণবং দেবি বহ্নিজায়াশ্চ সুন্দরীং। প্রজপেৎ সততং শূদ্রো নাত্রকার্য্যা বিচারণা।" "প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্ববর্ণ দ্বিজোত্তমঃ। নিবৃত্তে ভৈরবী চক্রে সর্ব্ববর্ণ পৃথক্ পৃথক্।"

এহেন সর্ব্ববাদী সম্মত ব্রহ্মবীজ প্রণব, যাঁহা হইতে ভূরাদি লোকের উৎপত্তি ও লয় হয়, যাঁহার অতিরিক্ত আর কিছুই নাই, লয়কালে যাঁহার অঙ্গে সকলের স্থান হয়, তাঁহার উপাসনা করাই জীবের প্রধান কর্ত্তব্য।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, "প্রণবং ব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ। উপাস্যং পরমং যত্র আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥" ঋষিবর প্রণব ব্যাহৃতিসহ গায়ত্রীর উপাসনা করিবার জন্য সকলকেই অনুশাসন করিতেছেন। ইহাই বৈদিকী দীক্ষা। উপনয়নে বালককে ইহাই জপ করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়। এই দীক্ষা গ্রহণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহা অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অন্য কোন উৎকৃষ্ট উপায় নাই। ওঙ্কারকে সম্যকরূপে অবগত হইলে জীব সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারে। ছান্দো-

গোপনিষৎ ৪র্থ প্রপাঠক ১৭শ খণ্ডে ব্যাহৃতি ও ৩য় প্রঃ ১৩শ খণ্ডে গায়ত্রীতে ব্রহ্মোপাসনার বিষয় বিস্তর বলিয়াছেন। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন "গায়ত্রী চ্ছন্দসামহং।" ছন্দের মধ্যে গায়ত্রীচ্ছন্দই উৎকৃষ্ট। সেই গায়ত্রী ছন্দোবদ্ধ, ঋক্ যজু সাম, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, সত্ত্ব-রজ-তম, পৃথিবী-অন্তরীক্ষ-স্বর্গ এবং অ-উ-ম রূপী ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি যাঁহা হইতে উৎপন্ন সেই প্রণব ও তন্মাহাত্ম্য বিস্তারকারী ব্যাহৃতিসহ সেই ত্রিপদা ব্রহ্মগায়ত্রীর উপাসনা করাই বেদানুবর্ত্তী হিন্দুগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা না করিলে নাস্তিক ও অহিন্দু বলিয়া গণ্য হইতে হয়। দর্শনশাস্ত্র প্রণেতা ঋষি বৃন্দের মধ্যে, বৌদ্ধ ও চার্ব্বাক দর্শন বেদ না মানাতেই নাস্তিক বলিয়া অভিহিত ও সমাজগণ্ডীর বহির্দ্দেশে অবস্থিতি লাভ করিতেছে, কিন্তু জৈমিনি ও কপিলাদি অন্যান্য আস্তিক দর্শনের সহিত, মত পার্থক্য হওয়া সত্ত্বেও, বেদ মর্য্যাদা রক্ষা হেতু, আস্তিক দলেই স্থান পাইয়াছেন। তান্ত্রিকগণও "কলাবাগম সম্মতাং।" বলিয়া এবং "ন তস্য প্রতিমাহস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ।" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অবহেলা করিয়া, যিনি প্রতিমা মান্য না করিবেন, তিনি ব্রহ্মবাদী হইলেও নাস্তিক বলিয়া গণ্য হইবেন, এরূপ বিপরীত বুদ্ধি অবম্বনে, কৌশলে বেদ প্রভাব ও ব্রহ্মবিদ্যা ক্ষুণ্ণ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফলে শূদ্র ভাবাপন্ন হইতে হইবে, যেমন পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মে ঘটিয়াছিল ও বহুচেষ্টায় শঙ্করাচার্য্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন; এই সকল চিন্তা করিয়া বৈদিক সংস্কার গ্রহণ ও তচ্ছিহ্ন যজ্ঞসূত্র সর্ব্বক্ষণ ধারণ করিবার ব্যবস্থা রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। নতুবা তাঁহাদের জপ ও পূজাদি বৈদিকাচারে কিছুই হয় না, সমস্তই তান্ত্রিকাচারে হইয়া থাকে—সূত্রের পরিবর্ত্তে সাম্প্রদায়িক মালাতেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

এই যে আজি কতিপয় হিংসা পরায়ণ শূদ্রচেতা ব্যক্তি, কায়স্থের ক্ষুদ্রত্ব প্রতিপাদনে অগ্রসর হইতে সাহস প্রকাশ করিতেছেন, ইহাও কায়স্থদের তান্ত্রিকতার সম্পূর্ণ নির্ভর করার ফল মাত্র। অকপট বীর হৃদয় কায়স্থজাতি ধর্ম্মরাজ্যে দোকানদারী না করিয়া, একদিকেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন। সহযোগী ব্রাহ্মণ সমাজ কায়স্থদের সহায়তায় তান্ত্রিকতা প্রচার করিয়াছিলেন। কায়স্থেরা "ডুবেছিত ডুব দিয়েছি, পাতাল কত দূরে দেখি।" অবস্থায় একনিষ্ঠ হইয়া দ্বিভাব ছাড়িয়া দিলেন। এইরূপে মহাতান্ত্রিক কায়স্থগণ বৈদিকাচার ত্যাগ করিলেন। তাই আজি সহযোগী ভায়ারা সুযোগ পাইয়া পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জানেন না যে আবার সেই বীর সাধক কায়স্থেরা যখন বৈদিক কর্ম্মে মনোনিবেশ করিবেন, তখন আবার প্রতিযোগিতায় ভায়াদিগকে পরাস্ত হইতে হইবে।

আসুন, কায়স্থ-ভ্রাতৃগণ! আর বিলম্ব কেন? অসহ্য জ্ঞাতির বাক্য, ক্ষমতা থাকিতে কেন সহ্য করিবেন? অবিলম্বে সকলে দৃঢ়ব্রতী হইয়া বৈদিক হউন। "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসাবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।" এই মহামহিম ব্রহ্ম দীক্ষায় দীক্ষিত ও সাধনায় জয়ী হওত, তেজস্বী হউন্। এইবার বলুন, "আয় মা সাধন সমরে।" ভ্রাতৃগণ! স্মরণ করুন,—আমাদের রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের তুল্য তপস্যা অন্য কে করিতে পারিয়াছিলেন? এই সেদিনও ব্রাহ্মণদের সহিত প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করিয়া আমাদের "সূর্য্যধ্বজ" ভ্রাতৃগণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন; লক্ষ্য রাখিতে হইবে প্রকৃত তত্ত্বোদ্ধারে যত্নবান্ হইয়া পরাবিদ্যা সাধন করা চাই। এই'ত প্রকৃত সংগ্রাম, ইহাই প্রকৃত ক্ষাত্রধর্ম্ম, ইহারই নাম ধর্ম্মযুদ্ধ, যাহা ভগবান বাসুদেব অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি সোহহং তত্ত্ব পরিষ্কার করিয়াছেন; উপনিষৎ-সমুদ্র মন্থন করিয়া যে অমৃত উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা পরম আদরের সামগ্রী। গীতায় ব্রহ্মবাক্য,—

"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥"
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

ইহার ভাবার্থ,—সমস্ত দেবদেবীর পূজা ত্যাগ করত একমাত্র ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারিলে তবে জীব জীবন্মুক্তি লাভ করে। অতএব পরম ব্রহ্মের উপাসনা ভিন্ন চরম গতি অসম্ভব।

এক্ষণে দীক্ষা বিষয়ে বোধ হয় কেহই বলিতে পারিবেন না যে কথিত ব্রহ্মদীক্ষা অপেক্ষা অন্য কোন উৎকৃষ্ট দীক্ষা আছে। মুখে বলিব, আমরা গর্ব্বী হিন্দু—আমরা ভারতীয় আর্য্যজাতি; অথচ উপাসনা কার্য্যে স্বেচ্ছামত অপৌরুষেয় ব্রহ্মবাক্যের অসম্মান করিব। এরূপ অস্থির আমাদের অপেক্ষা বেশেমান বা আমাদেরই মধ্যে তথাকথিত নাস্তিকবাদ সমর্থনকারী বৌদ্ধ যাঁহাদের এক নিষ্ঠতা প্রযুক্ত, অনেকাংশে কপটতা শূন্য বিধায় শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে এই ব্রহ্মদীক্ষায় অধিকারী কে দেখা যাউক। আমাদের উপনিষৎ, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের কুত্রাপি কি এমন বাক্য আছে যে, এ বিদ্যা কোন বিশেষের জন্য সুরক্ষীকৃত থাকিল? তাহা নাই, বরং মোক্ষ বিষয়ের এই বিদ্যা সকলের তুল্যাধিকার বিঘোষিত হইয়াছে। অজ্ঞানী জীব মোহান্ধ বিদর্শনে অক্ষমতা বিষয়ে অসমদর্শী হইয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা

গ্যোপনিষৎ ৪র্থ প্রপাঠক ১৭শ খণ্ডে ব্যাহৃতি ও ৩য় প্রঃ ১৩শ খণ্ডে গায়ত্রীতে ব্রহ্মোপাসনার বিষয় বিস্তর বলিয়াছেন। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন "গায়ত্রী চ্ছন্দসামহং।" ছন্দের মধ্যে গায়ত্রীচ্ছন্দই উৎকৃষ্ট। সেই গায়ত্রী ছন্দোবদ্ধ, ঋক্ যজু সাম, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, সত্ত্ব-রজ-তম, পৃথিবী-অন্তরীক্ষ-স্বর্গ এবং অ-উ-ম রূপী ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি যাঁহা হইতে উৎপন্ন সেই প্রণব ও তন্মাহাত্ম্য বিস্তারকারী ব্যাহৃতিসহ সেই ত্রিপদা ব্রহ্মগায়ত্রীর উপাসনা করাই বেদানুবর্ত্তী হিন্দুগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা না করিলে নাস্তিক ও অহিন্দু বলিয়া গণ্য হইতে হয়। দর্শনশাস্ত্র প্রণেতা ঋষি বৃন্দের মধ্যে, বৌদ্ধ ও চার্ব্বাক দর্শন বেদ না মানাতেই নাস্তিক বলিয়া অভিহিত ও সমাজগণ্ডীর বহির্দ্দেশে অবস্থিতি লাভ করিতেছে, কিন্তু জৈমিনি ও কপিলাদি অন্যান্য আস্তিক দর্শনের সহিত, মত পার্থক্য হওয়া সত্ত্বেও, বেদ মর্য্যাদা রক্ষা হেতু, আস্তিক দলেই স্থান পাইয়াছেন। তান্ত্রিকগণও "কলাবাগম সম্মতাং।" বলিয়া এবং "ন তস্য প্রতিমাহস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ।" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অবহেলা করিয়া, যিনি প্রতিমা মান্য না করিবেন, তিনি ব্রহ্মবাদী হইলেও নাস্তিক বলিয়া গণ্য হইবেন, এরূপ বিপরীত বুদ্ধি অবম্বনে, কৌশলে বেদ প্রভাব ও ব্রহ্মবিদ্যা ক্ষুণ্ণ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফলে শূদ্র ভাবাপন্ন হইতে হইবে, যেমন পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মে ঘটিয়াছিল ও বহুচেষ্টায় শঙ্করাচার্য্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন; এই সকল চিন্তা করিয়া বৈদিক সংস্কার গ্রহণ ও তচ্ছিহ্ন যজ্ঞসূত্র সর্ব্বক্ষণ ধারণ করিবার ব্যবস্থা রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। নতুবা তাঁহাদের জপ ও পূজাদি বৈদিকাচারে কিছুই হয় না, সমস্তই তান্ত্রিকাচারে হইয়া থাকে—সূত্রের পরিবর্ত্তে সাম্প্রদায়িক মালাতেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

এই যে আজি কতিপয় হিংসা পরায়ণ শূদ্রচেতা ব্যক্তি, কায়স্থের ক্ষুদ্রত্ব প্রতিপাদনে অগ্রসর হইতে সাহস প্রকাশ করিতেছেন, ইহাও কায়স্থদের তান্ত্রিকতায় সম্পূর্ণ নির্ভর করার ফল মাত্র। অকপট বীর হৃদয় কায়স্থজাতি ধর্ম্মরাজ্যে দোকানদারী না করিয়া, একদিকেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন। সহযোগী ব্রাহ্মণ সমাজ কায়স্থদের সহায়তায় তান্ত্রিকতা প্রচার করিয়াছিলেন। কায়স্থেরা "ডুবেছিত ডুব দিয়েছি, পাতাল কত দূরে দেখি।" অবস্থায় একনিষ্ঠ হইয়া দ্বিভাব ছাড়িয়া দিলেন। এইরূপে মহাতান্ত্রিক কায়স্থগণ বৈদিকাচার ত্যাগ করিলেন। তাই আজি সহযোগী ভায়ারা সুযোগ পাইয়া পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জানেন না যে আবার সেই বীর সাধক কায়স্থেরা যখন বৈদিক কর্ম্মে মনোনিবেশ করিবেন, তখন আবার প্রতিযোগিতায় ভায়াদিগকে পরাস্ত হইতে হইবে।

আসুন, কায়স্থ-ভ্রাতৃগণ! আর বিলম্ব কেন? অসহ্য জ্ঞাতির বাক্য, ক্ষমতা থাকিতে কেন সহ্য করিবেন? অবিলম্বে সকলে দৃঢ়ব্রতী হইয়া বৈদিক হউন। "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসাবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।" এই মহামহিম ব্রহ্ম দীক্ষায় দীক্ষিত ও সাধনায় জয়ী হওত, তেজস্বী হউন্। এইবার বলুন, "আয় মা সাধন সমরে।" ভ্রাতৃগণ! স্মরণ করুন,—আমাদের রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের তুল্য তপস্যা অন্য কে করিতে পারিয়াছিলেন? এই সেদিনও ব্রাহ্মণদের সহিত প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করিয়া আমাদের "সূর্য্যধ্বজ" ভ্রাতৃগণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন; লক্ষ্য রাখিতে হইবে প্রকৃত তত্ত্বোদ্ধারে যত্নবান্ হইয়া পরাবিদ্যা সাধন করা চাই। এই'ত প্রকৃত সংগ্রাম, ইহাই প্রকৃত ক্ষাত্রধর্ম্ম, ইহারই নাম ধর্ম্মযুদ্ধ, যাহা ভগবান বাসুদেব অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি সোঽহং তত্ত্ব পরিষ্কার করিয়াছেন; উপনিষৎ-সমুদ্র মন্থন করিয়া যে অমৃত উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা পরম উপাদেয় সামগ্রী। গীতায় ব্রহ্মবাক্য,—

"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥"
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

ইহার ভাবার্থ,—সমস্ত দেবদেবীর পূজা ত্যাগ করত একমাত্র ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারিলে তবে জীব জীবন্মুক্তি লাভ করে। অতএব পরম ব্রহ্মের উপাসনা ভিন্ন চরম গতি অসম্ভব।

এক্ষণে দীক্ষা বিষয়ে বোধ হয় কেহই বলিতে পারিবেন না যে কথিত ব্রহ্মদীক্ষা অপেক্ষা অন্য কোন উৎকৃষ্ট দীক্ষা আছে। মুখে বলিব, আমরা আর্য্য হিন্দু—আমরা ভারতীয় আর্য্যজাতি; অথচ উপাসনা কার্য্যে স্বেচ্ছামত অপৌরুষেয় ব্রহ্মবাক্যের অসম্মান করিব। এরূপ অস্থির আমাদের অপেক্ষা মুসলমান বা আমাদেরই মধ্যে তথাকথিত নাস্তিকবাদ সমর্থনকারী বৌদ্ধ তাঁহাদের এক নিষ্ঠতা প্রযুক্ত, অনেকাংশে কপটতা শূন্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।

এক্ষণে এই ব্রহ্মদীক্ষায় অধিকারী কে দেখা যাউক। আমাদের উপনিষৎ, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের কুত্রাপি কি এমন বাক্য আছে যে, এ বিদ্যা কোন বিশেষের জন্য স্বতন্ত্রীকৃত থাকিল? তাহা নাই, বরং মোক্ষ বিষয়ের এই শাস্ত্র সকলের তুল্যাধিকার বিঘোষিত হইয়াছে। অজ্ঞানী জীব মোহান্ধ বিধায় দর্শনে অক্ষমতা বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা

প্রকৃত বিদ্বান্ ও পণ্ডিতপদবাচ্য তাঁহারা "যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ', দর্শন করেন। ভগবান বলিয়াছেন "পণ্ডিতা সমদর্শিনঃ।" সাম্প্রদায়িক ভাব বেদান্ত বিরোধী। জাতি ও লিঙ্গভেদ পরিশূন্য বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মোপাসনায় সকলের তুল্যাধিকার আছে। যিনি বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকারক, সেই মহাশক্তিশালি শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন,—"ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতি ভেদাঃ।" আবার বলিয়াছেন,—

"শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ, মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভব সমাচিত্তঃ সর্ব্বত্রত্বং বাঞ্ছস্যচিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বং॥"
"ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকোবিষ্ণুঃ, ব্যর্থং কুপ্যসিময্য সহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বপশ্যাত্মন্যাত্মানং সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানং॥"

আবার "চিদানন্দরূপ শিবোহহং শিবোহহং" বলিয়াছেন। অতএব তিনি সর্ব্ববিষয়ে ভেদজ্ঞান পরিশূন্য, ইহাই প্রমাণীকৃত হয়। শিব, বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ, কালী প্রভৃতি নাম তাঁহার নিকট কমবেশী ছিল না। বৈষ্ণবও তিনি, শৈবও তিনি। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—"স্ত্রীয়ো বৈশ্যাস্ত থাশূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং।" যাঁহার বিদ্যা তিনি সকলকে সমভাবে দান করিতে প্রস্তুত, তবে অন্যের ঈর্ষা কেন। যাঁহার ভাণ্ডার তিনি যদি লুট করিতে বলেন, তবে অন্যের আপত্তি কে গ্রাহ্য করিবে?

আমরা'ত ভারতের সুপ্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রিয় জাতি। কায়স্থের দ্বিজত্ব সিদ্ধ থাকার হেতু, স্বার্থপরায়ণ যদিও আমাদিগকে কথিত ব্রহ্মগায়ত্রী প্রতিপাদ্য ঈশ্বরোপাসনায় অনধিকারী বলিতে পারেন না, তথাপি আমরা শুধু নিজ সুখে সুখী হইয়া যাই, পরের মত অন্যায় বলিব না। ভগবান বলিয়াছেন,—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।" অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।" ইত্যাদি বহুস্থলে দৃষ্ট হয় যে, তিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে আছেন; তবে কেন তাঁহার উপাসনায় সকলে তুল্যাধিকারী হইবে না। পারস্কর গৃহ্যসূত্রে গদাধরকৃত, ২।৪ ভাষ্য "শূদ্রানামদুষ্ট কর্ম্মণামুপনয়নং।" শূদ্র অদুষ্ট কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া উপনীত হইতে পারে অর্থাৎ সে তখন সদাচার প্রভাবে শূদ্র হইতে ঊর্দ্ধে স্থান পাইবার যোগ্য। শূদ্রের উপনয়ন ব্যবস্থা স্মৃতিনিবন্ধে নাই বটে, কিন্তু সে কতক্ষণ! যতক্ষণ সে শূদ্র থাকে। তার পরে সে গুণ কর্ম্ম প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে। মনু বলিয়াছেন,—"শূদ্র ব্রাহ্মণতামেতি ব্রহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্। ক্ষত্রিয়াজ্জাত মেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাস্তথৈবচ।" ইত্যাদি বহুপ্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। আবার "যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং। স জীবন্নেব শূদ্রত্ব মাশুগচ্ছতি

যাঃ॥" ইত্যাদি শ্লোকে, অধীত বেদ না হইলে দ্বিজ হইয়াও শূদ্রত্বে অবনমিত হইবার ব্যবস্থাও দৃষ্ট হয়। কবীর সাহেব বলিয়াছেন,—"যব্ তুম্ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী জায়ে, তব্ রাহো তুম্ কাহেন আয়ে।" অর্থাৎ "জন্মনা জায়তে শূদ্র" ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্যের তাৎপর্য্য অতি বিশদভাবে, উক্ত মহাত্মা বর্ণন করিয়াছেন।

"স্ত্রীয়ো উপনীতানুপনীতাশ্চ" পারস্কার গৃহ্যসূত্রের ইত্যাদি বচনে যোগ্যতানুযায়ী স্ত্রীলোকেরও উপনয়ন ব্যবস্থা আছে। গার্গী মৈত্রেয়ী প্রভৃতির ন্যায় বিদুষি ব্রহ্মবাদিনী একসময় এদেশে দেখিতে পাওয়া যাইত। শূদ্র কবষ বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষি আখ্যা প্রাপ্ত হন্। চাণ্ডাল মতঙ্গ, বেদজ্ঞ হইয়া ঋষি হইয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, জবালানাম্নী কোন হীনবৃত্তিপরায়ণা যুবতীর পুত্র সত্যকাম, অজ্ঞাত কুলশীল হইয়াও, মহর্ষি গৌতমের নিকট উপনীত হইয়া মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিত্বে উন্নীত হইয়াছিলেন। যোগ্যতমের পুরস্কার ও দুষ্টকর্ম্মীর দণ্ডভোগপ্রথা চিরকালই আছে। প্রবন্ধে এ বিষয়ে অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অন্য প্রবন্ধে বিশদালোচনার ইচ্ছা রহিল। উদ্ধৃত যুক্তি ও শাস্ত্র বাক্য সমূহে নিঃশংসয়িতভাবে প্রমাণিত হইতেছে মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য সেই পরব্রহ্মের উপাসনা করা এবং যে কোন জাতির মধ্যে যিনি শ্রদ্ধাসহকারে ব্রহ্মদীক্ষা গ্রহণান্তে উপাসনায় কৃতসিদ্ধ হইবেন, তিনি ব্রাহ্মণ, তিনিই আদর্শ ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রজ্ঞানরূপ অঙ্কুশ দ্বারা সর্ব্বদা মন-মাতঙ্গকে শাসনে রাখিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ দ্বিজ সন্তান আজকাল গুণ কর্ম্মে শূদ্রাধম হইয়াছেন। কিন্তু তথাপি বংশ মর্য্যাদা রক্ষার্থ, অবশ্য প্রতিপাল্য-যজ্ঞসূত্র ধারণ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এ সকল সূত্র যদিও ব্রহ্মসূত্র নহে, উচ্চবংশ পরিচায়ক চিহ্ন (badge) ত বটেই। যখন দুষ্টাদুষ্টকর্ম্মী ব্রাহ্মণ পাত্রাপাত্রনির্ব্বিচারে এই চিহ্ন ধারণ করেন, ইহাই যখন শূদ্র হইতে পৃথক্ হইবার প্রধান অবলম্বন তখন কায়স্থ-সমাজও পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া, সকল ব্যক্তিই যাহাতে এই চিহ্নে শোভিত হন, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হউন্। তবে ভগবান্ সমীপে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করেন, যেন আমরা এই চিহ্নসূত্র আদর্শ যজ্ঞোপবীতে পরিণত করিতে পারি, যেন তাঁহার উপাসনায় ভণ্ডামির প্রশ্রয় না দিয়া প্রকৃত উপাসক হইতে পারি।

শ্রীহরিহর ঘোষবর্ম্মা।

সংস্কারে অন্তরায়।

"আগে চল আগে চল ভাই,
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কোন ফল নাই।"

উপবীত গ্রহণ কায়স্থ জাতির অবশ্য কর্ত্তব্য, আধুনিক অধিকাংশ কায়স্থের মনেই এরূপ একটা দৃঢ় ধারণা—এরূপ একটা গভীর বিশ্বাস জন্মিয়াছে বলিয়াই প্রায় সর্ব্বত্র শ্রুত হওয়া যায়। বিশ্বাস যদি জন্মিয়াই থাকে, কায়স্থ-সন্তান মাত্রই যদি উপনীত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াই বুঝিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণে এত শৈথিল্য করিয়া বৃথা লোক হাসাইতেছেন কেন? ইহা যে ঘোরতর জাতীয় কলঙ্ক! একটা কথা আছে যে, "যাহা ভাল বুঝ মনে, কর তাহা প্রাণপণে," উপনীত হওয়া যদি অবশ্য কর্ত্তব্য—ভাল কর্ম্ম বলিয়াই বুঝিয়া থাক, তবে প্রাণপণ যত্নে তাহা গ্রহণ করাই'ত উচিত। ভাল কার্য্যে—জাতীয় উন্নতি অভ্যুত্থান ব্যাপারে অগ্রগামী হওয়াই'ত মনুষ্যত্বের পরিচায়ক—জীবিতের প্রকৃত নিদর্শন। সর্ব্ব কর্ম্মে পশ্চাতে পড়িয়া থাকা যে জীবন্মৃতের লক্ষণ। এরূপ ভাবে মৃতবৎ সকলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিয়া ব্যর্থ জীবন ধারণে ফল কি?

অধুনা কায়স্থ সম্প্রদায় বড় নীরব হইয়া পড়িয়াছেন। এরূপ অকাল নীরবতা জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী। জাতীয় উন্নতি—অভ্যুত্থানের জন্য দেশব্যাপী আলোচনা—নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে সভা-সমিতির বিশেষ আবশ্যক। যাঁহারা আন্দোলন আলোচনাকে হুজুগপ্রিয়তা নামে অভিহিত করিয়া প্রীতি অনুভব করেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, ব্যক্তিগত কার্য্য নীরবতার ভিতর দিয়া হইতে পরিলেও দেশের ও দশের কাজে এবং জাতীয় অভ্যুদয় উত্থানের চেষ্টার মূলে জাতীয় একতা, লোকমত পরিবর্ত্তন ও সংগ্রহ, জনসাধারণের মনে সদিচ্ছার উন্মেষণ এবং উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ ভাব পোষণ করিবার—জনসাধারণে শক্তি ও প্রবৃত্তি জাগাইয়া দিবার জন্য—সকলের সমবেত শক্তি পুঞ্জীভূত করিবার নিমিত্ত, তীব্র আন্দোলন আলোচনা ও বহু সভা-সমিতির একান্ত প্রয়োজন।

এক শ্রেণীর বকধার্ম্মিক আছেন, তাঁহারা নমো নমো মন্ত্র পড়িয়া, দাস-দাসী সম্বোধনে জনক জননীকে স্বর্গের পিচ্ছিল সোপান উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন, তার পর অবসর মতে স্বয়ং উপনীত হইবেন বলিয়া প্রকাশ করেন। নমো নমো ও দাস-দাসী না বলিলে যেন তাঁহাদের পরমারাধ্য জনক জননীর স্বর্গের পথ চিররুদ্ধ হইয়া যাইবে, এমনি তাঁহাদের দুর্ব্বল মনের ঘৃণিত ধারণা। দেবোপম পিতামাতার মুক্তাত্মার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধের জল গণ্ডূষ প্রদান ছলে তাঁহাদের পবিত্র নাম লইয়া—তাঁহাদিগকে দাস-দাসী সম্বোধন পূর্ব্বক শ্রদ্ধার পবিত্র পুষ্পাঞ্জলি এরূপ ভাবে অপবিত্র করা সমীচীন হইতেছে কি? তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক স্বীয় জাতীয় তত্ত্ব আলোচনা করিলে এভ্রান্ত ধারণা—এ বিষম কুসংস্কার অবশ্যই দূরীভূত হইতে পারে। কিন্তু হায়! স্বীয় জাতীয় উন্নতির জন্য—স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ এতটুকু শ্রম স্বীকার করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত! হায়! পিতামাতার শ্রাদ্ধের দিন গণিতে গণিতে আবার তঁহারাও যে পিতা হইয়া পুত্রের কোলে ঢলিয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইবেন, তার পর তাঁহাদের পুত্রগণও যে, তাঁহাদেরই পন্থানুসরণ পূর্ব্বক অনন্ত শূদ্রত্বের কালধ্বজা উড়াইয়া স্বসমাজ ও স্বজাতির মুখোজ্জ্বল করিবেন।

"আমি ভ্রষ্টাচারী, আমি কদাহারী, আমি জীবিকা অর্জ্জনার্থ নিয়ত পর-উপাসনায় আমাকে অধিকাংশ কালই বিদেশে যত্র তত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, উপবীত গ্রহণ করিলে আমি যথারীতি সন্ধ্যা, আহ্নিক করিতে সমর্থ হইব না, অনেক সময় ক্ষত্রোচিত আচার-ব্যবহারে ও আহারে ব্যবহারে অসুবিধা হইবে, সুতরাং পবিত্র যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিয়া আমার লাভ কি?" অনেকের মুখে এরূপ কথাও শুনা যায়! আত্মোন্নতির প্রবৃত্তি থাকিলে সহস্র বাধা বিঘ্নের মধ্যে অবস্থান করিয়াও তাহা করা যায় না কি? সকল ত্রিসন্ধ্যান্বিত নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য-সন্তান দেশ দেশান্তরে গিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন, তাঁহারা কি সহস্র কাজের ভিতর—শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও স্বীয় পবিত্রতা ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছেন না? তবে আমিই বা না পারিব কেন? প্রবৃত্তি থাকিলে শক্তি আসিয়া আপনি উপস্থিত হয়। আর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মধ্যেও ত সকলেই বেদপাঠ ও ত্রিসন্ধ্যা করিতে থাকেন নহেন, তথাপি উপবীতধারী বলিয়াই তাঁহারা সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত। ইহা প্রশংসার বিষয় না হইলেও একটা জাতীয় চিহ্ন পর্য্যন্ত না থাকাও নিতান্তই অকর্ত্তব্য। উপবীত ভ্রষ্টাচারীকে সংযত ও সুপথে পরিচালিত করে; উপবীত দ্বারা সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। কায়স্থ মাত্রেরই ক্ষত্রিয়ত্বের স্ব-জাতীয় নিশানা শিখা সূত্র ধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য।

আবার কেহ কেহ বলেন, "সকলের উপবীত হউক, পরে আমিও উপনীত হইব। আমি'ত এখনও উপবীতদের দলভুক্তই আছি।" একথায় এক মাতালের কথা মনে পড়িল, মাতাল এক নদীতীরে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল, নদীর এই কয়টা ঢেউ কাটিয়া গেলেই সে নদী পার হইবে। "সকলে যজ্ঞসূত্র গ্রহণের পর আমি

গ্রহণ করিব।'' কথাটাও ঐ মাতালের উক্তির ন্যায়ই উন্মাদ প্রলাপ মাত্র। সকলে এরূপ ভাবিলে যে কিছুই হইবে না। অগ্রসর হও, সকলে অগ্রে পথ প্রদর্শকরূপে ঝাপিয়ে পড়; না হয় বিদ্বেষি সমাজ পেষণে মরিয়াই যাইবে, তবুও একটা ভাল উদ্দেশ্য নিয়াই মরিতে পারিলে। ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে মরাও যে ভাল। উপনীত হইলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে মরিয়া'ত যাবে না, তবে আর মহৎ কার্য্যে এত ভয় কেন? মহাপুরুষের মতে ভয় সর্ব্বাপেক্ষা মহাপাপ।

অনেকেই শুধু সামাজিক লাঞ্ছনার ভয়েই উপবীত গ্রহণ করিতে চাহেন না। ধ্যান, একতা, আলোচনা, আত্মনির্ভরশীলতা আত্ম-মর্য্যাদা বোধ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি যে সব গুণে জাতিসমূহ উন্নত হয়, তাহা তাঁহাদের নাই। 'বেশ আছি, উপবীত গ্রহণ করিয়া আবার কি গোলোযোগে পড়িব? গুরু-পুরোহিতেরা কেহ হয়'ত আমার বাটীতে পদার্পণ করিবেন না, পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ পাইব না, ব্রহ্মণ প্রধান স্থানে বাস, তাঁহাদের বিরাগভাজন হইতে হইবে, আবার গ্রামে অমুক বাবু বড় লোক, তিনি উপনীত হইতে না হইতে আমি একাজে হাত দিয়া তাঁহার বিরাগ ভাজন হইব? তার চেয়ে এ বেশ আছি। উপনীতদেরও আমরা বর্জ্জন করি নাই, তাঁহারা এখনও ত আমাদের বাড়ী আসিতেছেন, পূর্ব্ববৎ ভোজনাদি করিতেছেন, বিবাহ সম্বন্ধেও ত কোনরূপ বাধা ঘটিতেছে না, তবে আর বিনা লাভে এ কেলেঙ্কারীর পসরা মাথায় বহিতে যাইব কেন? তুমি না বুঝিয়া উপবীত নিয়া ঠেকিয়াছ, চিন্তা না করিয়া হঠকারীর ন্যায় কার্য্য করিলে তাহার দুর্দ্দশা অনিবার্য্য। তা তোমার পূজা-পার্ব্বণ ধর্ম্ম-কর্ম্ম হউক বা না হউক, তাহাতে আমার কি? আমার নিত্য কর্ম্মে কোনরূপ বাধা না হইলেই ত হইল!' এক শ্রেণীর একদেশদর্শী স্বার্থপর ব্যক্তি এরূপ ঘৃণিত উক্তি করিতেও লজ্জিত বা কুণ্ঠিত নহেন। এমন করিয়া পঙ্কে মাথা গুজিয়া পড়িয়া থাকিলে আর জাতীয় উত্থান হইবে কেমন করিয়া! স্বার্থপর ব্যক্তিরা নিতান্ত মূর্খের ন্যায় শূদ্রত্বের কঠিন নিগড়ে বদ্ধ হইয়া থাকাই আত্মসুখজনক মনে করিলে এজাতি যে ঘৃণিত শূদ্র আখ্যা ধারণ করিয়া অনন্তকাল জাতিসমূহের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে! ছিঃ! ছিঃ!! ছিঃ!!! কি লজ্জা! কি ঘৃণা!! কি গভীর পরিতাপের বিষয়!!! এর চেয়ে এজাতির মরণ মঙ্গল নয় কি!

আবার কেহ কেহ এমনি দুর্ব্বল হৃদয়, ভ্রমান্ধ ও কুসংস্কারাপন্ন যে, তাঁহারা উপবীত গ্রহণ করিলে দ্বাদশ রাত্রি অশৌচ প্রতিপালন করিতে হইবে শুনিয়াই শিহরিয়া উঠেন! দীর্ঘকাল জাত কুসংস্কারবশে তাঁহারা মনে করেন যে, একমাসের পূর্ব্বে বুঝি কায়স্থের অশৌচ ত্যাগ সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাঁহারা একথা জানেন না বা

জানিলেও হৃদয়ের দুর্ব্বলতাবশতঃ বিশ্বাস করিতে পারেন না যে, অশৌচ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। প্রায় সকল শাস্ত্রেই উপবীতি ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ এবং অনুপবীতি ক্ষত্রিয়ের ত্রিংশ রাত্রি অশৌচ বিধান দৃষ্ট হয়। অনুপবীতি কায়স্থ ত্রিংশ রাত্রি অশৌচ পালন করেন বলিয়াই কায়স্থ শূদ্র নহেন। পক্ষান্তরে হিন্দুর অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত চাণ্ডাল জাতি দশ রাত্রি অশৌচ গ্রহণ করে বলিয়াই তাহারা ব্রাহ্মণ নহে। সুতরাং উপবীতি কায়স্থের পক্ষে ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধে কিছুমাত্রও দোষ নাই; বরং উহা না করাই মহা পাপ।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা যখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিবেন, তখনই পরলোকগত আত্মা প্রেতাত্মা তাহা গ্রহণ করিবেন। প্রেতাত্মার কোনরূপ শুচিত্ব বা অশুচিত্ব নাই। মনের অশুচিত্বাবস্থায় শ্রাদ্ধ করা যায় না; তাই শ্রাদ্ধকর্ত্তা অশৌচান্তে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। মনের অশৌচত্বের নামই অশৌচ। শাস্ত্রে অবস্থাবিশেষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সকল জাতির জন্যই সদ্য স্নান বা এক হইতে একত্রিশাহে অশৌচ ত্যাগান্তে শ্রাদ্ধের বিধান আছে। আবার চিরঋণী, চিররুগ্ন ও ভ্রষ্টাচারীদের জন্য আজীবন অশৌচের ব্যবস্থাও দৃষ্ট হয়। এ অবস্থায় শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীতধারী কায়স্থগণ নিজকে পবিত্র ও শুচিসম্পন্ন মনে করিয়া ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ না করিবেন কেন? আর তাহাতে অন্যায়রূপে কেহ আপত্তি করিলেই বা চলিবে কেন? উপবীতি ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশরাত্রি অশৌচ প্রতিপালনই যে হিন্দুশাস্ত্রের বিধান। স্বার্থপরের কুপরামর্শে—বৃথা কল্পিত শূদ্রত্বের মোহে কাহারও হিন্দু-শাস্ত্রের এ বিধান উল্লঙ্ঘন করা উচিত নহে। ধর্ম্মভীরু সন্দিগ্ধ ব্যক্তিগণ একটুকু শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক মনু ও পরাশর সংহিতার অশৌচ-বিধানগুলি পাঠ করিলে সহজেই তাঁহাদের এসংশয় দূরীকৃত হইতে পারে। প্রবন্ধ বাহুল্য বোধে এস্থলে সে সব শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা উদ্ধৃত হইল না।

এ বিধানে ব্রাহ্মণ ভোজনে আশানুরূপ ব্রাহ্মণ মিলিবে না বলিয়া বৃথা ক্ষুণ্ণ হইবার কোনও কারণ নাই। যাঁহারা পূর্ব্বর শ্রাদ্ধে কায়স্থ বাড়ীতে ভোজন করেন, তাঁহারা অশৌচান্তে এ শ্রাদ্ধেই বা ভোজন না করিবেন কেন? যদি একান্তই না করেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? শ্রাদ্ধে বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই পরলোকগত আত্মার স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটে কি? মনু'ত শ্রাদ্ধে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণভোজন নিষেধই করিয়াছেন; বরং বেদজ্ঞ এবং পংক্তিপাবন এক কি তিনজন ব্রাহ্মণ ভোজনই তাঁহার আদেশ। সুতরাং শ্রাদ্ধে কদাচারী ও কদাহারী, বার্দ্ধুসিক, অসংযতেন্দ্রিয়, শাস্ত্রজ্ঞান হীন শত শত ব্রাহ্মণভোজনে ফল কি? বরং উহাতে শ্রাদ্ধ

পণ্ড ও পাপ সঞ্চয়ই হইয়া থাকে। এস্থলে একজন কি তিনজন বেদজ্ঞ, ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ, সদাচারী ও জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ ভোজনই যে অধিকতর শ্রেয়ঃ। ইহাতেই শ্রাদ্ধের সম্যক ফল লাভ হয়। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইলে, সকলেই সেইরূপ সদাচারী, জিতেন্দ্রিয় ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হওয়া প্রয়োজন। যত্ন ও ব্যয় শক্তি থাকিলে কায়স্থ-হিতৈষী ব্রাহ্মণদের মধ্যে এখনও ঐরূপ বহু ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইতে পারে। বৈদ্যেরা যদি উপবীত গ্রহণ করিয়া পাক্ষিক শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্রাহ্মণ পাইতে পারেন, তবে আমরাই বা উপনীত হইয়া ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজনে ব্রাহ্মণ না পাইব কেন? এই যে কত স্থানে কত কায়স্থের ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ হইতেছে, তাহাতে কি ব্রাহ্মণ মিলিতেছে না?

"আমি মহাকুলীন; আমি চির মহৎ—চির উচ্চ—চির উন্নত; আমি'ত চির দিনই তোমাদের দশজনের উপর, আমি'ত চিরদিনই ঘোষ ঠাকুর, বসু ঠাকুর বা গুহ ঠাকুর; আমি একগাছি ক্ষীণসূত্র কণ্ঠে দোলাইয়া ঠাকুরের স্থলে বর্ম্মা নাম ধারণ করিয়া তোমাদের দশজনের সহিত সমভাবে দাঁড়াইতে যাইব কেন? ইহাতে যে আমার কৌলীন্যের সমুচ্চ ধ্বজা ভাঙ্গিয়া পড়িবে! তখন আমার উপায়? তোমরা কি আমাকে এমনি মূর্খ পাইয়াছ যে, এ সহজ সরল কথাটাও আমি বুঝিতে পারি না! আর এখনও যে সকল নীচবংশীয়া দাসী পুত্রের নন্দিনী, এবং নৌকার মাঝী, বাসার ভাণ্ডারী ও ঘরামীর কন্যাকে সহস্র সহস্র টাকার বিনিময়ে আমার পুত্রের গৃহিণী—আমার ভাবি বংশধরের জননী করিয়া ধন, মান লাভের ধন্য লইতেছি, উপবীত গ্রহণ করিয়া তাহাদের সহিত সমসূত্রে গ্রথিত হইয়া আমার শত পুরুষার্জ্জিত গৌরবই বা নষ্ট করিব কেন? আমার আদর্শে যে তাহারাও উপবীত গ্রহণ করিবে! তখন আর উভয়ে পার্থক্য থাকিল কি? ভবী তোমার কোথায় ভুলিবার নহে, সংস্কারক! তুমি দূর হও; আমি কোন দিনই ও-সূত্র গ্রহণ করিব না।" যাঁহারা এরূপ ঘৃণিত উক্তি করেন, তাঁহাদের কথার উত্তর দান করিতেও ঘৃণা হয়, গভীর দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়—জাতীয় কলঙ্ক স্মরণ করিয়া লজ্জায় মস্তক আপনি অবনত হয়।

বলি উপবীত গ্রহণ করিলেই কি সব সমান হইয়া যাইবে? না তোমার কৌলীন্যই ধুইয়া মুছিয়া যাইবে? তুমি যদি যথার্থ নবগুণ সম্পন্ন কুলীন হও, বরং তখন তোমার মান গৌরব আরও বর্দ্ধিত হইবে। এবং তোমার চির লব্ধ "ঠাকুর" নামেরও সার্থকতা হইবে। সংস্কার প্রভাবে হৃদয়টা আরও একটুকু উন্নত—মনটা আর একটুকু পবিত্র না হইলে তুমি যথার্থ নবগুণ সম্পন্ন মহাকুলীন হইলে, সত্য সত্যই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্মেষ হইল, তখন তোমার—তোমারই চির

নেক দাস-দাসী নন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া রাতারাতি ধনবান হইবার ঘৃণিত লোভটা আর থাকিবে না। এই যা কিছু ক্ষতি; আর সবই লাভ—সব বিষয়েই উন্নতি হইবে। এজন্যই বিগত "নিখিল ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-মহাসম্মেলনে" অভ্যর্থনা সমিতির মাননীয় সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন যে, "কায়স্থ-জাতির দৈনন্দিন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ক্ষত্রিয়াচার পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করা বিশেষ কর্ত্তব্য। কায়স্থেরা উপবীতী হইয়া বেদমন্ত্রোচ্চারণ এবং হোমাদি ধর্ম্ম ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হউন।"

যদি ব্যক্তিগত ভাবে কেহ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ নাও করিতে পারেন, তবু জাতীয় চিহ্ন, ক্ষত্রিয় চিহ্ন—উপবীত ধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহাতে আমাদের জাতীয় উন্নতি—সামাজিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে। এই দেখ না কেন, আধুনিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকেই শত প্রকারে অধঃপতিত হইলেও শুধু এই সূত্রটির জন্যই এখনও তাঁহারা ব্রাহ্মণই আছেন। আর ক্ষত্রিয় সন্তান কায়স্থগণ এই জাতীয় পবিত্র চিহ্ন হারা হইয়া এখন শূদ্রত্বের পঙ্কিল গুহায় গড়াইয়া পড়িয়াছেন। আর বৈদ্যগণ সে দিন মাত্র উপবীত গ্রহণ করিয়াও সমাজে বৈশ্য বলিয়া সমাদৃত হইতেছেন; এখনই অনেকে বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছে যে, "বৈদ্যেরা'ত চিরদিনই উপবীতী আছে।" সমগ্র কায়স্থের উপনয়ন হইলে দুই এক পুরুষ পরে আবার সকলেই বলিবে যে, "কায়স্থেরা'ত চিরদিনই উপবীতী আছে।" অন্তত এ হিসাবেও এ সকল কায়স্থেরই উপবীত গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। কায়স্থগণ উপবীত গ্রহণ করিয়া সকলে সদাচার সম্পন্ন, বেদপাঠ রত ও হোমাদি ক্রিয়া ব্যাপৃত হইয়া ধর্ম্ম-জীবনধারণ করিতে পারিলে, তাঁহাদের সামাজিক সম্মান যে বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? ব্রাহ্মণেরা বহুল পরিমাণে এ সকল গুণ সম্পন্ন ছিলেন বলিয়াই—আজ এ অধঃপতনের যুগেও তাঁহাদের এত মান! এখনও তাঁহাদের মধ্যে দুই দশজন ঋষিকল্প মহাপুরুষ বিদ্যমান আছেন বলিয়াই আমরা ব্রাহ্মণ চরণে ভক্তি জ্ঞানে মস্তক অবনত করিয়া আত্মা পবিত্র ও পুণ্য সঞ্চয় হইল বলিয়া মনে করি। এ সব গুণেই একদিন ব্রাহ্মণ ভূদেব বলিয়া বিশ্ব-পূজ্য হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের এত মান গৌরব ছিল বলিয়াই ক্ষত্রিয়-সন্তান মহাত্মা বিশ্বামিত্র আপনার বিপুল রাজ ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া তপঃ প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। আর ক্ষত্রিয় কায়স্থগণ আজ এ সংস্কার সাধনায় সিদ্ধি লাভ না করিবেন কেন? মা ভৈঃ! সকলে অগ্রসর হউন। ভীরুতা মহাপাপ।

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্ম কবিরত্ন।

কালীশঙ্কর স্মৃতি।*

১

কেন মরমের ধ্বনি সহ দীর্ঘ শ্বাস
ভেদিয়া হৃদয়স্থল কেন আজ অবিরল
উঠিছে করিয়া প্রাণ আকুল হতাশ ?
অনন্ত সংসার জ্বালা, অশান্তি অপার
পরাণে পশিয়া যাঁর ছিঁড়িল বীণার তার
শোকে দুঃখে রোগে যারে কায়স্থ অসার
সেই ছিন্ন তন্ত্রী কেন বাজিল আবার ?

২

শোকের উচ্ছাসে গাথা জনম তোমার,
যে প্রবাহ ঋষি-প্রাণে জাগা'ল করুণ-তানে
চঞ্চল করিয়া সেই নিশ্চল হৃদয়,
মহাকাব্য "রামায়ণ" পবিত্রতা ময় ;
ক্ষুদ্র এ দুর্ব্বল প্রাণে সেই বেগে যদি হানে
ছিন্ন তারে কেন তবে উঠিবে না তান ?
ভগ্নকণ্ঠে উঠিবে না কেন শোক-গান ?

৩

কেন এ মরমধ্বনি ? জান স্নেহময় !
হৃদয় আসনে মম গুণে পূত অনুপম
ছিল তব যে মূরতি প্রেম পুণ্যময়
যার পদে সদা আমি করেছি অর্পণ।
ভক্তিমাখা প্রেমফুল, সৌম্য সে শরীর স্থূল
এ পাপ সংসারে রাখি ক'রিলা গমন
মানস-নয়নে মূর্ত্তি ভাসি'ছে এখন।

৪

কালের প্রভাব আর পশে না সেখানে,
কালীশঙ্করের নাম, ভূত-দেহ, মর্ত্ত্যধাম
ত্যজিয়া গিয়াছে সদা আনন্দ যেখানে।

* ময়মনসিংহের সর্ব্বজনপ্রিয় প্রবীণ উকিল কালীশঙ্কর গুহ মহাশয়ের গোকান্তর গমনোপলক্ষে।

নামযুক্ত অপার্থিব রূপরাশি তাঁর
জাগে এবে প্রাণে প্রাণে, নীরবে ধ্বনিত কাণে,
কাতর করিতে রোগে পারিবে না আর—
তোমার প্রভুত্ব কাল হয়েছে সংহার।

৫

শাপভ্রষ্ট ঋষি তুমি কিম্বা দেবদূত,
ভ্রান্ত পথিকের মত ভুলিয়া স্বর্গের পথ
শীতল করিতে ধরা হইলে আহুত।
বিনয়-সৌজন্য-প্রেম-দয়ার সাগর !
ব্যয় কিম্বা ধনার্জ্জনে দয়া-প্রেমে প্রতিজনে
স্নিগ্ধ করি দেশাদেশ ক'রেছ পালন।
কর্ম্মবীর ! কর্ম্মে হেন রত কোন জন ?

৬

পুণ্যময় যে ভারতে অধ্যাপকগণ
কোমল সরল প্রাণ, ছাত্রে করি অন্নদান
উচ্চ শিক্ষা ধর্ম্মে তার গড়িত জীবন,
ভয় বিভীষিকা দেখি দরিদ্র বালক
আজি আছে যেই স্থানে আতঙ্ক বিহ্বলপ্রাণে
সে দেশের রত্ন শত ছাত্রের পালক
ছিলে তুমি মতিমান !—বিপন্ন তারক।

৭

অনাথ সে ছাত্রবৃন্দ হয়েছে তোমার !
বিপন্ন আশ্রিত কত পিতৃহারা পুত্রমত
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বর্ষে নয়ন আমার।
শৈশবে দরিদ্র ছিলে, লভি যাঁর দান
করেছিলে বিদ্যা শিক্ষা তাঁর মন্ত্রে হয়ে দীক্ষা
অন্ন দিয়া কত জনে করিলে বিদ্বান্।
দাতাকে দেখিতে তুমি পিতার সমান।

৮

ন্যায় ধর্ম্ম দয়াগুণে স্বভাবে সুধীর
পবিত্র মাধুর্য্যময়, শ্রমে ক্লান্ত কভু নয়,
দূরদৃষ্টি, ধর্ম্মরত ছিলে কর্ম্মবীর,
ব্যাবসায় শীর্ষে তাই করি আরোহণ,
ভালবাসি সর্ব্বজনে, প্রবেশি সবার মনে
করেছিলে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আকর্ষণ!
প্রেমে কর্ম্মে মাথা হেন আছে কয়জন?

৯

দূর মফঃস্বলে আসি করেছ পালন
নীরবে কর্ত্তব্য শত নীরব ঋষির মত
বক্তৃতায় ভালবাসা ছিল না কখন।
লোক-হিতকর কাজে করি যোগদান
সকলে করেছ প্রীত; প্রীতির মধুর গীত
করেছিল লীলাময় তব দেহ-প্রাণ,
বহিবে স্বরগে আজি সে মধুর গান।

১০

মানব-প্রীতির রথে বহিয়া তোমারে
অই দেবালয়ে যায় বিষ্ণুদূত মহাকায়
মধুর আনন্দধাম স্বরগ আগারে।
ললিত লাবণ্যময় জ্যোতির্ম্ময় দেহে
উদ্ভাসিত দিব্যাম্বর পরিহিত পট্টাম্বর
লীলা শেষ করি আজি চলিয়াছ গেহে।
ফুল্লচিত্তে দেবগণ ডাকি'ছেন স্নেহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ।

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্ব্যর্থ বিধি ঃ—

১৫ই নভেম্বর আওয়াজা-ই-খাল্ক্ লিখিয়াছেন, "২৮শে অক্টোবরের "Gazette of India"র ১৬৩১ পৃষ্ঠায় কাশী-হিন্দু-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিয়মাবলীর নানারূপ কূট পরিভাষা ও জটিলতার মধ্যে আমরা ১৬১৮ পৃষ্ঠায় ৪৯ অধ্যায়ের ৪র্থ ক পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই, পাঠার্থী-দের বেদাধ্যয়ন ইচ্ছাধীন। এবং যে সমস্ত ছাত্র হিন্দু ধর্ম্মানুসারে বেদ পাঠের অধিকারী, কেবল তাহাদেরই ইহা পড়িতে হইবে।

যাহারা বেদ পাঠের অধিকারী এবং কাহারাই বা অনধিকারী কর্ত্তৃপক্ষের ইহা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা উচিত ছিল। অধুনা হিন্দু-সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীই বেদ পাঠের অধিকারী—শুধু অধিকারী নহে, দ্বিজাতিগণের মধ্যে যাঁহারা চিরকাল বেদপাঠের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া খ্যাত, তাঁহাদেরই অনুমোদনে কায়স্থ জাতিও বেদপাঠ করিতেছেন। এজন্য আমাদের বক্তব্য এই, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ অবিলম্বে দ্ব্যর্থ-বিধিটী সরলার্থ দ্বারা সাধারণকে বুঝাইয়া দিউন। নতুবা ইহাদ্বারা হিন্দু-সমাজের উচ্চাঙ্গে বিষম একটা দ্বেষাদ্বেষী উপস্থিত হইবে।

কায়স্থের বেদ পাঠের বিরুদ্ধে শুধু বঙ্গের কতিপয় ব্রাহ্মণ এবং যুক্তপ্রদেশের কয়েকগণই ভিত্তিহীন প্রস্তাব করিয়া থাকেন।

এই অবসরে আমাদের একটী কথা বলিব—স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী যে সময়ে কাশীর ব্রাহ্মণগণের নিকট কয়েক খণ্ড বেদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা পাওয়া যায় নাই। কিন্তু উহা এলাহাবাদ কায়স্থ-পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসাদ কুলভাস্কর মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং ইহা সকলের নিকট হইতে আশা করা যাইতে পারে যে প্রত্যেক কায়স্থ সভার কর্ত্তব্য এই যে, সর্ব্ব সমক্ষে তাঁহারা এই বিষয়ের উপযুক্ত বাদানুবাদ করেন এবং উল্লিখিত পরিচ্ছেদে যে সমস্ত পংক্তি ধ্রুব ও নিত্য সত্য ভাবে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, সে সমস্ত বিষয়ে কাশী হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিরেক্টর (পরিদর্শক) মহোদয়-কে যত জিজ্ঞাসা করেন।"

প্রচার ঃ—

এবার ৺শারদীয়া পূজার বন্ধোপলক্ষে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রশাস্ত্রী, উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে; সোমেশপুর শাখা-সভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ

এবং প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্ম অগ্নিহোত্রী যশোহর মাধবপুরে; ময়মনসিংহ কায়স্থ-সভার সহঃসভাপতি অনারেবল্ রায় বাহাদুর শ্রীনাথ রায়বর্ম্মা বি-এল্ এবং তত্রত্য প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত বেরতীমোহন গুহবর্ম্মা এম-এ, বি-এল বিক্রমপুরে; ফরিদপুর প্রচার-সমিতির একনিষ্ঠ প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা ফতেয়াবাদে এবং সভার পরমহিতৈষী সভ্য শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী মহাশয় শান্তিপুরের দিকে কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য প্রচার অভিপ্রায়ে বহির্গত হন। এই পাঁচদলের প্রচার বিবরণ অতি বিস্তৃত। সেই সমুদয় একসঙ্গে যথাযথ প্রকাশ করার স্থান কায়স্থ-পত্রিকায় নাই, এইজন্য ঐ পাঁচটী বিবরণ অতি সংক্ষেপ করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

শাস্ত্রী মহাশয় গাইবান্ধা প্রভৃতি স্থানে গিয়া বৃষ্টির জন্য বিশেষ কোন কাজ করিতে পারেন নাই। তবে গাইবান্ধার বিশিষ্ট কায়স্থ-নেতৃবৃন্দকে ডাক্তার রাজকুমার দাস মহাশয়ের বাসায় সমবেত করিয়া কায়স্থগণের উপনয়ন গ্রহণ করার কর্ত্তব্যতা বুঝাইয়া দিলে অগ্রহায়ণ মাসে ২৫।২৬ জন বৈদিক উপবীত সংস্কার গ্রহণ করিবেন বলেন; তদ্ব্যয় (৫০৲ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত) যাহা লাগে, তাহা উক্ত ডাক্তারবাবু প্রদান করিতে অঙ্গীকার করেন। এইস্থানে একজন সভ্য হন। ইহার পর শাস্ত্রী মহাশয় আগামী বার্ষিক অধিবেশনের চেষ্টায় অন্যত্র গমন করেন।

আশুবাবু এবং অগ্নিহোত্রী মহাশয়ও দুর্য্যোগ ও দুর্জ্জনের মধ্যে পড়িয়া মাধবপুর হইতে বিষন্নভাবে প্রত্যাগমন করে। জানিতে পারিলাম মাধবপুরের কায়স্থ জমিদার উপবীতি কায়স্থ দমনে কৃতোদ্যম হইয়া ছয়জনকে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন। এই কায়স্থ-পুঙ্গব "পরশুরাম ইব অখিল ক্ষত্রান্তকারী" হইতে বাসনা করিয়াছেন কি! এই স্থান হইতে প্রত্যাগমন কালে প্রচারক সরল বাবু টাকীতে গমন করেন। কিন্তু তথায় গিয়া তিনি জ্বর হইয়া ফিরিয়া আসেন।

অনারেবল্ রায় বাহাদুর এবং রেবতীবাবুর প্রচার বিবরণ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তাঁহারা গত ২২শে আশ্বিন প্রথমে বিক্রমপুরের অন্তর্গত তেতুলিয়ার স্বর্গীয় কালীনাথ বসু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের বাটীতে একসভা করেন। তাহার ফলে পরদিন তেতুলিয়া, কাজিরপাগলা, কুমারভোগ ও মেদিনীমণ্ডলের ১৭জন কায়স্থ বৈদিক সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন। এই কেন্দ্রে বসু মহাশয়দের কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন চক্রবর্ত্তী, কুমারভোগের সোম মহাশয়দের পুরোহিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চৌধুরী, মেদিনীমণ্ডলের গুহ মহাশয়দের কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কার্য্য করেন। ইহার পর কাউলীবেড়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন

বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উকিল শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুহবর্ম্মা অনারেবল্ রায় বাহাদুরকে স্ব স্ব ভবনে অভ্যর্থনা করেন।

অতঃপর ২৬শে আশ্বিন বিক্রমপুর রাজানগর শ্রীযুক্ত ইন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয়ের বাটীতে এক সভা করেন। এই স্থলে অপসর প্রাপ্ত পুলিশ সুপারিটেণ্ডেণ্ট রায়সাহেব নবকুমার বসু মহাশয় ইঁহাদের সঙ্গে সমবেদত হইয়া ৩০শে তারিখে চিত্রকোট গ্রামে এক সভা করেন। সভার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি এবং রেবতীবাবুর হৃদয়গ্রাহী ওজস্বিনী বক্তৃতায় সমবেত কায়স্থ-বৃন্দ উদ্বোধিত হইয়া শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র পাল মহাশয়দিগের কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত আনন্দ চক্রবর্ত্তী দ্বারা ৭ জন ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীত গ্রহণ করেন। পূর্ব্বদিন এই প্রচার দল শ্রীধরখোলায় সভা করিয়া ১০জন কায়স্থকে উপবীত দেওয়ান। এস্থানেও রায় বাহাদুরের যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিয়া অভিনন্দন করা হইয়াছিল। ৩রা কার্ত্তিক হাসড়ায় সভা করিয়া শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্বারা ৯ জন কায়স্থকে উপবীতী করা হইয়াছে। এই স্থান হইতে প্রত্যাগমন কালে মাননীয় রায় বাহাদুর ঢাকার কায়স্থ-সভার পুনঃ উদ্বোধনার্থ তথায় গমন করেন। ঢাকাবাসী কায়স্থগণ তাঁহার ঢাকায় আগমন সংবাদ পাইয়া তাঁহারই বাসায় তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য গমন করেন। বিনম্র স্বভাব মাননীয় রায় বাহাদুর ধন্যবাদ দাতৃগণের আগমনেই নিজকে ধন্য মনে করিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিধন্যবাদ প্রদান করেন, এবং স্বজাতির সেবায় আত্ম নিয়োগ করিতে অনুরোধ করেন। উত্তরে মালখাঁনগরের শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার বসুবর্ম্মা বি-এল্, ভরাকরের শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা বি-এল, রায়ইস্বরের শ্রীযুক্ত বিহারী-লাল ভরদ্বাজবর্ম্মা বি এল প্রভৃতি বলেন, তাঁহারা আগামী বড়দিনের বন্ধে জলিলপুরে যাইয়া আন্দোলন করিবেন। আশার কথা বটে।

ময়মনসিংহের উকিল শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুহবর্ম্মা তেতুলিয়ার সভায় প্রকাশ করিয়াছেন, "কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী সংস্কার প্রভৃতি কর্ম্মে যদি কাহারও কোনরূপ প্রতিবন্ধক ঘটে, তাহা অপনয়ন করিতে মাননীয় বাহাদুর সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত আছেন।" বস্তুতঃ আমরা মাননীয় রায় বাহাদুরের নিঃস্বার্থ স্বজাতি প্রেমে, জলধরবাবুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাগ্মীতার বিষয় শ্রুত হইয়া মুগ্ধ, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ফরিদপুর কায়স্থ-প্রচার-সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মার যত্নে ফতেয়াবাদের ডাঙ্গারপাড়, সরিপাবাদ, ঘারুয়া, কাসীমপুর শিরুয়াইল, মাণিকদহ প্রভৃতি স্থানে ৯৪ জন কায়স্থ বৈদিক সাবিত্রী সংস্কার পূত হইয়াছেন। এজন্য

আমরা মাণিকদহ কেন্দ্রের উদ্‌যোগী ভাঙ্গার সবরেজিষ্টার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুহবর্ম্মা এবং এই প্রচার সমিতির সুযোগ্য প্রচারককে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। উপনীত ব্যক্তিগণের নাম ধাম যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল। প্রচারক মাখনবাবু, ভাঙ্গার উকিল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা এবং শাস্ত্রী মহাশয় আলগীতে উপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপন করিয়া ৩৫ জন কায়স্থ মাণবককে সমবেত করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এক অদৃষ্ট হস্ত তাহাদিগকে কেন্দ্রস্থল হইতে এক এক করিয়া সরাইয়া দিল। সমাজের নিকট জিজ্ঞাস্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতিরোধকারীর কি প্রায়শ্চিত্ত?

ফরিদপুর-কায়স্থ-প্রচার-সমিতির উদ্যোগে ফরিদপুরের নানাস্থানে কায়স্থোপনয়ন যেরূপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল হইতেছে; উহা বাস্তব পক্ষে বড়ই আশাপ্রদ। আমাদের বিশ্বাস, উক্ত সমিতির চেষ্টায় অচিরকাল মধ্যে ফরিদপুর কায়স্থ-সমাজ উপনয়ন সংস্কারে অলঙ্কৃত হইয়া স্বজাতির মুখ মহিমাময় করিতে পারিবেন। কিন্তু সমিতির ভাণ্ডারে অর্থের প্রাচুর্য্য নাই; প্রচারকের বেতন ইত্যাদিতে অর্থের প্রয়োজন। হয়তঃ অর্থাভাবে প্রচার-সমিতির কার্য্য বন্ধও হইতে পারে। সহৃদয় স্বজাতি হিতৈষী ব্যক্তিবৃন্দের কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনীয়। যিনি যাহা কৃপা পূর্ব্বক দিবেন, তিনি প্রচার-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মার নামে ১৮নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

রাধিকাবাবু শান্তিপুরের সন্নিহিত বাগাঁচাড়ায় শ্রীযুক্ত হরিমোহন ঘোষমহাশয়ের সভাপতিত্বে বাগাঁচাড়া, গোবিন্দপুর, রঘুনাথপুর, হরিপুর, দিগনগর, বাধানগাছী, হাতীশালা, আলু ইপাড়, শ্রীরামপুর, ভালুকা, ধোপাদি, সূত্রগড় পানশীলাগ্রামের কায়স্থবর্গকে লইয়া গত ১০ই কার্ত্তিক এক সভা করেন। সভায় ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন গ্রহণ, বঙ্গের বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থগণের সহিত সম্মেলন, পণপ্রথা নিবারণ ও দুঃস্থ কায়স্থের সাহায্য করণ এই চারি বিষয় আলোচিত ও গৃহীত হয়। অতঃপর 'বাগাঁচাড়া কায়স্থ-সভা' নামে একস্থায়ী সভা গঠন করিয়া শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বসু এম-এ মহাশয়কে সভাপতি করেন। এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার শাখা সভা করার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। রাধিকাবাবু এই স্থানে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ১জন মেম্বর ও পত্রিকার তিনজন গ্রাহক করেন। রাধিকাবাবুর এই প্রকার নিঃস্বার্থ যত্ন ও স্বজাতি হিতৈষণায় আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

যশোহরের যশঃ ভ্রষ্ট ঃ—

যশোহর কায়স্থ-সভার অন্যতম অগ্রণী প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বসু মহাশয় গত জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার স্বগ্রামে যে কায়স্থ-সভা হইয়াছিল, সেই সভায় তিনি

সকলের সমক্ষে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন—আগামী শারদীয়া পূজার মধ্যে তিনি নিশ্চয়ই বৈদিক সাবিত্রী গ্রহণ করিবেন। অথচ তিনি এই পূজার বন্ধে একেবারে কাশীধামে প্রস্থান করিলেন। বেশ তিনি সেই পবিত্র স্থানে বসিয়া সাবিত্রী গ্রহণ করিতেন আনন্দের কথা ছিল, কিন্তু কি মনে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া যশোহরের যশঃ নষ্ট করিলেন। প্রতিজ্ঞা ভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়ে শাস্ত্রের অনুশাসন অতি ভয়ানক।

উপনয়ন ঃ—

৮ই আশ্বিন "ফরিদপুর কায়স্থ-প্রচার-সমিতির চেষ্টায় ডাঙ্গারপাড় গ্রামে রঞ্জনাথ সিংহ মহাশয়ের ভবনে একটী উপনয়ন কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত ৪৪ জন কায়স্থ-সন্তান উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। নওপাড়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি যথাক্রমে আচার্য্যাদির কার্য্য করিয়াছেন। উপনয়ন কেন্দ্রের সমস্ত ব্যয় ভার জমীদার সুযোগ্য পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ও গিরীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়েরা বহন করিয়াছেন। উঁহারা উভয়েই কায়স্থ-সমাজের ধন্যবাদার্হ। উপবীতিগণের নাম ধাম;—

ডাঙ্গারপাড় সাকিনের—শ্রীশশিভূষণ সিংহ, গিরীন্দ্রমোহন সিংহ, যজ্ঞেশ্বর সিংহ, বিনোদবিহারী সিংহ, তারাপ্রসন্ন বসু, নিশিকান্ত বসু, অমৃতলাল বসু, বরদাকান্ত বসু, মনোরঞ্জন ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, বিশ্বেশ্বর ঘোষ, গোপাল ঘোষ, বিশ্বেশ্বর বসু, গোপালচন্দ্র গুহ, মতিলাল সরকার, নিশিকান্ত সরকার, শ্যামাচরণ মজুমদার, প্রিয়নাথ মজুমদার, মহেন্দ্রমোহন পত্রনবীশ, নিশিকান্ত পত্রনবীশ, মনোমোহন সিংহ।

ফরিপাবাদ সাকিনের—শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র ভৌমিক, অবিনাশচন্দ্র ভৌমিক, সতীশচন্দ্র ভৌমিক, প্রমথনাথ ভৌমিক, নিকুঞ্জবিহারী ভৌমিক, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, বনমালী দত্ত, রাসবিহারী দেব, অনুকূলচন্দ্র দেব, সতীশচন্দ্র দেব।

বাকুয়া সাকিনের—শ্রীযুক্ত বনমালী চন্দ, রজনীকান্ত রাহুত, দীনেশচন্দ্র রাহুত, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

রামিশপুর সাকিনের—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র হাজরা।

নওপাড়া সাকিনের—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন নন্দী, হরেন্দ্রচন্দ্র গুহ, ক্ষিতীশচন্দ্র গুহ, উপেন্দ্রনাথ দত্ত, মহেন্দ্রনাথ দত্ত। ঢাকা বয়রাগাছী। নিবারণচন্দ্র ভৌমিক।

১০ই আশ্বিন, ১৩২৩। জেলা ঢাকা বিক্রমপুরান্তর্গত সিমুলিয়া কেন্দ্র। বঙ্গজ

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বসু এবং তৎপুত্রদ্বয়—শ্রীমান্ পবিত্রমোহন বসু ও শ্রীমান্ সুচিত্র-মোহন বসু যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

২৩ আশ্বিন, ১৩২৩। বিক্রমপুর তেতুলিয়াতে ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ৺কালীনাথ বসু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। বঙ্গজ শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ভূপেন্দ্রনাথ বসু।

কাজির পাগলা—শ্রীযুত মহানন্দ বসু, রজনীকান্ত বসু, ফণীন্দ্রমোহন বসু, নরেন্দ্রনাথ বসু, সুশীলকুমার ঘোষ, শৈলেশচন্দ্র বসু, ভূপতিরঞ্জন বসু, গণেশচন্দ্র বসু দ্বিজেন্দ্রমোহন বসু।

কুমারভোগ—শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সোম।

মেদিনীমণ্ডল—শ্রীযুত মহেশচন্দ্র গুহ, প্রসন্নচন্দ্র গুহ, গঙ্গাপ্রসন্ন গুহ, শচীন্দ্রচন্দ্র গুহ, সত্যরঞ্জন গুহ।

২৫শে আশ্বিন, ফরিদপুর কায়স্থ ধর্ম্মপ্রচার সমিতির প্রযত্নে শিরুয়াইল নিবাসী বঙ্গজ শ্রীযুক্ত সাগরচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে নিম্নলিখিত ১০জন বঙ্গজ কায়স্থ ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। উপনয়ন স্থলে নিকটবর্ত্তী দোলকুণ্ডী গ্রামের অধিকাংশ ভদ্রলোক উপস্থিত থাকিয়া উপবীত গ্রহণার্থীগণকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত সাগরচন্দ্র দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ দেব, দীনেশচন্দ্র দেব, রমেশচন্দ্র দেব, মণীন্দ্রচন্দ্র দেব, যতীন্দ্রনাথ ধর, কালীশঙ্কর দাস, বিনয়কৃষ্ণ দাস সাং শিরুয়াইল; পূর্ণচন্দ্র কর, সাং দোলকুণ্ডী, শরচ্চন্দ্র কর। ঐ।

২৯শে আশ্বিন, ১৩২৩। বিক্রমপুর, শ্রীধর খোলার শ্রীযুক্ত জগবন্ধু বসু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। বঙ্গজ শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র বসু, রামচরণ দাস, গিরিশচন্দ্র দত্ত, জগদীশচন্দ্র গুহ, শশীকুমার মিত্র, সাধুচরণ মিত্র, অমরচাঁদ মিত্র, অবণীকুমার ঘোষ, সুরেশচন্দ্র মিত্র, কানাইলাল সরকার।

৩০শে আশ্বিন, ১৩২৩। বিক্রমপুর রাজাবাড়ীর কেন্দ্র। বঙ্গজ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দত্ত, যজ্ঞেশ্বর দত্ত, সত্যরঞ্জন পাল, সন্তোষচন্দ্র পাল, অদৈন্যচন্দ্র দে, গোপালচন্দ্র দে, ধীরেন্দ্রচন্দ্র বসু।

৩০শে আশ্বিন, ১৩২৩ সাল। মুর্শিদাবাদ জেলা, বালিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশ-চন্দ্র সিংহ বি, এল, মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। সতীশবাবু স্বয়ং ও হরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বি, এল্, কাঙ্গালচন্দ্র ঘোষ, ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ, দুর্গাচরণ সিংহ, রমণীরঞ্জন সিংহ, এই ছয়জন উত্তররাঢ়ী যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন। বড়ার গ্রাম নিবাসী কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বালিয়াগ্রামের অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু পদরত্ন, ছাতিনাকাঁন্দি নিবাসী শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দেবশর্ম্মা মহাশয়গণ ক্রমে আচার্য্যাদির কার্য্য করিয়াছেন। জেমো "হরিমোহন চতুষ্পাঠির" অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন স্মৃতিরত্ন মহাশয় সভার কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন।

২রা কার্ত্তিক, ১৩২৩। যশোহর জেলা, মাগুরা থানার্গত রাউতড়া গ্রামনিবাসী, নলদাহী জেলার বিলমাড়ীয়া কুঠীর দেওয়ান সুপ্রসিদ্ধ স্বজাতি বৎসল স্বনামখ্যাত সারচেতা শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে কায়স্থোপনয়ন জন্য একটী সভা আহূত হয়। পূর্ব্ব হইতেই হৃদয়বাবু মিথিলা হইতে সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামেও শাস্ত্রী, স্থানীয় শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় সাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত তড়িৎকান্তি চক্রবর্ত্তী বিদ্যানিধি, ও শ্রীযুক্ত শশধর বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি বহুতর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনিয়া রাখেন, এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণও প্রায় ৫০জন ও কায়স্থ প্রায় ৩০০তিনশত সভাস্থলে সমবেত হইলেন। হৃদয়বাবু, কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচারে উপনয়ন হইতে পারে কিনা? ইত্যাদি বিষয় মীমাংসা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়কে এবং প্রতিবাদ করিবার জন্য দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বর্গকে নিয়োগ করেন। নানারূপ তর্ক বিতর্কের পর শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় কায়স্থজাতিকে সাবিত্রীবি ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করেন, পরন্তু হিন্দু শাস্ত্রানুসারে প্রত্যেক পাপেরই দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে; অতএব শাস্ত্রোক্ত মতে ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করণানন্তর কায়স্থজাতি উপবীত গ্রহণে ক্ষত্রিয়াচারে সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন করিলেই পাতিত্যাদি দোষমুক্ত হইতে পারেন। সভাস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের মত সর্ব্বাংশে সমর্থন করিলে বিশেষ আনন্দের সহিত ঐ দিনই সর্ব্ব সমক্ষে যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া আচার্য্য নিম্নলিখিত ১৮জন দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকে ক্ষত্রিয়াচারে দীক্ষিত করেন। এই সমস্ত কার্য্যে প্রায় অপরাহ্ণ হইয়া গেল। পরে মহাসমারোহে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে মর্য্যাদানুসারে বিদায় দেওয়া হয়। হৃদয়বাবু এই সমস্ত ব্যয় ভার স্বয়ং বহন করিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। উপবীত কায়স্থের নাম;—

দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ ঘোষ, বিজয়গোপাল ঘোষ, ব্রজগোপাল ঘোষ, নিত্যগোপাল ঘোষ, প্রভাসগোপাল ঘোষ, ফণিভূষণ ঘোষ, রসিকলাল ঘোষ, ইন্দুভূষণ ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র বসু, ভূষণদাস দাস, যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, দুর্গাদাস সরকার, নরেন্দ্রনাথ সরকার, জিতেন্দ্রনাথ সরকার, কেদারনাথ ঘোষ, আশুতোষ ঘোষ, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, সুকুমার ঘোষ।

৩রা কার্ত্তিক, ১৩২৩। বিক্রমপুর, হাসড়ার কেন্দ্র। বঙ্গজ শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ ঘোষ, কালীহর বসু, হরিপদ বসু, মনসাচরণ বসু, অন্নদাচরণ বসু, প্রমদাচরণ বসু, নেপালচন্দ্র বসু, প্রমোদকুমার সোম, প্রমদাচরণ বসুর এক পুত্র।

২৩শে কার্ত্তিক, ১৩২৩। ফরিদপুর-কায়স্থ-ধর্ম্ম-প্রচার-সমিতির বিশেষ চেষ্টা ফলে মানিকদহ গ্রামে মাণিকদহের বিখ্যাত জমিদার বংশের পাঁচআনীর স্বত্বাধিকারী বঙ্গজ শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের ভবনে একটী উপনয়ন কেন্দ্র হইয়া সপুত্র মাননীয় জমিদার মহাশয় স্বয়ং এবং নিম্নলিখিত কায়স্থ সন্তানগণ যথারীতি ব্রাত্যত্ব পরিহার পূর্ব্বক উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করত যেরূপ সৎসাহস ও কর্ত্তব্য বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা বাস্তব পক্ষেই প্রশংসার্হ এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত কায়স্থবৃন্দের অনুকরণীয়। পুরোহিত মাঝকান্দি নিবাসী শ্রীযুক্ত মধুরানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপনয়ন স্থলে উপস্থিত থাকিয়া সহানুভূতি দেখাইতে ত্রুটী করেন নাই। ফল-কথা এতদিনে এ অঞ্চলে উপনয়ন প্রসারের পথ পরিষ্কৃত হইল বলা যায়। উপবীতিগণের নাম ;—

মাণিকদহ সাকিনের বঙ্গজ শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন রায় (জমিদার) বিজয়চন্দ্র রায়, ইন্দুভূষণ দত্ত, অশ্বিনীকুমার সরকার, আশুপ্রসাদ সেন, সুরেশচন্দ্র বসু, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, পঞ্চানন দাস, তারকচন্দ্র রায়, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, অনুকূলচন্দ্র দত্ত, প্রমথনাথ দত্ত, রসিকলাল বিশ্বাস, অমৃতলাল বিশ্বাস, প্রফুল্লকুমার বিশ্বাস, আশুপ্রসাদ ধর রসিকলাল ধর, শরচ্চন্দ্র দাস, দিগেন্দ্রকুমার রায়, অশ্বিনীকুমার রায়, কেশবচন্দ্র সেন, কিরণচন্দ্র বিশ্বাস, শরচ্চন্দ্র বসু, জাহানপুর সাকিনের—বরদাকান্ত বসু, বিধুভূষণ মিত্র রসিকলাল মিত্র, অক্ষয়কুমার দাস। শৌলডুবি সাকিনের—শরচ্চন্দ্র বসু। বিলভরা সাকিনের—প্রমোদকুমার বসু, যজ্ঞেশ্বর দাস, সতীশচন্দ্র দাস। মহেন্দ্রকুমার বসু, (সাং আলগী) সুরেন্দ্রনাথ সোম, (সাং দত্তপাড়া) শ্রীশচন্দ্র মিত্র, (সাং দোলকুণ্ডী) যোগেশচন্দ্র দাস, (সাং পাথরাইল) হেমচন্দ্র ঘোষ, (সাং বাহাদুরপুর), রসিকলাল অধিকারী, (সাং বগাইল) প্রিয়নাথ ঘোষ, প্রফুল্লকুমার ঘোষ, (সাং গৌরচর) সুরেন্দ্রনাথ বসু (সাং রাজাপুর)।

২৬শে কার্ত্তিক, ১৩২৩। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কেন্দ্র। জেলা বগুড়া, মেলাগোপীনাথপুরের উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রবল্লভ সিংহপ্রিয়া যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীতী হইয়াছেন।

কায়স্থ-পত্রিকা।

পৌষ, ১৩২৩। | নবপর্য্যায় ৭ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা।

রাজার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য।

আমরা হিন্দু। রাজা আমাদের চক্ষে নররূপে দেবতা—মানুষ নহেন। যিনি রাজা আমরা তাঁহার বর্ণ বিচার করি না—ধর্ম্ম বিচার করি না। তিনি যে জাতির যে ধর্ম্মের অন্তর্গত হউন না কেন, আমরা দূর হইতে অবনত মস্তকে তাঁহার সিংহাসন উদ্দেশে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া কৃতার্থ বোধ করি। তাই দিল্লীর মুসলমান সম্রাটও হিন্দুর নিকট 'জগদীশ্বর' খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—সমুচিত সম্মান ও পূজা লাভ করিয়াছিলেন। বিধর্ম্মীকে হিন্দু শ্রদ্ধা করিতে না পারিলেও রাজাকে কখনও অশ্রদ্ধা করিতে পারে নাই। বিধাতা-নির্দ্দিষ্ট ভাগ্য-নিয়ন্তাকে কখনও কি কায়মনোবাক্যে শ্রদ্ধা না করিয়া পারা যায়। রাজার সম্বন্ধে হিন্দুর হৃদয় এতটা শ্রদ্ধাপূর্ণ যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় সমাজ আন্দোলিত হইয়া থাকিলেও দুই দুইদশজন উৎক্ষিপ্ত অর্ব্বাচীন হিন্দু সন্তান ব্যতীত সমগ্র হিন্দুসমাজ স্থির ধীর রাজরূপী দেবতার প্রতি গভীর ও অটল ভক্তি সম্পন্ন। আজও রাজার সুখে সুখী বাস করিতে তাহারা রাজী। হিন্দুর সংস্কার হিন্দুর প্রকৃতি সহস্র ঝঞ্ঝাবাতেও পরিবর্ত্তন হইবার নহে। হিন্দুর রাজভক্তির ধারা তাই আজও অবিকৃত ও অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। প্রকৃতিপুঞ্জের অভাব অভিযোগের কথা রাজাকে জ্ঞাপন করিতে, অভাব পূরণ করিয়া লইতে হয়। অভাব দূর না হইলে অশ্রুবর্ষণ করিতে

হয় অদৃষ্টের তি দোষারোপ করিতে হয়; পরন্তু রাজার প্রতি দোষার্পণ হিন্দু চরিত্রের বিরোধী। হিন্দুর শিক্ষা ও প্রকৃতি গুণে হিন্দু-সন্তান কদাপি রাজদ্রোহী হইতে পারে না। যেখানে দেখিবে হিন্দু-সন্তান রাজদ্রোহ-পাপে কলঙ্কিত, সেখানে বুঝিতে হইবে, বিজাতীয় শিক্ষা ও সংসর্গে মজ্জাগত প্রকৃতি কলুষিত হইয়াছে। হিন্দুর স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়াছে। রাজার প্রতি হিন্দু প্রজার কর্ত্তব্য অতি গুরুতর—নৃপতির সুখে দুঃখে উৎসবে বিপদে সহানুভূতি সম্পন্ন না হইলে তাহাদের ঘোরতর প্রত্যবায়। হিন্দু আমরা ইহা আমাদের ভুলিতে নাই—ভুলিলে অশেষ অকল্যাণ সুনিশ্চিত। আমাদের মাননীয় প্রজা রঞ্জক সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ আজ দ্বিবৎসরাধিক ইউরোপের মহাসমরে লিপ্ত—সেই কাল সমরে অসংখ্য নরমুণ্ড ও অগণিত অর্থ আহুতি প্রদান করত যদিও উত্তরোত্তর জয়শ্রীতে ভূষিত হইতেছেন, তথাপি ইহা বলা কঠিন, কতদিনে এই মহা কুরুক্ষেত্রের শান্তি পর্ব্ব প্রত্যাগত হইবে।

নরপতির সুসময়ে প্রকৃতিপুঞ্জ আপনাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য শিক্ষা স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা স্থাপন কল্পে আবেদন নিবেদন করিয়া থাকে—অধিকারগত দৈন্যের প্রতীকার পরায়ণ হয়; আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ না হইলেও অনেকাংশে হইয়া থাকে। সুসময়ে রাজার নিকট "এটা দাও ওটা দাও" চাহিবার অধিকার অন্যায় না হইলেও অসময়ে, প্রজা সাধারণ আপনাদের সুখশান্তির জন্য রাজদ্বারে আসিয়া হইলে তাহা যেমন ন্যায় সঙ্গতও নহে, তেমনই পারপূরণেরও সম্ভাবনা নাই। রাজার দুঃসময়ে তাঁহাকে শুধু সর্ব্বথা সাহায্য করিয়া রাজ-ঋণ হইতে মুক্ত হইতে হয়। ইংলণ্ডের প্রকৃতিপুঞ্জ ধন-প্রাণ দিয়া বিপন্ন রাজার ও রাজ্যের আনুকূল্য করিয়া প্রজার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছে—অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানেডা প্রভৃতি রাজ্যের প্রজাবৃন্দও ইংলণ্ডের অধিপতির প্রতি আপন কর্ত্তব্যের সদ্ব্যবহার করিতেছে—ধনজন দিয়া, খাদ্য শস্য যোগাইয়া নানারূপে সহায়তা প্রদানে অবকাশ পাইয়া কৃতার্থ হইতেছে—হৃদয়ের রক্তে রাজানুরক্তির আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া রাখিতেছে। আমরা কি প্রজার কর্ত্তব্য পালনে ঔদাসীন্য দেখাইয়া হিন্দুর মুখ মলিন করিব? তাহা কখনই হইতে পারে না। নৃপতিগতপ্রাণ হিন্দু প্রজার আদর্শ অতীতকালের ইতিহাস এখনও বক্ষে ধারণ করিয়া আমাদের স্মৃতিকে দেদীপ্যমান রাখিয়াছে। রাজার জন্য প্রয়োজন হইলে সর্ব্বস্ব পণ করিতে হিন্দু-সন্তান কুণ্ঠিত হইতে পারে না। এই সেদিনের—কথা বীরচূড়ামণি রাণা প্রতাপের জন্য তাঁহার প্রজাবৃন্দ কি ত্যাগই না স্বীকার করিয়াছে? রাজবংশের প্রকৃত অধিকারীর জীবন রক্ষার জন্য স্বীয় পুত্রে

বলি প্রদানে অকুণ্ঠিতচিত্ত ধাত্রী পান্নার চিত্র কি অদ্ভুত! সিরাজ উদ্দৌলার রক্ষায় কায়স্থ মোহনলালের অবদান কি বিস্ময়কর! হিন্দুর স্বভাব এই, সে ছায়ার ন্যায় রাজার অনুসরণ করে—রাজভক্তিতে সে মরিচা ধরিতে দেয় না। আমরা এই মহিমময় রাজভক্ত হিন্দু-সন্তান, আমাদের মহামান্য সম্রাট আজ প্রকৃতিপুঞ্জের নিকট নানাবিধ সাহায্য পাইবার অধিকারী। রাজ ঋণ পরিশোধের আমাদের সুবর্ণ যোগ উপস্থিত। এস ভ্রাতৃগণ, এ অবসর আমরা পরিত্যাগ না করিয়া প্রজার কর্ত্তব্য পালন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ করি। বর্ত্তমানে সম্রাটের নানাপ্রকার সহায়তার প্রয়োজন। যাঁহার অর্থ আছে, তিনি অর্থ দিয়া সহায়তা করুন—যে যুবক সুস্থ ও সবল তিনি সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করিয়া হিন্দুর মুখ জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলুন। যিনি বুদ্ধিমান বিদ্বান্ তিনি লেখনী ও বাক্যের সাহায্যে প্রজা সাধারণের মনে রাজার প্রতি সদ্‌ভাবের ছাপ অঙ্কিত করিয়া দিউন। আর সমবেত চেষ্টায় উন্মার্গগামী সমাজ ও দেশের শান্তি ধ্বংসকারীগণকে শাসিত করিবার উপায় বিধান পুরঃসর রাজাকে ও দেশকে নিরুদ্বিগ্ন করুন।

কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবহেলায় পাপ সঞ্চিত হয়। রাজার প্রতি কর্ত্তব্য প্রদর্শনের সুযোগ পাইয়া আমাদের হেলায় যদি তাহা অনুষ্ঠিত না হয়, তবে যে পাপের বোঝা আমাদের শিরে চাপিবে, তাহা সহজে নামাইবার সম্ভাবনা নাই! বুঝি বা পাপের ফলে দীর্ঘকাল আমাদিগকে নরকাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতে হইবে। উপসংহারে হিন্দু ভ্রাতৃবৃন্দকে অনুরোধ করি—হিন্দু রাজভক্তির আদর্শকে কখনই ম্লান হইতে দিওনা। রাজার জন্য প্রজার ত্যাগের কাহিনী হিন্দুর পুরাণেতিহাস পাঠ করিয়া, মানস-মন্দিরে সাদরে আঁকিয়া রাখ—নর দেবতা রাজার প্রতি অকপট ভক্তি পোষণের সঙ্গে সর্ব্ববিধ সাহায্য লইয়া সমর-লিপ্ত রাজার পৃষ্ঠবল হও। কর্ত্তব্য পালনে ধন্য হও—চিররাজভক্ত হিন্দুর নাম উজ্জ্বলতর হইবে; কৃতকর্ম্মের ফললাভেও বঞ্চিত হইবে না।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

টাকীর মুন্সীবংশ।

টাকীর মুন্সীবংশ দেশ বিশ্রুত। এই বংশ বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ তরুর 'বঙ্গজ' শাখাভুক্ত —'গুহ' আখ্যাত কুলীন সম্প্রদায়ের 'আশ' বা 'অশ্বপতি' ধারার অন্তর্নিবিষ্ট। মুন্সীবংশে বহু স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, দেশ-হিতৈষী মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং বহু সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠানদ্বারা বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহাদেরই কিঞ্চিৎ বিবরণ আমরা প্রকাশ করিতেছি।

মুন্সীবংশের অধিষ্ঠান ভূমি টাকী একটী বিশিষ্ট ভদ্রপল্লী — চব্বিশ পরগণা জেলার বসুরহাট মহকুমার মধ্যে যমুনা ইচ্ছামতীর দক্ষিণ তীরে বা পশ্চিমদিকে অবস্থিত। বর্ত্তমানে ইহার অবস্থা অনেক হীন হইলেও ভদ্রসমাজের নিত্য প্রয়োজনীয় প্রায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানই এখানে বিদ্যমান আছে এবং হিন্দু শাস্ত্রোক্ত পূজা পার্ব্বণাদি অতি সমারোহ সহকারেই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু এক সময়ে এ পল্লী ধীবরাদি নিম্ন শ্রেণীর অধ্যুষিত ক্ষুদ্র গ্রামরূপেই গণ্য হইত। তখন ইহার নাম পর্য্যন্তও দেশের লোকের বিদিত ছিল না। তারপর বহুযুগ পরে বর্ত্তমান মুন্সীবংশের সংস্থাপক রামকান্ত রায়চৌধুরীর ঊর্দ্ধতন চতুর্থ পুরুষ কৃষ্ণদাস রায়চৌধুরীর বাস হইতেই ইহার অবস্থা সমুন্নত ও নাম প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। তিনি এখানে কায়স্থ ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহাকে ভদ্রপল্লীরূপে প্রখ্যাত করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু কে যে ইহাকে 'টাকী' নামে পরিচিত করিয়াছিল এবং কি সূত্রেই বা উক্ত নামের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে। কোনও সময়ে বসুরহাটের জনৈক কৃতবিদ্য ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট (বোধ হয় যাদবচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়) এ অঞ্চলের গ্রাম জনপদের নামোৎপত্তির বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি টাকী নামের উদ্ভব কথার কিরূপ সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। তবে আমাদের মন হয়, 'টেক্' বা 'টেকা' শব্দ হইতেই টাকী নামের উৎপত্তি হইয়াছে। 'টেক' বা 'টেকা' অর্থে নদী হ্রদাদির উন্মেষিত ভূমি অথবা জলমুক্ত স্থান বা চরকেই বুঝায়। টাকী গ্রামে পরিণত হইবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান যমুনা ইচ্ছামতীর সামান্য চরভূমি রূপেই প্রকাশিত ছিল, তখন লোকে উহাকে 'টেকা' নামেই নির্দ্দেশ করিত। এ সম্বন্ধে এদেশে একটী প্রবাদ বা গল্পও প্রচলিত আছে। তাহা অনেকটা এইরূপ :—ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভে এদেশের কয়েকজন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি বাল্মিকীর তপোবন দর্শনে গমন করেন এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের এক গভীর বনে প্রবিষ্ট হইয়া জন কয়েক [illegible] সাধুর সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তাঁহারা জটাবল্কলধারী ও মৌনাবলম্বী হইয়া এক বৃহৎ বটবৃক্ষ মূলে উপবিষ্ট ছিলেন।

যাত্রীদের সাধ্য সাধনায় প্রসন্ন হইয়া শেষে একজন সাধু তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহাদের নাম, ধাম ও আগমনের কারণ প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করেন। যাত্রীরা সাধুর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দান করিলে, তিনি কৌতুহলী হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমরা স্ব স্ব বাসস্থানের পরিচয়ে যে কয়েকটী গ্রামের নামোল্লেখ করিলে, তন্মধ্যে টাকী ও পুঁড়া ব্যতীত অপর সকলগুলিই আমার পরিচিত। আট কি নয়শত বর্ষ অতীত হইল, আমি একবার তোমাদের দেশে গমন করিয়াছিলাম। কৈ, তখন ত ও দেশে টাকী কি পুঁড়া নামে কোন গ্রামের সন্ধান পাই নাই। ঐ দুই গ্রাম কি তবে আজকাল স্থাপিত হইয়াছে।' যাত্রীরা টাকী ও পুঁড়ার প্রাচীনত্ব উল্লেখে উহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিলে সন্ন্যাসী হাস্য করিলেন এবং কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন,—'হাঁ, এখন বুঝিলাম। পূর্ব্বে তারাগুণিয়া গ্রামের পূর্ব্ব ও ভাতশালার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া যে সাগরশাখা বিশালদেহা নদীর আকারে প্রবাহিত হইত, তাহাই এখন শীর্ণকায়া স্রোত-স্বতীরূপে পরিণত ও যমুনা ইচ্ছামতী নামে পরিচিত হইয়াছে, আর তাহারই ফলে তারাগুণিয়ার পূর্ব্বে, নদীর বামপার্শ্বস্থ চরভূমি গ্রাম হইয়া পুঁড়া নাম পরিগ্রহ করিয়াছে। ভাতশালার অদূরবর্ত্তী সাগর গর্ভে যে বৃহৎ টেক্ বা চরভাগ পরিদৃষ্ট হইত, তাহাই এখন (টেক হইতে) টাকী নামে নূতন জনপদে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ভাতশালার টেক' আখ্যাত নগণ্য চরভূমি এখন সর্ব্বাগ্রগণ্য সুসমৃদ্ধ নগর! ভগবানের কি বিচিত্র লীলা!' এই জনপ্রবাদের ভিত্তি যে কতদূর দৃঢ় তাহা আমরা বিচার করিব না। তবে এতদ্দ্বারা বর্ত্তমান যমুনা ইচ্ছামতী নদী যে এক সময়ে সাগর সমান দীর্ঘায়তন ছিল এবং তাহারই একটী টেক যে উত্তর কালে টাকী নামক এই প্রসিদ্ধ জনপদে পরিণত হইয়াছে, তাহা অনেকাংশে বিশ্বস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। যাহা হউক, এখন আমরা মুন্সীবংশের বংশ-লতিকা বিবৃত করিয়া, তদন্তর্গত প্রধান প্রধান ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

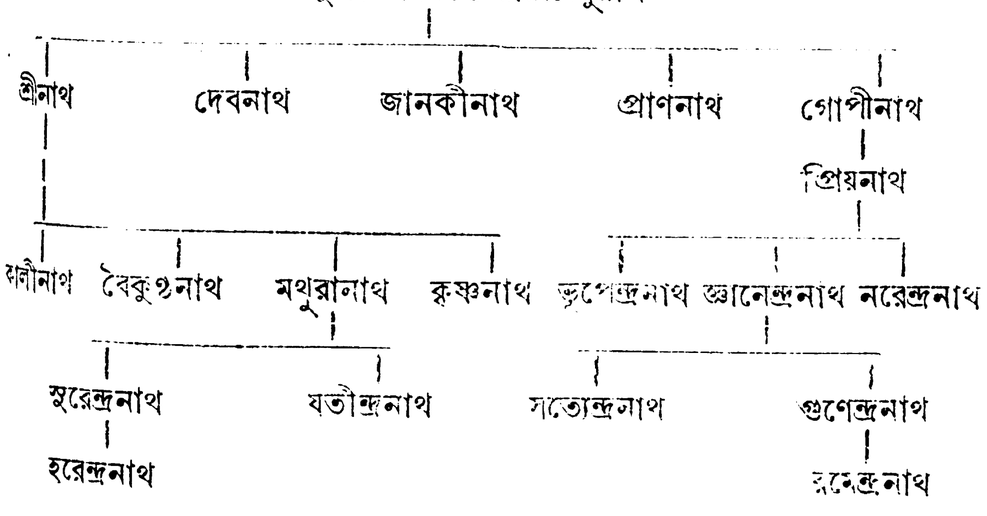

মুন্সীবংশের বীজপুরুষ রামকান্ত দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। তাহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ কৃষ্ণদাস ধনী ভূস্বামিরূপে সর্ব্বত্র সম্মানিত থাকিলেও, তাঁহার পিতা রামসন্তোষ, জ্ঞাতি বিরোধ প্রভৃতি কারণে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু রামকান্ত স্বীয় অনন্য সুলভ অধ্যবসায়, কার্য্য কুশলতা, কর্ত্তব্য নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণে হেষ্টিংস সাহেবের মুন্সী পদাভিষিক্ত হইয়া, প্রভূত বিত্ত বিভব অর্জ্জন ও পিতার দারিদ্র্য দুঃখ নিবারণ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা, উর্দ্দু ও পার্শীভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং পার্শীভাষায় প্রবন্ধ, পত্রাদি রচনায় ও বাঙ্গালা হিসাব নিকাশাদির কার্য্য পরিচালনায় সিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সকল কারণে তাঁহার পরিচয় প্রাপ্তি মাত্রেই হেষ্টিংস সাহেবের প্রথিতনামা সুবিজ্ঞ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তাঁহাকে কোম্পানীর সরকারে নিজের অধীনে লেখকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অচিরকাল মধ্যে তাঁহার কর্ম্ম নৈপুণ্যে তুষ্ট হইয়া, গুণানুরাগী গবর্ণর তাঁহাকে মুন্সীর পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। এই মুন্সীর কার্য্য হইতেই রামকান্তের গ্রহ সুপ্রসন্ন হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তিনি দেশের মধ্যে একজন প্রধান ঋদ্ধিমান ও গণ্যমান্য ভূম্যধিকারী হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

রামকান্ত হেষ্টিংস্ হইতে সার জন্ শোর পর্য্যন্ত তিনজন গবর্ণরের অধীনে মুন্সীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন এবং যথাক্রমে উত্তর বঙ্গের রঙ্গপুর ও দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে, গোরক্ষপুর, নাগপুরে গমন করিয়া তত্রত্য বন্দোবস্ত কার্য্য অতি শৃঙ্খলা সহকারে সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছিলেন। নাগপুরের ভোঁস্‌লে আখ্যাত মহারাষ্ট্র নৃপতির সহিত কোম্পানীর যে সন্ধিপত্র লিখিত হয়, তাহা তিনিই রচনা করিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন। হেষ্টিংস্ বাহাদুর তাঁহার কৃতকার্য্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে নদীয়া জেলার বনবেড়ে ও তালবেড়ে নামক দুইটী পরগণা এবং একটী মূল্যবান্ রত্নখচিত 'শিরপেঁচ' এবং নাগপুরপতি তাঁহাকে দুইটী প্রোজ্জ্বল ও প্রকাণ্ড গজমুক্তা দান করিয়া তাঁহার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শুনা যায়, হেষ্টিংস্-প্রদত্ত সেই 'শিরপেঁচ' এবং ভোঁস্‌লে-দত্ত সেই গজমতি দুইটী এখনও তাঁহার বংশধরদিগের অধিকারে রহিয়াছে। এইরূপে দেশব্যাপী সম্ভ্রম ও প্রভূত বিত্ত বিষয়ের অধিকারী হইয়া রামকান্ত টাকীতে এক নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং যশোহর রাজবংশের নেতৃত্বে 'নায়েব গোষ্ঠিপতি' রূপে মাল্যচন্দন লাভ করিয়া স্ববংশের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার অর্জ্জিত সেই সামাজিক সম্মান এখনও অক্ষুণ্ণ আছে—তাঁহার উত্তর পুরুষেরা প্রধান ক্রিয়োপলক্ষ্যে অদ্যাপি প্রাগুক্তরূপে মাল্যচন্দনের অধিকারী হইয়া গৌরব লাভ করিয়া আসিতেছেন।

রামকান্তের দেহান্তর ঘটিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীনাথ ও কনিষ্ঠপুত্র গোপীনাথ যথাক্রমে তাঁহার বিশাল সম্পত্তির প্রভু হইয়া উঠেন। গোপীনাথ বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও গুণ গরিষ্ঠ ছিলেন—জ্ঞানে গুণে সমস্ত সহোদরের শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও পার্শীভাষায় যেমন তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, গুরুভক্তি, ভগবন্নিষ্ঠা, ন্যায়পরতা, পরোপকারিতা, নির্ম্মৎসরতা প্রভৃতি মানবোচিত গুণগ্রামেও তেমন তিনি লোক সমাজের বরণীয় হইয়াছিলেন। বিষয় সংক্রান্ত কার্য্যে তাঁহার এতদূর পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল যে, দর্শনমাত্রেই তিনি যে কোনও জটিল হিসাবাদি অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেন এবং এক সঙ্গে পাঁচজন লোককে পত্র ও দলিলাদির লিখিতব্য বিষয় মুখে মুখে বলিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহার আর এক অনন্য-সাধারণ শক্তি ছিল, সেই শক্তি বলে তিনি দুরূহ', দুরুচ্চার্য্য শ্লোক বা কবিতা নিচয় শ্রবণ মাত্রেই আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। এই শ্রুতিধরত্ব ও উপযুক্ত নানাগুণে তাঁহার যশঃ দিগন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহারই ফলে, দেশে বহু ধীমান ও ধনী লোক বিদ্যমান থাকিতেও কান্দীর রাজবংশের বিপুল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার উপরেই সংন্যস্ত হইয়াছিল। প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ লালাবাবু যখন বৈরাগ্য ব্রতধারী হইয়া সংসার বন্ধন ছিন্ন করেন, তখন তাঁহাকেই, সর্ব্ববিষয়ে সুদক্ষ, সাধু ও নির্লোভ জানিয়া, তাঁহার নাবালক পুত্রের 'অছি' নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন।

গোপীনাথের সময়ে, মুন্সীবংশের সম্মান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক অবস্থাও সমুন্নত হইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীনাথ সুন্দরবনের যে সমস্ত অংশ কোম্পানীর নিকট হইতে জমা লইয়াছিলেন, তিনি সেইগুলিকে আবাদে পরিণত করিয়া বিশেষ আয়ের সম্পত্তি করিয়া তুলিয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে বরিশাল জেলার তুঁষখালী এবং খুলনা জেলার শঙ্করকাটী, কুপট ও দেবনাথপুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রোক্ত আবাদ সমূহ ব্যতীত ত্রিপুরা, পুরুলিয়া, নদীয়া, হুগলী ও কটক প্রভৃতি জেলার মধ্যেও তিনি বহু তালুক ক্রয় করিয়াছিলেন এবং পত্তনী, ইজারা প্রভৃতি সূত্রে অপরাপর অনেক স্থান স্বাধিকার ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। সমাজ পরিচালনার দিকেও গোপীনাথের দৃষ্টি ছিল। তিনি বৈকুণ্ঠনাথ ও মথুরা-নাথের উদ্বাহ উপলক্ষ্যে সামাজিক সভার অধিবেশন করিয়া, পিতা রামকান্তের ন্যায় উচ্চ সামাজিক সম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এতদপেক্ষা আর এক ধর্ম্মত মর্য্যাদার অধিকারী হইয়া তিনি কায়স্থ-সমাজ-গগনে প্রোজ্জ্বল তারকারূপে প্রতিভাত হইয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থেরা সম্পর্কে বঙ্গজের সহোদর

ভ্রাতা হইলেও বাসস্থানের ভেদ ও তজ্জনিত আচার ব্যবহারের ভিন্নতা বশতঃ পরস্পর এতদূর পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন যে, এখন আর উভয়কে একজাতি বা এক মাতার সন্তান বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমানে সেই ভিন্ন ভাব কিয়দংশ অপনীত হইলেও, গোপীনাথের সময়ে যে সম্পূর্ণ প্রবল ছিল, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। কিন্তু গোপীনাথ নিজের অনন্য সাধারণ সাধুতা সদ্‌গুণে বঙ্গজ হইয়াও, দক্ষিণ রাঢ়ীয়ের, দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজ-সভায় গোষ্ঠীপতিত্বের দুর্ল্লভ মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। ১২২৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গের রথচাইল্ড্ ক্রোরপতি রামদুলাল সরকার যখন সমাজ সমীকরণ করেন—সাতুবাবু নাটুবাবুর বিবাহোপলক্ষে সিমুলিয়াস্থ স্বীয় প্রাসাদ ভবনে, রাঢ় বঙ্গের সমস্ত দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীনের সমবায়ে বিরাট 'একজাই' সভার অধিবেশন করেন, তখন মাল্যচন্দন লইয়া সভাস্থলে ঘোরতর বাগ্বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। তাহার নিবৃত্তির জন্য এদেশের সর্ব্বপ্রধান কুলীন বাগুটীয় চণ্ডীচরণ ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে গোপীনাথকেই সুযোগ্য বোধে, মাল্যচন্দন দানে সম্মানিত করা হয়। * কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, গোপীনাথ সেই দেশত্যাপী সম্ভ্রম ও বিপুল বিষয় সম্পদ বহুদিন ভোগ করিতে পারেন নাই; ভ্রাতার নিকট হইতে জমিদারীর ভার গ্রহণের মাত্র নয়বর্ষ পরে, উনত্রিংশ বর্ষ বয়ক্রমকালে ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রবাদ এইরূপ—তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহাদের ধন-ভাণ্ডারে প্রভূত মণিখচিত স্বর্ণালঙ্কার এবং কিঞ্চিদূণ ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা সঞ্চিত ছিল।

অতঃপর গোপীনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র কালীনাথ তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। তিনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। গোপালপুরের সুপ্রসিদ্ধ রামজয় হড় মহাশয় যেমন এদেশবাসীর পূজা পাইয়া আসিতেছেন, কালীনাথও সেইরূপ প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। রামজয় হড়ের নামে 'ভাঙ্গা হাঁড়ী যোড়া লাগে' বলিয়া যেরূপ লোকের ধারণা আছে, প্রাতে কালীনাথ বাবুর নাম স্মরণে সেইরূপ 'সমস্ত দিন ভাল যায়' বলিয়াও সাধারণে বিশ্বাস করিয়া আছে। কালীনাথ কিরূপ ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত ধর্ম্ম-সঙ্গীত, সখী-সংবাদ ও

* কথিত আছে—চণ্ডীচরণ কৌলীন্যে সর্ব্বপ্রধান হইলেও অতীব গর্ব্বিত ও কুরূপ ছিলেন। তাঁহার একপদে কি উভয়পদে বৃহদাকার শ্লীপদ বা গোদ ছিল। কোনও একজাই সভায় মাল্যচন্দন দানের গণ্ডগোল উঠিলে, তিনি নাকি সাহঙ্কারে উচ্চ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—'মাল্যচন্দন আর কোথায় দিবে, দাও ত চণ্ডিচরণের এই গোদের উপরেই দাও।' এই গর্ব্বোক্তি যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে ইহাতে, বিনয়গুণের অভাব বশতঃ, তাঁহার কৌলীন্য গৌরব যে অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, তাহা সাহস পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে।

ভাগমনী প্রভৃতি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। শুনা যায়, তিনি তাহাদের সনে গ্রামের উদ্যানস্থ জলাশয়ে, কুম্ভক যোগের সাহায্যে ঈশ্বরাধনা করিতেন—জলোপরি যোগাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া, জপ করিতে করিতে ভাসিয়া বেড়াইতেন। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে এই জলাশয়ে 'বাবা তারকনাথ' দেবের প্রত্যাদেশ লইয়ে যে প্রবাদের প্রচার হইয়াছিল এবং তজ্জন্য নিত্য শত শত 'অসুসারী' লোকের আগমে উদ্যান ভূমি মেলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা অনেকাংশে কালীনাথ বাবুর ধার্ম্মিকতার, পুণ্যপুত সাধুকার্য্যেরই সূচক নিদর্শন ভিন্ন কিছু নহে। তিনি দেশবাসীর হৃদয়ে কত দূরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা এই ঘটনা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। *

কালীনাথ অনেক দেশ-হিতকর পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বরণীয় হইয়াছেন। তিনি ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা বুঝিয়া সর্ব্বাগ্রে টাকীতে ইংরাজী স্কুলের স্থাপনা করিয়াছিলেন। নিজ ব্যয়ে গ্রামের অনেক পথ প্রস্তুত ও সংস্কার করিয়া এবং টাকী হইতে শোদপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক সুন্দর প্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া লোকের ক্লেশ নিবারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে সুপরিসর পথ বারাসাত হইতে বহির্গত হইয়া বারাসতে গিয়া শেষ হইয়াছে, তাহাই তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ সদৃশ। বারাসতের তৎকালীন মেজিষ্ট্রেট মাননীয় আস্‌শী সাহেব এই রাস্তা নির্ম্মাণে উদ্যোগী হইয়া বারাসতে নিজের বাস ভবনে এক সভার অধিবেশন করেন। তাঁহার আহ্বানে এ অঞ্চলের জমিদারগণ সেই সভায় উপস্থিত হন এবং স্ব স্ব শক্তি অনুসারে চাঁদা দান স্বীকারে খাতায় নাম স্বাক্ষর করেন। তাহাতে সর্ব্ব সমেত ৭৫ পঁচাত্তর হাজার টাকার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। কালীনাথের পক্ষ হইতে বৈকুণ্ঠনাথ সেই সভায় গমন করিয়াছিলেন। সাহেব, প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হইতেছে না দেখিয়া দুঃখিতভাবে বৈকুণ্ঠনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তিনি সাহেবের অভিপ্রায় বুঝিয়া, কত টাকা হইলে রাস্তা প্রস্তুত হইতে

* এইরূপ জনশ্রুতি আছে—জনৈক শূলরোগী গণ্ডী দিতে দিতে তারকেশ্বর যাইতেছিল। তাহাদের নিকটে আসিয়া সে তারকনাথদেবের প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়। তদনুসার এই উদ্যানস্থ জলাশয়ে স্নান পূজা করিয়া রোগ মুক্ত হইয়া যায়। সেই সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে দলে দলে রোগী আসিয়া স্নান পূজা, জলাশয়ের মৃত্তিকা সেবন ও তন্মধ্যে পয়সা নিক্ষেপ করিতে থাকে। প্রায় ৭।৮ মাস কাল সেই ব্যাপার চলিয়াছিল এবং তাহাতে অনেক রোগীও আরোগ্য হইয়াছিল বলিয়া শুনা গিয়াছিল। বয়ার ঘাটের জাহিরের পরে এরূপ ব্যাপার আর কখনও হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

হইতে পারে—এই কথা জিজ্ঞাসা করেন, তদুত্তরে সাহেব—আর পঁচিশ হাজার টাকা হইলে কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে বলিয়া উঠেন,—'আমি ভাগে কাজ করিতে ইচ্ছা করি না, সাহেব যদি অনুমতি করেন, আমি একাই এই রাস্তা প্রস্তুতের সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে পারি।' সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেই রাস্তা নির্ম্মাণের ভারার্পণ করিলেন। কথিত আছে, সাহেব প্রথমতঃ বৈকুণ্ঠনাথের কথায় সন্দীহান হইয়াছিলেন এবং বৈকুণ্ঠনাথ সাহেবের প্রত্যয় জন্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে লক্ষ টাকার নোট স্থাপন করিয়াছিলেন। মুন্সীবংশের সাধুবাদে সভামণ্ডপ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। শুনা যায়, বৈকুণ্ঠনাথ জ্যেষ্ঠের অনভিমতে এই দুরূহ ব্যয়সাধ্য কার্য্য স্বীকৃত হইয়াছিলেন বলিয়া, লজ্জায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, গৃহে গিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু দাতৃ শিরোমণি কালীনাথ, সেই সংবাদ অবগত হইয়া, বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন এবং ভ্রাতাকে আশ্বস্ত করিয়া নিজেই সেই সর্ব্বজন প্রশংসিত সাধু কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কালীনাথের সেই রাস্তার উপরে অধুনা মার্টিন কোম্পানীর রেলপথ স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহা 'কালীনাথ বাবুর রাস্তা' নামে মুন্সীবংশের গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

কালীনাথের দানশীলতার কথা এদেশে প্রবচনরূপে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। তিনি লক্ষ মুদ্রা দানে একজন মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণের জীবনরক্ষা করিয়া যে বদান্যতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিনই তাঁহার দেশবাসীর স্মরণ থাকিবে। কালীনাথ প্রতিবর্ষে দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে কাঙ্গালীদিগকে প্রভূত অর্থ, অন্ন ও বস্ত্রাদি বিতরণ এবং বহু ব্রাহ্মণকে 'বার্ষিক' দান করিতেন। যোগাদির সময় গঙ্গাস্নান উপলক্ষ্যে যে সকল যাত্রী তাঁহাদের বরাহনগরের বাটীতে উপস্থিত হইত, প্রত্যেককেই যথাবশ্যক অন্ন পানীয় ও বাসস্থান দানে সাহায্য করিতেন। টাকী, বরাহনগর ও তন্নিকটবর্ত্তী বহু স্থানের বহু নিরন্ন গৃহস্থ ও অবীরা স্ত্রীলোক তাঁহার নিকটে দৈনিক ও মাসিক অর্থ ও চাউলাদি প্রাপ্ত হইত। দেশের দায়গ্রস্ত ও বিপন্ন লোকেরা দায় ও বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া নিয়তই তাঁহাকে দুইহাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিত, ভগবানের নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিত।

কালীনাথ কৃতবিদ্য ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার প্রকৃষ্ট অধিকার ছিল। তিনি সঙ্গীত রচনা ও আলাপ করিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত হাফ্‌আখড়াই, আগমনী ও শ্যামাবিষয়ক অনেক গান এখনও এদেশের অনেক লোকের দ্বারা গীত হইয়া থাকে। তিনি কালীমুখুর্য্যে, গোলাম আব্বাস, ছোটমিঞা প্রভৃতি গায়ক

দিগকে লইয়া সঙ্গীতালোচনা করিতেন এবং 'হাপ্‌আখড়াই' ও 'যাত্রা'দলের সৃষ্টি করিয়া অন্য দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করিতেন। কালীনাথ জমিদারীর কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে পাটলী, হাসনাবাদ প্রভৃতি বাসুদেবপুর, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি তালুক এবং বরাহনগর, লাট জগদীশপুর প্রভৃতি ইজারা খরিদ প্রভৃতি সূত্রে মুন্সীবংশের অধিকারভুক্ত হয়। কালীনাথ 'সতীদাহ' নিবারণকল্পে প্রথিতযশা সমাজ-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের সহায়তা করিয়াছিলেন।

কালীনাথের পরে বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সীবংশের বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনিও জ্যেষ্ঠের ন্যায় দানবীর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরার্থ-পরতার অনেক কথা দেশের লোকের নিকটে শুনিতে পাওয়া যায়। যখন তিনি কোনও ঘটনাসূত্রে কিছুদিনের জন্য ফরাসী চন্দননগরে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, তখন তত্রত্য অধিবাসীদিগের নানারূপ হিতসাধন করিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গার ভগ্ন ঘাটে এক ব্রাহ্মণীকে পতিত ও তাঁহার কক্ষস্থ মৃৎকলস চূর্ণ হইতে দিয়া সেই ঘাটের পুনঃ নির্ম্মাণ সমাধা করিয়াছিলেন এবং সেখানকার ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পিত্তলের কলস বিতরণ করিয়াছিলেন। ফরাসডাঙ্গার সেই ঘাট এখনও তাঁহার পরহিতৈষণার সাক্ষ্যস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি বিপুল অর্থ দানে বহু কারাবাসীর কারাক্লেশ নিবারণ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্ব-প্রধান দানকীর্ত্তি চীৎপুরের বিপন্ন দোকানদারদিগের দুর্দ্দশা নিবারণ। চীৎপুরের বাজার অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হইলে, দোকানদারগণ নিঃসহায় নিঃসম্বল হইয়া পড়িলে, জমীদার বৈকুণ্ঠনাথ, তাঁহাদের কালেক্টরীর খাজনার টাকা না দিয়া, দোকান পুনঃ নির্ম্মাণের জন্য, তাহাদিগের সহায়তা করিয়াছিলেন। সেইদিন সূর্য্যাস্তের মধ্যে কালেক্টরের অপিসে খাজনার টাকা দাখিল না হইলে, তাঁহাদের জমিদারী লাটে উঠিবে, নিলামে বিক্রয় হইয়া যাইবে—এ সংবাদ সম্যক অবগত থাকিয়াও দাতৃ শিরোমণি বৈকুণ্ঠনাথ, বিপন্নের বিপদ মুক্তির জন্য, সেই টাকা ব্যয়ে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত করেন নাই, অকাতরে মুক্ত হস্তে দুঃস্থ দোকানদারগণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। এরূপ মহাপ্রাণতার—দানশৌণ্ডতার নিদর্শন সংসারে দুর্লভ। যাহা হউক, সেই মহৎকার্য্যের জন্য তাঁহাদের কোনও অনিষ্ট হয় নাই—জমিদারী নষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, লাটে পর্য্যন্ত উঠে নাই। মহানুভব গবর্ণর লর্ড ডালহৌসী বৈকুণ্ঠনাথের পরোপকারিতার, অনন্য সাধারণ স্বার্থ হীনতার পরিচয় পাইয়া, তাঁহাদের জমিদারী লাটে উঠা রহিত করিয়া দিয়াছিলেন—টাকা দাখিলের জন্য সাতদিন সময় দিয়া স্বীয় সদাশয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠনাথের সময়ের প্রধান ঘটনা মুন্সীবংশের সহিত শোভাবাজার রাজবংশের মনোহরপুরের ভীষণ দাঙ্গা। বৈষয়িক নানা কারণে রাজা রাধাকান্ত দেবের সহিত বৈকুণ্ঠনাথের বিবাদ বাধিয়াছিল। এই দাঙ্গা সেই বিবাদেরই বিষময় ফল। ১২৫৫ বঙ্গাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত মনোহরপুর গ্রামে এই দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ইহাকে ছোট খাট একটা যুদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে রাজার পক্ষে ৩ তিন ও বৈকুণ্ঠনাথের পক্ষে ২০ কুড়ি জন নিহত এবং উভয় পক্ষে অসংখ্য লোক আহত হইয়াছিল। ফলে বৈকুণ্ঠনাথের পরাভব ঘটিয়াছিল। শুনা যায়, রাজার লোকেরা কৌশলে মুন্সীপক্ষের প্রধান মল্ল রামবিলাস সিং কে বধ করিয়াই দাঙ্গায় জয়ী হইয়াছিল। হুগলীর মেজিষ্ট্রেটের নিকট ইহার বিচার হয় এবং রাজা দোষী প্রমাণিত ও তিন বৎসর কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হন। কিন্তু রাজা সদর আদালতে বিচারপতি স্যর বরাট বার্লো সাহেবের নিকটে আপিল করিলে, হুগলীর সেসন্ জজের উপরে পুনর্বিচারের ভার পরে এবং উনচল্লিশ দিন বিচারের পর, রাজা নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইয়া সসম্মানে মুক্তি লাভ করেন। কথিত আছে, এই মোকদ্দমার বিচার ফল দেখিবার জন্য হুগলীতে এত লোকের সমাগম হইয়াছিল যে, বাজারে টাকায় চারিখানি করিয়া কলার পাতা বিক্রীত হইয়াছিল।

কালীনাথের ন্যায় বৈকুণ্ঠনাথও সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তিনি সঙ্গীত আলোচনার জন্য মাধব ভঞ্জ ও যাদব ভঞ্জ নামা দুই গীতজ্ঞ সহোদরকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথের সেতার বাদনে অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ব্যতীত পার্শী, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠনাথের পরলোক হইলে মথুরানাথ তাঁহার উত্তরাধিকার হয়েন। তিনি উড়িষ্যার পাটামুণ্ডী তালুক, ভাটপাড়ার নিকটস্থ নীলগঞ্জ প্রভৃতি বিষয় খরিদ করিয়া জমিদারীর আয় বাড়াইয়া ছিলেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁহাদের সংসারে আত্ম-বিচ্ছেদের অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। বৈকুণ্ঠনাথের সময় যাহার সূত্রপাত হইয়াছিল এখন তাহা পূর্ণ মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইল। তাঁহারা তিন ভ্রাতা—মথুরানাথ, কৃষ্ণনাথ ও প্রিয়নাথ পরস্পর একরূপ পৃথক হইয়া পড়িলেন এবং পৃথকভাবে জমিদারীর তিন অংশের কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিলেন। ইহার অল্পকাল পরে কৃষ্ণনাথ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাঁহার উইল বলে মথুরানাথ তাঁহার অংশ পাইয়া সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের অধিকারী হইয়া উঠিলেন। সেই অর্দ্ধাংশ এখনও তাঁহার বংশধরদিগের অধিকৃত রহিয়াছে। মথুরানাথ অতি সজ্জন লোক ছিলেন। এদেশের প্রায় প্রত্যেক

সামাজিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত কর্ম্মে, শ্রাদ্ধ ও দেব প্রতিষ্ঠাদি ব্যাপারে তিনি কর্ত্তৃত্ব করিতেন।

মথুরানাথ নিঃসন্তান ছিলেন। এজন্য তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার দুই পত্নীকে দত্তক গ্রহণে অনুমতি দিয়া যান এবং সেই অনুমতি অনুসারে, ১২৭৩ বঙ্গাব্দে, তাঁহার প্রথমা পত্নী রায় সুরেন্দ্রনাথ এবং দ্বিতীয়া পত্নী রায় যতীন্দ্রনাথকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু রায় সুরেন্দ্রনাথ অপরিণত বয়সে ইহসংসার ত্যাগ করায় রায় যতীন্দ্রনাথই এখন, তাঁহার সুযোগ্য ও সুশীল ভ্রাতুষ্পুত্র রায় হরেন্দ্রনাথের সহায়তায়, মুন্সীবংশের বিশাল জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

মুন্সীবংশের অর্দ্ধাংশ সম্পত্তির অধিকারী রায় প্রিয়নাথ স্বর্গারোহণ করিলে, তাঁহার তনয় রায় ভূপেন্দ্রনাথ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ তাঁহার সম্পত্তির অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে সম্পত্তি এখন আর নাই—নানা দুর্দ্দৈব বশতঃ সমস্তই প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের প্রধান সম্পত্তি বালীর অর্দ্ধাংশ রায় যতীন্দ্রনাথ ও রায় হরেন্দ্রনাথ খরিদ করিয়া লইয়াছেন। বর্ত্তমানে রায় যতীন্দ্রনাথই মুন্সীবংশের তথা সমগ্র বঙ্গদেশের শিরোমণিরূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনি নানাগুণে গরীয়ান্। ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বিদ্যায় অনন্যসাধারণ পারদর্শী—এম্-এ, বি-এল্ উপাধিধারী, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সদস্য অভিষিক্ত এবং সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত প্রভৃতি প্রাচ্য ও বহু প্রতীচ্য দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। তাঁহার গভীর জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি, ধর্ম্মনিষ্ঠা, দানশীলতা, সদাশয়তা, পরার্থপরতা, বিদ্যানুরাগ, বিদ্যোৎসাহিতা, দেশবাসীর মঙ্গল বিধানে ঐকান্তিক আনুরক্তি প্রভৃতি অতুলনীয় এবং সর্ব্বথা সকল জাতিরই সমান আদৃত ও অনুকরণীয়। উল্লিখিত নানা বিষয়িনী শিক্ষা ও গুণাবলী ব্যতীত তাঁহার অকলঙ্ক চরিত্র, অমায়িক স্বভাব এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাবও বিশেষ প্রশংসনীয়। আমরা ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি—তিনি মুন্সীবংশের অল্পায়ুত্ব অতিক্রম করিয়া সুদীর্ঘ শান্তিময় জীবন লাভ করুন এবং বঙ্গের গৌরব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবাসীর, বিশেষতঃ কায়স্থজাতির হিতসাধনে সতত নিরত থাকুন।

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর।

মদনমোহন সরকার।

প্রায় ২০ বৎসর অতীত হইল দেববংশজ উক্ত সরকার মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। আমার শিক্ষা জীবনের প্রথম বর্ষ তাঁহার অধীনে অতিবাহিত হইয়াছিল।

পশ্চিমাগত বগ্গা (Bogla) বা বাগল বংশে তাঁহার জন্ম। এই বংশের লোক আর এ অঞ্চলে দেখা যায় না। ইঁহারাই ইলুহারের খ্যাত বাগল সরকার বংশ। পারস্য ভাষায় মোসলমান আমলের যে সকল দলিল পত্র আছে, তাহাতে ইঁহাদিগকে 'দেও' (দেব) বলিয়া লিখিত দেখা যায়। *

যে সময় সমুদ্র-উপকূলে বর্ত্তমান দৌলানদীর তীরবর্ত্তী স্থানে দনুজ মর্দ্দন দেব আসিয়া স্বাধীন একখণ্ড রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার নামে মুদ্রা প্রচলিত হইতে থাকে ; সেই সময়ে বা তাহার অল্পকাল পরে সোন্ধা নামক বৃহন্নদীর উপকূলে বাঢ়ম্ দেব নামক এক ব্যক্তি আসিয়া বাস করেন। এই বাঢ়ম্ দেবের বসতিবাটী অদ্যাপি ইলুহারে বাঢ়ম্‌বাটী বলিয়া খ্যাত এবং উহাতে বাগলবংশীয় কালীপ্রসন্ন দেব সরকার বাস করিতেছেন।

দনুজমর্দ্দনের বসতি স্থানের নাম চন্দ্রদ্বীপ। তাঁহার সহিত বাঢ়মের কোন সংস্রব ছিল কি না বলিতে পারিনা। তবে আমাদের প্রাচীনেরা কেহ কেহ বলিতেন—উঁহারা উভয়ে এক সময়ে এক দেশ হইতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু উভয়ের মধ্যে বড় সদ্ভাব ছিল না। এ কথা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য হইতে পারে। দনুজমর্দ্দন দেব বল্লালীর অন্তর্গত হইয়াছিলেন ; কিন্তু বাঢ়ম তাহা হন নাই।

বর্ত্তমান সময়ে Adminstration Committere বরিশাল জিলাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দুটি জিলা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। (১) বরিশাল। (২) বাকরগঞ্জ। শেষোক্তের প্রধান সহর হইবে তাঁতেরকাটি ; এই তাঁতের কাটির দক্ষিণে অনতিদূরবর্ত্তী দনুজমর্দ্দন দেবের চন্দ্রদ্বীপে রাজধানী ছিল। সেখানে কমলার দীঘি প্রভৃতি কতক প্রাচীন নিদর্শন আছে।

* দেব বঙ্গীয় কায়স্থেরা বা বঙ্গবিজেতৃ স্বাধীন নৃপতি বংশীয় কায়স্থের অন্যতম, তাহা প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর কথায়ও প্রকাশ পাইতেছে। তিনি বলেন,—"তাহাদের (বঙ্গাগত কায়স্থগণের) বংশধরগণ পুণ্য শ্লোক এক পিতার সন্তান হইলেও শূর, দেব, পাল বর্ম্ম প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্ম ও মতাবলম্বী নৃপতিগণের সংস্রবে বিভিন্ন ও আচার ব্যবহারের মধ্যে * * * শ্রেণীচতুষ্টয়ে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।" Report of All India Kayastha Conference at Calcutta. page 681.

কিন্তু বাঢ়ম দেব যেখানে আসিয়া তদনুরূপ চরভূমিতে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা দনুজের রাজধানী চন্দ্রদ্বীপ হইতে নৌকাপথে ন্যূনকল্পে দুইদিনের পথ পশ্চিমোত্তরে। এই অঞ্চলের লোকদিগকে অদ্যাপি সোন্ধার কূলবাসী লোক বলে। সোন্ধার কূলের কায়স্থেরা বল্লালী গ্রহণ করেন নাই। বোধ হয় এই কারণেই বাঢ়মের সঙ্গে দনুজের মতভেদ ছিল।

পরবর্ত্তী কালে মগদিগের উৎপাতে দনুজের উত্তরাধিকারীদিগকে চন্দ্রদ্বীপ হইতে রাজধানী উঠাইয়া উত্তরপশ্চিমে অনেকটা ভিতরদিকে মাধবপাশায় স্থাপিত করিতে হয়। এক্ষণে মাধবপাশার নাম মাত্র রাজারা চন্দ্রদ্বীপের রাজা বলিয়া খ্যাত আছেন।

এই রাজধানীর পরিবর্ত্তন বশতঃ এবং উহা সোন্ধারকূলের কাছাকাছি হওয়াতে কালক্রমে চন্দ্রদ্বীপ সমাজ ও সোন্ধারকূল সমাজ অনেকটা মিশ্র ভাব ধারণ করে। এমন কি, বর্ত্তমান সময়ে চন্দ্রদ্বীপের অতি উৎকৃষ্ট কায়স্থ গাভার ঘোষ ও বানড়ীপাড়ার গুহঠাকুরতা প্রাচীন সোন্ধানদীর গর্ত্তে বাস করিতেছেন। এই নৈকট্য হেতুঃ সোন্ধারকূলবাসীরা কালক্রমে বল্লালী মানিয়া লইয়াছেন। এমন কি, বর্ত্তমান সময়ে কি চন্দ্রদ্বীপবাসী কি সোন্ধারকূলবাসী সেই প্রাচীন বিরোধ মনে করেন না। সোন্ধারকূলবাসীরা যে উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কায়স্থের ন্যায় এক সময়ে বল্লালী কুলমর্য্যাদা উপেক্ষা করিয়াছিলেন, সে স্মৃতিও তাঁহাদের বিলুপ্ত হইয়াছে। সোন্ধা নদীর প্রাচীন খাতের কতকাংশ লইয়া এক্ষণে বলেশ্বর নদ আধুনিক আকারে সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে।

এই সোন্ধারকূলনিবাসী রাঢ়মদেবের বংশধর ৺মদনমোহন সরকারের জীবনীতে সাধারণ কায়স্থের জ্ঞাতব্য বিষয় বড় অধিক কিছু নাই। তবে একটি বিষয় যাহা সকল কায়স্থ অনুকরণ করিতে পারেন। তিনি শুভঙ্করের ন্যায় পাঠশালার গুরুমহাশয় ছিলেন। তখন এ গ্রামে স্কুল ছিল না। তাঁহার পাটশালায় আমরা অনেক ছাত্র লেখাপড়া শিখিতাম।

তিনি বলবান, মধ্যমাকৃতি, গৌরবর্ণ শ্রীমান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল ; বিশেষতঃ তিনি দ্রুতকলমী ছিলেন। সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান বিদ্যার অধিক ছিল না বটে, কিন্তু পূজাপদ্ধতি তন্ত্রমন্ত্রের তালপত্রের পুথি লইয়া তিনি অনেক সময় কাটাইতেন। এজন্য তাঁহার সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান একজন সাধারণ পুরোহিত অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না। আমাদের জানা আছে, তিনি বিপুলকায় সংস্কৃত মহাভারত তিনবার স্বহস্তে লিখিয়া তিনজন কথক

ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ মনসার সঙ্গীতাত্মক ২৪ অধ্যায়ের প্রকাণ্ড পুথি তিনি স্বহস্তে লিখিয়া তাহাতে এমন অভ্যস্ত হইয়াছিলেন যে, উহার অধিকাংশ তিনি মুখস্থ পড়িতে পারিতেন। আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার সহায়তা ভিন্ন এ গ্রামে মনসার পাঁচালী পাঠ করা হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর মনসা-সঙ্গীত এ গ্রামে রহিত হইয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল।

এতদ্ভিন্ন তিনি গ্রামের চিকিৎসক ছিলেন। অস্ত্র চিকিৎসা ও ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা উভয় চিকিৎসার্থেই তাঁহার ডাক হইত। তাঁহাকে সর্প মন্ত্র দ্বারা সর্পাঘাতগ্রস্ত মুমূর্ষু রোগীকে আরোগ্য করিতে দেখিয়াছি। ওঝালী, বৈদ্যালী উভয়েই তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। গ্রাম্য সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া কর্ম্মে তিনি স্বেচ্ছা-সেবকের ন্যায় নিরহাঙ্কারে ছোট বড় সকলের গৃহে যোগ দিতেন। গ্রামে গবর্ণমেণ্ট স্কুল স্থাপিত হইলে, তাঁহার এতাদৃশ পরোপকার মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছিল।

সর্ব্বোপরি তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্য বিষয় এই যে তিনি অতি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিলেন। সত্য বটে তিনি যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন নাই। কিন্তু কোন যাগযজ্ঞেই তিনি কখনও উদাসীন ছিলেন না। তাঁহার জীবন ধর্ম্মাচরণেই অতিবাহিত হইতেছিল। গ্রাসাচ্ছাদনের অতিরিক্ত যাহা কিছু তাঁহার থাকিত, তাহা তিনি দেবার্চ্চনে ব্যয় করিতেন।

আমরা স্বচক্ষে দীর্ঘকাল দেখিয়া আসিয়াছি, মদনমোহন চন্দন চর্চ্চিত ললাটে ব্যাসাসনে বসিয়া দেবী দুর্গার প্রতিমার সম্মুখে ভক্তি সহকারে চণ্ডীপাঠ করিয়াছেন। যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া স্বয়ং যজ্ঞ করিয়াছেন, কিন্তু এজন্য তাঁহাকে কোন ব্রাহ্মণ কোন দিন 'এক ঘরে' অর্থাৎ সমাজচ্যুত করিতে চেষ্টা করে নাই। কোন কায়স্থ তাঁহার বিরুদ্ধতা করে নাই। তিনি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ন্যায় পূর্ণমাত্রায় ক্ষত্রিয়াচার, যাগযজ্ঞ, করিয়া গিয়াছেন।

সহস্র সহস্র কায়স্থ যজ্ঞ-সূত্র ধারণ করিয়া আপনাদিগকে এক্ষণে নিঃসন্দেহে ক্ষত্রিয় মনে করিতেছেন। ইহা আহ্লাদের বিষয়, ক্ষত্রিয়াচার পূর্ণ মাত্রায় আচরণ করিতে হইলে এই মদন মোহনকে অনুসরণ করিতে হইবে। এই কার্য্যে হস্ত দিলেই, আমরা সফল মনোরথ হইতে পারি। তাহা হইলে বিচার আদালতগুলি আর আমাদিগকে শূদ্র বলিতে সাহস করিবেন না।

নগেন্দ্রনারায়ণ সরকার যিনি কায়স্থান্দোলনের সূত্রপাতে সর্ব্ব প্রথমে পবিত্রসূত্র (sacred thread) ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি যেমন আমার কনিষ্ঠ ও ঘনিষ্ঠ

জ্ঞাতি ভ্রাতা ও শিষ্য স্থানীয়, এই ভূরিকর্ম্মা ক্ষত্রধর্ম্মী মদনমোহন তেমন আমার সাক্ষাৎ জ্যেষ্ঠ জ্ঞাতি ভ্রাতা। কিন্তু তিনি আমার প্রথম শিক্ষক ছিলেন। আমি তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া নমস্কার করিতেছি। তিনি অনুমান ৭২ বৎসর বয়সে লীলালীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার মঙ্গলময় আদর্শ কায়স্থ-গৃহে বিরাজ করুক।

শ্রীমধুসূদন বর্ম্মসরকার।

বিদ্যানিধির সম্বন্ধ-নির্ণয়।

(৭)

গ্রন্থকার সম্বন্ধ-নির্ণয়ে যে চিত্রগুপ্তকে শূদ্র বলিয়াছেন, সেই দেবতাকেই ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদি আর্য্যগণের ভোজনের কালে পরিষেচন মন্ত্রে অন্ন প্রদান করিয়া তাহার অন্ন গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা চিত্রগুপ্তজ কায়স্থকে শূদ্র বলেন, তাঁহাদিগকে আমরা নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কায়স্থ শূদ্র হইলে, চিত্রগুপ্তও শূদ্র ? তবে কি শাস্ত্রে শূদ্র কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ পূজা পাইবার বিধান আছে ? যদি শূদ্রকে ব্রাহ্মণের পূজা করিবার বিধান থাকে, তবে'ত কথাই নাই ; যদি না থাকে তাহা হইলে তাঁহারা যে আবহমান কাল শূদ্রের পূজা করিয়া আসিতেছেন ও পাপার্জ্জন করিতেছেন ; সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ? কায়স্থ জাতি আবহমান কাল হইতে পুরুষ পরম্পরা ক্রমে রাজকর্ম্মচারীরূপে বিরাজমান। অন্য কোন জাতিই পুরুষ পরম্পরা রাজকর্ম্মচারী নহে। রাজনিযুক্ত কর্ম্মচারী মাত্রেই পূর্ব্বতঃ ক্ষত্রিয়, তাহা আমরা স্থানান্তরে সংক্ষেপে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

সম্বন্ধ-নির্ণয়ের ১৩২ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই "উত্তররাঢ়ী কায়স্থদিগের মতে অযোধ্যা, মথুরা, কাশী, মায়া (বৃন্দাবন ও মথুরা) কাঞ্চী, অবন্তিকা, হস্তিনা, দ্বারকা ও পুরী কেবল এই স্থান কায়স্থগণের জন্মভূমি বলিয়া খ্যাত। ইহারা সকলেই ক্ষত্রকুলজাত বলিয়া প্রসিদ্ধ।"

"ইহা দেখিয়াই কায়স্থগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে সাহসক; আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয়েন। অনেক ক্ষত্রিয় উপনয়নাদি সংস্কার হীনতা প্রযুক্ত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

কায়স্থগণ অযোধ্যাদি দেশসম্ভূত নিমিত্ত যে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে সমুৎসুক, বিদ্যানিধি মহাশয় এমন ভিত্তিহীন সংবাদ কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন? ইহার কোন শাস্ত্রীয় বা ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। থাকিলে তাহা উদ্ধৃত করা উচিত ছিল। কায়স্থগণ ঐ সকল স্থানে জাত বলিয়া কোন দিনই ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করেন নাই বা করিবেন না; তবে প্রয়োজনানুসারে তাঁহাদের জন্ম স্থানের উৎকর্ষতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইহা দেখাইয়া থাকেন যে, তাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং আর্য্যাবর্ত্তের শ্রেষ্ঠ আচরণ তাঁহাদের আচরণীয়। জন্মস্থানের উৎকৃষ্টাপকৃষ্টতা নিবন্ধন যে অনেক সময় সাধারণে তত্তৎস্থানবাসীগণকেও উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট বলিয়া থাকেন, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়-বিদ্যানিধি মহাশয় উহা অবগত ছিলেন। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সম্বন্ধ-নির্ণয়কার উপরে যে কয়েকটী স্থানের নাম করিয়াছেন, ঐ কয়েকটী স্থান যে সাধারণ নহে—অসাধারণ, পরন্তু তীর্থস্থান তাহা তিনি অবগত ছিলেন না। অবগত থাকিলে তত্তদ্দেশসম্ভূত ব্যক্তিগণকে কখনই হীন প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন না। শাস্ত্র বলিতেছেন :—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতীচৈব সপ্তৈতে মোক্ষদায়িকা॥"

এই সকল স্থান যে মোক্ষদায়ক এবং এই সকল স্থানবাসীগণ যে মোক্ষলাভের অধিকারী তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং উল্লিখিত তীর্থস্থানে জাত ও বসবাস নিবন্ধন কায়স্থগণ উচ্চবর্ণীয় ভিন্ন নীচবর্ণীয় নহেন। শূদ্রের তীর্থস্থানে বাস করিবার অধিকার নাই, কাজেই বলিতে হয়, কায়স্থগণ কখনই শূদ্র হইতে পারেন না। আমাদের আর একটী বক্তব্য যে, বাহু অর্থে কক্ষ হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত। আর বাহু হইতে জাত অর্থাৎ বাহুজঃ—ক্ষত্রিয়ঃ। কায় বাহুর একটি অংশ, অতএব কায়স্থও ক্ষত্রিয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ক্ষত্রিয়ের কতক অংশকে কায়স্থ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কায় অর্থে "ব্রাহ্মতীর্থং" এবং "মনুষ্যতীর্থং" ইতি মেদিনী। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পিতামহ ব্রহ্মা কায়স্থদিগকে শরীরের মধ্য স্থানে তীর্থস্থানে অর্থাৎ অঙ্গুলির নিম্নদেশে স্থান দান করিয়াছেন। এই জন্যই উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন।

সম্বন্ধ-নির্ণয়কার বলিয়াছেন—"অনেক ক্ষত্রিয় উপনয়নাদি সংস্কারহীনতা প্রযুক্ত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বংশসম্ভূত হইলেও এক্ষণে শূদ্র (একজ) ব্যতীত দ্বিজ শব্দে অভিহিত হইতে পারে না।"

অর্থাৎ কায়স্থগণেরও উপনয়নাদি সংস্কার হীনতাপ্রযুক্ত শূদ্রত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। বলিহারি যুক্তি! উদ্ধৃত অংশ হইতে দেখা যাইতেছে যে, বিদ্যানিধি মহাশয় এখানে কায়স্থকে মূলতঃ ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে কায়স্থগণের "উপনয়নাদি" সংস্কার না থাকায় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাও বলিয়াছেন। হিন্দু সমাজে উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কার প্রচলিত আছে। কায়স্থগণ কেবল উপনয়ন সংস্কার ব্যতীত অন্য নয়টী সংস্কারে সমন্ত্রক সংস্কৃত হইতেছেন। সুতরাং বিদ্যানিধি মহাশয় কোন্ বিবেচনায়, কোন্ শাস্ত্রের, কোন বিধিবলে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, কায়স্থগণ উপনয়ন "আদি" সংস্কারে অসংস্কৃত? বড় দুঃখ ও লজ্জার কথা যে, তিনি তাঁহার প্রতিবাসী কায়স্থগণের কোন সামাজিক সংবাদই না রাখিয়া কতকগুলা অর্থহীন কল্পিত উক্তির অবতারণা করিয়া সাধারণ্যে নিন্দনীয় হইয়াছেন। ক্ষত্রিয়ের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে উপনয়ন না হওয়ায় তাঁহারা ব্রাত্য হইয়াছেন; সেই ব্রাত্যত্ব পরিহার পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়ত্ব গ্রহণ মানসেই কায়স্থগণ বহুতর দেশ পূজ্য পণ্ডিতপ্রবরের নিকট শাস্ত্রীয় প্রমাণ সম্বলিত পাঁতি গ্রহণ করত ঈপ্সিত কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন। কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের বিরোধীগণ কি দেখাইতে পারেন যে, কায়স্থগণের ব্রাত্যত্ব পরিহার করত উপবীত গ্রহণ অশাস্ত্রীয়? তাঁহারা কি শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে পারেন যে, এ দেশের পতিত সাবিত্রিক কায়স্থগণ যথা নির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনরায় সাবিত্রী গ্রহণ করিতে পারেন না?

ঐ ১৩২ পৃষ্ঠাতেই লিখিত হইয়াছে—"বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বংশ সম্ভূত হইলেও এক্ষণে শূদ্র (একজ) ব্যতীত 'দ্বিজ' শব্দে শব্দে অভিহিত হইতে পারেন না।" কেন পারেনা তাহার কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ সম্বন্ধ-নির্ণয়কার উদ্ধৃত করেন নাই। রঘুনন্দন যেমন এক খোঁচায় ক্ষত্রিয় বৈশ্য নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, সম্বন্ধ-নির্ণয়কার বুঝি তাঁহারই অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন "কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইলেও এক্ষণে শূদ্র।" তিনি কিন্তু অগ্নি পুরাণের দোহাই দিয়া পূর্ব্বে বলিয়াছেন "কায়স্থগণ শূদ্রমণির সন্ততি বিধায় শূদ্র।" কায়স্থেরা যদি মূলতঃ শূদ্র হইল তবে তিনি আবার কোন্ বিবেচনায় বলিয়াছেন কায়স্থগণ "ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভূত।" তাঁহার এই দুই উক্তির কোন্‌টীতে আমরা বিশ্বাসবান হইব, তাহা'ত বুঝিয়া পাইতেছি না। যাহা হউক কায়স্থেরা মূলতঃ ক্ষত্রিয় হইলেও কোন্ পাপে সম্বন্ধ-নির্ণয়কারের মতে শূদ্র হইয়া গিয়াছে তাহা জানিবার জন্য আমাদের বাসনা অতি বলবতী হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, শাস্ত্রে আছে, ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রের সহিত বাক্যালাপ, একাসনে উপবেশন, একত্র পথ পর্য্যটন, শূদ্রকে জ্ঞান ও

উপদেশ দান এ সকল নিষেধ। ঐ নিষেধ না মানিলে ব্রাহ্মণকে নরক দর্শন করিতে হয়। কিন্তু কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ পঞ্চক কায়স্থগণকে সঙ্গে লইয়া পথে চলিয়াছেন, একত্র উপবেশন করিয়াছেন, গুরুরূপে মন্ত্র দিয়াছেন, পুরোহিতরূপে দশ সংস্কারের নয়টী সংস্কার সমন্ত্রক করাইতেছেন, আবার মৃত্যুর পর কায়স্থ চিত্রগুপ্ত দ্বারা নিজেদের পাপ পুণ্যের বিচার করাইয়াও লইতেছেন! সুতরাং কায়স্থগণ যে কেমন শূদ্র, পাঠক মহাশয়, তাহার বিচার করিবেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় যে বিদ্যানিধি মহাশয় যখন কান্যকুব্জীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতমের সন্তান তখন, তিনি স্বেচ্ছায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণকে নরকে নিপাতিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা এখানে আর একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না; মনুসংহিতায় ব্রাত্য ব্রাহ্মণেরও উল্লেখ দেখিতে পাই (২১।১০ মনু)। মনুর স্মৃতি মানিতে হইলে ব্রাত্য ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব যে ছিল, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে এবং বর্ত্তমানে যখন সমাজে ব্রাত্য ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব অবলোকিত হয় না, তখন ব্রাত্য ব্রাহ্মণগণ যে কালক্রমে ধীরে ধীরে সৎ-ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছেন, ইহাও সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়ের শাখা বিশেষ এবং স্থানে স্থানে ব্রাত্য ক্ষত্রিয়গণ করণ নামেও পরিচিত। এই করণগণ বহুকাল হইতে উপবীত ধারণ করিয়া আসিতেছেন। বঙ্গের বণিক সম্প্রদায়ও ব্রাত্য বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। যখন শাস্ত্রে ব্রাত্য ব্রাহ্মণাদির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু লোকাচারে ব্রাত্যব্রাহ্মণের সন্ধান পাওয়া যায় না, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, উপবীত হীন ব্রাত্য ব্রাহ্মণগণ উপবীত ধারণ করত ব্রাত্যত্ব ক্ষালন করিয়াছেন। আবার আমরা দেখিতে পাই রাঢ়ীয় বারেন্দ্রশ্রেণী সৃষ্ট হইবার পরও ব্রাহ্মণগণ অনেকে উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন (রাঢ়ীয় বারেন্দ্র-দোষ কারিকা ও মাধবাচার্য্য কৃত শঙ্কর বিজয় গ্রন্থের টীকা ইত্যাদি দ্রষ্টব্য) কিন্তু বর্ত্তমানে উপবীত হীন কোন ব্রাহ্মণই দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং ব্রাহ্মণগণ যখন উপবীত ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র একটী "প্রণাম" রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় প্রয়োজন বশে উপবীত গ্রহণ করিয়া থাকেন, তখন ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উপবীত গ্রহণ করিতে অধিকারী।

মূল পুস্তকের ১৩৩ পৃষ্ঠার লেখক লিখিয়াছেন, "বস্তুতঃ ইহাঁরা আর্য্যবংশ সম্ভূত ব্রাত্য ক্ষত্রিয়-পদপ্রার্থী, আচার ব্যবহার দ্বারা প্রথমতঃ শূদ্র বলিয়াই বোধ হয়। একমাস অশৌচ গ্রহণ, উপনয়নাদি সংস্কারহীনতা এবং শ্ববৃত্তি কার্য্যে জাতি সাধারণের আনুরক্তি ইত্যাদি শূদ্রোচিত ব্যবহার দৃষ্টে শূদ্র ব্যতীত দ্বিজ বলিয়া প্রতীতি জন্মে না।" ইহাতে আমাদের বক্তব্য যে, বস্তুতঃ ইহাঁরা আর্য্যবংশ সম্ভূত

ব্রাত্য ক্ষত্রিয় অর্থাৎ মূলতঃ ক্ষত্রিয় কিন্তু অনেক দিন হইতে উপনয়ন সংস্কারহীন বলিয়া ব্রাত্য হইয়াছেন। যাহাদের আচার ব্যবহার ব্রাহ্মণেরই অনুরূপ অর্থাৎ যাহারা বহুদিন হইতে নয়টি সংস্কারের সংস্কৃত হইয়া আসিতেছেন, সমন্ত্রক ক্রিয়া কর্ম্ম করিতেছেন, বিদ্যানিধির ন্যায় সমধর্ম্মী ব্রাহ্মণের দ্বারা দীক্ষা গ্রহণ ও পৌরহিত্য করাইতেছেন, বিশুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণগণকে দান দ্বারা তুষ্ট করিতেছেন, নিজ নামে সংকল্প করাইয়া বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়া করিতেছেন, তাঁহারা কেমন শূদ্র তাহা কায়স্থবিদ্বেষীবৃন্দ চিন্তা করিয়া দেখিবেন। শাস্ত্রে দেখিতে পাই, দ্বিজ সেবা ভিন্ন শূদ্রের কোন কর্ম্ম নাই এবং সেবাই তাহার স্বর্গে উঠিবার সিঁড়ি। শূদ্রের মন্ত্র উচ্চারণে অধিকার নাই এবং তাহার পাপও নাই, পুণ্যও নাই! এই শূদ্রের সহিত কায়স্থের কোন বিষয়ে সাদৃশ নাই। আমরা দেখিতে পাই :—

"শূদ্রাণাং মাসিকং কার্য্যং পরেষাং ন্যায়বর্ত্তিনাং।
ধারণনং জীর্ণবস্ত্রঞ্চ বিপ্রোচ্ছিষ্ট ভোজনম্॥
স্বদারেষু রতিশ্চৈব পরদার বিসর্জ্জনং।
পুরাণ শ্রবণং বিপ্রাং নারসিংহস্য পূজনম্॥
তথা বিপ্রনমস্কারং যথাশাস্ত্র দিনে দিনে।
সত্য ভাষণঞ্চৈব রাগ দ্বেষ বিসর্জ্জনম্॥"

অর্থাৎ শূদ্রগণ ন্যায়বান ব্যক্তির নিকট মাসিক নিয়মে কর্ম্ম, জীর্ণ বস্ত্র পরিধান, দ্বিজত্রয়ের উচ্ছিষ্ট ভোজন, সর্ব্বদা স্বকীয় ভার্য্যাতে আশক্তি, পরদার বর্জ্জন, দ্বিজাতি-মুখে পুরাণ শ্রবণ, দ্বিজাতি ত্রয়কে প্রণাম, সত্য সেবা এবং রাগ ও দ্বেষ বর্জ্জন করিয়া কাল যাপন করিবে।

শূদ্র সম্বন্ধে উল্লিখিত শ্লোকগুলির সহিত কায়স্থের কোন সাদৃশ্য নাই। এ দেশের বর্ত্তমান কায়স্থগণকে একমাস অশৌচ পালন করিতে দেখিয়া ও তাঁহাদিগের সমক্ষে উপবীতের অভাব দেখিয়া এবং শ্ববৃত্তি কার্য্য করিতে দেখিয়া, বিদ্যানিধি মহাশয় ইঁহাদিগকে শূদ্র বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। বিদ্যানিধি মহাশয়ের পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি ছিল, তিনি যে সকল শাস্ত্র আলোচনা করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয় শূদ্র ব্যতীত কাহাকেও মাসাশৌচ পালন করিবার এবং শ্ববৃত্তি অবলম্বন করিবার কথা অবগত হইতে পারেন নাই। আমরা শূদ্রেরও মাস অশৌচ এবং ক্ষত্রিয়েও একমাস অশৌচ পালনের কথা শাস্ত্রে দেখিতে পাই। নিম্নে ঐ সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম :—

"শিল্পীনঃ কারুকা বৈদ্যা দাসী দাসশ্চ নাপিতাঃ।
শ্রোত্রিয়াশ্চৈব রাজানঃ সদ্যশৌচাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

২৭।৩ পরাশর।

মহাভারতে ভারত-যুদ্ধের পরে যুধিষ্ঠিরাদি কৌরবগণ একমাস অশৌচ পালন করিয়াছিলেন এবং পাণ্ডুরাজার মৃত্যু ঘটিলে ১৭ দিনের পর সম্ভবতঃ একমাস অশৌচ পালন করিয়া পাণ্ডুর শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। নারদীয় পুরাণ উপবীতী ও অনুপবীতীভেদে ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন ও একমাস অশৌচ পালনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মনে হয়, অশৌচ ব্যক্তিগত—বর্ণগত নহে। জ্ঞানের ন্যূনাধিক্য এবং কার্য্যের সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অশৌচ ব্যবস্থিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে আমরা যুধিষ্ঠিরাদির অশৌচ পালন ব্যাপার লইয়া দেখাইতেছি যে, শাস্ত্রানুসারে যাহাদের ১২ দিন অশৌচ কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহারা নির্দ্দিষ্ট বর্ণাশৌচ অপেক্ষা অধিক দিন অশৌচ পালন করিলে যে, জাতি বা ধর্ম্মচ্যুত হইবে এরূপ বিধান কোন শাস্ত্রেই পাই নাই। শাস্ত্রে সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বর্ণাশৌচ অপেক্ষা অধিক দিন অশৌচ পালন করা উচিত নহে, ইহা ব্যবস্থিত থাকিলেও ক্ষত্রিয়াদি জাতি যে বর্ণাশৌচ অপেক্ষা অধিক দিন পালন করিলে দোষাবহ হয়, আমরা শাস্ত্রে তাহারও প্রমাণ পাই নাই; বরং মহাভারতে তাহার বিরুদ্ধ প্রমাণ পাইলাম। শূদ্র একমাস অশৌচ পালন করে বলিয়া অশূদ্র মাসাশৌচ পালন করিলে যে শূদ্র হইয়া যাইবে এমন প্রমাণ কোথাও নাই। যদি মাসাশৌচ পালন ও দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করত অশূদ্র শূদ্র হয়, তবে হাড়িরাও ব্রাহ্মণের ন্যায় দশ দিন অশৌচ পালন করিয়া ও দেব দেবীর মূর্ত্তি পূজা করত দেবল ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত না হইবে কেন? আমরা শুনিয়াছি—দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ ৺কালী-মাতার পুরোহিত হাড়ি এবং নদিয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত উলা বা বীরনগর গ্রামের জাগ্রতদেবী উলাইচণ্ডীর পূজা প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমায় সর্ব্বাগ্রে হাড়িতেই করিয়া থাকে।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বর্ম্মঘোষচৌধুরী।

গৌড়-কাহিনী।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

(ভগ্ন-মন্দিরে)

দারুণ গ্রীষ্ম! দুঃসহ উত্তাপ! চতুর্দ্দিকে যেন পুড়িয়া ঝলসিয়া যাইতেছে। সমীরণ বন্ধ। বৃক্ষরাজি স্তব্ধ, নিস্পন্দ যেন প্রকৃতিদেবী শ্বাসরুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। বেলা অধিক নাই। মরিচিমালী সমস্ত দিন অগ্নিবৃষ্টি করিয়া ধীরে ধীরে অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইবার উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন, তথাপি উত্তাপ কমিতেছে না। জ্যৈষ্ঠ মাসের সেই রৌদ্রদগ্ধ অপরাহ্নে একটি বহুক্রোশব্যাপি বৃক্ষাদি সন্নিবিষ্ট অরণ্যের সম্মুখভাগে আসিয়া পাঁচজন অশ্বারোহী যুবক উপস্থিত হইলেন। নিবিড় অরণ্য—বৃক্ষের পর বৃক্ষ, তারপর বৃক্ষ রূপ অগণিত অসংখ্য সারি সারি বৃক্ষের শ্রেণী ক্রোশের পর ক্রোশ ব্যাপিয়া ভূমণ্ডলের একাংশ সমাচ্ছন্ন করিয়া দূর চক্রবালরেখা পর্য্যন্ত চলিয়াছে—তাহা সীমাহীন, নিরবচ্ছিন্ন, অনন্ত। অশ্বারোহীগণ সেই বিপুল অরণ্যের সম্মুখে আসিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের পরিচ্ছদ ঘর্ম্মাসক্ত—কটি প্রদেশ স্বেদ প্লাবিত,—সর্ব্বাঙ্গ শ্রান্তকান্ত নিম্নে বৃহদাকৃতি তেজঃপুঞ্জ বিনিষ্ট অশ্বগুলির মুখগহ্বর ফেণযুক্ত,—নাসিকারন্ধ্র সশব্দ—সর্ব্বাবয়ব ঘর্ম্মাক্ত। কিন্তু অশ্বারোহীগণের সেদিকে ভ্রুক্ষেপও ছিল না। তাঁহাদিগের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইতেছিল যে, তাঁহারা সমাগতপ্রায়া নিশিথিনীর জন্য আশ্রয় অন্বেষণে ব্যস্ত। অরণ্যের যে দিকে আসিয়া তাঁহারা দাঁড়াইলেন, ঐ দিক আবার অন্যাপেক্ষা নিবিড়। কিন্তু নিবিড় হইলেও এইদিক হইতে একটি অপ্রশস্ত পথ সেই অরণ্যাভ্যন্তরে বক্রভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে—কত দূরে কোথায় চলিয়াছে, তাহা কঠিন। পথটি দেখিয়া বোধ হয়, এ পথে সর্ব্বদা লোকের যাতায়াত চলে না। চতুর্দ্দিকে নিকটে কোন লোকালয়ও পরিদৃষ্ট হইতেছিল না। সুতরাং সেই অশ্বারোহীগণ কালবিলম্ব না করিয়া একের পশ্চাতে অপরে এইরূপ ভাবে সেই সঙ্কীর্ণ অরণ্য পথে সাবধানতার সহিত ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিলেন। অর্দ্ধ ক্রোশ এইরূপ ভাবে ক্রমশঃ সেই বনপথে সেই গভীর অরণ্যাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পর সূর্য্যদেবের শেষ রশ্মিজাল অস্তমিত হইল। সেই ঘনপাদপ সমাকীর্ণ বনভূমির সেই সঙ্কীর্ণ-পথে অন্ধকার ক্রমশঃ জমাট বাঁধিতে লাগিল। অশ্বারোহীগণও মনে মনে প্রমাদ গনিতে লাগিলেন। সেই অপরিমিত অরণ্য

পথে সেই গভীর অন্ধকারে তাঁহারা কোনদিকে কোথায় চলিয়াছেন তাহা তাঁহারা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু তখন পশ্চাতে ফিরিবারও উপায় নাই—সুতরাং তাঁহারা অতিকষ্টে আরও কিয়দূর অগ্রসর হইলেন। তদনন্তর একটি মোড় ঘুরিবার পর সহসা দেখিলেন, যেন দূর হইতে একটী ক্ষীণ অস্পষ্ট আলোক রশ্মি সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া তাঁহাদিগের দিকে আসিতেছে। মনুষ্য সমাগত ব্যতীত ঐরূপ আলোকের উৎপত্তি সম্ভবে না। সুতরাং যে স্থান হইতে সেই আলোকরশ্মি আসিতেছে, তথায় আশ্রয় মিলিতে পারে অনুমান করিয়া, তাঁহারা সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। এইরূপ অশ্বারোহীগণ ক্রমে যতই আলোকের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই রাস্তা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ততর ও পরিষ্কার বোধ হইতে লাগিল, এবং ততই আশ্রয় লাভের ভবিষ্যৎ আশায় তাঁহাদের মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিল। এইরূপ চলিতে চলিতে তাঁহারা অবশেষে বহু কষ্টে সেই আলোকের সমীপবর্ত্তী হইলেন। দেখিলেন, একটি ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীন ভগ্নপ্রায় জীর্ণ অট্টালিকাভ্যন্তর হইতে সেই আলোকস্রোতঃ বিনির্গত হইতেছে। অট্টালিকার প্রবেশ দ্বার উন্মুক্ত। অশ্বারোহীগণ লম্ফ প্রদানে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বগুলি নিকটস্থ একটি বৃক্ষে আবদ্ধ করিয়া ব্যাপার কি জানিবার নিমিত্ত সেই উন্মুক্ত দ্বার পথে সেই অট্টালিকাভ্যন্তরে অকুতোভয়ে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু প্রবেশ করিয়া সেই স্তিমিত দীপালোকে তাঁহারা যে দৃশ্য দর্শন করিলেন, তাহাতে তাঁহাদের দেহ ক্ষুধা তৃষ্ণা ও আশ্রয় প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর হইতে তিরোহিত হইয়া গেল। তৎপরিবর্ত্তে বিস্ময়ের পর বিস্ময় আসিয়া তাঁহাদের চিত্তরাজ্য অধিকার করিয়া ফেলিল।

তাঁহারা তথায় প্রবেশ করিয়া কি দেখিলেন? দেখিলেন অট্টালিকাটি কোন ধনবানের বাসভবন নহে। তাহা একটি মহাযানিক বৌদ্ধ মঠ। মঠটি এককালে নানাকারুকার্য্য খচিত ও নানাসৌন্দর্য্যের আধার ছিল। কিন্তু কালের কঠোর নির্ম্মম হস্ত ধীরে ধীরে সে সকল সৌন্দর্য্য লুপ্ত করিয়া দিয়াছে। মন্দিরাভ্যন্তর এক্ষণে মলিন, বিবর্ণ ও স্থানে স্থানে ভগ্ন। বিশেষতঃ পেচক, মুষিক ও নানাবিধ কীট পতঙ্গাদি আশ্রয় গ্রহণ করায় দুর্গন্ধ পূর্ণ। মন্দিরের একপার্শ্বে একটী দ্বাদশভুজ সমন্বিত উচ্চ লোকনাথ বিগ্রহ দণ্ডায়মান। বোধিস্বত্ব শ্বেতবর্ণ। দক্ষিণের প্রথম হস্তে বরদ মুদ্রা ও অক্ষসূত্র দ্বিতীয় হস্তে উৎপল—তৃতীয় হস্তে কমণ্ডলু—পঞ্চম হস্তে গ্রন্থ। অন্যান্য হস্তগুলি ঈষৎ ভগ্ন—তাহাতে কি ছিল স্পষ্ট বুঝা যায় না। আগন্তুকগণ মূর্ত্তির পাদ-পীঠে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, তথায় "বরেন্দ্রী হলদি

লোকনাথঃ" এইরূপ একটি খোদিত লিপি আছে। কক্ষমধ্যে একটি মাত্র প্রদীপ জ্বলিতেছিল—স্তিমিতভাবে জ্বলিতেছিল। তৈজস পত্র বিশেষ কিছুই ছিল না। একটা মৃদ্‌ভাণ্ডে কতকগুলি তণ্ডুল—আরও দুই চারিটা ভাণ্ডে মনুষ্য জীবন ধারণোপযোগী কতিপয় আহারীয় দ্রব্য। চারিদিকে ঝুল—মাকড়শার জাল—আরশুলার পৎ পৎ শব্দ—টিকটিকির টিক্ টিক্ ধ্বনি। আর তাহারই একপার্শ্বে তৃণশয্যায় শায়িত একটি অশিতিপর মুমূর্ষু বৃদ্ধ। সেই কক্ষস্থিত নির্ব্বাণোন্মুখ স্তিমিতালোকের ন্যায় তাঁহার জীবন প্রদীপ ক্রমশঃ শক্তিহীন জ্যোতিঃহীন হইয়া আসিতেছিল।

আগন্তুক যুবকগণ বুঝিলেন, বৃদ্ধের অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী। সহসা এইরূপ অচিন্তনীয় অবস্থার মধ্যে পড়িয়া তাঁহারা মুহূর্ত্তের জন্য কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন। পরিশেষে মন্দিরের বাহিরে আসিয়া একটা প্রস্তরময় সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িলেন। তখন সন্ধ্যা কেবলমাত্র অতিক্রান্ত হইয়াছে; কিন্তু ইতিমধ্যেই তথায় অন্ধকারের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে। রজনী একে অন্ধকারময়ী—তাহাতে আবার বৃক্ষের ঘন সন্নিবদ্ধ পাদপশ্রেণী সেই অন্ধকারকে আরও গাঢ়তর করিয়া তুলিয়াছে। সুগভীর নিস্তব্ধতায় চতুর্দ্দিক প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। রজনীর অন্ধকার সে নিস্তব্ধতা আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে। সেই গভীর অন্ধকারময় নিস্তব্ধ ভূমির মধ্যে সেই মুমূর্ষু বৃদ্ধের অবস্থান মন্দিরের সিঁড়ির উপর উপবেশন করিয়া আগন্তুক যুবকগণ বিপুল চিন্তাস্রোতে ভাসমান হইতে লাগিলেন—নানাপ্রকার নিকট চিন্তার ঢেউ তাঁহাদের মগজের মধ্যে খেলিয়া যাইতে লাগিল। অকস্মাৎ তাঁহারা কোথায় আসিয়া পড়িলেন—কক্ষমধ্যস্থ তৈলহীন প্রদীপটির ন্যায় সেই মুমূর্ষু বৃদ্ধই বা কে—সেই নিবিড় অরণ্য মধ্যে সেই ভগ্ন বৌদ্ধ মন্দিরে বৃদ্ধ একাকী কি করিয়া বাস করিতেন—বৃদ্ধ স্বয়ং উত্থানশক্তি রহিত, অথচ মন্দিরাভ্যন্তরে, কি বাহিরে দ্বিতীয় ব্যক্তি দৃষ্টি গোচর হইতেছিল না, এরূপ অবস্থায় তাঁহার মধ্যে সেই প্রজ্বলিত প্রদীপটি কে স্থাপন করিল, এইরূপ শত শত প্রশ্ন তাঁহাদের মনোমধ্যে উদিত হইয়া আবার মনেই বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল। কি চিন্তার আতিশয্যে তাঁহাদের অন্যদিকে দৃষ্টি পর্য্যন্ত ছিল না।

ইত্যবসরে তাঁহাদের সম্মুখে মনুষ্য-পদ-শব্দ-ধ্বনিত হইল এবং তাঁহাদের বোধ হইল, যেন মিনিষ মধ্যে সেই অন্ধকারে একটী সুদীর্ঘ মানবমূর্ত্তি কোন দিক লক্ষ্য না করিয়া তাঁহাদের পার্শ্ব দিয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে সেই মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মন্দিরাভ্যন্তরস্থ সেই নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপটি সহসা অতিশয়

উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে মন্দির মধ্যে একটা দমকা হাওয়ায় তরঙ্গ ছুটিয়া বহিয়া গেল। তারপর আবার সমস্ত নীরব নিস্তব্ধ হইল।

সোপানোপবিষ্ট আগন্তুক যুবকগণ যে মনুষ্য মূর্ত্তির ন্যায় পদার্থকে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য মূর্ত্তিই বটে। সেই মানব যে এই মন্দিরে নবাগত নহেন, তাহাও তাঁহার কার্য্যকলাপ দৃষ্টে সহজেই বোধ হইতে লাগিল। প্রদীপটি নির্ব্বাপিত হইবামাত্র তিনি মন্দিরাভ্যন্তরে এক পার্শ্বে অবস্থিত আগ্নের প্রস্তর খণ্ডে ইস্পাত সংযোগে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করত পুনরায় সেই প্রদীপ প্রজ্বলিত করিলেন। এবং একটী তৈলাধার হইতে সেই প্রদীপে যথেষ্ট তৈলসেক করিয়া দীপবর্ত্তিকা বাড়াইয়া দিলেন। তারপর যখন মন্দিরাভ্যন্তর সেই প্রদীপালোকে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তখন সেই শয্যাশায়ী বৃদ্ধের দিকে নেত্রপাত করত একটি সুগভীর দীর্ঘশ্বাস টানিয়া লইয়া অপরিস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "দেখিতেছি যাহা আশঙ্কা করিয়া তাড়াতাড়ি আসিতেছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে। মহাস্থবির অশ্বঘোষ সত্য সত্যই ইহ জগতের মায়া ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। হায় এতদিনে বৌদ্ধাকাশের আর একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র কক্ষ ভ্রষ্ট হইল -- বৌদ্ধোদ্যানের আর একটি সুরভি কুসুম বৃন্তচ্যুত হইল।" সেই নবাগত যখন এই কথাগুলি বলিতেছিলেন, তৎকালে বাহিরে অনন্ত আকাশ বক্ষে বায়ুতাড়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভ্রখণ্ডগুলি বায়ুকোণে একত্র সঞ্চিত হইয়া, ক্রমে বর্দ্ধিতায়তন হইয়া উঠিতেছিল, এবং সেই ভীষণ দর্শনা অন্ধকারময়ী রজনীকে অধিকতর ভীষণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছিল। বাতাস অতিশয় বেগে বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সপত্রপল্লব বৃক্ষশাখাসমূহ ঘন ঘন সঞ্চালিত হইতেছিল, এবং সেই ভগ্ন মন্দিরের কাষ্ঠ দ্বার মুহুর্মুহুঃ কম্পিত ও শব্দিত হইতেছিল।

নবাগত ব্যক্তি মন্দির মধ্যে অধিকক্ষণ বিলম্ব করিলেন না। প্রদীপটি মৃতের মস্তকের দিকে একটু সরাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া মন্দির দ্বার বাহির হইতে অর্গলবদ্ধ করিলেন। তারপর সোপানোপবিষ্ট যুবকগণের নিকটে আসিলেন এবং তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎসগণ, তোমরা অদ্য এখানে অতিথি। যথারিতি অতিথি সৎকার করা ভগবান তথাগতের অন্যতম আদেশ। কিন্তু দেখিতেছ, এই জীর্ণ পরিত্যক্ত মন্দিরের একমাত্র অধিবাসী ও অধ্যক্ষ এইমাত্র নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। আমি সর্ব্বদা এখানে থাকি না। যাহা হউক, তোমরা আমার অনুসরণ কর।" এই বলিয়া সেই

প্রস্থানকারী পুরুষ গমনোদ্যত হইলেন। সেই সময়ে একবার আকাশে বিদ্যুৎ চমকিল। সেই ক্ষণস্থায়ী আলোক রশ্মির বিকাশে যুবকগণ মুহূর্ত্তের জন্য দেখিতে পাইলেন, সম্বোধনকারী একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী—তাঁহার কাষায় পরিহিত সুদীর্ঘ অবয়ব জ্যোতির্ম্ময়—মস্তকে জটাজুট—গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা—বয়সে প্রাচীন হইলেও তাঁহার বদন মণ্ডলে তেজঃপুঞ্জ ও লাবণ্যপ্রভা প্রতিবিম্বিত—বিশাল আয়ত-লোচনদ্বয় অনলবর্ষা। মূর্ত্তি দেখিয়া একজন যুবক কিঞ্চিৎ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, যেন পূর্ব্বে আর একবার কোথায়ও তাঁহাকে দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু কিছু না বলিয়া অপর যুবকগণের সহিত নিঃশব্দে চিন্তান্বিত ভাবে সেই সন্ন্যাসীর অনুবর্ত্তন করিলেন। সন্ন্যাসীর অনুসরণ করিয়া, তাঁহারা ক্রমশঃ মঠের দক্ষিণ পার্শ্বদিয়া একটি সঙ্কীর্ণ রাজপথ ধরিয়া কিয়দ্দূর গমন করিবার পর তাঁহারা একটি নাতিবৃহৎ জীর্ণ একতল বিশিষ্ট অট্টালিকার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন সন্ন্যাসী পশ্চাৎ ফিরিয়া যুবকগণকে বলিলেন "বৎসগণ! এই গৃহে তোমরা রাত্রি যাপন করিতে পারিবে। গৃহমধ্যে শয্যার ও আলো জ্বালিবার উপকরণ আছে এবং যৎকিঞ্চিৎ আহার্য্য ও পানীয়ের বন্দোবস্তও আছে। আমি এক্ষণে নিজকার্য্যে চলিলাম। প্রত্যুষে আমার সহিত আবার তোমাদের সাক্ষাৎ হইবে। আমার প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা না করিয়া তোমরা এখান হইতে অন্যত্র যাইও না। তোমাদের মঙ্গল হইবে। এই বলিয়া সন্ন্যাসী কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সহসা সেই নিবিড় অরণ্য মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার গম্ভীর আদেশবাণী কিয়ৎকাল যাবৎ তথায় গম্ গম্ করিতে লাগিল।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা বি, এল্।

বিবাহ।

প্রাচীন ভারতে আর্য্যগণের মধ্যে বিবাহ সর্ব্বপ্রধান সংস্কার বলিয়া গণ্য হইত এবং এখনও আমরা বিবাহকে সর্ব্বপ্রধান সংস্কার বলিয়া অবগত আছি। পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য জাতিসমূহের নিকট বিবাহ সামাজিক চুক্তিমূলক একটা ব্যাপার মাত্র, কিন্তু আর্য্যজাতির নিকট ইহা চিরকালই অতি পবিত্র এবং পুণ্যময় সংস্কার

রূপে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। "সংস্কার" অর্থে দেহ মন ও আত্মার উন্নতি,—এই উন্নতিদ্বারা আমরা ক্রমশঃ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হইয়া উঠি। প্রাচীনকালে এই বিবাহ ব্যাপার কিরূপ নিয়মে সম্পাদিত হইত, তাহা অবগত হওয়া প্রত্যেক হিন্দুসন্তানের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। ইহা কেবল প্রত্নতত্ত্বের আলোচনার ন্যায় কৌতূহলোদ্দীপক অথবা আমোদ জনক নহে,—ইহা আমাদের সামাজিক জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ। হিন্দু বিবাহের আদর্শ বড় উচ্চ, এইরূপ একটী ধারণা অনেকের মনেই জাগরুক আছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ আদর্শ যে কিরূপ মহান্ এবং মনোমদ তাহা আমরা অনেকেই অবগতি নাই। সেই হেতু আমরা কায়স্থ-পত্রিকায় ক্রমশঃ, ধারাবাহিক রূপে, আর্য্যবিবাহ সম্বন্ধে একটি নাতিবিস্তৃত আলোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছি; ভরসা করি এই বিষয়ে আমাদের সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের তৃপ্তিজনক হইবে।

প্রথমেই বিবাহ-বিধান সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব। সামবেদী, যজুর্বেদী, এবং ঋগ্বেদী আর্য্যদিগের বিবাহ-পদ্ধতির মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে সত্য, কিন্তু মূলতঃ তাহারা প্রায়ই একরূপ। কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত,—সুতরাং তাঁহাদের বিবাহাদি সংস্কার যজুর্বেদীয়া পদ্ধতি অনুসারেই সম্পন্ন হওয়া বিধেয়;—সুতরাং আমরা যজুর্বেদীয় পারস্কর-গৃহসূত্রকে অবলম্বন করিয়াই এই পদ্ধতির বিষয় আলোচনা করিতেছি।

মূলসূত্রম্॥

ষড়র্য্যা ভবন্ত্যাচার্য্যঽঋত্বিগ্বৈবাহ্যো রাজাপ্রিয়ঃ স্নাতক ইতি ॥১॥ প্রতি সংবৎসরানর্হয়েয়ুঃ ॥২॥ যক্ষ্যমাণাস্ত্বৃত্বিজঃ ॥৩॥ আসনমাহার্য্যাহ সাধু ভবানাস্তামর্চয়িষ্যামো ভবন্তমিতি ॥৪॥ আহরন্তি বিষ্টরং পদ্যং পাদার্থমুদকমর্ঘমাচমনীয়ং মধুপর্কং দধিমধুঘৃতমপিহিতং কাংস্যে কাংস্যেন ॥৫॥ অন্যস্ত্রিস্ত্রিঃ প্রাহ বিষ্টরাদীনি ॥৬॥ বিষ্টরম্প্রতি গৃহ্ণাতি ॥৭॥ বর্ম্মোঽস্মি সমানানামুদ্যতামিব সূর্য্যঃ। ইমন্তমভিতিষ্ঠামি যো মা কশ্চাভি দাসতীত্যেন মভ্যুপবিশতি ॥৮॥ পাদয়োরন্যং বিষ্টর আসীনায় ॥৯॥ সব্যং পাদম্প্রক্ষাল্য দক্ষিণম্প্রক্ষালয়তি ॥১০॥ ব্রাহ্মণশ্চেদ্দক্ষিণম্ প্রথমম্ ॥১১॥ বিরাজো দোহোঽসি বিরাজো দোহমশীয় ময়ি পদ্যায়ৈ বিরাজো দোহ ইতি ॥১২॥ অর্ঘম্প্রতি গৃহ্ণাত্যাপঃস্থ যুষ্মাভিঃ সর্বান্ কামানবাপ্নবানীতি ॥১৩॥ নিনয়ন্নভিমন্ত্রয়তে, সমুদ্রং বঃ প্রহিণোমি স্বাং যোনিমভিগচ্ছত। অরিষ্টা অস্মাকং বীরা মাপরাসেচিমৎপয় ইতি ॥১৪॥ আচামত্যাগন্ যশসা সংসৃজ বর্চসা। তং মা কুরু প্রিয়ং প্রজানামধিপতিং পশূনামরিষ্টিং তনূনামিতি ॥১৫॥ মিত্রস্য ত্বেতি মধুপর্কং প্রতীক্ষতে ॥১৬॥ দেবস্যত্বেতি প্রতিগৃহ্ণাতি

...॥১৭॥ সব্যে পানৌ কৃত্বা দক্ষিণস্যানামিকয়া ত্রিঃ প্রয়ৌতি নমঃ শ্যাবাস্যায়ান্নশনে যত্ত আবিদ্ধন্তত্তে নিষ্কৃন্তামীতি ॥১৮॥ অনামিকাঙ্গুষ্ঠেন চ ত্রির্নিরুক্ষয়তি ॥১৯॥ তস্য ত্রিঃ প্রাশ্নাতি যন্মধুনো মধব্যং পরমং রূপমন্ন্যাদ্যম্। তেনাহং মধুনো মধব্যেন পরমেণ রূপেণান্নাদ্যেন পরমো মধব্যোঽন্নাদোঽসানীতি ॥২০॥ মধুমতীভির্বা প্রত্যৃচ্যম্ ॥২১॥ পুত্রায়া স্তেবাসিনে বোত্তরতঽ আসীনায়োচ্ছিষ্টন্ দদ্যাৎ ॥২২॥ সর্বংবা প্রাশ্নীয়াৎ ...প্রাগ্ বাঽসঞ্চরে নিনয়েৎ ॥২৪॥ আচম্য প্রাণান্তম্পৃশতি বাঙ্মঽআস্যে নসো প্রাণোঽক্ষ্ণৌশ্চক্ষুঃ কর্ণয়ো শ্রোত্রং বাহ্বোর্বলমূর্বোরোজোঽরিষ্টানি মেহঙ্গানি তনূস্তন্বা ...সহেতি ॥২৫॥ আচান্তোদকায় শাসমাদায় গৌরিতি ত্রিঃ প্রাহ ॥২৬॥ প্রত্যাহ। ...রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ প্রনুবোচঞ্চিকিতুষে জানায় ...মনাগামদিতিং বধিষ্ট। মম চামুষ্য চ পাপ্মানং হনোমীতি যদ্যালভেত ॥২৭॥ ...যদ্যুৎসিসৃক্ষেন্মম চামুষ্য চ পাপ্যাহত ওমুৎসৃজত তৃণান্যস্ত্বিতি ব্রূয়াৎ ॥২৮॥ ন ...নাংসোর্থঃ স্যাৎ ॥২৯॥ অধিযজ্ঞমধি বিবাহঙ্কুরুতে ত্যেব ব্রূয়াৎ ॥৩০॥ যদ্যপ্য ...সংবৎসরস্য সোমেন যজেত কৃতার্য্যা এবৈনং যাজয়েয়ুর্না কৃতার্থ্যা ইতি শ্রুতেঃ ...॥ * ॥৩॥

বিবাহ প্রস্তাবের প্রথমেই জামাতার আবাহন এবং পূজার ব্যবস্থা; তাই প্রাচীন ...তাঁহার বিধান দিতেছেন। আচার্য্য, ঋত্বিক্, বৈবাহ্য, রাজা, প্রিয় এবং ...এই ছয়জন পূজার যোগ্য। উপনয়ন পূর্ব্বক যিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করান, ...আচার্য্য, শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত কর্মে বৃত পুরোহিত ঋত্বিক্, বৈবাহ্য অর্থ জামাতা, ...পালনকারী রাজা,—স্বজাতীয় কিংবা উচ্চ জাতীয় সুহৃদ সখা এবং বেদবিদ্যা-...স্নাতক—এই ছয়জন ব্যক্তিই যথাক্রমে শিষ্যের, যজমানের, কন্যাদাতার, ...সখার এবং আচার্য্যের নিকট পূজা পাইবার যোগ্য। সম্প্রতি জামাতৃ পূজনের ...বলা হইতেছে। জামাতাকে উত্তম আসনে বসিতে দিয়া কন্যার পিতা বিনয়-...বলিলেন "সাধু ভবানাস্তামর্চয়িষ্যামো ভবন্তম্"—অর্থাৎ মহাশয় সুখে উপ-...করুন, আমরা আপনার অর্চনা করিব। "আমরা অর্চনা করিব—অর্চয়ি-..."—এই বহুবচন প্রয়োগের অর্থ এই যে আমি পত্নীপুত্রাদি সহিত আপনার ...করিব। ভাষ্যকর্ত্তা হরিহর প্রমাণ স্বরূপ শ্রুতি বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, ...'যত্রবা অর্হন্নাগচ্ছতি সর্ব্বগৃহ্যা ইব বৈ তত্র্য চেষ্টয়ন্তীতি।"

...কন্যাদাতা এইরূপে জামাতার অর্চ্চনার প্রস্তাব করিলে জামাতা "ওঁ অর্চয়—...করুন" এই বাক্য দ্বারা অনুমতি প্রদান করিবেন। তখন কন্যাদাতার ...'আহরন্তি বিষ্টরং পদ্যং পাদার্থমুদকমর্ঘমাচামনীয়ম্মধুপর্কন্দধিমধু

ঘৃতমপিহিতং কাংস্যেন"—অর্থাৎ (১) বিষ্টর, (২) পদধৌত করার জল, (৩) অর্ঘ (৪) আচমনীয় এবং (৫) মধুপর্ক এই পঞ্চবিধ পূজার উপকরণ আহরণ করিবেন।

এই পাঁচ উপকরণ সম্বন্ধে ভাষ্যকারগণ বলেন,—

(১) "বিষ্টরঃ উপবেশনার্থং বিষ্টরিকা। পদ্যঞ্চ বিষ্টরম্॥" (কর্ক)"বিষ্টরং উপবেশনার্থং পঞ্চবিংশচ্ছলাকারচিতকুশপুলকম্, পদ্যঞ্চ বিষ্টরমেব তাদৃশম্॥" (জয়রাম) বিষ্টরং পঞ্চবিংশতি দর্ভ তরুণময়ং কূর্চন। পঞ্চবিশতিদর্ভাণাং বেণ্যগ্রে গ্রন্থিভূষিতা। বিষ্টরে সর্বযজ্ঞেষু লক্ষণং পরিকীর্ত্তিতম্॥ বিষ্টরাস্ত্রিবৃতোদর্ভকূর্চদা ইতি। পদ্যং পদ্ভ্যাং অতিক্রমনীয়ং উক্তলেক্ষণং দ্বিতীয়ং বিষ্টরম্॥" (হরিহর)। বিষ্টরস্ত্রিবৃদরত্নিমাত্র কৌশোরজ্জুবিশেষ ইতি ভর্তৃযজ্ঞঃ॥ প্রাদেশমাত্রং ত্রিবৃতং কৌশং বা কাশনির্মিতমিতি রেণুকঃ পঞ্চবিংশতিদর্ভতরুণময়ং কুর্চমিতি হরিহরঃ। পঞ্চাশদ্ভির্ভবেদ্ব্রহ্মা তদর্দ্ধেন তু বিষ্টর ইতি পরিশিষ্টাৎ পাদয়োরণ্য ইতি বচনাৎ অন্যত্র দ্বয়োরাহোরণমিতি ভর্তৃযজ্ঞঃ॥ পদ্যং পাদয়োরধস্তান্নিধানার্থং বিষ্টরম্॥ ভর্তৃযজ্ঞমতে তু পাদ প্রক্ষালনার্থমুদকং "পদ্য"শব্দেন পাদার্থমুদকং সুখোষ্ণম্॥" (গদাধরঃ)।

অর্থাৎ কুশ অথবা কাশ তৃণ বিনাইয়া রজ্জু প্রস্তুত করিয়া দুইটা বিষ্টর করিতে হয়। "পদ্যং" ভাষ্যকারেরা বিষ্টরের বিশেষণ রূপে অর্থাৎ পায়ের নীচে রাখিবার উপযুক্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু গদাধর বলিতেছেন যে, ভর্তৃযজ্ঞের মতে "পদ্য" শব্দ স্বতন্ত্র উপকরণ অর্থাৎ পা' ধোওয়ার জল অর্থে ব্যবহার হইয়াছে।

(২) পা' ধুইবার জল,—সুখোষ্ণ হওয়া উচিত,—সকলভাষ্যকারেরই একমত।

(৩) অর্ঘ জলপাত্র। কর্ক এবং জয়রাম। হরিহরের মতে অর্ঘ অর্থে গন্ধপুষ্পাক্ষতকুশতিল শুভ্রসর্ষপ দধিদূর্বান্বিত সুবর্ণাদি-পাত্রস্থ মুদকম্।" গদাধরও এই মতে মত দিয়াছেন। আরও একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে, যথা,—

"আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রঞ্চ দধি সর্পি সতণ্ডুলম্।
যবসিদ্ধার্থয়োশ্চৈব অষ্টাঙ্গোঽর্ঘং প্রকীর্ত্তিতম্॥"

(৪) আচমনীয়—মুখধুইবার জল।

(৫) মধুপর্ক—দধিমধুঘৃত একত্র একটী কাঁসার বাটীতে রাখিয়া আর একটী কাঁসার পাত্র দিয়া ঢাকা দেওয়া। কর্ক, জয়রাম, হরিহর এবং গদাধর।

উল্লিখিত পূজোপকরণগুলি আনীত এবং যথাযোগ্যস্থানে রক্ষিত হওয়ার পরে যিনি জামাতৃপূজন করিতেছেন, তিনি ভিন্ন অপর কেহ "অন্যস্ত্রিস্ত্রিঃ প্রাহ বিষ্টরাদীনি"—তিনবার বলিবেন,—

"বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাম্"—

অর্থাৎ বিষ্টর গ্রহণ করুন—বিষ্টর গ্রহণ করুন,—বিষ্টর গ্রহণ করুন।

জামাতা নীরবে হস্তদ্বারা অর্চনাকারীর হস্ত হইতে বিষ্টর গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করত ঐ বিষ্টরের উপর উপবেশন করিবেন—

"বর্ম্মোঽস্মি সমানানামুদ্যতাম্বিব সূর্য্যঃ।
ইমন্তমভিতিষ্ঠামি যো মা কশ্চাভিদাসতি॥"

অথমন্ত্রার্থঃ। "তত্র অথর্বণোঽনুষ্টুপ্ বিষ্টরো দেবতা উপবেশনে আত্মানমর্ঘতীতি—কুশলজ্ঞানাচারবপুর্বয়োগুণৈরহং সমানানাং সজাতীয়ানাং মধ্যে বর্ম্মঃ শ্রেষ্ঠঃ জ্যেষ্ঠ ইতি যাবৎ, অস্মি ভবামি। উদ্যতাং উদয়ং প্রকাশং গচ্ছতাং গ্রহনক্ষত্রাদীনাং মধ্যে সূর্য্য ইব, কিঞ্চ ইমং বিষ্টরং তং পুরুষমুদ্দিশ্য বিষ্টরমভিলক্ষীকৃত্য অভিভূয় বা তিষ্ঠামি অধঃ কৃত্বা উপর্যুপবিশামি য কশ্চন মাম্ অভিদাসতি উপক্ষীণং কর্ত্তুমিচ্ছতি। দসু উপক্ষয়ে। পাদয়োরণ্যাং বিষ্টরং দদাতীতি বাক্য শেষঃ॥ (জয়রাম) গদাধরও নিজভাষ্যে এই মন্ত্র ঠিক অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন।

এই বৈদিক মন্ত্রের সরলার্থ এইরূপ,—

জ্যোতিষ্মান্ গ্রহনক্ষত্রাদির মধ্যে সূর্য্য যেরূপ সর্ব্বাপেক্ষা জ্যোতিষ্মান্ আমিও সেরূপ আমার সজাতীয় সমস্ত পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর যে আমাকে দুর্বল শক্তিহীন করিবার অভিপ্রায় করে,—আমি তাহাকে নষ্ট করিয়া ঢালি, ঐ বিষ্টরের ন্যায় বদ্ধ অবস্থায় তাহাকে আমার পায়ের নীচে ফেলিয়া তাহার উপর উপবেশন করিতেছি। ভাষ্যকারেরা বলেন যে, এই জামাতার (পূজিতের) অনুমতি।

এই উল্লিখিত মন্ত্র দুইবার পাঠ করিয়া দুইটি বিষ্টর দুই পায়ের নীচে চাপিয়া বসিতে হয়। ইহার পর পাদ প্রক্ষালন। ভাষ্যকারেরা বলেন যে, এক একটি দুইবার পর, সেই সেই পায়ের নীচে বিষ্টরকে রাখিয়া বসিবার নিয়ম; কিন্তু সকলের অগ্রে বিষ্টর দান এবং পরে পাদ প্রক্ষালনের জল দানের অভিপ্রায় লক্ষিত হইয়াছে।

বিষ্টর দানের মন্ত্র,—একজন তিনবার বলিবেন,—

"পাদ্যং পাদ্যং পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্"—

অর্থাৎ পা' ধোবার জল নিন মশা'য়,—তখন জামাতা নীরবে জল গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণেরা প্রথমে বামপাদ পরে দক্ষিণ পাদ প্রক্ষালন করিবেন। ব্রাহ্মণ প্রথমে

দক্ষিণপাদ পরে বামপাদ প্রক্ষালন করিবেন। পাদ প্রক্ষালন করিতে করিতে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা :—

"বিরাজোদোহোঽসি বিরাজোদোহমশীয় ময়িপাদ্যায়ৈ বিরাজোদোহ ইতি॥"

মন্ত্রার্থঃ। তত্র প্রজাপতির্যজুরাপঃ পাদয়োর্জল প্রক্ষেপে। প্রাণধারণাদিগুণৈঃ সকল সৌহিত্যেন বিবিধতয়া রাজত ইতি বিরাড়ন্নং তস্য বিরাজো দোহঃ পরিণামসারো রসঃ স ত্বম্ অসি ভবসি হে উদক তং ত্বাং বিরাজো দোহম্ অশীয় অশ্নু বৈ ছান্দসো বিকরণ লোপঃ। কিঞ্চ ময়ি বিষয়ে পাদ্যায়ৈ পাদয়ো সাধ্বী সপ্না। তস্যৈ তদর্থং বিরাজোদোহঃ—মন্ত্র সংস্কৃতং জলং ভব—ইতি শেষঃ॥ জয়রাম এবং গদাধর॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

সুপ্রজনন বিজ্ঞান।

(১) উপক্রমিণকা।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত দ্বন্দ্ব করিয়াই মানব সভ্যতার বিকাশ। প্রাচীন কালের মানবজাতি নৈসর্গিক অবস্থানিচয়কে তাহার ভাগ্য নিয়ন্ত্রী জ্ঞানে পূজা করিত; কিন্তু সুসভ্য মানব সমাজ স্বীয় প্রয়োজনানুরূপ প্রাকৃতিক শক্তি সমূহের ব্যবহার দ্বারা জীব জগৎকে যেন নব কলেবর প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছে।

প্রাগৈতিহাসিক অসভ্যগণ কৃষি ও পশুপালন দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করিতে জানিত না; অথচ এই দুইটী বিষয়ে জ্ঞানলাভই সভ্যতা বিকাশের মূল। কৃষি ও পশুপালনে যাহারা যত কৃতকার্য্য, তাহাদের সভ্যতার স্তরও তত উন্নত। সুতরাং কৃষিজাত শস্যের ও গৃহপালিত পশু পক্ষীর উৎকর্ষ সাধন করিতে যাইয়া, যে সকল প্রাণ বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা মানবেরও বংশোন্নতি হিসাবে সুফলপ্রদ। "The National Association of British and Irish Millers" নামক ব্যবসায়ি-সম্প্রদায়ের সমিতি, গমের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতেছে দেখিয়া ১৯০০ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক বিফেনের নিকট এই সমস্যা উত্থাপন

করিলেন। উদ্দেশ্য, অধ্যাপক তাঁহার বংশোন্নতি বিষয়ক তথ্য সমূহ প্রকৃত কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের দেশোৎপন্ন গমের উন্নতি বিধান করিবেন। যাহারা এই এই বিষয়ে উন্নতি চাহেন,—দানা বেশ পরিপুষ্ট ও অনতি দীর্ঘ হওয়া চাই; গমে গুং জন্মিবে না; গ্লুটেন্ নামক রাসায়নিক অংশের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে; ফলে 'কালা' বা 'ছাতা' ধরিবে না; গমের খড় বেশ শক্ত ও হৃষ্টপুষ্ট হইবে এবং প্রতি একরে উৎপন্ন গমের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে। অল্পকাল মধ্যেই অধ্যাপক মহাশয় উল্লিখিত গুণ সম্পন্ন গম উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কি কখনও এরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ সম্ভবপর হইত? কখনই নহে। কারণ কৃষিজাত উদ্ভিদ বা জন্তুর বংশগত গুণাবলীর পরিবর্ত্তন সাধন মেণ্ডেল্ সূত্র ব্যতিরেকে হইতে পারে না। এই যে মেণ্ডেল্সূত্র, যাহার সাহায্যে ব্যবসায়িগণের স্বেচ্ছাক্রমে গমের চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহা মানব পরিববারের ভবিষ্যবংশের উন্নতি সাধনেও নির্ব্বিকল্পে প্রযোজ্য; যে হেতু, অন্যান্য জন্তুও উদ্ভিদের ন্যায় মনুষ্যও একই প্রকৃতির সন্তান; সমগ্র জীবজগৎ একই বিবর্ত্তনের ফল।

ইহা অবশ্য সকলেরই স্বীকার্য্য যে, সুদীর্ঘ মানব সভ্যতার ইতিহাসে জন্তু ও উদ্ভিদের উন্নতি—বিধানে আমরা যত অর্থ, যত্ন, বিদ্যা ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াছি, আমাদের স্বীয় সমাজের কলঙ্কের প্রতি দৃক্‌পাত করিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিতে তত্তটা ক্লেশ স্বীকার করি নাই। যাহা হউক, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি প্রাণ বৈজ্ঞানিক সূত্রসমূহ মানব-বিবাহে প্রযুক্ত হইয়া আমাদের বংশধরগণকে নূতন কলেবর প্রদান করিবে।

(২) মানব ও অন্যান্যে জীবে পার্থক্য।

এরূপ কতকগুলি ব্যাপার আছে, যদ্দ্বারা মানব ও মানবেতের জীব জগতে কিছু পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। এই পার্থক্য হেতুতেই মানব সমাজে প্রাণ বৈজ্ঞানিক নিয়ম প্রয়োগের প্রণালীটীও অন্য রকমের হইয়া পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, যে সকল নৈসর্গিক শক্তি মানবেতর জাতির উপর নির্ব্বিশেষে প্রভাব বিস্তার করিতেছে মানবসমাজ সম্পূর্ণরূপে তাহার করায়ত্ব নহে। যেমন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কথা। উদ্ভিদ ও নিম্নশ্রেণীর জান্তব জগৎ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের লীলাক্ষেত্র; কিন্তু মানুষ জ্ঞান, অভিমান, অহঙ্কার, দয়া, প্রীতি, প্রেম ও বাৎসল্য ইত্যাদি বৃত্তি নিচয়ের বলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের পার্শ্বেই 'সংরক্ষণ'

নীতি প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। সে অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠী, দুশ্চরিত্র ও নিরন্ন প্রভৃতিকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের করালগ্রাসে উৎসর্গ না করিয়া সেবাব্রত-দ্বারা তাহাদের লুপ্ত মনুষ্যত্বকে পুনরায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। অঙ্গহীন, অক্ষমকে জীবন-সংগ্রামে পড়িয়া সহসা ধরা পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইতে হয় না; সুচিকিৎসক-প্রসাদে সে নিরাময় হইয়া সুখে জীবন যাপন করিতে সক্ষম হয়। মানুষ বহুকাল হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত নানাবিধ কৃত্রিম উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রভাব ক্ষুণ্ণ। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে মানুষ যে কত লক্ষ বৎসর পরে অপেক্ষাকৃত দ্রুতগমন-ক্ষম হইত তাহা কে বলিতে পারে? অথবা আরও অধোগতি হইত কিনা তাহাই বা কে বলিবে? কিন্তু বিজ্ঞান আজ কি করিয়াছে দেখ দেখি! আজ আমরা বাষ্পীয়যানে এক ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল পথও অনায়াসে অতিক্রম করিতেছি।

সুতরাং "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন" (অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন) কথাটার তাৎপর্য্য সংক্ষণনীতি সম্পন্ন মানব-সমাজে যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। আমাদের নানাবিধ সেবাশ্রম ও দাতব্য-চিকিৎসালয়গুলি সংক্ষণ নীতির প্রতিমূর্ত্তি প্রকৃতির উপর ছাড়িয়া দিলে, পঞ্চবিংশতি বর্ষ যুবকেরও সহসা মৃত্যু ঘটিয়া থাকে; কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্র অশীতিপর বৃদ্ধকেও মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষ করিতে পারে। এই সব প্রতিষ্ঠান ও কার্য্যতৎপরতা মনুষ্য হৃদয়ের চরম বিকাশ সন্দেহ নাই, কিন্তু মানব প্রকৃতির ভাবোন্মত্ত অংশ কিঞ্চিৎ দমন করিয়া যদি আপাতকঠোর "সুপ্রজনন" বা বংশোন্নতি-বিজ্ঞানের নিয়মগুলি অনুধাবন করিয়া তদনুসারে সমাজ শাসন করিতে পারি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আতুরাশ্রম, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আদৌ প্রয়োজন থাকিবে না। শ্রেষ্ঠ মানব প্রস্তুত করাই সুপ্রজনন বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

কিন্তু মানুষের চরিত্র ও তাহার যৌন সম্বন্ধ ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবার বীক্ষণাগার কোথায়? তাহার বংশগত গুণাগুণ অনুধাবন করিবার স্থান ও সুযোগ কোথায়? যে সকল পরীক্ষা-মূলক অনুসন্ধান উদ্ভিদ ও পশু পক্ষীর চরিত্র বিশ্লেষণে সহায়ক, মানুষের পক্ষে সে রূপ কোন প্রণালী প্রয়োগ অসম্ভব। নানারূপ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান দ্বারা সমাজ সম্বন্ধে বহুবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্য সমূহের সহিত তুলনা করিতে হইবে, ইহাতে সংগৃহীত ঘটনাবলীর কার্য্য কারণ নির্ণীত হইলে উন্নতির পথও সুগম হইয়া উঠিবে। ইহারই নাম পার্য্যমাণিক (statistical) অনুসন্ধান প্রণালী। আতুরাশ্রম, কারাগার, হাসপাতাল,

স্কোলয়, শৌণ্ডিকালয়, বাতুলাশ্রম ও কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন ইত্যাদি সম্মিলন স্থান আমাদের ঈপ্সিত অনুসন্ধানের উপযুক্ত কেন্দ্র।

(৩) মানব বংশানুক্রমের পরীক্ষা।

(ক) ম্যাক্‌সজুক্ পরিবার।

মানুষের বংশানুক্রম সম্বন্ধে যে কয়টী পরীক্ষা সাধিত হইয়াছে, তাহার সকল গুলিই পার্য্যমাণিক। ডাগ্‌ডেল্ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কের ম্যাক্‌সজুক্‌স্ ও তাহার বংশধরগণের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া, তাহার কার্য্য কারণ-নির্ণয় করেন। তাহার এই তালিকার কিঞ্চিদধিক এক সহস্র ব্যক্তির বিবরণ আছে। বংশলতা হইতে বুঝা যায়, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ এক নিরেট, নিরক্ষর, দুশ্চরিত্র ব্যক্তি। এই বংশের সহস্রাধিক দুর্ম্মতিগণের প্রায় এক তৃতীয়াংশ শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়; ৩০০ জন নিরন্ন অবস্থায় দরিদ্রাবাসে নীত হয় এবং ৪৪০ জন নানা-প্রকারে অঙ্গহীন হয়। এতদ্ব্যতীত স্ত্রীদিগের প্রায় অর্দ্ধেক বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে; ১৩০ জন নানা অপরাধে রাজদণ্ড প্রাপ্ত হয়,—ইহাদের সাতজন খুনী আসামী। উল্লিখিত নরনারীগণের একজনও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মুখদর্শন করে নাই। ইহাদের মধ্যে কুড়িজন কোনও রূপ ব্যবসায় শিক্ষা করিয়াছিল বটে, কিন্তু তন্মধ্যে দশ-জনকেই কারাগারের কঠোর শাসনে শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল।

(খ) জোনাথান্ এড্‌ওয়ার্ডের বংশ।

জোনাথান্ এড্‌ওয়ার্ডের বংশ-চরিত্র জুক্‌চরিত্রের ঠিক বিপরীত। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এই বংশের যে তালিকা প্রস্তুত হয়, তাহাতে ১৩৯৪ জনের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাদের ২৯৫ জন কলেজের উপাধি প্রাপ্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; ১৩ জন বড় বড় কলেজের প্রেসিডেণ্ট; ৬০ জন সুচিকিৎসক; এক শতাধিক ধর্ম্মযাবক ইত্যাদি; ৭৫ জন সৈন্য ও নৌবিভাগের কর্ম্মচারী; ৬০ জন বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা, যাহারা মোট ১৩৫ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন, এবং ১৮ খানা সংবাদ ও মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন; প্রায় ১০০জন আইনজীবী,—ইহাঁদের মধ্যে ৩০ জনই জজের পদ-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; ৮০ জন নানাবিধ রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন,—ইহাঁদের একজন আমেরিকার ভাইস্ প্রেসিডেণ্টের পদে উন্নিত হন। কংগ্রেস্ নগর শাসন বহুবিধ পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপারের এই বংশের সুসন্তানগণ দক্ষতার সহিত কর্ত্তব্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কখনও রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন কিনা জানা যায় নাই।

(গ) ক্যালিক্যাক্ পরিবার।

'ক্যালিক্যাক্' শব্দটীর অর্থ 'ভালমন্দ'। ক্যালিক্যাক্ বংশের প্রতিষ্ঠাতার প্রকৃত নামের পরিবর্ত্তে 'মার্টিন্‌ক্যালিক্যাক্' এই কল্পিত নাম ব্যবহৃত হয়। এক বিখ্যাত ইংরাজ পরিবারে মার্টিন্ ক্যালিক্যাকের জন্ম হয়। এক বিকৃতবুদ্ধি, দুর্ব্বলচিত্ত বালিকার সহিত ক্যালিক্যাকের গুপ্ত সংসর্গ আরম্ভ হয়। ফলে একটী দুর্ব্বল নির্ব্বুদ্ধি সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। এই ব্যক্তির বংশধরগণের মধ্যে ৪৮০ জনের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। ইহারা প্রায় সকলেই অত্যন্ত দুর্ব্বলচিত্ত ও দুশ্চরিত্র।

পরে মার্টিক্যালিক্যাক্ এক সম্ভ্রান্ত কোয়েকার বংশীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করে। এই দম্পতিজাত সন্তানগণ সকলেই হৃষ্টপুষ্ট, কর্ম্মঠ ও সুবুদ্ধি সম্পন্ন হয়।

ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি, একই ব্যক্তির বিভিন্নস্ত্রীজাত সন্তানদিগের প্রকৃতি কিরূপ বিচিত্র। মার্টিন্ ক্যালিক্যাকের দুই স্ত্রীর সন্তানগণের প্রকৃতির দুই বিভিন্ন ধারার মূলে তাহাদের মাতা। যে হেতু, পৈত্রিক গুণরাজি উহাদের সকলের মধ্যেই সাধারণ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, বি, এ, (উইস্‌কন্‌সিন্)

জাতিভেদে শাস্ত্রের গূঢ় অভিসন্ধি।

তৃতীয় প্রস্তাব।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, জাতিভেদে বা প্রকৃতি ভেদে উপাসনা প্রণালীও বিভিন্ন প্রকার। ব্রাহ্মণের ধর্ম্মার্থ যাহা কর্ত্তব্য,—যেরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে ব্রাহ্মণ প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছেন, বলা যায়; ঠিক তদনুরূপ কার্য্য, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মার্থ শ্রেয়স্কর নহে। মহামান্য গীতা গীতচ্ছলে শ্রীভগবান ক্ষত্রিয়-কুল-চূড়ামণি অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥"

এইরূপ যাহার যে স্বাভাবিক কর্ম্ম, তাহাই তাহার পক্ষে ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রকার-গণ পরিকীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা—

(ক) "——— যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষত্র-কর্ম্ম স্বভাবজম্॥"

(খ) "কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্য-কর্ম্ম স্বভাবজম্॥"

(গ) "পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্।"

(ভগবদ্‌গীতা)

ফলতঃ এই সকল স্থলেই "ধর্ম্ম" শব্দটী ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অপিচ আধ্যা-তত্ত্ব ও জড়-বিজ্ঞান এ ক্ষেত্রে একই পথের অনুসরণ করিয়াছেন। জড়-বিজ্ঞানেও জলের ধর্ম্ম নিম্নগামিতা; অগ্নির ধর্ম্ম দহনশীলতা ইত্যাদি। "ধর্ম্মোরক্ষতি রক্ষিতঃ" অর্থাৎ এই জাতিগত বা দ্রব্যগত ধর্ম্মের পন্থা প্রত্যেকেরই অপরিহার্য্য। তাহাতেই তাহার পুষ্টি, হৃষ্টি ও বৃদ্ধি; অন্যথা ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। অগ্নির দাহিকা শক্তি নষ্ট হইলে আর থাকিল কি? শৈত্যকে বাদ দিয়া আমরা বরফের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি না। বর্ণ গুরু ব্রাহ্মণগণ! অগ্রে আপনারা স্বধর্ম্ম শ্রয় করুন, তবে হিন্দুজাতির অবিভক্ত ভক্তি প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি আপনাদেরই স্বচ্ছন্দোৎসর্জনের উপর নির্ভর করিতেছে! অপরাপর জাতিকে পদদলিত, সঙ্কোচিত, অন্ধ ভাষায় চাপিয়া রাখিবার অস্বাভাবিক চেষ্টার উপরে নহে! সকল জাতির মুখই ঐ কথা। ঐ শুনুন ধর্ম্মরাজ্যের স্থাপয়িতা ভগবান জলদ্ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিতেছেন;—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

সুতরাং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শূদ্রের ধর্ম্ম ভয়াবহ। ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম (অসিজীবীত্ব বা মসীজীবীত্ব) আরও ভয়াবহ।

ফলতঃ প্রত্যেক জাতির পক্ষে তাহার রক্ষা দুর্গ। সে যতক্ষণ তন্মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে অবস্থান করে, জগৎ একত্র হইয়াও তাহার সে দুর্ভেদ্য দুর্গ ভগ্ন করিয়া তাহার কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। হিন্দুশাস্ত্র নানা আকারে এই মহাসত্যের প্রকাশ করিয়াছেন। জাতীয়ত্বের গণ্ডী, তাহার বিধি নির্দ্দিষ্ট মন্দির। এই সুপবিত্র পুণ্য নিকেতনে স্বধর্ম্ম নিরত থাকাই প্রকৃত ধর্ম্মচর্য্যা। দর্শকগণকে প্রতারিত করিবার নিমিত্ত দণ্ড কমণ্ডলু, ভস্মানুলেপন, গৈরিক ধারণ ও দীর্ঘজটাই ধারণের তত্ত্বার্থ দ্যোতক নহে। ধার্ম্মিকা কবি মীরাবাঈ তাই গাহিয়াছেন;—

"নিৎনাহেনেসে হরি মিলেত জলজন্তু হই।
ফল মূল খাওকী হরি মিলেত বাদুড় বাদা রই॥
তুল্‌সী পূজকে হরি মিলেত পূজে তুলসী কি ঝাড়।
পাথর পূজকে হরি মিলেত মেয় পূজে পাহাড়॥
দুগ্ধ পিকে হরিমিলেত বহুৎ বৎস বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দলালা॥"

হিন্দুর অপৌরুষেয় গ্রন্থ শ্রুতি শুধু ইহাই বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বলেন ;—

"তস্মিন্ প্রীতিস্তৎ প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

অর্থাৎ কেবল তৎপ্রতি পরমাপ্রীতি জন্মিলেই হইবে না ; তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে হইবে। এস্থলে বোধ হয় আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না যে, স্ব স্ব জাতিগত ধর্ম্মের বা কর্ত্তব্যের অনুসরণই তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য * যুদ্ধে পলায়ন না করা, দান, এবং ঈশ্বর ভাব অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব সম্পন্নতা। মহাত্মা অর্জ্জুন যদি বিষাদ যুক্ত হইয়া সেই মহাযুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেন, তবে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন হইত না।—"ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" এই মহাবাক্য শূন্যেই মিলাইয়া যাইত। বর্ত্তমানে, বহুশতাব্দী পরে আবার ভগবানের সেই 'বাণী' নবীভূত হইয়া, হিন্দুজাতির দ্বারে দ্বারে আঘাত করিয়া বলিতেছে ;—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্যবরান্নিবোধত।"

(উপনিষদ্)

"ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠপরন্তপ।"

(গীতা)

যাঁহারা চিন্তাশীল, যাঁহারা দেশের ও দশের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা দেখিতেছেন, —প্রত্যেক হিন্দু, তাহার জাতীয়তার দুর্গ সংস্কার করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। তাই ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা, বৈশ্যবারুজীবী-সভা ইত্যাদির অভ্যুদয় ও পরস্পরের সংঘর্ষ! সাধু সাবধান! কায়স্থ ক্ষত্রিয় কিনা, তাহার প্রথা ও প্রধান পরিচয় এইবার পাওয়া যাইবে। দুইদিকেই কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত। এক দিকে জাতীয় সংঘর্ষে বাক্‌যুদ্ধ। অপরদিকে হিন্দুর চিরন্তন ধর্ম্ম, রাজভক্তির পূর্ণ

* 'কায়স্থই ক্ষত্রিয় কিনা, আমি তাহা প্রমাণ করিতে বসি নাই। বহু মনীষীর মতিও সে বিষয়ে নিযুক্ত হইয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

প্রমাণ স্থল, বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমর। তাই বলিতেছি,—সাবধান সম্মুখে মহা পরীক্ষা ক্ষেত্র! উপনিষদের ভাষায় বলি ;—

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

তাই ক্ষত্রিয় কায়স্থ! এই কর্ত্তব্য সম্পাদনমোহে অন্ধ হইয়া যেন একে আর পরিয়া না বস। মনে থাকে যেন, তুমি হিন্দু। হিন্দুর বংশে, ত্যাগের মহিমার সাম নিনাদিত ভারতে, সতীর পবিত্রতীর্থে যোগী ঋষির পুণ্য নিকেতনে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ। গীতা তোমার 'ঈশ্বর ভাব স্বীকার করিয়াছেন; 'দান'ও তোমার ধর্ম্ম। কুৎসিৎ আচার নিঃশেষে পরিত্যাগ কর। "প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" শ্রেয়, প্রেয়, বিচার করিয়া শ্রেয়কে অবলম্বন করিয়া শ্রেষ্ঠ হও। তার সেই ঈশ্বর ভাব লাভ কর। বৃথা দ্বন্দ্বে, অযথামোহে অভিভূত থাকিও না। তার পরি জাতীয় সম্মান রক্ষা করিয়া জাতীয় মন্দিরের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সহায়ক হও। উহাকে সামান্য জ্ঞান করিও না। উহা জাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিবাসভূমি। সকল মঙ্গলালয়ের পবিত্র পীঠস্থান! শূদ্রাচারের ঘৃণিত স্থানে উহা কলঙ্কিত করিও না।

"Know ye not that ye are the temple of God and that the Spirit of God develleth in you."

"If any man defile the temple of God, him shall God destroy ; for the tempie of God is holy which temple ye are."—(Bible.)

শ্রীগোপালচন্দ্র বাচস্পতি।

কায়স্থ উপনয়ন পদ্ধতি।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্বিজ উচ্যতে" অর্থাৎ জন্ম দ্বারা শূদ্র হয়, সংস্কার দ্বারাই দ্বিজ হইয়া থাকে। সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, সংস্কার কার্য্য গুলির লোপ হওয়া নিতান্ত অনুচিত। দেহে আর্য্যগুণের উন্মেষ করিতে দেওয়া সর্ব্বদাই বিধেয়।

"নিৎনাহেনেসে হরি মিলেত জলজন্তু হই।
ফল মূল খাওকী হরি মিলেত বাদুড় বাদা রই॥
তুল্‌সী পূজকে হরি মিলেত পূজে তুলসী কি ঝাড়।
পাথর পূজকে হরি মিলেত মেয় পূজে পাহাড়॥
দুগ্ধ পিকে হরিমিলেত বহুৎ বৎস বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দলালা॥"

হিন্দুর অপৌরুষেয় গ্রন্থ শ্রুতি শুধু ইহাই বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বলেন ;—

"তস্মিন্ প্রীতিস্তৎ প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

অর্থাৎ কেবল তৎপ্রতি পরমাপ্রীতি জন্মিলেই হইবে না ; তাঁহার প্রিয় কার্য্যও সাধন করিতে হইবে। এস্থলে বোধ হয় আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না যে, স্ব স্ব জাতিগত ধর্ম্মের বা কর্ত্তব্যের অনুসরণই তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য * যুদ্ধে পলায়ন না করা, দান, এবং ঈশ্বর ভাব অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব সম্পন্নতা। মহাত্মা অর্জ্জুন যদি বিষাদ যুক্ত হইয়া সেই মহাযুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেন, তবে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন হইত না।—"ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" এই মহাবাক্য শূন্যেই মিলাইয়া যাইত। বর্ত্তমানে, বহুশতাব্দী পরে আবার ভগবানের সেই 'বাণী' নবীভূত হইয়া, হিন্দুজাতির দ্বারে দ্বারে আঘাত করিয়া বলিতেছে ;—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্যবরান্নিবোধত।"

(উপনিষদ্)

"ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠপরন্তপ।"

(গীতা)

যাঁহারা চিন্তাশীল, যাঁহারা দেশের ও দশের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা দেখিতেছেন, —প্রত্যেক হিন্দু, তাহার জাতীয়তার দুর্গ সংস্কার করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। তাই ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা, বৈশ্যবারুজীবী-সভা ইত্যাদির অভ্যুদয় ও পরস্পরের সংঘর্ষ! সাধু সাবধান! কায়স্থ ক্ষত্রিয় কিনা, তাহার প্রথম ও প্রধান পরিচয় এইবার পাওয়া যাইবে। দুইদিকেই কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত। এক দিকে জাতীয় সংঘর্ষে বাক্‌যুদ্ধ। অপরদিকে হিন্দুর চিরন্তন ধর্ম্ম, রাজভক্তির পূর্ণ

* 'কায়স্থই ক্ষত্রিয় কিনা, আমি তাহা প্রমাণ করিতে বসি নাই। বহু মনীষার মস্তিষ্ক সে বিষয়ে নিযুক্ত হইয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

প্রকাশ স্থল, বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমর। তাই বলিতেছি,—সাবধান সম্মুখে ঘোর পরীক্ষা ক্ষেত্র! উপনিষদের ভাষায় বলি ;—

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

ভাই ক্ষত্রিয় কায়স্থ! এই কর্ত্তব্য সম্পাদনমোহে অন্ধ হইয়া যেন একে আর পরিয়া না বস। মনে থাকে যেন, তুমি হিন্দু। হিন্দুর বংশে, ত্যাগের মহিমায় সুমঙ্গল সাম নিনাদিত ভারতে, সতীর পবিত্রতীর্থে যোগী ঋষির পুণ্য নিকেতনে তুমি জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ। গীতা তোমার 'ঈশ্বর ভাব স্বীকার করিয়াছেন ; তন্ত্র 'দান'ও তোমার ধর্ম্ম। কুৎসিৎ আচার নিঃশেষে পরিত্যাগ কর। "প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" শ্রেয়, প্রেয়, বিচার করিয়া শ্রেয়কে অবলম্বন করিয়া শ্রেষ্ঠ হও। আবার সেই ঈশ্বর ভাব লাভ কর। বৃথা দ্বন্দ্বে, অযথামোহে অভিভূত থাকিও না। সর্ব্বোপরি জাতীয় সম্মান রক্ষা করিয়া জাতীয় মন্দিরের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সদা পরিকর হও। উহাকে সামান্য জ্ঞান করিও না। উহা জাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিবাসভূমি। সকল মঙ্গলালয়ের পবিত্র পীঠস্থান! শূদ্রাচারের ঘৃণিত স্পর্শনে উহা কলঙ্কিত করিও না।

"Know ye not that ye are the temple of God and that the Spirit of God develleth in you."

"If any man defile the temple of God, him shall God destroy ; for the temple of God is holy which temple ye are."—(Bible.)

শ্রীগোপালচন্দ্র বাচস্পতি।

কায়স্থ উপনয়ন পদ্ধতি।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্বিজ উচ্যতে" অর্থাৎ জন্ম দ্বারা শূদ্র হয়, সংস্কার দ্বারাই দ্বিজ হইয়া থাকে। সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, সংস্কার কার্য্য গুলির লোপ হওয়া নিতান্ত অনুচিত। দেহে আর্য্যগুণের উন্মেষ করিতে দেওয়া সর্ব্বদাই বিধেয়।

সংস্কার কার্য্য সাধারণতঃ দশবিধ। ১। গর্ভাধান ২। পুংসবন ৩। সীমন্তোন্নয়ন ৪। জাতকর্ম্ম ৫। নামকরণ ৬। অন্নপ্রাসন ৭। চূড়াকরণ, ৮। উপনয়ন, ৯। সমাবর্ত্তন ১০। বিবাহ।

এই সংস্কার দশটী চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, ১। গার্ভসংস্কার, ২। শৈশব সংস্কার ৩। কৈশর-সংস্কার ৪। যৌবন-সংস্কার।

প্রথম তিনটী গার্ভ সংস্কার, দ্বিতীয় তিনটীকে শৈশব সংস্কার, তৃতীয় তিনটীকে কৈশোর সংস্কার, এবং চতুর্থটীকে যৌবন সংস্কার বলে।

অষ্টম সংস্কার উপনয়নই শূদ্রত্ব হইতে দ্বিজত্বে আনায়ন করে। সত্য, জ্ঞান, সদাচার প্রাপ্তি অর্থাৎ মানব জীবনের সারাৎসার পদার্থ লাভই এই সংস্কারের উদ্দেশ্য। আর্য্যশাস্ত্র এই বিষয়ের যেরূপ পথ দেখাইয়াছেন, অপৌরষেয় বেদ মন্ত্র গুলির তাৎপর্য্য মনোযোগিতার সহিত দেখিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে।

বেদের ব্রাহ্মণে সোমযাগের যেরূপ প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে, তাহাতে সোমযাগের প্রধান অঙ্গ পাঁচটি যথা ১। দীক্ষনীয় ইষ্টি, ২। প্রায়নীয় ইষ্টি বা আতিথ্য ইষ্টি ৩। প্রাবর্ণ্যক্রিয়া ৪। পশুযাগ ৫। সোমযাগ এই সমুদয়ক্রিয়ার একমাত্র লক্ষ্য যজমানকে "দ্বিজ" করা। যে জন্ম লাভ হইলে, মনুষ্য স্বর্গধামে স্থান পাইবার যোগ্য হয়, তাহাই আমাদের দ্বিতীয় জন্ম (উপনয়ন) ইহার অপর এক নাম—ব্রহ্মজন্ম।

দীক্ষনীয় ইষ্টিতে মনুষ্যের ব্রহ্মজন্মের গর্ভাধান হয়। "সোম" গর্ভস্থ নূতন আত্মার অন্ন। প্রায়নীয় ইষ্টিতে সেই অন্নের আহরণ করা হয়। "সোম" অতিথির ন্যায় ঐ ক্রিয়াতে উপস্থিত হয়েন বলিয়া, ইহার অপর নাম "আতিথ্য ইষ্টি"। পরে প্রাবর্ণ্য ক্রিয়াতে গর্ভগত নূতন (দ্বিজ) আত্মার অবয়ব পোষণের উপযুক্ত কয়েকটি কার্য্য হয়। পশুযাগে "দ্বিজ" আত্মার পশু জন্মের বিনাশ হয়। অবশেষে "সোম" পান করিয়া নূতন আত্মা সজীব হয়। সে জীবনের আর মৃত্যু নাই সংক্ষেপে ইহাই সোমযাগের মর্ম্ম।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দীক্ষনীয় ইষ্টির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা কালে লিখিত হইয়াছে;—"পুনর্ব্বা এতং গর্ভং কুর্ব্বন্তি যদ্দীক্ষন্তি অদ্ভিরভিষিঞ্চন্তি" অর্থাৎ ঋত্বিক্‌গণ যখন যজমানকে জলের দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া সোমযজ্ঞে দীক্ষিত করেন, তখন তাঁহারা যজমানের দ্বিতীয় জন্মের গর্ভাধান করেন। তাহা এই প্রকার—ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দকে আধ্যাত্মিক সোমবলে। আর দ্বিতীয়টী সেই আধ্যাত্মিক সোমের বাহ্য চিহ্ন স্বরূপ, তাহা লতা বিশেষের রস।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, উভয়বিধ সোমের সাদৃশ্য কি? তাহার উত্তর এই যে, মাদক সোম-পান করিলে দেহের মত্ততা, ইন্দ্রিয়ের সজীবতা জন্মে, যেমন দেহেও ক্ষণকালের জন্য শক্তিস্রোত আসিয়া পড়ে—তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান হৃদয়ে হইলে নির্জ্জীব হৃদয় সজীব হয়, যেন মৃত্যু ঘুচিয়া প্রাণের প্রবাহ আসিয়া হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল বোধ হয়, আত্মা উল্লাসে আনন্দে মাতিয়া উঠে। সোম মুখে ভোজনের বা পানের সামগ্রী নহে, উহা হৃদয়ে পেয় সামগ্রী, সরল ভাষায় উহার নাম ভগবদ্‌ভক্তি বা ঈশ্বর-প্রেম। তাহা পান করিলে আত্মাতে নূতন বলের সঞ্চার হয়। আত্মার এক অনন্তকাল স্থায়ী নবজীবনের উপলব্ধি হয়, তাহা অনুভব করিয়া মনুষ্য আনন্দে নৃত্য করে, উন্মত্তপ্রায় হয়। ইহাই সোমের সহিত ব্রহ্মবিজ্ঞানের সাদৃশ্য।

ব্রহ্মজ্ঞান। বেদনিহিত দেবতা বিজ্ঞান। ব্রহ্মই বেদ। বেদ বিজ্ঞানের নাম ব্রহ্মজ্ঞান। তাহা পাইবার নিমিত্ত অষ্টম সংস্কার উপনয়ন গ্রহণ করিয়া দ্বিজ হওয়া কর্ত্তব্য। যথাকালে তাহা অনুষ্ঠিত না হইলে, তাহাকে ব্রাত্য বলে। বঙ্গীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়, তন্নিমিত্ত তাহার প্রায়শ্চিত্ত অগ্রে লিখিত হইল।

ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত।

একটী গো দক্ষিণাসহ চান্দ্রায়ণ ব্রত করা উচিত। তাহাতে অক্ষম হইলে, সাড়ে তিন কাহন বরাটক (কড়ি) উৎসর্গ করিয়া এক কাহন কড়ি দক্ষিণা দিবেন।

মতান্তরে প্রায়শ্চিত্ত।

একটী কৃচ্ছ্রব্রত করিয়া, ব্রাত্য ব্যক্তির উপনয়ন গ্রহণ করিতে হইবে। অথবা একটী প্রজাপাত্য বা নয় কাহন কড়ি দান করিয়া ও এক কাহন কড়ি দক্ষিণা দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

ধনীর পক্ষে ক্ষমতানুসারে ৩৬০৲ টাকা, দরিদ্রের পক্ষে ৩৬০ পয়সা অর্থাৎ ১৫ আনা, অতি দরিদ্রের পক্ষে ৩৬০ কড়া কড়ি বা তাহার মূল্য ।৵০ পাঁচ আনা দান ও এক আনা দক্ষিণা দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিতে হয়।

ধেনু-মূল্য দান বিধি।

"কৃতে ব্রতং সমাদিষ্টং ত্রেতায়াং ধেনুরেব চ।
কৃচ্ছ্রা দীনান্তু সর্ব্বেষাং মূল্যন্তু দ্বাপরে কলৌ॥"

সত্যযুগে যথা নিয়মে প্রজাপত্যাদি করিবে। ত্রেতাযুগে ধেনুর্দান করিবে। দ্বাপর, ও কলিযুগের কৃচ্ছ্রাদি যাবদীয় ব্রতস্থলে ধেনুর মূল্য দান করিবে।

ধেনুর মূল্য নির্ণয়।

"ধেনুঃ পঞ্চভিরাঢ্যানাং মধ্যনাং ত্রিপুরাণিকী।
কার্ষাপণৈক মূল্য হি দরিদ্রাণাং প্রকীর্ত্তিতা॥"

ধনীর পক্ষে একটী ধেনুর মূল্য পাঁচ কাহন, মধ্যবিত্তগণের পক্ষে ত্রিকাহন এবং দরিদ্রের পক্ষে এক কাহন বরাটক নির্দ্দিষ্ট আছে।

ব্যবস্থা।

"প্রাজাপত্যব্রতাশক্তৌএকপয়স্বিনীধেনুর্দেয়া। তত্রাপ্য শক্তৌচ আঢ্যেন পঞ্চ-কার্ষাপণ পরিমিত বরাটকদানং কর্ত্তব্যং, মধ্যবিত্ত বিত্ত শালিনা ত্রিকার্ষাপণী দেয়া, দরিদ্রেন তু এক কার্ষাপণ বরাটক দানরূপং প্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যমিতি বিদাং মতম্।"

মস্তক মুণ্ডন ব্যবস্থা।

বিদ্বান্ ও রাজা ইহাদিগের মস্তক মুণ্ডন করিতে হইবে না, তদ্ভিন্ন সকলেরই মুণ্ডন করা কর্ত্তব্য। যদি কেহ কেশ ও নখাদি বপনের অনিচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহাকে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্তের দক্ষিণাও দ্বিগুণ দিতে হইবে। দুইবার স্নান করিলেও মুণ্ডন প্রায়শ্চিত্ত হয়।

সংযম।

যে দিবস প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তাহার পূর্ব্বদিন কেশ নখাদি বাপণ, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, প্রদোষকালে ঘৃত প্রাশনপূর্ব্বক বাগ্‌যত হইয়া নিয়মিত ভাবে অবস্থান রূপ ব্রতাচরণ করিবে। যদি উপবাস করিতে অক্ষম হয়েন, তবে দুগ্ধ বা ফল খাইবেন। কিন্তু তজ্জন্য পরদিন দুই আনা উৎসর্গ করিতে হইবে।

ব্রাত্যগণের সংযম করিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না। ব্রাত্যগণ স্নান করিয়াই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন লইতে পারেন। অষ্টমীও চতুর্দ্দশী তিথিতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে নাই। কিন্তু নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তের কালাকাল অপেক্ষা করে না।

প্রায়শ্চিত্ত বিধান।

প্রাতে স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, ধুপ, দীপ, আতবতণ্ডুল, পঞ্চগব্য, কলাপাতা, গঙ্গাজল, গঙ্গা-মৃত্তিকা, গামছা একখানা, উৎসর্গের কড়ি বা তাহার মূল্য সংগ্রহ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে বসিবে। কড়ির মুল্য একরূপ ধাতুই দিতে হইবে, (রৌপ্য বা তাম্র) অর্থাৎ টাকা, আদুলী, সিকি, দুয়ানী বা কেবলমাত্র তাম্রের পয়সা দিতে হইবে।

সম্মুখে কোন পাত্রের উপর একখানি গামছার উপর প্রায়শ্চিত্তের কড়ি বা

রূপ্যের রজত খণ্ড, বা তাম্র খণ্ড রাখিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ" মন্ত্রে তিনবার আচমন করত, আসন শুদ্ধাদি করিয়া কৃতাঞ্জলী হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে।

"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্ব কর্ম্মাণি কারয়েৎ॥
মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি।
স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবঃ॥
কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণী চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি দানকালে ভবন্তিহ॥"

ইহার পর স্বস্তি বাচন "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত কর্ম্মণি—"ওঁ পুণ্যাহং পুণ্যাহমধিক্রবন্তু" তিনবার পাঠ করিবে। তদনন্তর ব্রাহ্মণ ও নিজে, হস্তস্থিত আতব চাউল পরিত্যাগ করিতে করিতে তিনবার মন্ত্রপাঠ করিবেন—"ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং।"

"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত কর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধি ব্রুতবন্তু" তিন বার পাঠ করিয়া পূর্ব্ববৎ আতব চাউল বিকীর্ণ করত পুরোহিতসহ তিনবার পাঠ করিবে "ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।"

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত—"ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু" মন্ত্র পূর্ব্ববৎ তিনবার পাঠ করিয়া পুরোহিতসহ হস্তস্থিত চাউল বিকীর্ণ করিতে করিতে পাঠ করিবে "ওঁ ঋদ্ধ্যতাম, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্" স্ববেদোক্ত স্বস্তিবাচন পাঠ করিবে।

যজুর্ব্বেদীয় স্বস্তিবাচন।

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥

ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে, ওঁ প্রিয়ানাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে, ওঁ নিধীনাংত্বা নিধিপতিং হবামহে, বসোমম। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥—

এই স্বস্তিবাচন পাঠপূর্ব্বক আতব তণ্ডুল নিক্ষেপ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহক্ষপা পবনো দিক পতির্ভূমি-রাকাশং সচরামরাঃ ব্রাহ্মং শাসনামাস্থায় কল্পধ্বং মিহ সন্নিধিম্॥ ওঁ তৎসৎ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু॥

সূর্য্যের অর্ঘ্য।

"ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ ভাস্বতে বিষ্ণু তেজসে।
জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে।
এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥"

এই মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া 'নিম্ন মন্ত্রে দেব দেবীগণকে পূজা করিবে। এই মন্ত্রে সচন্দন পুষ্প লইতে হইবে।

"এতে গন্ধপুষ্পে নমো গণেশাদি পঞ্চ দেবতাভ্যো নমঃ॥
এতে গন্ধপুষ্পে আদিত্যাদি নবগ্রহভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ইন্দ্রাদি দশদিক্ পালেভ্যো নমঃ॥
এতে গন্ধপুষ্পে সর্ব্বভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ॥

অর্চ্চনা করিয়া, পরে একখানি গামছার উপর প্রায়শ্চিত্তের কড়ি বা তন্মূল্য, রৌপ্য খণ্ড, বা তাম্র খণ্ড, রাখিয়া আচ্ছাদন করিয়া উৎপ্রেক্ষণ করিবে। "এতানি সাচ্ছাদন কার্ষাপণানি সুপ্রোক্ষিতানি সন্তু বা এতানি সাচ্ছাদন কার্ষাপণানি পক্ষে মূল্য রৌপ্য খণ্ডানি বা তাম্র খণ্ডানি সুপ্রোক্ষিতানি সন্তু" মন্ত্রে জলের ছিটা দিবে। পরে "এতেগন্ধপুষ্পে সাচ্ছাদন কার্ষাপণেভ্যো নমঃ" (মূল্য পক্ষে) "এতেগন্ধপুষ্পে সাচ্ছাদন কার্ষাপণীলভ্যরজত খণ্ডেভ্যো নমঃ বা তাম্র খণ্ডেভ্যোনমঃ" বলিয়া জলের ছিটা দিবে। পরে "এতে দধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণুবে নমঃ" মন্ত্রে জলে নারায়ণের অর্চ্চনা করিয়া, পরে গন্ধপুষ্প দ্বারা "এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া একবার পুষ্প দিয়া সাচ্ছাদন কড়ি বা তন্মূল্য বামহস্তের দ্বারা চিতভাবে ধারণ করিয়া দক্ষিণহস্তে তাম্রাদি পত্রে কুশ ও ত্রিপত্রসহ জল গ্রহণ পূর্ব্বক "বিষ্ণোর্নমোহদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেববর্ম্মা স্বাবধ্যূর্দ্ধ্বতনানেক পুরুষীয় সাবিত্রীপতনজনিত পাপক্ষয়কামঃ এতানি গন্ধাদ্যচর্চ্চিতানি শ্রীবিষ্ণু দৈবতানি যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহংদদে" এইরূপ উৎসর্গ বাক্য করিয়া হস্তস্থ কুশ ত্রিপত্রদ্বারা আচ্ছাদিত কড়ি বা তন্মূল্যের উপর জলের ছিটা দিবে। পরে প্রায়শ্চিত্তের দক্ষিণা করিবে।

দক্ষিণহস্তে হরীতকী লইয়া দক্ষিণহস্তে জলপূর্ণ কোশার মধ্যে স্থাপন করিয়া, বাম হস্ত দক্ষিণ বাহুমূলে স্থাপন করত "ওঁ অদ্যোত্যাদি স্বাবধ্যূর্দ্ধ্বতনানেক পুরুষীয়সাবিত্রী পতনজনিত পাপক্ষয় বা জন্মান্তরীন জ্ঞাতাজ্ঞাত সর্ব্বপাপক্ষয়কামনয়া কৃতৈতৎ

সাচ্ছাদন কার্ষাপণ দান কর্ম্মণিঃ বা তন্মূল্য রজতখণ্ডং, বা তাম্রখণ্ডং দান কর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং তন্মূল্যং শ্রীবিষ্ণু দৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদে।" তদপরে

হাতে জল লইয়া "কৃতৈতৎ সাচ্ছাদন কার্ষাপণীলভ্য রজত খণ্ড বা তাম্রখণ্ড দান-কর্ম্মণং অছিদ্রমস্তু। তদপরে

"কৃতেহস্মিন্ দানরূপপ্রায়শ্চিত্তকর্ম্মণি যৎকিঞ্চিৎ বৈগুণ্যং পাতকং তদ্দোষ-প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণু শরণমহং করিষ্যে" এই বাক্য পাঠ করিয়া "ওঁবিষ্ণু" এই মন্ত্র দশবার জপ করিবে। তদপরে

অপরের গাভিকে একমুষ্টি ঘাস প্রদান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে গাভিকে প্রণাম করিবে।

"নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এবচ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ॥"

উপনয়ন প্রকরণ।

উপনীত হইবার পূর্ব্বে আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ, গৌর্য্যাদিষোড়শ মাতৃকাপূজা করিতে হয়। অশক্ততা নিবন্ধন যদি কেহ সম্পূর্ণ আভ্যুদয়িক করিতে না পারেন, তবে পিণ্ডরহিত শ্রাদ্ধও করিতে পারেন। যদি পিণ্ডহীন আভ্যুদয়িক করিতেও না পারেন, তবে পিত্রাদির উদ্দেশে ভোজ্যোৎসর্গ করিয়াও উপনয়ন গ্রহণ করিবে। ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত ও ভোজ্যোৎসর্গ দ্বারাই ব্রাত্যগণ উপনয়ন গ্রহণ করিতে পারেন।

ভোজ্যোৎসর্গ নিয়ম।

একটী পাত্রে যথারীতি ভোজ্যস্থাপন করিয়া অর্চ্চনাদি করিবে "অদ্যেত্যাদি অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেববর্ম্মণঃ উপনয়ন কর্ম্মাভ্যুদয়িকার্থং অমুকগোত্রস্য অমুকীমুষ্য পিতরোঽমুক দেববর্ম্মণঃ (ক্রমে ষট্‌পুরুষের নাম করিয়া) আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ সুকর ভোজ্যোৎসর্গ বাসরে (পুনশ্চ পূর্ব্বমত ষট্ পুরুষের নাম করিয়া) অক্ষয় স্বর্গ-লোক কাম ইদং আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধানুকল্প সঘৃত সোপকরণামান্নং ভোজ্যমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদামি" জলের ছিটাদিয়া দক্ষিণান্ত করিবে।

অতঃপর আচার্য্য নিত্যক্রিয়াদি সমাপন করিয়া পরিষ্কার স্থানে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করত ভূমিতে অগ্নি স্থাপন করিবেন। হস্ত প্রমাণ স্থণ্ডিল তিনবার মার্জ্জন, গোময় দ্বারা তিনবার লেপন, কুশ দ্বারা তূষ্ণীম্ভাবে পূর্ব্বাগ্র রেখাত্রয় অঙ্কন, রেখাত্রয় হইতে উত্তীর্ণ মৃত্তিকা তিনবার উত্তোলন, জলদ্বারা বারত্রয় অভ্যুক্ষণ এবং দক্ষিণে অগ্নি স্থাপন, প্রজ্জ্বলিত কুশদ্বারা ক্রব্যাদাংশ পরিত্যাগ। তন্মন্ত্র যথা;—

"ওঁ ক্রব্যাদমগ্নি প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহ"

তদপরে

"ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্" এই মন্ত্রে সম্মুখের স্থণ্ডিলে অগ্নি স্থাপন করিয়া তৎপর নিম্ন মন্ত্রে ব্রাহ্মণত্রয়ার্থ—তিনটী ভোজ্য উৎসর্গ করিবে।

ওঁ অদ্য অমুক গোত্রস্য অমুক দেববর্ম্মণো মাণবকস্য উপনয়ন কর্ম্মণি যথানাম গোত্রীয়েভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো যথোপকল্পিতানি হবিষ্যভোজ্যান্নমহমুৎসৃজে" মন্ত্রে ভোজ্যের উপর জলের ছিটা দিবে। তদপরে

মাণবককে স্নানাদি করাইয়া মাল্যাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া অগ্নির পশ্চিমে গুরুর সমীপে উপবেশন করাইবে। পরে আচার্য্য মাণবককে বলিতে বলিবেন "ওঁ ব্রহ্মচর্য্য মাগাম্"মাণবক বলিবে "ওঁ ব্রহ্মচর্য্য মাগাম্" পুনরায় আচার্য্য বলিতে বলিবেন "ওঁ ব্রহ্মচর্য্য মাসানি" মাণবক বলিবে "ওঁ ব্রহ্মচর্য্য মাসানি"—

তৎপরে আচার্য্য পট্টবস্ত্র বা শুদ্ধ অন্যবস্ত্র লইয়া নিম্ন মন্ত্রে মাণবককে কাপড় পরাইবেন।

"ওঁ যেনেন্দ্রায় বৃহন্নতির্বাসঃ পর্য্যাদধা মতৃং,
তেন ত্বা পরি দধাম্যায়ুষে দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বলায় বর্চ্চসে"

পরে কুলাচার অনুসারে প্রবর সংখ্যায় ত্রিবেষ্টন গ্রন্থিযুক্ত ত্রিরাবৃতা মৌঞ্জাদি মেখলা "ওঁ ইয়ং দুরুক্তাৎ পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রাং পুনতী ন আগাৎ। প্রাণা-পানাভ্যাং বলমাদধানা স্ব মা দেবী সুভগা মেখলেয়ম্। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মেখলা বন্ধন করিয়া দিবেন। তদপরে

নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া একটী ত্রিদণ্ডী যজ্ঞোপবীত মাণবকের গলদেশে প্রদান করিবেন। "ওঁ যজ্ঞোপবীং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্য-মগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্ততেজঃ॥ ওঁ যো মে দণ্ডঃ পরাপতদ্বৈহায়সোঽধি ভূম্যাং, তমহং পুনরাদদাম্যায়ুষে ব্রহ্মণে ব্রহ্মবর্চ্চসায়॥"

অনন্তর আচার্য্য ও মাণবক উভয়ে জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া পাঠ করিবেন।

১। ওঁ আপোহিষ্ঠা ময়ো ভুব স্তা ন ঊর্জ্জে দধা তন, মহেরনায় চক্ষুসে।

২। ওঁ যো বঃ শিবতমো রস স্তস্য ভাজয়েতেহে নঃ উশতীরিব মাতরঃ।

৩। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্নথ আপোজন যথা চ নঃ।

জলাঞ্জলিত্যাগ করিয়া আচার্য্য নিম্ন মন্ত্র পাঠ করাইয়া মাণবকে সূর্য্য দর্শন করাইবেন।

ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং, জীবেম শরদঃ শতং, শৃণবাম শরদঃ শতং, প্রব্রবাম শরদঃ শত মদীনাং স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ।

পরে মাণবকের দক্ষিণ স্কন্ধোপরি সংলগ্ন হস্তদ্বারা মাণবকের হৃদয়দেশ স্পর্শ করত পাঠ করিবে। ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্ত মনু চিত্তন্তেঽস্তু। বাচমেক মনা পুষস্ব বৃহস্পতি স্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যম্।

পরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মাণবকে স্পর্শ করিয়া আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিবেন—নামাসি, মাণবক বলিবে শ্রীঅমুক দেববর্ম্মাহং ভোঃ" আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিবেন "ওঁ কস্য ব্রহ্মচর্য্যাসি? মাণবক ভবতঃ।—আচার্য্য পাঠ করিবেন, "ইন্দ্রস্য ব্রহ্মচর্য্যস্যগ্নিরাচার্য্যস্তবাহ মাচার্য্য—স্তবাসৌ"(অসৌ এইস্থলে মাণবকের নাম এইরূপে যথা, শ্রীঅমুক দেববর্ম্মন্) এবং বদ্ধাঞ্জলি মাণবকে ভূতগণের উদ্দেশো দান করিয়া আচার্য্য পাঠ করিবেন, "ওঁপ্রজাপতয়ে ত্বা পরিদদামি, ওঁদেবায় ত্বা সবিত্রে পরিদদামি। ওঁ অদ্ভ্যস্ত্বোষধিভ্যঃ পরিদদামি। ওঁ দ্যাবা পৃথিব্যাং ত্বা পরিদদামি। ওঁ বিত্ত্বা দেবেভ্যঃ পরিদদাসি। ওঁ দ্যাবাপৃথিব্যাং ত্বাং পরিদামি। ওঁ বিশ্বেভ্য ত্বা ভূতেভ্যঃ পরিদদামি। ওঁ সর্ব্বেভ্য স্ত্বা ভূতেভ্যঃ পরিদ দাম্যরিষ্ট্যৈঃ।

অনন্তর মাণবক অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিয়া আচার্য্যের উত্তরদিকে উপবেশন করিলে, যথাশক্তি ব্রহ্মবরণ করিবেন। তৎপর অগ্নির দক্ষিণে প্রাগগ্রকুশ পরিমিত ব্রহ্মাসন করিয়া—"ব্রহ্মন্নিহোপবিশ্যতাম্ "বলিয়া উপবেশন করাইয়া অগ্নির উত্তরে আজ্য প্রণয়ন করত সকৃৎ আচ্ছন্ন কুশ দ্বারা ঈশান কোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে পরিস্তরণ করত, অগ্নির উত্তরে প্রয়োজন দ্রব্য দক্ষিণাদি ক্রমে বিন্যাস করিবে। যথা—পবিত্রচ্ছেদনত্রয়, পবিত্রদ্বয়, প্রোক্ষণী পাত্র, আজ্যস্থালী সর্ম্মার্জ্জন কুশ উপযমন কুশ ত্রয়োদশটী, সমিৎ, স্রুব ব্রহ্ম দক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্র।

অনন্তর পবিত্রচ্ছেদন পূর্ব্বক প্রোক্ষণী পাত্রে প্রদান করিয়া তদুপরি প্রণীতাজল দান, বাম হস্ততলে প্রোক্ষণীপাত্র বিন্যাস, দক্ষিণ হস্তদ্বারা প্রোক্ষণী পাত্রস্থ জল গ্রহণ করিয়া কতিপয় প্রোক্ষণী জলদ্বারা প্রোক্ষণীজল ও অন্যান্য পাত্র প্রোক্ষণ, এই রূপ করিয়া প্রণীতার দক্ষিণে প্রোক্ষণী পাত্র স্থাপন করিবেন। তদনন্তর নিজ সম্মুখে স্থিত আজ্যস্থালীতে আজ্য রাখিয়া পর্য্যাগ্র করণার্থ প্রজ্বলিত অগ্নি লইয়া আর্য্য-দক্ষিণ তিনবার পরিবেষ্টন ও তদগ্নি মধ্যেই ক্ষেপণ করিবে। তৎপরে পূর্ব্বাসাদিত স্রুব পুনরায় বরণ, সর্ম্মার্জ্জান কুশদ্বারা স্রুবের মূল হইতে অগ্র এবং পুনরায় অগ্র হইতে মূলের মার্জ্জন ও পুনঃ প্রতাপন পূর্ব্বক প্রোক্ষণীর উপরে স্থাপন করিবে। পরে

নিজ সম্মুখে আজ্যস্থালী রাখিয়া প্রোক্ষণী পাত্রস্থ পবিত্র লইয়া কিঞ্চিৎ উত্তোলন রূপ উৎপবন করিবে। তৎপরে বাম হস্তদ্বারা প্রোক্ষণী উপযমন কুশ লইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পূর্ব্বাসাদিত সমিধ তিনটী অগ্নিতে ক্ষেপন করত উপবেশন করিয়া প্রোক্ষণী পাত্রস্থ পবিত্র ও জল গ্রহণ করিবে। এবং সেই জলদ্বারা ঈশানাদি কোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করিবে। তৎপরে প্রণীতাতে পবিত্র স্থাপন ও সংস্রবণার্থ অগ্নির উত্তরে প্রোক্ষণী পাত্র স্থাপন করিবে।

তদন্তর অন্নারম্ভ পূর্ব্বক স্রুব লইয়া ঘৃত দ্বারা আঘারহোম ও আজ্যভাগহোম করিবে যথা—

"ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, ইদং প্রজাপতয়ে" ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ইদমিন্দ্রায়। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে। "ওঁ সোমায় স্বাহা, ইদং সোমায়।" "প্রতি আহুতির অন্তে স্রুব লগ্ন ঘৃত প্রোক্ষণীপাত্রে রাখিতে হয়।

পরে অন্নারম্ভ ত্যাগ করিয়া "ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্ভবনামাসি—সমুদ্ভবনামাগ্নে ইহাগচ্ছ"—ইত্যাদিক্রমে আবাহন পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া "এতৎ পাদ্যং" ওঁ সমুদ্ভবাগ্নে অগ্নয়েনমঃ।' এই ক্রমে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। "ওঁ ভূঃ স্বাহা, ইদং ভূঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ইদং ভুবঃ, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ইদং সূর্য্যায়"।

অতঃপর সঙ্কল্প করত "অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি"—বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছ—এই ক্রমে আবাহন করিয়া এতৎ পাদ্যং ওঁ বিধুনামগ্নে অগ্নয়ে নমঃ এই ক্রমে পূজা করিয়া "ওঁ তন্নোহগ্নে ইত্যাদি মন্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবে।

পরে প্রাজাপত্য হোম—"ওঁ প্রতাপতয়ে স্বাহা, ইদং প্রজাপতয়ে॥"

স্বিষ্টকৃদ্ধোম—ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহ, ইদমগ্নেয়ে স্বিষ্টিকৃত।"

পরে সংস্রব প্রাশন ও আচমনান্তে ব্রহ্ম দক্ষিণাদান এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আচার্য্য কুমারকে বলিবেন "ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসি" কুমার বলিবেন "ওঁ ব্রহ্মচার্য্যস্মি" আচার্য্য বলিবেন "ওঁ আপোহশানং কুরু" কুমার বলিবে "ওঁ আপোহশানি" আচার্য্য বলিবেন "ওঁ কর্ম্ম কুরু" কুমার বলিবেন, ওঁ করবাণি। আচার্য্য বলিবেন "ওঁ মা দিবা স্বাপ্সীঃ" কুমার বলিবেন "ওঁ ন স্বপামি। আচার্য্য—ওঁ বাচ যচ্ছ" কুমার "ওঁ যচ্ছামি" আচার্য্য—"ওঁ সমিধ মা ধেহি, কুমার—ওঁ আদধামি॥

পরে আচার্য্য অগ্নির উত্তরে প্রাঙ্মুখে উপবেশন করিলে, কুমার পশ্চিম মুখে বসিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা গুরুর দক্ষিণপদ এবং বামহস্ত দ্বারা বামপদ ধারণ পূর্ব্বক আচার্য্যের মুখের প্রতি দৃষ্টি করিলে আচার্য্য নিম্নক্রমে গায়ত্রী উপদেশ প্রদান করিবেন।

প্রথম—"ওঁ ভুর্ভব স্বঃ"।

দ্বিতীয়—"ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি"

তৃতীয়—"ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ"

শেষে এক সঙ্গে—"ওঁ ভূ ভুর্বঃ স্বঃ। তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো
দেবস্যধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম্॥

পরে কুমার নিম্ন মন্ত্রে সমিদাধান করিবে। "ওঁ অগ্নে সুশ্রবঃ সুশ্রবসং মাং কুরু ত্বমগ্নে সুশ্রবা অসি এবমগ্নে সুশ্রবঃ সৌশ্রবসং মা কুরু। যথাত্বমগ্নে দেবানাং দেবস্য নিধিপাঽসি এবমহং মনুষ্যাণাং দেবস্য নিধিপা ভূয়াসম্॥

পরে জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নি পর্য্যবেক্ষণ করিবে। কুমার উঠিয়া অগ্নিতে একটী ঘৃতক্ত সমিধ দান করিবে। ওঁ অগ্নে ত্বমগ্নে মহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে। যথা তমগ্নে সমিধা সমিদ্ধসি এব মহায়ুষা মেধয়া প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্ম চর্চ্চসেন সমিদ্ধে জীব পুত্রো মমাচার্য্যো মেধাব্যহনসান্যনিরা কিঞ্চিঃ। আয়ুষ্মান্ যশস্বী তেজস্বী ব্রহ্মবর্চ্চসান্নাদো ভূয়াসম্। অগ্নয়ে স্বাহা ইদমগ্নয়ে।

পরে পরি সমূহনাদিক্রমে অপর সমিধদ্বয় আহুতি দিয়া হস্তদ্বয় অগ্নিতে প্রতপ্ত করিয়া সেই হস্তদ্বয়ে কুমার নিজ মুখ মার্জ্জন করিবে।

পুনরায় হস্তদ্বয় প্রতপ্ত করিয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জনা করিবে। অয়ুপ অগ্নেঽসি তনুং মে পাহ্যায়ুর্দ্ধা অসি অগ্নে আয়ুর্মেদেহি বর্চ্চোদা অগ্নে বর্চ্চো মে যচ্ছহি। অগ্নে যন্মে ত্বা ঊনং তন্ম আপৃণ। ওঁ মেধাং মে দেবঃ সবিতা আদধাতু, মেধাং মে দেবী সরস্বতী আদধাতু। মেধাং মে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ। ওঁ অঙ্গানি মে আপ্যায়তাম্। (মুখে) ওঁ বাক্ চ আপ্যায়তাম্। (উভয় নাসিকায়) ওঁ নাসিকা চ মে আপ্যায়তাম্। ওঁ প্রাণাশ্চ মে আপ্যায়তাম্। (উভয় চক্ষুতে) ওঁ চক্ষুশ্চ মে আপ্যায়তাম্ (উভয়কর্ণে) ওঁ শ্রোত্রঞ্চ মে আপ্যায়তাম্ (সর্ব্বাঙ্গে) ওঁ যশো বলঞ্চ মে আপ্যায়তাম্।

পরে অনামিকা অঙ্গুলীযোগে ভস্ম দ্বারা ললাট আদিতে তিলক করিবে। (ললাটে) ওঁ কশপস্য ত্র্যায়ুষম্। (গ্রীবায়) ওঁ জমদগ্নে ত্র্যায়ুষম্। (দক্ষিণাংশে) ওঁ যদেবানাং ত্র্যায়ুষম্ (হৃদয়ে) ওঁ তন্মেঽস্তু ত্র্যায়ুষম্।

পরে কুমার ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে। প্রথমে মাতার নিকট ওঁ ভবতি ভিক্ষাং দেহি পরে পিতার নিকট—ওঁ ভিক্ষাং ভবতি দেহি।

ভিক্ষা লব্ধ দ্রব্যাদি আচার্য্যকে নিবেদন করিয়া দিবে, আচার্য্য শান্তি কর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্তক, আশীর্ব্বাদ ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

ব্রহ্মচারী মৌনী ও নিয়ত বাক হইয়া দিনশেষ অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করিয়া পূর্ব্ববৎ সমিদাধান পূর্ব্বক অক্ষার লবণ ভোজন করিবে।

শ্রীতারকনাথ দেববর্ম্মা।

কালীশঙ্কর স্মৃতি।

(৪৮৩ পৃঃ পর)

১১

স্বর্গের সৌরভরাশি এ পাপ সংসারে
পবন হিল্লোলে ভাসি মুক্ত দ্বারপথে আসি
মোহিত করিল ধরা গৌরবে তোমার!
সুধীচন্দ্র কান্ত দাতা দত্ত কালী* সনে
তোমারে আশীষ করি লইতে আসিলা বরি
দেবগণ সহ অই অমর ভবনে।
অমরতা লভি দেব! পশ অই স্থানে

১২

যথা নাই কোন শোক-দুঃখ তাপ লেশ।
সদা ফুল্ল হাসিময় অনিলে অমৃত বয়,
পবিত্র আনন্দ যথা বিমল অশেষ,
সেই প্রীতিময় দেশে রহ মগন!
অপার্থিব তব ছবি হৃদয়ে রাখিয়া কবি
কাটিবে আদর্শ হেরি দুঃখের জীবন।
পশিবে না সেই ছবি কালের শাসন।

১৩

পুণ্য তিথি একাদশী বারই আষাঢ়
ভরণী নক্ষত্রযুত উত্তর অয়ন পূত,
তেরশত একবিংশ সন, সোমবার
সাঙ্গ করি ভবলীলা উঠিলে তপন
সাতাত্তুর বর্ষোৎতীর্ণ, ভৌতিক শরীর শীর্ণ
রাখি ধরাধামে স্বর্গে করি'ছ গমন!
অশ্রুসিক্ত পরিজন, আন্ধার ভবন!

* ময়মনসিংহের স্বনামধন্য উকীল স্বর্গীয় কালীকুমার দত্ত মহাশয় বহুলোকের আশ্রয় ও অন্নদাতা ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলায় দাতা কালীকুমার বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্বর্গীয় কালী শঙ্কর গুহ মহাশয় ওকালতি ব্যবসা আরম্ভ করার কিছুদিন পর কি পূর্ব্বে দত্ত মহাশয় মানবলীলা সম্বরণ করেন।

১৪

গিরিজা, বিজয় প্রিয়, যামিনী, নলিনী,
পিতা তব ঊর্দ্ধে যান, দেবলোকে প্রেমগান
উঠে, শুন স্বর্গমত্ত ব্যাপি হরিধ্বনি!
পুত্রের কর্ত্তব্য সবে করেছ পালন।
মুছ অশ্রু বৎসচয়! পিতা তব ব্রহ্মময়—
—চিদানন্দ ক্রোড়শায়ী কর দরশন—
অপার্থিব শান্তি-সুখে অমৃতে মগন!

১৫

পিতার অর্দ্ধাঙ্গসাধ্বী জননী তোমার
স্নেহময়ী গুণবতী স্বামীর চরণে মতি
স্বামীগত-প্রাণ-মন-জীবন যাঁহার,
দয়ামায়া মাখা সৌম্যা কমলামূরতি!
আজি তাঁর এ কি ছবি! অশ্রুজলে ভাসে কবি
জীবিত দেহের হেরি হেন পরিণতি!
তোমরা তাঁহাকে স্নিগ্ধ করিও সুমতি।

১৬

পিতা তব জ্যোতির্ম্ময় শোকের অতীত।
এস মুছি অশ্রুজল, হৃদে ধর ধর্ম্মবল,
শোকের উচ্ছাসে ভাসা না হয় উচিত।
পিতা হতে লভিয়াছ দেহ উপাদান,
তাঁর সেই গুণরাশি হৃদয়ে উঠিলে ভাসি
তোমরা কৃতজ্ঞ তবে দিলা প্রতিদান।
নাহি কিছু স্মৃতি-চিহ্ন ইহার সমান।

১৭

বশম্বদ ভাবমাখা স্বভাব বিনীত
স্নেহ-ভক্তি দয়ামায়া— আশ্রিতের দিব্যছায়া,
অহঙ্কার হীন সদা, ব্রত-পরহিত,
ধর্ম্মার্থে পরার্থে ধন শকতি ক্ষেপণ,

কর্ত্তব্যতা-পরায়ণ বিমল বিশুদ্ধ মন,
সরল হৃদয়ে কর্ম্মে জীবন যাপন।
অন্তেবাসী দীনে অন্নে সতত পালন।

১৮

হিংসা-দ্বেষ-ক্রোধহীন, স্বজন-পালক,
মিষ্টভাষী, জন-প্রিয়, স্বভাব মাধুর্য্যে স্বীয়
অতুল, প্রবীণ, দাতা, সারল্যে বালক—
এই ছবি স্মৃতি-চিহ্ন হৃদয় মন্দিরে
স্থাপন করিয়া আজি তাঁর স্থলবর্ত্তী সাজি
মুছি অশ্রু চল যাই গৃহে ধীরে ধীরে।
সতত পূজি ও চিত্র হিয়ার ভিতরে।

১৯

ভৌতিক সম্বন্ধ হীন জনক তোমার
আজি সর্ব্বভূতব্যাপী, দেখ, তাঁরে বিশ্বরূপী
সঙ্গহীন ভূতাতীত ভাবে স্থিতি তাঁর।
এস করি প্রণিপাত করযোড়ে সবে—
ভক্তিভরে গদ গদ মানসে ধরিয়া পদ
নমি, শত্রু শতবার পূজি তাঁরে ভবে।
—ভূতাতীত গুণ-মূর্ত্তি স্মৃতি-চিত্র হবে।

"নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিত বিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোসি ততোঽসি সর্ব্বঃ।

গীতা। ৪০ শ্লোক ১১ অঃ।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, বি-এল্।

সমালোচনা।

ঐতিহাসিক আদর্শ প্রশ্নোত্তর। সম্প্রতি একখানা স্কুলপাঠ্য ক্ষুদ্র কলেবর গ্রন্থ [illegible] করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম, তাহার একস্থানে লিখিত আছে,"কোন সময়ে সেনবংশীয় [illegible]রাজগণ রাজত্ব করেন?" পাঠক! অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন, বৈদ্য গ্রন্থকার বিখ্যাত [illegible]সেন প্রভৃতিকেই বৈদ্যরাজগণ রূপে পরিচিত করিতে চাহেন। যাঁহারা ইতিহাস লিখিতে [illegible]ন, তাঁহারা যদি স্বজাতি প্রেমে অন্ধ হইয়া মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রতিভাত করিয়া পাঠকগণকে [illegible]ক্ষিত করেন, তাহা কি নিতান্তই লজ্জার কথা নহে? বিশেষ স্কুলপাঠ্য গ্রন্থে মিথ্যা কথা স্থান [illegible]ন করিলে বালকগণের মনে ভুল ধারণা অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হয়; তাহা কখনও বিলুপ্ত [illegible]না। যাঁহারা বল্লালসেন-কৃত দান-সাগর পাঠ করিয়াছেন—সেনরাজগণের শিলালিপি [illegible]প্রশাসনের খবর রাখেন, তাঁহারা সকলেই জানেন, সেনরাজগণ ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভব। ব্রহ্ম-[illegible]ত্রিয়-বংশীয় বলিয়া যতদিন বৈদ্যগণ আপনাদিগকে প্রমাণ করিতে না পারিবেন, ততদিন সেন-[illegible]বৈদ্য জাতি বলিয়া প্রচার করা বামনের চাঁদ ধরিবার প্রয়াসের ন্যায় নিষ্ফলই বলিতে হইবে। [illegible]রূপ গ্রন্থ স্কুলপাঠ্য হওয়া কখনই সমীচীন নহে।

বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা। সম্পাদক শ্রীআশুতোষ মিত্র এম-এ এবং ভট্টপল্লীর [illegible]সার্ত্ত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক গণিত ও ব্যবস্থাপিত। এই [illegible]কাই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সভার অনুমোদিত। এতদনুসারেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্যোতির্বিদ্‌গণ [illegible]কোষ্ঠী প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। কাগজের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ায় এবার ৵১০ আড়াই [illegible]মূল্য করা হইয়াছে।

বৈদিক শ্রীকৃষ্ণ। (গোপাল তাপণী উপনিষৎ) রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার [illegible]বাচস্পতি, এম এ, বি-এল্ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত। যশোহর হিন্দু-পত্রিকা-প্রেসে শ্রীকালীপ্রসন্ন [illegible]ধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ।৹ আনা মাত্র। ছাপা ও কাগজ মন্দ নহে।

[illegible]য় বাহাদুর "গোপাল তাপণী উপনিষদ্" ব্যাখ্যাবসরে১।০ অর্থাৎ কুড়ি পৃষ্ঠ ভূমিকা লিখিয়া [illegible]ীন উপনিষৎসমূহের পরিচয়, উপনিষৎ শব্দের তাৎপর্য্য এবং সমালোচ্য উপনিষৎখানির [illegible]ন্তব্য বিষয় সংস্থাপন করিয়াছেন। উপনিষৎখানির অনুবাদ বেশ প্রাঞ্জল হইয়াছে। [illegible]ধারণের নিমিত্ত রায় বাহাদুরের প্রযত্নে বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে একখানি উপাদেয় ধর্ম্মশাস্ত্র [illegible]পিত হইল।

সতীর গৃহধর্ম্ম। শ্রীসুধেন্দুরঞ্জন ঘোষ-প্রণীত। ঢাকা, কটন লাইব্রেরী হইতে শ্রীহীরা-[illegible]য় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল্ ক্রাউন্ ১৬ পেজী, ১১ফর্ম্মা ১৭৬পৃষ্ঠা। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। [illegible]সিকের বাঁধাই ১৲ টাকা।

[illegible]খানার ঝক্‌ঝকে বাহ্যিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে হস্তে লইবার প্রলোভন সম্বরণ [illegible]যায় না, এবং পাঠ করিলেও নিরাশ হইতে হয় না। যাহারা সমাজ ও গৃহে সদ্ভাবরাশি [illegible]করিবার জন্য লেখনীসঞ্চালন করেন, তাহাদের ভাষা ও রচনা নৈপুণ্যের বিচার না

করিয়াও ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয়। সমালোচ্য পুস্তকে লেখক সরলভাষায় পাণ্ডিত্য প্রকাশের অবথা প্রয়াস না করিয়া পুরাণেতিহাস হইতে গল্প ও কথোপকথনচ্ছলে পাশ্চাত্যভাবাপন্নাম্বিত বঙ্গ-গৃহের পত্নী, ভগ্না ও দুহিতা-জননীগণের মনে সদ্ভাব অঙ্কিত করিয়া দিবার জন্য যেরূপ যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি প্রশংসনীয়। আমরা আশা করি, বঙ্গের গৃহীদিগের গৃহে গৃহে গৃহলক্ষ্মীদের হস্তে এই গ্রন্থ আদরের সহিত স্থান লাভ করিবে। এবং তাঁহারা উহা পাঠে উপকৃত হইবেন। পুস্তকখানি গদ্যে পদ্যে লিখিত।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বাঙ্গালী কায়স্থের ক্ষাত্রগরিমা :—

কিছুদিন পূর্ব্বে চন্দননগরের যোগেন্দ্রনাথ সেন, বি-এস্-সি, ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে শত্রুর অস্ত্রাঘাতে নিহত হওয়ার সংবাদ প্রচারিত হয়। অতঃপর গত ৩০শে জুন পুনরায় ঐ রণরঙ্গে শ্রীযুক্ত অজিতকুমার রুদ্র আহত হইয়াছেন, এরূপ সংবাদ আসিয়াছে। তিনি বৃটীশের অগ্রগামী মেসিন-গান-কোরের অধ্যক্ষ ছিলেন। জর্ম্মণির সুবিখ্যাত প্রুসিয়ান গার্ডস্ সেনাদলের সহিত যখন তাঁহাদের যুদ্ধ হইতেছিল, সেই সময় বীরবর পায়ে আহত হইয়া হাঁসপাতালে অবস্থিতি করিতেছেন। বলদৃপ্ত জর্ম্মণ চমূর প্রতিকূলে অজিত রুদ্রতেজে সংগ্রাম করিয়া আহত সৈন্যগণের সহিত সত্ত্ব ঘণ্টা স্তূপ মধ্যে প্রোথিত ছিলেন। তিনি সাধারণ সৈনিক নহেন, একটা বাহিনীর নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, ইহা কায়স্থের কম গৌরবের কথা নহে! কায়স্থ কেন সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরবের কথা।

সংগ্রামে গমনোন্মুখ বর্ত্তমান বাঙ্গালী সৈনিকবৃন্দের মধ্যে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ কায়স্থবীর আছেন। তাঁহারাও প্রুশিয়ধনুর্ব্বেদীগণের এই বিংশশতাব্দির নবোদ্ভাবিত অস্ত্র শস্ত্রে স্বীয় ক্ষাত্রতেজ কখনই প্রতিহত হইবে না, কখনই এ জাতি স্বীয় রাজার কল্যানার্থ সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কণ্ঠা বোধ করে নাই। যখন ক্লাইভ্ বঙ্গদেশ গ্রহণ করিতেছিলেন, তৎকালেও বাঙ্গালী কায়স্থ শ্যামসুন্দর তাঁহার সৈন্যদলের সেনাপতিত্ব করিয়াছেন। বর্ত্তমান December মাসের University Magazineএর 579 পৃঃ Views and Reviewsএ লিখিত হইয়াছে :—

"Syerul-Mutakherin tells us that not only there were Bengali Sipahis, but there were Bengali officers too. and among them Syam Sundar, a Bengali Kayastha, commanded the artillery

European and Bengali both. Here is what we find on page 207 of "Mutakherin" Syam Sundar, a Bengali Cahet, who in fact commanded the artillery, thought proper to encamp within the entrenched pert" অতএব কায়স্থভাতৃগণ মনে রাখিও তোমরা শুধু কলমী নহ, শস্ত্রাস্ত্রধারীও বট।

সভাসমিতি :—

আগামী ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর প্রয়াগ ধামে ভারতীয় কায়স্থ মহাসম্মেলনের দ্বাবিংশতি বার্ষিক অধিবেশন হইবে। এই মহাধিবেশনের আহ্বানকারীগণ বঙ্গের প্রসিদ্ধ দানশৌণ্ড ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ, এম্-এ ডি-এল্, সি-আই-ই, সি-আই-ইকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা এবং তাহার শাখা-সভাসমূহ হইতে ৮১ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়াছেন। কিন্তু যে নিমন্ত্রণ পত্র আসিয়াছে,তাহাতে Delegation fee ২৲ দুই টাকা এবং প্রতিনিধি-দের খাইখরচা হিসাবে প্রতিদিন ১৲ এক টাকা দিতে হইবে লিখিত দেখা যাইতেছে; ভারতীয় জাতীর মহাসম্মেলনের ন্যায় এবার দুই প্রকার দক্ষিণা দিতে হইবে।

গতমাসে যে সময় বঙ্গেশ্বর রাজসাহীতে পদার্পণ করেন, তৎকালে তাঁহার অভ্যর্থনার্থ তাড়াশের কুমার শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় বাহাদুর উপস্থিত হইয়াছিলেন। অতঃপর বঙ্গেশ্বর তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলে, মান্যবর শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল্, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন আচার্য্য, বি-এল্, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র, বি-এল্,শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ মৈত্র, বি-এল্ প্রমুখ ব্রাহ্মণবৃন্দ এবং শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মজুমদার, বি-এল্, শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ রায়, বি-এল্, শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ সরকার, বি-এল্, শ্রীযুক্ত মুকুন্দনাথ ঘোষ, বি-এল্, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় বি-এল্, শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রসুন্দর মজুমদার,বি-এল্ প্রভৃতি কায়স্থ উকিলগণ ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রসুন্দর মজুমদার, শ্রীযুক্ত হরিমোহন সরকার, শ্রীযুক্ত ভবানীনাথ রায় প্রভৃতি জমিদারগণ সমবেত হইয়া কলেজের সাধারণ পাঠাগারে কুমার বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। এই সময় কুমার কিশোরীবাবু রাজসাহী কলেজের দরিদ্র কায়স্থ ছাত্রগণের তথায় থাকিয়া পড়ার অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া তাহাদের জন্য একখানি ছাত্রাবাস করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। তাহাতে সহৃদয় কুমার বাহাদুর উত্তরে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া সকলকে আশ্বাসিত করেন। আমরাও কুমারের স্বজাতি প্রীতিতে আশা করিতেছি

যে, তিনি অবিলম্বেই উপবীত গ্রহণ করিয়া স্বজাতির জাতীয় সংস্কারের সহায়ক হইয়া আমাদের হৃদয়ের ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন।

মাধবপুর কায়স্থ-সম্মিলনী। গত ১৮ই আশ্বিন ১৩২৩। যশোহরের অন্তর্গত গুয়াতলী প্রভৃতির কায়স্থবৃন্দ এক সভা করিয়াছেন। "মাধবপুর-কায়স্থ-সম্মিলনী" সেদিনকার অধিবেশনে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ, আন্তর্গণিক বিবাহ, পণ নিবারণ, কায়স্থ মাণবকের সাহার্য্যকরণ প্রভৃতি পাঁচটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই কায়স্থ- সভাটী স্থায়ী করিবার জন্য উদ্যোগীগণ একস্থায়ী সমিতি করিয়াছেন। তাহার সভাপতি শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বর্ম্মমিত্র, সম্পাদক দেবেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মসিংহ এবং সহঃসম্পাদক শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ বর্ম্মঘোষ। আমরা সভার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

দান ঃ—

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি বাকীপুর হাইকোর্টের উকিল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহবর্ম্মা এম্-এ, বি-এল্, গত শ্রাবণ মাসের অধিবেশনে সভার প্রচারার্থ এককালীন ৫০৲ টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তিনি ঐ টাকা যথা সময় পাঠাইয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

উপনয়ন ঃ—

২৩শে মাঘ, ১৩২২। লাহোর। কালীবাড়ীর কেন্দ্র। দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র (জমিদার), মতিলাল ঘোষ, রজনীকুমার ঘোষ, অনুপমচন্দ্র বসু, অখিলচন্দ্র বসু, অপূর্ব্বচন্দ্র বসু শরৎচন্দ্র বসু, প্রমুখ ৩৬ জন লাহোরে অবস্থিত কায়স্থ-বৃন্দাবনের গুরুপ্রকাশ দেবশর্ম্মা কর্ত্তৃক যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীতী হইয়াছেন।

১১ই কার্ত্তিক, ১৩২৩। মাদারীপুর কেন্দ্র। মাদারীপুরের শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ পাল, সীতারাম সরকার, হরকুমার দেব, ভুবনমোহন সরকার, পূর্ণচন্দ্র দেব, বাণীকান্ত সরকার, মনোমোহন সরকার, ললিতমোহন সরকার, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, উমেশচন্দ্র সরকার, নিবারণচন্দ্র পাল, সতীশচন্দ্র পাল, যামিনীকান্ত শূর, বিনোদবিহারী সরকার।

চরমুগুরিয়া সাকিনের—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গুহ, মতিলাল গুহ, কালীনাথ গুহ, নলিনীকান্ত গুহ, প্রকাশচন্দ্র দাস, মতিলাল নাহা, নলিনীকান্ত দত্ত, নেপালচন্দ্র দাস, হরলাল গুহ।

কুনিয়া সাকিনের—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

দত্তপাড়া সাকিনের—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ (মোক্তার), হীরালাল ঘোষ, মধুসূদন রায়।

২৯ জন বঙ্গজ কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই ব্যয় বদান্যবর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্ম মহোদয় বহন করিয়া কায়স্থ-বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৩। ফরিদপুর। মস্তাফাপুর কেন্দ্র। বঙ্গজ শ্রীযুক্ত চরণ পর্ব্বত, ক্ষেত্রমোহন পর্ব্বত, রাসবিহারী পর্ব্বত, কুঞ্জবিহারী পর্ব্বত, কুমার পর্ব্বত ও গোপালচন্দ্র দাস এই সাতজন স্বীয় পুরোহিত কর্ত্তৃক যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীতী হইয়াছেন।

১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৩। বিক্রমপুর। শ্রীধর খোলাকেন্দ্র। বঙ্গজ শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অবণীকুমার বসু, হেরম্বকুমার বসু, নরেশচন্দ্র বসু, যদুচরণ দে, এই ৫জন যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীতী হইয়াছেন। এই কেন্দ্রে অনারেবল্ রায় শ্রীনাথ বাহাদুর ১০৲টাকা সাহায্য করিয়াছেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি রায় বাহাদুর বারাইখলির কেন্দ্রের নিমিত্ত উন্মুক্তহস্ত আছেন। রায় রের এই প্রকার স্বজাতিপ্রাণতায় আমরা নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আন্তরিক প্রদান করিতেছি।

১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৩। ফরিদপুর। খালিয়ার অন্যতম কায়স্থ জমিদার মতিলাল মজুমদার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। খালিয়া সাকিনের—শ্রীযুক্ত চন্দ্র মজুমদার, মতিলাল মজুমদার, কৈলাসচন্দ্র মজুমদার, লোকনাথ মজুমদার, মজুমদার, কিরণচন্দ্র মজুমদার, মনোরঞ্জন মজুমদার, সন্তোষকুমার মজুমদার, দাস, রমেশচন্দ্র দত্ত, (ক) সতীশচন্দ্র দাস, (খ) সতীশচন্দ্র দাস, চন্দ্রকান্ত দে, কুমার দে, পার্শ্বনাথ দে, খগেন্দ্রচন্দ্র দে, হীরালাল সেন, অমূল্যচন্দ্র দে, নগেন্দ্র-, মনোরঞ্জন দাস, বিশ্বেশ্বর দে, বনমালী শূর, রণজিতচন্দ্র দাস, মতিলাল নন্দী, চন্দ্র দত্ত, চাঁদমোহন দে, অশ্বিনীকুমার শিকদার, বাণীকান্ত দাস, মনোমোহন চরণ দাস, প্রিয়নাথ নন্দী, কিশোরীলাল ধর, বিপিনচন্দ্র দে, মুকুন্দলাল চন্দ্রকুমার দাস, (গ) সতীশচন্দ্র দাস, শশিভূষণ দাস, গোপালচন্দ্র দে।

রামপুর সাকিনের—শ্রীযুক্ত হরিপদ দাস, সতীশচন্দ্র আইচ, প্রভাতচন্দ্র দে, চন্দ্র দে, সতীশচন্দ্র সরকার, সতীশচন্দ্র দে।

মঙ্গল সাকিনের—শ্রীযুক্ত কালীচরণ দাস, হরিনাথ দাস।

পুর সাকিনের—শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দাস।

রাঘদী সাকিনের—শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত মিত্র, রাইকিশোর রায়, প্রসন্নকুমার ভদ্র, অক্ষয়কুমার শিকদার, গোপালচন্দ্র দত্ত।

দিঘলিয়া কাশিমপুর সাকিনের। নরেন্দ্রকুমার দে।

মালীগ্রাম সাকিনের—শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বসু।

মোচনা সাকিনের—শ্রীযুক্ত রসিকলাল ঘোষ।

ভাসরা সাকিনের—শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র ঘোষ।

বগাইল সাকিনের—শ্রীযুক্ত দেবনাথ দাস, কুঞ্জবিহারী অধিকারী, দীননাথ দাস, বিপিনবিহারী শিকদার, যোগেন্দ্রনাথ শিকদার, লোকনাথ শিকদার, দেবকুমার ভৌমিক, বসন্তকুমার দত্ত, হেমন্তকুমার নাগ, রসিকলাল দাস, রাজকুমার রায়, যতীন্দ্রমোহন ঘোষরায়, মহেন্দ্রনাথ ঘোষরায়, কানাইলাল দাস, প্রকাশচন্দ্র দাস, মণিলাল দাস, প্রিয়নাথ সোম, ইন্দুভূষণ হোড়, নরেন্দ্রমোহন হোড়, ইন্দুভূষণ নাগ, চন্দ্রকুমার বক্সী, শ্রীশচন্দ্র পাল, কালীমোহন দাস, কুঞ্জবিহারী সরকার, গুরুপদ ভৌমিক, ইন্দুভূষণ ভৌমিক, শরচ্চন্দ্র শিকদার, ইন্দুভূষণ ঘোষ।

পৈলানপটী সাকিনের—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়।

মুখডোবা-চান্দড়া সাকিনের—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস।

বরিশাল গাভা সাকিনের—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ দস্তিদার।

রঙ্গশ্রী সাকিনের—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দাস।

কলসকাঠী সাকিনের—শ্রীযুক্ত হরিপদ দাস।

এই ৮৯জন বঙ্গজ কায়স্থ-সন্তান ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছেন। উপনয়ন কেন্দ্রে দর্শকরূপে স্থানীয় ব্রাহ্মণ জমিদার বংশীয় পূজনীয় শ্রীযুক্ত সর্ব্বানন্দ রায়চৌধুরী ও কুলীনবংশীয় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও পুরোহিত বংশীয় শ্রীযুক্ত রসিকলাল চৌধুরী প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া কায়স্থোপয়নে [illegible] প্রদর্শন করত অনুগৃহীত করিয়াছেন। উক্ত উপনয়ন কেন্দ্রে শানেরপাড়ের শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সান্ন্যাল আচার্য্য ছিলেন। কোড়কদী নিবাসী শ্রীযুক্ত রামগোপাল ভট্টাচার্য্য, রাঘদী নিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রাজের নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সান্ন্যাল, শানেরপাড়ের শ্রীযুক্ত লোকনাথ সান্ন্যাল ও শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সান্ন্যাল যথাক্রমে তন্ত্রধার, সদস্য, হোতা উদ্গাথা ও অধ্বর্য্যু পদে ব্রতী ছিলেন। এই বৃহৎ ব্যাপার নিষ্পন্ন জন্য যাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তন্মধ্যে ফরিদপুর প্রচার সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা ও ভাঙ্গার উকিল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা ও খালিয়া স্কুলের মাষ্টার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষরায় মহাশয়

নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মজুমদার মহাশয়েরা যেরূপ সৎসাহসের প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারাও ধন্যবাদার্হ ও অন্য স্বজাতীর নীয়।

শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৩। ফরিদপুর-প্রচার-সমিতির অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীযুক্ত লাল ধরবর্ম্মার প্রচেষ্টায় শিরুয়াইলের শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল গুহবর্ম্মার বাটীর কেন্দ্র। াইলের—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল গুহ, হরেন্দ্রলাল গুহ, কুলচন্দ্র দাস, যামিনীকান্ত বিনাশচন্দ্র দাস, শরচ্চন্দ্র দাস, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাস, ক্ষেত্রমোহন নাগ, কামিনী-দাস; রোহিনীকুমার চন্দ, সাং নিলখী, অবিনাশচন্দ্র ভদ্র, সাং উমেদপুর; মোহন রক্ষিত, সাং প্রসন্নপুর এই ১২জন বঙ্গজ কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। শিরুয়াইল নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শশধর ভট্টাচার্য্য তন্ত্রাধার দিলেন। এই নে মস্ত একটা বিরোধের বিলাপ সাধিত হইয়াছে। নিলখী ও শিরুয়াইলের নী ব্রাহ্মণগণ উপবীতীদের ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তের দ্রব্যাদি গ্রহণ ও উপনয়ন ক্ষে ভোজন করিয়া সদ্ভাব স্থাপন করিয়াছেন। কুমন্ত্রণায় উত্তেজিত নরসুন্দর-কার্য্যে যোগদান করত যথারীতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছে। সুখের বিষয় উপবীতীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে, সামাজিক কঠোরতা ততই শিথিল হইয়া ছে! মোহাচ্ছন্ন কায়স্থবৃন্দকে এ বিষয় চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। ফলে তাহাদের সুবুদ্ধির উদয় হইলে, সমাজের দ্রুত মঙ্গল সাধিত হইবে।

অগ্রহায়ণ ১৩২৩। ফরিদপুর কুকৃরাইলের শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দাস বর্ম্মার কেন্দ্র।

কুরাইল সাকিনের—শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দাস, রমনীমোহন দাস, চিন্তাহরণ দাস, মোহন দাস, মণীন্দ্রমোহন দাস, যতীন্দ্রমোহন দাস, অবিনাশচন্দ্র দাস, বিনোদ-দাস, মধুসূদন দাস।

রদী সাকিনের—শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাস, সাং পুরাপাড়া (বিক্রমপুর) শচন্দ্র সরকার সাং বগাহল রসিকলাল ঘোষ সাং হোগল পাতিয়া দেবেন্দ্রচন্দ্র গেন্দ্রমোহন সোম, গ্রাম মাদারীপুর।

মুগুড়িয়া সাকিনের—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস, সুরেশচন্দ্র দাস, জিতেন্দ্রনাথ দাস, জন কায়স্থ মাদারীপুরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী পঞ্চান, ইদিলপুরের ঘোষাল প্রভৃতির পৌরহিত্যে যথা শাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনীত ছেন। কেন্দ্রের ব্যয় স্বনাম ধন্য দাতা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্ম মহাশয় বহন

করিয়াছেন। মাদারীপুরের মোক্তার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ গুহ প্রভৃতি উৎসাহী অনুষ্ঠাতৃ বর্গকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩২৩। কলিকাতা। কায়স্থ-সভার অন্যতম সভ্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ দেব বর্ম্মা ভাবসাগর মহাশয়ের বাসা বাটীর কেন্দ্র। তদীয় পুত্র শ্রীমান্ হেমেন্দ্রনারায়ণ দেব এবং জামাতা গিরিশচন্দ্র দাস যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে শ্রীযুক্ত কালীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত কর্ত্তৃক উপনীত হইয়াছেন।

বিবাহ ঃ—

১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩২৩। কলিকাতা। কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ দেব ভাবসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান হেমেন্দ্রনারায়ণ দেবের সহিত, বিক্রমপুর ষোলঘর নিবাসী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ঘোষ মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী প্রিয়বালা দেবীর এবং দেহের গাঁতিরবস্থ বংশীয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার কাব্যরত্নের পুত্র শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণবের সহিত কবিরাজ মহাশয়ের দৌহত্রী ও ৺সখানাথ দেব বর্ম্ম তালুকদারের কন্যা শ্রীমতী অমিয়বালা দেবীর শুভ পরিণয়ে, কোন দিক হইতে কোন প্রকার দেনা পাওনার কথা শুনা যায় নাই। উভয় পাত্র পক্ষের এই মহত্ত্বে আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

পঞ্চম অধিবেশন।

২৫শে ভাদ্র, রবিবার ১৩২৩, অপরাহ্ণ ৫টা।

৮৫ নং গ্রেষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিত ঃ—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মা (সভাপতির আসনে)।
" মহেন্দ্রনাথ গুহ রায়বর্ম্মা।
" শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।
" রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর।
" বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা।
" বসন্তকুমার সেনবর্ম্মা।
" বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা।
" উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রশাস্ত্রী বর্ম্মা।
" মণীন্দ্রমোহন বসু, বি-এ।
" নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।
" কিরণচন্দ্র দত্ত।
" মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা।
" মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা ভাবসাগর।
" গোপালচন্দ্র দে।
" যোগেশচন্দ্র দত্তবর্ম্মা।
" সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা (প্রচারক)
" শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা। } (সম্পাদক)
" যোগেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা। }
" আশুতোষ বসু, (সাধারণ সভ্য)।
" হেমচন্দ্র রায়, বি-এ, (অভ্যাগত)।

সভাপতি রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারায়, রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নড়ালের জমিদার রায় কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, কুষ্টিয়ার মোক্তার শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মজুমদার বর্ম্মা এবং মতিহারীর শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা ইঁহারা অনিবার্য্য কারণে সভাস্থ হইতে না পারায় পত্রদ্বারা সভার অধিকাংশ সভ্যের মতানুযায়ী মত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

সভারম্ভে **গত কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির কার্য্য-বিবরণী** পঠন এবং **শ্রাবণ মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব** প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহরায় মহাশয় তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত পাঁচশত টাকার মধ্যে যে দুইশত টাকা বাকী ছিল, সেই দুইশত টাকা সর্ব্ব সমক্ষে প্রদান করিলে সকলে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। রাজপুতানার অন্তর্গত কোটার সরকারী উকিল গোপাল সহায় খাস্ত (ভাটনাগর) মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ তাঁহার বঙ্গসাহিত্যে অনুরাগ এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্যপদ গ্রহণ করা প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করিয়া শোক প্রকাশ করিলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

(দ) শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু, সাং পাঁজিয়া, জেলা যশোহর।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা শাস্ত্রী।

(ব) „ পরেশনাথ দাস, সাং ৫৩নং নেউগী পুকুর লেন্, তালতলা।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু, বি-এ।

(দ) „ পাঁচুলাল সরকার, সাং ৩৭নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ (পত্রযোগে)।

(দ) „ বামাচরণ চন্দ, সাং বাইতিপাড়া, রাণাঘাট।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত, রাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী (পত্রযোগে)।

(দ) „ যোগেন্দ্রনাথ মিত্রবর্ম্মা Asst. Sanitary Engineer's Office কাণপুর।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষবর্ম্মা (পত্রযোগে)।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ, ১৯৪।৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা (সম্পাদক)।

„ হরিমোহন ঘোষ, সাং সিমলা, চাঁদাইকোণা (বগুড়া জেলা)।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা শাস্ত্রী।

„ হীরালাল মজুমদার, সাং সোরিয়াল, আমতা (হাবড়া জেলা)।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুশীলকৃষ্ণ মিত্র।

তৃতীয় প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের টাকা সম্বন্ধে। সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন, "কোম্পানী কাগজ খরিদ-অবশিষ্ট এবং নূতন সংগৃহীত কিছু টাকা তহবিলে মজুত আছে, উক্ত টাকার এখন কোম্পানী কাগজ খরিদ করিলে সুদ আসিতে পারে।" সভাপতি মহাশয় এবং অন্যান্য সকলে এতদ্ সম্বন্ধে আগামী অধিবেশনে যথাকর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন স্থির করিলেন।

(খ) ছাত্রের সাহায্য সম্বন্ধে। নিম্নলিখিত ছাত্রগণ কলেজে পড়িবার নিমিত্ত সাহায্য প্রার্থনা করিয়া যে সমস্ত আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন, সম্পাদক শরৎবাবু তাহার দরখাস্তের মর্ম্ম সভায় প্রকাশ করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল "এবার সাহায্যের উপযুক্ত টাকা তহবিলে না থাকায় ইহাদিগকে সাহায্য করিতে পারা গেল না, আগামী বর্ষে বৈশাখ হইতে আষাঢ় মধ্যে আবেদন করিলে দাতব্য ভাণ্ডারের টাকা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা হইবে।

আবেদনকারীগণের নাম :—

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত, Scottish Churches College, কলিকাতা।
„ নগেন্দ্রনাথ সেনবর্ম্মা, Ripon College, কলিকাতা।
„ ফণীভূষণ বসু, Krishnanath College, বহরমপুর।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ।
সম্পাদক

স্বাক্ষর
শ্রীসারদাচরণ মিত্র।
সভাপতি
১৮।৮।২৩

কায়স্থ-পত্রিকা।

মাঘ, ১৩২৩। } নবপর্য্যায় ৭ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা।

প্রার্থনা

১

জগদীশ, দাও মোরে প্রেম নিরমল ;
শ্রান্ত প্রাণে ঢাল' শান্তিধার,
দুর্ব্বল হিয়ায় নাথ, দাও নব বল
দুঃখ দূর কর গো আমার।

২

আমি অতি উপেক্ষিত ক্ষুদ্র অল্প প্রাণ,
এ নিখিল বিশ্ব চরাচরে—
এসেছি হেথায় শুধু বিলাপের গান
অবিরত গাহিবার তরে।

৩

জগতের হাসি রাশি বিভব গৌরব
আশে পাশে ভাসিয়া বেড়ায় ;—
মোর শুধু আশাহীন নয়ন-পল্লব
অবহেলে ধূলায় লুটায়!

BLANK PAGE(S)

৪

নিঃসঙ্গ জীবন-পথ চলেছি বহিয়া—
এক মাত্র তুমি সহচর ;
তব স্নেহে ক্ষীণ বক্ষে সাহস বাঁধিয়া
হইতেছি ক্রমে অগ্রসর।

৫

কি জানি কোথায় যাব, কতদিন পরে
পাইব সে বিশ্রামের স্থান ;—
এ যাতনা মর্ম্ম-ব্যথা চিরকাল তরে
যেথা গেলে হবে অবসান।

৬

বিশ্বাস-আলোক-দীপ্ত কর অন্তঃপুর,
দূরে যাক্ অন্ধকার রাশি ;—
একটি পুণ্যের দীপ, উজ্জ্বল মধুর,
এ হৃদয়ে থাকুক বিকাশি' !

৭

ভ্রান্তিবশে চাই যদি শান্তিহীন দান,
তাই যেন দিওনা আমায়,
অযাচিত মধুময় করুণা-কল্যাণ
বরষিও আমার মাথায়।

৮

চালাও কর্ত্তব্য-পথে অন্ধের জীবন,
রত হই জগতের কাজে ;—
নিঃশেষে বিলীন হ'ক্ স্বার্থের বন্ধন,
জগতের পুণ্য প্রেম মাঝে !!

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

রাজর্ষি মহিমারঞ্জন।

বগুড়া জিলার অন্তর্গতঃ লক্ষ্মীপুর নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বর্ত্তমান আছে। ায় রামকমল মজুমদার নামক (ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থ, কানুর মজুমদার য়া প্রসিদ্ধ) একজন বারেন্দ্র কায়স্থ বাস করিতেন। রামকমলের সহধর্ম্মিণী ণির গর্ভে চারি পুত্র ও দুই কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রথম জন্ম গ্রহণ করা মাত্রই গতাসু হয়। দ্বিতীয় পুত্রের নাম ব্রজগোবিন্দ, তৃতীয়টীর গুরুগোবিন্দ এবং চতুর্থ পুত্রের নাম রাধাগোবিন্দ এবং কন্যা দুইটীর নাম মুঞ্জরী ও রসমুঞ্জরী।

চতুর্থ পুত্র রাধাগোবিন্দের জন্ম ১২৬০ বঙ্গাব্দে ২২শে মাঘ রজনী একাদশ দণ্ড য় হয়। এই শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তত্রত্য কোন জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত গণনা রিয়া বলিয়াছিলেন, "এই জাতক উত্তরকালে নিঃসন্দেহে রাজপদ প্রাপ্ত হইবে।" মদার মহাশয়ের পুত্র কন্যা কয়টী দেখিতে সুদর্শন ছিল। সর্ব্ব কনিষ্ঠ বালকটী লাবণ্য বিশিষ্ঠ ও শান্ত প্রকৃতি হইয়াছিল। রামকমল মজুমদার মহাশয়ের রূপ স্বচ্ছল অবস্থা ছিল না, সংসারের যৎকিঞ্চিৎ আয় দ্বারাই কোনরূপে দিনপাত র্ব্বাহ করিতেন।

মানুষের অদৃষ্টের কথা কে বলিতে পারে? সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর যাহার ষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অখণ্ডনীয়। অদৃষ্টের চক্রের ফলে রাজাও পথের িখারী হইয়া থাকেন, এবং পথের ভিখারীও রাজা হইয়া থাকে।

১২৬৩ বঙ্গাব্দে ভাদ্রমাসে কাকিনা রাজবাড়ী হইতে রাজা শম্ভুচন্দ্র রায়চৌধুরী াজন কর্ম্মচারীকে পোষ্যপুত্রের অনুসন্ধানে পাঠান। তাঁহারা নানাদেশ ভ্রমণ রিতে করিতে অবশেষে লক্ষ্মীপুর গ্রামে উক্ত রামকমল মজুমদার মহাশয়ের বাটীতে ীত হন, এবং উক্ত মজুমদার মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের াগত ভাব প্রকাশ করেন; তাহাতে মজুমদার মহাশয় সম্মত হন। এবং বিলম্বেই তিনি তিনপুত্র সহকারে নৌকাযোগে কাকিনায় আনীত হন। রাজা ন্দ্র রায় তিন পুত্র মধ্যে রাধাগোবিন্দকেই মনোনীত করিয়া তাঁহাকে পোষ্যপুত্র া করেন এবং পুত্রেষ্টি যাগের সময় রাধাগোবিন্দ নামের পরিবর্ত্তে "মহিমারঞ্জন" ি রাখেন। সাত বৎসর বয়ক্রমে কুমার মহিমারঞ্জন জ্বর রোগে আক্রান্ত হন, তিনি ণ কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবনের আশা খুব কম ছিল, কিন্তু র কৃপায় এবং বহুযত্ন ও সেবা সুশ্রূষায় তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া নিরাময় হন।

১২৬৯ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন মাসে কুমার মহিমারঞ্জন রংপুর গভর্ণমেণ্ট ইংরাজী বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষার জন্য ভর্ত্তি হন। ১২৭৪ বঙ্গাব্দে আশ্বিনমাসে দুর্গোৎসব উপলক্ষে নিজালয়ে কাকিনায় আসিয়া কিয়ৎকাল কাকিনায় মাইনর স্কুলে অধ্যয়ন করেন। তথায়ই মাইনর স্কলারসিপ পরীক্ষায় পাশ হন এবং সেই হইতে পড়া ছাড়িয়া দেন।

১২৭৪ বঙ্গাব্দে কুমার মহিমারঞ্জনের, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গতঃ বাগদুলী নিবাসী গৌরসুন্দর রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের প্রস্তাব হয়। গৌরবাবু সপরিবারে ২৭শে বৈশাখ তারিখে কাকিনা আনীত হন এবং ১২৭৫বঙ্গাব্দে ২৯শে শ্রাবণ বুধবার রজনীতে তদীয়া জ্যেষ্ঠা কন্যা মানমোহিনীর পাণিগ্রহণ করেন।

১২৭৫ বঙ্গাব্দে ভাদ্রমাসে জজ আদালত হইতে তাঁহার নাম জারির সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়া, তিনি নির্ব্বিবাদে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন।

কুমার মহিমারঞ্জনের নাম জারির সময় কাকিনায় রাজ-অট্টালিকা প্রভৃতি আলোক মালা দ্বারা সুশোভিত করা এবং তোপধ্বনি ইত্যাদি দ্বারা অতি সমারোহের সহিত উৎসব সম্পন্ন করা হয়।

১২৭৫ বঙ্গাব্দে কুমার মহিমারঞ্জন কাকিনায় একটী বালিকা-বিদ্যালয় এবং একটী রজনী-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১২৭৮ সালে ভ্রাতৃবৎসল কুমার মহিমারঞ্জন তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা "কৈলাস রঞ্জনের"* নাম চিরস্মরণীয় রাখিবার উদ্দেশে কাকিনায় 'কৈলাস-রঞ্জন' নামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ও জেলা রংপুরের অন্তর্গতঃ সাতগাড়া নামক স্থানে "কৈলাস-রঞ্জন" নামে একটী বঙ্গ-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখন বিদ্যালয়টী কাকিনার বর্ত্তমান রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরীর যত্নে এবং বহু অর্থব্যয়ে "কৈলাসরঞ্জন মেমোরিয়ল হাইস্কুলে" পরিণিত হইয়া জনসাধারণের বিশেষ উপকার সাধন করিতেছে।

১২৭৯ বঙ্গাব্দে ১৩ই আশ্বিন শনিবারে রাজকুমারী হেমলতা জন্মগ্রহণ করেন। কুমার মহিমারঞ্জন যথাসময়ে সুযোগ্য পাত্রে, পোতাজিয়া নিবাসী রমণীমোহন রায়ের সহিত অতি সমারোহে রাজকুমারীর পরিণয় ব্যাপার সম্পন্ন করেন।

১২৮০ বঙ্গাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় কুমার মহিমারঞ্জন দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদিগের অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য ভালাবাড়ী গ্রামে ও কাকিনায় হিন্দু ও মুসলমানদিগের দুইটী অন্ন সংস্থান করিয়া দিয়া শত সহস্র প্রজার ও আশ্রিত ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। কুমার মহিমারঞ্জন কাহারও কোনরূপ কষ্ট দেখিতে পারিতেন না, তাঁহার এরূপ দয়ার হৃদয় ছিল যে, তিনি কোন কোন দিবস নিজের গাড়ীতে

* কাকিনার রাজা ভৈরবচন্দ্র রায়ের দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ শম্ভুচন্দ্র, কনিষ্ঠ কালীচন্দ্র। শম্ভুচন্দ্রের দত্তকপুত্র মহিমারঞ্জন এবং কালীচন্দ্রের পুত্র কৈলাসরঞ্জন অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তরিত।

বস্তায় নূতন কাপড়, চাউল, ইত্যাদি সঙ্গে লইয়া গ্রামের ভিতরে লইয়া দীন লোকে অন্ন, বস্ত্র দান করিয়া আসিতেন। কোন কোন দিবস মিষ্টান্ন প্রভৃতি, কলাটী লেবু, এবং সুমিষ্ট ফল প্রভৃতি নিজে গ্রামের ভিতরে ছোট ছোট শিশুদের এবং দীন দুঃখীদিগের মধ্যে বিতরণ করিতেন। কুমার মহিমারঞ্জনের তাঁহার প্রেতাদিগের প্রতি এবং তাঁহার প্রজাবৃন্দের প্রতি এত দয়া ছিল যে, কাহারও গৃহে কোনরূপ ব্যাধিগ্রস্থ লোক থাকিলে, তিনি তাঁহার নিজের ডাক্তারকে ঐ গৃহ দুইবার করিয়া দেখার জন্য আদেশ করিতেন এবং রোগীর সেবা সুশ্রুসার রীতিমত ভাবে ঔষধ, পথ্য প্রভৃতির বন্দবস্ত করিয়া দেওয়াইতেন। যাহাতে তাহার কোনরূপ চিকিৎসা বা পথ্যাপথ্যের ত্রুটী না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন এবং নিজব্যয়ে এই সকল মহৎকার্য্য সাধন করিতেন। তাঁহার এত দয়া ছিল যে, তাঁহার খাদ্য সামগ্রী হইতে আশ্রিত ও অমাত্যদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া নিজে তাহা আহার করিতেন।

১২৮১ বঙ্গাব্দে ৪ঠা আশ্বিন শনিবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় কুমার মহিমারঞ্জন চৌধুরীর একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং উক্ত সালের ৬ই চৈত্র শুক্রবার ঐ অন্নপ্রাশন ব্যাপার সমারোহ সহকারে নির্ব্বাহিত করিয়া জাতকের নাম যোগেন্দ্ররঞ্জন রাখেন। ১২৯০ বঙ্গাব্দে কুমার মহিমারঞ্জন সদাশয় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট হইতে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হন।

১২৯৩বঙ্গাব্দে বৈশাখমাসে রাজা মহিমারঞ্জন সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও কাকিনায় ব্রহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাদ্বারা প্রতিত হইতেছে; তিনি কোন ধর্ম্মেরই বিদ্বেষী ছিলেন না।

রাজা মহিমারঞ্জন গৃহী হইয়াও সাধু ছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঋষিদের উপদেশসমূহ পাঠ করিতে করিতে আনন্দে, প্রেমে আত্মহারা হইতেন। অনিমেষ লোচনে "শিব সুন্দরের" পবিত্র চরণারবৃন্দ ধ্যান করিয়া যেন তন্ময় হইতেন। তিনি নির্জ্জনে একা বসিয়া যখন "মা আনন্দময়ী" বলিয়া গদগদ ডাকিতেন, তখন তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন। তিনি প্রত্যহ স্নান করার নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি অনবরত উচ্চারণ করিতেন:—

(১ "পরাচঃ কামাননুয়ন্তি বালা-
স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন পার্থয়ন্তে॥

(২) "বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
প্রাণাভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য
স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশেতি ॥"

রত্ন প্রসবিনী ভারত ভূমিতে কতশত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, করিতেছেন এবং করিবেন তাহা কে বলিতে পারে? এক সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, ত্রৈলঙ্গস্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণ বিধাতা প্রদত্ত অমৃতপূর্ণ বীণাধ্বনিতে ইন্দ্রজালের ন্যায় এই বিশ্ব-বিমোহিত করিয়া গিয়াছেন। রত্ন-প্রসবিনী ভারত মাতার তিনি যে একটি রত্ন ছিলেন, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই।

উচ্চ শিক্ষা, বিনয়, ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্ম একাধারে তাঁহাতে মিলিত ছিল। রাজা মহিমারঞ্জন সৎকর্ম্মের দ্বারা বাঙ্গলা দেশকে—ভারতবর্ষকে পবিত্র করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি মাইনরস্কলারসিপমাত্র পাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু জ্ঞানার্জ্জনের জন্য তিনি কঠিন হইতে কঠিনতর কার্য্যে ব্রতী হইতেন। ইনি বঙ্গ-ভাষায় এবং ইংরাজীতে এমন সুললীত বক্তৃতা করিতেন যে বালক বৃদ্ধ যাহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই চমৎকৃত হইয়াছেন।

কি ইংরাজী ভাষা, কি ইতিহাস, কি ভুগোল, কি বিজ্ঞান, কি কৃষি বিজ্ঞান, কি দর্শন শাস্ত্র—কি তর্কশাস্ত্র সকল বিষয়েই রাজা মহিমারঞ্জন রায়ের জ্ঞান এত অপরিমেয় ছিল যে স্বদেশ, বিদেশের পণ্ডিত মণ্ডলী যিনি যখন যে বিষয় তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, তিনিই বিস্মিত হইয়া বলিয়াছেন "ঘরে বসিয়া একজন লোক এত জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারে, ইহা নিতান্তই অসম্ভব বোধ হয়।" কিন্তু অসম্ভব সাধন করিয়াও তিনি মাটীর মানুষ ছিলেন।

রাজা ১৩০২ বঙ্গাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে কুমার মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরীর বিবাহ বগুড়া শিববাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিগোপাল রায় মহাশয়ের কন্যার সহিত অতি সমারোহে কাকিনায় নির্ব্বাহ করেন।

১৩০৪ বঙ্গাব্দে ৩০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার দিবা চার ঘটিকার সময় রাজা মহিমারঞ্জন "মহরমের" মিছিল দেখার জন্য রাজপ্রাসাদের দ্বিতল বারান্দায় বসিয়াছিলেন। হঠাৎ ভীষণ ভূমিকম্প হইবে! এমন সময়ে হু হু রবে বিশ্ব-প্রলয়ের ন্যায় গম্ভীর রবে ভূমিকম্প আরম্ভ হইল, কে কোথায় প্রাণ লইয়া পালায় স্থিরতা নাই। চারিদিক হইতে দ্বি-ত্রিতল রাজ-অট্টালিকা মহাশব্দে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। রাজা মহিমারঞ্জন অনোন্যপায় হইয়া, একটী দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া দণ্ডায়মান

স্তকের উপর একখানা পুস্তক ধরিয়া "মা আনন্দময়ী মা রক্ষা কর" বলিয়া
র করিতেছিলেন, আর দর দর ভাবে অশ্রুজল ফেলিতেছিলেন, অনবরত
কর মা" বলিয়া উচ্চৈশ্বরে ডাকিতেছিলেন; বাস্তবিক "মা" তাঁহাকে
াবে রক্ষা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অঙ্গে একটি আঁচড় মাত্রও লাগে নাই।

জা মহিমারঞ্জন বাস্তবিক স্বর্গের দেবতা মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।
ল বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার বাগানে যখন যে ভাল ফুলটি ফুটিবে, তিনি
ক তাহা না দেখাইয়া সুখী হইতে পারিতেন না। সকলকেই তিনি সেই
য়ার অপূর্ব্ব রচিত ফুল—এমন কি প্রত্যেকের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া
ইতেন। তাঁহার বাগানে রাশি রাশি কলা, লিচু, আম, কাঁঠাল পাকিয়া আছে,
তিনি তাহা কাহাকেও ছুঁইতে দিতেন না, পক্ষান্তরে বনের পাখীগুলি ঝাঁকে
আসিয়া তাহা খাইয়া ফেলিতেছে, আর তিনি বসিয়া বসিয়া তাহার শোভা
তেছেন। প্রত্যেক ঋতুতে তিনি সাময়িক ফল, মূল, শাক, সব্জী, যাহা
াঁহার বাগানে উৎপন্ন হইত, সকলকে বিতরণ না করিয়া তিনি খাইতেন না।
যিনি তাঁহার এই সকল ব্যাপার দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন,
জার বিনয়ী, গুণগ্রাহী, প্রজাবৎসল ও আর্ত্ত আশ্রিতের প্রতিপালক রাজা
া অতি বিরল।

জা মহিমারঞ্জন এমন সাহিত্য সেবী ছিলেন যে, তিনি যে অট্টালিকাতে বাস
ন, সেঘরটির চারিদিকে কেবল নানাপ্রকার মানচিত্র ও বহু মূল্যবান্
পূর্ণ আলমারীতে শোভিত ছিল। এতদ্ভিন্ন আর কোন দ্রব্যাদি তাঁহার
স্থানে কচিৎ দেখা গিয়াছে। তিনি তাঁহার স্বর্গীয় পূজ্যাস্পদ পিতা শম্ভুচন্দ্র
ুরীর নাম চিরস্মরণীয় রাখার জন্য কাকিনায় একটি "শম্ভুচন্দ্র লাইব্রেরী"
করিয়াছেন। এই লাইব্রেরীতে বহুমূল্যের পুস্তক, বেদ, বেদান্ত এবং
শোভিত এবং একজনা কর্ম্মচারী দ্বারা সযত্নে রক্ষিত হইয়া অদ্যাপিও
াতে বর্ত্তমান আছে।

জা মহিমারঞ্জন একটী কৃত্রিম নদী তাঁহার উদ্যানের ভিতর খনন করাইয়া
নানা প্রকার মৎস্য ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া বসিয়া তিনি তাহাদিগকে স্বীয়
হস্তে ছড়াইয়া খাইতে দিতেন ও তাহার ক্রীড়া কৌতুক দেখিতেন
একটী কৃত্রিম পাহাড় তৈয়ারী করাইয়া তাহার উপরে অতি প্রত্যুষে আরোহণ
"শিবসুন্দরের" চরণ ধ্যানে মগ্ন হইয়া পড়িতেন। অদ্যাপিও ঐ সকল কৃত্রিম
পাহাড়, কাকিনায় বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবের অপূর্ব্ব মহিমা প্রকাশ

করিতেছে। তিনি তাঁহার আবাস স্থানের অট্টালিকার সন্নিকটে একটী মনোরম্য 'অর্কেটহাউস্' নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে নানা দেশ হইতে বহুমূল্য সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ লতাদির দ্বারা শোভিত করাইয়া রাখিয়াগিয়াছেন। ভগবানের অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব সৃষ্টির কারুকার্য্য শোভিত বৃক্ষ লতাদি তিনি নির্জ্জনে বসিয়া বসিয়া দেখিতেন এবং ভগবানের আশ্চর্য্য সৃষ্টি কৌশল সকলকে দেখাইয়া পুলকিত হইতেন!

রাজা মহিমারঞ্জন তাঁহার আশ্রিত প্রজাবৃন্দকে দলে দলে নিজ ব্যয়ে শ্রীবৃন্দাবনধাম, কাশী, জগন্নাথধাম, কোন কোন দলকে বম্বে, মান্দ্রাজ ওয়ালটিয়র প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করিতে পাঠাইতেন এবং তাহারা ঐ সকল স্থান হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহাদের নিকট গল্প শুনিতেন ও আনন্দে বিভোর হইতেন।

ছোট ছোট বালকদিগকে রাজা অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। যখন তিনি বেড়াইতে বাহির হইতেন, রাস্তায় রাস্তায় ছেলেদিগকে কমলা লেবু, কাপড়, টাকা পয়সা দিতেন।

১২৮৪ বঙ্গাব্দে ইহাঁর যত্নে কাকিনায় একটী 'কৃষি-প্রদর্শনী'র মেলা হয়। ইহাতে জরির টুপি, কার্পেটের আসন, বনাতের আসন, বুনান জুতা, সরু কাঁথা, মমের বাটী, সাদা চট ও রঙ্গিলসতরঞ্জ, নানারূপ মৃত্তিকার বাসন, দুই মণ সাড়ে বার সের ওজনের চিনির রথ, ১৯৬ প্রকার ধান্য ইত্যাদির দ্বারা এই প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। এই সকল জিনিষ এত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে উহা কাকিনার প্রস্তুত কি না তৎপ্রতি অনেকের ভ্রম জন্মিয়াছিল।

রাজার যত্নে কাকিনায় একটী পুষ্পপ্রদর্শনী (Flower show) হইয়াছিল, তিনি তদুপলক্ষে বহুদেশ হইতে নানা প্রকার ফুলদ্বারা ও নানা প্রকার ফুলের নির্ম্মিত মালা দ্বারা অট্টালিকা শোভিত করিয়াছিলেন।

কাল-প্রবাহ অনাদি অনন্ত, দিন আসে, দিন যায়। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে রাজা মহিমারঞ্জন যানিতে পারিয়াছিলেন, আর তিনি এ সংসারে থাকিবেন না, প্রায় সকলকেই তিনি এই কথা বলিতেন। তিনি তাঁহার প্রধান অমাত্যের প্রতি আদেশ করিলেন, এ বৎসর ২২শে মাঘ জন্মোৎসব ব্যাপার সমারোহের সহিত সম্পন্ন করা হউক। কাকিনা-রাজের প্রত্যেক কাছারীতে হরিপূজা, হরি-সংকীর্ত্তন ও হরির লুট করার আদেশ প্রচার করিলেন এবং কাকিনায় 'মা আনন্দময়ীর বাড়ীতে (কালী বাড়ীতে) ও শ্যাম সুন্দরের বাড়ীতে (ঠাকুর বাড়ীতে) সমারোহের সহিত ভোগ পূজার আদেশ করিলেন, তাঁহার আবাস অট্টালিকাতেও অনুষ্ঠান করিলেন এবং ২২শে মাঘ অরাহ্নে কাকিনায় নগর-সংকীর্ত্তন করাইলেন; তাহাতে কত শত

দরিদ্রকে প্রীতি সহকারে ভোজন করাইলেন, টাকা, পয়সা, বস্ত্র, চাউল দান করিলেন। মহা সমারোহের সহিত জন্মোৎসব ব্যাপার সম্পন্ন করিলেন।

সে যানে রাজা মহিমারঞ্জন দীনজনকে, আশ্রিতকে, বিদ্বানকে, গুণীজনকে দিয়া চিরদিনের জন্য তাঁহার সেই প্রেমাপ্লুত প্রাণ সেই মহা প্রেমের মহা সমুদ্রে দিলেন।

১৩১৫ বঙ্গাব্দে ১৮ই চৈত্র এই মহাত্মা রক্তামাশায় রোগে আক্রান্ত হন এবং ২৯শে চৈত্র রাত্রি আট ঘটিকার সময় এই তাঁহার পুণ্যাত্মা মায়াময় সংসার ত্যাগ করিয়া সেই চিরশান্তিময়ের ক্রোড়ে গমন করেন।

শ্রীহীরালাল রায়।

বিদ্যানিধির সম্বন্ধ-নির্ণয়।

(৮)

মহাভারতের আদিপর্ব্বে আছে,— পাণ্ডুরাজা বনে গতজীবন হইলে তৎপত্নী সহোদরা মাদ্রীদেবী তাঁহার চিতারোহণ করত সহমৃতা হইলে সিদ্ধাশ্রমবাসী মুনিগণ মন্ত্রণা করিয়া পাণ্ডুরাজার পুত্রগণ ও রাজ্ঞী কুন্তীসহ হস্তিনায় গমনপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম প্রভৃতি কৌরবগণকে বলিতেছেন—"অদ্য ১৭ দিন হইল পাণ্ডু পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মাদ্রীদেবী তাঁহার চিতারোহণ করত জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তোমরা পাণ্ডু ও মাদ্রীদেবীর শ্রাদ্ধাদি প্রেতকৃত্য সম্পন্ন কর। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর প্রেতকার্য্য করিতে আদেশ করিলে ভীষ্ম ও পাণ্ডবগণ সহ উদকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। তৎপর নগরবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ১২ দিন (কালী সিংহের মহাভারত মতে ১০ দিন) নিতান্ত নিরানন্দ ও শোকসাগরে নিমগ্ন রহিল। তদনন্তর পাণ্ডুরাজার শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন হইল। মহাভারতের এই বিবরণ হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, মহাগুরু নিপাতে শোকে মৃত্যুর পর ১৭ দিন পর্য্যন্ত কোন কার্য্য করেন নাই। ১৭ দিনের পর (কোন কোন মতে ১০ দিন) ভূমিশয্যায় কাটাইয়া পাণ্ডুরাজার শ্রাদ্ধাদি

করেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে পাণ্ডবেরা (১৭+১২=২৯ দিন) পাণ্ডু রাজার মৃত্যুর পর একমাস অশৌচ পালন করিয়াছিলেন।

আবার ব্রাত্যত্ব ও শূদ্রত্ব এক নহে, ইহা "জ্ঞানাৎ সাম্যন্তুগচ্ছতি" এই বাক্যের সাম্যপদের বিচারাবকাশে শূলপাণি ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতি নিবন্ধে প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে দেখাইয়াছেন যে, "একত্র সমবেত জাতির অন্যত্র সত্ত্বা হয় না এবং ক্ষত্রিয় যতই আচারভ্রষ্ট হউক তাহাতে শূদ্রজাতিত্ব আসিতে পারে না। ম্লেচ্ছধর্ম্মাক্রান্ত না হইলে তাহার ক্ষত্রিয়ত্ব বিলুপ্ত হয় না; সে প্রায়শ্চিত্তান্তে শুদ্ধ হইতে পারে; ইহা মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন। উপনয়নহীন হইলেই যে ব্রাত্য হয়, উপনয়ন থাকিলে ব্রাত্য হয় না, ইহাও সত্যকথা নহে। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণের ১৭ অধ্যায়ের ৪র্থ খণ্ডে দেখিতে পাই, যাহারা অনধ্যাপ্য, অনধ্যাপক, ভূতকাধ্যাপক ও অযাজ্যযাজক তাহারা নিন্দিত ব্রাত্য এবং যাহার পিতা বা পিতামহ সোমপান করেন নাই, সেও ব্রাত্য।—

"যস্য পিতা পিতামহো বা সোমং ন পিবেৎ স ব্রাত্যঃ।"

সুতরাং বলিতে হয়, যাহারা অধ্যাপনা করায় না ও চাকরী, ওকালতী, মোক্তারী জমিদারী, তেজারতী, ডাক্তারী, কবিরাজী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা নিশ্চয়ই ব্রাত্য। এখন বিদ্বেষীবৃন্দকে জিজ্ঞাস্য যে, যাহারা বেতন গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা করায়, তাহারা ভূতকাধ্যাপক কিনা, এবং ব্রাত্য কি না? যাহারা শূদ্রাদি যাজন করে, তাহারা অযাজ্যযাজক কি না? সুতরাং এক একটি ব্রাত্য কি না! সোমলতা'ত অনেক দিন হইল এ দেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং যাহাদের পিতা বা পিতামহ সোমপান করিয়াছেন, এমন ব্রাহ্মণ বাঙ্গালায় আছে বলিয়া বোধ হয় না; কাজেই বেদের বিধান মত ইহাঁদিগকে ব্রাত্য না বলিয়া উপায় কি? এবং প্রপিতামহাদি উর্দ্ধতন পুরুষ হইতে যাঁহারা ঐরূপ ব্রাত্য দোষে দূষিত, তাঁহারাও কায়স্থের ন্যায় ব্রাত্য কি না? যাঁহারা ঐ সকল ব্রাত্যের সহিত যৌন সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারাও শাস্ত্রমতে প্রায়শ্চিত্তার্হ। কোন কোন সম্প্রদায় কায়স্থগণকে দ্বাদশদিন অশৌচ পালন করিতে দেখিয়া, বলিয়া থাকেন, কায়স্থগণের দ্বাদশ দিন অশৌচ পালন শাস্ত্র বিরুদ্ধ। সম্বন্ধ নির্ণয়কারও ঐরূপই বলিয়াছেন। দ্বাদশ দিন অশৌচ পালন যদি শাস্ত্র বিরুদ্ধ হয় এবং অনেকদিন হইতে মাসাশৌচ পালন করিতেছিলেন বলিয়া কায়স্থেরা শূদ্র হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে তৎপোষকে আমরা সম্বন্ধ নির্ণয়ে প্রমাণ দেখিতে পাইতাম, কিন্তু সেরূপ কোনই প্রমাণ

উক্ত হয় নাই। আমরা সম্বন্ধ নির্ণয়ের উক্তির অসারত্ব প্রতিপাদন জন্য শাস্ত্রান্তর হইতে এই বচনটী উদ্ধৃত করিতেছি;—

"উপবীতি ক্ষত্রিয়শ্চ দ্বাদশাহেন শুদ্ধতি।
মাসেনানুপবীতশ্চ ক্ষত্রিয় শুদ্ধ্যতে তথা॥"

অর্থাৎ উপবীতী ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিন ও অনুপবীতী ক্ষত্রিয় একমাস অশৌচ পালন করিবে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে সম্বন্ধ নির্ণয়ের "ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভূত" কায়স্থগণ উপবীতী ও অনুপবীতী ভেদে দ্বাদশদিন ও মাসাশৌচ পালনের অধিকারী। ইহাও সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করা কর্ত্তব্য যে, ক্ষত্রিয় সমাজেও পূর্ব্বাবধি অনুপবীতী ক্ষত্রিয় আছেন। সম্বন্ধ নির্ণয়কার "উপনয়নাদি সংস্কারহীনতা" প্রযুক্ত কায়স্থগণ শূদ্র স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন, ইহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

"উপনয়নাদি" এই শব্দ আদৌ কায়স্থগণের উপর প্রযুক্ত হইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি আবার বলিতেছি, কেবলমাত্র "উপনয়ন" সংস্কার ব্যতীত আর নয়টী সংস্কারে কায়স্থগণ সংস্কৃত হইয়া আসিতেছিলেন—মাত্র উপবীত সংস্কারের অভাব বশতই তাঁহারা ব্রাত্যত্ব স্বীকার করিতেছেন, অন্য কারণে নহে। সুতরাং 'আদি' শব্দ সংযোজিত করিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় সত্যের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছেন। ব্রাত্যত্ব ও শূদ্রত্ব যে এক নহে, তাহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, সম্বন্ধ নির্ণয়কারের ন্যায় পণ্ডিত তাহা অবগত ছিলেন। মহাভারতে গীতার বক্তা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ব্রাত্য বলিয়াছেন এবং ইহাও স্বীকার্য্য যে, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু কৈ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণ'ত কোথাও কাহাদ্বারা শূদ্র বলিয়া ঘোষিত গর্হীত ও পরিগণিত হন নাই। বরং দেখা যাইতেছে, রাজন্যবর্গ ঐ দুই ব্রাত্য ক্ষত্রিয়বংশের সহিত যৌনসম্বন্ধ সংস্থাপিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। সুতরাং উপবীত হীনতা প্রযুক্ত ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণকে সম্বন্ধনির্ণয়কার শূদ্র বলিবার সাহস সংগ্রহ করিয়াছিলেন কোন্ প্রমাণ বলে, তাহা'ত আমরা বুঝিলাম না। মহাভারতে দেখা যায় কুরুসমরে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুন উপদেশ পাইয়া অন্যায় পূর্ব্বক ভূরিশ্রবার বাহুদ্বয় ক্ষুর প্রদ্বারা কর্ত্তন করিলে ভূরিশ্রবা প্রকাশ করিয়াছেন, যাদবগণ ব্রাত্য ছিলেন:—

"ব্রাত্যাঃ সংশ্লিষ্ট কর্ম্মাণঃ প্রকৃতৈব চ গর্হিতাঃ।
বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ কথং পার্থ প্রমাণং ভবতাকৃতাঃ॥"
(দ্রোণ ১৪১ অঃ)

আবার হরিবংশ পাঠেও জানা যায় যে, সেই কৃষ্ণ ব্রাত্য হইয়াও সান্দীপন মুনির নিকট বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালে ব্রাত্যকে শূদ্র বলিয়া ঘৃণা করিত না, তাই ক্ষত্রিয় রাজগণ মধ্যে ব্রাত্য দেখা যায়। এমন কি অথর্ব্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষদে ব্রাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব বিঘোষিত করত পরমব্রহ্মকে ব্রাত্য বলা হইয়াছে। "ব্রাত্য! ত্বং প্রাণঃ" ভগবান শঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্যে বলেন, "হে প্রাণ! ত্বম্ ব্রাত্যঃ। প্রথমজত্বাৎ অন্যস্য সংস্কর্ত্তুর ভাবাৎ অসংস্কৃতঃ স্বভাবত এব শুদ্ধ ইত্যভিপ্রায়ঃ"। আবার শ্রুতি ইহাও বলিয়াছেন যে, ব্রাত্যগণ যাহার বাড়ীতে একরাত্রি অবস্থিতি করিবেন, তিনি পুণ্যবান। এখন পাঠক মহোদয়গণ দেখুন, ব্রাত্য কায়স্থগণকে শূদ্র বলিয়া সম্বন্ধনির্ণয়কার কতদূর অন্যায় করিয়াছেন এবং শাস্ত্রজ্ঞান হীনতার পরিচয় দিয়াছেন।

মহাপাতকী, অনুপাতকী, পাতকী প্রায়শ্চিত্ত না করিলেও পাপী বা পাপীর সন্তানগণ কখনও জাতি বা বর্ণচ্যুত হয় না—যে, যে বর্ণের সে সেই বর্ণই থাকে; তবে অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত হেতু সমাজে অব্যবহার্য্য হয়; মৃত্যুর পর নরকভোগ করিতে পারে বা হইতে পারে। তাহার জাতি যায় না—জাতিত্ব বিলুপ্ত হয় না এবং শাস্ত্রেরও কোন স্থানে পাতকী আদির জাতি যাওয়ার কথা লিখিত হয় নাই। বেদ বিস্মরণ, বেদ অনধ্যায় ও অগ্নিহীনতা প্রভৃতিও স্মৃতিমতে ব্রাত্যতার ন্যায় উপপাতক। যখন বেদ বিস্মরণ, বেদ অনধ্যায় ও অগ্নিহীনতার জন্য ব্রাহ্মণগণ বা তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ জাতিচ্যুত হন নাই, তখন ঐ সকল পাপের তুল্য পাপযুক্ত ব্রাত্য উপপাতকী বঙ্গীয় কায়স্থগণ জাতিচ্যুত বা বর্ণচ্যুত হইতে পারেন না।

সম্বন্ধ নিণয়কার আর একটী উক্তি করিয়াছেন—"শ্ববৃত্তি।" এই শ্ববৃত্তি শব্দে আমরা বুঝিতেছি—সেবা—চাকরী। কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ কোন দিনই শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং গুরু ভিন্ন অন্য কাহারও সেবা করেন নাই—করিবেনও না। শাস্ত্রও এ বিষয়ে আদেশ দিতেছেন যে,—

"ব্রাহ্মণান্ পর্য্যুপাসিত প্রাতরুত্থায় পার্থিবঃ।
ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধান্ বিদুষস্তিষ্ঠেৎ তেষান্তু শাসনে॥"

(৩৭।৩৮ মনু)

অর্থাৎ প্রতিদিন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করত বেদজ্ঞ, নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের সেবা করা রাজার কর্ত্তব্য। তাঁহারা যাহা আদেশ করিবেন, তাহাও তাঁহার অনুষ্ঠেয়। যাহাদের দেহ মন অতি পবিত্র এবং যাঁহারা বেদজ্ঞ, ধার্ম্মিক ও বয়োবৃদ্ধ সেই সকল

ব্রাহ্মণের সেবা করা কর্ত্তব্য কারণ যে রাজা বৃদ্ধ সেবায় নিয়োজিত, হিংস্র রাক্ষসেরাও তাঁহার হিত চেষ্টা করিয়া থাকে।

কদাপি যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হওয়া, সম্যক রূপে প্রজাপালন ও ব্রাহ্মণগণের শুশ্রূষাসাধন এই কয়েকটি নরপতিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য ও পরম শ্রেয়স্কর।

আলোচ্য শ্লোকের টীকায় কুল্লক ভট্ট বলেন "যস্মাৎ সংগ্রামোদ্বিতি। যুদ্ধেষ্বপরাবৃত্তং প্রজানাঞ্চ রক্ষণং ব্রাহ্মণং পরিচর্য্যা এতদ্রাজ্ঞামতিশয়িতং স্বর্গাদি শ্রেয়ঃ সাধনম্।"

নীতিশাস্ত্রার্থকুশল, সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিদ্, দেব ও ব্রাহ্মণ ভক্ত, পিতৃকার্য্য পরায়ণ, শাস্ত্রানুসারে যজন, ও অধর্ম্মকার্য্য পরিত্যাগ দ্বারা ক্ষত্রিয় উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ সেবা করিবেন।

নিজবৃত্তি দ্বারা ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে না পারিলে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ব্রাহ্মণের সেবা করিবে। ব্রাহ্মণ তাহাদের দ্বারা নিজ কার্য্য করাইয়া লইয়া প্রতিপালন করিবেন।

এক্ষণে কায়স্থ বিদ্বেষীবৃন্দ বিবেচনা করুন, ব্রাহ্মণের সেবা করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য কি না? কিন্তু মনে রাখিবেন যে সে ব্রাহ্মণের সেবা নহে—স্বধর্ম্ম নিরত, শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণের। ৩৩৪।৯ মনু।

শ্ববৃত্তি শব্দের আর একটী অর্থ চাকরী। এটী যে কায়স্থের নিজস্ব, তাহা সকলেই অবগত আছেন; চাকরী অর্থাৎ লেখ্যবৃত্তি কায়স্থের একচেটিয়া ছিল; কিন্তু এক্ষণে অন্নাভাবে সকল জাতিই চাকরী অবলম্বন করিয়া কায়স্থের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছেন ও "গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ" এই বচনের তাৎপর্য্য বিস্মৃত হইয়াছেন। অন্য পরে কা কথা, স্বয়ং সম্বন্ধনির্ণয়কারও শ্ববৃত্তি—চাকরী গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রের আদেশ অমান্য ও জাতীয় সম্ভ্রম নষ্ট করিয়া গিয়াছেন এবং বৃত্তিসাঙ্কর্য্য দোষেও দুষ্ট হইয়াছিলেন। কারণ:—

"অব্রাহ্মণাস্তু ষট্ প্রোক্তা ঋষিণাতত্ত্ববাদিনা।
আদ্যোরাজভৃতস্তেষাং দ্বিতীয় ক্রয় বিক্রয়ী॥
তৃতীয় বহুযাজ্যঃস্যাচ্চতুর্থো গ্রাম যাজকঃ।
পঞ্চমস্তু ভৃতস্তেষাং গ্রামস্য নগরস্য চ॥
অনাপতাস্তু যঃ পূর্ব্বাংস্যাদিত্যাঞ্চৈব পশ্চিমাং॥

নোপাসীত দ্বিজঃ সন্ধ্যাং স ষণ্ঢোঽব্রাহ্মণঃ স্মৃত।
রাজভৃতো রাজসেবকঃ গ্রামাদের্ভৃতো ভবনায়ঃ॥"

(আহ্নিকত্ত্ব ধৃত শাতাতপ)

রঘুনন্দন যেমন কায়স্থকে সৎ-শূদ্র বলিয়াছেন, তেমনই রাজভৃত্য, রাজসেবক, ক্রয়বিক্রয়ী, বহুযাজক প্রভৃতিক ব্রাহ্মণকে অব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। রঘুনন্দন কলিতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন অন্য বর্ণ নাই বলিয়াছেন, সুতরাং উল্লিখিত রাজভৃত্য, রাজসেবক প্রভৃতি যদি অব্রাহ্মণ হন, তবে তাঁহাদের স্থান কোথায় দাঁড়ায়, তাহাও চিন্তনীয় বিষয় বটে! রঘুনন্দন কায়স্থকে সৎ-শূদ্র বলিয়াছেন বলিয়াই সম্বন্ধনির্ণয়-কার সেই ধূয়া ধরিয়া কায়স্থগণকে সৎ-শূদ্র বলিয়াছেন। এই সৎ-শূদ্র শব্দটী ঋষি প্রণীত কোন শাস্ত্রেই স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং রঘুনন্দনের স্বকপোল কল্পিত সৎ-শূদ্র শব্দটীকে বিশ্বাস করিলে রঘুনন্দন কর্ত্তৃক উদ্ধৃত উল্লিখিত শাতাতপ বচনটীও বিশ্বাস করিয়া তদনুবর্ত্তী হইয়া চলা ভিন্ন ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে না।

স্ববৃত্তি—চাকরী, যাহা কায়স্থগণ করিতেন, উহা যে সে চাকরী নহে—লেখ্য-বৃত্তি। লেখ্যবৃত্তিই কায়স্থগণের আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে, কারণ, দেখিতে পাই :—

"গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা।
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যো হি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ॥"

(শুক্রনীতি ২।২৪০)

"রাজানুগ্রহার শাসন্যেক কায়স্থ হস্ত লিখিতান্যেব প্রমাণী ভবন্তি।"

(মনু ৮।৩ শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি)

"শুচীন্ প্রজ্ঞাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতান্।
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্তু হিতৈষিণঃ॥"

(বৃহৎ পরাশর ২০।২০)

"অথ লেখ্যং ত্রিবিধং রাজসাক্ষীকম্ সসাক্ষীকমসাক্ষিকঞ্চ।
রাজাধিকরণে তন্নিযুক্ত কায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষ করচিহ্নিতং রাজসাক্ষীকম্।"

(৩।২ বিষ্ণু)

উল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিলাম যে, কায়স্থ চাকরিজীবী, অন্যে নহে। কায়স্থই যে লিপিকারক, অক্ষরজীবিলেখক, লেখ্যবৃত্তিক, অন্যে নহে, তাহা অমরকোষাদি অভিধানেও দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ সম্বন্ধনির্ণয়কার নিজেই অগ্নিপুরাণের দোহাই দিয়া দেখাইয়াছেন "শূদ্রমণির প্রপৌত্র কায়স্থ হইতে কায়স্থকুলে

লেখাপড়ার চর্চ্চা, তদবধি কায়স্থজাতিরা লিপিকার্য্যের অধিকার পাইলেন।" সুতরাং কায়স্থ ভিন্ন অন্য কোন জাতির লিপি কার্য্যের অধিকার নাই, ইহা সম্বন্ধ-নির্ণয় কারও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, যেহেতু অন্য বর্ণের বা জাতির লিপিকার্য্যে অধিকার কোন শাস্ত্রে দেখা যায় না। সম্বন্ধনির্ণয়কার কায়স্থকে লেখ্যবৃত্তি গ্রহণ করত রাজসরকারে চাকরী করিতে দেখিয়াও কোন্ প্রমাণ বলে তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিলাম না।

"দ্বিজান্ বিহায় যঃ পশ্যেৎ কার্য্যাণি বৃষলৈঃ সহ।
তস্য প্রক্ষুভ্যতে রাষ্ট্রং বলং কোষঞ্চ নশ্যতি॥"

(ব্যবহারতত্ত্বধৃত ব্যাস।)

পরাশরের উল্লিখিত বচনে শূদ্রকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করার নিষেধ বিধি দেখিতে পাই। পরাশরের এই বচনে সম্বন্ধনির্ণয়কারের কায়স্থকে শূদ্র বানাইবার বলবতী স্পৃহা ফলবতী না হইয়া কায়স্থবিদ্বেষ ও শাস্ত্রানভিজ্ঞতাই প্রকাশিত হইয়াছে। চাকরী করিলেই যদি কায়স্থগণ জাতিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে হিন্দু রাজার সময়ে গ্রামপতি, রাজমন্ত্রী প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ এবং পূর্ব্বাপর যে সকল ব্রাহ্মণ চাকরী করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদেরও যে কেন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে না, তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কায়স্থগণ চাকরী করেন বলিয়া যদি সম্বন্ধনির্ণয়কারের মতে শূদ্র হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিও যে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা অভ্রান্ত সত্য, কারণ তিনিও চাকরী করিয়াছিলেন। লেখক বলিয়াছেন, "ইঁহাদিগের (কায়স্থদিগের) অধিকাংশের মানসিক বৃত্তি ও অনুষ্ঠান এবং ধর্ম্মপরায়ণতা দ্বিজাতিত্রয়ের অনুরূপ, কায়স্থদিগের মানসিক বৃত্তি, অনুষ্ঠান এবং ধর্ম্মপরায়ণতা যদি দ্বিজাতির অনুরূপই হয়, তাহা হইলে কায়স্থগণ শূদ্র হন কেমন করিয়া তাহা'ত বুঝিলাম না। শূদ্রের বৃত্তি আদি দ্বিজাতির ন্যায় হইতে পারে না এবং তাহা শাস্ত্র বিরুদ্ধও বটে। কারণ, ত্রিবর্ণের সেবা করাই শূদ্রের বৃত্তি। সুতরাং সে বৃত্তি দ্বিজাতির বৃত্তির ন্যায় উচ্চ নহে। শূদ্রের কোন অনুষ্ঠানও নাই—শাস্ত্রও তদ্বিষয়ে কোন ব্যবস্থা দেন নাই। সম্বন্ধনির্ণয়কার কায়স্থকে শূদ্র উল্লেখ করিয়াও যে তাহার "ধর্ম্মপরায়ণতার" কথা বলিয়াছেন,ইহাও সম্ভব হইতে পারে না। যে শূদ্রের কোন সংস্কার নাই, যে শূদ্রের ধর্ম্মে কর্ম্মে অধিকার নাই, তাহার আবার ধর্ম্ম পরায়ণতা আসিবে কোথা হইতে? যে শূদ্র জীবন থাকিতে মৃত, যে শূদ্র মানুষ হইয়াও পশু, যে শূদ্র ঈশ্বরকে ডাকিবার অধিকারী নহে, এমন শূদ্র যে কেমন করিয়া ধর্ম্ম পরায়ণতা লাভ করিবে, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। মাত্র দ্বিজাতি-

শুশ্রূষা ভিন্ন যে শূদ্রের অন্য কোন ধর্ম্ম বা বৃত্তি নাই, সেই শূদ্র দ্বিজাতির ন্যায় ধর্ম্ম পরায়ণতা লাভ করিতে পারে, এ বড় বিসদৃশ ব্যবস্থা দেখিতেছি!

তৎপর সম্বন্ধনির্ণয়ে লিখিত হইয়াছে যে, "তবে কেন ইঁহারা শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন, তাহার প্রমাণে ইঁহারা বলেন যে 'পরশুরাম যৎকালে ধরণীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন, তৎকালে দালভ্য মুনির আশ্রমে ক্ষত্রিয় রাজ চন্দ্রকেতুর পত্নী আশ্রয় লয়েন। জামদগ্ন্য মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করেন, চন্দ্রকেতুপত্নী এখানে আছে কি না, মুনির উত্তরে 'কায়স্থ' ইহা শুনিয়া ভার্গব চন্দ্রকেতুর পত্নীকে কহেন, দেখ তোমার এই গর্ভস্থ ভ্রূণ মুণি কর্ত্তৃক 'কায়স্থ' শব্দে অভিহিত হইয়াছে, সুতরাং এ ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইল। এই প্রকারে যে সকল ক্ষত্রিয় পত্নী ঋষিবর্গের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ নিজ গর্ভস্থ শিশু রক্ষা করিয়াছিলেন; সেই সকল শিশুগণ গর্ভাবস্থায় কায়স্থ বা শূদ্র সংজ্ঞায় কথিত হইয়াছেন, এই হইতে ক্ষত্রিয়গণ শূদ্রাচার গ্রহণ পূর্ব্বক পরশুরাম কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হয়েন। তদবধি এ পর্য্যন্ত কায়স্থগণ শূদ্রবদাচার ব্যবহারে চলিয়া আসিতেছেন। ক্ষত্রিয় শোণিত সংস্রব কোন এক পুরুষে থাকিলেও শূদ্রদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আচারভ্রষ্ট হইয়া বৃষলত্ব অর্থাৎ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।" সম্বন্ধ নির্ণয়ের এই উক্তির প্রতিবাদ ব্যপদেশে আমাদের বক্তব্য যে, কায়স্থগণ কোন দিনই আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেন নাই এবং কখনও কোথাও আপনাদের শূদ্রত্বের হেতু নির্দ্দেশ করেন নাই। বোধ হয় এ গুলি তাঁহার স্বকপোল কল্পিত অথবা কায়স্থগণের নিকট তৈলবট শাস্ত্রের অপ্রাপ্তি নিবন্ধন আক্রোশ বশে উল্লিখিত মনগড়া উক্তির অবতারণা করিয়াছেন।

উপরে উদ্ধৃত অংশে সম্বন্ধনির্ণয়কার বলিয়াছেন "পরশুরাম যৎকালে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন" আমরা এই উক্তির আদৌ কোন সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারি না, এবং ইহাকে সম্প্রদায় বিশেষের কায়স্থ-বিদ্বেষের অপূর্ব্ব জ্বলন্ত নিদর্শন বলিতে প্রস্তুত আছি। কারণ—পরশুরামের ক্ষত্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ ত্রেতার শেষ ও দ্বাপরের প্রথম। যদি পরশুরাম নিঃক্ষত্রিয়ই করিতেন, তাহা হইলে ভীষ্মাদি ক্ষত্রিয়-কুলপুঙ্গবগণের আবির্ভাব সম্ভবপর হইত না। এবং ভগবান রামচন্দ্রের আবির্ভাবও অসম্ভব হইত। আমরা মহাভারত পাঠে জানিতে পারি যে, ভার্গবগণ হৈহয় বংশের পুরোহিত ছিলেন; ভার্গবগণ অর্থ প্রোথিত রাখিয়াছে এইরূপ সন্দেহ করত হৈহয় রাজগণ ভৃগুবংশের উচ্ছেদ সংসাধিত করিয়া কৃতবীর্য্য বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ ভৃগুবংশীয়গণের পত্নীদিগের গর্ভস্থিত অর্ভকদিগের প্রাণসংহার করেন। ভৃগু-নন্দনেরা নিধন প্রাপ্ত হইলে তাঁহাদের পত্নীগণ প্রাণভয়ে হিমালয় প্রদেশে পলায়ন

করেন। এই ভৃগুবংশীয় মহিলাদিগের মধ্যে একজন আপন উরুদেশে গর্ভ সংস্থাপন করত হৈহয় বংশীয় ক্ষত্রিয়গণের হস্ত হইতে ঐ গর্ভ রক্ষা করিয়াছিলেন। উরুভেদ করিয়া বালক জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম ঔর্ব্ব। ইনি জামদগ্নি ও পরশুরামের পূর্ব্বপুরুষ। ১৭৯—১৮০ অঃ। আদিপর্ব্ব।

এই ভৃগুবংশীয়গণের প্রতি অত্যাচার নিবন্ধন ব্রাহ্মণগণের সহিত ক্ষত্রিয়গণের একুশ বার যুদ্ধ হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয় পক্ষেই জীত ও বিজিত হইয়াছিলেন; সুতরাং ঈদৃশ দুর্দ্দান্ত ও প্রবল শত্রু ক্ষত্রিয়গণের উপর ব্রাহ্মণগণের কিরূপ আক্রোশ থাকা সম্ভব, তাহা সহজেই অনুমেয়। শাস্ত্র গ্রন্থ সকল ব্রাহ্মণ দ্বারা লিখিত এবং ব্রাহ্মণ কবলিত সুতরাং ক্ষত্রিয়ের প্রতি আক্রোশের ফলে হৈহয় বংশীয়গণ যেমন ভৃগুবংশের উচ্ছেদ সংসাধিত করিয়া জমদগ্নি ও পরশুরামের জন্ম অসম্ভব করিয়া দিয়াছিলেন, তেমনই ব্রাহ্মণগণ রটনা করিয়াছিলেন যে, ঔর্ব্ববংশীয় পরশুরাম পৃথিবী একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। এই রটনার ফলে ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রবক্ষে নিঃক্ষত্রিয় বীজ প্রক্ষেপ করত গাত্রদাহ নিবারণ করিয়াছেন। বিবেচক পাঠক মহোদয়গণও বিবেচনা করিবেন। ক্ষত্রিয়রাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের অপরাধে কি সমগ্র ক্ষত্রিয় জাতি শাস্তি পাওয়া সম্ভব, না যে পরশুরাম ভগবান রামচন্দ্র ও ভীষ্মের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন, সেই পরশুরাম সকল ক্ষত্রিয়কে—পৃথিবীস্থ যাবতীয় ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ক্ষত্রিয় বংশ নির্ম্মূল করিতে সক্ষম ছিলেন? না ক্ষত্রিয় বংশ নির্ব্বংশ করা সম্ভব? বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায় যে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন যুদ্ধে পরশুরামকে নিহত করিয়াছিলেন; পরশুরাম দেবাদিদেব মহাদেব এবং বিষ্ণুর কৃপায় উজ্জীবিত হন। ইহা একটী কষ্টকল্পিত কাহিনীর অতিব্যক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মধ্যে বিবাদের ও যুদ্ধবিগ্রহাদির ফলে এইরূপ নানা প্রকার গল্প শাস্ত্র বক্ষে স্থান ভাল করিয়া শাস্ত্রগুলির মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছে। তাহা না হইলে যে পরশুরাম ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিঘোষিত, সেই পরশুরাম এক জনের পাপে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী ক্ষত্রিয়ের প্রাণ সংহার করিবেন বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। ইহা শাস্ত্র সম্মতও নহে! একের পাপে লক্ষ লক্ষ প্রাণী হত্যা ঈশ্বরের কার্য্য হইতে পারে না। কার্ত্তবীর্য্য ব্যতীত ক্ষত্রিয়গণ'ত জামদগ্ন্যের নিকট কোন অপরাধই করেন নাই যে, তিনি তাহাদের প্রাণ দণ্ড করিতে পারেন! ফলতঃ শাস্ত্র বক্ষে এই "নিঃক্ষত্রিয়" শব্দের প্রক্ষেপ দ্বারা ক্ষত্রিয় বিদ্বেষী-বৃন্দ জামদগ্ন্যকে ঈশ্বরের অবতার হইতে অবনমিত করাইয়া প্রেতের অবতারে পরিণত করাইয়াছেন। যাহা হউক ইহা যে প্রক্ষিপ্ত তাহা আর বিশেষ করিয়া বুঝাইবার

প্রয়োজন দেখি না এবং কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ উহা স্বীকার করিতেও প্রস্তুত নহেন।

আবার দেখুন,—যখন পরশুরাম ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করিতে আরম্ভ করেন, তখন কতকগুলি ক্ষত্রিয় প্রচ্ছন্ন ভাবে ক্ষাত্র বৃত্তি পরিত্যাগ করত অন্যান্য উপজীবিকা দ্বারা প্রাণরক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কতকগুলি ক্ষত্রিয় প্রাণ ভয়ে ঋক্ষবান পর্ব্বতে পলায়ন করিয়াছিলেন, কতকগুলি ক্ষত্রিয় স্ববাসস্থানে থাকিয়া কোনরূপে প্রাণ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং এই সকল ক্ষত্রিয় সন্তান রাজপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রজাপালন করিয়াছিলেন ইহাও মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। আবার এমন প্রমাণও পাওয়া যায় যে, পরশুরাম ভগবান রামচন্দ্রের নিকট পরাজিত হইয়া রৈবতক পর্ব্বতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। মহাভারত সাক্ষ্য দিতেছেন যে, ক্ষত্রিয়বীর ভীষ্মদেব জামদগ্ন্যকে সদর্পে বলিয়াছিলেন "তুমি যখন ক্ষত্রিয় নিধন করিয়াছিলে, তখন ভীষ্মদেব জন্ম গ্রহণ করেন নাই।" কেবল ইহাই নহে, পরশুরাম ব্রাহ্মণনন্দন বলিয়াই ক্ষত্রিয় বীর ভীষ্মের ভীষণ অস্ত্র হইতে প্রাণরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে ভীষ্মের বাণে বিদ্ধ হইতে হইয়াছিল। ভীষ্মদেবের সময় যখন শ্রীকৃষ্ণ ও কুরুপাণ্ডবীয় বীরগণ জীবিত ছিলেন, তখন ইহা বিপক্ষপক্ষকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতের প্রবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় জাতিকে বিলুপ্ত করিবার ক্ষমতা পরশুরামের ছিল না; সুতরাং "নিঃক্ষত্রিয়" শব্দটী নিতান্তই অর্থহীন ও বিদ্বেষমূলক।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বর্ম্মঘোষ চৌধুরী।

দণ্ডভুক্তি।*

কাঞ্চিপতি পরাকেশরী বর্ম্মাপরনামা শ্রীরাজেন্দ্রচোলদেব ১০১২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ তিরুমলৈ গিরিলিপিতে রাজেন্দ্রচোলদেবের উত্তরাপথ অভিযানের যে বিবরণী লিখিত আছে, তন্মধ্যে 'দণ্ডভুক্তি' রাজ্যের নাম প্রথম উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। তাহাতে

* (বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ষষ্ঠদশ অধিবেশনে পঠিত।

লিখিত আছে যে চোলরাজ ভীষণ যুদ্ধে ধর্ম্মপাল নামক রাজাকে নিহত করিয়া 'মধুকর-নিকর-পরিপূর্ণ উদ্যানবিশিষ্ট দণ্ডভুক্তি [তন্দবুত্তি]' অধিকার করিয়াছিলেন। উহার প্রায় একশত বৎসর পরে 'করণ্যানামগ্রণী' শ্রীসন্ধ্যাকরনন্দী কর্ত্তৃক বিরচিত 'রামচরিতম্' নামক ইতিহাস মূলক কাব্যগ্রন্থে দণ্ডভুক্তির অধিপতি জয়সিংহের নামোল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। তথায় জয়সিংহ 'দণ্ডভুক্তিভূপতিরদ্ভুত প্রভাবাকরকর-কমলমুকুল তুলিতোৎকলেশ কর্ণকেশরীসরিদ্বল্লভকুম্ভসম্ভবঃ" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। তদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে তিনি উৎকলপতি কর্ণকেশরীকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি এই 'দণ্ডভুক্তি'র অবস্থান নিরূপণ লইয়া ঐতিহাসিক মহলে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে 'দণ্ডভুক্তি'র বর্ত্তমান নাম বিহার। কারণ, তিব্বতীয় গ্রন্থে বিহার প্রদেশ 'ওতন্তপুর' বা 'ওতন্তপুরী' নামে উল্লিলিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন 'ওতন্তপুর' সংস্কৃত 'উদ্দণ্ডপুরে'র অপভ্রংশ মাত্র, এবং 'উদ্দণ্ডপুর' যে বর্ত্তমান বিহার প্রদেশের প্রাচীন নাম, বিহারে আবিষ্কৃত বহুতর শিলালিপি হইতে ইহা প্রমাণিত হইতেছে; অতএব বিহার কখনই দণ্ডভুক্তি হইতে পারে না। রাখাল বাবু আরও বলেন যে তিরুমলৈ গিরিলিপিতে দণ্ডভুক্তির নাম কোশলনাড়ু দেশের পরে ও দক্ষিণরাঢ়ের পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং ঐ দুই প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত 'দাঁতন' নামক স্থানই 'দণ্ডভুক্তি'। রাখাল বাবুর আর এক যুক্তি এই যে যখন 'রামচরিতম্' দণ্ডভুক্তিপতি জয়সিংহ উৎকলেশ কর্ণকেশরীকে পরাস্ত করিবার কথা পাওয়া যাইতেছে, তখন দণ্ডভুক্তি ও উৎকল পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য হওয়াই সম্ভব; মেদিনীপুরের দাঁতন উৎকলের নিকটবর্ত্তী; অতএব দাঁতনই দণ্ডভুক্তি। শ্রীযুক্ত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ও অনেকস্থলে এই মত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত শ্রীযুক্ত রাখালবাবুই খণ্ডন করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক রাখালবাবুর মত কতদূর বিচারসহ।

প্রথমতঃ, রাজেন্দ্রচোলদেব যে দেশের পর যে দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিরুমলৈ লিপিতে সেই পারম্পর্য্য ঠিকভাবে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না,—কারণ তাহা হইলে ঐ লিপিতে বঙ্গ আক্রমণের পর উত্তররাঢ় আক্রমণের কথা থাকিত না।

দ্বিতীয়তঃ, উৎকলেশ কর্ণকেশরী দণ্ডভুক্তিপতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন,

কেবল এই প্রমাণদ্বারাও দণ্ডভূক্তি ও উৎকলকে পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য বলা চলে না। কারণ, এরূপও হইতে পারে যে উৎকলেশ কর্ণকেশরী উৎকল ও দণ্ডভূক্তির মধ্যবর্ত্তী দেশ সকল জয় করিয়া দণ্ডভূক্তি আক্রমণ করিলে দণ্ডভূক্তিপতি জয়সিংহ কর্ত্তৃক কর্ণকেশরী পরাস্ত ও বিতাড়িত হইয়াছিলেন।

তৃতীয়তঃ 'দাঁতন' কখনই 'দণ্ডভূক্তি'র অপভ্রংশ হইতে পারে না। সাধারণতঃ অপভ্রংশেরও একটা নিয়ম আছে। 'দন্ত' শব্দের অপভ্রংশেই 'দাঁত' হয়। 'দণ্ড' শব্দের অপভ্রংশে 'দাঁত' হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক। সিংহলের 'দাঁথাবংশ' নামক পালিগ্রন্থে কলিঙ্গের গুহ শিব নামক রাজার রাজধানী 'দন্তপুরে'র উল্লেখ আছে। মেদিনীপুর জেলার যে অংশে 'দাঁতন' অবস্থিত ঐ অংশ পূর্ব্বে কলিঙ্গের অন্তর্ভূক্ত থাকা অসম্ভব নহে; এবং সম্ভবতঃ 'দাঁথাবংশ' বর্ণিত 'দন্তপুর'ই আধুনিক কালে 'দাঁতন' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফল কথা, দন্তপুর বা 'দন্ত' শব্দ সংযুক্ত ঐরূপ কোন নাম হইতে যে মেদিনীপুরের 'দাঁতন' নামের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 'দণ্ডভূক্তি'র অপভ্রংশে 'দাঁতন' হওয়া সম্ভবপর নহে।

তবে এই 'দণ্ডভূক্তি' কোথায়? 'রামচরিতম্'এ যাহা 'দণ্ডভূক্তি', রাজেন্দ্রচোলদেবের গিরিলিপিতে তাহাই 'তন্দবুত্তি' বলিয়া লিখিত হইয়াছে। সুতরাং 'দণ্ড' অপভ্রংশ হইয়া এখানে 'তন্দ' হইয়াছে। আমরা আইন-ই-আকবরীতে সরকার তাঁড়া (Tanda)র উল্লেখ পাইতেছি। পূর্ব্বোক্ত 'দণ্ড' বা 'তন্দ' হইতে এই 'তাঁড়' নামের উৎপত্তি হয় নাই তো? মোগল রাজত্বকালে এই 'তাঁড়া'য় টাকশাল ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার অধিকাংশ ও বীরভূমের কিয়দংশ এই সরকারের অন্তর্ভূক্ত ছিল, এবং এখানে অনেক দিন যাবৎ মোগল নবাবগণের রাজধানী ছিল। বীরভূম জেলায় 'দণ্ডেশ্বর' শিব ও 'দণ্ড' নামক স্থানের অস্তিত্ব প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বীরভূমের ঐ সকল স্থান প্রাচীনকালে দণ্ডভূক্তির অন্তর্ভূক্ত থাকা অসম্ভব নহে। ঐ সকল স্থান মোগল রাজত্বকালে 'সরকার তাঁড়ার' অন্তর্ভূক্ত থাকা পরিদৃষ্ট হয়। এই সব দেখিয়া 'সরকার তাঁড়া'কেই প্রাচীন 'দণ্ডভূক্তি' বলিয়া মনে হয়।

১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বণিক Ralf Fitch সুবে বাঙ্গালায় আগমন করেন। তৎকালে সরকার তাঁড়ার প্রধান নগরীর নাম ছিল 'তাঁড়া' সহর। তিনি এই তাঁড়া সহরে কার্পাস ও রেশমের প্রচুর বাণিজ্য দেখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"Tanda Standeth from the river Ganges a league, because in times past the river flowing over the banks in time of raine did drowne the countrey and many villages, and so

they do remaine. And the old way the river Ganges wont to run, remaineth drie, which is the occasion that the citie doeth stand so fferr from the water." অর্থাৎ 'তাঁড়া' নগর গঙ্গানদী হইতে এক লিগ্ দূরে অবস্থিত। কারণ, পূর্ব্বকালে বর্ষার সময় নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া তীর অতিক্রম পূর্ব্বক সমগ্র দেশটি জলে প্লাবিত করিয়া দিত। এইজন্যই উক্ত নগরী নদী হইতে এত দূরবর্ত্তী। গঙ্গার প্রাচীনখাত অদ্যাপি শুষ্ক অবস্থায় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

কেরিস্তা বলেন [গৌড়] নগরের জল বায়ু অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় উক্ত নগর [হুমায়ুন বাদসাহের] অল্পদিন পরেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল এবং গঙ্গার কয়েক মাইল উজানে 'তাঁড়া' নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে 'তাঁড়া' নগরে রাজধানী পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সোলেমানসাহ গৌড় হইতে ঐ নগরে রাজধানী উঠাইয়া লইয়াছিলেন।

Major Rennel [১৬৮১ খৃঃ] বলেন, তাঁড়া নগরী রাজমহল যাইবার পথে গৌড়ের নিকটেই অবস্থিত ছিল। তৎকালে ঐ নগরের প্রাচীন দুর্গের প্রাচীর ব্যতীত আর কোন চিহ্নই তিনি খুঁজিয়া পান নাই।

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সরকার তাঁড়ার মধ্যে 'খোয়াসপুর তাঁড়া'নামক পরগণার উল্লেখ আছে। কেহ কেহ তাঁড়া নগরকে উহারই অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন।

পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার গৌড়ের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন যে, তাঁড়ার ভগ্নাবশেষ মালদহ জেলার মধ্যে অদ্যাপি রহিয়াছে। কিন্তু ঐ নগরীর অধিকাংশ গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে বিরচিত কবিবর চতুর্ভূজের 'হরিচরিতম্'নামক কাব্যগ্রন্থে লিখিত আছে—"বরেন্দ্রীতে করঞ্জ নামে এক শ্রেষ্ঠ গ্রাম আছে। এখানে শ্রুতি স্মৃতিপুরাণ-প্রবীণ ও সচ্ছাস্ত্র কাব্য কুশল ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রজাপতি ব্রহ্মার ন্যায় সম্পন্ন ও সফলকাম স্বর্ণরেখ নামে এক বিপ্রবর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনিই সেই [করঞ্জ নামক] অগ্রগণ্য সমস্ত গ্রামখানি শাসন স্বরূপ ধর্ম্মপাল নামক রাজার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। (হরিচরিতম্—১৩শ সর্গ)।

স্বর্ণরেখ যাঁহার নিকট হইতে করঞ্জ গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, তিনি গৌড়ীয় পাল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নরপতি ধর্ম্মপাল হইতে স্বতন্ত্র। কারণ, বরেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কুলপঞ্জিকানুসারে স্বর্ণরেখের পৌত্র সম্রাট বল্লালসেনের নিকট কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে খৃষ্টীয়

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে বল্লালসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং স্বর্ণরেখ যে ধর্ম্মপালের নিকট হইতে বরেন্দ্রে করঞ্জ গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি খৃষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের অধিক পূর্ব্বের লোক হইতে পারেন না। গৌড়ীয় পাল রাজবংশের দ্বিতীয় নরপতি ধর্ম্মপাল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষপাদ হইতে নবম শতাব্দীর প্রথমপাদের মধ্যে যে কোন সময়ে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ বিবেচনা করেন। অতএব স্বর্ণরেখ যাঁহার নিকট করঞ্জগ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে দণ্ডভুক্তিপতি ধর্ম্মপাল [যিনি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে রাজেন্দ্রচোলের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন] বলিয়াই মনে হয়। আমাদের এ অনুমান সত্য হইলে, দণ্ডভুক্তির সীমা যে বরেন্দ্রভূমির কতকাংশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল, তাহা সহজেই বোধগম্য। কারণ, তাহা না হইলে দণ্ডভুক্তিপতি ধর্ম্মপাল বরেন্দ্রে ভূমি দান করিতে পারিতেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সরকার তাঁড়ার কতকাংশ বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের মধ্যে ও কতকাংশ বর্ত্তমান মালদহ জেলায় পড়িয়াছে। মালদহ বরেন্দ্রীর অন্তর্গত। সুতরাং সরকার তাঁড়া যে প্রাচীন দণ্ড-ভুক্তির সহিত অভিন্ন, তাহা মনে করা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ দণ্ড হইতে 'তণ্ড' বা 'তন্দ', এবং তাহা হইতে তাঁড়া নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা।

জন্ম মৃত্যু ও পরলোক-রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মানুষ জন্মিয়া যে স্থানে জীবিত থাকে তাহাকেই "ইহলোক" বলে, ইহলোকের অবসানে মৃত্যু; এবং তৎপরলোক ইহলোক অর্থে ষাটকৌষিক এই বিদ্যমানে শরীর এবং পরলোক অর্থে শরীর ত্যাগের পর ভাবী শরীর। ইহলোকের শেষ যেমন মৃত্যু কথাটি সর্ব্ববাদী সম্মত, মৃত্যুর পর পরলোক তত্ত্বটি তেমন নির্ব্বিবাদ নহে। জ্ঞানালোচনায় যিনি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনি ততদূরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে পরলোক সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা কল্পনা ও তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়া অদ্য পর্য্যন্তও অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে চলিয়া আসিতেছে। পরলোক

এত দুর্ব্বোধ্য কেন? ইহার সহজ উত্তর এই যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য মাত্রই সহজ বোধ্য, যাহা ইন্দ্রিয় গোচরের বিষয়ীভূত নহে, তাহাই দুর্জ্ঞেয়।

প্রমাণ চরিপ্রকার প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শাব্দ। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য মাত্রই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তদ্‌বিপরীত যাহা তাহাই অনুমান। আমরা যাহা দেখি নাই, শুনি নাই, কিম্বা ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা অনুভব বা কল্পনাও করিতে পারি নাই, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলেই অনুমান ও উপমানের সাহায্য লইয়া থাকি। যাহা অদৃশ্য, অননুভূত ও অননুমেয় এরূপ একটি লোকের বিষয় নিশ্চয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে না বলিয়াই পরলোক এত দুর্জ্ঞেয় হইয়াছে। মানুষ যদি মরিয়া পরলোক হইতে ফিরিয়া আসিত, তবে পরলোকতত্ত্ব সহজজ্ঞেয় হইত। অনেকে হয়ত বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের প্রতি নির্ভর করিয়া পরলোক সম্বন্ধে অস্তি নাস্তি একটা সহজ কথা বলিয়া ফেলেন; কিন্তু একটুকু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে, বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কোন প্রমাণ নাই কিম্বা সত্য মিথ্যা নির্ণয়েরও কোন প্রকৃষ্ট পন্থা নহে। কোন বিষয় বুঝিতে বা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই বিশ্বাস উৎপন্ন হয়, এবং তাহার বিপরীত যাহা তাহাই অবিশ্বাস। হেতু কোন প্রমাণ হইতে পারে না। বিশ্বাস অবিশ্বাস উভয়ই পরিবর্ত্তনশীল, যাহাতে অদ্য আমার অবিশ্বাস হয়, কোন কারণে কল্য হয়ত তাহাতেই বিশ্বাস জন্মিতে পারে। ইহা কেবল জ্ঞানের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ মাত্র, সুতরাং পরলোক তত্ত্বটি জটিল রহস্যপূর্ণ বলিতে হইবে।

পুরাণাদি শাস্ত্রে ইহলোকের আদর্শে পুণ্যের পুরস্কার, পাপের শাস্তি জনিত মৃত্যুর পর পরলোক নামে একটি অলৌকিক অত্যাশ্চর্য্য রাজ্যের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। যমাকার রাজা বা যমের সহস্র যোজন বিস্তৃত বিশাল রাজ্য; অপ্রতিহত ক্ষমতা, মনোহর রাজবাটি, বিচারাদালত, কারাগার ইত্যাদি; প্রধান মন্ত্রী বা লিখকের অস্তিত্ব, মর্ত্তবাসীগণের আয়ুর পরিমাণ, পাপপুণ্যের হিসাব সম্বলিত খাতা পত্র ও বহিখাতা; যিনি যে পরিমাণ পরমায়ু লইয়া আসিয়াছেন, তাহার শেষ হইলেই যম-কিঙ্করগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া তথায় নীত হয়েন এবং খাতা পত্র দৃষ্টে পাপ পুণ্যের তাঁর মতে শাস্তি বা পুরস্কার পাইয়া থাকেন। যমকিঙ্কর বা দূতগণের কি বিভীষিকা-ময় ভীষণ মূর্ত্তি!—কাহারও একপদ এক হস্ত, কাহারও দ্বিপদ দ্বিহস্ত, কাহারও বা ত্রিপদ ত্রিহস্ত; কেহবা একনেত্র, কেহবা দ্বিনেত্র, কেহবা ত্রিনেত্র, কেহ আবার বহুনেত্র; কাহার মস্তক মটকার ন্যায়, কাহার উদর জালার ন্যায়; কাহার ভীষণ দন্ত, কাহার বা বিশাল দণ্ড; কেহ বিকটাকার, কেহ ভীষণাকার, এবং শূল, দণ্ড,

গদা, পাশ, অসি প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। দূতগণের সাহায্যকারী মৃত ব্যক্তিকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য কিম্বা গভীর অমানিশার সূচিভেদ্য অন্ধকারে অন্বেষণকারী চারি চক্ষু, লোলজিহ্বা ভীষণ দ্রংষ্টা সমন্বিত অমিত বলশালী দুর্নিবার্য্য কুকুরগণের বর্ণনাও বাদ পড়ে নাই।

একদিকে দুষ্কৃত পাপী লোকদিগকে বহন করিয়া শাস্তি দিবার জন্য অসিপা, তালপত্র, খেজুরপত্র প্রভৃতি তীক্ষ্ণ ধার সম্পন্ন পত্র বিশিষ্ট বৃক্ষ সমন্বিত বনসমূহের মধ্য দিয়া লইয়া যাইবার সময়, তাহাদের গাত্রস্থিত মাংসচ্ছেদন, বিদ্ধকরণাদি দারুণ যন্ত্রণা; আবার বেতস শাল্মলী, সূচীমুখ, শেলমুখ প্রভৃতি লৌহ ফটকাকীর্ণ উচ্চ, নীচ, বন্ধুর পন্থা মধ্যে পাপীদিগকে টানিয়া লইয়া যাইবার দরুণ, তাহাদের ক্ষত বিক্ষত রুধিরাপ্লুত সর্ব্বাঙ্গের অসহ্য বেদনাজনিত হৃদয় বিদারক চিৎকার ধ্বনি; আবার বিচারান্তে কালাগ্নি, কৃমি, বিষ্ঠা, উত্তপ্ত জলপূর্ণ বৌরব, বৈতরণি প্রভৃতি নহাহ্রদ ও নদী সকল মধ্যে নিপতিত পাপীগণের যমদূতগণের বাসের জন্য চিত্র বিচিত্র নানাবিধ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য খচিত সুবিশাল সৌধরাজি; ব্যবহার জন্য স্বর্ণ রৌপ্যাদি নির্ম্মিত পালঙ্কোপরি দুগ্ধ ফেননিভ বহুমূল্য আস্তরণ সমন্বিত সুকোমল শয্যা; নানাবিধ স্বর্গীয় সৌরভ সম্পন্ন অমল ধবল মন প্রাণ প্রফুল্লকর বিচিত্র পুষ্প বৃক্ষরাজি সমন্বিত উদ্যান সমূহ; সুমিষ্ট বারি পরিপূর্ণ মণিমুক্তা মণ্ডিত চত্বর সংযুক্ত সরোবর; একচক্র, দ্বিচক্র, চতুঃচক্র সম্বলিত পক্ষ বিশিষ্ট অশ্ব সংযোজিত বাণসমূহ; বহুমূল্য ধন, রতন, অলঙ্কার, মন মুগ্ধকর পুষ্পসার ও আসব; সুরবালাগণ বিনির্ম্মিত রসনা পরিতৃপ্তিকর চৈব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি মনোহর খাদ্য; অসূর্য্যম্পশ্যা অলৌকিকরূপ যৌবন সম্পন্না নয়ন মন আনন্দদায়িনী স্বর্গীয় অপ্সরাগণের ভোগ বিলাসের কতই না প্রলোভন ও প্ররোচনার বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে।

বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত হিন্দুগণ বোধ হয় এরূপ অত্যদ্ভুত শোক তাপ কষ্ট ও সুখ সম্ভোগ সম্পন্ন পরলোকের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে একেবারেই প্রস্তুত নহেন। কেননা নিবিষ্টমনে শাস্ত্রাদি পাঠ করিলে সহজেই দেখা যায়, মানব শরীরটি স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ সমন্বিত। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ ভূতাত্মক অন্নময় কোষাবৃত স্থূলদেহ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই অগ্নি, মৃত্তিকা, জল বা পশু পক্ষীর কুক্ষিগত হইয়া যাহার যাহার ভাগমতে মিলিয়া মিশিয়া যাইবে; থাকিবে কেবল কর্ম্মভোগের জন্য সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহাবচ্ছিন্ন জীবাত্মা। আর্য্য ধর্ম্মগ্রন্থ সকল সমস্বরে বলিতেছেন—ভোগস্থান পৃথিব্যাদি ইহলোক এবং স্থূল দেহই ভোগের নিমিত্ত কারণ, স্থূলদেহের স্থূল ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা স্থূল পদার্থই অধিগম্য; সুতরাং তদ্দ্বারা সূক্ষ্মদেহ

কিম্বা তদধিষ্ঠিত কোন সূক্ষ্ম স্থান দৃষ্টিগম্য হইতে পারে না। মানবের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলের এমত কোন প্রখর শক্তি নাই, যদ্দ্বারা সূক্ষ্ম দেহ, অণু, পরমাণু কিম্বা মাত্র সকল দৃষ্টিগোচর হইতে পারে; কাজেই পুরাণাদি কথিত যমের বাড়ী বা পরলোক দৃশ্য নহে; উহা নানাবিধ রহস্যজালে জড়িত। পক্ষান্তরে পরলোক দৃশ্য না হইলেও উহা নাই, এই জ্ঞান বা বিশ্বাস ও কোন প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা স্থাপিত হয় নাই। অপিচ মৃত্যুর সময় জীব দেহ হইতে কোনরূপ চৈতন্য সমন্বিত একটা পদার্থ নিষ্কাসিত হইয়া যায়, তাহাও যেন মানবের সহজবোধ্য। কাজেই বলিতে হইয়াছে, পরলোক নামে পুরাণাদিতে বর্ণিত যমরাজার বিশাল রাজ্য না থাকিলেও কোন একটা জিনিষ রহিয়াছে, যাহা সেই রাজ্য-গমনোন্মুখ পথিকেরই দৃশ্য বটে, অন্যের অদৃশ্য বা অননুভূত। এতৎ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন—

"তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ। সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্ন স্থানং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোক স্থানঞ্চ।" (৪।৩।৯ বৃহদারণ্যক)

"অর্থাৎ জীবের দুইটী মাত্র স্থান, একটি ইহলোক, আর একটি পরলোক। এই একটি, এ কথার অর্থ—এই বিদ্যমান শরীর। পরলোক এ কথার অর্থ—এ শরীর ত্যাগের পর উৎপন্নমান অন্য শরীর অর্থাৎ ভাবী শরীর। যাহা এই উভয় স্থানের মধ্যবর্ত্তী তাহা সন্ধ্য বা স্বপ্ন স্থান বলিয়া গণ্য। যেমন শরীর ত্যাগ হইয়াছে, অথচ অন্য শরীর হয় নাই, এরূপ মধ্যবর্ত্তী বা অন্তরাল অবস্থার নামই সন্ধ্য স্থান। তাহা স্বপ্নবৎ বলিয়া স্বপ্ন স্থান নামে কথিত। জীব এই সন্ধিস্থানে থাকাবস্থায় ইহলোক এবং পরলোক আংশিকভাবে উভয় লোকই দেখিতে পায়।"

শ্রুতির উপরোক্ত বাক্য দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, জীব যখন ইহলোকে বাস করে, সে তখন ইহলোক দেখে, পরলোক দেখিতে পায় না; কেননা তাহা জ্ঞানময় সূক্ষ্ম চক্ষুর দৃশ্য বটে; কিন্তু জীব যখন মৃত্যুর সন্ধিস্থানে উপস্থিত হয়, তখন সে ইহলোক ও পরলোকের কতকাংশ দেখিতে পায়। বস্তুতঃ সে দেখা স্বপ্নের ন্যায় মনের দ্বারা, স্থূল চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নহে। তৎকালে স্থূল শরীরের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, সুতরাং সন্ধিস্থানগত পরলোক-যাত্রীর ইহলোক পরলোক দেখার বিষয়টী জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থার সঙ্গের অনেকটা সাদৃশ্য ভাবাপন্ন। মানুষ যখন জাগ্রত থাকে তখন স্বপ্ন দেখে না, আবার যখন স্বপ্ন দেখে, তখন জাগ্রত থাকে না; কিন্তু নিদ্রালস্যে ও স্বপ্নের মধ্যাবস্থায় যেমন স্বপ্ন ও জাগ্রত উভয়েরই কতকাংশ দেখিতে পায় ও অনুভব করে তেমনি সন্ধিস্থান গত পরলোক যাত্রীদিগের

অবস্থা। ইহা আংশিক ক্ষণিক দেখা ভিন্ন সম্পূর্ণ দেখার অধিকার কাহারও হইয়াছে বলিয়া শাস্ত্র বলেন না। যদিচ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, অমুক ব্যক্তি মৃত্যুর মুখে পড়িয়া বাঁচিয়া উঠিয়া, পরলোক দৃশ্যের নানাবিধ অদ্ভুত ভাব অভিব্যক্ত করিয়াছে; কিন্তু ফলতঃ তাহা নিখুত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না, উহা পূর্ব্ব সংস্কার জনিত ভুতপূর্ব্ব শ্রুত বাক্যের প্রলাপ মাত্র। যেমন অনেক হিষ্টরিয়া রোগাক্রান্ত রোগী উৎপীড়নে বা ভয়ে ভূত প্রেতের অলৌকিক ইতিহাস সকল বিবৃত করিয়া থাকে। মৃত্যুর অসহ্য অব্যক্ত যন্ত্রণায় জীবের মর্ম্মগ্রন্থী সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, স্থূল ইন্দ্রিয় সকল অকর্ম্মণ্য হইয়া জ্ঞান লোপ হয়, তখন একমাত্র পূর্ব্ব সংস্কার ভিন্ন নূতন কিছুরই ধ্যান ধারণার জ্ঞান থাকিতে পারে না।

আর্য্য ধর্ম্মগ্রন্থ সকল মধ্যে শ্রুতিই সকলের মূল ও আদি এবং মান্য; সুতরাং দেখা যাউক পরলোক সম্বন্ধে শ্রুতি কি বলিতেছেন; কঠ-শ্রুতিতে যম-নচিকেতা-সংবাদে পরলোক সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে। পাঠকগণের অবগতি জন্য কতিপয় শ্রুতিমাত্র সংক্ষেপে অধ্যাহার করা হইল। তৎপাঠে পরলোক-তত্ত্বটির অনেকটা ধারণা করিতে পারিবেন। বাজশ্রবা ঋষির পুত্র নচিকেতস পিতৃরোষ জনিত ব্যাপারে যমরাজার বাটিতে গমন করেন। যমরাজ কার্য্য ব্যপদেশে স্থানান্তরে থাকায় নচিকেতা যমরাজার অদর্শনে তথায় তিন রাত্রি অনশনে কর্ত্তন করিয়াছিলেন। যমরাজ বাটিতে আসিয়া পত্নী ও অমাত্যের নিকট অগ্নি সদৃশ্য জাজ্বল্যমান অতিথি ঋষি কুমারের ত্রিরাত্র উপবাস থাকার কথা শুনিয়া, পাদ্য অর্ঘাদি দ্বারা নচিকেতাকে সন্তুষ্ট করিয়া, তিনটি বর প্রার্থনার অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। তদনুসারে নচিকেতা প্রথমবার পিতৃরোষ পরিহার, দ্বিতীয়বার স্বর্গকামীর অনন্ত সুখ প্রাপ্তির কারণ অগ্নির নিগূঢ় তত্ত্ব এবং তৃতীয়বার মৃত্যুর পর 'আত্মা' কোথায় যায়, ইহা থাকে কি লয় হয়, ইত্যাদি বিবরণ জানিবার জন্য প্রার্থনা করেন। তদনুসারে যমরাজ প্রথম ও দ্বিতীয়বর সহজে প্রদান করিয়া তৃতীয়বর সম্বন্ধে নচিকেতা আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞানোপদেশে প্রকৃত পাত্র কিনা তাহা পরীক্ষার্থ বলিলেন - হে নচিকেতা! তোমার তৃতীয়বরের প্রার্থনা অর্থাৎ মরিলে আত্মা কোথায় যায় তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব সুরবৃন্দেরও অগোচর। আত্মা অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, মনুষ্যগণ আত্মা বিষয়ক তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে না; তুমি বালক! সেই বরের পরিবর্ত্তে মানবের প্রধান প্রার্থনীয় শতবর্ষজীবি পুত্র পৌত্র বহু গবাদি পশু, গজ, অশ্ব, রথ, সুবর্ণ, মুক্তা, বৃহৎ রাজ্য, সুন্দরী স্ত্রী সকল এবং নিজের দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্তির বর প্রার্থনা কর; আমি মানব দুর্লভ

উপভোগ্য দ্রব্য সম্ভার তোমাকে অকাতরে প্রদান করিতেছি, তবুও মৃত্যু সম্বন্ধীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসার বাসনা পরিত্যাগ কর।

তদুত্তরে নচিকেতা যমরাজকে প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিলেন, হে মৃত্যুপতি! সুজ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সুরবৃন্দ সন্দিগ্ধ হইলেও আপনার ন্যায় আত্মতত্ত্ব বিষয়ক বক্তা সুদুর্লভ; অতএব নিঃশ্রেয়স লাভের সাধক এই আত্মতত্ত্ব আপনি আমাকে উপদেশ করুন। আপনি যে সকল সুখভোগ্য পদার্থ প্রদান করিয়া আমাকে প্রলোভিত করিতে চাহেন, ঐ সকল অনিত্য বস্তু অদ্য আছে, কল্য থাকিবে কি না, তৎবিষয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে; পরন্তু অপ্সরা প্রভৃতি ভোগ্য পদার্থ সকল ইন্দ্রিয় শক্তি অল্পেই ক্ষীণ করিয়া দেয়, সুতরাং ঐ সকল অনর্থের মূল। অসীম বৃত্তাদি দ্বারাও মানব তৃপ্তি লাভ করে না, বরং বৃত্তাদি লাভ হইলেই তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বলবৎ হইতে থাকে; আমি অনিত্য ক্ষণ ভঙ্গুর পদার্থের প্রার্থী নহি, আপনি অনিত্য বস্তুর প্রলোভন পরিহার পূর্ব্বক আমার অভিলষিত সদ্‌বস্তুর তত্ত্ব অর্থাৎ 'মৃত্যুর পর পরলোকে আত্মা থাকে কি না, এই সন্দিগ্ধ বিষয়টি নিরূপণ পূর্ব্বক আমাকে বলুন। কেননা পরলোক-তত্ত্ব বিদিত হইতে পারিলে পরমার্থ সাধন হইবেক। যমরাজ নচিকেতাকে কোন রূপে প্রলোভিত করিতে না পারিয়া অতি গূঢ় পরলোক-তত্ত্ব এইরূপ ভাবে বলিতেছেন—

"ন সাম্পরায় প্রতিভাতি বালম্
প্রমাদ্যন্তং বিত্ত মোহেন মূঢ়ং।
অয়ং লোকোনাস্তি পর ইতিমানী
পুনঃ পুনর্ব্বশ মাপদ্যতে মে॥"

কঠ ১।২।৬ বল্লী।

অর্থাৎ—যে সকল বালক অবিবেকী তাহাদের নিকট পরলোক সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় উপদেশাবলী স্থান পায় না। যাহারা ঈদৃশ প্রমাদ স্বভাব সম্পন্ন বা বিত্তমোহে আবিষ্ট, তাহারা পরিদৃশ্যমান অন্ন পানাদি ভোগ সম্পন্ন ইহলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং পরলোক নাই, এরূপ বলিয়া থাকে। ঈদৃশ পুরুষ সকলেরই বারম্বার জন্ম-মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।"

" ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ
সুবিজ্ঞেয়োবহুধাচিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্য—
ণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ॥" ১।২।৮ ঐ

অর্থাৎ—হে নচিকেত! কেহ বলেন আত্মা কর্ত্তৃত্বশালী, কাহারও মতে আত্মার কর্ত্তৃত্ব নাই; কেহ বলেন আত্মা শুদ্ধ, আবার কেহ বলেন আত্মা অশুদ্ধ। আত্মা সম্বন্ধে এরূপ বহু বাক্ বিতণ্ডা হইয়া থাকে। কোন হীনতর ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই আত্ম-তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়া, কেহই তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহেন। সূক্ষ্মদর্শী আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ ধীর ব্যক্তি কর্ত্তৃক আত্মা বিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হইলেই এবম্বিধ মতভেদ বিদূরীত হইতে পারে। ফলতঃ আত্মা অতি সূক্ষ্ম অনুপ্রমাণ, সুতরাং অতর্ক্য পদার্থ।

"অণোরণীয়ান্মহতোমহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াং।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোক ধাতুঃ
প্রসাদান্মহিমান মাত্মনঃ॥" ১।২।২০

অর্থাৎ—আত্মা অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, পরমাণু হইতেও সূক্ষ্মতর; আবার মহৎ পরিমাণ পদার্থ হইতে ও মহত্তর। এই আত্মা নিখিল জীবের হৃদয় রূপ গুহাতে অবস্থিত। যে ব্যক্তি কামনাশূন্য অর্থাৎ বাহ্য বিষয় হইতে উপরত বুদ্ধি, তিনি মন প্রভৃতির প্রসন্নতা বা স্থৈর্য্যতা সম্পাদিত হইলে, আত্মার মহিমা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। অর্থাৎ আত্মা যে বৃদ্ধি বা ক্ষয়াদি রহিত তাহা জানিতে পারেন। ইহা জানিতে পারিলে লোক সকল শোক মোহাদি বর্জ্জিত হয়েন।

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোমধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানোভূতভবস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈতৎ॥ ২।১।১২

অর্থাৎ - অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পরিমিত পুরুষ দেহের মধ্যস্থানে অধিষ্ঠান করেন। ইনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালের অধীশ্বর। যে ব্যক্তি এই ঈশ্বর স্বরূপ আত্মাকে বিদিত হয়েন, তিনি এই আত্মাকে রক্ষার্থ কোন প্রয়াস করেন না। এই পুরুষই প্রকৃত ব্রহ্মবস্তু। পুরুষকে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বলিবার কারণ এই যে, মানব দেহাবস্থিত হৃদয় পুণ্ডরীক অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ; পুরুষও এই হৃদয় পুণ্ডরীকের ছিদ্র মধ্যগত অন্তঃকরণ উপাধিযুক্ত সুতরাং তাঁহাকেও অঙ্গুষ্ঠ প্রমিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানোভূতভবস্য স এবাদ্য স উ স্বঃ
এতদ্বৈতৎ॥ ১৩।৪র্থ।

অর্থাৎ—"এই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষ নির্ধূম জ্যোতি পদার্থের তুল্য। যোগীবৃন্দ হৃদয়দেশে এই ব্রহ্ম পদার্থের উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—ত্রিকালের ঈশ্বর। ইনি অধুনা যেমন প্রাণী দেহে বর্ত্তমান আছেন, তদ্রূপ ভবিষ্যৎ কালেও থাকিবেন। তিনিই প্রকৃত ব্রহ্ম পদার্থ।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং
কুতশ্চিন্নবভূব কশ্চিৎ।
অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়মপুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥" ১।২।১৮

অর্থাৎ—"এই অপরিলুপ্ত চৈতন্য স্বভাব আত্মার উৎপত্তি বা লয় নাই। ইনি কোন কারণান্তর সহায্যে সত্তাশালী নহেন; এবং এই আত্মা হইতে অন্য কোন বস্তু উৎপত্তি হয় না, সুতরাং ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত বা অপক্ষয় রহিত এবং পুরাণ। আত্মা সর্ব্বপ্রকার বিকার রহিত সুতরাং শস্ত্রাদি দ্বারা দেহ আহত হইলেও আত্মা আহত হয়েন না।

"হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং
হতশ্চেন্মন্যতে হতং।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো
নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥" ১।২।১৯

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি দেহকে আত্মা বোধ করে, সে আমি আত্মাকে হত করিব, এরূপ মনে করে; এবং অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক হত হইয়া আত্মাই হত হইয়াছে, এরূপ জ্ঞান করে। প্রকৃত পক্ষে এতাদৃশ উভয় ব্যক্তিই স্বীয় স্বীয় আত্মাকে জানে না; কেননা আত্মা অবিক্রিয় বস্তু, সুতরাং ইনি কাহাকে বিনাশ করেন না এবং কাহা দ্বারা বিনষ্টও হয়েন না।

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তন্মহতঃ পরং ধ্রুবম্
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥" ১।৩।১৫

অর্থাৎ—"এই আত্মপদার্থ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ বিবর্জ্জিত। যে সকল পদার্থ শব্দাদি সম্পন্ন, তাহার ক্ষয় আছে, আত্মা শব্দাদি বিশিষ্ট নহেন; সুতরাং আত্মার ক্ষয় নাই। ইনি নিত্য, অনাদি, অনন্ত ও বুদ্ধির অতীত। যিনি এবম্বিধ

আত্মাকে বিদিত হইতে পারেন, তিনিই মৃত্যুর কবল হইতে বিমুক্ত হয়েন। তাঁহার অবিদ্যা জনিত কামনা ও কর্ম্মাদি কিছুই থাকে না।"

"বায়ুর্যথৈকো ভুবনম্প্রবিষ্টো
রূপং রূপম্প্রতিরূপোবভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপম্প্রতিরূপো বহিশ্চ॥" ২।২।১০

অর্থাৎ—একই বায়ু যেরূপ জগতে অনুপ্রবিষ্টে হইয়া প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ সর্ব্বভূতের আত্মা এক হইয়া ও প্রত্যেক দেহানুসারে তদনুরূপ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছেন। তথাপি স্বরূপত অবিকৃতই রহিয়াছেন।

"যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈতৎ॥"

২।১।৩

অর্থাৎ—"নিখিল লোক সকল আত্মা দ্বারাই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও মৈথুন নিমিত্ত সুখ ভোগ করিয়া থাকে; অতএব এই সংসারে এমত কোন বস্তুই অবশিষ্ট নাই, যাহা আত্মা দ্বারা পরিজ্ঞেয় নহে। আত্মা প্রকাশমান পদার্থ বলিয়া তিনি সমস্ত বস্তুকেই অবভাসিত করিয়া থাকেন। হে নচিকেতা! তুমি যে আত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলে, সুরবৃন্দও যে বিষয়ে সন্দিহান, যাহা ধর্ম্মাদি হইতে স্বতন্ত্র বস্তু, যাহা বিষ্ণুর পরমপদ, যাহা হইতে আর শ্রেষ্ঠতর পদার্থ ত্রিভুবনে নাই, পূর্ব্ব কথিত সেই পদার্থই সেই আত্মা।

কঠশ্রুতির উদ্ধৃত উপরোক্ত কতিপয় মন্ত্রের সার গ্রহণ করিলেই সুধী পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, এই দেহ অনিত্য, অচৈতন্য পঞ্চভূতাত্মক জড় পদার্থ মাত্র। দেহাভ্যন্তরে হৃদয়ের অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ প্রকোষ্ঠে যে নিত্য অবিকৃত চৈতন্য স্বরূপ পুরুষ আছেন, তিনিই লিঙ্গদেহাবস্থিত জীবাত্মা নামে কথিত। দেহ জীর্ণ বা কার্য্যাক্ষম হইলে, পরিবর্ত্তনের সময়, জীবাত্মা দেহ হইতে উৎক্রামিত হইলে, তাহাকেই লোকে মৃত্যু বলিয়া থাকে। বস্তুতঃ সেই চৈতন্যময় নিত্য আত্মা অজর ও অমর অর্থাৎ জন্ম মরণ রহিত। ইনি কাহাদ্বারা বিনষ্ট হয়েন না, এবং অন্য কাহাকে বিনষ্টও করেন না; ইনি অমৃতময় ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহেন। অবিদ্যা বা বাসনার প্রবলাকর্ষণে যতদিন মোহাচ্ছন্ন থাকেন, ততদিন ভোগ বা কর্ম্ম বাসনাদি ক্ষয় জন্য দেহ হইতে দেহান্তর প্রাপ্ত হয়েন মাত্র। আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমেই "তৃণ জলৌকা" "জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ" "সর্পের খোলস ত্যাগ" ইত্যাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছি, সুতরাং

পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। জগদীশ্বরের সৃষ্ট জীব মধ্যে মনুষ্যই সর্ব্বপ্রধান এবং বুদ্ধি, জ্ঞান ও বিবেক সম্পন্ন। আপ্তদর্শি ঋষিগণ সর্ব্বসাধারণকে সংযত রাখিয়া সৎপথ-বর্ত্তী করার মানসে এবং সমাজের সুশৃঙ্খল সম্পাদনার্থ ধর্ম্মশাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। পৃথিবীর যাবতীয় মানব সমাজেই ধর্ম্ম বলিয়া একটী পদার্থ বর্ত্তমান থাকা দৃষ্ট হয়, তদভাবে সমাজের সুশৃঙ্খলা ও মানবাত্মার উন্নতি অসম্ভব; সেইজন্যই সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ অশেষ সুখভোগের নিদানভূত, কামিনীকাঞ্চন লাভের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ স্বর্গরাজ্যের; এবং অসৎকার্য্যের গুরুদণ্ড স্বরূপ নানাবিধ বিভীষিকাময় অসহ্য যন্ত্রণাপ্রদ অলৌকিক নরক রাজ্যের বর্ণনার বিষয় অল্পাধিক সমস্ত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ সকলে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। পরলোক শাস্তির ভয় না থাকিলে মানুষ উচ্ছৃঙ্খলার বশবর্ত্তী হইয়া একে অন্যের অনিষ্ট সম্পাদন করিবে, ইহা ধ্রুব সত্য জানিয়াই পরলোকে স্বর্গ নরকাদির সৃষ্টি হইয়াছে। বৈদিক গ্রন্থাদিতে বহুস্থানে উল্লেখ আছে, যিনি সৎপথানুবর্ত্তি হইয়া ঈশ্বরের পবিত্র নাম সর্ব্বদা ধ্যান করেন, তিনি অচিরে বাসনাজনিত কর্ম্মভোগের জন্য শ্রীমন্ত গৃহে জন্ম ধারণ করিয়া থাকেন। কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ বা বাসনা বর্জ্জন করাই মোক্ষের নিমিত্ত কারণ; বুদ্ধদেবও বাসনার ক্ষয়কেই মুক্তির উপায় বলিয়া গিয়াছেন। দর্শন শাস্ত্র সকল সমস্বরে বলিতেছেন, নিরবচ্ছিন্ন সুখই শান্তি। বাসনা থাকিলেই ভোগদেহের দরকার। বাসনা জনিত কর্ম্মের গুড় সকল আত্মাতে লিপ্ত থাকায় দেহত্যাগের পরও তদ্দরুণ আত্মার শান্তি লাভ হয় না এবং দুষ্কর্ম্ম জনিত আত্মগ্লানি বা অনুতাপ ভোগ করিতে হয়; সেইজন্য অসৎ কর্ম্ম দ্বারা যাহাতে আত্মার উপর মলিনতা রূপ আবর্জ্জনা পতিত না হয়, তাহাই বোধ হয় শাস্ত্রকারগণের পরলোক-রহস্য। এরূপ দুর্বোধ্য অজ্ঞেয়, অদৃশ্য, অননুভূত পরলোক রাজ্য সম্বন্ধে মাদৃশজনের এতাধিক আলোচনা বাঞ্ছনীয় নহে। এই গুরুতর বিষয়টির সমস্যা পূরণার্থ আমি রেখা মাত্র অঙ্কিত করিলাম, সুধীগণ নিষেবিত সুমহান অট্টালিকার ভিত্তি তদুপরি স্থাপিত হউক এই বাসনা।

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়।

ভারতীয় কায়স্থ-মহাসম্মিলন।

গত বর্ষে লাহোরে যে দিন যুক্ত প্রদেশের কতিপয় কায়স্থ ষড়্‌বিংশতি বার্ষিক ভারতীয় কায়স্থ-মহাসম্মেলনকে পুনরায় এলাহাবাদে অহ্বান করেন,সেই দিন হইতেই আমরা, কাশীর কায়স্থ-বৃন্দ, ফয়জাবাদের কায়স্থ-সভা, আলিগড়ের কায়স্থ-সভা এবং লক্ষ্ণৌএর বাঙ্গালী কায়স্থ-সভা উহার অনুষ্ঠান লক্ষ্ণৌএ করার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন। কিন্তু আহ্বাতা এলাহাবাদ-কায়স্থ-পাঠশালার নেতৃবৃন্দ তৎপ্রতি কর্ণপাত না করিয়া এলাহাবাদেই মহাধিবেশনের আয়োজন করেন। এবং ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর অধিবেশনের দিনস্থির করিয়া তদ্বার্ত্তা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন করেন। যথাকালে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা এবং তাহার শাখা-সভাসমূহ হইতে প্রায় শতাধিক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাদের নাম ঠিকানা অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক মান্যবর মুন্সী শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ অষ্ঠানা মহাশয়কে লিখিয়া পাঠান হয়। ২১শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে আমরা পত্র পাইয়া অবগত হইলাম, আমাদের প্রেরিত প্রতিনিধি বর্গের নাম ঠিকানা পাইয়া তাহারা সুখী হইয়াছেন ; কিন্তু আমন্ত্রণপত্র আসিল না। এদিকে কাশী হইতে কায়স্থ-সমাজের স্তম্ভ স্বরূপ মানীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রবর্ম্ম মহোদয়ের তদীয় মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রের নামে পত্র আসিল, তাহার মর্ম্ম এই 'তুমি এবং উপেন্দ্র অবশ্য অবশ্য এলাহাবাদ যাইবে। যদি আরও দুই একজন সঙ্গে লইয়া যাইতে পার ভাল হয়।' শ্রীযুক্ত শরৎবাবু এই পত্র পাইয়া শুক্রবার রাত্রে কাশীর পথে এলাহাবাদে রওয়ানা হইলেন। সঙ্গে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র এবং যশড়ার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা মহাশয়ও গমন করেন। আমি পরদিন পঞ্জাবমেইলে এলাহাবাদে রওয়ানা হই। ২৪শে মোগলসরাইতে শ্রীযুক্ত শরৎবাবু প্রভৃতির সহিত মিলিত হই। পথে গাড়ী বিলম্ব হওয়ায় প্রায় ২টার সময় এলাহাবাদ রেল ষ্টেশনে অবতরণ করি। তথায় একজন স্বেচ্ছাসেবক আমাদিগকে আসিয়া প্রত্যুদ্গমন করেন। এবং তাঁহার সঙ্গে আমাদের নির্দ্দিষ্ট অবস্থান গৃহ পাঠশালার অধ্যক্ষ মহাশয়ের বাসায় বিছানা পত্র রাখিয়া—স্নানাহ্নিক পরিত্যাগ করিয়া শুষ্ক মুখে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বাঙ্গালী সভাপতির সভায় স্থানীয় দুইজন বাঙ্গালী দর্শক ব্যতীত আর তৃতীয় বাঙ্গালী কেহ উপস্থিত নাই—বাঙ্গালী কেন, লাহোর, মধ্যভারত, বোম্বে, এবং উৎকলেরও কোন কায়স্থ উপস্থিত হন নাই। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, আমরা যেমন অনাহূত অবস্থায় সভায় উপস্থিত হইয়াছি, বোম্বে, মান্দ্রাজ, উড়িষ্যা, মধ্যভারত এবং পঞ্জাবের কায়স্থ-বৃন্দ সেরূপ উপস্থিত হন নাই।

সভাপতি ডাক্তার স্যার ঘোষ মহোদয়কে এলাহাবাদ ষ্টেশন হইতে আনয়নার্থ মান্যবর শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ অষ্টানা, এম্-এ, এল্-এল্-বি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরশরণ, এল্-এল্-বি, ডাক্তার আর-রণজিৎ সিংহ প্রভৃতি প্লাটফরমে গমনপূর্ব্বক, তাঁহাকে সসম্মানে ষ্টেশনের বাহিরে আনিয়া তথায় সুসজ্জ হস্তীর উপর আরোহণ করত, তৎসঙ্গে আরও গাঁচটী হাতী, বহুসংখ্যক মোটরকার, অশ্ববাহিত গাড়ীতে বিরাট শোভাযাত্রা পূর্ব্বক ডাক্তার রণজিতের বাটীতে লইয়া গিয়া বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন। অতঃপর স্নানাহ্নিক জলযোগ সমাপিত হইলে ঘোষ মহোদয় সন্ধ্যার পর মিঃ এস্ সিংহের আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সম্বর্দ্ধনা কালে কায়স্থ-পাঠশালা কলেজের অবৈতনিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বর্ম্মা,এম-এ, ইংরাজীতে একটী কবিতা পাঠ করেন। উহার যথাযথ বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল।*

স্বাগত।

(১)

আজিকে তোমারে, বরিতে হেথায়, উল্লসিত যতেক প্রাণ,
হসিতবদনে, মধুর নয়নে, শতেক কণ্ঠে তুলিয়া তান।
আশার বারতা, উৎসব ধ্বনি, অন্তর সেথা করিছে পূর্ণ
ভাগ্য-দেবতা উঠিছে হাসিয়া, অশুভ প্রতাপ করিয়া চূর্ণ।
ধন্য আজিকে, এ গৃহ মোদের, প্রবাসী ভ্রাতৃ-চরণ স্পর্শে,
ধন্য এ হেন, শুভ আগমন, ধন্য মোদের এ নব হর্ষে।

(২)

সতত মধুর, ভোগ্য নিচয় রসনা তোমার করিছে তৃপ্তি,
ভ্রমিছ সতত স্বাধীন চিত্তে কল্পনা যথা দিতেছে দীপ্তি।
আজিকে মোদের, বরিতে তোমারে নাহি সম্পদ নাহিক বিত্ত
আছে শুধু এই কুসুমোপহার, মোদের ক্ষুদ্র এ হেন চিত্ত।
যদিও এ গৃহ তোমার তুল্য সম্পদ হ'তে হেরিবে ক্ষীণ্য
সরল প্রেমের খরতর স্রোত বহিয়ে হেথায় সৃজিছে পুণ্য।

(৩)

হেরিয়ে তোমায়, বালকবৃন্দ বরিছে আজিকে ফুল্ল প্রাণ,
বক্ষে যাদের ধরিয়া আদরে ক্রীড়ার দ্রব্য করিলে দান।

* শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন গুহ রায় কর্ত্তৃক অনুদিত

যাচিলে বিনয় নম্রা বালিকা—কিবা উপহার এনেছ মোরে ?
চুম্বন দানে যাহায় বলিলে—খেলার পুতুল তোমার তরে ;
লভিল প্রাপ্য প্রত্যেক শিশু, দিয়াছ হে তুমি সকল জনে,
যাচি তাই মোরা আজকে একটু স্নেহের হাস্য এ জীবনে।

(৪)

জীবন তোমার স্বদেশবাসীর সেবার কারণে করিছ দান,
হস্ত তোমার মুক্ত সতত জনম ভূমির করিতে ত্রাণ।
জননী ভারত-বর্ষের সেবা ঢালিয়া হৃদয় সাধিবে নিত্য,
কিন্তু ভুলনা বালকবৃন্দে প্রার্থনা ইহা মোদের সত্য,
হৃদয়ে তোমার স্নেহের উৎস উঠুক জাগিয়া শতেক ধার
আমরা নহিগো পরজন তব, আমরা তোমার আপনকার।

২৪শে ডিসেম্বর, বারটার সময় মেয়োহলে সভারম্ভ হয়। অভ্যর্থনা-সভার সভাপতি মুন্সী শ্রীযুক্ত গুলজারীলাল বর্ম্মা তাঁহার অভিভাষণে কি বলিয়াছেন, তদ্বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সভাপতি ডাক্তার স্যার ঘোষ মহোদয়ের সম্বোধনের সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তিনি বলেন যে, আজকাল কতিপয় চিন্তাশীল ব্যক্তিও হিন্দু-সমাজের জাতিভেদ প্রথাকে সামাজিক উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া মনে করেন এবং এই প্রকার সাম্প্রদায়িক অধিবেশন কেবল মাত্র 'জাতি'র সৃষ্টি করিয়া দিয়া হিন্দু-সমাজের ক্ষতি করিতেছে; কিন্তু ইহার উত্তর অতি সহজ; এরূপ সাম্প্রদায়িক অধিবেশন কখনও নিরর্থক নহে—কারণ ইহাতে সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের উন্নতির বিধান করিয়া সমগ্র ভারতীয় সামাজিক সংস্করণের পথে সহায় হইয়াছে। তজ্জন্য বরং ইহার কল্যাণ কামনা করিতে হইবে। অতঃপর তিনি কায়স্থজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে সমবেত প্রতিনিধিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বর্ত্তমান সময়ে এই ভবিষ্যৎ উন্নতি চিন্তাই জাতীয় জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান আলোচ্য বিষয়। লোকসংখ্যার সরকারী বিবরণে জানা যায়, ভারতীয় কায়স্থগণের জনসংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। ১৮৯১ অব্দের লোক সংখ্যা ২৩৩৯৮১০ ছিল ; ১৯১১ অব্দে ২১৭৮৩৯০জন হইয়াছে। এই ২০ বৎসরে ৬১৪২০ কায়স্থ কমিয়াছে। সাধারণতঃ লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইবারই কথা। যদি কায়স্থ-সভা এ জাতির জীবন কামনা করেন, তবে সত্বরই ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করিতে হইবে এবং উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে—কিসে এই কায়স্থ-সমাজের জনক্ষয় রুদ্ধ হয়। কায়স্থ-সমাজ লেখনী ব্যবসায়েরই গর্ব্বের বিষয় মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি তাঁহারা

জাতির এহেন ভবিষ্যৎ অবনতি হইতে রক্ষা করিতে চাহেন, তবে অবিলম্বে তাহাদিগকে অন্যান্য নূতন অর্থকরী ব্যবসায় বাণিজ্যাদি অবলম্বন করিতে হইবে। জাতীয় জীবনের আর্থিক দিকটাকে উন্নত করিয়া দিতে হইবে এবং সমগ্র ভারতীয় কায়স্থগণকে কল্যাণের দিকে তুলিতে হইবে। অর্থকরী ব্যবসায়ের জন্য তাহাদিগকে মায়া ত্যাগ করিতে হইবে। পরিশ্রমেই সাফল্য স্বীকার করিতে হইবে।

ডাক্তার স্যার ঘোষ মহোদয় আরও বলেন যে, কায়স্থ-সমাজে উচ্চ শিক্ষার আরও বিস্তার একান্ত প্রয়োজন এবং কেবলমাত্র যৎসামান্য শিক্ষা লাভ করিলেই চলিবে না। বর্ত্তমান শিক্ষানীতির সংস্কার করিতে হইবে। উহাকে কার্য্যকরী অবস্থায় পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে। একমাত্র সেইরূপ শিক্ষাই প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, যাহাতে মানবজাতি চিরকাল জীবনসংগ্রামে সহজে জয়ী হইতে পারে। যদি তাঁহারা জীবনে কর্ম্ম সংস্থান চিন্তার একটা সুমীমাংসা করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বৈজ্ঞানিক ও উচ্চশিল্প শিক্ষায় মনোনিবেশ করিতে হইবে। এরূপ শিক্ষার ফলেই ভারতের শিল্প শিক্ষার পুনরুত্থান হইতে পারে।

ইহার পর তিনি সমবেত সভ্যবৃন্দকে অন্য একটী সংস্কারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দিতে বলেন ; সেটী মহিলা শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি বিধান। রমণী জাতির মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোক বিস্তার করিতে হইবে ; যে সকল আচার ব্যবহার নারী-সমাজের নৈতিক, মানসিক ও শারীরিক উন্নতির ব্যাঘাত করিতেছে, তাহা বিদূরিত করিতে হইবে। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এ জাতি ইহা এখনও বুঝিতে পারে নাই যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে চিন্তা ও ভাবের আদান প্রদান কত প্রয়োজনীয়; স্ত্রীজাতির প্রতি কোন সহানুভূতি না থাকায় ও পরস্পর সহায় না হওয়ায়, তাহাদের জাতীয় জীবন কত দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য ! সমাজের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইলে বাল্য-বিবাহ রূপ দুর্নীতি অচিরকাল মধ্যে দূর হইয়া যাইতে বাধ্য হইবে। বর্ত্তমান পণপ্রথা, যাহা বিবিধ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া সমাজ মধ্যে নানা অনর্থ সংঘটন করিতেছে, তাহাও নিবারণ করিতে হইবে।

ডাক্তার ঘোষ তৎপর সভ্যবৃন্দকে এই বলিয়া সাবধান করিয়াছেন যে, যখন তাঁহারা এরূপ উন্নত সংস্কার পথে অতি ধীর অথচ দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইতে থাকিবেন, তখন যে তাঁহারা সমাজের অসন্তোষ ও বিরাগভাজন না হইবেন, এমন নহে। বিভিন্ন মত-বিশ্বাসের মধ্যে স্বাধীনভাবে স্বীয় মত লইয়া চলিতে হইবে। কিন্তু ইহাও মানিয়া চলিতে হইবে যে, স্বীয় সম্প্রদায়গত মতের প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া, অন্য সম্প্রদায়ের প্রাণে বেদনা সঞ্চারের কোন প্রয়োজন নাই। কায়স্থগণ অবশ্য দেখিয়া আসিতে-

ছেন যে, ভারতের প্রত্যেক সম্প্রদায় স্বীয় স্বীয় সম্মানের পথে অগ্রসর হইতেছেন। ইহা তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, যে সভা বা সম্মিলনী সম্প্রদায়বিশেষের এরূপ উন্নতির পরিপন্থী, তিনি তাহার পক্ষপাতী নহেন। পরস্পর হিংসা দ্বেষ বিসর্জ্জন দিয়া কেবল সহানুভূতি ও ভাল বাসাই স্থাপন করিতে হইবে। পরস্পর সকলেই বন্ধু-ভাবে সামাজিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। হিংসা ও বিসম্বাদই সমগ্র জাতিগত উন্নতি চেষ্টার পথে কণ্টক স্বরূপ; আমরা এই উন্নত সংস্কারের উন্নত পথে এ হেন বিপদকে দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইব।

দুষ্টার পর সভাপতির সম্বোধন শেষ হইল। সর্ব্বত্রই সকল সভায় সভাপতির অভিভাষণের পর বিষয় নির্ব্বাচণী-সভার কার্য্য হয়, কিন্তু এস্থলে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম করা হইল। অভিভাষণ শেষ করিয়া সভাপতি আসন গ্রহণ করিলেই ডাক্তার আর্-রণজিৎ সিংহ কায়স্থ-পাঠশালার অর্থাভাব সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উকিল শ্রীযুক্ত ঈশ্বরশরণ উহা সমর্থন এবং বাঁশবেরিলীর বলদেবপ্রসাদ অনুমোদন করিলে, রায় অষ্টভূজপ্রসাদ বাহাদুর বার্ষিক ৬০০৲ লাভের একখানি বাটী, মিঃ এস্ সিংহ ৫০০০৲ এবং ডুমরাওয়ের রায় হরিহরপ্রসাদ সিংহ বাহাদুর ১৫০০০৲ হাজার টাকা পাঁচ বৎসরে দিতে প্রতিশ্রুত হন। এতদ্ব্যতীত আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিশ্রুতি প্রায় ৮০০০৲ টাকা হয়। এই প্রতিশ্রুতি এবং নগদ ৮৪৫৲ টাকা উঠে। তন্মধ্যে কানপুরের শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ নিগমের কন্যা শ্রীমতী সরস্বতী দেবী, তাহার কর্ণাভরণ, একগাছা মাকড়ী এবং অপর একটী বালিকা একগাছি সুবর্ণ বলয় প্রদান করেন। সভায় যখন টাকা সংগৃহীত হইতেছিল, সেই সময়ই প্রায় অধিকাংশ লোক সভা হইতে উঠিয়া গিয়াছিলেন। তখন সভাপতি মহোদয়ও প্রায় সাড়ে তিনটার সময় উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আমরাও সভাস্থান পরিত্যাগ করিয়া বাসায় আসিবার জন্য গাড়ীর চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে একজন স্বেচ্ছাসেবক আমাদিগকে ডাকিয়া পুনরায় ভিতরে লইয়া গেল। হল-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলাম, অভ্যর্থনা-সভার সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতির সভাপতিত্বে, বিষয়-নির্ব্বাচণী-সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র, বি-এল্, মহাশয় হিন্দু-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কায়স্থ-বালকের বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র পড়িবার অনধিকারের উল্লেখ করিয়া আওয়াজা-ই-খালক্ নামক সাপ্তাহিক ইংরাজী পত্রিকার মন্তব্য উপস্থিত করেন। ফৈজাবাদের শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভকিশোর বর্ম্মা বিষয়টী সমর্থন করেন। লক্ষ্ণৌ কায়স্থ-সদর-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণপ্রসাদ বর্ম্মা বলেন "হিন্দু-বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়িতে না পারা যায়, আর্য্য-সমাজের আংলো-বৈদিক

বিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে।" এতদুত্তরে শরৎবাবু আরও বিশদভাবে বিষয়টী বুঝাইয়া দিলে, ফৈজাবাদের উকিল শ্রীযুক্ত বালকরাম তাঁহাকে সমর্থন করিয়া প্রস্তাবটী গ্রহণার্থ বিষয় নির্ব্বাচণী-সভার সভাপতিগণকে অনুরোধ করেন; কিন্তু তাঁহারা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া অন্য প্রস্তাব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপ দেখিয়া বালকরাম সভা হইতে চলিয়া গেলেন। এবং আমরাও সেই সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রায় ১১॥টায় আন্তর্গণিক ভোজ হইল, তাহা ঠিক পংক্তি ভোজন নহে; কতক খাইয়া উঠিয়া যাইতে লাগিলেন, আবার কতক নূতন আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন, এইরূপে প্রায় দুইশত প্রতিনিধি আহার অন্তে সভায় উপনীত হইলে, প্রায় ১২॥ টার সময় সভাপতি ডাঃ ঘোষ মহাশয় আসিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। এই দিন বাঙ্গালীদিগের মধ্যে "কায়স্থ-কৌস্তুভ" প্রণেতা স্বর্গীয় রাজ-নারায়ণ মিত্র মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মিত্র (সপুত্র), ফরিদপুরের উকিল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দাস, বি-এল্, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, এম-এ, দিনাজপুরের উকিল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন, বি-এল্; ইহা-দিগকে সভায় দেখিতে পাই, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যেও কেহ তথায় আহূত হইয়া উপস্থিত হন নাই, যোগেন্দ্রবাবু ও যোগেশবাবু'ত লক্ষ্ণৌ যাত্রী।

অদ্যকার সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছিল;—

প্রথম প্রস্তাব—(ক) সমিত্র মহামান্য ভারত-সম্রাটের বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে জয় কামনা। (প্রস্তাবক সভাপতি স্বয়ং)।

(খ) যে সকল কায়স্থ সম্রাটের বিজয় অভিলাষে যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি ধন্যবাদ প্রদান। (প্রস্তাবক সভাপতি স্বয়ং)।

দ্বিতীয়—কতিপয় মৃত কায়স্থ মহাত্মার জন্য শোক প্রকাশ।

তৃতীয়—যুদ্ধে মৃত কায়স্থবীরের স্মৃতি স্থাপন বিষয়ে।

চতুর্থ প্রস্তাব—ভারতীয় সমগ্র কায়স্থ-সমাজ মধ্যে পরস্পর বিবাহ ও আহারাদির অবাধ প্রচলনার্থ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ লইয়া সমিতি গঠন:—

১। শ্রীযুক্ত কিসমত রায় (২) শ্রীযুক্ত অটলবিহারী (৩) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র (৪) শ্রীযুক্ত সিদ্ধিক (৫) শ্রীযুক্ত বি-এ গুপ্তে, (৬) শ্রীযুক্ত বলদেব প্রসাদ।

পঞ্চম প্রস্তাব—বিবাহ-ব্যয়-হ্রাস এবং যৌতুকাদি রাহিত্য সম্বন্ধে। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মিত্র এই প্রস্তাব সমর্থনে বেশ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন।

ষষ্ঠ প্রস্তাব—স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার এবং কায়স্থ-কুল-বধুর অবগুণ্ঠন রাহিত্য সম্বন্ধে।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ঈশ্বরশরণ বি-এল্। সমর্থক—মুন্সী মুকুন্দপ্রসাদ। অতঃপর কাণপুরের শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ নিগমের দশমবর্ষিয়া কন্যা শ্রীমতী সরস্বতী দেবী স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয় সংস্কৃত ও হিন্দিতে কয়টী কবিতা পাঠ করেন।

সপ্তম প্রস্তাব—কায়স্থজাতির মধ্যে উচ্চ শিল্প বাণিজ্যের প্রসার কল্পে কায়স্থ-পাঠশালা-কলেজে একটী স্বতন্ত্র বিভাগ করার আবশ্যকতা। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রপ্রসাদ প্রস্তাব করেন। শ্রীযুক্ত গুলজারীলাল সমর্থন করেন।

অষ্টম প্রস্তাব—দরিদ্র-কায়স্থ-বিধবার সাহায্যার্থ ভাণ্ডার স্থাপন। প্রস্তাবক—পণ্ডিত গঙ্গাদয়াল মুন্সী। সমর্থক—রায়সাহেব গঙ্গাপ্রসাদ।

নবম প্রস্তাব—পূর্ব্ব ভারতীয় রেলকর্ত্তৃপক্ষের নিকট এলাহাবাদের ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ।* প্রস্তাবক মুন্সী নরেন্দ্রপ্রসাদ। সমর্থক—শ্রীযুক্ত ঈশ্বরশরণ।

একাদশ প্রস্তাব—আগামী বর্ষে বাকীপুর এই মহাসম্মেলন আহ্বান।

দশম প্রস্তাব—সভাপতিকে ধন্যবাদ। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শঙ্করসহায়। সমর্থক—শ্রীযুক্ত বলদেব প্রসাদ।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

* ডাক্তার স্যার ঘোষ মহাশয়ের প্রত্যুদ্গমনার্থ—অভ্যর্থনা-সমিতির সহিত হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উদ্‌যোগী ব্রাহ্মণ মান্যবর শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য এবং মান্যবর ডাক্তার তেজ বাহাদুর সাপ্রুও এলাহাবাদ রেল ষ্টেশনের প্লাট ফরমে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রবেশ সময়ে তিন জন পুলিশ কনেষ্টবল ও একজন জমাদার ফটকের দ্বার অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল এবং জমাদার তাঁহাদিগকে বলিল, "অভ্যর্থনা-সমিতির পাঁচজন সদস্য ভিন্ন প্লাটফরমে আর কাহারও ঢুকিতে দেওয়ার আদেশ নাই।" মান্যবর মালব্য ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত মরেকে টেলিফোঁ করিয়া জানান; "তাঁহার এই আদেশ আইন বিরুদ্ধ" মরে সাহেব জবাব দিলেন, তিনি "তাঁহার নিকট আইন জানিতে চাহেন না।" কিন্তু মালব্য এবং এবং সাপ্রু ছাড়িলেন না; তাঁহারা প্লাট ফরমে প্রবেশ করিয়া ষ্টেশনমাষ্টার মিঃ হ্যালবিনের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি বলিলেন "আমি হুকুম তামিল করিতে বাধ্য, আপনাদের দুইজনকেও অভ্যর্থনা সমিতির পাঁচজনের মধ্যে লইয়া, প্রবেশ করিতে দিতে পারি।" উত্তরে মালব্য বলিবেন "পাঁচ জনের ভিতরেই থাকি ও বাহিরেই থাকি, আমরা দুইজনে প্লাটফর্ম ছাড়িব না।" এতদ্বিবরণ সম্মিলিত দরখাস্ত রেলওয়ে বোর্ডের অধ্যক্ষের নিকট প্রেরিত হয়।

সুপ্রজনন-বিজ্ঞান।

(৪) বংশানুক্রমের অর্থ ও গুরুত্ব।

"অঙ্গাদঙ্গাদ্‌ভবসি হৃদয়াদভিজায়সে।
আত্মা বৈ পুত্রনামাসি জীবত্বং শরদাংশতম্॥"

তুমি আমার অঙ্গসমূহ হইতে উদ্ভূত হইয়াছ—তুমি আমার অন্তরের অন্তরতম ধনজাত। আমি স্বয়ংই তোমার রূপ ধারণ করিয়া দ্বিতীয়বার জন্ম পরিগ্রহ করিলাম। ইহা কি কবির কল্পনা, অথবা পুত্রবৎসল পিতার উচ্ছ্বাস বাণী? বস্তুতই পুত্রের সত্তায় পিতার পুনর্জ্জন্ম নিহিত রহিয়াছে। এই রহস্যের মূলে বংশানুক্রম। মাতা পিতাও সন্তানগণের মধ্যে সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই সাম্য গঠনগত'ত হয়ই; মানসিক বিশেষত্ব ও নানাবিধ আচার ব্যবহারেও ইহা সুস্পষ্ট। বংশানুক্রমের প্রভাব যে কেবল জনক জননী ও সন্তানগণের মধ্যেই আবদ্ধ তাহা নহে; উর্দ্ধতন বংশসমূহের বিশেষত্ব অধস্তন বংশাবলীতেও সংক্রামিত হইয়া থাকে। কিন্তু সন্তানগণ জনক-জননীর মত হইলেও তাহাদের মধ্যে অনেক বৈষম্যও লক্ষিত হয়। এই বৈষম্য হইতেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ লাভ করে।

কি উপায়ে বংশানুক্রম সম্ভবপর হইতে পারে, অর্থাৎ পিতা ও মাতার শরীরে এমন কি পদার্থ আছে, যাহার সমবেত ফল সন্তানদেহে অবিচ্ছিন্নভাবে পর্য্যবসিত হইয়া তাহাকে মাতা পিতার অনুরূপ করিয়া তুলে—ইত্যাদি বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে এই সমস্যার গুরুত্ব ও জটিলতা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। প্রাণ-বৈজ্ঞানিক সমস্যাসমূহের মধ্যে বংশানুক্রমেই জনসাধারণ ও বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রহস্যপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়; যে হেতু—

(১) এই রহস্যোদ্‌ঘাটনের উপর কৃষী ও পশু পালকগণের লাভজনক ব্যবসায় 'সফলতা সাধন' নির্ভর করিতেছে।

(২) বংশানুক্রমের নিয়ম বুঝিতে না পারিলে, জীব-জগতের বিবর্ত্তন-প্রথা হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য।

(৩) সর্ব্বোপরি মানব-সমাজের উন্নতি বিধান। মানব জাতির উন্নতিকল্পে বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের গবেষণা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। উন্নত সমাজ-বিজ্ঞান ও সুপ্রজনন-সমিতি এই সকল প্রচেষ্টার ফল।

সকল সভ্য ও প্রাচীন সমাজেই বিবাহ-পদ্ধতি সুসংবদ্ধ-মনুপ্রবর্ত্তিত উদ্বাহ-বিধি সাংকালিক সুপ্রজনন-বিজ্ঞানে হিন্দু সমাজের উৎকৃষ্ট দান। সগোত্রে বৈবাহিক

সম্বন্ধ স্থাপন ইত্যাদি কতিপয় বিষয় আধুনিক প্রাণ-বিজ্ঞানের চরম কথা। ইংরাজ বৈজ্ঞানিক গ্যাল্টন্ সর্ব্ব প্রথম সুপ্রজনন-বিজ্ঞানের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। জার্ম্মাণ দার্শনিক মনুভক্ত নিট্‌শেও (Nietzsche) Übermensch বা মহামানবের স্বপ্নে আত্মহারা হইয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বাগ্রে গভীর ঝঙ্কারে শ্রেষ্ঠ, আদর্শ মানব জাতির মহা-সম্মিলন-গীতি শুনাইয়াছিলেন।

"Beyond thyself shalt thou build"—ইহাই ছিল তাঁহার মহামন্ত্র। তোমার সন্তানগণ তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হউক। মানুষের মত মানুষ হইতে হইলে প্রাণ-বিজ্ঞানের, শারীর-তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। শারীর-তত্ত্বের ভিতর তিনি জাতির জাতীয়ত্ব বিকাশের উপকরণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। নিট্‌শে বলেন "এমনও বিষয় আছে, যাহা (সমাজের কল্যাণের জন্য) অজ্ঞেয় ভগবত্তত্ত্ব অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়—আমি বলিতেছি স্বাস্থ্য, শারীরিক পরিপুষ্টির কথা। ইহাতেই মানব জাতির মুক্তি। আমার আমিত্ব ও দেহ একত্ববোধক, 'আত্মা' (Soul) এই দেহাভ্যন্তরস্থ অজ্ঞাত কোনও কিছুর নাম বিশেষ। হে ভ্রাতৃগণ! তোমার চিন্তা ও অনুভূতির অন্তরালে শক্তিমান্ পুরুষ—অজ্ঞাত মহাপুরুষে বিরাজ করিতেছেন। ইহাই প্রকৃত তুমি, ইহাই তোমার দেহ। এই 'দেহের' সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন করিয়া আমাদিগকে সুদৃঢ় দেহ ও মন-বিশিষ্ট সন্তান-সন্ততির জনক-জননী হইতে হইবে। তবেই মানব-সমাজ নিট্‌শের "মহামানবের" সমাজে পরিণত হইবে।

(৫) বংশানুক্রমে গুণক্ষেপণ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি উর্দ্ধতন বংশ সমূহের বিশেষত্ব অধস্তন বংশাবলীতে সংক্রামিত হইয়া থাকে, সুতরাং ব্যক্তিবিশেষে এমন কতকগুলি গুণ প্রকাশ পায় যাহা তাহার জনক-জননীতে আদৌ দৃষ্ট হয় না। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল গুণ পিতৃ বা মাতৃবংশীয় পূর্ব্ব পুরুষে বর্ত্তমান ছিল। এই ক্রিয়ার নাম গুণক্ষেপণ (Atavism)

শ্রেণী-বিভাগানুমোদিত দুই বিভিন্ন গণ্ডীর অন্তর্গত একক সমূহের মধ্যে সঙ্গম-সাধনের নাম 'সঙ্করতা-সাধন'। এতদুৎপন্ন সন্তানগণ 'সঙ্কর' আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। গুণক্ষেপণ সঙ্কর সন্তানেই প্রায় লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ ইহাদের কতকগুলি পিতামহ বা মাতামহের গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য কি? মেণ্ডেল্‌সূত্রের সাহায্যে এই সমস্যার মীমাংসা করা যায়।*

* গম্ভীরা' দ্বৈমাসিকে আমার লিখিত মেণ্ডেলসূত্র হইতে ইহার অংশ বিশেষ গৃহীত। লেখক

এক প্রকার শ্বেত কুক্কটের সহিত কৃষ্ণ কুক্কুটের মিলনে 'য়্যাণ্ডুলিউসিয়ান্' কুক্কুট উৎপন্ন হয়। ইহাদের বর্ণ নীল। স্বজাতি সঙ্গমে অর্থাৎ নীল কুক্কুটগণ যদি আপনাদিগের মধ্যেই সঙ্গম পরায়ণ হয়, তবে এই কুক্কুট হইতে তিন প্রকার সন্তান জন্মিয়া থাকে,—(১) পিতামহ অথবা মাতামহের ন্যায় শতকরা ২৫টী কৃষ্ণবর্ণ ২) পিতামহ অথবা মতামহের ন্যায় শতকরা ২৫টী শ্বেতবর্ণ, এবং (৩) অবশিষ্ট ৫০টী সন্তান নীলবর্ণ। নিম্নাঙ্কিত বংশলতার সাহায্যে ব্যাপারটী স্পষ্ট হইবে।

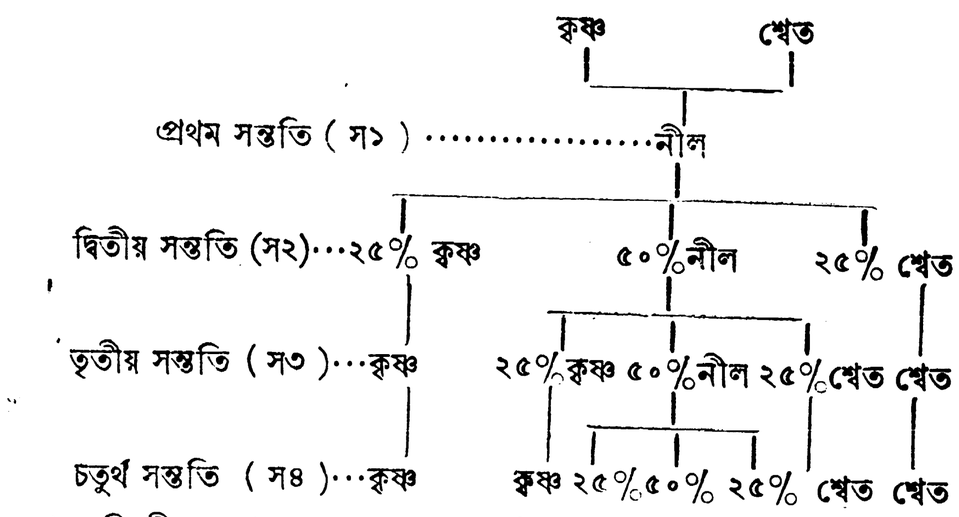

এখন যদি নীল সন্তান কৃষ্ণ অথবা শ্বেত পিতামহ কিংবা মাতামহ, অথবা কৃষ্ণ বা শ্বেত ভ্রাতা ভগ্নির সহিত মধ্যে পরস্পর মিথুনীকৃত হয়, তবে তাহার ফল কি রকম হইতে পারে? নিম্ন বিবৃত বিষয়সমূহ বুঝিতে পারিলে উক্ত প্রশ্নের উত্তর অতিসহজেই পাওয়া যাইবে।

দুই বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গম সাধনের অর্থ দুই বিভিন্ন জননকোষের সম্মিলন। মেণ্ডেল্ স্থির করিয়াছিলেন যে,প্রথম সঙ্করবংশের জননকোষে চরিত্রগুলি পৃথক হইয়া পড়ে, অর্থাৎ জনন কোষের যে যে অংশ ঐ সকল গুণের আধার তাহারাই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ফলে ঐ সকল আধারের অর্দ্ধেকাংশ একটী মাত্র বিশেষ গুণের আশ্রয় স্থলে পরিণত হয়, এবং অপরার্দ্ধে দ্বিতীয় গুণ বিকাশ লাভ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, য়্যাণ্ডুলিউসিয়ান্ কুক্কুটের অর্দ্ধেক ডিম্বকোষ কৃষ্ণত্ব ব্যঞ্জক ; অবশিষ্ট শ্বেত বর্ণের আধার। তদ্রূপ উক্ত কুক্কুটের অর্দ্ধেক শুক্রকোষ শ্বেতবর্ণত্বসূচক ও অর্দ্ধেক কৃষ্ণত্বব্যঞ্জক। সুতরাং যৌন সম্মিলন-কালে এই-রূপ জননকোষ-বিশিষ্ট দম্পতীর জনন কোষের মিলন চারি প্রকারের হইতে পারে।

(১) শ্বেতত্ব সূচক শুক্রকোষ × শ্বেতত্ব সূচক ডিম্বকোষ } শ্বেত সন্তান।

(২) শ্বেতত্ব সূচক শুক্রকোষ × কৃষ্ণত্ব সূচক ডিম্বকোষ } নীল সন্তান।

(৩) কৃষ্ণত্ব ব্যঞ্জক শুক্রকোষ / শ্বেতত্ব সূচক ডিম্বকোষ } নীল সন্তান।

(৪) কৃষ্ণত্ব ব্যঞ্জক শুক্রকোষ / কৃষ্ণত্ব ব্যঞ্জক ডিম্বকোষ } কৃষ্ণ সন্তান।

উক্ত ফলগুলিকে নিম্ন সংক্ষেপানুরূপ লিখিতে পারা যায়।

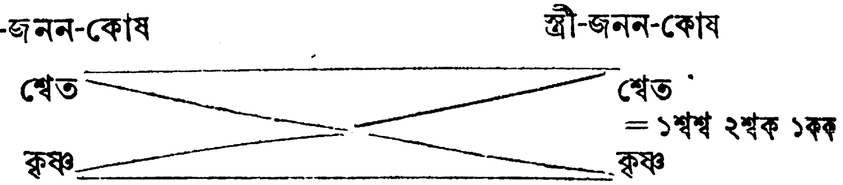

এই সূত্রটী হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, জনন-কোষের চারি প্রকার সম্মিলনের মধ্যে এক প্রকার হইতে শ্বেত (শ্বশ্ব) ও অপর এক প্রকার হইতে কৃষ্ণ (ককক, কুক্কুট জন্ম গ্রহণ করে। অবশিষ্ট দুই প্রকার সম্মিলনের ফলে নীল কুক্কুট (শ্বক) উৎপন্ন হইয়া থাকে, যে হেতু কৃষ্ণ × শ্বেত = শ্বেত × কৃষ্ণ। শ্বেত এবং কৃষ্ণ কুক্কুটগণ সবর্ণ সঙ্গমে যথাক্রমে শ্বেত এবং কৃষ্ণ সন্তান উৎপাদন করিবে; কারণ তাহাদের জনন-কোষ হইতে প্রতীপ-চরিত্র বিলুপ্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে নীল কুক্কুটদিগের জনন-কোষ প্রতীপ-চরিত্রের আধার বলিয়া উহাদের সবর্ণ সঙ্গমের ফলে পূর্ব্বচিত্রানুরূপ তিন প্রকার সন্তান (২৫ ০/০ কৃষ্ণ, ২৫ ০/০ শ্বেত, ৫০ ০/০ নীল) উৎপন্ন হইবে।

নীল কুক্কুটগুলি বাহ্যতঃ এক বর্ণ বিশিষ্ট হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহাদের জনন-কোষে কোনও চরিত্রের উদ্বোধক সংখ্যা মাত্র এক, যথা— ১ শ + ১ ক = শক। সুতরাং এই প্রকার কোষের নাম "বিপরিণাম" বা "সরল" জনন কোষ। পক্ষান্তরে কৃষ্ণত্ব ব্যঞ্জক (ক ক) বা শ্বেত বর্ণ সূচক (শ্ব শ্ব) জনন-কোষে একই চরিত্রের উদ্বোধক সংখ্যা দুই বলিয়া, এবং ইহাদের সবর্ণে সম্মিলন হইতে একই প্রকার সন্তান উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহারা "সপরিণাম" বা "দ্বিঘাতি" জনন-কোষ নামে পরিচিত।

কাজেই প্রথম সঙ্করবংশের নীল কুক্কুটগণ যদি তাহাদের ভ্রাতা ভগিনী কৃষ্ণ ও শ্বেত কুক্কুটের মধ্যে পরস্পর মিথুনীকৃত হয়, তাহা হইলে এই মিলনের ফলে নিম্নলিখিতরূপ সন্তান উৎপন্ন হইবে।

(১) কৃষ্ণ কুক্কুটের কৃষ্ণত্বব্যঞ্জক জনন-কোষ ও নীল কুক্কুটের শ্বেতত্বব্যঞ্জক জনন-কোষের সম্মিলনে নীল সন্তান।

(২) কৃষ্ণ কুক্কুটের কৃষ্ণত্ব সূচক জনন-কোষ ও নীল কুক্কুটের কৃষ্ণত্ব সূচক জনন-কোষের সংযোগে কৃষ্ণ সন্তান।

(৩) শ্বেত কুক্কুটের শ্বেতত্ব সূচক জনন-কোষ ও নীল কুক্কুটের শ্বেতত্ব ব্যঞ্জক জনন-কোষের সহযোগে শ্বেত সন্তান।

(৪) শ্বেত কুক্কুটের শ্বেতত্ব ব্যঞ্জক জনন-কোষ ও নীল কুক্কুটের কৃষ্ণত্ব সূচক জনন-কোষের সম্মিলনে নীল সন্তান।

শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, বি-এ।
(উইস্কন্সিন্)

গৌড়-কাহিনী।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন-দর্শন।

প্রিয় পাঠক ও পাঠিকা! আপনারা অবশ্যই এতক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমাদের পূর্ব্ব অধ্যায় বর্ণিত অশ্বারোহী যুবকগণ আর কেহই নহেন—স্বয়ং রণমুক্ত কুমার সুরপাল দেব, এবং তাঁহার উদ্ধারকর্ত্তা কেদারেশ্বর, কুমার শিবরাজ, সুবর্ণদেব ও কাহ্নুরদেব। কুমার শূরপালের কারা মোচনের পর তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত উদ্ধার কর্ত্তাগণ যখন তাঁহার প্রমুখাৎ অবগত হইলেন যে, কুমার রামপাল দেব অদ্যাবধিও তাঁহার সহিত একত্র মহাস্থান দুর্গাভ্যন্তরস্থ কারাগৃহেই আবদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কিয়দ্দিবস পরেই কোন অপরিজ্ঞাত কারণে তথা হইতে অন্য এক অজ্ঞাত স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছেন, এবং তদবধি দুর্গমধ্যস্ত কারাগৃহে কুমার শূরপাল একাকী অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

এত চেষ্টা ও কষ্ট সহ্য করিয়াও কুমার শূরপাল দেবের সহিত কুমার রামপাল দেবকে কারামুক্ত করিতে না পারায় তাঁহাদের অন্তঃকরণ নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। কিন্তু তখন আর চিন্তার অবসর ছিল না। তাঁহারা তাড়াতাড়ি ছদ্মবেশে অতি সংগোপনে ও সন্তর্পণে তাঁহাদের অনুসরণ কারীগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করত নানাপ্রকার বাধা বিঘ্ন ও আপদ বিপদের মধ্য দিয়া অবশেষে কয়েক দিবস পরে রাত্রিকালে পূর্ব্ব বর্ণিত অরণ্য বেষ্টিত ভগ্ন মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎপর যাহা যাহা সংঘটিত হইয়াছে,তাহা পাঠক পাঠিকাগণ অবগত আছেন।

নবাগত সেই সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে তথায় রাখিয়া প্রস্থান করিলে পর তাঁহারা সন্ন্যাসী প্রদর্শিত সেই ভগ্ন অট্টালিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, এবং তথায় অবস্থিত অগ্নি প্রজ্জ্বালনের উপকরণ লইয়া তৎসহযোগে প্রদীপ জ্বালিয়া দেখিলেন, গৃহের এক কোণে একটী পাত্রে কিছু দুগ্ধ,অপর একটী পাত্রে কিছু ফলমূল, একটী কলসী-পূর্ণ পরিষ্কৃত জল, কয়েকখানী কদলী পত্র এবং তথা হইতে একটু দূরে কয়েকখানি পরিষ্কৃত মাদুর ও কয়েকটি উপাধান রহিয়াছে। যুবকগণ ক্ষুৎ-পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। ঐ আহার্য্য সামান্য হইলেও অতিশয় পরিতৃপ্তির সহিত তাহা ভোজন করিলেন এবং জল পান ও হস্ত মুখ প্রক্ষালণ করত আর বিলম্ব না করিয়া মেঝের উপর মাদুর বিছাইয়া শয়ন করিলেন। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমে তাঁহারা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং শয়ন করিবামাত্রই সকলেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কেবলমাত্র একজনের কিছুতেই নিদ্রাকর্ষণ হইতেছিল না—তিনি কেদারেশ্বর। বিদ্যুতালোকে সেই নবাগত সন্ন্যাসীকে চকিতের ন্যায় দেখিবার পর হইতে কেদারেশ্বরের মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগিয়া গিয়াছিল, তাহা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিয়াছিল না। মৃগস্থাপনস্তূপ সন্নিধানে যে মহাপুরুষ তাহার কর্ণকুহরে আশ্বাস-বাণী ধ্বনিত করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত এই সন্ন্যাসীর আকৃতিগত যথেষ্ট সাদৃশ্য, সে লক্ষ্য করিয়াছিল। অথচ সেই সময়ে তথায় সেই মহাপুরুষের আগমনের কোন কারণ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এই নবাগত সন্ন্যাসী ও তাহার পূর্ব্বদৃষ্ট মহাপুরুষ একই ব্যক্তি হওয়া সম্ভবপর কিনা—যদি তাহাই হয় তবে এই মহাপুরুষই বা কে—আর মন্দির মধ্যস্থ সেই মৃত সন্ন্যাসীই বা কে—ইহাঁদের মধ্যে সম্বন্ধই বা কি নবাগত সন্ন্যাসী তাহাদের কোন পরিচয় জিজ্ঞাসাই বা করিলেন না কেন, এবং তাহাদের সহিত পরিচয় জ্ঞাপক কোন প্রকার আলাপ না করিয়া সেই রাত্রিতে তিনি কোথায়ই বা চলিয়া গেলেন—সেই রাত্রিতে সেই অবস্থায় মন্দির মধ্যে মৃত সন্ন্যাসীকে ফেলিয়া

যাইবারই বা উদ্দেশ্য কি—প্রাতঃকালে তাঁহার জন্য তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতেই বা বলিলেন কেন—গৃহ মধ্যে ফলমূল দুগ্ধ পানীয় জলই বা কে সংগ্রহ করিল, তবে কি তাঁহাদিগের আগমনের বিষয় সন্ন্যাসী পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন—তা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, এই প্রকার নানাবিধ আবশ্যকীয় অনাবশ্যকীয় প্রশ্ন-সমূহ কেদারেশ্বরের মনে উদয় হইতে লাগিল। প্রবল বাত্যা-তাড়িত সাগর-বক্ষে যেমন তরঙ্গের পর তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠে, কেদারেশ্বরের মনোমধ্যে সেইরূপ এক চিন্তার পর অপর চিন্তা উত্থিত হইয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। ক্রমে রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠিল, চিন্তার আতিশয্যে তখন তাহার ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ তন্দ্রাচ্ছন্ন হইল—চক্ষুর্দ্বয় স্বতই নিমলীত হইয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে বাহ্য জগতের সহিত কেদারেশ্বরের সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল—তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলেন।

নিশাশেষে কেদারেশ্বর এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন যেন অনন্ত বিস্তৃত সুনীল সাগর বক্ষে তিনি উত্তাপ-তরঙ্গ-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। দিগন্তস্থিত দিগন্ত প্রসারী অনন্ত নভোমণ্ডল তাহার চতুর্দ্দিকে সুদূর চক্রবালরেখা পর্য্যন্ত আবৃত করিয়া বিরাজ করিতেছে। আকাশ বিদ্যুদ্দাম বিলসিত নিবিড় নীল জালে আচ্ছন্ন। চারিদিকে অন্ধকার রাশি সাগরের ন্যায় গভীর—অতলস্পর্শ। দিক্‌সমূহ ঝটিকা বিক্ষুব্ধ হইয়া শব্দায়মান—যেন প্রলয়ের বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে—যেন জগতে একটা তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। সহসা সেই নিবিড় নীল জাল ভেদ করিয়া—সেই অন্ধ তমসাচ্ছন্ন দিক্‌সমূহ বিকশিত করিয়া সূর্য্যোদয় হইল। অতি প্রকাণ্ড সূর্য্যমণ্ডল সহস্র ভাস্বর রশ্মি জালে উদ্ভাসিত। সেই বৃহৎ সূর্য্যমণ্ডলের সমুজ্জ্বল দীপ্তিতে আকাশ মণ্ডল প্লাবিত হইয়া গেল—সমগ্র জগৎ আলোকিত হইয়া উঠিল। তারপর মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন কি ইন্দ্রজাল প্রভাবে সমস্ত দৃশ্য দুর্য্যোগ থামিয়া গেল—ঝটিকার বেগ প্রশমিত হইল—বাহ্য প্রকৃতি প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। তখন কেদারেশ্বর সবিস্ময়ে সেই প্রদীপ্ত সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে দুইটী অস্পষ্ট ছায়া মূর্ত্তি অনুভব করিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই ছায়া মূর্ত্তিদ্বয় জীবন্ত মূর্ত্তির আকার ধারণ করিল। কেদারেশ্বর সানন্দে চাহিয়া দেখিলেন, সেই মূর্ত্তিদ্বয়ের মধ্যে একটী তাঁহার পরলোকগত পিতা সুরথসেন এবং অপর মূর্ত্তিটী তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট সেই জটাজুটধারী সন্ন্যাসী। মূর্ত্তিদ্বয়ের মধ্যে নিরতিশয় মৌলিক সাদৃশ্য দেখিয়া কেদারেশ্বর কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, এবং পিতৃ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া তাঁহার নিকট যেমন সন্ন্যাসী মূর্ত্তিটীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে যাইবেন,

অমনি পিতা যেন তাহা বুঝিতে পারিয়া স্বীয় ওষ্ঠোপরি মধ্যমাঙ্গুলি স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে ইঙ্গিতে কথা বলিতে নিষেধ করিলেন। পরক্ষণেই সেই সন্ন্যাসী মূর্ত্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যেন বলিলেন "বৎস! অল্প বয়সেই তুমি বহুকষ্ট পাইয়াছ। তোমার কষ্টের সময় এখনও যে অবসান হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না। তবে তোমার অদৃষ্টাকাশ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হইতেছে। ভবিষ্যতে তাহা যে সম্পূর্ণ নির্ম্মল হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমার পার্শ্বে এই যে দেব-নিন্দিত প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছ, এই মূর্ত্তি হইতে তোমার প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। ইঁহার বাণী দেববাণীবৎ মনে করিবে।" সেই মূর্ত্তি এইরূপ বলিয়া কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন। তারপর দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষুদ্বয় যেন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন "বৎস! বরেন্দ্রীতে শীঘ্রই দারুণ দাবানলের ন্যায় বিষম বিপ্লব বহ্নি প্রজ্বলিত হইবার সূচনা দেখিতে পাইতেছি। সে বিপ্লব বহ্নি শীঘ্রই দেশ ব্যাপি আকার ধারণ করিবে। কিন্তু তাহা দেখিয়া ভীত হইও না। শক্তিশালী পুরুষ বিপ্লবের মধ্যেই আত্ম-শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। তোমারও আত্মশক্তির পরিচয় প্রদানের সময় আসিতেছে। কখনও আত্ম প্রত্যয় হারাইও না। তোমার কল্যাণ হউক।

এই কথার পর সেই দীপ্তিশালী সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী সমুজ্জ্বল প্রভাস সম্পন্ন মানব মূর্ত্তিদ্বয় সহসা অন্তর্হিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সেই সুবৃহৎ সূর্য্যমণ্ডল মহাসমুদ্রে জল-বুদ্বুদবৎ অনন্ত প্রসারী মহাকাশে অদৃশ্য হইয়া গেল। আবার নীল-নভোমণ্ডল প্রলয়ঙ্করী ঘোরঘটা বিশিষ্ট মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন হইল। দিঙ্মণ্ডল যেন ভীষণ ভূমকম্পনের বেগে আলোড়িত বিক্ষিপ্ত বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। পাদপদল-প্রমাথী ভীম ঝঞ্ঝাবাত প্রবলবেগে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র গভীর গর্জ্জনে প্রবাহিত হইতে লাগিল। পাখীগণ কুলায় ছাড়িয়া বিকট চীৎকারে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া আকাশে উড়িতে লাগিল। সমগ্র জীবজগৎ সভয়ে আর্ত্তনাদ করত তুমুল কোলাহলের সৃষ্টি করিতে লাগিল; তদ্দর্শনে দারুণ আতঙ্কে কেদারেশ্বরের নিদ্রাভঙ্গ হইল—তখন প্রভাত হইয়াছে।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা, বি-এ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব।

মাননীয় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় কিছু দিন যাবৎ কৃষ্ণকথায় ও কৃষ্ণ-তত্ত্বের আলোচনায় মন দিয়াছেন। নানা পত্রিকায় ও নানা বক্তৃতায় নানাভাবে তিনি কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন। গুরুর কৃপায় তিনি নাকি কৃষ্ণতত্ত্বের কিঞ্চিৎ সন্ধানও পাইয়াছেন। সত্য হইলে, কৃষ্ণতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ও তদ্রসপিপাসু ব্যক্তিদিগের পক্ষে এ বড় সুখের সংবাদ। ১৩২২ সনের আষাঢ়ের নারায়ণে "ভগবদ্‌গীতায়" কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা" নামে তাঁহার একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধটি পাঠ করিলেই কিন্তু মনে হয়, বিপিনচন্দ্র কৃষ্ণ-তত্ত্ব বুঝাইতে বা কৃষ্ণ-তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, কৃষ্ণ বস্তু ছাড়িয়া, কি একটা অবস্তুর পশ্চাতে উন্মত্তের মত ধাবমান হইতেছেন। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিকে এতদবস্থ দেখিয়া, কিঞ্চিৎ ব্যথিত হইয়াই তিনি শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও তাঁহার ঐ বিষয়ক উক্তি বিষয়ে কয়েকটি কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

গীতার সহিত উপনিষদের সম্বন্ধ।

উপনিষৎ ও গীতা এই দুইটিই বিপিনবাবুর প্রবন্ধের প্রধান অবলম্বন। এ দুইয়ের মধ্যে, পরমেশ-তত্ত্ব লইয়া তিনি এক বিষম ভেদ-রেখার কল্পনা করিতেছেন। তাঁহার বিবেচনায় গীতায় যে পরম-তত্ত্ব আছে, উপনিষদে তাহা নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার এই কল্পনা সর্ব্বথা ভিত্তি হীন। ইহা দেখাইবার জন্য আমরা, সর্ব্ব প্রথমে, গীতার সহিত উপনিষদের যে কি সম্বন্ধ তাহাই প্রদর্শন করিব। তৎপরে—বিপিনবাবুর উক্তিগুলির অসারতা ও ভিত্তিহীনতা একে একে প্রদর্শিত হইবে।

বেদ ও উপনিষৎ আর্য্যদিগের পরম গৌরবস্থল। এই সকল গ্রন্থে যে সকল মূল্যতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, তাহাদিগেরই অনুগত অর্থ অবলম্বন করিয়া কালক্রমে বিবিধ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রুতির অন্বর্থ বলিয়াই এই সকল গ্রন্থ স্মৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতাও শ্রুতিরই অন্বর্থ। এই জন্যই ইহা মহতী স্মৃতি বলিয়া সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত ও সমাদৃত। গীতায় কোন কোন স্থলে উপনিষদের বা শ্রুতির বাক্যগুলি অবিকলই উদ্ধৃত হইয়াছে, কোথাও বা শ্রুতির ঐ একটি চরণের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কোন কোন স্থানে উপনিষদের বাক্যগুলিরই তাৎপর্য্যার্থ নানাভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইরূপে গীতার প্রায় অর্দ্ধেকেরই উপনিষদ্‌রূপ অস্থি মজ্জায় গঠিত। যাঁহারা উপনিষদ্ ও গীতা উভয়ই অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই তাহা জানেন।

তথাপি সাধারণের অবগতির জন্য আমরা এখানে উভয় গ্রন্থ হইতেই কতিপয় স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

উপনিষদে আছে—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন—

ন জায়তে ম্রিয়তে কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

[সাংখ্যযোগ]

এখানে তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ অবিকলই রহিয়াছে। প্রথম চরণও প্রায় অবিকলই আছে। কেবল দ্বিতীয় চরণটী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র।

উপনিষদ্ বলিতেছেন—

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

গীতায় ভগবান্ ইহারই পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজনীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ [সাংখ্যযোগ]

এখানে দ্বিতীয়ার্দ্ধ অবিকলই উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথমার্দ্ধেও প্রকৃতভাবের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই।

উপনিষদ্ বলেন—

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভির্জায়তে যত্র তত্র।
পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্ত ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ।

যে ব্যক্তি কাম্যবস্তুসমূহের চিন্তা করিয়া সেই সেই বিষয় আকাঙ্ক্ষা করে, সে ব্যক্তি সেই সকল কামনাসহ সেই সেই কামভোগোপজীবী লোকে—যেখানে সেখানে—জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু বাসনা বর্জ্জিত কৃতাত্ম ব্যক্তির সমুদায় কামনা এখানেই বিলীন হয়।

অপিচ

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে॥

[রাগঃ কর্ম্মফলাসক্তিঃ]

নানাপ্রকার অজ্ঞানতায় অবস্থিত থাকিয়া অর্থাৎ অজ্ঞানতাপ্রসূত নানাপ্রকার কর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত ও আসক্ত থাকিয়া অজ্ঞানীরা 'আমরা কৃতার্থ হইলাম' এইরূপ অভিমান করে। সেই অজ্ঞানী কর্ম্মীরা, কর্ম্মফলে আসক্ত থাকে বলিয়া, ব্রহ্ম-তত্ত্ব বিশেষ জানিতে পারে না, সেইজন্য তাহাদের কর্ম্মফল ক্ষয় হইলে তাহারা দুঃখার্ত্ত হইয়া স্বর্গলোক হইতে পতিত হয়।

উপনিষদের এই সকল স্থলে কর্ম্মফলাসক্তির বা সকামতার অপকৃষ্ট পরিণাম ও নিষ্কামতার উৎকৃষ্ট পরিণাম বর্ণিত হইয়াছে। ইহাই গীতার

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্ম-ফলহেতুর্ভূর্ মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ [নিষ্কাম কর্ম্মযোগ]

এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের ভিত্তি।

ভক্তদিগের ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির মূল যে বৈরাগ্য, ভগবান্ তাহার উপদেশ করিতে যাইয়া গীতায়

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥

ইত্যাদি বাক্যের যে অবতারণা করিয়াছেন তাহাও

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।

ইত্যাদি উপনিষদ্ বাক্যেরই অনুবাদ বা অন্বর্থমাত্র। (শঙ্কর ও শ্রীধর দেখুন)

উপনিষদের এই বাক্যটির অন্বর্থ বা অনুবাদ গীতার ন্যায় পুরাণেও দৃষ্ট হয়। ভাষায় কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও অনুবাদ ব্যাপারে, গীতার সহিত তাহার বিলক্ষণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। পাঠকগণের কৌতূহলোৎপাদনের জন্য আমরা এখানে উহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

পুরাণে আছে—

অব্যক্ত মূলপ্রভবস্তস্যৈবানুগ্রহোত্থিতঃ।
বুদ্ধিস্কন্ধময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ॥
মহাভূতপ্রশাখশ্চ বিষয়ৈঃ পত্রবাংস্তথা।
ধর্ম্মাধর্ম্মসুপুষ্পশ্চ সুখদুঃখফলোদয়ঃ॥
আজীবঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ।
এতদ্‌ব্রহ্মবনঞ্চৈব ব্রহ্ম চরতি নিত্যশঃ॥
এতচ্ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ জ্ঞানেন পরমাসিনা।
ততশ্চাত্মরতিং প্রাপ্য যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥

(বাহুল্য ভয়ে অনুবাদ দেওয়া হইল না)

এই সকল কল্পনা ও ভাব উপনিষদেরই অন্বর্থমাত্র।

গীতার সারভূত একাদশ অধ্যায়ে যে বিশ্বরূপের বর্ণনা, যে বিশ্বরূপের উপাসনাই গীতার চরম উপদেশ, যে বিশ্বরূপের উপাসকদিগকেই গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে যুক্ততম ভক্ত বলা হইয়াছে, সেই 'বিশ্বরূপ' শব্দটিও উপনিষদ্ বা শ্রুতিরই সম্পত্তি; বিশ্বরূপের বর্ণনাটিও শ্রুতিরই অন্বর্থ।

উপনিষদ্ বলেন—

"সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্॥" ইত্যাদি
"অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপোহকর্ত্তা"
" স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণ স্ত্রিবর্ত্মা।"
"তং বিশ্বরূপং ভুবনেশমীড্যম্"
"বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাদ"

এই সকল শ্রুতি বা উপনিষদ্ বাক্যের অন্বর্থ লইয়াই গীতায় বিশ্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

পরমার্থসিদ্ধির জন্য ভক্তদিগের প্রতি কৃপা করিয়া ভগবান্ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে জ্ঞেয় বস্তুর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও উপনিষদেরই কথা।

সর্ব্বতঃ পানিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্। ইত্যাদি

উপরি উক্ত চরণ কয়টি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ হইতে গীতায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে।

এইরূপে গীতার যে অংশই পরীক্ষণ করিবে, সেইখানেই দেখিবে, উপনিষদ্ই গীতার অস্থি মজ্জা। বস্তুতঃ গীতা হইতে উপনিষদ্ ও উপনিষদের তত্ত্ব তুলিয়া লইলে গীতার গীতাত্বই থাকে না।

বিপিনচন্দ্র কিন্তু সেই উপনিষদ্ বা শ্রুতিকেই গীতা হইতে হীন ও ক্ষীণ দেখাইবার জন্য ব্যস্ত। তিনি দেখাইতে চাহেন, উপনিষদে যে তত্ত্ব নাই, গীতায় তাহা আছে। তিনি বলিতেছেন—"গীতা পুরুষোত্তম বলিয়া যে তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা উপনিষদে ঠিক আছে বলিয়া মনে হয় না।" তাঁহার এই উক্তিটী একটু খুলিয়া বলিলে এই দাঁড়ায় যে পরমেশ-তত্ত্ব সম্বন্ধে পুরুষোত্তম বলিয়া গীতা যাহা জানাইয়াছেন, উপনিষদে তাহা নাই। এইখানেই বিপিন বাবুর প্রমাদ। বস্তুতঃ

উপনিষদের সার যে ব্রহ্ম-তত্ত্ব বা আত্ম-তত্ত্ব তাহাই আকর্ষণ করিয়া ভগবান্ গীতায় সরলতর ও মধুরতর করিয়া অর্জ্জুনের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র।

গীতা মাহাত্ম্যে আছে—

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধী র্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

"অর্থাৎ সকল উপনিষদ্ গাভী স্বরূপ, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দোহন কর্ত্তা, পার্থ বৎসস্বরূপ, আর গীতোপদেশের অমৃতবস্তু দুগ্ধস্বরূপ, সুধীজনে এই দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন।"

(বিপিনবাবুর অনুবাদ নারায়ণে দেখুন)

গাভীর সার যেমন দুগ্ধ, উপনিষদের সার তেমন পরব্রহ্ম-তত্ত্ব বা পরমাত্ম-তত্ত্ব। তাহাই "গীতোপদেশের অমৃত বস্তু" বা গীতারূপ মহদমৃত। এই গীতোপদেশের অমৃত বস্তু যা দুগ্ধ গোপনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উপনিষদরূপ গাভী হইতেই দোহন করিয়াছেন। পুরুষোত্তম বা উত্তম পুরুষ বলিয়া গীতা যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা উপনিষদেরই সম্পত্তি, গীতার নহে।

উপনিষদে আছে—

"প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতি র্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ।"

"যিনি প্রধানের (অর্থাৎ জগদুপাদানভূত মূলশক্তির) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (অর্থাৎ শরীরের জ্ঞাতা জীবাত্মার) স্বামী, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের নিয়ন্তা এবং সংসারের স্থিতি বন্ধন ও মোক্ষের হেতু"

"য ঈশে অস্য জগতো নিত্যমেব
নান্যো হেতুর্বিদ্যতে ঈশনায়।"

যিনি এই জগৎকে সর্ব্বদা নিয়মিত করিতেছেন, যিনি ভিন্ন জগৎশাসক অন্য কেহ নাই

"সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা"

যিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা,

"ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে"

যাঁহার কোন পতি বা নিয়ন্তা নাই,

"তমীশ্বরাণাং পরমাং মহেশ্বরম্"

যিনি ঈশ্বরদিগের ও পরম মহেশ্বর, ইত্যাদি মহনীয় শ্রুতি সকল যাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাঁহাকেই উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ঘোরতর প্রমাদ হেতু বিপিনবাবু তাহা বুঝিতে পারেন নাই দেখিয়া আমরা দুঃখিত।

উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম বলিলে যাহা বুঝায়, বেদে পরমাত্মা, পরম পুরুষ বা মহান্ পুরুষ পদে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ও

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ"।

এই বাক্যদ্বারা তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীধরস্বামী ও তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। (গীতা দেখুন) বস্তুতঃ এই পুরুষোত্তম বা পরম পুরুষের তত্ত্ব উপনিষদে ভূয়ো ভূয়ঃ কীর্ত্তিত রহিয়াছে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা উপনিষদ্ হইতে আরও দুই একটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

উপনিষদ্ বলিতেছেন—

ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং যথা নিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্ ঈশং তং জ্ঞাত্বা অমৃতা ভবন্তি॥

তাহা হইতে অর্থাৎ জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, অপরব্রহ্ম হইতেও (হিরণ্যগর্ভরূপী অক্ষর আত্মা হইতেও) শ্রেষ্ঠ ("অক্ষরাৎ পরতঃপরঃ") প্রতি শরীরে বর্ত্তমান, সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত, সমুদয় বিশ্বের একমাত্র ব্যাপক সেই মহান্ ঈশ্বরকে জানিয়া সাধকগণ অমৃত হন।

এখানে ক্ষরপুরুষ জগৎ এবং অক্ষর পুরুষ হিরণ্যগর্ভরূপী শ্রেষ্ঠ জীবাত্মা এই পুরুষদ্বয়ের কথা আছে এবং এই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে ভিন্ন তাহাদিগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মহান্ ঈশ্বরের কীর্ত্তন করা হইতেছে। ইহারই অনুবাদে গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ॥

শ্রুত্যুক্ত এই মহান্ ঈশ্বরই পরমাত্মা। ইনিই উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই মহান্ ঈশ্বরকেই আমি বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন।

উপনিষদ্ বলিতেছেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

আদিত্যবৎ স্বপ্রকাশস্বরূপ অজ্ঞানের পরপারে স্থিত এই মহান্ পুরুষকে আমি জানি। তাঁহাকে জানিয়াই সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন; ইনি ভিন্ন অমৃতত্ব প্রাপ্তির অন্যপথ নাই।

"মহতমঃ তমসঃ পারে স্থিত" শ্রুতিগণ কীর্ত্তিত এই যে আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষ ইনিই গীতায় পরম পুরুষ পর পুরুষ বা উত্তম পুরুষ বলিয়া গীত হইয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংও শ্রীমুখে উপনিষদুক্ত এই পুরুষকেই পরম পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। ভগবান্ বলিতেছেন—

কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্
অনোরণীয়াং সমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদ॥
প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যাযুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

যিনি সর্ব্বজ্ঞ, অনাদি ও সর্ব্বনিয়ন্তা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম (অর্থাৎ অনু হইতেও অনু) যিনি সকলের বিধাতা ও অচিন্ত্যস্বরূপ, যিনি আদিত্যবৎ স্বপ্রকাশ এবং অজ্ঞানের বা অবিদ্যার পরপারে স্থিত, যে সাধক মৃত্যুকালে মন একাগ্র করিয়া সেই দিব্য পরম পুরুষকে স্মরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন।

এখানে ভগবান সেই শ্রুত্যুক্ত তমসঃ পারে স্থিত আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকেই পরম পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন এবং মৃত্যুকালে (প্রয়াণকালে) পরম গতি প্রাপ্ত হওয়ার জন্য, এই শ্রুত্যুক্ত পরম পুরুষই স্মরণীয় বলিয়া উপদেশ দিতেছেন। পরবর্ত্তী "ও মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্" ইত্যাদি বাক্যে ইহাকেই সংক্ষেপোক্তিতে ওঁকার বাচ্য ব্রহ্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং এই মৃত্যুকালের স্মরণীয় ব্রহ্মকেই আমি বলিয়া (অস্মদ্ শব্দের বাচ্য বলিয়া) জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এইরূপে যে পরম পুরুষ বা উত্তম পুরুষের তত্ত্ব উপনিষদে ভূয়োভূয়ঃ নানারূপে বর্ণিত রহিয়াছে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উপনিষদ্ হইতেই যে তত্ত্ব আকর্ষণ করিয়া গীতায় অর্জ্জুনের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উপনিষদে ঠিক আছে কিনা বিপিনবাবুর তাহা মনে হয় না। বিপিনবাবুর মনে নাও হইতে পারে; ভগবান কিন্তু স্পষ্টই বলিতেছেন—

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।"

ক্ষর ও অক্ষর এই উভয় পুরুষ হইতে বিভিন্ন আর একটী পুরুষ আছেন। তিনি উত্তম পুরুষ। শ্রুতিগণ ইহাকে পরমাত্মা বলেন। ("পরমাত্মেতি উদাহৃতঃ উক্তঃ শ্রুতিভিঃ" আচার্য্য শ্রীধরস্বামী)। অর্থাৎ ভগবান্ বলিতেছেন, শ্রুতিগণ পরমাত্মা বলিয়া যাঁহাকে নির্দ্দেশ করেন, তিনিই সেই উত্তম পুরুষ।

পরমাত্মা বলিয়া শ্রুতিগণ কাহাকে নির্দ্দেশ করেন। আমরা তাহা উপনিষদ্ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

শ্রুতি বলেন—

"এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ; স **পরে অক্ষরে আত্মনি** সম্প্রতিষ্ঠতে।"

এই যে দ্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা ও বিজ্ঞানাত্মা অর্থাৎ বিজ্ঞাতৃস্বভাব পুরুষ (ত্বং পদবাচ্য জীবাত্মা) তিনি অক্ষর পরমাত্মাতে ('তৎ'পদবাচ্য পুরুষে) প্রতিষ্ঠিত আছেন।

এই অক্ষর পরমাত্মাই পরং ব্রহ্ম "স তৎপদার্থঃ পরামাত্মা পরং ব্রহ্মেত্যুচ্যতে" সর্ব্বোপনিষৎসারঃ।

শ্রুতি বলেন—

"স যথা সৌম্য বয়াংসি বাসো বৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে, এবং হ বৈ তৎসর্ব্বং **পরে আত্মনি** সম্প্রতিষ্ঠতে।"

হে সৌম্য! যেমন পক্ষিগণ বাসবৃক্ষ আশ্রয় করে, সেইরূপ সেই সমস্তই (অর্থাৎ মন ও মন্তব্য; বুদ্ধি ও বোদ্ধব্য, চিত্ত ও চেতব্য, অহং বোধ ও তদ্বিষয় ইত্যাদি সমস্তই) পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই পরমাত্মাই পরং ব্রহ্ম ("স তৎপদার্থঃ পরমাত্মা পরং ব্রহ্মেত্যুচ্যতে" উপনিষৎ দারঃ।) ভাগবত বলেন ব্রহ্মই পরমাত্মা। (ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ১২শ স্কন্দ) বিষ্ণুপুরাণ বলেন 'সেই ব্রহ্মই পরমাত্মা' তিনিই ঈশ্বর (স ব্রহ্ম তৎপরং ধাম পরমাত্মা স চেশ্বরঃ।) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, শ্রুত্যুক্ত পরমাত্মাই উত্তম পুরুষ পুরুষোত্তম। আমরা দেখাইয়াছি, শ্রুত্যুক্ত পরমাত্মাই পরম ব্রহ্ম; সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরং ব্রহ্মকেই স্পষ্টতঃ উত্তম পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। এবং এইজন্যই তিনি বলিতেছেন "বেদে চ প্রথিতঃ।" কিন্তু ভগবান্ বলিলে কি হয়। বেদে থাকিলেই বা কি হয়? শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র যখন দেখিতে পাইতেছেন না তখন ইহা "গীতারই সম্পত্তি।"

যাঁহারা অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলন করেন, গীতা ও উপনিষদাদির অর্থ মনন করেন, তাঁহারা সকলেই জানেন পরমাত্মা ও পরংব্রহ্ম একই বস্তু। গীতায় ইনিই উত্তম পুরুষ বলিয়া গীত হইয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ও তাহাই বলেন। তথাপি জানি না কি জন্য, বিপিনবাবু ইহা বুঝেন না অথবা বুঝিতে চাহেন না। আমরা যতদূর বুঝি প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানতাই ইহার প্রধান কারণ। আমরা দেখিতেছি—

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥" গীতা

এই ভগবদুক্তির অর্থ বুঝিতে গিয়া বিপিনবাবু মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি বুঝাইতেছেন—"প্রণবের আবৃত্তির সঙ্গে ব্রহ্মলাভের জন্য অন্য কোনও উপায়ান্তর অবলম্বন করা নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু এখানে শ্রীকৃষ্ণ ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকেও স্মরণ করিতে বলিতেছেন।" এখানে 'তাঁহাকেও' এই অংশটিই তাঁহার হৃদয়োত্থ ভ্রান্তিবীজের অঙ্কুর। বিপিনবাবু এখানে, "ওঁ" পদে যাঁহাকে বুঝায়, সেই ব্রহ্ম হইতে "মাং" পদবাচ্য বস্তুকে পৃথক্ বলিয়া বুঝিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট করিয়া লিখিতেছেন—"অর্থাৎ কেবল ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মের আবৃত্তিদ্বারা পরমগতি লাভ হয় না, এজন্য শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান বা স্মরণ আবশ্যক।" এখানেই বিপিনবাবুর সুমহতী ভ্রান্তি। এখানেই তিনি কৃষ্ণবস্তু ছাড়িয়া অবস্তুর সন্ধানে অগ্রসর। এবং ইহাই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব কথনের মূল কথা।

বিপিনবাবুর কথার তাৎপর্য্য এই যে সাধক মৃত্যুকালে (প্রয়াণকালে) মুখে আবৃত্তি করিবেন 'ওঁ' 'ওঁ' অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্রহ্ম এবং মনে মনে স্মরণ করিবেন ব্রহ্ম ভিন্ন অপর বস্তু 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ'। তাহা হইলেই তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হইবেন। ও হরি! বিপিনচন্দ্রের হস্তে হরির কি দুর্গতি! বিপিনচন্দ্রের মুখে একি অভূত শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব কথন!! মুখে জপ করিবে 'হ্রীং দুর্গা' 'হ্রীং দুর্গা' আর মনে মনে স্মরণ করিবে 'ক্লীং কৃষ্ণ' 'ক্লীং কৃষ্ণ'। বিপিনচন্দ্রের একি অভিনব সাধন-তত্ত্ব!

কৌতুকের বিষয় এই—বিপিনবাবু এই যে নূতন ভাব আবিষ্কার করিয়াছেন, ভগবদুক্তির তাৎপর্য্য কিন্তু আদৌ তাহা নহে। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য ভগবদুক্তির তাৎপর্য্য সংক্ষেপে বলিতেছি।—

প্রয়াণকালে (মৃত্যুকালে) ভক্তিযুক্ত হইয়া যাঁহাকে স্মরণ বা ধ্যান করিলে পরমগতি প্রাপ্ত হওয়া যায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব শ্লোকে তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—তমসঃ পরস্তাৎ আদিত্যবর্ণ পরম পুরুষকে অর্থাৎ পরব্রহ্মকে ভক্তিভাবে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলে সাধক সেই দিব্য পরম পুরুষ

জপে পরমগতিকে প্রাপ্ত হয়।—(গীতা ৮ম অঃ ৯।১০ শ্লোক।) তৎপর, বেদবিদ্‌গণ ব্যাখ্যাত ও বীতরাগ-যতিগণলভ্য সেই ব্রহ্মকে সহজে ও নিঃসংশয়িতরূপে প্রাপ্ত হওয়ার উপায় সংক্ষেপে বলিবেন বলিয়া ভগবান্ অর্জ্জুনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন। (গীতা ৮ম অঃ ১১শ শ্লোক এবং তাহার ব্যাখ্যা দেখুন) এবং ঠিক তাহারই পরে ভগবান্ প্রতিজ্ঞাত উপায় বলিতেছেন—

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥

ভগবান্ উপদেশ করিতেছেন—ব্রহ্মস্বরূপ'ওঁ'এই একাক্ষর মাত্র উচ্চারণ করিতে করিতে তদ্বাচ্য আমাকে (ঈশ্বরকে) স্মরণ করিয়া যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন। (ব্রহ্মের বাচক বলিয়া একাক্ষর ওঁকারই ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।)

অর্থাৎ ভগবান্ বলিতেছেন ব্রহ্মের বাচক বলিয়া ওঁকারই ব্রহ্ম স্বরূপ। এই ওঁকারের বাচ্য যে ব্রহ্ম তিনিই আমি। ব্রহ্মের যে একাক্ষর নাম 'ওঁ' তাহা উচ্চারণ করিলেই আমাকে অনুস্মরণ করা হয়, কারণ এই 'ওঁ' নামের পশ্চাতে আমিই আছি—আমিই এই 'ওঁ' নামের নামী। মৃত্যুকালে আমার (ঈশ্বরের) বাচক 'ওঁ' এই একটী মাত্র অক্ষর উচ্চারণ করিতে করিতে আমাকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিলেই জীব আমাকে (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত হয়।

এখানে ওঁকার বাচ্য ব্রহ্মকেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমি বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন সুতরাং এখানে ব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণ (মাং পদবাচ্য পুরুষ) দুইই এক-অভিন্ন বস্তু। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও তাহাই বলিতেছেন। "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্রহ্মণোঽভিধানভূতমোঙ্কারং ব্যাহরন্ উচ্চরন্ তদর্থভূতম্, মাম্, ঈশ্বরম্ অনুস্মরন্ চিন্তয়ন্" ইত্যাদি। ভাগবতাচার্য্য—ভক্তশিরোমণি শ্রীধরস্বামীও সেই কথাই আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন—"ওমিত্যেকং যদক্ষরং তদেব ব্রহ্মবাচকত্বাদ্ ব্রহ্মপ্রতিমাদিবদ্ ব্রহ্মপ্রতীকত্বাদ্ ব্রহ্ম, তদ্‌ব্যাহরন্ উচ্চরন্ তদ্বাচ্যঞ্চ মাম্, অনুস্মরন্ ইত্যাদি"। শ্রীকৃষ্ণ নিজেও গীতায় স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন—আমি ওঁকার। (৯ম অঃ ১৭শ শ্লোক)

ভাগবত স্পষ্টভাষায় এই ওঁকারকে পরমাত্মারই বাচক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ততোঽভূৎত্রিবৃদ্‌ওঁকারো যোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্।
যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীরেবতীমোহন কাব্যতীর্থ।

সমালোচনা।

ক্যালেণ্ডার। লাক্ষ্ণৌ, ৪৫ নং নাজিরাবাদ "আউধওয়াচ কোম্পানীর" সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গিরিজাকান্ত বসুবর্ম্মা ইংরাজী ১৯১৭ সনের একখানি দেওয়াল-পঞ্জিকা উপহার পাঠাইয়াছেন। ধন্যবাদের সহিত আমারা উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। এবারকার এই পঞ্জিকাখানি অপরাপর বৎসরের পঞ্জিকা হইতে আকারে ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্রাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু দেখিতে সুন্দর হইয়াছে।

বীরভূম-বিবরণ। বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি গ্রন্থাবলীর প্রথমখণ্ড, হেতমপুরের মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহোদয় সম্পাদিত এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্ত-বারিধি মহোদয় লিখিত ভূমিকাসহ, বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি হইতে শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। রয়াল এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত এবং উৎকৃষ্ট বাঁধাই; মূল্য ২৲ টাকা। বীরভূম, হেতমপুর রাজবাটীতে প্রাপ্তব্য।

এই গ্রন্থে সম্পাদক মহাশয় যথেষ্ট ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা এবং গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থে ভূমিকা, হেতমপুর-কাহিনী, ভদ্রপুর-কাহিনী, সুপুর-কাহিনী, ভাণ্ডীর বন-কাহিনী, ক্ষীরগ্রাম-কাহিনী, মঙ্গলডিহি-কাহিনী, জোফলাই-কাহিনী, কেন্দুবিল্ব-কাহিনী এবং শ্যামরূপার গড়ের (ক্রিষষ্টি বা চেকুর) সুবিস্তৃত বিবরণী এবং সুচিত্রিত ৫১খানি চিত্রপট সংযোজিত করিয়া গ্রন্থের অঙ্গ অধিকতর সুসৌষ্ঠবযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। হেতমপুর-কাহিনীতে মুসলমান অধিকারের অনেক অজ্ঞাত ঐতিহাসিকতথ্য, ভদ্রপুর-কাহিনীতে মহারাজ নন্দকুমারের ভাগ্য-বৈচিত্র এবং শ্যামরূপার গড়ের ইছাই ঘোষের শৌর্য্য-কাহিনীতে পরিপুরিত হইয়াছে। ভাণ্ডীর-বন, কেন্দুবিল্ব ও বক্রেশ্বরের বিবিধ দেব বিগ্রহ এবং তীর্থস্থান ও উষ্ণপ্রস্রবণের বিবরণ এবং বৈষ্ণব পদাবলীতে গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। ফলতঃ সকল সম্প্রদায়ের সকলের পক্ষেই এই গ্রন্থ সুপাঠ্য হইয়াছে। আমরা আশা করি "বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি কর্ত্তৃক অবিলম্বেই আরও বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্য পূর্ণ মহাগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব বর্দ্ধন করিবে।

সাহিত্য-পঞ্জিকা। (১৩২২ বঙ্গাব্দ, প্রথম বৎসর) শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ, শ্রীরায়খালরাজ রায় বি-এ সম্পাদিত। মোরাদপুর (বাঁকিপুর) "সমসাময়িক ভারত" কার্য্যালয় হইতে শ্রীললীনাক্ষ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই পুস্তক বঙ্গীয় সাহিত্যিক সমাজের পরম আদরের বস্তু হইয়াছে। পুস্তকে দুইটী বিভাগ আছে। প্রথম বিভাগে (১) ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী, (২) প্রধান প্রধান প্রাচীন গ্রন্থকারগণের নাম (৩) আধুনিক যুগের স্বর্গীয় গ্রন্থকারগণ (৪) বাঙ্গালার বর্ত্তমান গ্রন্থকারগণ ও তাঁহাদের গ্রন্থাবলী, (৫) মুসলমান লেখকগণের তালিকা, (৬) সংবাদ-পত্র (৭) সভাসমিতি ও বিদ্যালয়, (৮) মুদ্রণ বিষয়ক তথ্য, এই অটটী অধ্যায়।

দ্বিতীয় ভাগে—(১) ১৩২২ বঙ্গাব্দের বঙ্গ-সাহিত্যের বিবরণ (২) ১৩২২ সালের প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা (৩) বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকার তালিকা (৪) বিগত বর্ষের মাসিক পত্রিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (৫) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিবরণ, এই পাঁচটী অধ্যায় এবং

পরিশিষ্ট আছে। এতদ্ব্যতীত গত দশ বর্ষের বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সশাখ সভাপতি এবং অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, উত্তর বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিগণের প্রতিচিত্র, পরন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের একনিষ্ঠ কর্ম্মী স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার গত সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সভার সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহবর্ম্ম বাহাদুর বাঁকীপুর অধিবেশনে প্রত্যেক সাহিত্যিককে এক এক খণ্ড বিনামূল্যে উপহার দিয়াছেন এবং সকলেই পড়িয়া তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়াছেন। আমরাও এই পুস্তক প্রাপ্তির সহিত আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রাপ্তির সহিত সভার ও পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে প্রকাশ করায়, আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সম্মিলনে সমস্বর ঃ—

এবার বড় দিনের বন্ধে যে সকল জাতীয় সম্মিলন হইয়াছে, ঐ সকলের মধ্যে ভারতীয় কায়স্থ সম্মিলন, ক্ষত্রিয়-উপকারিণী-সভা, সুবর্ণবণিক-সভা, উড়ে-ছাত্র-সভা এই চার'টী সভার মুখ্য উদ্দেশ্য---বরপণ নিবারণ ও স্বসমাজে উচ্চ শিক্ষা বিস্তার করা; ক্ষেত্রী-সভা এবং ভাটিয়া-সভায়ও প্রকারান্তরে বরপণ নিবারণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ঐ দুই সভায় নারীগণের পঞ্চদশোত্তর এবং নরের পঞ্চ বিংশতি বর্ষ বয়স উত্তীর্ণ হইলে বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

সভার কথায় রাধিকা বাবু ঃ—

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী মহাশয় আমাদের সভার পরিচালকদের উপর দোষারোপ করিতেছেন। চৌধুরী মহাশয় বহুকালের সভ্য এবং কয়েক বৎসর কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি মনে করিলেই আজকাল যাঁহারা পরিচালন করিতেছেন, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন,কেন কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত এবং সি·আই·ই উপাধিকারী শ্রীযুক্ত কালীনাথ মিত্র মহাশয় সভার বিষয় উদাসীন অথবা সত্য সত্যই তাঁহারা উদাসীন কি না? তাঁহারা যাহাতে সভার কার্য্যে মনোযোগী

হন, তজ্জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল কিনা তাহা চৌধুরী মহাশয় জানিয়া লিখিলে ভাল হইত। "গণ্য মান্য বরেণ্য" সভ্য এক জনও যে সভ্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন, কিম্বা স্বরূপতঃ কাহাকেও যে ত্যাগ করা হইয়াছে, তাহা'ত আমরা জানি না। কলিকাতায় বা হুগলি জেলায় উপনয়নের বিস্তার কেন হয় নাই তাহা চৌধুরী মহাশয় এতদ্দেশ-বাসী হইলে বুঝিতে পারিতেন এবং শেষ কয়েক বৎসরের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পড়িলে কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিতেন। চৌধুরী মহাশয়ের বক্তৃতার উপর আস্থা অত্যধিক। কিন্তু বক্তৃতার উপর আমাদের ততটা আস্থা নাই। Example is better than precept আমরা বলি। আজকালের পরিচালকগণ কয়জন সত্য সত্যই কথানুযায়ী কার্য্য করেন, আর পূর্ব্বে কয়জন করিতেন, তাহা কি চৌধুরী মহাশয় হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন? সভা হইতে প্রচার হয় কি না তাহা কায়স্থ-পত্রিকা পাঠ করিলেই বুঝা যায়।

প্রাপ্তি স্বীকার ঃ—

২৮শে পৌষ ১৩২৩। কলিকাতা, কায়স্থ-সভার অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র-নাথ দাস একটী বারেন্দ্র পাত্রের বিবাহে উপস্থিত হইয়া চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারার্থ ১৲ এক টাকা আদায় করিয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা আন্তরিক ধন্যবাদের সহিত উহা গ্রহণ করিলাম।

শোক সংবাদ ঃ—

কায়স্থ-সভার নিত্যাশীর্ব্বাদক মহামহোপাধ্যায়কল্প পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্ক-বাগীশ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র পণ্ডিত রাধারমণ তর্করত্নকে অকালে হারাইয়া-ছেন। তর্করত্ন মহাশয় অল্প কালেই-নব্য-ন্যায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া প্রথম রংপুর এবং তৎপর পুরীতে প্রভূত যশ লাভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি পুরীধামেই নিউমোনিয়া রোগে বৃদ্ধ পিতামাতা এবং একটী শিশুপুত্র ও বালিকা পত্নী রাখিয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুত্রশোকে আমরা তাঁহাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিব, কি বলিয়া তাঁহার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিব, জানি না; ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি এই শোক-সন্তপ্ত-পরিবারের প্রতি তাঁহার অপার করুণা বর্ষিত হউক।

হৃদয় তর্করত্ন ঃ—

জেলা পাবনার অন্তঃপাতী পুকুরিয়ার শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ তর্করত্ন যিনি দীর্ঘকাল রংপুর বেলীগোবিন্দ বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, সম্প্রতি তিনি পেসানন্

লইয়া কলিকাতার ৯নং রায়বাগানে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। উদ্দেশ্য দর্শনানুশীলন। ইনি উপবীতী কায়স্থ-হিতৈষী।

উপনয়ন ঃ—

১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩২৩। যশোহর, দক্ষিণ রাঢ়ীয় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার মিত্র যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীতী হইয়াছেন।

১৭ই পৌষ ১৩২৩। কলিকাতা, বৃন্দাবন পালের লেন নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ বসু যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীতী হইয়াছেন।

বিবাহ ঃ—

১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩২৩। রাজ বাড়ীর উকিল শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বর্ম্মার কন্যা শ্রীমতী অমিয়বালা দেবীর আফড়া নিবাসী ৺মথুরানাথ মিত্রের পুত্র শ্রীমান্ নরেন্দ্রকুমার মিত্র বর্ম্মার শুভ পরিণয় যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুরের আবাস বাটীতে ক্ষত্রিয় রীত্যনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহে যশোহরের উপবীতী অনুপবীতী বহু গণ্যমান্য দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ এবং উত্তররাঢ়ীয় চাঁচড়ার রাজকুমারগণ, বামনগরের চৌধুরী মহাশয়গণও উপস্থিত হইয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। পাত্র পাত্রী উভয়ই দক্ষিণরাঢ়ীয়।

শ্রাদ্ধ ঃ—

(ত্রয়োদশাহে)

২১শে পৌষ ১৩২৩। ঢাকা। তত্রত্য বারের উকিল শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বর্ম্ম ঘোষ চৌধুরী বি-এল তদীয় লোকান্তরিত পিতা অভয়চরণ বর্ম্ম ঘোষচৌধুরীর আদ্যত্য মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন।

এই শ্রাদ্ধে তদীয় কুলগুরু বংশীয় বরিশালের শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, তারা প্রসন্ন স্মৃতিরত্ন; বৈদিক পুরোহিত কোটালিপাড়ার শ্রীযুক্ত গঙ্গামোহন বিদ্যারত্ন এবং অধ্যাপকবর্গের মধ্যে—ধলছত্রের শ্রীযুক্ত রামকিশোর বিদ্যারত্ন, বাঁশাইলের মদনমোহন বিদ্যানিধি, হাসড়ার যশোদাকুমার তর্কালঙ্কার, ভোজেশ্বরের নবকুমার তন্ত্রভূষণ কোটালি পাড়ার তারিণীকুমার কাব্যরত্ন, দীনবন্ধু জ্যোতির্ভূষণ, মিথিলার বালমুকুন্দ মিশ্র, কনৌজের ছত্রধারী তার্কিকসিংহ প্রভৃতি এবং আরও বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ ও বিক্রমপুর, চন্দ্রদ্বীপ, ইদিলপুর এবং ফতেয়াবাদ সমাজের বহুসংখ্যক কুলীন, কুলজ ও মৌলিক কায়স্থ শ্রাদ্ধ বাসরে যোগদান করিয়া কৃতির কর্ম্মে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

ষষ্ঠ অধিবেশন।

১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৩, অপরাহ্ণ ৪টা।

৮৫ নং গ্রেষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিত ঃ—

(ক) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মা (সভাপতির আসনে)।
(খ) „ মহেন্দ্রচন্দ্র রায়।
(গ) „ বসন্তকুমার সেনবর্ম্মা।
(ঘ) „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রশাস্ত্রী বর্ম্মা।
(ঙ) „ গোপালচন্দ্র দে।
(চ) „ শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।
(ছ) „ বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা।
(জ) „ নগেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী।
(ঝ) „ ললিতা প্রসাদ দত্তবর্ম্মা।
(ঞ) „ কিরণচন্দ্র দত্ত।
(ট) „ মহেন্দ্রনাথ গুহরায়বর্ম্মা।
(ঠ) „ মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা।
(ড) „ প্রতাপচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা (সাধারণ সভ্য)।
(ঢ) „ গোপেন্দ্রবল্লভ সিংহপ্রিয়া বর্ম্মা (অভ্যাগত)।

সভাপতি রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহবর্ম্মা, অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত [illegible]কুমার মিত্রবর্ম্মা, মতিহারীর শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা, দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত [illegible]যবচন্দ্র শিকদার বর্ম্মা, রংপুরের শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা, কৃষ্ণনগরের রায় [illegible]হাদুর বিশ্বম্ভর রায়, (দক্ষিণরাঢ়ীয় সহঃ সম্পাদক) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা [illegible]াবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা এবং রায় কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুর অদ্যকার [illegible]য় উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ করিয়া পত্র লিখেন। উপস্থিত সদস্যবর্গের [illegible]্য শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত [illegible]দাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভারম্ভে গত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্য-বিবরণী পঠন এবং

ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। পাবনা ব্রজেন্দ্রলাল রায়, জলপাইগুড়ির চন্দ্রমাধব চাকী, মুঙ্গেরের উমেশচন্দ্র দত্ত এবং গোরক্ষপুরের ডাক্তার যজ্ঞেশ্বর রায় রায়সাহেবের মৃত্যু সংবাদ সভায় প্রকাশ করিলে উপস্থিত সদস্যবর্গ মৃত মহাত্মাগণের অতীত জীবনের কার্য্যাবলী উল্লেখ করিয়া শোক প্রকাশ করিলেন। অতঃপর সভার এই সমবেদনা জানাইয়া মৃতগণের পুত্র প্রভৃতিকে পত্র লিখিয়া সভার সভ্য হইতে অনুরোধ করিলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভ্য মনোনীত হইলেন :—

(ব) শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চন্দ্র, সাং যশোদল (ময়মনসিংহ জেলা)
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায়।

(দ) ডাক্তার ঈশানতোষ মিত্রবর্ম্মা, সাং দিল্লী।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

(দ) শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ, এসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেসন মাষ্টার, সাং বোনারপাড়া, (রংপুর)।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

(ব) ডাক্তার কেদারনাথ চৌধুরী, সবএসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন, সাং গাইবান্ধা, (রংপুর)।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

(দ) শ্রীযুক্ত তারাপদ ঘোষ, জমিদার, (রাঞ্চী)।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা।

(ব) „ নগেন্দ্রকিশোর বসু, মোক্তার, সাং কিশোরগঞ্জ, (ময়মনসিংহ)।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

(দ) „ নন্দলাল সরকার, সাং কলিকাতা হাইকোর্ট।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা।

(দ) „ বেণীমাধব পাল, সাং ২নং শেঠ লেন, কলিকাতা।
প্রস্তাবক—কবিরাজ কেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা, এম্-এস্-সি, কবিরঞ্জন

(ব) „ ভবানীশঙ্কর বর্ম্ম মহলানবীশ, সাং ভাঙ্গা, (ফরিদপুর)।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা।

(দ) „ সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, জমিদার, সাং ৪৭, পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

(ব) „ হরিপ্রসাদ বসু এম-এ, বি-এল, সাং বোলপুর, (বীরভূম)।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী।

(দ) „ যতীন্দ্রনাথ দাস, সাং কলন্দরপুর, হিলী পোঃ (বগুড়া)।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

(ব) „ নরেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, বি-এল্ উকিল, (দিনাজপুর)।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র শিকদার বর্ম্মা (উকিল)।

(দ) অনারেবল শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায়, জমিদার, সাং নড়াইল।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত।

(দ) ডাক্তার স্যার রাসবিহারী ঘোষ এম-এ, ডি-এল, সি-এস্, আই, সি, আই-ই।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মা।

তৃতীয় প্রস্তাব। ভারতীয় কায়স্থ-সম্মেলনার্থ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল; এখন এই সভার চারিশ্রেণীর সভা হইতেই নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা গেল। অতঃপর শাখা-সভাসমূহের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের নাম পাইলে একত্রে মহাসম্মেলনের সম্পাদকের নিকট সেই তালিকা প্রেরণ করা হইবে।

দক্ষিণরাঢ়ী—স্যার রাসবিহারী ঘোষ কে, টি, সি-আই-ই। সারদাচরণ মিত্র, এম-এ, বি-এল্। অনারেবল ভূপেন্দ্রনাথ বসু, এম-এ, বি-এল্। অনারেবল্ ভবেন্দ্রচন্দ্র রায়। রায় কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুর। রায় বাহাদুর গৌরীশঙ্কর রায়। রায় বাহাদুর চন্দ্রশেখর বসু মল্লিক, রায় শ্রীশচন্দ্র বসুবর্ম্মা বাহাদুর, স্যার বিপিনকৃষ্ণ বসু বাহাদুর। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, বি-এল্। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, ষোড়শীচরণ মিত্রবর্ম্মা, বি-এল্, ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রবর্ম্মা, ব্যারিষ্টার, এম-এ, বি-এল্ অপ্রকাশচন্দ্র বসু এম-এ, ডাঃ গোবিন্দচন্দ্র বসু, এম্-বি, পার্ব্বতীচরণ ঘোষবর্ম্মা, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা, বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা, গিরিজাকান্ত বসুবর্ম্মা, চারুচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, বি-এল্, রাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী, মৃণালকান্তি ঘোষবর্ম্মা, চন্দ্রকান্ত মিত্র, এম-এ, শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা, বি-এল্, প্রসন্নকুমার রায়বর্ম্মা, বি-এ, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, সি জে, এন্ বসু, কিরণচন্দ্র দত্ত, ডাক্তার প্রতুলচন্দ্র ঘোষ।

উত্তররাঢ়ী—মহারাজা স্যার গিরিজানাথ রায়বর্ম্মা বাহাদুর কে-সি-আই-ই, রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহবর্ম্মা এম-এ, বি-এল্, কুমার সতীশকণ্ঠ রায়বর্ম্মা, চন্দ্রশেখর সরকার এম-এ, বি-এল্, পূর্ণচন্দ্র সিংহবর্ম্মা, বি-এল্, যোগেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা, বি-এল্, নরেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা, এম-এ, বি-এল্, গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা, রাধাকান্ত রায়বর্ম্মা।

বঙ্গজ—অনারেবল রায় শ্রীনাথ রায়বর্ম্মা বাহাদুর, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল্, অশ্বিনীকুমার দত্ত, এম্-এ, বি-এল্, বসন্তকুমার বসু এম-এ, বি-এল্, জয়ন্তকুমার বসু বি-এল্, উপেন্দ্রচন্দ্র বর্ম্মশাস্ত্রী, হেমচন্দ্র সেন, বি-এ, সতীশচন্দ্র গুহমজুমদার বি-এল্, রেবতীমোহন গুহবর্ম্মা এম্-এ, বি-এল্ কেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা, কাশীনাথ রায়, ইন্দ্রমোহন বসু বি-এ, অধ্যাপক জানকীনাথ দত্ত, নিবারণচন্দ্র চৌধুরী।

বারেন্দ্র—রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায়চৌধুরী, রায়বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায়, হেমচন্দ্র সরকার

বর্ম্মা এম্-এ, যোগেন্দ্রনাথ সরকারবর্ম্মা এম্-এ, বি-এল্, প্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা বি-এল্, মাধবচন্দ্র শিকদারবর্ম্মা, উকিল হৃদয়নাথ মজুমদার, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

চতুর্থ-প্রস্তাব। হিন্দু-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বেদাধ্যয়নের অধিকারী সম্বন্ধে। এই প্রস্তাব উঠিলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "আমি আগামী মঙ্গলবার কাশী যাইতেছি। যদি আপনারা আমাকে ভার দেন, আমি তথাকার কর্ত্তৃপক্ষের সহিত এ সম্বন্ধে কথা বলিয়া দেখিতে পারি।" সকলেই এক মত হইয়া সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাবাবুর প্রতিই এ ভার ন্যস্ত করিলেন।

পঞ্চম প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) সভ্যের অনাদায়ী টাকা সম্বন্ধে। এই প্রস্তাব উঠিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, যখন পত্র লিখিয়া আদায় হয় না ভি,পি, করিলে ফেরৎ আসে, তখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সেই সকল সভ্যের নাম সভা হইতে পরিত্যাগ করা হউক।

(খ) প্রচারক সম্বন্ধে। সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "এবার তহবিলে অতি অল্প টাকাই রহিয়াছে, এমতাবস্থায় এ বৎসর আর প্রচারক রাখা যায় না।" শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন "প্রচারক বৈশাখ হইতে আশ্বিন এই ছয়মাসের জন্যই মঞ্জুর ছিল।" শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেনবর্ম্মা বলিলেন, "প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে লেখা উচিত,—আমাদের এ বৎসর আর প্রচারক রাখা হইবে না। যে সময় পর্য্যন্ত সভা মঞ্জুর করিয়াছিলেন, সে সময় সভা প্রচারক রাখিয়াছিলেন, এখন আর পারেন না।" সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই ভাবে পত্র লেখা স্থির হইল।

(গ) সভ্যগণের নাম পুনঃমুদ্রণ সম্বন্ধে। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন "সভার যে সকল সভ্য আছেন, তাঁহাদের নাম একস্থানে পাওয়া যায় না। এইজন্য আমি প্রস্তাব করি—ঐ নামগুলি প্রতি মাসে পত্রিকার শেষ দুই পৃষ্ঠায় যতটা ধরে তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ করা হউক। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা প্রস্তাবটী সমর্থন করিলে গৃহীত হইল।

(ঘ) আগামী বার্ষিক অধিবেশন সম্বন্ধে। প্রস্তাবটী উঠিলে মাননীয় সভাপতি মহোদয় বলিলেন, "দেখা যাউক, এবার কলিকাতায় সভা করা যায় কিনা?" শ্রীযুক্ত কিরণবাবু বলিলেন, "হুগলীতে চেষ্টা করিলে হয়।" পুনরায় সভাপতি মহাশয় বলিলেন "আমি দুই একজনের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, কলিকাতায় পারা যায় কিনা। যদি না হয়, আপনি হুগলীতে চেষ্টা করিবেন। অথবা অন্য স্থানে চেষ্টা করা যাইবে।"

অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ।
সম্পাদক।

স্বাক্ষর
শ্রীসতীশকণ্ঠ রায়।
সভাপতি।
২৩।৯।২৩

কায়স্থ-পত্রিকা।

ফাল্গুন, ১৩২৩ | নবপর্য্যায় ৭ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা।

ঋষ্ব্যভাবে নিঃক্ষত্রিয়ম্।

পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের অত্যন্ত অভাবের কথাটা যাঁহারা প্রমাণ করিতে চাহেন, মহাভারতে ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ের পুনরুৎপত্তি প্রসঙ্গে "তদা নিঃক্ষত্রিয়ে লোকে ভার্গবেণ কৃতেসতি।" এই বচনটীই তাঁহাদের দৃঢ় অবলম্বন। কেননা যাঁহারা বর্ত্তমান মহাভারতের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান, তাঁহারা চতুর্বিংশতিসহস্র-শ্লোক সম্বলিত, উপাখ্যান রহিত 'ভারত-সংহিতা' মানেন। ভারত-সংহিতার অন্তর্গতই ক্ষত্রিয়ের পুনরুৎপত্তির ঐ কথাটা আছে।

যাঁহারা রাম ও ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরশুরাম বিজয়-কাহিনী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা পরশুরাম কর্ত্তৃক 'নিঃক্ষত্রিয়া-পৃথিবী' এ কথা স্বীকার না করিয়া বাক্যটীর সার্থকতা স্বমনোভিপ্রায়ে বিষ্ণুপুরাণের "মহানন্দি-সুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মানন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোঽখিলক্ষত্রান্তকারী ভবিতা, ততঃ প্রভৃতি শূদ্রাভূমিপালা ভবিষ্যন্তি।" (৭।২৪।৪-৫) বচনটী অধ্যাহার করিয়া বলেন—"ঐ বচনের ভবিষ্যতে বর্ত্তমান 'শূদ্র ভূমিপাল' হওয়ার কথাতেই সমগ্রভাবে পৃথিবীর তাবৎ ক্ষত্রিয়ের বিনাশ ঘোষণা করিতেছে।"

যাঁহারা বিষ্ণুপুরাণের এই বচনেও সন্তুষ্ট হন নাই, তাঁহারা বলেন—"তত্র পরশু-রামোপময়া স্ত্রীবালাবধি নির্দ্দয়হন্তৃত্বং সূচিতং। পরশুরামেণেব কতিপয়ানামহননমপি

স্যাদত আহ 'অখিলক্ষত্রান্তকারী'তি, তেন ক্ষত্রিয়সামান্যাভাবঃ সূচিত স্তদেবোক্তং শূদ্রাভূমিপালা' ইতি। নন্বস্যোগ্রত্বেঽপ্যনুলোমসঙ্করাণাং মাতৃজাতীয়াচ্ছূদ্রা ইত্যুক্তম্। তত্তদেশীয়ক্ষত্রিয়ান্ হত্বা তৎসন্তানভূতা উগ্রাস্তদ্রাজ্যে স্থাপিতা ইতি তাৎপর্য্যং ভাগবতে দ্বাদশে 'ততো নৃপা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়াঃ' ইতি নন্দাদীনামুগ্রত্বাৎ 'শূদ্রপ্রায়া' ইত্যুক্তম্। এতেন রাজ্যাধিকারিণো মাগধা এবানেন নাশিতা ন তু দেশান্তরস্থাঃ" ইতি। তাই বিষ্ণুপুরাণে পুনরায় ক্ষত্রিয়জাতির উচ্ছেদের কথা দৃষ্ট হইতেছে ;—

"মাগধায়াং বিশ্বস্ফটিকসংজ্ঞোঽন্যান্ বর্ণান্ করিষ্যতি, কৈবর্ত্ত-কটু-পুলিন্দ-ব্রহ্মণ্যান্ রাজ্যে স্থাপয়িষ্যৎ যৎসাদ্যাখিল ক্ষত্রজাতিম্।" (নাগেশভট্ট) এই যে বিশ্বস্ফটিক ইহার শরীরে আদৌ ক্ষত্রিয় শোণিত ছিল না ; তাই পূর্ব্বোক্ত উগ্র ক্ষত্রিয়দিগকে উচ্ছেদ করিয়া পৃথিবী হইতে একেবারে ক্ষত্রিয় নাম উঠাইয়া দিয়াছেন ; অতএব বুঝিতে হইবে, পরশুরাম প্রথম তাবৎ ক্ষত্রিয় নিঃশেষ করিয়াছিলেন ; তদনন্তর ক্ষত্রিয়ানীতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক যে সমুদয় ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছিল, নন্দগণ তাহাই ধ্বংস করেন এবং বিশ্বস্ফটিক আবার সেই উগ্র ক্ষত্রিয়ের উৎসাদন করায়, তিন স্থলেই অখিল ক্ষত্রিয়ের নিধনে নিঃশেষিত, উৎসাদিত, প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। নাগেশ কর্ত্তৃক 'নিঃক্ষত্রিয়' কথা স্থির রাখিবার ইহাই যুক্তি।

আলোচ্য নিঃক্ষত্রিয়-বাদ খণ্ডনার্থ আমরা এই বলিতে ইচ্ছা করি,—পৃথিবী কখনই ক্ষত্রিয়হীনা হয় নাই এবং হইবেও না। সত্য বটে উপাখ্যান সম্বলিত, লক্ষ শ্লোক সম্বদ্ধ মহাভারত কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাসের প্রথম সংস্করণ। কিন্তু তাহা এখন পাওয়া যায় না। যাহা প্রচলিত আছে, তাহা সৌতির যজ্ঞীয় ঘটনা সম্বলিত। বেদব্যাস যে মহাভারত রচনা করেন, তাহাতে কুরুপাণ্ডবের ঘটনাই বর্ণিত থাকে এবং সেই বিশাল ইতিহাস বৈশাম্পায়ন প্রভৃতি কয়জন ঋষিকুমার তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করেন। সুতরাং এই প্রচলিত গ্রন্থ আদি সংস্করণ নহে,শৌনকের যজ্ঞীয় ঘটনা লইয়াও উহার শ্লোকসমূহ নব্বই হাজারের বেশী নাই। পরন্তু যদি উপাখ্যান ও শৌনকের যজ্ঞীয় বিবরণাদি পরিত্যাগ করিয়া,চতুর্বিংশতিসাহস্রি 'ভারত-সংহিতা' বলিয়া প্রচলিত মহাভারতকে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও বক্তব্য এই যে, বেদব্যাস শুকদেবের অধ্যয়নের জন্য ঐ সংহিতার সার সঙ্কলন করিয়া পঞ্চাশৎ-শ্লোকী যে 'ভারত-সূত্রম্' রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে পুনরায় ক্ষত্রিয় উৎপত্তির কথা আদৌ কোনস্থানে নাই। অতএব বলিতে হইবে, ঐ বিবরণটী পরবর্ত্তীকালে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তবুও যদি কেহ বলেন—প্রসিদ্ধ বাক্য কখনই মিথ্যা হইতে

পারে না। তদুত্তরে আমরা তাঁহাদিগকে কাতন্ত্র-পরিশিষ্টের সমাস-প্রকরণের "সমৃদ্ধ্যাদিষ্বব্যয়স্য" এই সূত্রের বার্ত্তিকটী দেখিতে অনুরোধ করি। বৃত্তিকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীপতি দত্ত লিখিতেছেন, "অধিকা ঋদ্ধিঃ সমৃদ্ধিঃ। ঋদ্ধ্যভাবে নিঃক্ষত্রিয়ং, দুঃক্ষত্রিয়ং বর্ত্ততে।" অবশ্য মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ তর্কাচার্য্য 'নিঃক্ষত্রিয়' শব্দে ক্ষত্রিয়ের অত্যন্তাভাব ঠিক রাখিবার অভিপ্রায়ে নঞর্থে অব্যয়ীভাব করিয়া লিখিয়াছেন,—"ক্ষত্রিয়াণাং ঋদ্ধেরভাব ইত্যর্থঃ সংসর্গাভাবোঽয়ং নঞর্থ ইতি নঞর্থস্যাত্যন্তাভাব এবাবশিষ্যতে ঘটস্য প্রাগ্‌ভাব ইত্যর্থে অব্রাহ্মণ ইতীতরেতরাভাবে চ অব্যয়ীভাবস্য পরস্যানঙ্গীকারাভাবাৎ তদুক্তং ঋদ্ধ্যভাবঃ, অত্যন্তাভাবঃ, অতিক্রমাভাবঃ, সংপ্রত্যভাব শ্চাব্যয়ীভাব বিষয় ইতি। ঋদ্ধ্যভাবঃ ঋদ্ধের্বিগমঃ কাল ত্রয়ে চ সর্ব্বত্র চ দেশে বস্তুনো ধর্মিনোঽভাবঃ অত্যন্তাভাবঃ ; তেন ধর্মাভাবেঽত্যন্তাভাব ইত্যুক্তম্।"

পাঠক ! এখন বুঝিয়া দেখুন—উভয় নৈয়ায়িকই 'নিঃ'শব্দে অভাব এবং 'ঋদ্ধি' অর্থে 'ঐশ্বর্য্য' গ্রহণ করিয়াছেন। মার্কণ্ডের পুরাণের (১৯।১৩) শ্লোকে স্বয়ং কীর্ত্তবীর্য্য-নন্দনই দত্তাত্রেয়ের নিকট "যদি দেব প্রদন্ন স্ত্বং তৎ প্রযচ্ছর্দ্ধিমুত্তমাম্।" কামনা করিতেছেন। এই 'ঋদ্ধি'যে হৈহয় রাজগণের কুলপুরোহিত ভার্গবগণ অপহরণ করিয়াছিল, তাহা দেবীভাগবত, মহাভারত এবং অথর্ববেদ পাঠ করিলেই সম্যক উপলব্ধি হয়। অতএব 'নিঃক্ষত্রিয়া পৃথিবী'র উপাখ্যানও যে এই ঋদ্ধি অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের অভাব হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। যাঁহার উপলক্ষে পৌরাণিক প্রবন্ধে 'নিঃক্ষত্রিয়' শব্দের কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহারই যখন ঋদ্ধির অভাব ছিল, তখন জাতিপরিনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়ত্ব পৃথিবী হইতে কখনই বিলুপ্ত হয় নাই।

অতঃপর বক্তব্য এই, পূর্ব্বে যে আপত্তি করাগিয়াছে, ক্ষত্রিয়াতে ব্রাহ্মণগণ যে সন্তান উৎপাদন করেন, তাহারাই পরবর্ত্তীকালে 'ক্ষত্রিয়' হয় এবং উগ্রজাতীয় নন্দগণ তাহাদিগের বংশধরদিগকে সর্ব্বতোভাবে নিঃশেষিত করে। এ কথায়ও শাস্ত্র বিরোধ হয়। সত্য বটে নিয়োগ-ধর্ম্মানুসারে প্রাচীনকালে সমুৎপন্ন পুত্রগণ ক্ষেত্র-স্বামীর জাতি প্রাপ্ত হইত, তাহারা বর্ণসঙ্কর দোষে দূষিত হইত না। কিন্তু মহাভারতের ক্ষত্রিয়ের পুনরুৎপত্তি প্রসঙ্গে যে বর্ণনা আছে, তাহাতে ক্ষেত্র স্বামীর অভাব হওয়ায়, ক্ষত্রিয়গণ সুতার্থিনী হইয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকট উপস্থিত হইলে, (ভারত ১।৬।৪।৬) তাহাদের সহবাসে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারাই ক্ষত্রিয় হইল, এই কথা আছে।

মনু বলিয়াছেন, * 'দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক বিধবা কি নিঃসন্তান নারী তাহার স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষ-গমনে নিয়োজিতা হইতে পারে না; কারণ যাহারা তাহাদিগকে নিযুক্ত করে, তাহারা আর্য্য-ধর্ম্মের উল্লঙ্ঘন করে। বিবাহের যে সকল মন্ত্র আছে, তাহাতে এমন প্রকাশ নাই যে, একের স্ত্রীতে অন্যের নিয়োগ কথিত হইয়াছে। যে বিধবা স্বেচ্ছায় অন্যের দ্বারা পুত্রোৎপাদন করে, সে পুত্র 'পৌনর্ভব' নামে পরিচিত হয়, অতএব এই প্রকার আর পুত্র দ্বারা ক্ষত্রিয় জাতির বিশুদ্ধতা রক্ষা পাইতে পারে না। সুতরাং নাগেশ ভট্ট যে নন্দ-বংশকে উগ্র বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মতে।

"ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচার বিহারবান্।
ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তুরুগ্রনাম প্রজায়তে॥" ১০।৯

অর্থাৎ ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক শূদ্রগর্ভ (সম্ভূত) সন্তান 'উগ্র' নাম প্রাপ্ত হয় এবং জনক জননীর স্বভাবানুসারে নিজে ক্রূরকর্ম্মা হইয়া থাকে। অতএব এখন নাগবংশীয় মহানন্দীকে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় নির্দ্দেশ করিতে কোন আপত্তি থাকিতেছে না। যে হেতু ক্ষত্রিয় মহানন্দীর শূদ্রা পত্নীতেই মহাপদ্মানন্দ নামক উগ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এবং তাহারই সন্তানগণ 'অখিল ক্ষত্রান্তকারী' বলিয়া পুরাণে ঘোষিত হইয়াছে। সুতরাং মহানন্দের অব্যবহিত পূর্ব্বেই নাগবংশএক বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশ প্রমাণিত হওয়ায়, পরশুরাম কর্ত্তৃক নিঃক্ষত্রিয় করার সংবাদটী শূন্যে বিলীন হইয়া গেল।

পুরাণ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, ৪২৩ খৃঃ অন্ধ্র বংশীয় পুলোমার রাজ্যাবশান হইলে ১৭ আভীর, ৭ ভীল, (গর্দ্দভীল) ১০ শক, ৮ যবন, ১৪ তুখার, ১৩ মুণ্ডা, ১৮ ম্লেচ্ছ (মৌল) ইহারা তেরশত নিরনব্বই বৎসর রাজত্ব করে। আভীর ও ভীলগণ অন্ধ্র রাজত্বের শেষ সময়ই স্বাধীন হইয়াছিল। মুণ্ডা ও ম্লেচ্ছগণও তুখার রাজত্বকালে প্রত্যন্ত মণ্ডলে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তুখার বংশের ১৩৮৩খৃষ্টাব্দে রাজত্ব শেষ হয়। এই সময় কিলিকিলা প্রদেশের রাজা বৃষনাগকে নন্দীবংশীয় বিন্ধ্যশক্তি বিতারিত করিয়া, তথায় রাজা হন। সেই সময়ই মেকল দেশে পুষ্পমিত্র ও পূঢ় মিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ এবং কোশল দেশে নৈষধ নল বংশীয় প্রাজ্ঞ মেঘবাহন

* "নান্যস্মিন্ বিধবা নারী নিযোক্তব্যাদ্বিজাতিভিঃ।
অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানাং ধর্ম্মং হন্যুঃ সনাতনম্॥
নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।"
"যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বাস পৌনর্ভব উচ্যতে॥" মনু ৯ম অধ্যায়

রাজা হন, বিশ্বস্ফটিক পদ্মাবতী নগরীতে, মথুরায় নাগগণ, প্রয়াগে গুপ্তগণ, চম্পারণে দেবরক্ষিত এবং কলিঙ্গে গুহ বংশীয়গণ রাজত্ব করেন। সকল পুরাণেই ইহাদের রাজত্ব কাল একই সময়ে নির্দ্দিষ্ট আছে।

নাগবংশ যে ক্ষত্রিয় ইহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। নৈষধ বংশও যে ক্ষত্রিয় তাহা "নৈষধাঃ পার্থিবাঃ সর্বে ভবিষ্যন্ত্যামনুক্ষয়াৎ। নলবংশ প্রসূতাস্তে বীর্য্যবন্তো মহাবলাঃ॥" বায়ুপুরাণের এই বচনেই প্রমাণিত হইতেছে। মেকল দেশের পুষ্পমিত্রও যে ক্ষত্রিয় বংশসম্ভূত তাহাও "পুষ্পমিত্রোঽথ রাজন্যো দুর্মিত্রোঽস্য তথৈব চ।" ভাগবতের (১২।১।৩২) বচনেই নিঃসংশয় করিতেছে। নন্দিবংশও যে ক্ষত্রিয় তাহাও পৌরাণিক বচনে প্রমাণ করা যাইতেছে।

"কিলিকিলায়াং নৃপতয়ো ভূতনন্দ্যথ বঙ্গিরিঃ।
শিশুনন্দিশ্চ তদ্ভ্রাতা যশোনন্দিঃ প্রবীরকঃ॥৩৩০
তস্যান্বয়ে ভবিষ্যন্তি রাজান স্তে ত্রয়স্তু বৈ।
মধুনন্দি র্নাম বীরঃ পুরিকায়াং নৃপোঽভবৎ॥৩৩১
বিন্ধ্যশক্তিঃ সুতশ্চাপি প্রবীরো নাম বীর্য্যবান্।
যক্ষ্যন্তি বাজপেয়ৈশ্চ সমাপ্ত বর দক্ষিণৈঃ॥"৩৩২

এই যে যশোনন্দীর পুত্র বীর্য্যবান প্রবীরনন্দী ভুরি দক্ষিণান্বিত বাজপেয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ওই বৈদিক যজ্ঞ কাহার করণীয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেই নন্দি বংশের জাতির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

কাত্যায়ন শ্রৌত সূত্রের (১৪।১) "বাজপেয়ঃ শরদ্যবৈশ্যস্য।" এই সূত্রটী প্রণিধান করিলে বুঝা যায় যে, এই যজ্ঞ শরৎকালে অনুষ্ঠেয় কিন্তু বৈশ্য ভিন্ন জাতির পক্ষে প্রশস্ত। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষেই প্রশস্ত; কিন্তু বিষয়টী সম্যকরূপে পরিস্ফুট হইল না। অতএব শ্রৌত-সূত্রের মূল শ্রুতি অনুসন্ধান করা যাউক;—

"তদাহুঃ। ন বাজপেয়েন যজেত সর্বং বা এষ ইদমুজ্জয়তি। যো বাজপেয়েন যজতে প্রজাপতিং হ্যুজ্জয়তি সর্বমুহ্যেবেদং প্রজাপতিঃ স ইহ ন কিং চন পরিশিনষ্টি তস্যেশ্বরঃ প্রজা পাপীয়সী ভবিতোরিতি॥৯

তদু বৈ যজেতৈব। য এবমেতং যজ্ঞং ক্লিপ্তং বিদ্যুর্ঋক্তো যজুষ্টঃ সামতো যে প্রযজ্ঞযস্তএনং যাজয়েয়ুরেষা হ ত্বে বৈ তস্য যজ্ঞস্য সমৃদ্ধির্যদেনং বিদ্বাংসো যাজয়ন্তি তস্মাদু যজেতৈব॥১০

স বা এষ ব্রাহ্মণস্যৈব যজ্ঞঃ। যদেনেন বৃহস্পতিরযজত ব্রহ্ম হি বৃহস্পতি র্ব্রহ্ম হি ব্রাহ্মণোঽথো রাজন্যস্য যদেনেনেন্দ্রোঽযজত ক্ষত্রং হীন্দ্রঃ ক্ষত্রং রাজন্যঃ॥১১

রাজ্ঞ এব রাজসূয়ং। রাজা বৈ রাজসূয়েনেষ্ট্বা ভবতি ন বৈ ব্রাহ্মণো রাজ্যায়ালমবরং বৈ রাজসূয়ং পরং বাজপেয়ং ॥১২

রাজা বৈ রাজসূয়েনেষ্ট্বা ভবতি। সম্রাড্‌বাজপেয়েনালবরং হি রাজ্যং পরং সাম্রাজ্যং কাময়েত বৈ রাজা সম্রাড্‌ভবিতুমবরং হি রাজ্যং পরং সাম্রাজ্যং ন সম্রাট্ কাময়েত রাজা ভবিতুমবরং রাজ্যং পরং সাম্রাজং ॥১৩

স যো বাজপেয়েনেষ্ট্বা সম্রাট্ ভবতি ॥১৪

শতপথ ব্রাহ্মণ ৫।১।১

বঙ্গার্থ—এইরূপ কথিত আছে যে, সকলেই বাজপেয় যাগ করিবে না। যিনি বাজপেয় অনুষ্ঠান করেন, তিনি এই সমস্তকেই জয় করেন। যেহেতু তিনি প্রজাপতিকেই জয় করেন, এই সমস্তই প্রজাপতি; তদবিশিষ্ঠ আর কিছুই নাই। অতএব প্রজাগণের ঈশ্বর ভিন্ন, অন্যে এই যজ্ঞ করিলে রাজা প্রজাকে পাপযুক্ত করেন।

তজ্জন্যই এই ভাবে যজন করিবে। যিনি এই ভাবে যজ্ঞ করণে সমর্থ, ঋক্, যজু, সাম মন্ত্র জানেন, যিনি প্রকৃষ্টরূপে যজনশীল প্রযজ্ঞিত, তিনি ইহাকে এই ভাবে যাজন করিবেন। কেন না তিনিই তাহার এই যজ্ঞের সমৃদ্ধি যাহা বিদ্বান্‌গণ যাজন করেন, তাহারই যাজক।

তন্নিমিত্ত ইহা ব্রাহ্মণের যজ্ঞ। কেননা ইহা বৃহস্পতি যাজন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাই বৃহস্পতি এবং ব্রহ্মাই ব্রাহ্মণ। কিন্তু ইহা ক্ষত্রিয়ের যজ্ঞ; যেহেতু ইন্দ্র যাজন করিয়াছিলেন। ক্ষত্রই ইন্দ্র এবং ক্ষত্রই রাজন্য।

রাজা রাজসূয় করিবেন। রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারাই রাজা হয়; পরন্তু ব্রাহ্মণ রাজ্যে অসমর্থ। অধিকন্তু রাজসূয় অপেক্ষা বাজপেয় শ্রেষ্ঠতর। সুতরাং এই যজ্ঞ একমাত্র ক্ষত্রিয়েরই করণীয়।

এই জন্য রাজা রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া সিদ্ধকাম হইতেন। বাজপেয় দ্বারা সম্রাট্ হইতেন। রাজ্য অল্পবিষয়ক, সাম্রাজ্য শ্রেষ্ঠতর, তিনি তাহাই কামনা করেন যে, রাজাই সম্রাট্ হন। তিনি অল্প বিষয়ক রাজ্যের ইচ্ছা করেন না, সাম্রাজ্যই চাহেন। যিনি বাজপেয় যজ্ঞ করেন, তিনি সম্রাট হইয়া থাকেন।

উদ্ধৃত শ্রুতি পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝা গেল, এই যজ্ঞটী ঋদ্ধি অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য প্রদায়ক এবং বিদ্বানগণের অনুষ্ঠেয়; তদ্ধেতুই বৃহস্পতি করিয়াছিলেন। বিদ্বান্ বৃহস্পতি করিয়াছিলেন, এই বলিয়া ব্রাহ্মণের ওই যজ্ঞে অধিকার আছে, কিন্তু তিনি স্বয়ং করেন নাই, ইন্দ্র করাইয়াছিলেন; তিনি স্বয়ংই ক্ষত্রিয় সেইহেতু ক্ষত্রিয় জাতির

তাহাতে অধিকার আছে। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের রাজসূয় যজ্ঞই প্রশস্ত; ব্রাহ্মণ কিন্তু তাহাতে সামর্থ্য হীন। রাজাই রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া সাম্রাজ্যের প্রাপ্তি এবং সম্রাট হওয়ার কামনা করেন। যে রাজা বাজপেয় যজ্ঞ করেন, তিনি সম্রাট হন। অতএব বুঝা গেল, বহু দক্ষিণান্বিত বাজপেয় যজ্ঞকারী রাজা প্রবীরনন্দী ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি এই যজ্ঞ হইতে 'ঋদ্ধি' অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্ষত্রকে রাজন্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বলে। সুতরাং ঐ নন্দি-বংশ ক্ষত্রিয়, তবেই ক্ষত্রিয়ের অভাব হয় নাই। এই নন্দি-বংশই বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের নন্দি-বংশ কিনা পাঠকগণ তাহা বিচার করিবেন। পৌরাণিক নাগবংশের একতম শাখাই যে বঙ্গীয় নাগবংশ তাহাতে সংশয় নাই। কেননা বায়ু-পুরাণে আছে।

বৃষান্ বৈদেশিকাংশ্চাপি ভবিষ্যাংশ্চ নিবোধত।
ভোগী ভবিষ্যতে রাজা নৃপো নাগকুলোদ্বহঃ ॥"

অর্থাৎ এক্ষণে ভাবিকালীন বৈদেশিক নাগকুলধুরন্ধর প্রজারঞ্জক ভোগা ভবিষ্যৎ নৃপতি হইবেন। বঙ্গীয় নাগকুল-বিবরণীতেও পাওয়া যায়, কর্কটে নাগের পুত্রের কীর্ত্তি নাগের পুত্র সুবৃষ এবং জয় বৃষ। সুবৃষের সন্তানেরা কিরাত দেশে যাইয়া 'পাহাড়িয়ানাগা' নামে অভিহিত হয়। পুরাণের এই বৈদেশিক নাগগণই যে বৃষের সন্তান, তাহাও সুনিশ্চিত, অতএব তাহার অন্যতম শাখাও ক্ষত্রিয় স্বতঃসিদ্ধ সুতরাং নিঃক্ষত্রিয় অর্থে ক্ষত্রিয় জাতির সংসর্গাভাব বা সামান্যাভাব নহে। ঋদ্ধির অভাবমাত্র।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

আদালতে কায়স্থ ও বৈদ্য।

কলিকাতা হাইকোর্টে ও নিম্ন আদালত সমূহে মধ্যে মধ্যে কায়স্থ ও বৈদ্যের বর্ণ-সম্বন্ধে কথা উঠে। সেই সমস্ত কথা কি এবং তদুপলক্ষে কলিকাতা হাইকোর্ট ও নিম্ন আদালত সমূহ কিরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহা বিশদরূপে কায়স্থ মাত্রেরই জানা আবশ্যক। আমরা ঐ সম্বন্ধে যে দুই একটী বিচার ফল অবগত আছি, তৎসম্বন্ধে এস্থলে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্টের কলিকাতা সিরিজে দশম ভলিউমের ৬৮৮ পৃষ্ঠায় (I. L. R. 10 Cal. 688) সর্ব্বপ্রথম ঐরূপ একটি মোকর্দ্দমার রায় প্রকাশিত হয়। ঐ মোকর্দ্দমার বাদী রাজকুমার লাল দিগর ও বিবাদী বিশ্বেশ্বর দয়াল দিগর। পহর সিংহ (Pahar Singh) নামক একজন বিহার প্রদেশীয় কায়স্থের তিন পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম ভগবন্ত সিংহ, কুলবন্ত সিংহ ও শ্রীচাঁদ সিংহ। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীচাঁদ নিঃসন্তান অবস্থায়, ভগবন্ত সিংহ অমৃত নামক পুত্র সন্তান রাখিয়া এবং কুলবন্ত সিংহ চন্দন ও বনওয়ারী নামক দুই পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। চন্দনের কোন সন্তান না থাকায় সে তাহার ভগ্নীপুত্র বিশ্বেশ্বর দয়ালকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করে এবং তৎপর ১২৭৬ সালের ভাদ্রমাসে পরলোক গমন করে। এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে পক্ষগণ মিতাক্ষরা আইন দ্বারা শাসিত।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল তারিখে অমৃত সিংহের পৌত্রগণ বক্সারের (Buxar) প্রথম মুন্সেফী আদালতে বিশ্বেশ্বর দয়ালের দত্তকপুত্রত্ব রদ ও অন্যান্য প্রার্থনা করিয়া এক মোকর্দ্দমা উপস্থিত করে। উক্ত মুন্সেফ অন্য কোন বিষয় বিচার না করিয়া কেবলমাত্র তামাদি দোষ ধরিয়া ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নবেম্বর মোকর্দ্দমা ডিসমিস করেন।

উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী তারিখে সাহাবাদ সবজজ আদালতে আপীল হয়। সবজজ নানাপ্রকার হেতু প্রদর্শনে নিম্ন আদালতের রায় রদ করিয়া মূল মোকর্দ্দমা ডিক্রী দেন। উক্ত রায়ে তিনি মত প্রকাশ করেন যে কায়স্থগণ দ্বিজাতির অন্তর্গত; সুতরাং চন্দনসিংহ তাঁহার ভাগিনেয় বিশ্বেশ্বর দয়ালকে হিন্দু আইন মত দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন না (১)।

সবজজের উপরোক্ত রায়ের বিরুদ্ধে কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে জষ্টিস্ ম্যাকডোনেল ও ফিল্ড্ (Mcdonell and Field সাহেবের নিকট বিচার হয়। বিচারকদ্বয় অন্যান্য ইসুর (বিচার্য্য বিষয়ের) মধ্যে নিম্নলিখিত ইসুটীরও (issue) বিচার করেন যথা—"Whether a Kayastha is entitled to rank amongst three superior classes (Brahmin, Kshatriya and Vaisya)" অর্থাৎ কায়স্থ দ্বিজবর্ণান্তর্গত কিনা?

(১) "The Subordinate Judge.....who reversed the munsiff's decision, holding, amongst orther things, that the adoption of Bissessur by Chandan, being that of a sister's son, was invalid, as the plaintiffs being Kayasthas must be deemed to rank amongst the three higher Hindu classes."

এই ইসুটি বিচার করিয়া জজদ্বয় যে রায় প্রকাশ করেন তাহা এই:—(১) কায়স্থ কোন্ বর্ণান্তর্গত তাহা শ্যামাচরণ সরকারের ব্যবস্থা দর্পণের নিম্নলিখিত অংশে সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—'বঙ্গদেশীয়ই হউক অথবা যে কোন প্রদেশেরই হউক কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত ছিলেন তাহার গুরুতর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু বহু শতাব্দী যাবৎ কায়স্থগণ (অন্ততঃ বঙ্গীয় কায়স্থগণ) শূদ্রত্বে অবনমিত হইয়াছেন। কারণ তাঁহারা স্ববর্ণোচিত 'বর্ম্মা' উপাধি পরিত্যাগ করতঃ শূদ্রোচিত 'দাস' উপাধি ব্যবহার করিতেছেন; এবং আরও প্রধান কারণ এই যে তাঁহারা গায়ত্রীপূত উপনয়ন সংস্কার পরিহার করিয়াছেন।"

"এইরূপ তর্ক উঠিয়াছে যে শ্যামাচরণ সরকারের ব্যবস্থাদর্পণের ঐ প্রকার মত বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের পক্ষে খাটিলেও তাহা বিহারী কায়স্থগণের সম্বন্ধে খাটে না। শ্যামাচরণ সরকার কায়স্থজাতির বর্ণ সম্বন্ধে যে পূর্ব্ববর্ণিত সাধারণ নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিহারী কায়স্থগণ সমগ্রজাতি হিসাবে যে সেই নিয়মের বহির্ভূত তাহা প্রদর্শনের নিমিত্ত যে সমস্ত প্রমাণ উপস্থাপিত হইয়াছে আমরা তৎসম্বন্ধে এক্ষণে বিবেচনা করিব। প্রথমতঃ কাশীস্থ ৯৬জন পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত একখানি ব্যবস্থাপত্র প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা হইয়াছে। ঐ সকল পণ্ডিতগণের মধ্যে দুইজন মাত্র আদালতে সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাঁহাদের সাক্ষ্য ও মত উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও বেনারসের কায়স্থগণের পক্ষে মূল্যবান হইলেও বিহারী কায়স্থদিগের সম্বন্ধে ঐ মত গৃহীত হইতে পারে না।

(১) "We think that the whole question has been fairly summed up in the following passage of Babu Shyamacharan Sarkar's Vyavastha Darpana—'There is, therefore, a preponderance of authority to evince that the Kayasthas, whether of Bengal or of any other country, were Kshatrias. But several centuries passed, the Kayasthas (at least those of Bengal) have been degenerated and degraded to Sudradom, not only by using after there proper names the surname 'Dasa' peculiar to the Sudras, and giving up their own, which is 'Barma', but, principally by omitting to perform the regenerating ceremony 'upanayana' hallowed by the Gayatri.'

It has been contended that however valuable Babu Shyamacharan's opinion may be as regards Bengal proper, there is a difference as regards Behar and the Kayasthas of

"তারপর, স্থানীয় নিম্ন আদালতের ঐ সম্বন্ধে দুইটী রায় প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা হইয়াছে। কিন্তু কেবল এই দুইটী মাত্র রায়ের উপর নির্ভর করিয়া বিহারী কায়স্থগণের মধ্যে দ্বিজোচিত আচার ব্যবহার প্রতিপালনের রীতি থাকা সমর্থন করা যায় না।

"এতদ্ব্যতীত, আরও অনেক মৌখিক প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে। * * ঐ সমস্ত সাক্ষীদ্বয় প্রধানতঃ চারিটী বিষয় প্রমাণের চেষ্টা করা হইয়াছে, যথা—বিহারী কায়স্থগণ (১ উপবীত ধারণ করেন; (২) তাঁহাদের হোমাধিকার আছে; (৩) তাঁহারা দ্বিজোচিত অশৌচ পালন করেন; (৪) তাঁহাদের অবৈধ পুত্র দায়াধিকারী নহে। * * আমরা ঐ চারিটি বিষয় সম্বন্ধে প্রমাণগুলি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি। ঐ সকল প্রমাণদ্বারা তাঁহাদের ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে রীতি (custom) থাকা প্রমাণিত হয় নাই। কতক সাক্ষী বলিয়াছে যে বিহারী কায়স্থমাত্রই যে উপবীত ধারণ করে তাহা নহে—সাধারণতঃ বিহারী কায়স্থগণ উপবীত ধারণ করে না এবং সকলে দ্বিজোচিত অশৌচও পালন করে না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপ অশৌচ পালন করে। * * * সুতরাং প্রমাণ ও আইন দৃষ্টে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে বিহারী কায়স্থগণ যে দ্বিজ বর্ণান্তর্গত, বাদীগণ তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই *।"

Behar. It had been established by evidence to our satisfaction that there was a difference in respect of the questions essential to this enquiry, and that the Kayasthas of Behar, as a class, had generally performed those ceremonies which might be supposed to have the effect of retaining them in the ranks of the three upper classes, we might accept this evidence and might come to a different conclusion from that to which we feel constrained upon the authorities and evidence. I shall, therefore, consider that the evidence which has been placed before us to show that the Kayasthas of Behar are an exception to the general principle contained in the opinion which I have just extracted from the work of Shyamacharan Sarkar. First, there is a Vyavastha by 96 pandits of Beneras. Two of those pandits were examined in this case as witnesses, and we are of opinion that the value which can be attached to the Vyavastha must be measured exactly by the value which can be given to the oral testimony of these two witnesses. The Vyavastha is a recent one and there is no provision of law which allows a court of justice to accept as evidence a written opinion delivered by persons still alive who have not been called to the witness box. Then, as regards the testimony of the two pandits who were examined (and this is perhaps the most valuable part of the oral testimony), we are to observe that these gentlemen do not speak with direct reference to Behar, and however valuable their opinion may be if precise upon the point with reference to the Kayasthas of the upper provinces or of Beneras, we think they can not be accepted as an authority npon the subject as regards the Kayasthas of Behar.

The next piece of evidence consists of the decisions of the local courts. Two cases only have been quoted. We think that these judicial instances are too few in number to establish an usage or custom such as is contended for.

কায়স্থজাতির বর্ণ-সম্বন্ধে ইহাই কলিকাতা হাইকোর্টের রায়। তাঁহারা বলেন শ্যামাচরণ সরকারের ব্যবস্থা দর্পণ অনুসারে যখন দেখা যাইতেছে যে কায়স্থ জাতি পূর্বতঃ ক্ষত্রিয় হইলেও এক্ষণে ক্ষত্রিয়াচার পরিত্যাগ ও শূদ্রাচার গ্রহণ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন যদি কোন কায়স্থসমাজ বলিতে চাহে, যে তাহারা শূদ্রাচারী নহে ক্ষত্রিয়াচারী, সুতরাং দ্বিজাতির অন্তর্গত, তাহা হইলে সেই কায়স্থ সমাজকে তাহাদের ঐ প্রকার ব্যবহার ও রীতির বিষয় প্রমাণ করিয়া লইতে হইবে। বিহারী কায়স্থ সমাজের মধ্যে যে শূদ্রাচার নাই তাহা বাদী দেখাইতে পারেন নাই, বরং তাহাদের কোন কোন সাক্ষী স্পষ্টই বলিয়াছে যে বিহারী কায়স্থগণের মধ্যে উপবীত ধারণ করা সাধারণতঃ প্রচলিত নাই এবং তাঁহাদের মধ্যে অশৌচ গ্রহণ সম্বন্ধেও কোন বাঁধা বাঁধি নিয়ম নাই। সুতরাং কলিকাতা হাইকোর্ট, সিদ্ধান্ত করিলেন যে বিহারী কায়স্থগণ যে দ্বিজাতির অন্তর্গত তাহা বাদীগণ দেখাইতে পারে নাই। পাঠক! লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে কায়স্থ জাতি যে প্রকৃত পক্ষে শূদ্র এরূপ কথা কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ে নাই, বরং কায়স্থ জাতি যে মূলতঃ ক্ষত্রিয় সেই কথাই উক্ত রায়ে আছে। কলিকাতা হাইকোর্টের উদ্দেশ্য এই যে কায়স্থ জাতি মূলতঃ ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত হইলেও কতকগুলি কায়স্থ সমাজ ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন সংস্কার ও বর্ম্মা উপাধি ও গায়ত্রী পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত

হইয়াছেন। তাঁহারা যখন সর্ব্ববিষয়ে শূদ্রাচারী তখন শূদ্রদিগের প্রতি যে আইন প্রযোজ্য, এই সকল শূদ্রাচারী কায়স্থ সমাজের প্রতি সেই আইন প্রযুক্ত হওয়া বিধেয়। প্রকৃত প্রস্তাবে কলিকাতা হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তে দোষ দেওয়া যায় না। আমরা যতদিন শূদ্রাচারী থাকিব ততদিন কলিকাতা হাইকোর্ট কেন কেহই আমাদিগকে ক্ষত্রিয়াচারী বলিবে না এবং ক্ষত্রিয়োচিত আইন আমাদিগের প্রতি প্রযুক্ত হইবে না ও হইতে পারে না। অবশ্য এই শূদ্রাচার আমাদিগের সমাজ হইতে বিদূরিত করা না করা আমাদের হাতে।

অতঃপর বঙ্গীয় বিচারালয়ে বৈদ্য জাতির বর্ণ সম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে, এ স্থলে তৎসম্বন্ধে একটী নজির উল্লেখ করিব। ৭নং কলিকাতা উইকলি নোটসের ৬১৯ পৃষ্ঠায় (7 C. W. Notes p. 619) কলিকাতা হাইকোর্টের একটী নজির প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত নজিরের বিষয় এই যে বাদী চন্দ্রকান্ত সেনের পিতা উমাকান্ত সেন জাতিতে বৈদ্য, তিনি মদনমোহন সিংহ নামক একজন কায়স্থ জমিদারের কন্যা আনন্দময়ীকে বিবাহ করেন। বাদী চন্দ্রকান্ত উক্ত উমাকান্ত সেনের ঔরসে আনন্দময়ীর গর্ভজাত। এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই "যে বৈদ্য ও

Then we have a considerable quantity of oral evidence..... The examination of the witnesses was directed principally to show that in four particulars, Kayasthas of Behar observed religious or other rules which would have the effect of giving them a title to rank amongst the three superior classes. These four particulars are—ñrst, wearing sacred thread ; secondly, ability to perform the homa ; thirdly, the rule as to the period of impurity ; and fourthly, the rule as to the incompetence of illegitimate sons to succeed * * * * We have considered the evidence with respect to the four particulars, and the impression which it creates on our minds is that no such uniformity has been established as amounts to legal proof of the custom or usage contended for. Some of the witnesses state as a fact that the sacred thread was not usually worn. As regards the period of impurity observed, there is a remarkable diversity in the practice of different persons. * * * The conclusion then to which we are led is this, that the plaintiffs have not shown that the Kayasthas of Behar rank amongst the three superior classes."

কায়স্থে এই যে বিবাহ তাহা বৈধ কিনা? এবং বাদী বৈধ সন্তান কিনা?" উক্ত মোকর্দ্দমা ত্রিপুরা জেলায় সবজজ আদালত বিচার হইয়া ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে যে রায় প্রকাশ হয় তাহার বিরুদ্ধে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল হয়। উক্ত ইস্যু সম্বন্ধে সবজজ যে রায় দিয়া উক্ত বিবাহ বৈধ ও সন্তান বৈধ সন্তান সাব্যস্ত করিয়াছেন তাহা এই, যথা (১)—"বঙ্গদেশে বিশেষতঃ এই (ত্রিপুরা) অঞ্চলে কায়স্থ ও বৈদ্য এক জাতি কি ভিন্ন জাতি বলিয়া পরিগণিত হয় এবং হিন্দু আইন ও প্রথামত তাহারা ভিন্ন জাতি কিনা ইহাই বিচার্য্য বিষয়।

(১) "Now, to what caste do parties to the aforesaid marriage belong? Sudras or what? * * The question is whether they are different from or identical in their caste recognition according to the Hindu law or usage applicable to Bengal, at least to this district (Tipperah).

Now as to the Kayastha it has been judicially held in the case of Rajkumar Lall *v.* Bissessur Dyal (I. L. R. 10 Cal. 688) that the Kayasthas of Bengal are Sudras, relying on Shyamacharan Sarkar's Vyavastha Darpana. There is therefore a preponderance of authority to evince that the Kayasthas whether of Bengal or of any other country were Kshatriyas, but since several centuries passed, the Kayasthas, at least those of Bengal have been degraded and degenerated to Sudradom not only by using after their proper name, the surname *dasa*, but principally by omitting to perform the regenerating ceremony hallowed by the Gayatri * * * Following the said ruling and upon the evidence I find that Madanmohan was a Kayastha degenerated into Sudradom, and as such a Sudra, and so was his daughter Anand-Mayi, plaintiff's mother.

The next fact to find is the caste of Umakanta, a Vaidya. ** There is no case-law on the point. * * No authority has been shown that a Vaidya belongs to any of the three castes of the twice born classes called Dwija. * * It is admitted that his profession is the healing art and the word Vaidya brings with it the idea of a physician. Like the innumerable profession castes of the fourth or Sudra caste, V a aidya

"প্রথমতঃ, কায়স্থ কোন্ বর্ণান্তর্গত তাহা দেখা যাউক। রাজকুমার লাল বঃ বিশ্বেশ্বর দয়ালের মোকর্দ্দমায় কলিকাতা হাইকোর্ট শ্যামাচরণ সরকারের ব্যবস্থা দর্পণের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করিয়াছেন যে কায়স্থগণ মূলতঃ ক্ষত্রিয় হইলেও ক্ষত্রিয়াচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্রাচার গ্রহণ করায় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত নজির অনুসরণ করিয়া বলা যাইতে পারে যে কায়স্থগণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় শূদ্রই হইতেছেন। সুতরাং বাদীর মাতা আনন্দময়ী শূদ্র বটেন।

"এক্ষণে দেখা যাউক বৈদ্য কোন বর্ণান্তর্গত। * * বৈদ্যগণ যে দ্বিজাতির অন্তর্গত তাহার কোন প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে বৈদ্য চিকিৎসাব্যবসায়ী জাতি। তর্ক উঠিয়াছে যে বৈদ্যগণ বৈশ্য জাতীয়; কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ না থাকায় আমি তাহাদিগকে বৈশ্য জাতীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম না। * * *

would similarly be held as such. ** unless his origin from any of the pure three twice born superior castes can be traced upon authority so as to differentiate him in any of the three higher castes or mixed class from the Sudras in Hindu Law.

Now as to this there is no authority shown to trace the origin of Vaidya from pure Vaisya father and mother, though contended by some, I must find against it. According to Manu (chap. 10) a Vaidya is a mixed class (Barna Shankar) and not a pure caste, being born of a Brahman on a wife of Vaisya caste. He is called Ambashta. Such a son takes a middle rank between both being similar and not the same with their parents, because they are regarded by the lowness of their mother—Manu Chap. X. *v.* 5, 6, Shyama Charan, page 1032. Another view has it that he is the offspring of the connection of the god or heavenly physician Aswinikumar with a Brahman woman in a flower garden (Sabda Kalpadruma p. 4459). This looks like the son of Esculapius of Greek mythology. This must be left out of account in this practical age. In dictionary Ambashta (Bastard) and Vaidya are defined as synonymous words.

Thus the view of Manu differentiates a Vaidya by origin from the three superior castes and fixes his position in a mean in the ancient times.

"মনু সংহিতা (১০ম অঃ) পাঠে জানা যায় যে ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যাস্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তান অম্বষ্ঠ। অভিধানে অম্বষ্ঠ (জারজ) ও বৈদ্য এক পর্য্যায়ভুক্ত লিখিত আছে। ঐরূপ সন্তান পিতার বর্ণ অপেক্ষা হীন ও মাতার বর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। কেহ কেহ বলেন যে অশ্বিনীকুমার নামক স্বর্গ বৈদ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে একটী উদ্যান মধ্যে বৈদ্যের উৎপত্তি (শব্দকল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য)। এই গল্পটি গ্রীক পৌরাণিক আখ্যায়িকা বর্ণিত এস্কালেপিয়সের পুত্রের জন্মের ন্যায় বোধ হয়।

"সুতরাং মনুর মতেও বৈদ্য দ্বিজাতির (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের) অন্তর্গত নহে। বিষ্ণুর মতে বৈদ্যগণ পুরাকালে যোগে ও তপস্যায় পিতৃব্য ছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের নিম্ন স্থানীয় ও বৈশ্যাচারী ছিলেন। ক্রমশঃ আচারভ্রষ্ট হইয়া

This receives corroboration in the following Sanskrit verse from Vishnu, which defines at the same time the position of the Vaidyas in the present or Kali age :—

তপোযোগাৎ পুরা বৈদ্যাস্তেজসা পিতৃবৎ স্মৃতাঃ।
বিপ্রাৎ ক্ষত্রাৎ যতো ন্যূনাঃ ক্রিয়য়াবৈশ্যবৎ কৃতাঃ॥
শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্য জাতয়ঃ।
কলৌ শূদ্রসমাপন্না যথা ক্ষত্রা যথা বিশঃ॥

i. e. 'that the Vaidyas in ancient times were like their fathers in spiritual energy, by meditation and Yoge (communion). They were inferior to Brahmans and Kshatriyas, and carried on work (Vedic ceremonials) like the Vaisyas. By gradual and gradual neglect of the work, a Vaidya has become degenerated in the Kali Yuga wholly with a Sudra just as the Kshatriyas and the Vaisyas'.

This gives a lie to a Vaidya being a pure Vaisya * * and this marks him out a Sudra like the Kayasthas of Bengal.

This also appears upon the evidence adduced in this case, and I find thereupon * * that the Vaidyas in portions of Tipperah district * * do not get invested with the sacred thread by Upanayan which is also the case with the Sudra. ** and the period of mourning or impurity observed by them is one month like the Sudras. * * * So that I have no difficulty in arriving at the conclusion that these Vaidyas * *

কলিযুগে ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের ন্যায় বৈদ্যগণও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।" বৈদ্যগণ এক্ষণে বিশুদ্ধ বৈশ্যাচারী নহেন। কায়স্থের ন্যায় বৈদ্যও শূদ্রবৎ হইয়াছেন। প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে এই ত্রিপুরা জেলার বৈদ্যগণ উপবীত গ্রহণ করেন না এবং শূদ্রের ন্যায় এক মাস অশৌচ পালন করেন। অতএব নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে বৈদ্যগণ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় যখন বৈদ্য ও কায়স্থ উভয়েই শূদ্র তখন তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হইতে পারে না। কারণ শূদ্রের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ নহে।

* * * অতএব শাস্ত্র ও প্রথা অনুসারে উমাকান্তের সহিত আনন্দময়ীর বিবাহ বৈধ বিবাহ এবং বাদী চন্দ্রকান্ত তাহাদের বৈধ সন্তান।"

হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের উক্ত রায় বহাল রাখেন এবং বৈদ্য ও কায়স্থের বিবাহ (ত্রিপুরা জেলায়) যে বৈধ বিবাহ তাহা স্বীকার করেন (২)

সম্প্রতি কলিকাতা উইকলি নোট্‌সের বিংশ ভলিউমে (ক) পূর্ব্বোক্ত রাজকুমার

have become degenerated as a Sudra and merged in Sudradom like the Kshatriyas or Kayasthas of Bengal.

* * * Now * a Vaidya is a Sudra and so is a Kayastha a Sudra. There is no authority shown against the validity of marriages of the sub-classes of the Sudra caste.

* * * * I therefore find * upon authority placed before me and custom, the validity of Ananda Mayi's marriage with Umakanta is established and so Chandra Kanta is their legitimate son."

(২) "In regard to the title of Chandra Kanta Sen, it can not be disputed that his mother a Kayastha and therefore a Sudra married his father a Vaisya (in W. N. it is written as 'Vaisya' which obviously is a mistake) * * But however the law may be there is ample evidence set out in the Judgment of the Sub-Judge on which it must be held that such marriages * * are recognised by local custom. * * We agree with the Sub Judge that such marriages are in accordance with local custom in Tipperah and are valid and conseqnently Chandra Kanta Sen is entitled to sue as lawful heir to the estate of Madan Mohan Singh.

(ক) 20 C. W. N. p. 901 (Asita Mohan Ghosh *v.* Niroade Mohan Ghosh) Chaudhuri and Newbould. J. J.

বাবু বঃ বিশ্বেশ্বর লালদিগের মোকর্দ্দমদার নজিরের অনুসরণ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে কায়স্থদিগকে শূদ্র বলিয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে কায়স্থ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত প্রমাচরণ মিত্রবর্ম্মা এম্-এ, বি-এল্ মহোদয় যথেষ্ট সমালোচনা করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলা অনাবশ্যক।

গাঠক মহাশয়গণ, দেখিবেন কায়স্থগণকে কোন আদালতই মূলতঃ শূদ্র বর্ণান্তর্গত বলিতে কেহ সাহস করেন নাই, তাঁহারা 'শূদ্রাচারী' এইরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। এই শূদ্রত্ব পরিহার করা না করা কায়স্থগণের নিজের হাতে; আশা করি কায়স্থগণ অবিলম্বে শূদ্রাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়চার গ্রহণ করিবেন।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা বি, এল।

বিদ্যানিধির সম্বন্ধ-নির্ণয়।

(৯)

কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পুস্তক পর্য্যবেক্ষক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বারা সংশোধিত ও প্রকাশিত আনন্দভট্ট-কৃত বল্লাল-চরিত হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পরশুরাম যেমন এক বিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন, কার্ত্তবীর্য্যতনয় সুভৌম তেমনই এক বিংশতিবার মুখজ ব্রাহ্মণ হত্যা করিয়া পৃথিবী ব্রাহ্মণ হীনা করিয়াছিলেন। যথা—

ব্যাস উবাচ :—

"আয়ুষঃ নহুষঃ পুত্রো বৃদ্ধশর্ম্মা ততঃ পরম্।
রম্ভো রজি রনেনাশ্চ রজেঃ পুত্রশতং হ্যভুৎ॥
রাজেয়মিতি বিখ্যাতং বিষ্ণুদত্তবরো রজিঃ।
যুদ্ধে দেবাসুরে দৈত্যানবধীৎ সুরয়াচিতঃ॥
উৎপন্না পিতৃকন্যায়াং বিরজায়াং মহৌজসঃ।
নহুষস্য সুতাঃ সপ্তষড়িন্দ্রোপমতেজসঃ॥

যতির্যযাতিঃ সংযাতি রায়াতিঃ পাঞ্চিকো ভবঃ।
সুযাতি ষষ্ঠ স্তেষাং বৈ যযাতি পার্থিবোঽভবৎ॥
যতিস্তু মোক্ষমাস্থায় ব্রহ্মভূতোঽভবন্মুনিঃ।
তেষাং যযাতিঃ পঞ্চানাং বিজিত্য বসুধামিমাং॥
দেবযানীমুশনসঃ সুতাং ভার্য্যামবাপ সঃ।
শর্ম্মিষ্ঠামাসুরী ঞ্চৈব তনয়াং বৃষপর্ব্বণঃ॥
যদুঞ্চ তুর্ব্বসু ঞ্চৈব দেবযানী ব্যজায়ত।
দ্রুহ্যং চানুং পুরুঞ্চৈব শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী॥
যদুঃ পুরুশ্চাভবতাং তেষাং বংশ বিবর্দ্ধনৌ।
শৃণুতাথ যদোস্তস্য বংশমদ্ভুতপৌরুষং॥
বভুবুস্তু যদোঃ পুত্রাঃ পঞ্চদেব সুতোপমাঃ।
সহস্রদঃ পয়োদশ্চ ক্রোষ্টানীলোঽঞ্জিকস্তথা॥
সহস্রদস্য দায়াদস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
হৈহয়শ্চ হয়শ্চৈব রাজা বেণুহয়স্তথা॥
হৈহয়স্যাভবৎ পুত্রো ধর্ম্মনেত্র ইতি শ্রুতঃ।
ধর্ম্মনেত্রস্য কার্ত্তস্ত সাহঞ্জস্য চাত্মজঃ॥
সাহঞ্জনী নাম পুরী তেন রাজ্ঞা নিবেশিতা।
সাহঞ্জস্য তু দায়াদো মহিষ্মান্নাম পার্থিবঃ॥
মাহিষ্মতী নাম পুরী তেন রাজ্ঞা নিবেশিতা।
আসীন্মাহিষ্মতঃ পুত্রো ভদ্রশ্রেণ্যঃ প্রতাপবান॥
বারাণস্যধিপো রাজা পুরাণে পরীকীর্ত্তিতঃ।
ভদ্রশ্রেণ্যস্য দায়াদো দুর্দ্দমো নাম বিশ্রুতঃ॥
দুর্দ্দমস্য সুতো রাজা কণকো নাম বিশ্রুতঃ।
কণকাৎ কৃতবীর্য্যস্তু কৃতাগ্নিঃ করবীরকঃ॥
কৃতৌজাশ্চ চতুর্থোঽভূৎ কৃতবীর্য্যাদথার্জ্জুনঃ॥
যঃ স বাহু সহস্রেণ সপ্তদ্বীপেশ্বরোঽভবৎ।
জিগায় পৃথিবীমেকো রথেনাদিত্যবর্চ্চসা॥
লঙ্কেশং মোহয়িত্বা তু সবলং বারণং বলাৎ।
অসৌ বদ্ধা ধনুর্জ্যাভিরুৎসিক্তং পঞ্চভিঃ শরৈঃ॥
নির্জ্জিত্যৈব সমানীয় মাহিষ্মত্যাং ববন্ধ তম।

তস্য বাহু সহস্রস্তু যুধ্যতো ভুবনেশ্বরাঃ।
যোগাৎযোগেশ্বরস্যৈব প্রাদুর্ভবতি মায়য়া॥
অহো বত মৃধে বীর্য্যং ভার্গবোঽস্য যদাচ্ছিনৎ।
রাজ্ঞো বাহুসহস্রস্তু হৈমতালবনং যথা॥
যামদগ্ন্যাত্তদা রামাদ্বাহুজান্ ক্ষত্রিয়ান্ঘ্নতঃ।
কার্ত্তবীর্য্যস্য মহিষী পলয়াত সুদারুণাৎ॥
অন্তর্ব্বত্নী তু সা দেবী সুষুবে কৌশিকাশ্রমে
পুত্রং সুভৌমনামানম্ বালার্কমিব সুন্দরম্॥
স মাত্রা বর্দ্ধিতঃ কালে পুত্রঃ সরসিজাননঃ।
কৌশিকাৎ প্রতি জগ্রাহ ধনুর্ব্বেদং মহাভুজঃ॥
ব্রাহ্মণং পিতৃহন্তারং শ্রুত্বা মাতৃমুখাৎ-যুবা।
জগাম ব্রাহ্মণান্ হন্তং দিক্ষু ক্রোধারুণেক্ষণঃ॥
একবিংশতি বারান্ স মহীমব্রাহ্মণামিমাং।
চকারাতো ন বিদ্যন্তে ব্রহ্মণা মুখজাঃ কলৌ॥
শবরান্ কটুকৈবর্ত্তান্ বিলোক্য ভার্গবস্ততঃ।
অব্রাহ্মণ্যে তদাদেশে তেষাং সূত্রমলুয়ৎ॥
তুষ্যন্তি ভূষণৈর্নার্য্যো গাবঃ স্বচ্ছন্দচারতঃ।
কুঞ্জরাঃ পাংশুবর্ষেণ কিং ত্বেতে পরনিন্দয়া॥
জামদগ্ন্যং ততোযুদ্ধে জঘানার্জ্জুন নন্দনঃ।
এবং স ব্রাহ্মণান্ জিত্বা সুভৌমোঽভূজ্জয়ধ্বজঃ॥
ততো বিপ্রাঃ সুতার্থিন্যঃ ক্ষত্রিয়ানুপতস্থিরে।
জাতয়ো জজ্ঞিরে তাসু কদম্বপল্লবাদয়ঃ॥
ব্রহ্মহত্যা পাপবিদ্ধো নির্বৃতিং সোঽলভন্নৃপঃ।
অযষ্ট বাজিমেধেন যজ্ঞং পাপ বিনাশনং॥
তস্য যযোঃ প্রতিকৃতিরদ্যাপ্যস্তি শিলাময়ী।
মাহিষ্মতীপুরে রম্যে নর্ম্মদা তটিনী তটে॥
কার্ত্তবীর্য্যস্য তু শতং পুত্রাণাম্ পঞ্চ বৈ পুরাঃ।
শূরসেনশ্চ শূরশ্চ ধৃষ্টোক্তঃ কৃষ্ণ এব চ।
জয়ধ্বজ ইতি খ্যাতঃ সুভৌমশ্চ মহাবলঃ॥
জয়ধ্বজাত্তালজঙ্ঘস্তালজঙ্ঘাৎ শতং সুতাঃ।

তালজঙ্ঘা ইতিখ্যাতাঃ শূরা উত্তমপৌরুষাঃ ॥
তেষাং কুলেঽতিবিমলে হৈহয়ানাম্ মহাত্মনাং।
বীতিহোত্রাঃ স্বয়ংজাতাঃ ভোজাশ্চাবন্তয়ঃ স্মৃতাঃ ॥
তৌণ্ডিকেয়াশ্চ বিখ্যাতাস্তালজঙ্ঘাস্তথৈব চ।
ভরতাশ্চ সুজাতাশ্চ পুরাণে কথিতা ময়া ॥

উদ্ধৃত প্রমাণে জানা যায়, পরশুরাম নিঃক্ষত্রিয় করা'ত দূরের কথা, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনেরও বংশ লোপ করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জনও নয়, সুভৌমের সহিত যুদ্ধে পরশুরাম পরাস্ত হইয়া শমন সদনে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কলিযুগে মুখজ ব্রাহ্মণ কেহ নাই। পরশুরাম যে সকল নিকৃষ্ট জাতিকে উপবীত দিয়া ব্রাহ্মণ সাজাইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত আছেন। আর ক্ষত্রিয় বীর্য্যে বিধবা ব্রাহ্মণীদিগের ক্ষেত্রে যাঁহারা উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারা এক প্রকার বর্ণসঙ্কর রূপে বর্ত্তমান আছেন। ক্ষত্রিয়জাতি অসীজীবী ও মসীজীবী শাখায় এখনও সমগ্র ভারতে বিদ্যমান। পরশুরাম যখন একবিংশতিবার ক্ষত্রিয় রাজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, তখন তাঁহার দ্বারা ধ্বংসাবশিষ্ট অনেক ক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু মুখজ ব্রাহ্মণ কেহ ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ পরশুরাম কল্পিত ব্রাহ্মণের কথা বিদ্যানিধি মহাশয় শুনিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়-কোপানল হইতে জীবিত ব্রাহ্মণগণ হিমালয় পর্ব্বতে ও তিব্বত দেশে পলাইয়া গিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন। যাহা হউক সম্বন্ধ-নির্ণয়কার যেমন কায়স্থের জাতি নির্ণয় করিতে গিয়া 'নিঃক্ষত্রিয়' শব্দটী উল্লেখ করিয়াছেন, তেমনই ব্রাহ্মণের জাতি নির্ণয় উপলক্ষে 'নির্ব্রাহ্মণ' শব্দটী উল্লেখ করিলে সমদর্শীত্ব প্রকাশ পাইত। আমাদের বিশ্বাস, পাছে স্বকীয় জাতির উপর সাধারণে কলঙ্ক বিলেপন করে,সেই ভয়েই সম্বন্ধ নির্ণয়কার উল্লিখিত শ্লোকের অবতারণা করিয়া পৃথিবীকে নির্ব্রাহ্মণ বলিতে সাহসী হন নাই।

আবার বিদ্যানিধি মহাশয় আলোচ্য পুস্তকে লিখিয়াছেন :—"যখন জামদগ্ন্য মুনিবরকে (দালভ্যকে) জিজ্ঞাসা করেন, 'এখানে ক্ষত্রিয় আছে কি না?' মুনির উত্তরে 'কায়স্থ' নাম শুনিয়া ভার্গব চন্দ্রকেতুর পত্নীকে কহেন, দেখ তোমার এই গর্ভস্থ ভ্রূণ মুনি কর্ত্তৃক 'কায়স্থ' শব্দে অভিহিত হইয়াছে, সুতরাং এ ক্ষত্রিয় হইতে পরিভ্রষ্ট হইল।"

অহো! এমন করিয়াই কি লোকের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিতে হয়! এইরূপেই কি সৎপথ পরিত্যাগ করিয়া অসৎপথে যাওয়া উচিত? না এমনই করিয়া সদর্থ পরিত্যাগ করত কদর্থ করা পণ্ডিতের কার্য্য? শাস্ত্র বলিতেছেন—

"শাস্ত্রার্থমন্যথা যস্তু ব্যাখ্যায়াতি বিমূঢ়ধিঃ।
স চাপি ব্রহ্মহত্যায়াঃ পাতকী নাত্র সংশয়ঃ ॥"

অর্থাৎ শাস্ত্রের অন্যায় অর্থ করিলে ব্যাখ্যাকারী ব্রহ্মহত্যা মহাপাপের ভাগী হয়।

(সিদ্ধান্ত সমুদ্র ৪র্থ খণ্ড ৬৫ পৃষ্ঠা)

ক্ষত্রিয় আছে কি না, জিজ্ঞাসিত হইয়া মুনিবর উত্তরে বলিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয় আছে, কিন্তু সে চন্দ্রসেন পত্নীর 'কায়স্থ'। এখানে আমরা কায়স্থ অর্থে শরীরস্থই বুঝিতেছি; বোধ হয় পাঠকগণও তাহাই বুঝিবেন। কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয়ের এমনই অসরল বুদ্ধি ছিল, তিনি 'কায়স্থ' শব্দটী শুনিবামাত্র শরীরস্থ না বুঝিয়া কায়স্থজাতি বুঝিয়াছেন। ইহা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না—এবং এরূপ হওয়াও তাঁহার উচিত ছিল না। কাহারও কাহারও যেমন রামনাম শুনিলেই ভূতের কথা মনে পড়ে, সম্বন্ধ-নির্ণয়কারেরও তেমনই কায়স্থ নাম শুনিলেই শূদ্র কথাটী মনে পড়ে! নতুবা এখানে তিনি কায়স্থ অর্থে শরীরস্থ না বুঝিয়া কায়স্থজাতির কথা আনিবেন কেন? আর কায়স্থ শব্দ শুনিয়াই যে ভার্গব মহাশয় তাহাকে ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট করিবেন, ইহাও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইহাতে কিন্তু আমাদের মনে হয়, বিদ্যানিধি মহাশয় নিজের ফাঁদে নিজেই পড়িয়াছেন। কারণ বোধ হয়, সেকালে 'কায়স্থ' শব্দে ক্ষত্রিয়কেই বুঝাইত; তজ্জন্যই ভার্গব 'কায়স্থ' শব্দটী শুনিবামাত্রই তাহাকে ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্বন্ধ-নির্ণয়ের মতে ভার্গব নিঃক্ষত্রিয় করিতেই যত্নপর ছিলেন—কায়স্থ-বিদ্বেষের তাঁহার কোন কারণ ছিল না, সুতরাং কায়স্থবধের কোন কারণই ঘটে নাই। আমরা বলি, যদি সেকালে 'কায়স্থ' শব্দে ক্ষত্রিয়কে না বুঝাই'ত তাহা হইলে ভার্গবের 'কায়স্থ' বালককে "ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট" করিবার কোন কারণই থাকিত না। সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে বলিব, কায়স্থকে পূর্ব্বে সকলে ক্ষত্রিয় বলিতেন এবং সম্বন্ধ-নির্ণয়ের উল্লিখিত উক্তিই তাহা প্রতিপন্ন করিতেছে। গর্ভাবস্থায় সন্তান মাত্রই গর্ভস্থ, কায়স্থ, শরীরস্থই থাকে, সুতরাং রাম না জন্মাইতেই রামায়ণের ন্যায় "গর্ভাবস্থায় কায়স্থ বা শূদ্র সংজ্ঞায় কথিত হইতেছেন" মহামহিম সম্বন্ধ-নির্ণয়ের এই উক্তির কোন ভিত্তি নাই এবং ইহা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক। এ বিষয়ের অন্যান্য জ্ঞাতব্য কথা স্থানান্তরে লিখিত হইবে।

সম্বন্ধ-নির্ণয়ে লিখিত হইয়াছে, "যে সকল ক্ষত্রিয় পত্নী ঋষিবর্গের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ নিজ গর্ভস্থ শিশু রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সকল শিশুগণ গর্ভাবস্থায়

কায়স্থ বা শূদ্র সংজ্ঞায় কথিত হইয়াছিলেন * * * ক্ষত্রিয় শোণিত সংশ্রব কোন এক পুরুষে থাকিলেও শূদ্রদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আচার ভ্রষ্ট হইয়া বৃষলত্ব অর্থাৎ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।" সম্বন্ধ-নির্ণয়কারের এই উক্তির আমরা কোনই প্রমাণ পাইলাম না। এক চন্দ্রসেন পত্নীর গর্ভস্থ সন্তান ব্যতীত অন্য কোন রাজকুমার যে কায়স্থ বলিয়া কথিত হইয়াছেন, ইহা আমরা কোথাও পাই নাই। বরং মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ইহার বিরুদ্ধ প্রমাণই পাইয়াছি। শান্তিপর্ব্বে আছে যে, যে সকল ক্ষত্রিয়সন্তান পলাইয়াছিলেন, তাঁহারা কশ্যপ কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা ক্ষত্রিয়ই ছিলেন, এবং তাঁহারা কখনও শূদ্র আখ্যায় আখ্যাত হন নাই। পরন্তু কায়স্থ জাতির শূদ্রের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধেরই বা প্রমাণ কোথায় তাহাও অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। কেবল বাগাড়ম্বর করিয়া পুঁথির কলেবর বর্দ্ধিত করত মূল্য আদায়ের সুবিধা করা সম্বন্ধ-নির্ণয়কারের কর্ত্তব্য ছিল না।

বিদ্যানিধি মহাশয়'ত কলমের খোঁচায় লিখিয়া গিয়াছেন, "কায়স্থগণ যুগ-যুগান্তর কাল অকৃত প্রায়শ্চিত্ত হেতু দ্বিজাতি সমুচিত উপনয়নাদি সংস্কার বিহীনতা, তন্নিবন্ধন শূদ্র রূপে পরিচিত হইয়াছেন।" কায়স্থগণ যুগযুগান্তর অকৃত প্রায়শ্চিত্ত কেমন করিয়া তাহাও বুঝিলাম না। বৌদ্ধবিপ্লবের পূর্ব্বে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয় নাই। যখন কান্যকুব্জ হইতে কায়স্থগণ এ দেশে আসিয়াছিলেন, তখনও উপবীতী অবস্থায়ই অসিয়াছিলেন—অনুপবীতী আসেন নাই; তাহা না হইলে আমরা কায়স্থ-কৌস্তভে এই শ্লোকটী দেখিতে পাইতাম না—

বঙ্গেশ্বরো মহারাজঃ পুত্রেষ্টিং সমনুষ্ঠিতম্।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজাঃ দশ॥

সুতরাং আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, বৌদ্ধ বিপ্লবের পূর্ব্বে কায়স্থগণ উপবীতহীন হন নাই। ঐ বিপ্লবেই ব্রাহ্মণ কায়স্থের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বৌদ্ধ আগমনের পূর্ব্বে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনই ছিল না। সুতরাং বিদ্যানিধি মহাশয়ের 'যুগযুগান্তর' শব্দ অর্থহীন এবং তিনি কায়স্থ-বিদ্বেষ বশেই এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। উপনয়ন সংস্কার না হইলে দ্বিজগণ 'ব্রাত্য' হয়—'শূদ্র' হয় না; তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি; আবার বলিতেছি যে, উপনয়ন না থাকায় কায়স্থগণ শূদ্র হন নাই—'ব্রাত্য' হইয়াছেন। শূদ্র ও ব্রাত্য এক নহে—স্বর্গ ও নরক প্রভেদ। যথাকালে উপনয়ন না হইলে দ্বিজগণ ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অন্য নয়টী সংস্কার থাকে এবং প্রায়শ্চিত্তান্তে শুদ্ধ হয়। শূদ্র—যাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই, পাপ পুণ্য

নাই, সংস্কার নাই ও যাগ যজ্ঞ নাই এবং যে চণ্ডাল ও কুক্কুর তুল্য; সুতরাং ব্রাত্যত্ব ও শূদ্রত্ব কত প্রভেদ! কায়স্থের ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়নের বিরোধীবৃন্দ তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—গর্ভাধান হইতে চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সংস্কার দ্বারা দ্বিজগণের শুক্রশোণিত সম্ভূত পাপরাশি বিদূরীত হয়। দ্বিজগণই এই সকল সংস্কারের অধিকারী—অন্যে নহে। শূদ্রের কোন সংস্কার নাই, ইহা হিন্দু-শাস্ত্র তার স্বরে ঘোষণা করিতেছেন। শূদ্রের যখন পাপ পুণ্য নাই, তখন 'মাথা নাই, যার মাথা ব্যথা তার' ইহা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং শুক্র-শোণিত জনিত পাপরাশি দূরীভূত করিতে শূদ্রের কোন সংস্কারের আবশ্যক হয় না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন :—

"ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা বর্ণাস্ত্বাদ্যাস্ত্রয়োদ্বিজাঃ।
নিষেকাদিশ্মশানান্তাস্তেষাং বৈ মন্ত্রতঃক্রিয়াঃ॥
গর্ভাধানমৃতৌপুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎ পুরা।
ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তঃ প্রসবে জাত কর্ম্ম চ॥
অহন্যেকা দশে নাম চতুর্থেমাসি নিষ্ক্রমঃ।
ষষ্ঠেঽন্নপ্রাসনং মাসি চূড়া কার্য্যা যথাকুলম্॥
এবমেনঃ শমংযাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবম্।
তুষ্ণীমেতাঃ ক্রিয়াস্ত্রিণাং বিবাহস্ত সমন্ত্রকঃ॥"

১০—১৩।১

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ; তন্মধ্যে প্রথম তিন বর্ণ দ্বিজ তাহাদের গর্ভাধান হইতে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সকল ক্রিয়াই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক নির্ব্বাহিত হয়। গর্ভাধান, গর্ভস্পন্দনের পূর্ব্বে পুংসবন, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন, প্রসবের পর জাত কর্ম্ম, একাদশ দিনে নামকরণ, চতুর্থমাসে নিষ্ক্রমণ ষষ্ঠ মাসে অন্ন প্রাসন, কুলাচার অনুসারে চূড়াকরণ এই সকল কার্য্যে বীজগর্ভ সমুদ্ভব পাপ বিদূরিত করে। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এই সকল কার্য্য মন্ত্রহীন। তাহাদের বিবাহ ক্রিয়াই সমন্ত্রক।

পূর্ব্বোক্ত সংস্কার গুলি কায়স্থগণ স্মরণাতীত কাল হইতে সমন্ত্রক করিয়া আসিতে-ছেন। সুতরাং তাঁহাদেরও বীজগর্ভ সমুদ্ভুত পাপ দূরীভূত হইয়াছে ও হইতেছে। এই সকল সংস্কার যে গর্ভ জনিত পাপ বিদূরিত করে, তাহা মনুও বলিয়াছেন। যে মনু এই সকল সংস্কারের সহিত উপনয়ন সংস্কারেরও উল্লেখ করিয়াছেন :—

"বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃপুণ্যৈর্নিষেকাদির্দ্বিজন্মানাম্।
কার্য্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ॥
গার্ভৈর্হোমৈর্জাতকর্ম্মচৌড়মৌঞ্জীনিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে॥"

২৬—২৭।২ মনু।

দ্বিজাতিগণের ইহকাল ও পরকালের পবিত্রতা বিধায়ক গর্ভাধানাদি বৈদিক পুণ্য কার্য্য দ্বারা শরীর সংস্কার করা উচিত। গর্ভাধান, জাতকর্ম্ম চূড়াকরণ ও উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা দ্বিজাতিগণের বীজগর্ভ জনিত পাপক্ষয় হইয়া থাকে। যে পরশ্রীকাতর অজ্ঞ এখনও কায়স্থগকে শূদ্র বলে, আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কায়স্থ শূদ্র হইলে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পৌরহিত্য করিয়া কেমন করিয়াই বা ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিতেছেন?

যাজ্ঞবল্ক্য ও মনুর মতে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে, তবে মনু উপনয়ন সংস্কারের উল্লেখ করিয়াছেন, যাজ্ঞবাল্ক্য তাহা করেন নাই। কিন্তু উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন যে, সংস্কারগুলি দ্বিজাতি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কায়স্থগণ যখন আবহমানকাল হইতে ঐ সকল সংস্কার যথাসময় সমন্ত্রক নিষ্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, তখন কায়স্থগণ যে দ্বিজাতি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। সংস্কার গুলির মধ্যে বঙ্গীয় কায়স্থগণের মাত্র উপনয়ন সংস্কার বর্ত্তমানে নাই, কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গীয় কায়স্থগণের আদি পুরুষ অর্থাৎ পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের উপনয়ন সংস্কার যথাশাস্ত্র নির্ব্বাহিত হইতেছে। প্রশ্ন হইতে পারে, বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের উপনয়ন সংস্কার নাই কেন? উত্তরে আমরা বলিতে চাই—কায়স্থগণ ব্রাহ্মণগণের ব্যবস্থানুসারে সংস্কারাদি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পুরোহিতেরাই তাঁহাদের সকল সংস্কারের মূল। সুতরাং পুরোহিতগণ তাঁহাদিগকে যে সংস্কার দিতেন, কায়স্থগণ নির্ব্বাক ভাবে তাহাই গ্রহণ করিতেন। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় গ্রন্থাদি বা শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া স্ব স্ব শাস্ত্রীয় অধিকার লাভ বা বাদ প্রতিবাদ করিবার সুবিধা পূর্ব্বে ছিল না। এমন কি সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কোন কথারই প্রতিবাদ করিতে পারিতেন না। তখন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের নিকট ২।৪ খান তাল পাতায় লেখা অথবা ভূর্জ্জপত্রে লেখা পুঁথি বা শাস্ত্র ব্যতীত আর কিছু প্রাপ্যের আশা ছিল না- থাকিতও না। বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কৃপায়—কার্য্য তৎপরতায়—সদাশয়তায় ও দেশের পুরাতত্ত্ব অবগত হইবার প্রবল বাসনা প্রসূত কলিকাতাস্থ এসিয়াটিক সোসাইটীতে সে কালের হস্ত লিখিত পুঁথি দেখিতে ও স্বাধিকারের বিষয় অবগত

হতে পারেন। এখন আর কাহাকেও যাহা তাহা বলিয়া সন্তুষ্ট করিবার বা মুটী করিয়া উপেক্ষা প্রদর্শনের উপায় নাই। পূর্ব্বে গ্রন্থনিচয় সাধারণ্যে প্রচারিত বার সুযোগ না থাকায়, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ জন সাধারণকে এমন কি পুরোহিত-কেও শাস্ত্র চর্চ্চা হইতে দূরে রাখিতেন। তাঁহারা যে মত প্রকাশ করিতেন, ধারণ হিন্দুগণ তাহা শাস্ত্রবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করত, তদনুযায়ী কার্য্য করিতে কাৎপদ বা সন্দিগ্ধ হইতেন না। ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ধর্ম্মমত প্রচারিত হওয়ায়, হিন্দুগণ আপনাদের সুবিধার নিমিত্ত এবং অনেক ন বাধ্য হইয়াও বিভিন্ন ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ বৌদ্ধ যুগে ধর্ম্মাবলম্বীগণ উপবীত পরিত্যাগ করেন। তৎপর তান্ত্রিক যুগে উপনয়ন ণ করিয়া বেদ পাঠ করার পরিবর্ত্তে দীক্ষা গ্রহণ করত, তন্ত্রোক্ত বীজমন্ত্র ও ত্রীগ্রহণ প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। তন্ত্রমতে সংস্কারের আবশ্যকতা দেখা বড় যায় না ন্ত্রিকমত এখনও বঙ্গদেশে বর্ত্তমান আছে। তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের ন্যায় তান্ত্রিক য়স্থের ও দীক্ষা, বীজমন্ত্র, গায়ত্রী সকলই এক প্রকার—কোন পার্থক্য নাই। পর চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মেও সংস্কারের আবশ্যকতা নাই বা জাতিভেদ লক্ষিত না। এমতেও ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের দীক্ষা, ইষ্টমন্ত্র, গায়ত্রী প্রভৃতি এক প্রকার। তরাং বিভিন্ন ধর্ম্মমত গ্রহণকারী ব্রাহ্মণগণ কায়স্থগণকে দীক্ষা প্রদানের আবশ্যকতা ভব করিতেন না; কাযেই তাঁহাদের উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন হইত না। তৎপর া যায়, উপনয়ন গ্রহণ ও শিষ্যত্ব গ্রহণ একই কথা, কারণ উপনয়ন গ্রহণ করিয়া দ্গুরুগৃহে বাস করত শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হয়। উপনয়ন কার্য্যটী যে দীক্ষা র্য্যের নামান্তর বা শিষ্যত্বের নামান্তর তাহা আমরা নিম্নলিখিত প্রমাণে প্রাপ্ত । ঋগ্বেদীয় কৌষিতকী উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯শ শ্রুতিতে দেখা যায়, বালাকী নাম ধেয় জনৈক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় রাজা অজাতশত্রুর নিকট পরব্রহ্মের া বলিতে আরম্ভ করিয়া পরাজিত হইলে বালাকী অজাতশত্রুর শিষ্যত্ব গ্রহণ রিতে সমিৎ হস্তে রাজার নিকট আসিয়া বলিয়াছিলেন :—

"আমি শিষ্যের ন্যায় আপনার নিকট আসিয়াছি।" অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে দীক্ষিত করিবেন, ইহা আমি বিপরীত মনে করি। এস, তোমাকে ি দীক্ষায় ইহা বুঝাইয়া দিতেছি।"

এখানে উপনয়ন শব্দে শিষ্যত্ব বুঝাইতেছে। বৈদিক যুগে বেদাধ্যয়ন নিমিত্ত ত্র সম্পাদিত হইত, তাহার নামই উপনয়ন সংস্কার বা দীক্ষাগ্রহণ। (মনুর ৭ম ের শ্লোকের টীকাকার কুল্লুক ভট্ট ও মেধাথিধি দ্রষ্টব্য) তদ্ভিন্ন বৈদিক যুগে

বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তান্ত্রিক বা বৈষ্ণব মতে দীক্ষা গ্রহণ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। কারণ বৈদিক যুগের অনেক পরে তন্ত্র ও বৈষ্ণব মতের প্রবর্ত্তন ও প্রচার। মাত্র সূত্র ধারণের জন্য উপনয়ন যজ্ঞ সম্পাদিত হইত না। এমন কি গোভিলগৃহ্য-সূত্রেও উপনয়নের মধ্যে গলায় সূত্র ধারণের বা গ্রহণের কোন উল্লেখ নাই; বরং সূত্র গ্রহণের পরিবর্ত্তে যজ্ঞ অন্তে মাণবককে গুরুর নিকট প্রার্থনা করিতে হয় যে, 'ভো গুরো! আমাকে বেদ অধ্যয়ন করান।' কায়স্থ জাতির দীক্ষা গ্রহণ বরাবর চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং তাহাদের যে উপনয়ন হয় নাই এ কথা বলা যায় না। তবে বঙ্গীয় কায়স্থগণ অনেক দিন হইতে উপবীত ধারণ করেন নাই বটে, তাহাতে তাঁহারা প্রত্যবায় গ্রস্থ বা পাপজালে জড়িত হইয়াছেন, এরূপ যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত।

স্ববর্ণোচিত কার্য্য করুক বা না করুক স্বকীয় বর্ণ নির্ণায়ক চিহ্ন ধারণ করিলেই বর্ত্তমানে সকললেই সন্তুষ্ট। পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। মনু বলেন, চিহ্ন ধারণ ধর্ম্মের কারণ নয়, বিহিত অনুষ্ঠানের প্রয়োজন।

"দূষিতোঽপি চরেদ্ধর্ম্মং যত্র তত্রাশ্রমে রত।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণম্॥
ফলং কতকবৃক্ষস্য যদ্যপ্যম্বু প্রসাদকম্।
ন নাম গ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি॥"

৬৬।৬৭।৬ মনু।

অর্থাৎ যে কোন আশ্রমের আশ্রমী বর্ণচিহ্ন ধারণাদি কার্য্য না করিয়া দূষিত হইয়া সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইলেই তাহার ধর্ম্ম কার্য্য করা হইল। লিঙ্গ অর্থাৎ বর্ণচিহ্ন ধারণ ধর্ম্মের কারণ নয়।—যেমন নির্ম্মলী ফল জলে দিলে জল পরিষ্কৃত হয়, কিন্তু তাহার নাম গ্রহণ করিলে জল পরিষ্কৃত হয় না, তেমনই বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই ধর্ম্ম হয়, কেবল বর্ণচিহ্ন ধারণ ধর্ম্ম নহে।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বর্ম্মাঘোষচৌধুরী।

আমাদের বংশ কথা।

কবি গাহিয়াছেন—"বলি বলি বলা হল না, সরমে মরম কথা কওয়া গেল না।" আমিও আমার বংশ কথা লিখি লিখি করিয়া লিখিতে পারি নাই—মরমের কথা মরমেই লুকাইয়া রাখিয়াছি! সর্ব্বদাই একজন মহাজনের দৃষ্টান্তের অনুসন্ধান করিয়াছি। সৌভাগ্য ক্রমে এতদিন পরে আমার মনোরথ পূর্ণ হইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে—একজন দুর্গম পথের মহাজনপথিক পাইয়াছি। আমার প্রাণটা আহ্লাদে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম দেশের 'বগ্গা' বরিশালের বগলা বংশের রত্ন শ্রীযুক্ত মধুসূদন বর্ম্মাই আমার আদর্শ মহাজন। তিনি যে পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমার পক্ষে রাজবর্ত্মের ন্যায় সুখগম্য হইয়াছে। আমি ও আমার ন্যায় অনেকেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা ভাবে ইহা অঙ্গীকার করিতে বাধ্য। এ প্রত্নতত্ত্বাবিষ্কারের সুবর্ণযুগে কোন বংশেরই কৃতী সন্তানগণের বংশের উচ্চ মূলাবিষ্কারে নিরুদ্যম থাকা বিধেয় নহে; প্রবীণ দূরদর্শী মধুবাবু "মদনমোহন বর্ম্মকারের জীবনী" লিখিতে গিয়াও যে তাঁহার বংশের প্রত্নতত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহাতে কেহ কেহ বিস্মিত হইতে পারেন, আমি কিন্তু হই নাই। তিনি অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছেন—বংশের উচ্চমূল ও সামাজিক প্রতিপত্তি বিজ্ঞাপন করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য—'মদনমোহনের জীবনী' বর্ণনার মধ্য দিয়া তাহা নিঃসৃত করিয়াছেন—শুধু অরুচিকর হইবার ভয়ে। কুইনাইনের বড়ীর উপরে যেন চিনির আবরণ! আমি তাঁহার অনুকরণ করিব বলিয়া নূতনত্ব বর্জ্জন করিব না—আমার বিশেষত্ব বজায় রাখিব। তিনি জীবনীর মধ্যে বংশের প্রত্নতত্ত্ব আবিস্কার করিয়াছেন। আমি আমাদের বংশ কথার মধ্যে আদর্শ জীবন চরিত লিখিব।

আমার বংশের যিনি বঙ্গদেশে আসেন, তাঁহার নাম চিদাম্বরম্‌দেব (তখনও বর্ম্মা উপাধি হয় নাই) তিনি দনুজমর্দ্দন দেব ও উপরের ঐ বগ্গা-বংশের আদি পুরুষ বাঢ়ম্‌দেবের সমসাময়িক। বাঢ়ম্‌দেবের সহিত দমনুজমর্দ্দনের জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত লেখক যদ্রূপ সন্দেহ দোলায় দুলিত, আমি চিদাম্বরম্ দেবের সম্বন্ধে তদ্রূপ সন্দিহান নহে। দনুজ মর্দ্দন ও চিদাম্বরম্ ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি। এ জ্ঞাতিত্বের দাবী আমি সজোরে করি। তবে 'জ্ঞাতির শত্রু জ্ঞাতি' এই সত্য বাক্যের অনুরোধে আমি ইহাও স্বীকার করিতে অকুণ্ঠিত যে উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। সদ্ভাব ছিল না বলিয়াই চিদাম্বরম্ সেলিমাবাদে নামক এক নালিকুল সমাজের কর্ত্তা হইয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন। যেমন রাঢ়ম্‌দেব বল্লালার অধীন না হইয়া সোন্ধারকুল নামক

সমাজের সমাজপতি হইয়া উত্তররাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থের ন্যায় তেজস্বিতার পরিচয় দিয়া বংশকে ধন্য করিয়াছিলেন, আমার পূর্ব্ব পুরুষ চিদাম্বরমও তেমনই সজীবতার লক্ষণ প্রদর্শনে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই। বল্লালীর অধীনতা কখনও স্বীকার করেন নাই। আজ আমরা নালিকুল সমাজের কায়স্থগণ সেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছি। সোন্ধারকুলের সমাজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা দূরে থাকুক, বল্লালীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া পূর্ব্ব বিরোধের অবসান করিয়াছেন! আমরা আজিও সামাজিক বিরোধ বজায় রাখিয়াছি—বল্লা-প্রতিষ্ঠিত সমাজের ন্যায় অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলি নাই। আমাদের সমাজ স্বতন্ত্র থাকিলেও বল্লালী সমাজের কায়স্থের সাহায্য করিতে আমরা দিধা বোধ করিনা। আমাদের সমাজের দু' একজন অর্থশালী হইলে বল্লালী সমাজের সহিত মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করে সত্য, কিন্তু সোন্ধারকুলের সমাজ যেমন শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে; আমাদের সমাজ কত দিনে যে তদ্রূপ অস্তিত্ব হীন হইবে, তাহা বলা কঠিন। বড়ই দুঃখের বিষয়—বাঢ়ম্‌দেবের সমাজ তাঁহার অধস্তন কৃতী সন্তানগণের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও বল্লালী সমাজের কুক্ষিগত হইয়া গেল। অত্যাচারী বল্লালী সমাজকে ধিক! আমরা বহু চেষ্টায় এখনও চিদাম্বরের সমাজ-কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়া আমাদিদকে ধন্য মনে করিতেছি।

ভাবিয়া দেখিলে, দনুজমর্দ্দন, চিদাম্বরম্, বাঢ়ম্ এক দেব-বংশীয়। প্রত্যেকেই সমাজ-পতি—স্বাধীন রাজা। দনুজমর্দ্দনের সমাজ বল্লালী নিয়মাধীন; বাঢ়ম্ ও চিদাম্বরের পক্ষে উহা প্রতিযোগীর সমাজ, সেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঢ়মের বা চিদাম্বরের বংশীয়গণের কতটা অবনতি জনক ও দুঃখকর! পক্ষান্তরে কাপুরুষতার দ্যোতক! বাঢ়মদেবের বংশধরেরা তাঁহার অতি কষ্টে রচিত সমাজকে একেবারে বল্লালী সমাজে মিশাইয়া দিলেন! কি লজ্জার কথা! চিদাম্বরের পুণ্য প্রভাবে আমাদের মুখ আজও সমুজ্জ্বল—আজও আমরা স্বাধীন সমাজে বাস করিয়া বল্লালী সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছি। সোন্ধারকুলসমাজের চিহ্নমাত্র দেখাইবার সাধ্য নাই। আমরা বড়াই করিয়া বলিতে পারি, যাহার ইচ্ছা চিদাম্বরের সমাজ দেখিয়া যাইতে পারেন। আমাদের সমাজের বৈশিষ্ট্য এই, আমরা সবই সমান। বল্লালীর ন্যায় ছোট বড় ভেদনীতি আমাদের সমাজে নয়ন-গোচর হয় না। আমাদের সমাজেই প্রকৃত সাধারণ তন্ত্র। বল্লালী সমাজ ভেদতন্ত্রমূলক-পতনের যোগ্য। এজন্য সুযোগ্য লেখক মহাশয়কে অনুরোধ করি, তিনি সোন্ধারকুল সমাজকে পুনর্ব্বার জীবন দানে প্রয়াসী হউন। যতটা সম্ভব, সোন্ধারকুল সমাজের চিহ্নিত বংশগুলিকে

লইয়া বল্লালী সমাজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হউন। তাহা হইলে আমাদের উভয় সমাজের প্রভূত বল বৃদ্ধি হইবে। উভয় সমাজ এক যোগে কার্য্য করিলে এবং আমাদের সমাজের অনুকরণে আরো ২।৪টী অভিনব সমাজ শাল-কোঁড়ের ন্যায় মস্তক উত্তোলন করিলে বল্লালী সমাজের পতন অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের বিরোধকে পুনঃ উদ্দীপ্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বল্লালী কুলীনগণের অহঙ্কার নিতান্ত অসহ্য।

আমার বংশের কথা এক প্রকার শেষ হইয়াছে। আমরা যে দেববংশ সে বিষয়ে কোন বিরুদ্ধ তর্কই উঠিতে পারে না, কেননা যে বাড়ীতে আমাদের বংশের বর্ত্তমান গৌরব সতীশকণ্ঠদেব বাস করেন, তাহাকে এখনও লোকে 'দেবা'র ভিটা বলে। 'দেবা' শব্দ যে 'দেব' শব্দেরই সাধারণ প্রয়োগ, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। অতএব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল যে, আমাদের বংশ চন্দ্রদ্বীপের প্রাচীন রাজবংশ (দেববংশ) একই মূল তরুর ভিন্ন শাখা। বাঢ়ম্‌দেবের বংশও জ্ঞাতি বটে, তবে অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী। এখন সতীশকণ্ঠ দেবের জীবন চরিত বর্ণনা করিয়াই আমি বিশ্রাম লাভ করিব। মদনমোহন সরকারের সম্বন্ধে মধুবাবু সরলভাবে বলিতেছেন—"তাঁহার জীবনে সর্ব্ব সাধারণ কায়স্থের জ্ঞাতব্য বিষয় বড় অধিক কিছু নাই। তবে একটী বিষয় আছে, যাহা সকল কায়স্থ অনুকরণ করিতে পারেন। তিনি ভূতের ন্যায় পাঠশালার গুরু মহাশয় ছিলেন।"

এরূপ সত্য নিষ্ঠা বড় দেখা যায় না। একজন বলিতেছেন, এরূপ জীবনী লেখার দরকার কি? আমরা বলি খুব প্রয়োজন আছে। যাহার বংশে রাসবিহারী নাই, সে কি তাহার বংশের প্রধান ব্যক্তির জীবনী লিখিবে না? যাহার যাহা আছে, তাহা লইয়াই লোক সমাজে উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য, ইহাই'ত ক্ষত্রিয়ত্ব—সাহসের কাজ! আর মদনমোহনের জীবনে অনুকরণীয় কিছু নাই, তাহাও নহে। 'ভূতের ন্যায় পাঠশালার গুরু মহাশয়' হইবার প্রযত্ন করা কি অন্যায়? যে দিন গিয়াছে এবং নিম্ন শিক্ষা বিস্তারের যেরূপ আবশ্যকতা দেখাইয়াছে, তাহাতে যত অধিক সংখ্যক গুরু মহাশয় হইবেন, ততই সমাজের কল্যাণ হইবে। সঙ্গে সঙ্গে খোলী শিখিলে দরিদ্র দেশবাসীর উপকারও করা যাইবে। মদনমোহনের জীবনী আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছে। আমাদের সতীশকণ্ঠ দেব মহাশয় গুরু মহাশয় নহেন—তিনি উদ্ভিদ্ বিদ্যায় সিদ্ধ হস্ত, মন্ত্র তন্ত্রে অদ্বিতীয়। সেবাব্রতে তুলনা রহিত—কোনরূপ ক্রিয়া কলাপে তাঁহার আনুকূল্য ভিন্ন চলে না। ধর্ম্ম-মঙ্গল, পদ্মপুরাণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, সত্য নারায়ণের পুথি তাঁহার কণ্ঠস্থ।

তিনি ভক্তি গদ গদ চিত্তে যখন তুলসীর মালা গলায় দিয়া হরিনামে নৃত্য করেন, তখন তাঁহার দৃশ্য প্রকৃত ক্ষত্রিয়োচিত প্রকট হইয়া পড়ে।

সুখের বিষয় আমাদের বংশ গৌরব সতীশকণ্ঠ দেব এখনও জীবিত থাকিয়া চিদাম্বরম্ দেবের বংশ ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করি। আমার বিশেষ অনুরোধ, যাহার বংশে যেরূপ ব্যক্তিই থাকুন না কেন, অবিলম্বে তাহাদের জীবন চরিত লিখিয়া প্রকাশ করুন। বংশের পুরাবৃত্ত কল্পনা করিয়া লিখুন;—দূর ভবিষ্যতে কাজে লাগিবে—বংশ মহিমময় হইবে। সাময়িক পত্র সম্পাদকেরা আমাদের এই জীবনী ও প্রত্নতত্ত্ব প্রকাশের সহায়তা করিয়া যদ্রূপ আমাদিগকে ঋণে বদ্ধ করিতেছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ অসাধ্য, ভগবান তাঁহাদের মঙ্গল করুন।*

শ্রীহর্ষনাথ দেববর্ম্মা।

অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ।

অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ হিন্দুজাতির যাবতীয় ধর্ম্মমতের বীজ স্বরূপ। অদ্বৈতবাদে জীব ব্রহ্মের একত্ব এবং দ্বৈতবাদে তদুভয়ের পার্থক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, এতদুভয়বাদ হইতে আবার বিবর্ত্তবাদ, পরিণামবাদ আরম্ভবাদ প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। বিবর্ত্তবাদ বা মায়াবাদ অদ্বৈতবাদের এবং পরিণামবাদ ও আরম্ভবাদ দ্বৈতবাদের অন্তর্নিবিষ্ট; আবার উপর্য্যুক্ত উভয়বাদাত্মক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি আরও কতিপয় মত আছে।

কারণস্বরূপের অন্যথা না হইয়া যে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহাকেই বিবর্ত্ত বলে; যথা :—

"সতত্ত্বতোন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।
অতত্ত্বতোন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥"

বিবর্ত্তবাদ মতে অদ্বিতীয় ব্রহ্মব্যতীত আর কিছুই নাই। তাহাতেই চরাচর বিশ্ব কল্পিত হইয়াছে। এই কল্পিত বিশ্ব হইতে ব্রহ্মকে বিবর্ত্ত (পৃথক্)

* আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি, কেহ যেন বিশেষত্ব বর্জ্জিত বংশাবলী প্রকাশের জন্য অনুরোধ না করেন। এবং কেহ যেন এই জন্য ভবিষ্যতে বিরোধেও প্রবৃত্ত না হন। কাঃ পঃ মঃ

ব্যতীত কিছুই থাকে না, কম্বল হইতে লোমকে পৃথক্ করিলে যেমন কম্বল বলিয়া কিছুই থাকে না, জগৎ হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ করিলেও সেইরূপ জগৎ বলিয়া কিছুই থাকে না, জগৎ হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ করিলেও সেইরূপ জগৎ বলিয়া কিছুই থাকে না। লোম যেমন ওতপ্রোতভাবে কম্বলের কারণ, ব্রহ্মও সেইরূপ জগতের কারণ, জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে, কিন্তু ব্রহ্ম জগৎ হইতে পৃথক্। কুণ্ডল সুবর্ণ হইতে পৃথক্ নহে, কিন্তু সুবর্ণ কুণ্ডল হইতে পৃথক্; জগৎ ও সকল ঔপাধিক বিষয় মাত্র, কুণ্ডলের বিনাশে যেমন সুবর্ণের বিনাশ হয় না, জগতের বিনাশে সেইরূপ ব্রহ্মের বিনাশ হয় না। লোম কম্বলের কারণ হইয়াও যেরূপ কম্বলে লিপ্ত, ব্রহ্মও সেইরূপ জগতে কারণ হইয়া জগতের নির্লিপ্ত, বেদান্তে ইহা নির্ব্বচনীয়ে অভিহিত।

আমরা যাহাকে পরিদৃশ্যমান জগৎ বলিয়া বিশ্বাস করি, মায়াবাদ মতে বাস্তবিক কিছুই নয়, রজ্জুতে যেরূপ সর্পভ্রম, স্ফটিকে যেমন জলভ্রম হয় সেইরূপ বিশ্বেশ্বরের সত্ত্বে বিশ্বের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে, "তেজোবারি মৃদাং যথা বিনিময়ো ত্রিসর্গো মৃষা।" এস্থলে এরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, পরিদৃশ্যমান জগৎ, যাহা অনুক্ষণ আমাদের চক্ষুর উপরে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা মিথ্যা নহে; ইহা কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য? তদুত্তরে মায়াবাদীরা বলেন, উহা কেবল ভ্রান্তি মোহ, শাস্ত্রেও আছে—

"অপূর্ব্বে যং হরের্মায়া ত্রিগুণারজ্জুরূপিনী,"

ভগবান, গীতাতেও বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥"

মায়াবাদ অতি প্রাচীন মত, সর্ব্বশাস্ত্রেই মায়ার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির কথা পাওয়া যায়, যথা :—

"মাহেশ্বরী তু যা মায়া তস্যা নির্ম্মাণ শক্তিবৎ।
বিদ্যতে মোহ শক্তিশ্চ তং জীবং মোহয়ত্যসৌ।
মোহাদনীশতাং প্রাপ্য মগ্নো বপুষি শোচতি॥" পঞ্চদশী

বিশ্বেশ্বরের যে মায়া তাহার মোহশক্তিবলে জীব মোহিত হয় এবং মোহের বশে আপনাকে জীব ঈশ্বর ভাব হারাইয়া শোকাকুল হয়।

বেদান্তে মায়াকে 'অবিদ্যা' বলা হইয়াছে; অনয়াবৃতস্যাত্মনঃ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-দুঃখিত্বাদিসংসার সম্ভাবনাপি ভবতি যথা স্বাজ্ঞানেনাবৃতায়াং রজ্জ্বাং সর্পত্ব-

সম্ভাবনা।"এই অবিদ্যার আবরণে আবৃত হইলে জীব আপনাকে কর্ত্তা, ভোক্তা, সুখী দুঃখী ইত্যাদি সংসারজড়িত মনে করে, বাস্তবিক ইহা ভ্রম। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম; ইহাও তদ্রূপ বিষম ভ্রম। মহাত্মা Max Muller তদীয় "Indian Philosophy" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"The primival Avidya is left unexplined; it is to be accounted for as little as Bramha can be accounted for. Like Bramha it has to be accepted as existent but it deffers from Bramha in so far as it can be destroyed by Vidya" মাণ্ডক্যোপনিষদের সুপ্রসিদ্ধ কারিকাকার গৌড়পাদ তদীয় কারিকায় মায়াকে স্বপ্ন বলিয়াছেন। যথা :—

"অনাদি মায়য়া সুপ্তো যদাজীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা।"

অর্থাৎ অনাদি মায়াবশে সুপ্তজীব যখন জাগরিত হয়, তখন সে বুঝিতে পারে সে জন্মহীন, নিদ্রাহীন, স্বপ্নহীন অদ্বৈত ব্রহ্মবস্তু। পাশ্চাত্য দর্শনোক্ত মায়াবাদ মতেও জড়জগৎ স্বপ্নদৃষ্টইন্দ্রিয় ব্যাপারবৎ আত্মাতে সমুৎপন্ন ভাবপরম্পরা মাত্র।

শঙ্করাবতার ভগবান শঙ্করাচার্য্য কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক দ্বাদশশত বৎসর পূর্ব্বে এই মায়াবাদকে নূতন অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া অতি বিস্তৃতভাবে ইহার প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইনি কপিল, গৌতম প্রভৃতি দার্শনিকগণের দ্বৈতবাদ প্রতিপাদক মত সকল খণ্ডনপূর্ব্বক অদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রুতিসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় নিতান্ত দুরূহ। একই শ্রুতির দ্বৈতবাদী দ্বৈতপক্ষে, অদ্বৈতবাদী অদ্বৈত-পক্ষে ব্যাখ্যা করেন। বেদান্ত মতে—বেদবেদান্ত অধ্যয়নান্তে শুদ্ধচিত্ত শম-দম-তিতিক্ষাদি গুণসম্পন্ন শিষ্যকে গুরু 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের উপদেশ প্রদান করেন। তাৎপর্য্য এই :—তৎ (সেই ব্রহ্ম) তং (তুমি) অসি (হও) অর্থাৎ হে শিষ্য, তুমিই সেই ব্রহ্ম। শিষ্য তখন "সোহং"—সঃ (ঈশ্বর) অহং (আমি)! অহং ব্রহ্মস্মি (আমিই ব্রহ্ম) ইত্যাকার চিন্তা করেন। দ্বৈতবাদিগণ উল্লিখিত শ্রুতি বাক্যের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্য উক্ত শ্রুতির নিম্নোক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—"তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!" অর্থাৎ "হে শ্বেতকেতো! তস্য ত্বং অসি" অর্থাৎ বৎস শ্বেতকেতো! তুমি তাঁহারই (সেই ব্রহ্মেরই) হও (নিত্য সেবক বা সহায়)। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অদ্বৈতবাদ মতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে। মৃন্ময় ঘট যেমন উপাধিগত ভিন্ন, কিন্তু স্বরূপতঃ মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন, জগতও তদ্রূপ। জগতের

সত্ত্বা মানিতে হইলে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ' এই শ্রুতি বাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয়; দ্বৈতবাদ মতে যেরূপ প্রকৃতি বা পরমাণু জগতের উপাদান কারণ রূপে স্বীকৃত হইয়াছে, অদ্বৈতবাদমতে সেরূপ ঈশ্বরাতিরিক্ত কোনও পৃথক্ কারণ মানিত হয় না। এ মতে পরব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ; কারণান্তর মানিলে ব্রহ্মের সর্ব্ব ব্যাপকতার লাঘব হয়, সুতরাং একটি সূক্ষ্ম পরমাণুবৎ সত্ত্বা স্বীকার করা যাইতে পারে না।

আরম্ভ ও পরিণামবাদ ভেদে সাধারণতঃ দ্বৈতবাদ দ্বিবিধ। ঈশ্বরাতিরিক্ত কার্য্যাকারের পৃথক্ সত্ত্বা মানিত হওয়াতেই উক্ত উভয়মত দ্বৈতবাদ নামে অভিহিত হইয়াছে; এমতে জীব ও জগতের উপাদান কারণ পরমাণু উভয়ই নিত্য। কার্য্যাংশের চরম অংশ, যাহা আর বিভাজিত হইতে পারে না এবং যাহা কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, অন্যের সহিত অসংযুক্ত, অতএব নিয়ত বর্ত্তমান, কার্য্য ও সমুদায় অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও যাহা বিদ্যমান থাকে, তাহারই নাম পরমাণু। দুই পরমাণুতে এক অণু, তিন অণুকে ত্রসরেণু বলে, এই পরমাণুপুঞ্জ পরম্পরা মিলিত হইয়া স্থূল জগতের সৃষ্টি করে।

পরিণামবাদ মতে সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি জগতের কারণ বলিয়া মানিত হইয়াছে। পরিদৃশ্যমান অনন্ত জগৎ এই প্রকৃতির পরিণাম মাত্র। যেমন ক্ষুদ্র বীজ হইতে যেমন মহামহীরুহের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ অতি সূক্ষ্ম পরমাণু হইতে এই বিশাল বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। অঙ্কুরোৎপাদনের পূর্ব্বে প্রকাণ্ড বৃক্ষ যেমন কারণ স্বরূপ বীজে বিলীন থাকে, স্থূল জগৎরূপ কার্য্যও সৃষ্টির পূর্ব্বে সেইরূপ কারণ প্রকৃতিতে বিলীন ছিল। প্রলয়কালে আবার স্বীয় কারণ স্বরূপ প্রকৃতিতে বিলীন হইবে।

আর্য্য জাতির পরিণামবাদ অনেকাংশে সাংখ্য শাস্ত্র সম্মত, ভারতীয় সাংখ্য প্রোক্ত পরিণামবাদের সহিত পাশ্চাত্য পরিণামবাদের কোন কোন অংশে সৌসাদৃশ্য আছে। তাহা হইলেও মার্টিনিও ডার্ব্বিন, হার্ব্বার্টস্পেন্সার প্রমুখ মনীষীগণের আলোচনা প্রসূত পাশ্চাত্য Evoleution theoryর সঙ্গে প্রতীচ্য পরিণামবাদের যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে উভয় দেশের মত বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা বোধ হয় এ স্থলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

উদ্ভিদ ও প্রাণীদিগের জাতি ঈশ্বর সৃষ্ট এ বিশ্বাস আমাদের দেশের যাবতীয় লোকের মনে চিরন্তন। অধুনা যে জাতি যেরূপ দেখিতেছি পূর্ব্বকালেও তাহা সেইরূপ ছিল। কোনও কালেই কোনও জাতির আকৃতি প্রকৃতিগত কোনও

উন্নতি বা অবনতি ঘটে নাই বা ঘটিবার কোনও সম্ভাবনাও নাই এ বিশ্বাস পুরাদি ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া শাখা প্রশাখা পরিশোভিত বিশাল বৃক্ষরূপে বিস্তৃত দেশে আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। য়িহুদীদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তেছে; আবার কালবশে সেই মহাবৃক্ষ নিরস্ত-রস-সৌন্দর্য্য-স্খলিত-পত্র-কুসুম-ঈশ্বর সৃষ্টুকাম হইয়া আদম ও ইব (Adam & Eve) নামক মানব মিথুন ও লিত-পল্লব-কাণ্ড হইয়া ক্রমে লয় প্রাপ্ত হইতেছে।

নানাবিধ ইতর জন্তু দ্বন্দ্বসৃষ্টি করিয়া তাহা দিগকে গো, মহিষ, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি প্রসঙ্গতঃ আমরা মূল বিষয় ছাড়িয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে পৃথক্ পৃথক্ আখ্যা দিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণেও জীব সৃষ্টি উল্লিখিত রূপেই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে, দ্বৈতবাদ মতে পরমেশ্বর সেব্য ও জীব বর্ণিত হইয়াছে। যথা :—

"সৃষ্টবানুদরাদ্ গাশ্চ পার্শ্বভ্যাঞ্চ প্রজাপতিঃ।
পদ্ভ্যামশ্বান্ সমাতঙ্গান্ শরভান্ গবয়ান্ মৃগান্॥
উষ্ট্রানশ্বতরাংশ্চৈব ন্যঙ্কূন ন্যাশ্চ জাতয়ঃ।
ঔষধ্যঃ ফলমূলিন্যো রোমভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে॥
গৌরজঃ পুরুষা মেষা অশ্বা অশ্বতরাঃ খরাঃ।
এতান্ গ্রাম্যান্ পশূন্ প্রাহুরারণ্যাংশ্চ নিবোধমে॥
নাম রূপঞ্চ ভূতানাং কৃত্যানাঞ্চ প্রপঞ্চনম্।
বেদ শব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাং চকার সঃ॥"

ক। দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ সালোক্য ও সামীপ্য মুক্তিদ্বারা সেবানন্দের শ্রেষ্ঠতা কার করেন—নির্ব্বাণমুক্তির আদর করেন না। নির্ব্বাণ মুক্তিতে জীব ব্রহ্ম গতা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং সেব্য সেবক ভাব থাকে না। দ্বৈতবাদিগণের নির্ব্বাণ ক্তির প্রতি অনাদরের ইহাই প্রধান কারণ। অদ্বৈতবাদ মতে ব্রহ্ম ও জীবে সেব্য ক ভাব নাই,—"সোঽহং" এই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা জীব আত্মচিন্তা করিতে করিতে ভাব প্রাপ্ত হয়; এ মতে ইহাই পরমপুরুষার্থ। যাঁহারা সেবানন্দের একান্ত লাষী, তাঁহারা সেই আনন্দের মহা অন্তরায় স্বরূপ নির্ব্বাণ মুক্তির প্রতি অনাদর খিবেন আশ্চর্য্য কি? তাঁহারা শুধু অনাদর করিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই। পূর্ণানন্দ ক জনৈক দ্বৈতবাদী পণ্ডিত "তত্ত্ব-মুক্তাবলী" নামক স্বকীয় গ্রন্থে অদ্বৈতবাদের একশতটি নিন্দা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; তজ্জন্য উক্ত গ্রন্থকে "শতদূষণী"ও

সৃষ্টি প্রকরণ অন্যান্য ধর্ম্ম শাস্ত্রাদিতেও প্রায় এইরূপ। এদনুসারেই তত্তদ্ধর্ম্মা- বলম্বীদিগের মনে সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। জীবকে ব্রহ্মস্বরূপ বলা অতীব পাপের কার্য্য তাঁহার এই মত। দ্বৈতবাদী কেননা শত শত বর্ষ অতীত হইতেছে, তথাপি জীব জন্তুর মধ্যে তাদৃশ কোন বিধ নহে, ইহাদিগের নানা সম্প্রদায় আছে। বর্ত্তমান সময়ে চারিটি সম্প্রদায় পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে না। পূর্ব্বকালের লোকেরা অশ্বের যেরূপ বর্ণনা করিয়া ন; অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় এই চারি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, এই চারি সম্প্র- গিয়াছেন, অধুনাতন অশ্বও তদ্রূপ, সুতরাং এক জাতি হইতে জাত্যন্তরের উৎপত্তি র নাম শ্রীসম্প্রদায়, ব্রহ্ম সম্প্রদায়, রুদ্র সম্প্রদায় এবং সনকসম্প্রদায়। রামানুজ কাহারও মনে স্থান পায় না, কেননা "প্রমাণাধীনাং সর্ব্বেষাং ব্যবস্থিতিঃ।" প্রমাণ শ্রীসম্প্রদায়ের, মধ্বাচার্য্য ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের, বিষ্ণুস্বামী রুদ্রসম্প্রদায়ের এবং ভিন্ন মনুষ্য মন দৃষ্ট পদার্থের প্রতিকূল কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে চায় না। প্রত্যক্ষী- দিত্য সনক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। পূর্ণানন্দ মতাবলম্বীগণ স্বর্গ,নরক ও নির্ব্বাণকে ভূত লোকচক্ষু দিবাকর প্রত্যহ পূর্ব্ব দিক হইতে উদিত হইয়া পশ্চিম দিকে অস্তমিত বোধ করেন। যথা :—"স্বর্গাপবর্গ নরকেষ্বপি তুল্যার্থ দর্শিনঃ"(ভাগবত,।

হন, এই ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া কে সহজে বিশ্বাস করিতে পারে যে "ভূরেব অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ স্ব স্ব অভিমতানুসারে একমাত্র 'তত্ত্বমসি' এই ব্যাপৃত্যাবৃত্যপ্রাতিদৈবসিকান্ উদয়াস্তময়ান্ সম্পাদয়তি নক্ষত্র গ্রহাণাম?" সমীচীনা বাক্যের পৃথকরূপ অর্থ করিয়া উভয় মতের পরিপোষকতা করিয়া থাকেন, প্রমাণ ব্যতীত ইহা কখনই মানব মন অধিকার করিতে পারে না। দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ প্রথমাবিভক্তি মানিয়া উক্ত শ্রুতির "সেই তুমি" এইরূপ

পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন :—"কালোহি বলবত্তরঃ।" আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন, আর দ্বৈতবাদিগণ ষষ্ঠিবিভক্তির লোপ করিয়া "তস্য ত্বমসি"— সকলেই কালের অধীন, শুধু যে এই কারণেই কালের বলবত্তা প্রতিপন্ন হইয়াছে পরমেশ্বরের তুমি" এই অর্থ করিয়া থাকেন, এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে কেবল তাহা নহে, কাল সহকারে জগতিতলস্থ, নিখিল পদার্থের পরিবর্ত্তন হইতেছে। মসি" এই শ্রুতি বাক্যই উভয় বাদের উৎপাদন করে নাই। "সর্ব্বং খল্বিদং উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গ বিচূর্ণ হইয়া গভীর সাগরগর্ভে বিলীন হইতেছে, আবার অতল "দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়" ইত্যাদি শ্রুতি স্পষ্টই অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদের জলধিতলও অভ্রংলিহ অচলরূপে উন্নত হইতেছে, কাল মাহাত্ম্যে অণুপরিমিত বীজও।

এস্থলে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে সত্য এক ভিন্ন দুই নহে; তবে উভয় শ্রুতি বাক্যের কোন্‌টীকে সত্য বলিয়া মানিতে হইবে? ইহার উত্তর এই শ্রুতিবাক্যে বাস্তবিক বিরোধ নাই; উক্ত উভয় বাদের চরম লক্ষ্য এক, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" উক্ত উভয় শ্রুতির একই তাৎপর্য্য, মানবগণের ভিন্ন রুচি ও সাম্প্রদায়িক ভাবই বিরোধের কারণ, ধর্ম্মমত ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রেরই প্রতিপাদ্য এক ঈশ্বর এবং বিবিধ ধর্ম্মমত সত্ত্বেও সমুদয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের চরম লক্ষ্য পরম পুরুষার্থ এক ঈশ্বর; শাস্ত্র সকল ভিন্ন ভিন্ন পথ প্রদর্শন করিলেও সকলেরই পরিণতি সেই এক স্থানে একই ঈশ্বরে। প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত তদীয় মহিম্নস্তবে যথার্থই বলিয়াছেন :—

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্তমসিপয়সামর্ণব ইব।"

অদ্বৈত মতের পরিপোষক ভগবান শঙ্করাচার্য্য জীবকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন :—"জীবোব্রহ্মৈতি নাপরঃ।" কিন্তু শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

"তদেতৎ সত্যং সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ
বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধা সৌম্যভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিয়ন্তি॥" (মুণ্ডকোপনিষৎ)

অর্থাৎ ব্রহ্ম অগ্নি ও জীব অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রুতির এই অভিপ্রায়ানুসারে পুরাণাদিতে অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ অভিন্নরূপে প্রকটিত হইয়াছে। ব্রহ্ম চিন্ময় পূর্ণ, জীব চিদংশ অপূর্ণ। এরূপ মীমাংসার কারণ এই যে, জীবকে জন্য পদার্থ বলিলে তাহার অনিত্যত্ব প্রমাণিত হয়, সুতরাং পরকাল থাকে না, এইজন্য দ্বৈতবাদিগণ জীবাত্মাকে স্বতঃসিদ্ধ নিত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বানভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণো ন হণ্যতেহন্যমানে শরীরে॥"

পরন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে যে মত আছে, তাহা দ্বৈতবাদের অন্তর্গত, বস্তুতঃ ইহা অদ্বৈতবাদেরই প্রকারান্তর মাত্র। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতে ব্রহ্মই জগতের কর্ত্তা ও উপাদান। যথা :—

"বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্মঃ কল্যাণ গুণ সংযুতঃ।
ভুবনানামুপাদানং কর্ত্তাঃ জীব নিয়ামকঃ॥"

অর্থাৎ ঈশ্বরই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রণয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মঃ।" ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ—সেইজন্য সূত্রকার বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন :—"জন্মাদ্যস্য যতঃ", যাহা হইতে জগতের জন্মাদি সিদ্ধ হয়—তিনিই ব্রহ্ম। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অদ্বৈতবাদের ব্রহ্ম ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ব্রহ্ম-লক্ষণে কোনও পার্থক্য নাই। বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ মতে ভোক্তা, ভোগ্য ও নিয়ামক ভেদে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিন পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। যথা :—

"ঈশ্বরাশ্চিদ চিচ্চেতি পদার্থঃ ত্রিতয়ং হরিঃ।
ঈশ্বরাশ্চিদ্ ইত্যুক্তো জীবো দৃশ্য মচিৎ পুনঃ॥"

অর্থাৎ চিৎ (জীব) ভোক্তা, অচিৎ (জড়) ভোগ্য এবং ঈশ্বর নিয়ামক। পাশ্চাত্য মনীষী ম্যাকস্‌মূলার তাঁহার "Indian Philosophy" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—"Chit and Achit, what perceives and what dous not perceives—soul and matter, form, as it were, the body of Bramha, are infect modes (Prakara) of bramha."

এতক্ষণ দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদানুযায়ী যে সকল মহাত্মার মতের আলোচনা করা হইল, তাহার আমেড়ন করিলে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত ও মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি।

যখন বস্তুজ্ঞান উপচিত হয়, তখন অন্য কোন জ্ঞান থাকে না, অহং জ্ঞানও থাকে না, এইরূপ ঘট জ্ঞানের সময় ঘটজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞান থাকে না। এখন জিজ্ঞাস্য এই প্রকার বিভিন্ন জ্ঞানোদয়ের সময় আমার অস্তিত্ব ছিল কিনা? যদি বলি, ছিল না, তবে ঘটাদি জ্ঞানের পর, আমি ঘট দেখিয়াছি, আমি পট দেখিয়াছি, ইত্যাকার জ্ঞানোদয় হইত না। অথচ ঘট পটাদি জ্ঞানের সময় "অহং" ইত্যাকার জ্ঞান যে অনুভূত হয় নাই, ইহা নিশ্চিত। এই বিরুদ্ধ বিষয়ের মীমাংসা এই যে "অহং" শব্দ লক্ষিত পদার্থই ঘট পটাদিরূপে পরিণত হয়। "অহং" ব্যতীত অন্য বস্তু নাই। যেরূপ সমুদ্রে তরঙ্গ উত্থিপত হয়, তদ্রূপ আমার মধ্যে বিভিন্ন জ্ঞান তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে, ঘটপটাদির ন্যায় শরীরটীও আমার একটি জ্ঞান-বিশেষ। অর্থাৎ আমি যেমন জ্ঞান তরঙ্গে ঘটপটাদিরূপে পরিণত হইতেছি, সেইরূপ শরীরও আমার বিবর্ত্ত মাত্র।

বাস্তবিক আমি সকল পদার্থের উপাদান। যাহাকে আমরা বস্তু বা পদার্থ বলি, তাহা "অহং" পদার্থের পরিণতি। স্বর্ণ নির্ম্মিত কবচ কুণ্ডলাদিতে স্বর্ণ যেরূপ

অবিকৃত ও সাধারণ ভাবে বিদ্যমান থাকে; জ্ঞেয় পদার্থ মাত্রেই জ্ঞান সেইরূপ বিদ্যমান। ঘটজ্ঞানও জ্ঞান, পটজ্ঞানও জ্ঞান; বস্তু মাত্রই জ্ঞান বিশেষ। সকল বস্তুরই উপাদান 'অহং' পদার্থ আবার জ্ঞানই সকল পদার্থের উপাদান। অহং (আমি) জ্ঞান স্বরূপ কারণ পদার্থ হয় জ্ঞাতা, নয় জ্ঞেয় ও জ্ঞেয় ভিন্ন অন্য পদার্থই নাই। জ্ঞাতা হইলে অহং পদার্থ জ্ঞেয় হইলেও অহং পদার্থের পরিণতি বলিয়া উহা হইতে অভিন্ন। সুতরাং অহং পদার্থই জ্ঞান স্বরূপ অর্থাৎ চিন্ময়। ইনিই মহান্ ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া ব্রহ্মপদ বাচ্য।

অহং শব্দ লক্ষিত 'চিৎ' পদার্থ উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যবস্তুরূপে প্রকাশিত হইয়া যখন স্বরূপ বিস্মৃত হন এবং উপাধিকেই "আমি" বলিয়া বোধ করেন, তখন তাঁহার জীব সংজ্ঞা হয়, ব্রহ্ম বহুবিধ পদার্থে পরিণত হইতেছেন বলিয়া জীবও সাধারণ দৃষ্টিতে বহুবিধ ও বিভিন্ন। যখন স্বর্ণ কুণ্ডলাদিতে পরিণত হয়, তখন উহার স্বরূপের কোন ব্যত্যয় হয় না। উহার কুণ্ডল বলয়াদি সংজ্ঞা হয় মাত্র। কিন্তু উপাধি মিথ্যা; কেন না কুণ্ডল বলয়াদির কোন স্থানেই স্বর্ণ ব্যতীত কুণ্ডলত্ব বা বলয়ত্ব দৃষ্ট হয় না। ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সেই কথা। তিনি নানাবিধ উপাধি গ্রহণ করিয়া পশু পক্ষ্যাদিরূপে প্রকাশিত হইতেছেন, কিন্তু পশু পক্ষ্যাদি উপাধি মাত্র। এক উপাদান কারণ ব্রহ্মই সৎ ও সত্য। ব্রহ্ম ভিন্ন অপর পদার্থের বিদ্যমানতা নাই, ব্রহ্মের বিভাজক অন্য পদার্থ না থাকায়, বিবিধ উপাধি গ্রহণ করিলেও ব্রহ্মে বাস্তবিক ভিন্নতা নাই। এবং ব্রহ্মের অক্ষুণ্ণ আছে, অগণ্য অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ব্রাহ্মীশক্তি মায়াবশতঃ এক হইয়াও জল-চন্দ্রবৎ বহুরূপে প্রকাশিত ও বিবর্ত্তিত হইতেছে।

যে শক্তি প্রভাবে ব্রহ্ম নিরুপাধিক হইয়াও সোপাধিক রূপে এবং এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশিত হইতেছেন, তাহাকেই মায়া শক্তি বলে। "শক্তি শক্তিমতর-ভেদাৎ" মায়াশক্তি তাঁহারই শক্তি বলিয়া তাহা হইতে অভিন্ন।

একটি বীজ ভূমিতে বপন করিলে উহা হইতে অঙ্কুর, তাহার পর বৃক্ষে পরিণতি, পরে তাহাতে ফুল ফলাদির উৎপত্তি; তারপর এই বৃক্ষ স্বতঃই ধ্বংস হয়, পদার্থের এইরূপ বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্তির হেতুভূত শক্তি তত্তৎপদার্থে নিহিত আছে। এই শক্তি বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ এবং তাহা হইতে ফুল ফলাদি উৎপন্ন করিয়া পরে বৃক্ষকে বিনষ্ট করিতেছে; সেইরূপ মায়াশক্তি প্রভাবে স্বয়ং মহত্তত্ত্ব বা চৈতন্য শক্তির আবির্ভাব হইয়া তাহা হইতে সমষ্টিভাবে অহংকার বৃত্তির উদয় হইতেছে, এই অহংকার-তত্ত্ব ব্যষ্টি ভাবাপন্ন হইয়া ঘটে ঘটে জীবরূপে বদ্ধ হইতেছে।

অহংকার শক্তি হইতে শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ—এই পঞ্চতন্মাত্র এবং উহাদের প্রত্যেকের সত্ত্বাংশ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বাও ত্বক্) ও রজঃ অংশ হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) উৎপন্ন হইতেছে। আবার উক্ত পঞ্চ তন্মাত্রের সম্মিলিত সাত্ত্বিকাংশ হইতে মনও উহাদের মিলিত রাজসিক অংশ হইতে পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, অপান সমান, উদান ও ব্যান) আবির্ভূত হইতেছে। এই পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চীকৃত হইয়া পঞ্চস্থূল ভূতে (ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম্) পরিণত হইতেছে। বৃক্ষ যেমন ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া আপনিই, বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সৃষ্টিও এই প্রকারে ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া ব্রহ্মে বিলীন হইতেছে। এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অন্য কোন কারণ নাই। যেরূপ বীজ নিহিত শক্তি বশতঃ বৃক্ষের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ধ্বংস হইতেছে, সেই প্রকার ব্রাহ্মী শক্তি প্রভাবে সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় ঘটিতেছে। যেমন তরঙ্গ, ফেন, বুদ্বুদ প্রভৃতি জল হইতে অভিন্ন সেইরূপ মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূল পঞ্চভূত পর্য্যন্ত সকল পদার্থ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। দ্বৈতবাদ মতে এক সর্ব্বব্যাপী স্বতন্ত্র ব্রহ্ম স্বীকৃত হইলেও অদ্বৈত মীমাংসা অপরিহার্য্য। সৃষ্ট পদার্থ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন স্বীকার করিলে ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপকতার বাধা হয়। কেহ কেহ বলেন, সৃষ্ট পদার্থ ব্রহ্মময় বটে। কিন্তু অংশ বলিয়া উহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এ কথাও অযৌক্তিক, কেননা বস্তুকে অংশ করিতে তদতিরিক্ত অন্য বস্তুর প্রয়োজন বস্তুতঃ একমাত্র ব্রহ্ম স্বীকৃত হওয়ায় বস্ত্বন্তরের সত্তা নিরাকৃত হয়। ধরিয়া লই সুবর্ণ নির্ম্মিত কবচ কুণ্ডল বলয়ে বুদ্ধির বিকাশ হইল, যদি ইহারা "আমি কবচ" "আমি কুণ্ডল" "আমি বলয়" ইত্যাকার চিন্তা করে, তবে তাহাদের প্রত্যেকের অবস্থা অতিক্রমে সুখ দুঃখাদির উদয় হইবে। কিন্তু যদি উহারা প্রত্যেকে "আমি স্বর্ণ" এইরূপ জ্ঞান করে তবে উহারা সুখ দুঃখাদির অতীত অবস্থায় অবস্থান করিতে পারে। কেননা, কবচাদির অবস্থা ব্যত্যয়ে সুবর্ণত্বের কোনও ব্যতিক্রম হয় না। জীব সম্বন্ধেও সেই কথা। জীব শরীরে মিথ্যা অভিনিবেশ বশতঃ শরীরের অনুকূল ও প্রতিকূল কার্য্য জন্য সুখ দুঃখ অনুভব করে। আর যদি আমরা "আমি চিন্ময় ব্রহ্ম" ইত্যাকার জ্ঞানে উপনীত হইতে পারি, তবে সুখ দুঃখাতীত অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি, ইহাই মোক্ষপদ, ইহাই পরম পুরুষার্থ। এই মোক্ষলাভের জন্য মানবগণ চির আকাঙ্ক্ষিত দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদিগণ স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক ভাব অতিক্রম উক্ত মোক্ষপদের জন্য নিয়ত লালায়িত। জড় জগতে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদে বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই। শাস্ত্রেও বলে—"যথেচ্ছং পিবতাং দ্বৈতং তত্ত্বন্তদ্বৈত মেবহি।"

ইচ্ছামত দ্বৈত সম্ভোগ কর কিন্তু অদ্বৈত সেই পারমার্থিক তত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, ৬০৬ পৃঃ পর)

অতঃপর সেই শব্দ হইতে ত্রিমাত্রা বিশিষ্ট ওঁকার উত্থিত হইল। ইহা স্বতঃই প্রকাশমান। ইহা ভগবান্ পরমাত্মা ব্রহ্মের বাচক।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টাক্ষরে পরমাত্মাকেই উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম বলিয়াছেন। (উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।) এবং তাঁহাকেই আমি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং ওঁকার পুরুষোত্তমেরই (মাং পদবাচ্য শ্রীকৃষ্ণেরই) বাচক। সেই পুরুষোত্তম বা পরমাত্মাই ব্রহ্মবস্তু। (ভাগবত বলেন, ব্রহ্মই পরমাত্মা। বিষ্ণুপুরাণ বলেন, সেই ব্রহ্মই পরমাত্মা এবং তিনিই ঈশ্বর। "স ব্রহ্ম তৎপরং ধাম পরমাত্মা স চেশ্বরঃ।") অতএব প্রয়াণকালে ব্রহ্মই অনুস্মরণীয়, তদ্ভিন্ন অপর কেহই অনুস্মরনীয় নহে।

তত্ত্ব-ভূমি (theory) ছাড়িয়া সাধন ক্ষেত্রে (practical fieldএ) গিয়া দেখুন, সাধক মৃত্যুকালে (প্রয়াণ কালে), পরম গতি লাভের জন্য, আত্মা বা ব্রহ্মকেই স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার বর্ণনা ও শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব কথনই যে ভাগবতের উদ্দেশ্য, সেই ভাগবতে দেখুন পরম ভাগবত শুকদেব রাজর্ষি পরীক্ষিৎকে সমগ্র ভাগবতের সার স্বরূপা কৃষ্ণ-কথা শুনাইয়া শেষে (মৃত্যুকালে) পরব্রহ্মকেই স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছেন। শুকদেব বলিতেছেন—

"এবমাত্মানমাত্মস্থমাত্মনৈবামৃশ প্রভো।" ভাগবত।

মহারাজ, তুমি মনদ্বারা আত্মস্থ আত্মাকে অর্থাৎ পরমাত্মা পরব্রহ্মকে বিচার কর (বিশেষরূপে চিন্তা কর। উপনিষদ্ বলেন,—("তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি জীবাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্"। যে সকল জ্ঞানী তাঁহাকে আত্মাতে দর্শন করেন, তাঁহারাই নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হন, অপর কেহ নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হন্ না।

আত্মস্থ আত্মাকে (পরমাত্মাকে) কিরূপে চিন্তা করিতে হয় শুকদেব পরীক্ষিৎকে স্পষ্ট ভাষায় সে বিষয়ের উপদেশ দিতেছেন।—

"অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্।
এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে॥" ভাগবত।

"আমি পরমপদ ব্রহ্ম, পরমপদ ব্রহ্ম আমি। এইরূপ চিন্তা করিয়া নিরাকার ব্রহ্মে আত্মা যোজনা কর।"

এক্ষণে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, অন্তকালে পরমগতি লাভের জন্য ব্রহ্মকেই ধ্যান ও স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিতে হয়। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও 'ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যে এই উপদেশই দিয়াছেন এবং অনুস্মরণীয় ব্রহ্মকে আমি বলিয়া, 'মদ্' শব্দের বাচ্য বলিয়া, জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্ম ভিন্ন বিপিনচন্দ্রের কথিত কোনও কৃষ্ণকে (মানুষ কৃষ্ণকে বা কোনও অবস্তু কৃষ্ণকে) স্মরণ করিতে বলেন নাই।

অন্য পরে কা কথা। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও "প্রয়াণ কালে" বা "অন্তকালে" পরমাত্মা ব্রহ্মের সহিত আত্মার যোজনা করিয়া মানুষ দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তথাচ বিষ্ণুপুরাণে—"ভগবানপি গোবিন্দো বাসুদেবাত্মকং পরং।

"ব্রহ্মাত্মনি সমারোপ্য সর্ব্বভূতেষ্বধারয়ৎ॥"
ব্রহ্মভূতেঽব্যয়েঽচিন্ত্যে...সংযোজ্যাত্মাননাত্মনি।
তত্ত্যাজ মানুষং দেহমতীত্য ত্রিবিধাং গতিম্॥"

"এদিকে ভগবান্ গোবিন্দ ও সর্ব্বভূতে সমবস্থিত বাসুদেবাত্মক পরব্রহ্মকে সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" "সর্ব্বভূতাধিবাসঃ" ব্রহ্মকেই বাসুদেব বলে। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—যস্মাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ। ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ সংপঠ্যতে॥') আত্মাতে সমারোপণ পূর্ব্বক ধারণ করিতে লাগিলেন।" (পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত অনুবাদ।

সেই ব্যাধ স্বর্গে গমন করিলে পর, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মভূত অব্যয় ও অচিন্ত্য আত্মাতে (পরব্রহ্মে) নিজ আত্মাকে সংযোজন করিয়া, ত্রিবিধ প্রাকৃতিক গতি ত্যাগ করিয়া মানুষদেহ পরিত্যাগ করিলেন।

"অর্জ্জুনোঽপি তদাম্বিষ্য কৃষ্ণ-রাম-কলেবরে।
সংস্কারং লম্ভয়ামাস তথান্যেষামনুক্রমাৎ॥" (বিষ্ণুপুরাণ)

"অর্জ্জুন কৃষ্ণ ও রামের কলেবরদ্বয় এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান যাদবগণের শবসকল অন্বেষণ করিয়া সংস্কার করাইলেন।"

উপরি উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতেও স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, প্রয়াগ-কালে পরব্রহ্মই অনুস্মরণীয়। পরমব্রহ্মই সকলের চরম গতি। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" উপনিষদ্ তিনি ভিন্ন (ব্রহ্ম ভিন্ন) অমৃতত্ব প্রাপ্তির (পরমগতি প্রাপ্তির) অন্য পথ নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় 'অস্মদ্' শব্দদ্বারা এই পরমব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কালে ওঁকার উচ্চারণ করিয়া তদ্বাচ্য পরব্রহ্মকেই স্মরণ করত দেহত্যাগ করিতে

হয়। ব্রহ্ম ব্যতীত বিপিনবাবুর তথাকথিত কোনও শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে হয় না।

উপরি উক্ত দৃষ্টান্তেও দেখা যাইতেছে—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও প্রয়াণ কালে পরব্রহ্মকেই ধ্যান বা স্মরণ করিয়া তাঁহাতেই নিজ আত্মার যোগ করিয়া মানুষ-দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রয়াণকালে যে পরব্রহ্ম ধ্যান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করিলেন—বিপিনবাবু সেই পরব্রহ্মকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে লঘু দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

উপনিষদে যে ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে, যদিও "গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজকেই সেই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন" (বিপিনবাবুর উক্তি নারায়ণ ১৭৬ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ যদিও শ্রীকৃষ্ণ 'অস্মদ্' শব্দ দ্বারা সেই ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিতেছেন, যদিও ভগবান্ উপনিষদ্ বা শ্রুতিকীর্ত্তিত পরমাত্মাকেই পুরুষোত্তম বলিয়া স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহাকেই আমি বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন, তথাপি বিপিনবাবুর তাহাতে বিষমা ভেদবুদ্ধি। এই ভেদবুদ্ধি বা মহতীভ্রান্তি হেতুই তিনি 'তত্ত্ব' দেখিতে পাইতেছেন না, এই ভেদবুদ্ধি হেতুই— তিনি উপনিষদে পুরুষোত্তম-তত্ত্ব দেখিতে পান না। তাই তাঁহার প্রশ্ন উঠিয়াছে—"এই পুরুষোত্তম কে?"

এই ভ্রান্তি হেতুই তাঁহাকে "বলিতে হয় যে, এই পুরুষোত্তম কথা ও পুরুষোত্তম-তত্ত্ব উভয়ই গীতার নিজস্ব। বেদ বা উপনিষদে এ বস্তু নাই। এই পুরুষোত্তমই গীতার বিশিষ্ট সাধ্য। এই পুরুষোত্তম কে?" (নারায়ণ ৯৯৯ পৃঃ)

বিপিনবাবু বলেন "বৈষ্ণব শাস্ত্রাদিতে ইহা (এই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব) খুবই প্রচলিত আছে।" আমরাও পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য সেই বৈষ্ণব শাস্ত্র হইতেই দেখাইব এই পুরুষোত্তম কে? বৈষ্ণব শাস্ত্রশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুপুরাণ বলেন—

"ততস্তৎ পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মা জগন্ময়ঃ।
সর্ব্বগঃ সর্ব্বভূতেশঃ সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরঃ॥
* * * *
স এব ক্ষোভকো ব্রহ্মন্ ক্ষোভ্যশ্চ পুরুষোত্তমঃ॥"

"তদনন্তর সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে পরমব্রহ্ম পরমাত্মা জগন্ময় সর্ব্বগামী সর্ব্ব ভূতেশ্বর সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর (প্রকৃতি ও পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ক্ষোভিত অর্থাৎ সৃষ্টিকরণে উন্মুখ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোন ক্রিয়াবত্তা নাই; যেমন গন্ধ নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র মনের চঞ্চলতা জন্মে, পরমেশ্বরের এই ক্ষোভজনকতাও সেইরূপ।) হে ব্রহ্মন্! সেই পুরুষোত্তম পরব্রহ্ম পরমাত্মাই ক্ষোভ্য ও ক্ষোভক।"

এখানে স্পষ্টই সেই পরমব্রহ্ম পরমাত্মাকেই পুরুষোত্তম বলা হইয়াছে।—পুরাণে অন্যত্র আছে—

"ব্রহ্মাক্ষরমজং নিত্যং যথাসৌ পুরুষোত্তমঃ।" ইত্যাদি

অক্ষর অজ নিত্য ব্রহ্মই যেমন এই পুরুষোত্তম। ইত্যাদি।

বৈষ্ণবশাস্ত্র এইরূপে ভূয়ো ভূয়ো ব্রহ্মকেই পুরুষোত্তম বলিয়া স্পষ্টরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। বস্তুতঃ উপনিষদের প্রতিপাদ্য আত্মা বা ব্রহ্মই সেই পুরুষোত্তম। কৃষ্ণও গীতায় সর্ব্বত্র এই আত্মা বা ব্রহ্মকেই (অধ্যাত্মভাবে) আমি বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রও এই আত্মাকেই পুরুষোত্তম বলেন। বিষ্ণু-পুরাণে আছে—

শুদ্ধঃ সংলক্ষ্যতে ভ্রান্ত্যা গুণবানিব যোঽগুণঃ।
তমাত্মরূপিণং দেবং নত্বাঃ স্ম পুরুষোত্তমম্॥

যিনি নির্গুণ ও শুদ্ধ, ভ্রান্তিজ্ঞানে যিনি গুণবানের ন্যায় সংলক্ষিত হন, সেই আত্মাই—সেই আত্মরূপী দেবতাই পুরুষোত্তম, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি।

বিষ্ণুপুরাণ হইতে আমরা আর একটি মাত্র স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিব পুরুষোত্তম কে? বিষ্ণুপুরাণ বলেন—

"ন সন্তি যত্র সর্ব্বেশে নাম জাত্যাদি কল্পনাঃ।
সত্তামাত্রাত্মকে জ্ঞেয়ে জ্ঞানাত্মন্যাত্মনঃ পরে॥
স ব্রহ্ম তৎ পরং ধাম পরমাত্মা স চেশ্বরঃ।
স বিষ্ণুঃ সর্ব্বমেবেদং যতো নাবর্ত্ততে যতিঃ॥
ঋগ্‌যজুঃ সামভির্মার্গৈঃ প্রবৃত্তৈরিজ্যতে হ্যসৌ।
যজ্ঞেশ্বরো যজ্ঞপুমান্ পুরুষৈঃ পুরুষোত্তমঃ॥"

যাহাতে নাম এবং জাত্যাদির কল্পনা নাই, যিনি কেবল জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, তিনিই পরমব্রহ্ম, তিনিই পরম ধাম; তিনিই পরমাত্মা এবং সকলের ঈশ্বর। তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া যোগিগণ আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হন না। ঋক্ ও সাম বেদোক্ত মার্গ সকল দ্বারা সেই পুরুষোত্তম (পুরুষ শ্রেষ্ঠ) যজ্ঞ পুরুষই—ইজ্য হইয়া থাকেন।—

এখানেও স্পষ্টতই সেই নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মকেই পুরুষোত্তম বলা হইয়াছে।—বিপিনবাবুর প্রশ্ন উঠিয়াছে, 'এই পুরুষোত্তম কে'? বিষ্ণুপুরাণ মুক্তকণ্ঠে উত্তর

দিতেছেন--"সেই নির্ব্বিশেষ পরমাত্মা পরব্রহ্মই পুরুষোত্তম।"

এইরূপে বৈষ্ণব শাস্ত্রসমূহ ভূয়ো ভূয়ঃ পরব্রহ্ম ও পুরুষোত্তমকে একই বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তথাপি বিপিনচন্দ্রের সংশয় কলুষিত প্রশ্ন উঠিয়াছে—"এই পুরুষোত্তম কে?"

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গীতায় শ্রুত্যুক্ত পরমাত্মা ও পুরুষোত্তমকে ঠিক একই বস্তু বলিলেও বিপিনবাবু বলেন "ইহা স্বীকার করা যায় না।" এই মহাভ্রমের ফলেই তাঁহাকে বলিতে হয় "পুরুষোত্তম কথা ও পুরুষোত্তম-তত্ত্ব উভয়েই গীতার নিজস্ব; বেদে বা উপনিষদে এ বস্তু নাই।" পরব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম শব্দের বাচ্য বস্তুটী তত্ত্বতঃ বুঝিতে না পারিলে তাঁহার এ ভ্রান্তি দূর হইবারও নহে। সদ্‌গুরুর উপদেশ ভিন্ন নিজের খেয়ালে এ তত্ত্ব বুঝা সম্ভব নহে।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র তাঁহার তথা কথিত শ্রীকৃষ্ণ হইতে পরব্রহ্মকে পৃথক্ ও নিকৃষ্ট দেখাইবার জন্য যে, সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'পুরুষোত্তম' শব্দই সর্ব্বপ্রধান। তিনি বলেন, পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম নহেন। পুরুষোত্তম পরব্রহ্ম হইতে অনেক উচ্চে। কি উপনিষদের প্রমাণ, কি বৈষ্ণব শাস্ত্রের প্রমাণ, কি গীতায় ভগবদুক্তি এই ত্রিবিধ প্রমাণ দ্বারাই আমরা দেখাইয়াছি যে, সেটি বিপিনচন্দ্রের সুমহতী ভ্রান্তি। আমরা দেখাইয়াছি, পরব্রহ্ম ও পুরুষোত্তম একই বস্তু। বিপিন বাবু কি জন্য যে এই অভেদে ভেদ বুদ্ধি পোষণ করেন, তাহা জানিনা। তাঁহার অভিপ্রায় যাহাই হউক, তিনি তাহার সিদ্ধির জন্য গীতায় একটী সরল সন্ধানও পাইয়াছেন। সেই সন্ধানটি এই—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।" ইত্যাদি।

বিপিন বাবু এই ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম শব্দ লইয়া বিষম প্রমাদে পড়িয়াছেন। তিনি বলিতেছেন "এই শ্লোকের 'অক্ষর' শব্দে পরব্রহ্মকেই বোঝা সঙ্গত।" (নারায়ণ—৮৫৯ পৃঃ) আমরাও বলি, যদিও জ্ঞানিগণৈকশরণ্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এই শ্লোকে পুরুষোত্তম শব্দে পরব্রহ্মকেই বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন, যদিও ভক্তশিরোমণি আচার্য্য শ্রীধর স্বামী পুরুষোত্তম শব্দে পরব্রহ্মকেই বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন, যদিও বিষ্ণুপুরাণ পুরুষোত্তম শব্দে পরব্রহ্মকেই বুঝিয়াছেন, তথাপি বিপিন বাবুর খাতিরে, এই শ্লোকের অক্ষর শব্দে পরব্রহ্মকেই বুঝা অন্ততঃ শিষ্টাচার। এই কেননা শ্লোকের 'অক্ষর' শব্দে যদি পরব্রহ্মকে না বুঝায়, যদি পুরুষোত্তম শব্দেই পরব্রহ্মকে বুঝায়, তাহা হইলে যে বিপিন বাবুর শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের সর্ব্বনাশ, তাহা হইলে যে পরব্রহ্মকে তথা কথিত শ্রীকৃষ্ণ হইতে খাট করিয়া দেখান হয় না—তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বকথনই হয় না।

'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।' ইত্যাদি

এই শ্লোকের 'অক্ষর' শব্দে কাহাকে বুঝা সঙ্গত, তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিতেছি। স্বরূপতঃ জীবাত্মা ও অক্ষর, পরমাত্মা পরব্রহ্ম ও অক্ষর। শ্রীধর স্বামী বলেন "ননু জীবোঽপি অক্ষরঃ "কূটস্থশ্চেতনো ভোক্তা তু অক্ষরপুরুষ উচ্যতে বিবেকিভিঃ।" উপনিষদে কোন কোন স্থলে 'অক্ষর' শব্দে জীবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; কোন কোন স্থলে ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিয়াও অক্ষর শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। এতদুভয়ের ভেদও তাহাতে অতি সুন্দর রূপে বর্ণিত রহিয়াছে। উপনিষদ্ বলেন, জীবও অক্ষর, কিন্তু পরমাত্মা পরব্রহ্ম এই অক্ষর পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" কূটস্থ শ্রেষ্ঠ অক্ষর জীব যে হিরণ্যগর্ভ তাহা হইতেও তিনি (পরমাত্মা পরব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ) পরমাত্মা পরব্রহ্ম সর্ব্বোচ্চ পরম অক্ষর পুরুষ। শ্রীধরস্বামী বলেন "পরমং যদক্ষরং জগতাং মূল কারণং তদ্‌ব্রহ্মঃ।" গীতায় তিনিই উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম বলিয়া গীত হইয়াছেন। তিনিই শ্রুতির ভাষায় 'অক্ষরাৎ পরতঃপরঃ" এবং গীতার ভাষায় "অক্ষরাদপি চোত্তমঃ." শ্রুতি ও গীতার এই অক্ষর পুরুষ জীবাত্মা (কূটস্থ জীব চৈতন্য) ইনিই "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ" ইত্যাদি শ্লোকের অক্ষর পুরুষ।

সুতরাং "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ" এই শ্লোকের অক্ষর শব্দে পরব্রহ্মকে বোঝা সঙ্গত নহে, বরং সর্ব্বতোভাবেই অসঙ্গত। যে হেতু পরব্রহ্ম "অক্ষরাদপি পরঃ" "অক্ষরাদপি চোত্তমঃ।"

বিষ্ণুপুরাণ ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম এই ত্রিতত্ত্বের বর্ণনা কালে ইহা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—এই অক্ষর পুরুষ সেই পরমাত্মা পরব্রহ্মের অংশ। তাঁহার উক্তি এই—

"একঃ শুদ্ধাক্ষরো নিত্যঃ সর্ব্বব্যাপী তথা পুমান্।
সোঽপ্যংশঃ পরমাত্মনঃ!"

এক নিত্য সর্ব্বব্যাপী পবিত্র অক্ষর পুরুষ আছেন। তিনিও পরমাত্মার অংশ। এই অংশভূত পুরুষ কে? গীতায় ভগবান্ তাহার পরিচয় দিয়াছেন—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন।" জীবভূত যে সনাতন (অর্থাৎ নিত্য-অক্ষর) পুরুষ

তিনি আমারই (পরমাত্মারই) অংশ। পরমাত্মার অংশভূত এই অক্ষর জীবাত্মাই "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ" শ্লোকের অক্ষর শব্দের বাচ্য।

এই অক্ষর পুরুষ জীবাত্মা হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই পরমাত্মা পরব্রহ্ম। ভগবান্ বলেন, পরমাত্মাই "অক্ষরাদপি চোত্তমঃ," পরমাত্মাই উত্তম পুরুষ "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।" সুতরাং "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ" এই শ্লোকের অক্ষর শব্দে পরব্রহ্মকে বুঝা সঙ্গত নহে—সম্পূর্ণ অসঙ্গত। এই শ্লোকের অক্ষর পুরুষ (পরমাত্মা পরব্রহ্মের অংশভূত অক্ষর পুরুষ) জীবাত্মা। পরমাত্মা অক্ষর জীবাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ। তিনি শ্রুতির ভাষায় "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ." গীতার ভাষায় "অক্ষরাদপি চোত্তমঃ"—তিনিই পুরুষোত্তম।

বস্তুতঃ উপনিষদের তত্ত্ব কথাগুলিই ভগবান্ সরল সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন। উপনিষদই মূল, গীতা তাহার অন্বর্থ বা অনুবাদ মাত্র। ইহা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিয়াই শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি গীতার আচার্য্যগণ মূল শাস্ত্রের সহিত (অর্থাৎ উপনিষদাদির সহিত) সঙ্গতি ও সমন্বয় রাখিয়া অর্থোপদেশ করিয়াছেন। নতুবা উপদেশ বা ব্যাখ্যা সমীচীন হয় না—হইতে পারে না। কিন্তু বিপিন বাবু দেখিলেন, উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গে সমন্বয় রাখিলে'ত আর আমার অভিনব আবিষ্কার প্রতিষ্ঠিত হয় না—ব্রহ্মকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে খাট করা হয় না—আমার অপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব কথনই হয় না। তাই তিনি তাঁহার পাঠকবর্গকে তাদৃশ সমন্বয়ের পথ হইতে বাক্-কৌশলে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "উপনিষদের ও ব্রহ্ম সূত্রের" সঙ্গে সঙ্গতি ও সমন্বয় রাখিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র না হইয়া গীতাতে এমন কিছু কিছু তত্ত্বের উপদেশ আছে, যাহা উপনিষদে নাই, ত্রুটি স্বীকার করিতে নিতান্ত কুণ্ঠিত না হইলে, গীতা যে ব্রহ্ম-তত্ত্বের অতীত ও তদপেক্ষা উত্তম ভগবত্তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইহা অতি স্পষ্টরূপেই ধরিতে পারা যায়।"

চক্ষু বুজিলে এরূপই হয়। "কাণামাছি" প্রকৃত ভাবিয়া কত পুরুষকেই ধরিয়া বেড়ায়, চক্ষু মেলিলেই হাস্যজনক ভ্রমগুলি সব ধরা পড়িয়া যায়। যাঁহারা বিপিন বাবুর শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব বুঝিতে চান, তাঁহারা চক্ষু মেলিবেন না; সকলেই এক একবার কাণামাছি সাজুন। বেদ বেদান্ত ও উপনিষদের দিকে চক্ষু মেলিবেন না, চোখ খুলিলেই বিপিন বাবুর তত্ত্বকথা শূন্যে মিলাইয়া যাইবে।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র আরও বলিতেছেন "ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ যে আপনাকে ব্রহ্ম-তত্ত্বের উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সংস্কারবর্জ্জিত হইয়া গীতা পাঠ করিলে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই উপস্থিত হয় না ও হইতে পারে না।" বাস্তবিকও

তাহাই। শাস্ত্র-সংস্কার-বর্জ্জিত হইয়া গীতা পাঠ করিলে তাহাই হয়। সে বিষয়ে কোন সন্দেহই উপস্থিত হয় না ও হইতে পারে না। শাস্ত্র-সংস্কার লইয়া গীতা পাঠ করিতে গেলেই বিপদ; বেদ-বেদান্তের বা মূলের সঙ্গে সঙ্গতি ও সমন্বয় করিতে গেলেই যত গোল। আর ওসবের সংস্কার ছাড়িয়া দিয়া গীতা পাঠ করিলে কোন গোলই থাকে না। ব্রহ্ম-তত্ত্বটা শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব হইতে অনায়াসেই খাট হইয়া যায়।

পাঠকবর্গ একটু অভিনিবেশ করিলেই স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন, উপনিষদ্‌ই রত্নখনি, ভগবদুক্ত ক্ষর, অক্ষর ও উত্তম পুরুষের তত্ত্বরূপ রত্ন উপনিষদেরই গর্ভে নিহিত রহিয়াছে। ইহা গীতার নিজস্ব নহে। ভগবান উপনিষদ্‌রূপ গাভী হইতেই এই ত্রিতত্ত্বরূপ দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়াছেন মাত্র। উপনিষদে আছে—

"তস্মিংস্ত্রয়ম্"

সেই পরম ব্রহ্মেতে ভোক্তা ভোগ্য ও প্রেরয়িতা এই ভাবত্রয় বিদ্যমান আছে।

ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বংপ্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।"

ভোক্তা ভোগ্য ও প্রেরয়িতাকে জানিয়াই জীব মুক্ত হয়। ভগবান পরব্রহ্মের যে প্রকৃতি জড়রূপা তাহাই ভোগ্য, তাহাই ক্ষর, পরব্রহ্মের অংশভূত যে কূটস্থ জীব, তিনিই ভোক্তা, তিনি অক্ষর এবং যে পরম অক্ষর হইতে "বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে যত্র চৈবাভিয়ন্তি" বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় এবং যাঁহাতে বিলীন হয়, "য ঈশে অস্য জগতো নিত্যমেব।" যিনি এই জগৎকে সর্ব্বদা নিয়মিত করিতেছেন। "য ঈশ্বরাণাং পরমো মহেশ্বরঃ" যিনি ঈশ্বরদিগেরও পরম মহেশ্বর, "ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ" যেই অদ্বিতীয় দেবতা ক্ষর প্রকৃতি ও অক্ষর আত্মাকে (অক্ষর পুরুষ জীবাত্মাকে) নিয়মিত করেন, "যঃ অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" যিনি হিরণ্যগর্ভাদি শ্রেষ্ঠ অক্ষর পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যিনি "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞ—পতি" প্রকৃতি ও ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকেই পতি তিনিই প্রেরয়িতা (সর্ব্বোত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম)।

এই ভাবত্রয় বা তত্ত্বত্রয়ই ভগবান্ গীতায় পুরুষত্রয় রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ক্ষর, অক্ষর ও উত্তম পুরুষ সেই তত্ত্বত্রয় বা ভাবত্রয়েরই অনুবাদ বা অন্বর্থ মাত্র। গীতা গাহিতেছেন—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।"
"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্ব বিভর্ত্তব্যয় ঈশ্বরঃ॥”

ইহলোকে ক্ষর ও অক্ষর (অর্থাৎ পরম প্রকৃতি ও কূট্যস্থ জীব চৈতন্য) এই দুই পুরুষ আছেন। পরমোৎকৃষ্ট চৈতন্যরূপ আর এক পুরুষ আছেন, তিনি বেদে পরমাত্মা নামে অভিহিত, তিনি অব্যয় অর্থাৎ অক্ষর। তিনিই (সেই অব্যয় পরমাত্মা) ক্ষর পুরুষ প্রকৃতি হইতে ও অক্ষর পুরুষ জীবাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ, তিনি “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” তিনিই ঈশ্বর। তিনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া (যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ উপনিষদ্) সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন, (যঃ ঈশ অন্য ভগতো নিত্যমেব' উপ নষদ্ , বস্তুত এই গীতোক্তি উপনিষদুক্তির প্রতিধ্বনি মাত্র। গীতায় ভগবান্ অন্যত্র বলিতেছেন,—

“ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেবচ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেব মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
(মথৈবংশো জীব-লোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
“অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়॥” গীতা।

এখানেও সেই ভাবত্রয় বা পুরুষত্রয়েরই কথা। এখানেও জড় প্রকৃতি বা ক্ষর পুরুষ, জীব চৈতন্য বা কূটস্থ অক্ষর অর্থাৎ সনাতন পুরুষ (জীবভূতঃ সনাতনঃ) এবং সকলের সৃষ্টিস্থিতি ও লয়ের মূল কারণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ অর্থাৎ পরমেশ্বর এই তিনেরই কথা। প্রথমটি ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোমাদি জড় প্রকৃতি—'দ্বাবিমৌ' শ্লোকের ক্ষর পুরুষ, দ্বিতীয়টি জীবভূত সনাতন পুরুষ, ইনি পরমাত্মা পরমেশ্বরের অংশ, ইনি সনাতন অর্থাৎ অক্ষর, ইনিই 'দ্বাবিমৌ' শ্লোকের অক্ষর পুরুষ ; তৃতীয়টি স্বয়ং পরমেশ্বর, যাহা হইতে সমগ্র জগৎ উৎপন্ন ও যাহাতে লয় প্রাপ্ত হয় (“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইতি শ্রুতিঃ) ইনি ক্ষেত্রাদি ক্ষর পুরুষ হইতে এবং অক্ষর পুরুষ জীবাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ, অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ। ইনিই শ্রুত্যুক্ত পরমাত্মা পরব্রহ্ম। ইনিই দ্বাবিমৌ শ্লোকের উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম। এই ত্রিতত্ত্ব উপনিষদেরই ছায়া বা অন্বর্থ মাত্র।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরেবতীমোহন কাব্যতীর্থ।

জেপলিন।

উঠ্‌লো ওই ছেলের জেপলিন্,
কোথায় কারে মজাবে তাই কস্‌তেছে দূরবীণ।
ভাবছো কি আর – হও সাবধান, শ্বশুর শাশুড়ী,
বিষম জ্বালা ঘটকমালা বিমান বিহারী।
প'ড়বে ঝুঁকে, মার্‌বে টাকায় ঘা,
বাঁচ্‌বি যদি ক'নের মা—সাম্‌লে যা।
ক'নেকে লুকিয়ে রাখ—বের কর'নাকো,
পড়েছে বিষম দিন॥

শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

বীরাত্মার প্রতি অভিনন্দন।

(১)

ধন্য হে যোগেন্দ্রনাথ সেন মহোদয়,
আপনার জন্মভূমি পবিত্র করিয়া তুমি
ফরাসি-সমর-ক্ষেত্রে হইয়া উদয়,
করিয়াছ, মহারণ নির্ভয় হৃদয়!

(২)

কায়স্থ-বংশের তুমি বট সুসন্তান,
চন্দননগর ধাম, রাখিয়াছ নিজ নাম,
বীরত্ব গৌরব,—তুমি পাইয়া সম্মান,
গিয়াছ স্বরগে চলি ত্যজিয়া পরাণ।

(৩)

ধন্য তব জন্মভূমি, জনক-জননী,
গৌরবিত তব কীর্ত্তি, ব্যাপিয়া রহিবে পৃথ্বী,
গাইবে তোমার যশঃ সমস্ত অবনী,
নবপথ প্রদর্শনে তুমিই অগ্রণী।

(৪)

এত দিনে বাঙ্গালীর হ'ল মুখোজ্জ্বল,
কায়স্থ-যুবক আজি, চলিবে সমরে সাজি,
হৃদয়ের বলে যুদ্ধ করিবে প্রবল,
দেখাইবে ক্ষাত্রশক্তি, রাজভক্তিবল।

(৫)

রাজার্থ যে যজ্ঞে তুমি দিলা আত্মাহুতি,
তোমাকে উদ্দেশ্য করি, ভক্তি শ্রদ্ধা হৃদে ধরি,
অর্পিতেছি বিষ্ণুপদে করি তাঁর স্তুতি,
তৃপ্ত তব হ'ক বীর স্বর্গীয় বিভূতি।

(৬)

এ অভিনন্দন তব অমর আত্মায়,
যেন স্বর্গে পায় স্থান, মুক্ত করে ভগবান্,
রাজকার্য্যে রণক্ষেত্রে যাঁর প্রাণ যায়,
সে যেন তোমারি মত স্বর্গে স্থান পায়।

শ্রীকালীকৃষ্ণ দেবমজুমদার।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মানসাঙ্কে কায়স্থ যুবক ঃ—

গত ১৪ই পৌষ, কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে ঢাকা, বজ্রযোগিনীর শ্রীযুক্ত সোমেশচন্দ্র বসু নামক একটী যুবক গণিতের অঙ্ক সমাধানে অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তাঁহাকে দুইটি প্রশ্ন দেওয়া হয়। (১) ৯২৯৭১৪৫১৯৫১০৭০২৫ ইহার ক্রমমূল ও (২) ৯৮৭৬৫১২৩৫৬৭-৮৯৫৪৩১২ ও ২৬৮৮৯৭৫১২৩৪ ইহার গুণফল কত? যুবক কাগজ পেন্সিল না লইয়া এই দুইটী অঙ্কের সমাধানে প্রবৃত্ত হন। সেই সময়ে যন্ত্র-সঙ্গীতাদির আলাপ

হইতে থাকে। তাহা সত্ত্বেও ৩৫ মিনিটের মধ্যেই তিনি অঙ্ক দুইটীর প্রকৃত উত্তর দেন।

দান প্রাপ্তি ঃ—

জেলা ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী আকুটিয়া নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ রাহা বংশীয় শ্রীযুক্ত উমানন্দ রায় মহাশয় চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে ২৲ দুই টাকা প্রদান করিয়াছেন। আমরা ধন্যবাদের সহিত উহা গ্রহণ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত প্রমদানন্দ রায় মহাশয় কোচবিহারের মহারাজের সহিত কার্য্যানুরোধে বিলেতে গমন করেন। এখন তিনি অনুতপ্ত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন সংস্কার গ্রহণানন্তর দারপরিগ্রহ করিবার অভিপ্রায় করত এই যে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাহাতে তদীয় পিতা শ্রীযুক্ত উমানন্দ রায় মহাশয় তাঁহার জ্ঞাতি মেকলিগঞ্জের একাউণ্ট্যাণ্ট, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহায়তায়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রমাপ্রসন্ন রায় মহাশয় এবং গ্রামবাসী ও পার্শ্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের উৎসাহ পাইয়া, তিনি যে প্রকার উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মত জাতি উন্নতি প্রয়াসী উচ্চ হৃদয়েই সম্ভব। এতদুপলক্ষে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ প্রমুখ কতিপয় অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের প্রমুখাৎ শ্রুত হওয়া গেল, এই ব্যাপারে স্বীয় কুল-পুরোহিত মহাশয় স্বয়ংই প্রমদা বাবুর নামে সংকল্পিত ৺কালী এবং ৺মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আত্মীয়, সুহৃদ, কুটুম্ব প্রভৃতি বহু সংখ্যক গণ্য মান্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ সমবেত হইয়াছিলেন, এবং দিনত্রয় শুধু 'দীয়তাং ভোজ্যতাং' শব্দ শুনা যাইতেছিল। উমানন্দ বাবু ও নিবারণ বাবুর সৌজন্যে, আপ্যায়নে আমাদের সেই "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা" কথাটা মনে পড়ে। কায়স্থের জাতীয় জীবনের উন্নতিকল্পে তাঁহাদের এই অর্থব্যয় ও সৌজন্য সার্থক হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত। এই কার্য্যের আর এক বিশেষত্ব যে কায়স্থ উপনয়নে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ চিরবিরোধী। তথাপি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য-বিদ্যারত্ন-শাস্ত্রি-এম্-এ মহাশয় এই কার্য্য সমর্থন করিয়া ব্যবস্থা-পত্র দিয়াছেন। ক্রমশই এইভাবে অযথা কায়স্থ-বিদ্বেষীগণের ভ্রম অপনোদন হইতেছে, ইহা যথার্থই আশার কথা; বেদোজ্জ্বলবুদ্ধিসম্পন্ন কোন মহাত্মা আত্মসম্মান জ্ঞানবিশিষ্ট ক্ষত্রিয়-কায়স্থের বিরোধী হইতে পারেন না। ব্যবস্থা-পত্রখানাও নিম্নে মুদ্রিত হইল।

এই রায়বংশ প্রাচীন ভূষণার রাজা শত্রুজিত রায়ের শ্বশুর সুপ্রসিদ্ধ পরমানন্দ রায়ের উত্তরপুরুষ, যিনি বাজু-সমাজের অন্তর্গত খলসীতে উঠিয়া গিয়াছিলেন।

আকুটিয়ার রায় মহাশয়েরা তাঁহাদেরই এক প্রধান শাখা। এখানেও ইঁহারা সেইরূপ সসম্মানে অবস্থান করিতেছেন। অদ্যাবধিও তাঁহারা যথারীতি কুলজ মধ্যাল্যের সম্মান করিয়া আসিতেছেন। এই কার্য্যোপলক্ষে উমানন্দবাবু যেভাবে কুলীনেনর সম্মান প্রদান করিয়াছেন, অধ্যাপক পণ্ডিত বিদায় করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিয়াছেন, একালে তদ্রূপ প্রায় অন্যত্র দেখা যায় না। এই উপলক্ষেই ঐ দান।

ব্যবস্থা-পত্র ঃ—

পরমপূজনীয় পণ্ডিত মহোদয়গণ শ্রীচরণ কমলেষু—

মহোদয়গণ!

কোন একটী ব্রাত্যক্ষত্রিয় সন্তান,ম্লেচ্ছদেশে গমন ও জ্ঞানতঃ ম্লেচ্ছান্ন ভোজনাদি করিয়াছেন। কিন্তু এখন অনুতপ্ত হইয়া যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, এবং উপনয়নান্তর বিবাহ করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে বাসনা করে না, অতএব যথাবিধি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাপত্র দিতে আজ্ঞা হয়। ইতি ১৩২৩ সাল, ২৯শে পৌষ।

গণত—শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিতবর্ম্মা।

উক্ত প্রার্থনোত্তরং যথা—

জ্ঞানতো বহুধাভ্যাসেন ম্লেচ্ছপৃষ্টান্ন-ভোজনাদিভিরনুপাতকং সঞ্চিতং যেন কেনাপি বর্ণেন দ্বাদশবার্ষিকদ্বিগুণপ্রায়শ্চিত্তাশক্তৌগোশতদ্বয়মূল্যদ্বয়কার্ষাপণ দক্ষিণক-ষষ্ট্যাধিকধেনুশতত্রয়মূল্যাশীত্যধিকসহস্রকার্ষাপণলভ্যরজতাদিদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিজ্ঞানেশ্বরমদনপারিজাতাদি সম্মতা ব্যবস্থা।

মন্বাদিশাস্ত্রবোধিতানুতাপাদ্ব্যপক্ষীণপাপস্য উক্ত প্রায়শ্চিত্তার্দ্ধপ্রায়শ্চিত্তেনাপি পাপক্ষয়োভবতি যেন কৃতেঽপি দ্বিগুণপ্রায়শ্চিত্তেঽব্যবহার্য্যতেতি রঘুনন্দনসন্দর্ভোঽপি ন বিরুধ্যেত। ইত্থঞ্চাকৃতানুতাপস্য দ্বিগুণং, কৃতানুতাপস্য তদর্দ্ধমেব প্রায়শ্চিত্তং ব্যবহার্য্যত্বাপাদকমিতি কস্যচিৎ ব্যবস্থা।

উক্ত প্রায়শ্চিত্তানন্তরং উপনয়নসংস্কারঃ করণীয় ইতি চ ব্যবস্থা।

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্

অস্মাকমত্র সম্মতিরস্তি।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য-বিদ্যারত্ন-শাস্ত্রিণাম্

কোচবিহার বাস্তব্যানাম্।

শ্রীশ্রীহ'র

বিদ্যাবাগীশোপাধিক শ্রীগৌরচন্দ্র শর্ম্মণাং

টাঙ্গাইল-ভরুরা নিবাসিনাম্।

তর্কতীর্থোপাধিক

শ্রীপার্ব্বতীরণ শর্ম্মণাম্ পরামর্শোয়ং।

কলিকাতা ন৭২।২ বাগবাজার

নিবাসিনাং।

শিরোমণ্যুপাধিনাং

শ্রীকৈলাসচন্দ্রশর্ম্মণাম্

কলসকাঠী নিবাসিনাম্।

সভাসমিতি ঃ—

বিগত ১লা মাঘ শোভা-বাজারের রাজা ৺রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের ঠাকুর বাটীর সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে দারবঙ্গের মহারাজ স্যার রামেশ্বর সিংহ বাহাদুরের সভাপতিত্বে 'বর্ণাশ্রমধর্ম্ম' নামে এক মহাসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সভায় বঙ্গের প্রসিদ্ধ রাজা, মহারাজা, জমিদার, ব্যারিষ্টার, পণ্ডিত, ডাক্তার, উকিল, ধনী, দরিদ্র প্রায় ৪।৫ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিলেন। সভায় বক্তৃতা শুনিয়া কিন্তু আমরা 'বর্ণাশ্রমধর্ম্ম' কথাটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে সকল পণ্ডিত বক্তৃতা করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ সভাপতি মহারাজা বাহাদুরের স্তব করিয়াই নিরস্ত হইলেন। আবার কেহ বা সংস্কৃত ভাষা ও নব্য ন্যায়ের জন্মভূমি মিথিলার গৌরব ঘোষণা করিয়া স্বীয় বক্তৃতার উপসংহার করিলেন। কেহ বলিলেন, 'অগ্রে ব্রাহ্মণ রক্ষা কর পরে অন্যকথা। হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পণ্ডিত দীনদয়াল শর্ম্মা পাদজ শূদ্রের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিলে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় তাহা সমর্থন করিয়া, বিভিন্ন সময়েই যে সমাজের অবস্থা বুঝিয়া বিভিন্ন রাজা কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ বর্ণাশ্রম সমাজ গঠিত হইয়াছিল, তাহা বলিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার বক্তব্য সংক্ষেপে শেষ করিতে হইল। শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন, 'যে দেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত জাতি নাই, সে দেশে 'চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ' স্থাপন করিতে হইলে ক্ষত্রিয় বৈশ্য কাহাদিগকে করিবেন? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য দ্বিজ; অগ্রে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য পদাভিসিক্তদিগকে দ্বিজাচার প্রদান করুন, তবে'ত 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম' প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে।' ইনিও স্বীয় বক্তব্য সংক্ষেপ করিয়া উপসংহার করিতে বাধ্য হন। অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৭॥০টায় সভাভঙ্গ হয়। তাই বলিতেছিলাম এ সভা 'বর্ণাশ্রমধর্ম্ম' কথাটা কি, তাহাই বুঝাইবার জন্য, অথবা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে'র পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

বিগত ১১ই মাঘ, বিক্রমপুর মিতারা গ্রামে শ্রীযুক্ত রাজমোহন ভৌমিক বর্ম্ম মহাশয়ের ভবনে তদীয় পুত্রের শুভ বিবাহ-ভোজ উপলক্ষে এক কায়স্থ-সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় হাসাইল, স্বর্ণগ্রাম, মিতারা, মূলচর, ভাটপাড়া, পয়সাগাঁও বাহেরক প্রভৃতি গ্রামের বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত বহু কায়স্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্ম কবিরত্ন মহাশয় তাঁহার স্বরচিত কবিতা পাঠ ও হৃদয় গ্রাহী একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলকে উপবীত গ্রহণের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে বিশদ রূপে বুঝাইয়া দিলে, ভাটপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন যে, আমরা আগামী রবিবার কতিপয় ব্যক্তি কামারখাড়া

নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক এ বিষয়ের ইতি কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিব। অতঃপর সন্ধ্যা সমাগত হওয়ায় সভাভঙ্গ হয়।

উপনয়ন ঃ—

৫ই মাঘ ১৩২৩। নদিয়া জিলা নিবাসী বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী সরকার, (পুলিশ ইনেস্পক্টর) যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। উপনয়ন, কর্ম্মস্থল চট্টগ্রামেই হইয়াছে। উক্ত জেলার ছনহরা নিবাসী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতিরত্ন আচার্য্য এবং আলোয়ারা নিবাসী শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য হোতা এবং পণ্ডিত জগচ্চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি আরও কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন।

১১ই মাঘ ১৩২৩। কায়স্থ-সভার কেন্দ্র। উত্তর রাঢ়ীয় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র বি-এ (ইউক্‌সিন্) যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীতী হইয়াছেন।

কায়স্থ-সভার যশোহর শাখার উদ্যোগে তত্রত্য কায়স্থ নেতৃবর্গ গত ১১ই মাঘ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্যান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বসু, উকিল, যশোহর-কায়স্থ-সভার সহকারী সভাপতি, সাং পাঁজিয়া। শ্রীযুক্ত রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর, বি-এল উকিল, যশোহর-কায়স্থ-সভার অন্যতম সহকারী সভাপতি, সাং খালকুলা। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র বি-এল যশোহর-কায়স্থ-সভার ধনাধ্যক্ষ, সাং নেবুতলা। শ্রীযুক্ত কেশবলাল রায় চৌধুরী, উকিল, স্থানীয় কায়স্থ-সভার সম্পাদক এবং যশোহর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান; ইনি যশোহররে বাঘুটীয়া জঙ্গলবাধাল প্রভৃতি কুলীন সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাঙ্গালার শেষ বীর যশোহরের মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ৺কালিদাস দত্ত (যুদ্ধ কালে সেনাপতি কালী) রায়ের বংশধর, সাং সেখহাটী, যশোহর। শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ বসু, এম-এ, বি এল, যশোহর-কায়স্থ-সভার অন্যতম সম্পাদক, সাং হরিশঙ্করপুর, খ্যাতনামা গণিতাধ্যাপক ৺কালীপদ বসু মহাশয়ের এবং ভারতগবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের সুপারিণ্টেডেণ্ট রায় প্রসন্নকুমার বসু বাহাদুরের সহোদর। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু বি-এল উকিল, যশোহর-কায়স্থসভার সহঃ সম্পাদক, নিবাস খালকুলা। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু, এম-এ, বি-এল, উকিল, সাং কাশীয়াড়া, (নেড়াইল) ইনি বেঙ্গলীয়ার শ্রীফলতলার সুবিখ্যাত রায় চৌধুরী বংশ সম্ভূত। শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল বসু, উকিল, শ্রীযুত অম্বিকাবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। শ্রীযুত পূর্ণগোপাল বসু, ডাক্তার, অম্বিকাবাবুর মধ্যম পুত্র। শ্রীযুক্ত

সরোজকান্তি বসু বি-এ, সাং কাশীয়াড়া। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস বি-এল, উকিল সাং শ্রীকোল। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ জোয়ার্দ্দার বি-এল, উকিল সাং শ্রীকোল। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন চৌধুরী সম্পাদক "যশোর-পত্রিকা"; ইনি মহারাজা আদিশূরের বংশসম্ভূত, সাং জীবনপুর (কুমিল্লা) বঙ্গজ। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, যশোহর-কায়স্থ-সভার সভ্য ও কার্য্যাধ্যক্ষ, সাং চৌগাছার। শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন বসু, সাং খালকুলা। কিরণচন্দ্র সরকার ঐ ঐ। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার সাং সরসপুর। রামচন্দ্র বসু সাং পাঁচকুড়ু কদীয়া। পতিতপাবন ঘোষ সাং মজিতপুর। ক্ষিতিশচন্দ্র সরকার। একমাত্র আনন্দবাবু ব্যতীত সকলেই দক্ষিণরাঢ়ী।

৺সরস্বতীপূজার দিবস উপনয়নের দিন নির্দ্দিষ্ট থাকায় ঐ তারিখে মফঃস্বলবাসী কায়স্থগণ উপস্থিত হইয়া যোগদান করিতে এবং উপবীত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অতি শীঘ্রই পুনরায় কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সমগ্র কায়স্থগণ শাস্ত্রীয় সংস্কার গ্রহণ করিবেন, সন্দেহ নাই।

গত বৈশাখ মাসে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার বার্ষিক অধিবেশনের পর হইতে এই জেলার সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্র কায়স্থ জাতির উপনয়ন ও উন্নতির চেষ্টায় ঝিনাইদহ, নড়াইল, মাগুড়া মহাকুমার কয়েকটী গণ্ডগ্রামে কায়োস্থপনয়ন সাধিত হইলেও সভার মধু উদ্দেশ্য যশোহরের সর্ব্বত্র আশানুরূপ ফলবতী হয় নাই।

বিবাহ ঃ—

(আন্তর্গণিক বিবাহ)

২৫শে মাঘ ১৩২৩। অমৃত-বাজার-কার্য্যালয়। মালদহ খিদিরপুর নিবাসী ৺উমাশঙ্কর মিত্র মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ খগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র বর্ম্মা বি-এ (ইউক্‌সিন) সহিত জব্বলপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তড়িৎকান্তি বক্সীর তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী লাবণ্যনয়না দেবীর শুভ পরিণয়। এই বিবাহের পাত্র, উত্তররাঢ়ীয় এবং কন্যা দক্ষিণরাঢ়ীয়া। বিবাহে মালহের উকিল শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ বি-এল্, হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত সিংহ বি-এল্, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি-এ, শোভাবাজরের কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, টাকীর রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কিশোরলাল সরকার এম-এ বি-এল্ প্রভৃতি বঙ্গের চারি সমাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। আরও জানিতে পারিলাম, পাত্রের মাতুল, ভগ্নীপতি প্রভৃতি কুটুম্ব এবং জ্ঞাতিগণ সস্পর্শেও আহার করিয়াছেন এবং সকলেই সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।

২৮শে মাঘ ১৩২৩। চন্দননগর। বাঁকীপুর হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত ষোড়শীচরণ মিত্রবর্ম্ম মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুধাংশুকুমার মিত্রবর্ম্মা বি-এলের সহিত খলসিনীর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী প্রতিমাবালা দেবীর শুভ পরিণয় রীতিমত কুশণ্ডিকাদি করিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছে। যোগেন্দ্র বাবু প্রসিদ্ধ জমিদার, কন্যা জামাতাকে কিন্তু তদনুরূপ কিছুই দেন নাই। শ্রুত হইলাম তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, কায়স্থ-সভার ভয়েই তিনি ঐরূপ ব্যয় সংকোচ করিয়াছেন। পাত্র পাত্রী উভয়ই দক্ষিণরাঢ়ীয়।

শ্রাদ্ধ ঃ—

(ত্রয়োদশাহে)

১০ই মাঘ ১৩২৩ কুষ্টিয়ার প্রসিদ্ধ মোক্তার হৃদয়নাথ বর্ম্মা মজুমদার মহাশয় লোকান্তরিত হওয়ায় তদীয় আদ্যকৃত্য তাঁহার পুত্র সানুজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বর্ম্ম মজুমদার এম-এ যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন।

হৃদয় বাবু কায়স্থ-সভার অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন, এখন আমরা সতই তাঁহার অভাব অনুভব করিতেছি। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র নগেন্দ্রনাথ এবার নদীয়ার সব-ডিপুটী কলেক্টর মনোনীত হইয়াছেন; সেই আনন্দবার্ত্তা প্রদান করার কিছুদিন পরেই তাঁহার কাল হইয়াছে। করুণাময় ভগবানের নিকট তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি করুণা বর্ষিত হউক ইহা আমরা প্রার্থনা করি।

১৪ই ১৩২৩। বগুড়ার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন বর্ম্মা মহাশয়ের পত্নী রজতপ্রভা দেবীর মৃত্যুতে, তদীয় আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে।

সমালোচনা।

তসবীর। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব প্রণীত। মূল্য ৸০ আনা সিকের কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ১।০ আনা, ডবল্ ক্রাউন্ ১০ পেজী, এন্টিক্ কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা। ৮ ফর্ম্মা ১১০ পৃষ্ঠা।

ইহা একখানি গল্প পুস্তক। গল্পপ্রিয় বাঙ্গালি-পাঠক-সমাজে ইহার আদর হইবার খুবই সম্ভাবনা আছে। গ্রন্থকার সুন্দর লিখিতে পারেন, উচ্চভাব লইয়া গল্প রচনা করিলে যে সমাজের কিছু কল্যাণ সাধন না করিতে পারেন, এমন নহে। দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রেমের প্রলেপ ভিন্ন যেন গল্পই রচিত হইতে পারে না! অধিকাংশ গল্প রচকেরই এইরূপ ভ্রান্ত ধারনা বিদ্যমান। যিনি একটু লিখিতে জানেন, তিনিই লেখেন, পরন্তু সমাজ-চিন্তা না করিয়া যা-তা লিখিলে সমাজের যেরূপ অপচয় হওয়া সম্ভাবিত তাহাই হইয়া থাকে। সমালোচ্য গ্রন্থের রচয়িতাও উক্ত দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই। 'আমার ব্যবসায়' 'পল্লীচিত্রের একাংশ' 'মাদুলী' 'শোভা' প্রভৃতি কএকটী গল্প ব্যতীত প্রায় গল্পই প্রেমের প্রলেপ মাখা, হা-হুতাশপূর্ণ পরিণামে হয় নায়ক, না হয় নায়িকার মৃত্যু। প্রেমের জন্য মৃত্যুই যেন প্রেমের উচ্চাদর্শ। প্রেমের জন্য

বিত থাকিয়া মনের বল প্রদর্শনের যেন আদর্শ মলিন হইয়া যায়! 'বিজয়ার ঝক্‌মারি' ামটীর বিশেষত্ব বুঝিতে পারা গেল না। অতিরিক্তসিদ্ধি সেবনের অপকারিতা বর্ণনা নাই; া লেখার উদ্দেশ্য কি? গল্প লিখিতে হইলে সামাজিক ও বৈষয়িক এমন সকল বিষয় আছে, যাহা লম্বন করিয়া গল্প রচনা করিলে সমাজের হিত সাধন হইতে পারে, গ্রন্থকারও যশস্বী হইতে ারেন। আশা করি গ্রন্থকার ভাল বিষয় নির্ব্বাচনে গল্প লিখিয়া লেখনী ধরণের সার্থকতা সাধন করিবেন।

পৃথ্বিরাজ। ঐতিহাসিক মহাকাব্য। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু বি, এ প্রণীত। ডিমাই াইভরিফিনিস্ কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা, এগার পৃষ্ঠাব্যাপী উপক্রমণিকা, এবং সাত পৃষ্ঠাব্যাপী বিষয় ূচীপত্র পড়িলে মহাকাব্যের উদ্দেশ্য অনেকটা উপলব্ধি হয়। এতদ্ব্যতীত সাতখানি সুচিত্রিত ছবি াছে। মূল্য উৎকৃষ্ট বাঁধাই ২৲ টাকা।

পৃথ্বিরাজ-রচয়িতা যোগীন্দ্রবাবু সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। বঙ্গের মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের াবনী তাঁহার অমর কীর্ত্তি; তিনি যে পৃথ্বীরাজের ন্যায় একখানা অষ্টাদশসর্গ মহাকাব্য লিখিতে ক্ষমান ইহা পূর্ব্বে কল্পনা করিতে না পারিলেও আমরা তাঁহার কবিত্ব শক্তির সহিত পরিচিত ছিলাম না। তাঁহার অনাবিল উচ্চভাব পূর্ণ বহু কবিতা আমাদিগকে বিমল আনন্দ দান করিয়াছে। সমালোচ্য মহাকাব্যখানি তাঁহার অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রদান করিতে কৃতকার্য্য হওয়ায় বঙ্গভাষা যে পরিপুষ্টি লাভ করিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কবি দেশ প্রেমের উন্মাদনায় আত্মহারা হইয়া উচ্চভাব পূর্ণ যে সঙ্গীত গাহিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক দেশবাসীর অন্তঃস্তলে প্রবিষ্ট হইয়া দেশমাতৃকার সেবায় আত্ম-নিয়োগে উদ্বুদ্ধ করাইবে—ত্ম-মর্য্যাদায় উদ্বোধিত করিয়া তুলিবে এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করিতে আমরা সঙ্কুচিত নহে। ংকট কাব্য ও কবিতার যুগে এরূপ একখানি উপাদেয় মহাকাব্য প্রকাশিত হওয়া বঙ্গভাষা ও াহিত্যের সৌভাগ্যই বলিতে হইবে। কবি যেরূপে প্রাঞ্জল ভাষায় অথচ ওজস্বিতার সহিত এই াব্য লিখিয়া তাহাতে আদ্যন্ত সুরুচির ও সদ্‌ভাবের পরিচয় দিয়াছেন—পাদ মন্তব্যে যেরূপ ঐতিহাসিক তথ্য প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কবিত্বের উচ্চতা হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম াঠকেও যে প্রভূত উপকৃত হইবেন, ইহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। মহাকাব্যের াক নায়িকাগণের মধ্যে পৃথ্বীরাজ, সংযুক্তা ও গুরু তুঙ্গাচার্য্যের মুখ নিঃসৃত বাক্য-নিচয় যে মহা াণবান স্বদেশ প্রেমেসিক্ত—আত্ম-ত্যাগের মহামন্ত্রে অভিসিঞ্চিত—হিন্দু জাতির জাতীয় পতনের ন্য নির্দ্দেশক—কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত, জয়চন্দ্রের সঙ্কল্পিত বিষয়ে অবিচলতা, মহম্মদ ঘোরীর ধ্য সাধনের দৃঢ়তা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা গ্রন্থখানি পাঠ ব্যতীত অনুভব করা যাইতে পারে া। স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্থানাভাব। কাব্যামোদী পাঠকবৃন্দ খানি একবার পাঠ করিলেই এই মহাকাব্য রসাস্বাদনে পুলকিত না হইয়া পারিবেন না।

সাতন'র। শ্রীমতী প্রফুল্লনলিনী সরস্বতী প্রণীত। মূল্য ৸০ আনা। ডবল্ ক্রাউন্ ১০ পেজী, এন্টিক্ কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা, ৮ ফর্ম্মা ১৯২ পৃষ্ঠা, ৬খানা ছবি সমেত।

সাতন'র একখানি গল্প পুস্তক। ভ্রান্তি, প্রেমের কবর, মৃত্যু-মিলন, আরাধনা, মে-কুইন, হরিষে াদ ও করুণা নামে ৭টী গল্প এই পুস্তকে স্থানলাভ করিয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী এই গ্রন্থ রচনার সময়

অনূঢ়া ছিলেন, সুতরাং অল্প বয়স্কা বালিকার মস্তিষ্ক হইতেই গল্প কয়েকটী নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। ইহা যে অল্প প্রশংসার কথা নহে, তাহা অঙ্গীকার করিতেই হইবে। এই পুস্তকের সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন কবি ৺বরদাচরণ মিত্র মহাশয় গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে। তিনি লিখিয়াছেন;— "প্রেমের-কবর' ও 'মৃত্যু-মিলন' গল্প দুইটী গ্রন্থে সন্নিবেশিত না হইলে গ্রন্থখানি আরও মনোরম হইত। অবশ্য গল্প দুইটী গল্প-প্রিয় পাঠক পাঠিকার চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হইলেও হিন্দুর সনাতন আদর্শকে যে ম্লান করা হইয়াছে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।" আমরা আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলি, হিন্দুরমণীর বিশেষতঃ অনূঢ়া বালিকার ঐরূপ চিন্তাস্রোত হৃদয়ে বহিতে দেওয়াই ঘোরতর অন্যায়; লেখিকা মহোচ্চ ভাব লইয়া গল্প লিখিলে সাহিত্যক্ষেত্রে তাহার যশঃ স্থায়ীতা লাভ করিবে, আমরা এরূপ বিশ্বাস করি।

স্বাস্থ্য-নীতি— স্বাস্থ্য-সমাচার'পুস্তকাবলী সংখ্যা প্রথম ও দ্বিতীয়। ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র বসু এম্-বি সম্পাদিত। প্রথম খণ্ডে গার্হস্থ্য ও দ্বিতীয় খণ্ডে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি আলোচনা করা হইয়াছে। মূল্য প্রথম খণ্ড তিন আনা, দ্বিতীয় খণ্ড দুই আনা। ডবল্ ক্রাউন্ ১৬ পেজী, উৎকৃষ্ট আইভরি ফিনিস্ কাগজে ছাপা।

কার্ত্তিকবাবু "স্বাস্থ্য-সমাচার"নামক মাসিক পত্র বাহির করিয়া বঙ্গদেশের বিশেষ উপকার'ত করিয়াছেনই, বঙ্গ ভাষারও একটি অঙ্গ পূর্ণ করিয়াছেন, সে বিষয় সন্দেহ নাই। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য মধ্যে কিছুদিন এ দেশের লোকের বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু আজকাল স্রোত ফিরিয়াছে—সমাজনীতি,রাজনীতি, ধর্ম্ম ও সাহিত্যের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে লোকের নজর পড়িয়াছে জাতীয় স্বাস্থের উপর। লোকে বুঝিয়াছে যে এই ধ্বংসোন্মুখ জাতির পুনরুদ্ধারের উপায় গুলির মধ্যে জাতীয় স্বাস্থ্য উন্নত করা একটি মুখ্য উপায়। এ সময় এই দুইখানি পুস্তিকার জন্য কার্ত্তিক বাবুকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি ও আমাদের পাঠকবর্গের আবালবৃদ্ধ সকলকেই এই স্বল্প মূল্যে অথচ অমূল্য গ্রন্থ দুইখানি পড়িতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতেছি।

১ম খণ্ড গৃহ, বায়ু, জল, খাদ্য ও রোগ এই পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত। আমিষ ও নিরামিষ খাদ্যের উপকারিতার বৈজ্ঞানিক তুলনা করা হইয়াছে। তাহাতে অনেক ভুল ধারণা এই উভয় বিধ খাদ্য সম্বন্ধে দূর হইবে। কতকগুলি রোগের মোটামুটি লক্ষণ প্রতিকার নিয়ম এই খণ্ডের বিশেষত্ব।

২য় খণ্ডে ব্যায়াম, বিশ্রাম, আহার, স্নান, সংযম প্রভৃতি অতি আবশ্যকীয় কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। বোধ হয় স্বাস্থ্য-সমাচারে পাঠকবর্গকে নূতন করিয়া বলিতে হইবে না যে এগুলির মূল্য কতখানি।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

সপ্তম অধিবেশন।

২৩শে পৌষ, ১৩২৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৪॥টা।

৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

কুমার সতীশকণ্ঠ বর্ম্ম রায় (সহঃ সভাপতি) সভাপতির আসনে।
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্ম শাস্ত্রী।
" নগেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী।
" ললিতাপ্রসাদ দত্তবর্ম্মা।
" বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা।
" মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা।
" গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা।
" কিরণচন্দ্র দত্ত।
" শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা। } (সম্পাদক)।
" যোগেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা। }
" হীরালাল মিত্রবর্ম্মা। (সাধারণ সভ্য)।

অদ্যকার সভায় শ্রীযুক্ত গোপালহরি ঘোষচৌধুরী উপস্থিত হইতে না পারিয়া প্রকাশ করিয়া পত্র লিখেন। এবং সভাপতি উপস্থিত না হওয়ায়, উত্তররাঢ়ীয় শ্রী সভাপতি, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

গত কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির কার্য্যবিবরণী পঠিত এবং হায়ণ মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে হইল।

প্রথম প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সম্মতিক্রমে সভ্য মনোনীত হইলেন :—

শ্রীযুক্ত লালবিহারী ঘোষ, সাং গৌরীপুর পোঃ, ত্রিপুরা।

প্রস্তাবক—কবিরাজ কেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা, এম্-এস্-সি।

(ব) শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সিংহবর্ম্মা, সাং ডাঙ্গারপাড়, স্বরূপাবাদ, ফরিদপুর জেলা।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা।

(ব) „ ফণীন্দ্রভূষণ নন্দী বর্ম্মা, সাং নওপাড়া, ভাঙ্গা, ফরিদপুর জেলা।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা।

(দ) „ ধনকৃষ্ণ বিশ্বাস, বি-এল্, সাং কাশী (উত্তর পশ্চিম)।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

(দ) „ চারুচন্দ্র বিশ্বাস এন্-এ, বি-এল্, কলিকাতার হাইকোর্টের উকীল।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা। (সম্পাদক)

এই সময় শাস্ত্রী মহাশয় জানাইলেন যে, "সভার পুরাতন সভ্য ১৭নং বৃন্দাবন পালের লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রতি মাসে ৫৲ পাঁচ টাকা করিয়া চাঁদা দিবেন বলিয়াছেন, এই মাসের চাঁদা দিয়াছেন।" সমিতি এই সংবাদে সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, তাঁহাকে সমিতির আনন্দ জ্ঞাপক ধন্যবাদ পত্র লেখা হউক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কায়স্থের বেদাধ্যয়ন।

সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন "সমিতির গত অধিবেশনে এই বিষয়ের ভার আমার পিতা পূজনীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়কে দেওয়া হয়; ফলতঃ তিনি শারীরিক অসুস্থতার জন্য কিছু করিতে পারেন নাই। বড়দিনের ছুটীতে যে ভারতীয় কায়স্থ-মহাসম্মেলন হয়, তাহাতেও উপস্থিত হইতে পারেন নাই। আমি উক্ত মহাসম্মেলনে যোগদান করি এবং উক্ত মহাসভার-বিবর নির্ব্বাচনী-সমিতিতে-এই বিষয় প্রস্তাব উত্থাপন করি। কিন্তু সমিতির গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ আমার সাপক্ষে থাকিলেও অধিকাংশের মতানুযায়ী প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। তাঁহাদের ধারণা যে যখন হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে প্রকাশ্য নিষেধ সূচক নিয়ম হয় নাই এবং এ পর্য্যন্ত কায়স্থের বেদাধ্যয়নে ব্যাঘাত হইবে কিনা জানা যায় নাই, তখন গায়ে পড়িয়া একথা না তোলাই উচিত। বিশেষতঃ যখন কয়েকজন কায়স্থ উক্ত হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কার্য্যকারী সভ্য আছেন এবং উত্তর পশ্চিমে কায়স্থদেরই প্রতাপ অধিক, তখন আবশ্যকতাও নাই। তাহাতে আমি বলি যে, এ বিষয়ে কিন্তু সন্দেহ প্রকাশ্যরূপে উত্থাপিত হইয়াছে। 'আওয়াদ্ ই-খাল্' পত্রে এ বিষয়ে লেখালিখি চলিতেছে; কলিকাতায় গভর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কলেজে টোল বিভাগে পর্য্যন্ত অল্পদিন পূর্ব্ব অবধি অধ্যাপকেরা কায়স্থ-ছাত্র লইতে না; উপরন্তু একটা নিয়ম হইয়া গেলে পরে পরিবর্ত্তন সহজ হইবে না। আর আমি বলি যে নিয়মটা যাহাতে স্পষ্ট হয় তাহাই আমরা চাই, এরূপ জটিলতা থাক

অনেকেরই মনে হয় উদ্দেশ্য ভাল নয়। যাহা হউক এই প্রস্তাবও গৃহীত হয় নাই। আমি সংবাদও লইলাম :যে Vicechanceller শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হইবেন এবং যতদিন তাহা না হয়, এ বিষয়ে কোন কার্য্যই হইবে না। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে Vicechanceller পরিবর্ত্তিত হইলে কি হয়, দেখিয়া যথাকর্ত্তব্য করা হইবে।

(খ) উপনয়ন ভাণ্ডার। সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন যে, অদ্যকার সভায় যে ভূপেনবাবুর কথা বলা হইল, তিনি দরিদ্রের উপনয়নের জন্য এককালে ২৫৲ টাকা সভাকে দিয়াছেন। এই টাকা সূত্রপাত করিয়া একটা উপনয়ন ভাণ্ডার পৃথক্ করা হইবে কি এই টাকা সাধারণ তহবিলে দেওয়া হইবে? কারণ সভা হইতে যে সকলকে উপনয়ন দেওয়া হয়, তাহার ব্যয় সাধারণ তহবিলে হইতে দেওয়া হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে পৃথক্ উপনয়ন ভাণ্ডারই হউক। এবং ভূপেন বাবুকে ধন্যবাদ দেওয়া হউক।

(গ) আগামী বার্ষিক অধিবেশন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে বর্দ্ধমান, ফরিদপুর ও খুলনায় চেষ্টা করা হউক। এ বিষয় সমিতির মাঘমাসের অধিবেশনে শেষ নির্দ্ধারণ হইবে। যদি উক্ত তিন স্থানের কোথাও সম্ভব না হয়, কলিকাতাতেই হইবে।

(ঘ) কর্ম্মাধ্যক্ষের কন্যার বিবাহে হাওলাত। সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন "গত জ্যৈষ্ঠমাসের সমিতির অধিবেশনে স্থির হয় যে, অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত পরিশোধের সময় বাড়াইয়া দেওয়া হউক, কিন্তু এই দুর্ব্বৎসরে টাকা পরিশোধ সম্ভবপর হয় নাই। ভূপেনবাবু (কার্য্যাধ্যক্ষ) সভার জন্য প্রাণপণ যত্ন এবং পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহার তিলার্দ্ধ সময় নাই যে, অন্য চেষ্টা করেন। সভাও এখন তাঁহার চেষ্টায়েই দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে। আমি প্রস্তাব করি আপনারা এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিয়া যাহা হয় করুন।"

কিঞ্চিৎ আলোচনার পর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, এই বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত সময় বাড়াইয়া দেওয়া হউক। বৎসরের শেষে সভায় আর্থিক অবস্থা দেখিয়া কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়কে কিঞ্চিৎ bonus দেওয়া যাইবে ও সেই টাকা হাওলাত শোধ হিসাবে লওয়া হইবে। এবং তখন এই বিষয়ের পুনরায় বিবেচনা করা হইবে। এই বিষয় যখন আলোচিত হয়, তখন কার্য্যাধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন না।

(ঙ) চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার। সম্পাদক শরৎবাবু জানাইলেন যে, সমিতির ভাদ্র মাসের অধিবেশনের নির্দ্ধারানুযায়ী এই বিষয় গত মাসেই আলোচিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি উপস্থিত থাকিতে না পারায় হয় নাই।

অনেক তর্ক বিতর্কের পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, কিরূপে টাকা লাগাইলে ফলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আয় হয়, বিবেচনা করিয়া আগামী অধিবেশনে এ বিষয় স্থির করা যাইবে।

(চ) মহেন্দ্রনাথ গুহ ট্রাষ্ট ভাণ্ডার।
(ছ) দেবরাণী গুহ ভাণ্ডার।
} সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল সমিতির আগামী অধিবেশনে এই দুই বিষয় যথাকর্ত্তব্য করা হইবে।

(জ) শিক্ষার্থ সাহায্য প্রার্থনা। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ (সাং কল্যাণপুর, বর্দ্ধমান জেলা) মহাশয়ের পুত্রকে সভাদ্বারা পরিচালিত 'আর্য্য-বিদ্যালয়ে'র ছাত্রাবাসে বিনা বেতন পড়াইবার কিম্বা অন্য কোনরূপে তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার দরখাস্ত পঠিত হইলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, তাঁহাকে লেখা হউক যে এ বৎসর সভা আর সাহায্য করিতে অসমর্থ এবং আর্য্য-বিদ্যালয়েও স্থান নাই।

(ঝ) সভ্যশ্রেণী হইতে নাম কর্ত্তন। সমিতির গত অধিবেশনের নির্দ্ধারানুযায়ী সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, নিম্নলিখিত সভ্য ও শাখাসভার নাম সভার রেজিষ্টারী তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হউক।

(ব) মাননীয় শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত, উকিল, সাং কুমিল্লা, ত্রিপুরা—বাকী ১৩২২।
(ব) রায় অনঙ্গমোহন নাহা বাহাদুর, সাং কুমিল্লা, ত্রিপুরা—বাকী ১৩২২।
(দ) শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ দত্ত, সাং হাওড়া।—বাকী ১৩২২।
(দ) „ অবিনাশচন্দ্র বসু, সাং হাওড়া।—বাকী ১৩২২।
(ব) „ অম্বিকাচরণ বসু, সাং ঘিকমলা।—বাকী ১৩২২।
(দ) „ আশুতোষ ঘোষ, সাং ভবানীপুর, কলিকাতা—বাকী ১৩২২।
(উ) „ ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, পুলিস্ সব্‌ইনস্পেক্‌টার—বাকী ১৩২২।
(ব) „ উমেশচন্দ্র গুহ থাস্‌নবিশ, সাং বড়বন্দর, দিনাজপুর জেলা—বাকী ১৩২২।
(উ) „ উমেশচন্দ্র দাস বর্ম্মা, সাং বলতৈড়, দিনাজপুর জেলা—বাকী ১৩২২।
(ব) „ কালীনাথ সরকার, সাং র পুর—বাকী ১৩২২।
(দ) „ কালীনাথ সিংহ, সাং কলিকাতা—বাকী ১৩২০, ১৩২১ ও ১৩২২।
১৲ হিঃ (দরিদ্র)
(দ) „ কিশোরীলাল ঘোষ, সাং বাগুটিয়া, যশোহর জেলা—বাকী ১৩২২।
(ব) „ কুলচন্দ্র গুহ, সাং দিগ্‌নগর, ফরিদপুর জেলা—বাকী ১৩২১ ও ১৩২২।
(ব) „ কেদারেশ্বর বসু, সঙ্গীতাধ্যাপক, সাং রংপুর—বাকী ১৩২২।

(ব) শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, সাং পাঁচুড়িয়া, ফরিদপুর জেলা—বাকী ১৩২২।
(ব) „ গোপালচন্দ্র গুহ, সাং মাথাডাঙ্গা, কুচবিহার—বাকী ১৩২২।
(ব) „ গোবিন্দকিশোর রায়, সাং কুচবিহার—বাকী ১৩২২।
(উ) „ গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র, সাং দিনাজপুর—বাকী ১৩২২।
(ব) „ জানকীনাথ দত্তবর্ম্মা, ডাক্তার, সাং কুড়িগ্রাম, রংপুর জেলা—বাকী ১৩২২।
(দ) „ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত, উকীল, সাং মজঃফরপুর, বিহার—বাকী ১৩২২।
(দ) „ জ্যোতিষচন্দ্র বসুবর্ম্মা, সাং রাজপাট, খুলনা জেলা—বাকী ১৩২২।
(উ) „ ত্রিভঙ্গমুরারী ঘোষ, পুলিশ সব্‌ইন্‌স্পেকটার—বাকী ১৩২২।
(দ) „ নগেন্দ্রনাথ ভৌমিক বর্ম্মা, সাং খুলনা—বাকী ১৩২২।
(দ) „ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, সাং ভবানীপুর, কলিকাতা—বাকী ১৩২২।
(দ) „ পূর্ণচন্দ্র ভৌমিক বর্ম্মা, সাং রয়ড়া, যশোহর—বাকী ১৩২২।
(ব) „ প্রসন্নকুমার মুন্সী বর্ম্মা, সাং বালিয়াকান্দি, ফরিদপুর—বাকী ১৩২২।
(ব) „ প্রসন্নচন্দ্র গুহ, উকীল, সাং মৈমনসিংহ—বাকী ১৩২২।
(ব) „ প্রাণনাথ সরকার, সাং রাইপুর, মুর্শিদাবাদ জেলা—বাকী ১৩২২।
(ব) „ বলরাম নন্দী, সাং মেকলিগঞ্জ, কুচবিহার—বাকী ১৩২২।
(ব) „ বসন্তকুমার গুহ, সাং দিনাজপুর—বাকী ১৩২২।
(দ) „ বামাচরণ রুদ্র, ষ্টেশন মাষ্টার—বাকী ১৩২২।
(দ) „ বিষ্ণুচরণ বসু, সাং খোড়োপ, হাওড়া—বাকী ১৩২২।
(উ) „ বেণুকর সরকার, সাং রামপুরহাট, বীরভূম—বাকী ১৩২২।
(ব) „ মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, এঞ্জিনিয়ার, সাং এলাহাবাদ—বাকী ১৩২২।
(দ) „ মোহিনীমোহন ঘোষ, ডাক্তার, সাং ভাগলপুর—বাকী ১৩২২।
(ব) „ যতীন্দ্রমোহন নাগ বর্ম্মা, সাং রংপুর—বাকী ১৩২১ ও ১৩২২।
(দ) „ যামিনীকান্ত দত্ত, ষ্টেসন মাষ্টার—বাকী ১৩২২।
(ব) „ যামিনীনাথ রায়চৌধুরী, সাং আলোয়া, ময়মনসিংহ—বাকী ১৩২২।
(দ) „ যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, সাং কলিকাতা—বাকী ১৩২২।
(দ) রায় যোগেশচন্দ্র মিত্র বাহাদুর, সাং ভবানীপুর, কলিকাতা—বাকী ১৩২২।
(উ) শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন ঘোষ, সাং জগধারা, বীরভূম—বাকী ১৩১২।
(ব) „ রাখালচন্দ্র সিংহ, সাং বারিপাড়া, পাবনা—বাকী ১৩২২।
(ব) „ রাধিকানাথ রায়, সাং রংপুর—বাকী ১৩২২।
(ব) „ শচীন্দ্রনাথ দে, সাং পাইকপাড়া, ঢাকা, বাকী ১৩২২।

(ব) শ্রীযুক্ত শশিধর নিয়োগী, ডাক্তার, পাবনা—বাকী ১৩২২।
(উ) „ শশিভূষণ দাস নিয়োগী, হেডমাষ্টার, বীরভূম—বাকী ১৩২২।
(দ) „ শ্যামাচরণ বসু, সাং সনাতনপুর, যশোহর—বাকী ১৩২২।
(ব) „ শ্যামাপ্রসন্ন মজুমদার, সাং কাইচাল, ফরিদপুর—বাকী ১৩২২।
(দ) „ সতীশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, সাং ফুলেশ্বর, হাওড়া—বাকী ১৩২১ ও ১৩২২।
(ব) „ হরদয়াল নাগ, সাং চাদপুর—বাকী ১৩২২।
(বা) „ হরিকিশোর চৌধুরী, সাং রায়কালী, বগুড়া—বাকী ১৩২২।
(ব) „ হরিপ্রসাদ মিত্র, টেপা, রংপুর—বাকী ১৩২২।
(দ) „ হরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্রবর্ম্মা, সাং কোন্নগর, হাওড়া—বাকী ১৩২২।
(ব) „ হরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, ডাক্তার, সাং রংপুর, বাকী ১৩২১ ও ১৩২২। ১৲ হিঃ
(ব) „ হিরণ্যকুমার বসু, সাং হাওড়া, বাকী ১৩২২।
(ব) „ হৃদয়নাথ সরকার, সাং খানথানাপুর, ফরিদপুর—বাকী ১৩২২।
(ব) „ হেমচন্দ্র রায়, সাং খাগড়া, মুর্শিদাবাদ—বাকী ১৩২২।
(উ) „ ক্ষীরোদশশী ঘোষ, সাং রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—বাকী ১৩২২।
লক্ষ্ণৌ কায়স্থ-সভা—বাকী ১৩২২।

স্বাক্ষর।
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ।
সম্পাদক।

স্বাক্ষর।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র।
সভাপতি।
২৯।১০।২৩

কায়স্থ-পত্রিকা।

চৈত্র, ১৩২৩। } নবপর্য্যায় ৭ম খণ্ড,১২শ সংখ্যা।

বঙ্গবীর।*

জলধি মথিয়া, মেদিনী দলিয়া, কে তুমি বঙ্গ-বীর,
আহবে আহত হ'য়ে সমাহিত উচ্চ করিলে শির?
বিজয়-কেতনে পুণ্য-শ্মশানে লভিলে আজি যা' রুদ্র।
আঁখি ধরণীর নেহা্লিল ধীর, নহে'ত সে যশঃ ক্ষুদ্র॥
কীর্ত্তি বিপুল শৌর্য্য অতুল গাহে সাতকোটী বক্ত্রে।
মোহ-মদ ভুলে ধরণীর কোলে লিখিলে যে গান রক্তে।
নন্দিত মনে সমরাঙ্গণে নির্ভিকহৃদে পশি।
নাচা'লে অমনি ক্ষাত্র-ধমনী ঘুচাইলে ঘন-মসী॥
সংহারি অরি বীর-পূজারি স্বার্থকে দিয়ে বলি,—
কীর্ত্তি-কিরণে স্নিগ্ধ-আননে অভিমান পদে দলি;—
নয়নে দীপ্তি হৃদয়েতৃপ্তি সার্থক করি নামে;—
'অজিত রুদ্র' অজিত রুদ্র দেখা'লে এ সংগ্রামে॥
ত্যাগ মহিমায় ক্ষাত্র-গরিমায় ছিল নাক' হীন হিন্দু।
অসি আলিঙ্গন আহবে শয়ন, তীর্থের পুত সিন্ধু॥

*কায়স্থ শ্রীযুক্ত অজিতকুমার রুদ্রের ফ্রান্সের সংগ্রামে বীরত্বে পুলকিত হইয়া লিখিত।

বীর-বিক্রমে রিপু আক্রমে বিচলিত যা'রা হয়নি :—
চিরশরেণ্য চিরবরেণ্য কলঙ্ক-পসরা বয়নি ;—
দেশের জন্য দশের জন্য যেই জাতি আগুয়ান :—
তা'দেরি বংশে তা'দেরি অংশে জন্মেছ মতিমান ॥
সহি কত ক্লেশ উজলিলে দেশ দাঁড়া'য়ে মরণ-দ্বারে।
অমর-কাহিনী পুলকে দামিনী ঢালিছে তা' শতধারে ॥
বিজয়-জননী এনেছে' আপনি স্নিগ্ধ সোণার-ঝারি।
ঘুচা'তে তোমার ক্লান্তি-অপার মুছাইতে স্বেদ-বারি ॥
যাদের মরণ ক'রেছে বরণ অঙ্ক করিয়া রিক্ত।
সরগ হ'তে বরিষে মরতে কুসুম-চন্দন-সিক্ত ॥
ব্রত উদ্‌যাপন করি যেই জন গিয়াছে অমর-ধামে।
সহ, দেববালা, গন্ধপুষ্পমালা ল'য়ে দেখ ওই নামে ॥
ব্যোম পথে পথে কুসুমের রথে গাহিছে যশের গান।
মহাপীঠ তলে সাধনার ফলে লভেছে যে নিরবান ॥
বিঘ্ন দলিয়া হীনতা ঠেলিয়া চল হে কর্ম্ম-বীর!
কর্ম্মই প্রাণ কর্ম্মই মান কর্ম্মে লক্ষ্য-স্থির ॥
নিন্দিত-গুরু বিজয়-ডমরু সংহারপতি করে।
মাভৈঃ মাভৈঃ ডাকিতেছে ওই পিছে থাকি মিছে ডরে ॥
সম ভগবান নৃপতির মান চিরকাল যেই দেশে।
অপযশঃ আজ নীরবে সমাজ সহিবে কি তবে শেষে ?
ধনী, দরিদ্র, মহৎ, ক্ষুদ্র, নাচিবেনা হৃদি কার ;
মুছাতে কালিমা জাগাতে গরিমা ঢালিয়া শোণিতধার ?
আশীষ শীর্ষে, ধরিয়া হর্ষে গাহি চল নৃপ-জয়।
গুরুগম্ভীর সম ওঙ্কার ধ্বনিয়া নিখিল ময় ॥

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

জাতীয় কলঙ্ক।

অধুনা কতকগুলি কায়স্থ নামধেয় নীচশ্রেণীর লোক কায়স্থদিগকে অর্থপ্রলোভনে লুব্ধ করিয়া,তাঁহাদের সহিত যৌন-সম্বন্ধ সংস্থাপনে কায়স্থজাতির দলপুষ্ট করিতেছে বলিয়া একটা অভিযোগ শ্রুত হওয়া যায়। কথা সত্য হইলে গভীর পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। ইহাতে অর্থ লাভ ও দলপুষ্টির মহাপ্রলোভন থাকিলেও ভেজালে স্বাস্থ্য নষ্টের ন্যায় কায়স্থের জাতীয় স্বাস্থ্য নাশ ও জাতীয় কলঙ্ক অবশ্যম্ভাবী। দীর্ঘকাল এ ঘৃণিতপ্রথা স্বার্থের আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত হইলে বা অসত্যের আবরণে আবরিয়া রাখিলে, শিক্ষা, দীক্ষা, ধর্ম্ম, জ্ঞান ও জাতীয় মর্য্যাদায় এ জাতি বড় হীন হইয়া পড়িবে। এজন্য কায়স্থের লোকগণনা বিশেষ আবশ্যক। নিকটবর্ত্তী ৫।৭ কি দশটি গ্রাম সম্মিলিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কায়স্থ-সমাজ বা সমিতি সংস্থাপন করিলে এবং অধিকাংশ সভ্যের মতে সমাজ পরিচালিত ও তত্রত্য সমাজের কায়স্থের তালিকা লিখিত হইলে এ উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সিদ্ধ হইতে পারে। যাহাতে উক্ত তালিকার বহির্ভূত কোনও ব্যক্তি কায়স্থ-সমাজের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে না পারে, সে বিষয়ে সামাজিকগণের তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হইবে। ব্রাহ্মণাদি বহু জাতির মধ্যেই এরূপ আছে বলিয়া, যাঁহারা এ বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক মনে করেন না, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, একুপ্রথা আরও বহুকাল বিদ্যমান থাকিলে, শেষে ব্রাহ্মণের ভাসানমেয়ে (ভরার মেয়ে) গ্রহণের ন্যায় মহাকলঙ্কজনক প্রথা হইয়া দাঁড়াইবে। জাতীয় মানসম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে এ সম্বন্ধে আর স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলে চলিবে না।

পণপ্রথাই এ অনর্থের মূল। পণপ্রথা কায়স্থজাতির সর্ব্বনাশসাধন করিতেছে। কুলীনশ্রেণী এই ঘৃণিত প্রলোভনে আত্মবিনাশ করিয়া জাতীয় আত্মহত্যা-পাপে দূষিত হইতেছেন—মণিকাঞ্চন লাভের বৃথা গর্ব্বে স্ফীত ও বিশ্বচক্ষে হীন হইয়া পড়িতেছেন। অকুলীনেরা যাহাকে স্পর্শ করিতেও ভীত, কুলীনেরা তাহারই সহিত রক্তসম্পর্কে সংশ্লিষ্ট হইয়া স্বসমাজে কলঙ্কের কালিমা লেপন করিতেছেন। ইহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অমানীর মান না বাড়িলেও মানী কুলীনগণের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইতেছে, সুশুভ্র কায়স্থ-সমাজ ভাঙ্গিয়া চূরিয়া গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ নবমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। পণপ্রথার বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত অনেকেই লেখনী ধারণ করিয়াছেন, অনেক আন্দোলন-আলোচনা এবং সভা-সমিতিও হইয়াছে, অনেক স্নেহলতা অকালে শুকাইয়া শ্মশান-অনলে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছে, কিন্তু তথাপি এ অসুর ধ্বংস হয় নাই। কালপূর্ণ

না হইলে ইহা মূলে ধ্বংস হইবে না। কন্যা-পণও এক দিন ব্রাহ্মণ-সমাজ এমনি উন্নত শিরে দণ্ডায়মান ছিল, কালপ্রবাহে তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। বরপণও এতদিন অবশ্যই ধ্বংস হইবে। কিন্তু কে জানে কত দূরে সে কাল? কাল প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিলেও চলিবে না; সমাজে শক্তির সৃষ্টি করিয়া সে সামাজিক শক্তিবলে তাহাকে সীমাবদ্ধ, সঙ্কীর্ণ ও দুর্ব্বল করিয়া রাখিতে হইবে। অবশ্য কুলীনেরাও এ পণ-প্রলোভন-গণ্ডীর বাহিরে নহেন।

কায়স্থজাতির ঐক্যের বন্ধন বড় ক্ষীণ ও শ্লথ বলিয়া আমাদের একটা সুনাম আছে। আমাদের ভাই ভাই মিল নাই,—একের অভাব ও অসুখ-অসুবিধায় অপরে ফিরিয়া চাহি না! আমরা নিজকে নিয়াই সদা বিব্রত—আত্মসুখে চির-বিভোর! স্বজাতির দুর্ব্বলদিগকে—দরিদ্র অক্ষম ও পতিতদিগকে টানিয়া তুলিয়া মানুষ করিবার সমান করিয়া লইবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই। এভাব জাতীয় অবনতির মূল। মুসলমানের জাতীয় একতা এবং বৈদ্য জাতির জাতীয় সহানুভূতি কায়স্থের সর্ব্বথা অনুকরণীয়।

বিগত লোকগণনায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাঙ্গালী ধ্বংসোন্মুখ জাতি, তথাপি বাঙ্গালী কায়স্থের সংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা হ্রাস ও নিরক্ষরের সংখ্যা বাহুল্য হইয়াছে! এর অর্থ কি? ইহাতে কি ইহাই মনে করিতে হইবে যে, বিগত দশ বৎসরে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বাঙ্গালী কায়স্থের স্বাস্থ্য এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও অর্থবল খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে,—বাঙ্গালী কায়স্থ খুবই শান্তিসুখে তাঁহাদের পারিবারিক জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, তাই অন্যান্য বাঙ্গালীর সংখ্যা হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও বাঙ্গালী কায়স্থের বংশ এত দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এত শান্তিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া তাঁহারা আত্মোন্নতি মূলমন্ত্র লেখাপড়া শিক্ষায় তেমন মনযোগ প্রদানের আদৌ আবশ্যকতাই বোধ করেন নাই। না, বাঙ্গালী কায়স্থের স্বাস্থ্য ও অর্থবল বা পারিবারিক জীবনের সুখ সাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিই তাঁহাদের এ সংখ্যাধিক্যের কারণ নহে, ইহাই কায়স্থ জাতির মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা হ্রাস ও নিরক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধির যথার্থ নিদান নহে। কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর লোক —যাহারা পূর্ব্বে নিজকে শূদ্র বা নবশাখাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করিত, লোক গণনার সময় তাহারা আত্ম-গৌরব বৃদ্ধির অন্যায় কল্পনায় এরূপ অবৈধভাবে আত্ম-পরিচয় প্রদান করাই কায়স্থ তালিকায় সংখ্যাধিক্যের এবং কায়স্থ জাতির মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা হ্রাস ও অশিক্ষিতে সংখ্যা বাহুল্যের একমাত্র কারণ; এরূপ ভেজালে সরকারী গণনায় কায়স্থের ঠিক সংখ্যা অবধারিত হওয়া সম্ভব নহে।

জাতীয় কল্যাণার্থ কায়স্থগণের যত্নে কায়স্থের একটা লোক-গণনা হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বিগত বার্ষিক (চতুর্দ্দশ বার্ষিক) অধিবেশনের ৮ম প্রস্তাবে কায়স্থ মাত্রেরই উচ্চ শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছেন। যাহাতে কায়স্থ-সমাজের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার—বিশেষতঃ আদূর্ব্বেদ শিক্ষার, বহুল প্রচার হয় এবং স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তৃতি হয়, তজ্জন্য সকলকে উক্ত সভা সানুনয়ে অনুরোধ করিয়া-উক্ত সভাধিবেশনের পর এ পর্য্যন্ত কায়স্থগণের যত্নে কয়টা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান বা অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষার সুবিধান করা হইয়াছে? কাজ না করিতে পারিলে শুধু কথার লড়াই করিয়া ফল কি?

বস্তুতঃ কায়স্থ জাতির মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যা খুবই কম না হইলেও বঙ্গীয় অন্যান্য উন্নত জাতির তুলনায়—সংখ্যার অনুপাতে এ জাতির মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের বিশেষতঃ সংস্কৃত শিক্ষিতের সংখ্যা খুবই কম বলিয়া অনুমিত হয়। স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে সংখ্যার অনুপাতে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণ যে বৈদ্যজাতির বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছেন, তাহা কে অস্বীকার করিবে? বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সম্প্রদায় মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার বহুল বিস্তার একান্ত আবশ্যক।

চতুর্দ্দশ বর্ষেরও উর্দ্ধকাল যাবৎ বঙ্গীয় কায়স্থগণ উপবীত সংস্কার কায়স্থের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় যে এ দীর্ঘকালে অর্দ্ধ পরিমিত কায়স্থও উপবীত গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না! আর অশিক্ষিত রাজ-বংশীগণ ও স্বল্প সংখ্যক যোগীজাতি এক দিনেই প্রায় সব উপবীত গ্রহণ করিয়া স্বজাতির মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইয়াছেন! শত কষাঘাতেও কি এ বিরাট জাতির নিদ্রা ভঙ্গ হইবে না? মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্ট কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে যে বিচার করিয়াছেন, সমগ্র কায়স্থ সত্বর উপবীতী হওয়া ব্যতীত ইহার প্রতিকারের আর উপায় কি? ঐ যে, আবার লোক গণনার কাল নিকটবর্ত্তী হইতেছে। আত্ম-সম্ভ্রম জ্ঞানশালী কায়স্থ সন্তান! অবিলম্বে সাবিত্রী গ্রহণ করিয়া স্বীয় ক্ষত্রিয়ত্ব—আপনার জাতীয় সম্মান রক্ষায় যত্নবান হউন। আর বৃথা স্বীয় ধন-মান ও কৌলীন্য গৌরবের বড়াই করিয়া সাবিত্রী গ্রহণে অযথা কালবিলম্ব করত একটা চিরসম্ভ্রান্ত জাতির মুখে কলঙ্ককালিমা লেপন করিবেন না, সকলে সত্বর অগ্রসর হউন।

উপবীতী না হইলে কায়স্থ-নন্দন।
শূদ্রত্ব-কলঙ্ক নাহি ঘুচিবে কখন॥

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্ম কবিরত্ন।

স্ত্রীশিক্ষা।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার বার্ষিক অধিবেশনের সময় ক্রমশঃ সন্নিহিত হইয়া আসিতেছে। সেই সময়ে বঙ্গদেশীয় সর্ব্বশ্রেণীর কায়স্থকুলের বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সম্ভ্রান্ত, সজ্জনসমূহ একত্র সম্মিলিত হইয়া সমাজের, হিতাকাঙ্ক্ষায় আত্ম-বিনিয়োগ করিবেন। সভার বার্ষিক অধিবেশনে প্রত্যেকবারই শিক্ষা সম্বন্ধে একটি বিশেষ মন্তব্য অবধারিত হইয়া থাকে এবং উহাতে সমাজের পুরুষদিগের নানাবিষয়িনী শিক্ষার সহিত স্ত্রীশিক্ষার সমস্যাও উত্থাপিত এবং বিবেচিত হইয়া থাকে। আগামী অধিবেশনেও অবশ্য এই পরম প্রয়োজনীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে যথারীতি আলোচনা অনুশীলন হইবে;—যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন, তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণের অভিপ্রায়ে আমাদের এই বিনীত নিবেদন পত্রস্থ করিতেছি।

বর্ত্তমান বৎসরের নিখিল ভারতীয় কায়স্থ সম্মিলন-সভার সভাপতি বিদ্যোৎসাহি প্রবর কায়স্থ-কুলভূষণ শ্রীযুক্ত স্যার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় স্বীয় অভিভাষণে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সামাজিক-বৃন্দের বিশেষ মনোযোগ আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ তেজস্বিনী বক্তৃতা নিশ্চয়ই শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে বিশেষ প্রভাব উৎপাদন করিয়াছে। পরন্তু, দুঃখের বিষয়, নানা কারণে বঙ্গদেশের অত্যল্প সংখ্যক কায়স্থ সজ্জনই প্রয়াগের সম্মিলন ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন। মুখ্যতঃ আমরা বঙ্গদেশের কায়স্থ মহোদয়গণকে উদ্দেশ করিয়া আমাদের এই নিবেদন উপস্থিত করিতেছি, সুতরাং শ্রীযুক্ত ঘোষজ মহাশয়ের তেজস্বিনী বক্তৃতা তাঁহাদের অনেকেই শুনেন নাই।

স্ত্রীশিক্ষার সমস্যা বর্ত্তমান সময়ে ভারতের শিক্ষিত সমাজের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই একটি প্রধান সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। য়ুরোপীয় শিক্ষা এবং সভ্যতার প্রভাবে আমাদের সমাজের সর্ব্ব নিম্নস্তর হইতে সর্ব্বোচ্চস্তর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র যে এক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে তাহা সকলেই লক্ষ্য করিতেছেন। মুসলমান অভ্যুদয়ের ফলে সমগ্র ভারতবর্ষ তাহার স্বাভাবিক শিক্ষা এবং সভ্যতা হারাইয়া এক প্রকার কৃত্রিম, সংকুচিত, বিকৃত এবং জড়ভাবাপন্ন অবস্থায় কোনরূপে কালাতিক্রম করিতেছিল,—তাহার স্বচ্ছন্দগতি পদে পদে ব্যাহত হওয়ায় সে একপ্রকার নূতন অস্বাভাবিক রূপ প্রাপ্ত হইয়া কিম্ভূত কিমাকাররূপে পরিণত হইয়াছিল এবং অভ্যাসের বশে সেই কৃত্রিম ও কদর্য্য অবস্থাকেই অনেকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থা মনে করিতেছিলেন। পরে য়ুরোপীয় শিক্ষা এবং সভ্যতা ক্রমে ক্রমে সমাজের

স্তরে স্তরে প্রবিষ্ট হওয়ার ফলে হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র দেশে এক নবীন চেতনার সংস্কার হইয়া উঠিল এবং সেই চেতনার প্রথম লক্ষণ "ভারতের আত্ম-বোধ" প্রকটিত হইল। নব্য শিক্ষিত ভারত সন্তান নিজের অতীত এবং বর্ত্তমান অবস্থা দেখিতে শিখিলেন এবং "কি ছিল কি হইয়াছি" এই চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। আমাদের বঙ্গদেশের মধ্যেও সুশিক্ষিত সজ্জনগণের হৃদয়ে এই চিন্তা--এই বিষাদময়ী ভাবনা আপনার ছায়াপাত করিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র প্রভৃতির কবিতায় এই চিন্তা, এই ভাব আত্ম প্রকাশ করিল। তাহার পর যতকাল যাইতে লাগিল, ততই আমাদের সমাজে প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণের হৃদয় আশার আলোকে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। আমাদের দেশের মুখপাত্রগণ বুঝিতে লাগিলেন যে, আমাদের অতীত যখন এত উজ্জ্বল, – আমাদের দেশে সুপ্রাচীন কালের শিক্ষা, সভ্যতা, শিল্প যখন এরূপ মহতী উন্নতি লাভ করিয়াছিল,—তখন আমাদের বর্ত্তমান জড়তাও অবনতি কখনই স্বাভাবিক নহে—ইহা অস্বাভাবিক কারণ সমূহের ফলমাত্র, ইহা সমাজদেহের পীড়ার লক্ষণ মাত্র,—সুতরাং সমুচিত উপায় অবলম্বিত হইলেই আবার আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে। তাঁহারা আরও বুঝিলেন,—সেই উপায় শিক্ষা,—শিক্ষা—শিক্ষা।

তাই দেশে দেশে উচ্চ নীচ নানাশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপনের ধূম পড়িয়া গেল—জিলায় জিলায় কলেজ প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল,—নবীন শিক্ষার সহিত প্রাচীন শিক্ষা পূজা পাইতে লাগিল,—এবং তাহার ফলে দেখিতে দেখিতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বয়বসম্পূর্ণা শক্তি-শালিনী বঙ্গভাষার আবির্ভাব হইল। ভারতীয় আদর্শ, ভারতীয় শিল্প, ভারতীয় শিক্ষা, ভারতীয় সভ্যতা এক কথায় ভারতের প্রতিভা এবং ভারতীয় মনীষার জয় বিঘোষিত হইল। আজ ভারতের সন্তান দেশে বিদেশে সর্ব্বত্র সমাদৃত। পৃথিবীর কোথাও আজ আর "বাঙ্গালী" অথবা "ভারতীয়" বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হইতে হয় না। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, বিদ্যায়, জ্ঞানে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, আইনে, আয়ুর্ব্বেদে, বাঙ্গালী আজ সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া বিশ্বের বাজারের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছেন।

কিন্তু এই শিক্ষা 'একপেশে' হইয়া রহিয়াছে। ভারতের অথবা বাঙ্গালার কেবল পুরুষেরাই এই শিক্ষার আলোকে আলোকিত হইয়াছেন। মুসলমান "জবর-দস্তার" যাতে আমাদের সভ্যতা যে "অর্দ্ধাঙ্গ—পক্ষাঘাতে" অবশ হইয়া গিয়াছিল, সে ব্যাধির চিহ্ন আজও সমাজের সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইতেছে। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে উন্নতির অগ্রদূত কবি—

"না জাগিলে হায় ভারত-ললনা।
এ ভারত আর জাগে না জাগে না॥"

বলিয়া সমাজকে সতর্ক করিয়াছিলেন, তাহার সে বাণী আজও যেন সফল হয় নাই। আমাদের বিশাল সমাজ-দেহের অর্দ্ধাঙ্গি শিক্ষার অভাবে আজও জড়বৎ পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা নূতন কি বলিব,—সকলেই এই ত্রুটি লক্ষ্য করিতেছেন—সকলেই এই অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। গত ২২শে জানুয়ারী তারিখে ভারতের মহামাহিম রাজ প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত লর্ড চেমস্‌ফোর্ড শিক্ষা বিভাগের প্রাদেশিক ডিরেক্টারবর্গের সমিতির উদ্বোধন মুখে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাদের এক দেশে তিনি বলিয়াছেন,—

"I view with apprehension the growing in equality between men and women arising out of a difference in education. It can not be good for a country that its women should lag so far behind the men. In this mather of education. I believe that this apprehension is shared by many indians, and I think it behave us to do all in our power to improve women's education, so far as we can do so within the limits laid down by social customs. In the mean time, we must look to, and hope for, a gradual change in public opinion, and in this we can count. I hope, on the support and Co-operation of all educated Indians. I trust, however, that in the consideration of this most inportant matter, we shall enlist the Co-operation of women. It is they who know where the shoe prinches, and any purely man mad scheme, is foredoomed to failure."

মাননীয় শ্রীযুক্ত বড়লাট সাহেব বাহাদুর যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই সত্য। দেশের নরনারীর মধ্যে তারতম্য নিবন্ধন, এদেশে মহিলাগণ যথাযোগ্য সম্মান লাভ করিতেছেন না। এই যে সম্মানাভাব,—ইহার মর্ম "নারীজাতির অসম্মান" নহে। সুশিক্ষিত স্বামী,—অশিক্ষিতা স্ত্রীকে একটু তুচ্ছ করেন বৈ কি! আর সেটা স্বাভাবিকও বটে। এম্, এ, পাশ পণ্ডিত কেমন করিয়া বোধোদয় পর্য্যন্ত বিদ্যাবতী বালিকাকে নিজের "সচিব এবং সখী" বলিয়া সম্মান করিবেন? ইহার ফলে গার্হস্থ্য সুখ যে অনেকটা "অলবণ" বা বিস্বাদ হইয়া পড়িতেছে,তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

স্ত্রীলোকদের বি, এ, এম, এ, প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষা না হউক, সুখে স্বচ্ছন্দে গৃহস্থালীর কাজ কর্ম চালাইবার মত এবং ছেলে মেয়েদের প্রাথমিক হাতে খড়ি দেওয়ার মত বিদ্যার যে আবশ্যক, তাহা বর্ত্তমান সময়ে প্রায় কেহই অস্বীকার করেন, না। আর এ দেশে পুরুষেরা কোনও একটা Policy বা নীতি অবলম্বন করিয়া যে নারীদিগের শিক্ষার দ্বার অবরোধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাও নহে। বিদেশী অনেক পণ্ডিত তাঁহাদের য়ুরোপের নব্য আদর্শে অন্ধ হইয়া মনে করেন যে আমরা ইচ্ছা করিয়া নারীশিক্ষার প্রতিবন্ধকতা করি; য়ুরোপে বর্ত্তমান সময়ে চার্ব্বাকচূড়ামণি নিটজের মত খুব চলিতেছে। তাঁহার মতে জগতে প্রভুনীতি (Master morality) এবং দাসনীতি (Slave morality) পাশাপাশি চলিতেছে। দাসবর্গকে দৃঢ়নিগড়ে চিরকাল বদ্ধ রাখার উপায়ই "প্রভু নীতি" এবং প্রভুদিগের নিদারুণ নিগড় হইতে মুক্তিপাওয়ার উপায়ই "দাস-নীতির মূলতত্ত্ব। যাহাতে দাস জাতি চিরকাল প্রভু জাতির পদানত থাকে, তাহার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করাই "প্রভু-নীতির" লক্ষ্য। ধর্ম্ম বল, আচার বল,—সভ্যতা বল সকলই "প্রভু-নীতির" সহায় হওয়া আবশ্যক। দাস জাতিকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, যে প্রভু জাতি ঈশ্বর প্রেরিত এবং প্রভুগণের সেবা ঈশ্বরের পরম প্রিয়;—এ প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আর ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ একই কথা,—এইরূপ শিক্ষার নিমিত্তই শাসিত সম্প্রদায়কে শাসনে সন্তুষ্ট রাখার জন্যই ধর্ম্মের আবশ্যকতা। য়ুরোপীয়গণের অনেকের মতে—এই "প্রভু-নীতি" জগতের সর্ব্বত্র জয়যুক্ত এবং ভারতের আর্য্যগণও এককালে এই "প্রভু-নীতি"র আশ্রয় লইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা উন্নতি করিয়া গিয়াছেন, আর সাম্যবাদী বৌদ্ধধর্ম,—তদুপরি নিতান্ত নিরীহ ও বিনীত সহিষ্ণু বৈষ্ণবধর্ম্ম,—ভারতের অবনতির কারণ। তাই তাঁহারা বলেন "ভারতে নারীদিগের সম্বন্ধে অত বাঁধা বাঁধি সমাজে নিয়মের এত কঠোরতা সেই 'প্রভুনীতির' নিদর্শন। নরের সুখ এবং সুবিধার জন্যই নারীর সৃষ্টি এই শিক্ষা ভারতের সভ্যতার অস্থি মজ্জাগত তাই ভারতে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার অসম্ভব।

আমরা প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি * যে এই উক্তি নিতান্ত অমূলক। নারীর সম্মান প্রাচীন ভারতে যেরূপ ছিল,—এরূপ আর কোথাও ছিলনা। "গুরু অপেক্ষা সহস্র গুণে মাতা পূজনীয়া, পিতা অপেক্ষাও মাতা মাননীয়া" এই শিক্ষা ভারতের আমরা কোন কালেই একটা Policyর জন্য অথবা ঈর্ষ্যার জন্য স্ত্রীশিক্ষার বাধা দেই নাই এবং বর্ত্তমান কালেও সে বাধা নাই।

* "নারী" শীর্ষক প্রবন্ধ "কায়স্থ পত্রিকায়" প্রকাশিত।

স্ত্রীশিক্ষার প্রধান শত্রু, আমাদের দারিদ্র্য। যে কারণেই হউক, বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায়, এবং তন্মধ্যে কায়স্থ সম্প্রদায়, অধিকতররূপে,—বড়ই দুর্দ্দশায় পড়িয়াছেন। দেশের প্রচলিত নিয়মানুসারে, বালকদিগকে উচ্চশিক্ষা দিতে না পারিলে,—তাহারা গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও উপায় করিতে পারে না। কায়স্থজাতির মুখ্যবৃত্তি চাকরী ;—তাহা, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্ততঃ বি-এ, ডিগ্রী না পাইলে, একেবারেই অপ্রাপ্য। ওকালতী ব্যবসায়েও এদেশে বি-এল্, ডিগ্রী গ্রহণ অপরিহার্য্য,—বি-এ পাশ না করিলে সে আইন পড়িবারই অধিকারী হয় না ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারী,—অথবা যে কোন ব্যবসায়ই লইতে ইচ্ছা করুক,—বালককে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্ততঃ মধ্যপরীক্ষায় (Intermediate) উত্তীর্ণ হইতে হয়। এই বৃত্তিসাঙ্কর্য্যের দিনে,—সকল ব্যবসায়েই মারামারি পড়িয়া গিয়াছে। কায়স্থের বৃত্তি লইয়া সকলেই টানাটানি করিতেছেন, সুতরাং প্রাণ বাঁচাইতে গেলে কায়স্থ বালককে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেই হয়। অভিভাবকগণ স্ব স্ব পরিবারের বালকবর্গের শিক্ষার ব্যয় চালাইতেই চক্ষুতে অন্ধকার দেখিতেছেন,—বালিকাদের কথা আর কে কহে ? আমাদের দেশের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা অনুসারে নারীগণকে জীবিকা সংগ্রহের পরিশ্রম করিতে হয় না। নারীজাতির প্রতি সম্মানের আধিক্য ছিল বলিয়াই তাঁহাদিগকে গৃহ-দেবতার ন্যায় সকলেই সযত্নে রক্ষা করিতেন, সংসারের কঠোরতার ভার কদাপি তাঁহাদের উপর পড়িত না। তাই, এখনও এদেশে এমন পুরুষ অনেক আছেন, যাঁহারা অন্নাভাবে বরং প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন, তথাপি জীবিকান্বেষণের নিমিত্ত পরিবারের মহিলাগণকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। এই পুরাতন আচার এখনও বস্তুতঃ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।—"মেয়েকে'ত আর চাকরী করিতে হইবে না,—বা টাকা রোজগার করিতে হইবে না"—তাই মেয়েদের শিক্ষার জন্য অনেকেই অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত নহেন। এই নিমিত্তই আমরা দেখিতে পাইতেছি, আমাদের দেশে এখনও স্ত্রীশিক্ষা অনেকটা শোভার মত বা অলঙ্কারের মত "সখের জিনিস" রহিয়াছে। এই জন্যই কেবল অত্যল্প সংখ্যক বিশেষ শ্রেণীর ধনী পরিবারের মেয়েরা উচ্চশিক্ষা লাভ করত, বি-এ, এম-এ, পাশ করিয়া দেশের মধ্যে একপ্রকার দুর্লভ এবং বিস্ময়কর দ্রব্যরূপে পরিগণিত হইতেছেন এবং সাধারণ অবস্থার ভদ্রপরিবারের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা আশানুরূপ বিস্তার হইতেছে না।

বিদ্যালয়ের বেতন এবং বাড়ীতে গৃহশিক্ষকের বেতন দিয়া মেয়ে পড়াইতে পারেন, এরূপ পরিবারের সংখ্যা অত্যল্প। যাঁহাদের সেরূপ অবস্থা আছে, রুচি থাকিলে, তাঁহাদের পক্ষে বালিকাদের উচ্চশিক্ষা দেওয়ার কোন বাধা নাই, ফলতঃ

সেইরূপ পরিবারের মধ্যেই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার লাভ করিতেছে। সেরূপ ধনী পরিবারের মধ্যে যাঁহারা আবার য়ুরোপীয় সভ্যতার অনুকরণ করিতেছেন, অথবা যাঁহারা জাতিভেদ বা কঠিন সামাজিক বন্ধনের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহাদের মেয়েরাই বি-এ, এম-এ পাশ করিতেছেন। সাধারণ ভদ্রপরিবারের মেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ের বেতন অথবা গৃহশিক্ষকের বেতন দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই গৃহে পড়া তৈয়ার করিবার সময়ও পায় না। তাহাদের মধ্যে অনেককেই নিজ নিজ বাড়ীতে দৈনন্দিন গৃহ কার্য্যের সাহায্যও করিতে হয়, সুতরাং তাহারা বালকদের মত বাড়ীতে পড়া প্রস্তুত করিয়া বিদ্যালয়ে আসিতে পারে না। এইজন্য বিবাহের পূর্বকাল পর্য্যন্ত ১২।১৩ কি ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহারা অবৈতনিক বিদ্যালয়ে যে কয়েক বৎসর কিছু কিছু পড়ে সে সময়েও তাহাদের শিক্ষা আশানুরূপ হয় না। বালকদের সাধারণ পাঠ্যপুস্তকের উপর বালিকাদিগকে আবার সামান্য সেলাই, উলের কাজ প্রভৃতি শিখিতে হয়, কাজেকাজেই তাহাদের শিক্ষা কেবল বর্ণমালা শিক্ষামাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে এবং অনেকে একখানি সামান্য পত্রও নির্ভুলভাবে লিখিতে পারে না।

এই দোষ বালিকাদের নহে। বালকদের অপেক্ষা বালিকারা যে নির্বোধ অথবা অলস তাহা আমরা কখনই বলিতে পারিব না। তাহাদের শিক্ষার ত্রুটি কেবল শিক্ষার নিয়মের দোষে ঘটিতেছে। আমাদের মনে হয় বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর নারীদিগের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া দিয়া সাধারণ অবস্থার বালিকাদিগের নিমিত্ত ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত। যাঁহাদের সামর্থ্য এবং রুচি আছে, তাঁহারা অবশ্যই উচ্চশিক্ষা লাভ করুন, কিন্তু সমাজের সর্বসাধারণের জন্য উচ্চাঙ্গের স্ত্রীশিক্ষা এখনও আবশ্যক হয় নাই। সাধারণতঃ বঙ্গদেশে ভদ্রঘরের বালিকারা ১৩।১৪ বৎসরে বিবাহিত হইতেছে। এই ১৩।১৪ বৎসরের অথবা বড়জোর ১৫।১৬ বৎসরের মধ্যে যাহাতে বালিকারা মোটামুটি বাঙ্গালা গদ্য পদ্য, সাহিত্য, বাঙ্গালা এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস, পৃথিবীর চারি মহাদেশের মোটামুটি ভূ-বিবরণ এবং পাটীগণিতের যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ঐকিক নিয়ম পর্য্যন্ত শিখিতে পারে এবং ইংরাজিতে একটা টেলিগ্রাম কি বড়জোর চিঠি একখানা পড়িতে পারে, অর্থাৎ যাহাতে সে বিবাহের পর গৃহিণীপণা কোনরূপে চালাইতে পারে, এরূপভাবে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। ইহার উপর অবশ্য মোটামুটি সেমিজ, পিরাণ সেলাই এবং টুপি মোজা বুননও শেখা দরকার। রন্ধনপ্রণালী সম্বন্ধে বিদ্যালয়ে শেখান অপেক্ষা নিজেদের ঘরেই তাহারা ভাল শিখিতে পারিবে। আর এইরূপ

বালিকা-বিদ্যালয়ে "পড়া দেওয়া" অপেক্ষা "পড়া তৈয়ার করা"ই বিশেষ আবশ্যক। যাহাতে বালিকারা তাহাদের অধীত বিষয় বিদ্যালয়েই বেশ আয়ত্ত করিয়া লইতে পারে, সেরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া দরকার। আমাদের মনে হয় এইরূপ practical বা ব্যবহারিক ধরণের বালিকা বিদ্যালয় দেশের গ্রামে গ্রামে স্থাপিত না হইলে বালিকাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার হইবে না।

শিক্ষার অগ্রে শিক্ষকের প্রয়োজন। এইরূপ বিদ্যালয় চালাইতে হইলে সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত অধ্যাপিকা চাই। যদি গবর্ণমেণ্ট, ডেলাবোর্ড, মিউনিসিপালিটী এবং দেশের ধনী মানী সুশন্তানগণ কায়মনোবাক্যে চেষ্টা এবং পরিশ্রম করেন, তাহা হইলে ভদ্র পরিবারের বলে বিধবাগণের দ্বারা এক অতি চমৎকার অধ্যাপিকা মণ্ডলীর সৃষ্টি হইতে পারে। উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত, বি-এ, এম-এ, পাশ মহিলাগণের দ্বারা এই শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় অথবা Normal School বেশ পরিচালিত হইতে পারেন। আমাদের দেশের ধনী মানী এবং সুশিক্ষিত সজ্জনগণের কৃপা দৃষ্টি কি এ দিকে পড়িবে না?

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

বিদ্যানিধির সম্বন্ধ-নির্ণয়।

(২০)

উপবীত গ্রহণ করিলে যখন দ্বাদশবর্ষ গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন ঘটিবে না, পরন্তু বেদাধ্যয়ন জন্যই যখন উপবীত গ্রহণ, তখন উপবীত গ্রহণ করার ফল কি? এইরূপ উপদেশ দিয়া হয়ত বিদ্যানিধিরন্যায় কোন ব্যক্তি বা কোন সম্প্রদায় কায়স্থের উপনয়ন প্রথা তুলিয়া থাকিবেন; কিম্বা ঐ সকল বিবেচনা করিয়া কায়স্থগণই উপবীত গ্রহণ করিতেন না। অথবা পণ্ডিত প্রবর রঘুনন্দনের মতের আমদানির পর ব্রাহ্মণগণ কায়স্থকে শূদ্র বিবেচনা করিয়া উপবীত দেন নাই। কিম্বা ব্রাহ্মণ সন্তান উপনয়ন সংস্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য বেদ পাঠ ও বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ড ত্যাগ করিয়া তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকর্ম্ম, ব্রত, নিয়ম সম্পন্ন করিবার জন্য বৌদ্ধযুগের অবসানে উপবীত ধারণ করিয়া দেখিলেন যে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সহিত ব্রাহ্মণের কোন পার্থক্য

নাই—কারণ তাহারাও উপবীতী ও তাহাদেরও ক্রিয়া কর্ম্ম ব্রাহ্মণের অনুরূপ। কিন্তু বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বের লিখিত শাস্ত্রে জলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে :—

"বৈশেষ্যাৎ প্রকৃতিশ্রৈষ্ঠ্যান্নিয়মস্য চ ধারণাৎ।
সংস্কারস্য বিশেষাচ্চ বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥"

৩।১০ মনু।

অর্থাৎ বেদাধ্যয়নাধ্যাপন ও তদ্ব্যাখ্যান বিষয়ে সবিশেষ উপযুক্ততাহেতু, উপনয়ন সংস্কারের বিশিষ্টতা প্রযুক্ত, সর্ব্ববর্ণাগ্রজ এবং পরমেশ্বরের উত্তমাঙ্গজ বলিয়া ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

কুল্লূক ভট্ট এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন, বেদের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও সাতিশয় বেদ ধারণ জন্য এবং উপনয় সংস্কারের বিশেষত্ব হেতু ব্রাহ্মণ সাধারণ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গোবিন্দরাজও বলিয়াছেন—স্নাতক ব্রত অবলম্বন জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু হলায়ুধের সময় হইতে ব্রাহ্মণগণ বেদাভ্যাস ও বেদোক্ত ক্রিয়া ত্যাগ করিয়াছেন এবং ৩৬ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যের স্থলে ১২ দিন, কোথাও বা ৩ দিন, কোথাও বা সদ্য ব্রহ্মচর্য্যান্তে ব্রত শেষ, স্নান সমাবর্ত্তন ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতেছেন। এমতাবস্থায় ক্ষত্রিয় বৈশ্যের উপনয়ন থাকিলে তাহাদের সহিত ব্রাহ্মণের কোন পার্থক্য থাকে না, কারণ তাহারা ব্রাহ্মণের মত ৩৬ বৎসরের স্থলে, ১২, ৩ বা ১ দিন ব্রহ্মচর্য্যব্রত শেষ করিয়া সমাবর্ত্তন স্নান ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে, অথচ শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে পার্থক্য রাখা প্রয়োজন। দণ্ডাদি গ্রহণ ও "ভবৎ" শব্দ প্রয়োগে যে পার্থক্য আছে, তাহাও বার, তিন অথবা একদিনে শেষ হয়। সুতরাং সাধারণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পার্থক্য অনুভব করিতে পারিবেন না, এই ভয়ে বঙ্গের তাৎকালিক ব্রাহ্মণগণ উপয়ন সংস্কারের বিশেষত্ব হেতু "সাধারণ ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ।" (অবশ্য অসাধারণ ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ নহেন), কুল্লূক ভট্টের এই কথাটী রক্ষার জন্য হয়ত প্রচার করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণের সংস্কার নাই। এবং সেই মত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কোথাও কোথাও সামাজিক শাসনের ভয় দেখাইয়া, কোথাও বা জোর করিয়া, কোথাও বা মিষ্ট কথায় কোথাও বা তর্কের অবতারণা করিয়া, কোন স্থানে বা কোন কোন রাজ কর্ম্মচারীকে বশীভূত করিয়া, স্থান বিশেষে বা কায়স্থগণকে বশীভূত করত হয়ত উপনয়ন প্রথা লোপ করিয়া থাকিবেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের উদার শাসনাধীনে কায়স্থের উপনয়ন প্রথা প্রবর্ত্তনে ব্যঘাত উৎপাদন জন্য বিরোধী ব্রাহ্মণগণের অযথা, উদ্যম ও লজ্জাজনক

ব্যর্থ চেষ্টা দেখিয়া মনে হয়, প্রাচীনকালেও কায়স্থের উপবীত লোপ করার জন্য ব্রাহ্মণগণ এইরূপ উদ্যম ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফল কথা এরূপ উদ্যম বস্তুতই বড়ই লজ্জা ও ঘৃণাজনক—ইহাই ব্রাহ্মণ কায়স্থ মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করিবার প্রধান কারণ। যাহা হউক উল্লিখিত কারণাবলীর মধ্যে যে কোন কারণেই হউক বঙ্গদেশে কায়স্থের উপনয়ন প্রথা লোপ পাইয়াছিল। কিন্তু গর্ভজনিত পাপক্ষয় নিমিত্ত যে সকল সংস্কার প্রয়োজন তাহা সমস্তই সেই আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। পুরোহিত মহাশয়েরা কায়স্থের ঐ সকল ক্রিয়া বা সংস্কার করাইতেছেন; কেবল বৈদিক দীক্ষাই লোপ পাইয়াছিল এবং তৎস্থানে বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক দীক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে বর্ণ চিহ্নের দিকে এবং অশৌচ পালনের দিকেই সাধারণের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের দৃষ্টি অধিক। স্ববর্ণোচিত ক্রিয়া করুক বা না করুক, ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলের দৃষ্টিই বহিঃ চিহ্নের দিকে। উপবীত গলায় থাকিলে যখন ব্রাহ্মণ পরিচয়ে যাহা তাহা করা যায়, এবং দশ, বার, পনর বা ত্রিশ দিনে অশৌচ পালন করিলেই যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হওয়া যায় এবং উপবীত না থাকিলেও ত্রিশ দিন অশৌচ পালন করিলেই যখন শূদ্রত্বে অবনমিত হইতে হয়, তখন যে সকল জাতি শূদ্র বর্ণান্তর্গত নহে কিন্তু ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, অথচ শাস্ত্রানুসারে ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিতে পারে, তাহাদের বর্ণধর্ম্মোচিত সংস্কার ও অশৌচ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে বর্ত্তমান সমাজ ও ভবিষ্যৎ সমাজ তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া মনে করিবে। প্রাচীন সমাজ কার্য্য দেখিয়া জাতি বিচার করিতেন—কেবল উপবীত ও অশৌচের উপর জাতি বিচার করিতেন না। তাই বেদে দেখিতে পাই, আধ্যাত্মিক জ্ঞানীগণ সাবিত্র্যাদি কোন চিহ্ন (লিঙ্গ) ধারণ করিতেন না "অপঃ পরিসিঞ্চতি রুদ্রস্যাং তর্হি তৈ ইতি ন হি নিষ্কাদ্যভাবে অপাং পরিষেকঃ সম্ভবতি। যজুর্ব্বেদীয় হিরণ্যকেশীয় শাখা)। পরন্তু শাস্ত্রান্তরে আছে,—

"বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে বাচঞ্চ সর্ব্বদা।
বাচি প্রাণে চ পশ্যন্তো যজ্ঞনির্ব্বৃত্তিমধ্যয়ং॥
জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্মখৈঃ সদা।
জ্ঞানমূলং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা॥"

২৩।২৪।৪ মনু।

কোন কোন জ্ঞানী গৃহস্থ বাক্য এবং প্রাণ বায়ুতে যজ্ঞ নিষ্পাদনের অক্ষয় ফল জানিয়া সর্ব্বদা বাক্যে প্রাণ বায়ু এবং প্রাণ বায়ুতে বাক্য আহুতি প্রদান করেন। অপর কতিপয় ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণ সতত ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা এই সমুদয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা উপনিষদ চক্ষু দ্বারা দেখেন যে জ্ঞানই সমুদয় যজ্ঞের মূল কারণ।

আবার দেখিতে পাই পাপ-গর্ভ সম্ভূত সত্যকাম জাবালি শুধু সত্য বাক্য বলিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন এবং গৌতম তাঁহাকে উপনয়ন দিয়া বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

অতঃপর যে ধারণাবশে সম্বন্ধ নির্ণয়কার কায়স্থগণের উপবীত না দেখিয়া জোর গলায় তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মতাবলম্বীগণের সেই ভ্রান্ত ধারণা অপনোদিত হইবে কি? উপবীত ও অশৌচের সহিত জাতির, ধর্ম্মের বা বর্ণের কোন সম্বন্ধ নাই। অশৌচ ব্যক্তিগত—ধর্ম্মগত নহে; কাজের সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ইহা কল্পিত হইয়াছে—ইহা আমরা বিশদরূপে আমাদের "অশৌচ সমালোচনায়" দেখাইয়াছি।

তৎপর সম্বন্ধ-নির্ণয়কার বলিয়া গিয়াছেন:—"বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, মহানন্দীর পিতৃপর্য্যায় পর্য্যন্ত রাজন্যবর্গ ক্ষত্রিয় ছিলেন। তৎপর ক্ষত্রিয়গণের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। অতএব তাঁহাদিগের পরবর্ত্তীকালের ব্যক্তিবর্গ আর ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না। তাঁহারা ব্রাত্যক্ষত্রিয় অর্থাৎ বৃষল; শূদ্র ভাবাপন্ন আর্য্যবংশের পুরুষ পরম্পরায় অধঃস্তন সন্তান মাত্র। সে যাহা হউক, কায়স্থগণ যে পূর্ব্বাবধি সমুদয় শূদ্র অপেক্ষা সদাচার সম্পন্ন, সচ্চরিত্র, সুশীল, ধর্ম্মপরায়ণ, বুদ্ধিমান, অতিথি সেবক, বৈষ্ণব এবং স্বজাতি ও আশ্রিত পালক প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহে ভূষিত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" আমরা বিদ্যানিধি মহাশয়ের মস্তিষ্কের এতই বিকৃতি দেখিতেছি যে, তিনি সম্বন্ধ-নির্ণয় লিখিবার সময় মস্তকটী ঠিক রাখিতে পারেন নাই। কোথাও কায়স্থকে শূদ্র বলিয়াছেন, কোথাও ব্রাত্য বলিয়াছেন, কোথাও বৃষল বলিয়াছেন, কোথাও ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন, কোথাও বা সৎ-শূদ্র বলিয়াছেন; আবার পুনঃ পুনঃ আর্য্য নামে অভিহিত করিতেও ত্রুটী করেন নাই। সুতরাং আমরা তাঁহার কোন্ মতটী গ্রহণ করিব তাহা'ত ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। যাহা বলিবার তাহা সোজা কথায় বলাই কর্ত্তব্য ছিল—মস্তক পরিবেষ্টন করিয়া নাসিকা স্পর্শনের চেষ্টা করা বাতুলের কার্য্য।

উপরে দেখাইয়াছি যে, সম্বন্ধ-নির্ণয়কার বলিয়াছেন "বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, মহানন্দীর পিতৃপর্য্যায় পর্য্যন্ত রাজন্যবর্গ ক্ষত্রিয় ছিলেন। তৎপরে ক্ষত্রিয়গণের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে।" ক্ষত্রিয়গণ কেন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তাহা কি কেহ

বলিতে পারেন? আর এই শূদ্রত্ব প্রাপ্তির প্রমাণের অভাব। আমাদের বিশ্বাস বিদ্যানিধি মহাশয় বিষ্ণুপুরাণের ২৪ অধ্যায়ের উদ্ধৃত বচনটীর বিকৃত অর্থ করিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই এবং নিজের বিদ্যানিধি খেতাবেও কলঙ্ক আরোপিত করিয়া গিয়াছেন। উক্ত শ্লোকটী এই :—

"মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধোমহাপদ্মানন্দঃ পরশুরাম ইবাঽপরোঽখিল-ক্ষত্রান্তকারীভবিতা। ততঃ প্রভৃতি শূদ্রাভূমিপালা ভবিষ্যন্তি।"

অর্থাৎ মহানন্দার পরে আর কলিতে ক্ষত্রিয় রাজা থাকিবে না, শূদ্রগণ রাজা হইবে। ক্ষত্রিয় জাতি থাকিবেনা এরূপ লিখিত হয় নাই। এখন আমরা তন্মতাবলম্বী পণ্ডিত মহাশয়গণকে কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি, তাঁহার লিখিত ঐ শ্লোকের কদর্থ তিনি কোথা হইতে আমদানি করিয়াছিলেন?

কলিকালে যদি ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকলেরই শূদ্রত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যখন বলিতেছেন "হে কৌন্তেয়! ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যুদ্ধ, ক্ষত্রিয়জাতির সেই যুদ্ধ ব্যতীত আর কিছুই শ্রেয়স্কর নাই, অতএব তুমি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইও না।" ভগবানের এই বাক্যানুসারে অর্জ্জুনের ক্ষত্রিয়ত্ব হইলে কলিকালে ক্ষত্রিয়জাতির সত্ত্বাও সিদ্ধ হয়; তাহা না হইলে 'যথা ক্ষত্রা তথা বিশঃ' এই দৃষ্টান্তটী প্রমাণিত হয় না। এবং কলিকালে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণ নাই এই বচনটীও তাহা হইলে যাবতীয় দেশের জাতিদ্বয়ের স্বীকার অনুকূল হয় না। এবং মহানন্দী রাজার সময় পর্য্যন্ত যখন ক্ষত্রিয়জাতির বিদ্যমানতা ছিল, ইহা প্রতীত হইতেছে, তখন স্মার্ত্ত রঘুনন্দন যে কলিকালে ক্ষত্রিয়জাতির সত্ত্বা অস্বীকার করিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত হইতেছে না। কারণ তিনি ব্যবহার-তত্ত্বে কাত্যায়ন মুনির বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, রাজা যদি যুদ্ধ বিগ্রহাদি কার্য্যানুসারে রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতে অক্ষম হন, তবে বেদপারক ব্রাহ্মণকে তৎকার্য্যে নিয়োগ করিবেন। যদি বেদপারক ব্রাহ্মণের অসদ্ভাব হয়, তবে ক্ষত্রিয়কে ও ক্ষত্রিয়াভাবে বৈশ্যকে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। শূদ্রকে কোন কালেই নিযুক্ত করিবেন না। এই বচনের ব্যাখ্যা দ্বারা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যও কলিকালে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ধর্ম্মাধিকারীত্ব স্বীকার করিয়াছেন; তাহা হইলে কলিকালে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বিদ্যমানতাও স্বীকার করা হইল। যদি ইহা অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য উদ্বাহ-তত্ত্বে লিখিয়াছেন, দীর্ঘকাল মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য, কমণ্ডলু গ্রহণ, দেবর কর্ত্তৃক পুত্রোৎপত্তি, দত্তা কন্যার পুনর্ব্বার দান, দ্বিজাতি কর্ত্তৃক অসবর্ণার পাণিপীড়ন, আক্রমণকারী দ্বিজাতির ধর্ম্মযুদ্ধে হিংসা, বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ,

বেদাধ্যয়ন নিমিত্ত অশৌচকালের হ্রাস ও বৃদ্ধি, ব্রাহ্মণের মরণান্তক প্রায়শ্চিত্ত, সংসর্গজনিত পাপোৎপত্তি, মধুপর্কের জন্য পশুবধ, দত্তক ও ঔরস পুত্র ব্যতীত অন্য পুত্রের গ্রহণ, শূদ্রজাতির মধ্যে দাস, গোপাল ও অর্দ্ধসীরি ইহাদের সহিত গৃহস্থ ব্রাহ্মণের ভোজ্যান্নতা, অতি দূরে তীর্থযাত্রা, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক শূদ্রের পক্কান্ন গ্রহণ, উচ্চস্থান হইতে ও অগ্নিতে প্রবেশ পূর্ব্বক বৃদ্ধাদির মরণ ব্যবস্থা বুধগণ কর্ত্তৃক এই গুলি কলিকালে পরিত্যজ্য; এই বলিয়া তন্মধ্যে প্রাড়্‌বিবাকাদির কার্য্য বিধান না করায় ব্যবহার তত্ত্বে সেই গুলির ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেহেতু সাধুদিগের স্থাপিত নিয়মও বেদবৎ মান্য হইবে। এবং তিনি প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বে ক্ষত্রিয় বধ, বৈশ্য বধ, ক্ষত্রিয় স্বামিক গোবধ প্রায়শ্চিত্ত ও বৈশ্যস্বামিক গোবধ প্রায়শ্চিত্ত যাহা লিখিয়াছেন, যদি কলিকালে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অস্তিত্ব স্বীকার না করেন, তবে তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত বিধান এবং মলমাস-তত্ত্বে ব্রাহ্মণের ষোড়শ বৎসর, ক্ষত্রিয়ের বিংশতি বৎসর এবং বৈশ্যের চতুর্ব্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়নের বিধান করিয়া তদন্তর ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তের বিধান এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় উক্ত বচন অনুসারে সংস্কারতত্ত্বেও ক্ষত্রিয় বৈশ্যের উপনয়নের বিধান করিয়া এক্ষণে কলিকালে যদি ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অস্তিত্ব স্বীকার না করেন, তবে 'মাথা নাই যার মাথা ব্যথা তার' এইরূপ উন্মত্ত ব্যক্তির প্রলাপাভিধান বলিয়া প্রতীতি হয়।

কেহ কেহ বলেন, যদিও কাত্যায়নের এই বচনে যুগে যুগে এই পুনরুক্তি থাকা নিবন্ধন যুগ চতুষ্টয় পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় বৈশ্যজাতির বিদ্যমানতা আছে, তাহা হইলেও যখন যুগে "জঘন্যে দ্বে জাতী" কুলদীপিকাগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন কাত্যায়নের উক্ত বচন কলিযুগে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের চিরন্তন স্থিতির পরিচায়ক নহে; পরন্তু কিয়দ্দিন যাবৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বর্ত্তমানতার পরিচায়ক। ফলতঃ কুলদীপিকা গ্রন্থের এই বচন যথার্থ নহে, যদি সত্য হয়, তবে 'অহঙ্কার গৃহীতাশ্চ' অহঙ্কারোন্মত্ততা প্রযুক্ত আত্মীয় স্বজনের প্রতি স্নেহ শূন্য বিপ্রগণ কলিযুগে শূদ্র তুল্য হইবে, বেদ মার্গানুসারী সাধুগণের যখন অমঙ্গল হইবে, তখন কলির বৃদ্ধি জানিবে এবং অধ্যাত্ম রামায়ণোক্ত ষট্‌কর্ম্ম বিবর্জ্জিত এবং অন্যের বৃত্তিহারী ব্যক্তি সকল কলিযুগে শূদ্রতুল্য হইবে, এই সকল বচন যেমন কলিকালের নিন্দার্থবাচী, তদ্রূপ জঘন্যযুগে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত অন্য জাতি নাই, এবং নিজ ধর্ম্মানুগত কার্য্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরধর্ম্ম রত হইবে, কুলদীপিকোক্ত এই বচনও সেইরূপ কলির নিন্দার্থবাচী।

সত্যযুগে মহারাজ সগর শক, কাম্বোজ, যবন প্রভৃতি দেশবাসী ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি পিতৃশত্রু বোধে ক্রোধ পরতন্ত্রতা বশতঃ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া শকদেশীয় ক্ষত্রিয়-

দিগের অর্দ্ধমুণ্ডন, যবন, কাম্বোজ দেশীয়দিগের সর্ব্বমুণ্ডন, পারদ দেশীয়দিগের মুক্তকেশ, পহ্লবদেশীয়দিগের শ্মশ্রুরক্ষা প্রভৃতি বিজাতীয় বেশ ধারণ করাইয়া এবং বেদাধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। হরিবংশ পর্ব্বে এই উপাখ্যানে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, তিনি কেবল মাত্র তদ্দেশীয় ক্ষত্রিয়দিগের উক্ত রূপ শাস্তি প্রদান করিয়া, তাহাদিগকে ধর্ম্ম কার্য্য হইতে বিচ্যুত করিয়াছিলেন। পরন্তু সর্ব্বদেশীয় ক্ষত্রিয়দিগকে আচার ভ্রষ্ট করেন নাই।

সম্বন্ধ-নির্ণয়ের১৩৫পৃষ্ঠায় "বারেন্দ্র-কায়স্থ শ্রেণী"বিষয়ে লিখিত আছে—"যে সকল কায়স্থ পূর্ব্বাবধি বঙ্গদেশে বাস করিতেছেন, যাঁহারা পাশ্চাত্য কায়স্থদিগের সহিত সংশ্রবাধিকার প্রাপ্ত হন নাই, এবং বারেন্দ্র ভূমিই যাঁহাদিগের সূতিকাগৃহ, তাঁহারাই বারেন্দ্র কায়স্থ বলিয়া পরিগণিত।" লেখক বিদ্যানিধি মহাশয় কিন্তু তাঁহার এই উক্তির কোনই প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই—করিলে তাঁহার ঐ উক্তির সারবত্তা বুঝা যাইত। আমরা কিন্তু বলিব, ইহা গ্রন্থকারের স্বকপোল কল্পিত সম্পূর্ণ অযথা উক্তি। অন্যান্য শ্রেণীর কায়স্থগণ যেভাবে এ দেশে আসিয়াছেন, বারেন্দ্র কায়স্থগণও সেইভাবে আগমন করিয়াছেন এবং অন্যান্য শ্রেণীর ন্যায় ইঁহারাও একটী ভিন্ন শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছেন। সম্বন্ধ-নির্ণয় লিখিবার পূর্ব্বে ইতিহাস আলোচনা করিয়া এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। যখন তাহা করেন নাই, তখন আমরাও কি তাঁহার উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারি, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণও তাঁহার লিখিত মতানুযায়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

সম্বন্ধ-নির্ণয়ের স্বর্গীয় কর্ত্তাটী লিখিয়া গিয়াছেন, "ইঁহাদিগের (বারেন্দ্র কায়স্থ দিগের) সংখ্যাও সর্ব্ব সমেত সাড়ে সাত ঘর বা বংশ। দাস, নন্দী, চাকী, শরমা, নাগ, সিংহ, দত্ত ও দেব।" ইহাতে আমাদের বক্তব্য যে, বংশ যে আধ ঘর হইতে পারে তাহা আমরা কখন শুনি নাই, বিদ্যানিধি মহাশয় ঐ কথা নূতন শুনাইয়াছেন। সাড়ে সাত ঘরের সাত ঘর বাদ দিয়া আধঘরের উল্লেখ উপলক্ষে শরমা বংশ সম্বন্ধে লেখক ফুট নোটে বলিয়াছেন—

'এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, শরমা পূর্ব্বে নরসুন্দর জাতি ছিলেন। কালক্রমে কোন অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন দ্বারা দাস, নন্দী প্রভৃতিকে কোন দৈব দুর্ব্বিপাক হইতে মুক্ত করেন। কেহ বলেন, তিনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। মূলকথা তিনি অষ্ট ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন ছিলেন।'

এই আধ ঘর 'শরমা' সম্বন্ধে আমাদের উক্তি এই যে, বিদ্যানিধি মহাশয় কেবল কিম্বদন্তির উপর নির্ভর করিয়াই এমন অসমীচীন, বিশ্বাসের অযোগ্য, ঘৃণিত মনগড়া

সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া হাস্যাস্পদ হইয়া গিয়াছেন। কিরূপ অলৌকিক ক্ষমতা দেখাইয়া, কোন্ দৈব দুর্ব্বিপাক হইতে দাস নন্দীকে মুক্ত করেন, তাহার উল্লেখ করেন নাই। কেবল কোন্ শব্দের উপর বরাত দিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। হায়! এমনই করিয়াই কি জাতীয় ইতিহাস লিখিতে হয়! এরূপেই কি প্রতিবাসী পালক কায়স্থকে গালি দিতে হয়! সম্বন্ধ নির্ণয় লেখকের জানা উচিত ছিল, চির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে তিনি যে কায়স্থের সহিত সমাবদ্ধ, সেই কায়স্থকে স্বার্থবশে অকারণে অশাস্ত্রীয় তর্কজাল তুলিয়া হীন প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার নিজেরও নিস্তার নাই—তিনিও হীন হইয়া পড়িবেন। সম্বন্ধ-নির্ণয়কারের উল্লিখিত প্রমাণহীন ঈর্ষামূলক উক্তিই যদি গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের কুলকারিকার বচনানুসারে রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সপ্তশতী স্ত্রীগর্ভজাত সন্তান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আবার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ীশ্রেণীর কুলকারিকার বচনানুসারে আপনাদিগকে সপ্তশতী বংশ বলিয়া স্বীকার করেন না।

এই 'শরমা' শব্দ সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয়ের কিম্বদন্তির মূলোচ্ছেদ উদ্দেশ্যে আমরা ইহার ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। বারেন্দ্র-সমাজের বাহাত্তর ঘর সাধ্য মৌলিকের অন্যতম 'শর্ম্মা' উপাধিধারী 'নরসুন্দর' নামক এক দীন হীন কায়স্থ, বারেন্দ্র-সমাজ সংগঠক মহাত্মা ভৃগুনন্দীর নিকট চাকরী করিত। যে সময় উক্ত ভৃগুনন্দী প্রভৃতি সমাজ সংগঠন করেন; সেই সময় নরসুন্দর শর্ম্মা সমাজপতিদিগকে বলেন, আমি বহুদিন হইতে আপনাদের আজ্ঞাবহ হইয়া এখানে আছি, কিন্তু আপনারা আমার উন্নতির জন্য যখন কিছুই করিলেন না, তখন আমি আর আপনাদের আশ্রয়ে চাকরী করিব না। নরসুন্দর শর্ম্মার এই কথা শুনিয়া সমাজপতিগণ কৌতুক করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তোমাকেও আমরা সমাজে গ্রহণ করিয়া আধঘর করিয়া লইব। নরসুন্দর তাঁহাদের এই কথায় বিশ্বাস করিয়া অতুল আনন্দ লাভ করত সর্ব্বত্র ঐ কথা প্রকাশ করিয়াছিল। যখন ঐ কথা বারেন্দ্রশ্রেণীস্থ প্রভাবশালী কাহার নাগের কর্ণগোচর হয়, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেন। সেই হইতে রাজসাহী জেলার নাটোর মহকুমার ভাঙ্গাপাড়া গ্রামে এখনও ঐ নরসুন্দর শর্ম্মার বংশ চলিয়া আসিতেছে; এই ব্যক্তির নাম 'নরসুন্দর' ও পদবী 'শর্ম্মা' দেখিয়া কোন কোন কেহ ইহাকে নাপিত বলিয়া থাকে। ফলতঃ নাপিত বলিবার কোন সুদৃঢ় ভিত্তি নাই। বোধ হয় বারেন্দ্র কায়স্থ কুলে কলঙ্ক আরোপিত করিবার জন্য কোন দুষ্টলোক ইহাকে নাপিত বলিয়া রটাইয়া থাকিবে। এবং সম্বন্ধ নির্ণয়কারও সেই

রটিত কথায় নির্ভর করিয়া ঐরূপ লিখিয়াছেন। 'নরসুন্দর শর্ম্মা' এই নামটী দেখিয়া কেহ কেহ অজ্ঞতাবশে কোন্‌টী নাম ও কোন্‌টী পদবী ইহা স্থির করিতে না পারিয়া, 'শর্ম্মা' শব্দকে নাম ও 'নরসুন্দর' শব্দকে জাতি (নাপিত) বুঝিয়া থাকে। বিদ্যানিধি মহাশয়ও 'উল্টা বুঝ্‌লি' রাম বুঝিয়াছিলেন। ফলতঃ প্রাচীন কোন অভিধানেই নরসুন্দরের অর্থ নাপিত বলিয়া লিখিত নাই। বাঙ্গালা দেশের কোন কোন স্থানে নাপিতকে চলিত কথায় নরসুন্দর বলিয়া থাকে। যাহা হউক নরসুন্দর বলিলে যেমন আজকাল স্থান বিশেষে নাপিতকে বুঝাইতেছে, তেমনই সুন্দর মানুষকেও বুঝায়। অতএব উহার যে নরসুন্দর নাম হইতে পারে না, তাহার কোন হেতু নাই। আমরা বিদ্বেষীবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—নরসুন্দর নাম শুনিয়াই যদি নরসুন্দর শর্ম্মাকে নাপিত বলিতে হয়, তবে 'শর্ম্মা' উপাধি দেখিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ না বলিবেন কেন? আমরা তর্কের খাতিরে বলিব, নরসুন্দর শর্ম্মা নাপিত নহে—কায়স্থ নহে—ব্রাহ্মণ। যে বারেন্দ্র কায়স্থগণ বল্লাল সেনের ভ্রষ্টাচার ও অবিচার দেখিয়া বিরক্ত হইয়া, তাঁহার কুলপ্রথা গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা যে একজন হীন ব্যক্তিকে সমাজভুক্ত করিয়া সমাজ শরীরে চিরদিনের জন্য কলঙ্ক লেপন করিবেন, ইহা কখনই বিশ্বাস যোগ্য নহে। ইহা যে কোন কায়স্থ-বিদ্বেষীর উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রসূত গ্লানিজনক উক্তি, তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই।

সম্বন্ধ-নির্ণয়ে লিখিত হইয়াছে—"বল্লাল কর্ত্তৃক নিত্যানন্দ নামক কোন কুক্রিয়াশালী ভূম্যধিকারীকে এবং কতিপয় অনাচরণীয় শূদ্রকে আচরণীয় কায়স্থ বলিয়া পরিগৃহীত করায়, বারেন্দ্রগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া স্বস্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন।" যে বারেন্দ্র কায়স্থগণ বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে ঈদৃশ মর্য্যাদাজ্ঞান সম্পন্ন, ধর্ম্মভয়সম্পন্ন, লজ্জা ও রক্ষণপরায়ণ সেই কায়স্থগণকে আবার কোন্ বিবেচনায় 'শর্ম্মা' সংশ্রবদোষদুষ্ট বলিয়াছেন, তাহা পাঠকগণই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

১৩৫ পৃষ্ঠার শরমা সম্বন্ধীয় পাদটীকায় আছে—"মূল কথা তিনি অষ্ট ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন ছিলেন। অষ্ট ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই, অণিমা ১ (সম্পত্তি) লঘিমা ২ প্রাপ্তি, ৩ (প্রভুত্ব) প্রাকাম্য ৪ (শাসন কর্ত্তৃত্ব)। সম্বন্ধ নির্ণয়কার শরমাকে শূদ্র বলিয়াছেন এবং তাহাকে অষ্টঐশ্বর্য্যসম্পন্নও বলিয়াছেন। আমরা শাস্ত্রে শূদ্রের যে সকল পরিচয় পাই বিদ্যানিধি মহাশয়ের কথিত সেই শূদ্রবর্ণীয় নাপিত জাতীয় শরমার সহিত তাহার কোন বিষয়েই সাদৃশ্য দেখা যায় না এবং সেই শরমাকেই অষ্টঐশ্বর্য্যসম্পন্ন বলিয়াছেন। শূদ্রের সম্পত্তি থাকিতে পারে না, শূদ্রের শাসন কর্ত্তৃত্বও থাকা অসম্ভব সুতরাং সম্বন্ধ-নির্ণয়কারের এই অষ্ট ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন শরমার সহিত তাঁহার কথিত নাপিত শরমার সামঞ্জস্য নাই। শূদ্র কি কখন অষ্ট ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হইতে পারে? আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই :—

শূদ্রানাং মাসিকং কার্য্যং পরেষাং ন্যায় বর্ত্তিনাং।
"ধারণং জীর্ণ বস্ত্রঞ্চ বিপ্রোচ্ছিষ্টভোজনম্॥
স্বদারেষু রতিশ্চৈব পরদার বিসর্জ্জনং।
পুরাণং শ্রবণং বিপ্রাৎ নারসিংহস্যপূজনম্॥
তথা বিপ্র নমস্কারঃ যথাশাস্ত্রদিনেদিনে।
সত্যভাষণঞ্চৈব রাগদ্বেষবিসর্জ্জনম্॥"

অর্থাৎ শূদ্র ন্যায়বান ব্যক্তির নিকট মাসিক নিয়মে কর্ম্ম করিয়া জীর্ণ বস্ত্র ধারণ করত দ্বিজাতিত্রয়ের উচ্ছিষ্ট ভোজন, সর্ব্বদা স্বকীয় ভার্য্যাতে অনুরক্ত, পরদার বর্জ্জন ইত্যাদি করিবে। সুতরাং সম্বন্ধ-নির্ণকার শরমাকে অষ্ট ঐশ্বর্য্যবান করিয়াও যে শূদ্র বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই, ইহা নিতান্তই ভ্রমশূন্য ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ।

সম্বন্ধ-নির্ণয়ের ১৪৬ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :—"দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থগণের মধ্যে ঘোষ, বসু, মিত্র কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। দত্ত অহঙ্কার হেতু পঞ্চ ব্রাহ্মণের নিকট অবাধ্যতা প্রকাশ করেন।" তিনি আরও লিখিয়াছেন :—

"দত্ত কারো ভৃত্য নয় সঙ্গে আগমন।
বিপ্র সঙ্গে থাকি করি তীর্থ পর্য্যটন॥
} শূদ্র ও বৈশ্যের সাধারণ উপাধি দত্ত।

সেই অপরাধে ইনি রাজা কর্ত্তৃক কৌলীন্যাধিকার বিষয়ে বঞ্চিত হন। সুশীলতাই কৌলীন্যের নিদানভূত।

রাজা কন নবগুণ কৌলীন্যের মূল।
বিনয় অভাবে দত্ত হইলা নিষ্কুল॥

(কায়স্থ কৌস্তুভ)

গুহ অবিনয় হেতু রাঢ়দেশে গিয়া কুলমর্য্যদা প্রাপ্তি বিষয়ে অকৃতার্থ হয়েন। অনুসারে দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থগণের মধ্যে দত্ত এবং গুহ মৌলিক মধ্যে গণ্য এবং মৌলিক অর্থাৎ সিদ্ধ মৌলিকরূপে বিশেষ খ্যাতাপন্ন। ঘোষ, বসু ও মিত্র অতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া আদিশূরের সময়েই গুণের গৌরবে কৌলীন্য প্রাপ্ত হন। ঘোষ, বসু ও মিত্র ইঁহারা নিজের পরিচয় নিজে দেন নাই, প্রভুগণ ইঁহাদের পরিচয় মহারাজের

নিকট দিয়াছিলেন। সুতরাং শিষ্টতা লক্ষিত হইয়াছিল। দত্ত নিজ পরিচয় নিজে দেন এবং ভৃত্যভাব অস্বীকার করায় অভদ্রতা নিবন্ধন আদিশূর কর্ত্তৃক হীন মর্য্যাদা হয়েন ”

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, আবার বলিতেছি যে, গৌড় রাজসভায় কনোজাগত কায়স্থগণ নিজেদের পরিচয় সকলে নিজ মুখে দেন নাই; ভাট বা প্রভুগণ তাঁহাদের পরিচয় দিয়াছিলেন। পরিচয় প্রদান উপলক্ষে ভাটেরা যে বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছিলেন, ঘোষজ ও বসুজ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ভক্তি ও বিনয়াতিশয্য বশতঃ তাহাই স্বীকার করিয়াছিলেন; এবং ইহা বিদ্যানিধি মহাশয়েরও স্বীকার উক্তি। কিন্তু ঘোষজাদির পরিচয় ভাট দিলেন, আর দত্তজ ও গুহজের পরিচয় ভাট না দিয়া তাঁহারা নিজ মুখে দিলেন কেন? ইহাতে আমরা 'এক গাঁয়ে দুই রোদের ব্যবস্থা' দেখিতেছি। পাঠকগণ নিশ্চয়ই এই অসঙ্গত ব্যবস্থা বিশ্বাস করিবেন না। ভাটেরা তিন জনের পরিচয় দিল আর দুইজনের দিতে পারিল না ইহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। তবে ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, ভাট যখন ঘোষজাদির প্রকৃত পরিচয় না দিয়া তাঁহাদিগকে হীনতাব্যঞ্জক পরিচয়ে পরিচিত করাইতেছিলেন, তখন দত্তজ ও গুহজ উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া নিজেদের পরিচয় ভাটকে দিতে না দিয়া নিজেরাই দিয়াছিলেন। তজ্জন্যই উত্তেজিত ভাবে দত্তজ বলিয়াছিলেন "এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোঽস্মি তবালয়ে"। ইহা ভিন্ন দত্তজ ও গুহজের নিজ মুখে আত্ম পরিচয় দেওয়ার কোন কারণ নাই। দত্তজ ও গুহজ অহঙ্কার হেতু পঞ্চ ব্রাহ্মণের নিকট অবাধ্যতা প্রকাশ করেন নাই, ভাট বা প্রভুর মিথ্যা উক্তিতেই উত্তেজিত হইয়া নিজ পরিচয় নিজেরা দিয়াছিলেন। কায়স্থ-পঞ্চক যদি কনোজ হইতে বিপ্রগণের দাসত্ব স্বীকার করিয়া আসিত তাহা হইলে এ দেশে আসিয়া তাহা অস্বীকারের কোনই কারণ দেখা যায় না। যে ব্যক্তি দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে, সে কি কোন কালে মনিবের নিকট তাঁহার দাসত্ব অস্বীকার করিতে পারে? সুতরাং আমাদের বলিতে হইতেছে, কোন হীনচেতা কারিকালেখক অথবা রাজসভার ভাট কায়স্থ-বিদ্বেষবশে কায়স্থগণকে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য এইরূপ উক্তির অবতারণা করিয়াছেন। বিশেষতঃ যখন আমরা একই ক্ষেত্রে দুই প্রকার ব্যবস্থা দেখিতেছি, তখন সম্বন্ধ নির্ণয়ের উক্তিতে আস্থা স্থাপন করিতে সম্মত কেহই হইবেন না বলিয়াই অনুমিত হয়। যদি লেখক দেখাইতে পারিতেন যে, রাজা দত্তজ ও গুহজকে নিজ মুখে পরিচয় দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে না হয় তর্কের খাতির স্বীকার করা যাইত; কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই অর্থাৎ বিপক্ষ পক্ষ প্রমাণ দেন

নাই যে, রাজা উহাদের নিজেদের পরিচয় নিজেরা বলিবার জন্য আদেশ বা অনুমতি দিয়াছিলেন অথবা অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহা যখন হয় নাই তখন সম্বন্ধ-নির্ণয়ের উক্তি বিশ্বাস যোগ্য নহে।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বর্ম্মঘোষচৌধুরী।

গৌড়-কাহিনী।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শ্মশানে।

নিদ্রাভঙ্গে কেদারেশ্বর দেখিলেন, প্রভাত-প্রকৃতি হাস্যময়ী, তাঁহার নিদ্রা-দৃষ্ট সেই ভীষণ স্বপ্নের সহিত এই আনন্দময়ী বাহ্য প্রকৃতির কিঞ্চিন্মাত্রও সামঞ্জস্য নাই। পাখিগণ সেই জনহীন কাননভূমি প্লাবিত করিয়া উচ্চ কলরবে দশদিক মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল। আলোকময়ী ঊষার লাবণ্য ছটা বহু সহস্র ধারায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত করিয়া দিগন্ত পানে ছুটিতেছিল। মৃদুমন্দ সুশীতল সমীরণ বন-পাদপশ্রেণীর মাথায় মাথায় সাগর তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া—ঘনকৃষ্ণ অনন্ত প্রসারী বৃক্ষ পল্লবরাশি ধীরে ধীরে হিল্লোলিত—উদ্বেলিত করিয়া অনন্তের অভিমুখে ধাবিত হইতেছিল।

কেদারেশ্বর ভক্তিবিগলিতচিত্তে সেই আদিকবি সৃষ্টিকর্ত্তার মহনীয় নাম স্মরণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণ তখনও নিরুদ্বেগে ঘুমাইতেছিল। তিনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া উঠাইলেন। তারপর সকলে গৃহের বাহিরে আগমন করিলেন। দেখিলেন, তাঁহাদের রাত্রিদৃষ্ট সেই সন্ন্যাসী তাঁহাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। এইবার কেদারেশ্বরে ঊষার স্ফুটালোকে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। চিনিবামাত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া সন্ন্যাসীর পাদ বন্দনা করিলেন। তাঁহার দেখা দেখি তাঁহার সঙ্গীগণও তাঁহার অনুকরণ করিল। তখন সন্ন্যাসী সহাস্য বদনে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অদূরস্থিত একটি দীর্ঘিকার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিত বলিলেন "বৎসগণ! ঐ দীর্ঘিকায় যাইয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া আইস, অধিক বিলম্ব না হয়, বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমি মন্দির-প্রাঙ্গণে তোমাদের

জন্য অপেক্ষা করিতেছি।” সন্ন্যাসী এই বলিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কেদারেশ্বরও তাঁহার সঙ্গীগণ সহ সন্ন্যাসীর আদেশমত প্রাতঃকৃত্য সমাপনার্থ সেই দীর্ঘিকার তীরদেশে উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘিকাটি অতি বৃহৎ ও বহু প্রাচীন, জলরাশি নীলাভ, সুগভীর ও সুবিস্তৃত। তটভূমির সন্নিকটস্থ জলজাত বহু সংখ্যক জলজ বৃক্ষাদি জন্মিয়া, চারিদিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। উচ্চশীর্ষ তালগাছে পাহাড়গুলি সমাচ্ছন্ন। এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র-বৃহৎ স্থূল-সূক্ষ্ম নানাবিধ বৃক্ষরাজি ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া তীরভূমি জঙ্গলাকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। চারিদিকে চারিটি প্রকাণ্ড শান বাঁধা ঘাট ছিল। কালপ্রভাবে তাহা খসিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভগ্ন ইষ্টকরাশি তাহাদের চিহ্নমাত্র রক্ষা করিতেছে। জলে নানাপ্রকার বহু সংখ্যক পদ্মের গাছ জন্মিয়াছে। মৃণালে মৃণালে নানাবর্ণের বহু পদ্ম ফুটিয়াছে—যেন সুন্দরী রমণীকুল আকণ্ঠজলে ডুবাইয়া মুখ তুলিয়া হাসিতেছে।

সেই মনোহর বাপীতটে যুবকগণ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলেন। তারপর সকলে মন্দির প্রাঙ্গণে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসী মন্দির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরস্থ শবদেহের পার্শ্বে বসিয়া আছেন। তাঁহাদিগকে আগত দেখিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে সেই শবদেহের সৎকার কার্য্যে তাঁহাকে সহায়তা করিতে বলিলেন। তাঁহারাও দ্বিধা না করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তারপর সকলে মিলিয়া সেই শবদেহ বহন করিয়া সৎকারার্থ নিকটবর্ত্তী নদীতীরে লইয়া চলিলেন। নদীর নাম যমুনা। এ যমুনা কালিন্দী গঙ্গার শাখানদী যমুনা নহে। ইহা বারেন্দ্র-বাহিনী আত্রেয়ী তুলসীগঙ্গার মধ্যবর্ত্তিনী। এই যমুনা এককালে এ দেশে সুপরিচিতা ছিল এবং ইহার সলিল রাশি অতিশয় পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইত।

তাঁহারা শব লইয়া নদী তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দারুন গ্রীষ্মে শীর্ণকায়া যমুনা মন্থরগতিতে চল্ চল্ চলিতেছে—চঞ্চল অথচ গম্ভীর ভাবে চলিতেছে। সে কুর্দ্দনভঙ্গীতে তরঙ্গের চাঞ্চল্য—আবর্ত্তের উৎক্ষেপ কল্লোলের মত্ততা ছিল না; কিন্তু সলিলরাশি ধীরে ধীরে কেবলই চলিতেছিল। পার্শ্বে কানন-কুন্তলা বেলাভূমি। তথায় শ্মশান শান্ত স্থির গম্ভীর। যেন নিম্নস্থ আবর্ত্তহীন চাঞ্চল্যহীন-কল্লোলবিহীন স্রোতস্বিনীর শান্ত-ধীর মধুর সুরের সহিত সুর বাঁধা।

তাঁহারা যমুনাতীরের সেই শান্ত-গম্ভীর-নির্জ্জন-শ্মশানে বৃদ্ধ ভিক্ষুর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাপন করিলেন। তারপর স্নানাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সকলে মিলিয়া ভাবাক্রান্ত

হৃদয়ে পুনরায় মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন। তখন বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হইয়াছে। চারিদিক যেন খাঁ খাঁ করিতেছে। যেন অগ্নি বৃষ্টি করিতেছে। বাতাসে যেন অগ্নিকণা লাগিয়া রহিয়াছে। সেই প্রখর রৌদ্রে পথপর্য্যটন করিয়া তাঁহারা ক্ষুৎ-পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। পূর্ব্ব রাত্রিতে যে ভগ্ন অট্টালিকায় তাঁহারা শয়ন করিয়াছিলেন, সেই অট্টালিকার এক কোণে ফলমূল যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তদ্দ্বারা ক্ষুৎ-পিপাসা কথঞ্চিৎ নিবারণ করিলেন। তারপর সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া মন্দির প্রাঙ্গণে আগমন করত মন্দিরের সিঁড়িগুলি অতিক্রম পূর্ব্বক দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। মন্দির মধ্যে জিনিস পত্র বিশেষ কিছুই ছিল না। লোকনাথ মূর্ত্তির পাদমূলে যেখানে বিগত জীবন ভিক্ষু মাতৃরক্ষা করিয়া শয়ন করিতেন, কেবলমাত্র সেইখানে একটি গজদন্ত বিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র কৌটা চন্দন-চর্চ্চিত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। কৌটাটি মূল্যবান ও মনোহর ছিল। সন্ন্যাসী সেই কৌটাটি সযত্নে তুলিয়া লইলেন। তৎপর তাহা খুলিয়া তদভ্যন্তর হইতে অপর একটি কৌটা বাহির করিলেন—তাহা রজত বিনির্ম্মিত। সন্ন্যাসী সেই রজতময় কৌটাটির আবরণও উন্মোচন করিলেন। উন্মোচন করিয়া তাহার মধ্য হইতে একখণ্ড হরিদ্রাবর্ণ ভোজ্যপত্র বাহির করিলেন। তারপর যুবকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “বৎসগণ! দেখিতেছ, আমি সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী। সময়ে তোমরা আমার পরিচয় জানিতে পারিবে। সম্প্রতি অধিক কিছু জানিতে চেষ্টা করিও না—করিবার আবশ্যকও নাই। তোমাদের পরিচয় আমি পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছি। ঘটনাক্রমে তোমরা যথা সময়েই এইস্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। এই ভোজ্যপত্রের সহিত তোমাদের বিশেষ সংশ্রব আছে—সেই জন্যই তোমাদিগকে এখানে লইয়া আসিয়াছি। নির্ব্বান প্রাপ্ত সঙ্ঘ-স্থবির নির্ব্বাণ লাভের পূর্ব্বে আমার প্রতি একটি গুরুতর কার্য্যভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। এই ভোজ্যপত্রখানি একটি দানপত্র। সঙ্ঘারামের কতকগুলি সম্পত্তি এই দানপত্রের বিষয়ীভূত।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সন্ন্যাসী মুহূর্ত্তের জন্য নীরব হইলেন। তারপর ধীরে ধীরে হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক কেদারেশ্বরের হস্তে সেই ভোজ্য পত্রখানি প্রদান করিয়া তাঁহাকে তাহা পাঠ করিতে বলিলেন। কেদারেশ্বর সন্ন্যাসীর কার্য্যকলাপ কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে যন্ত্রচালিতবৎ সেই পত্রখানি পাঠ করিলেন। তাহাতে যেরূপ লিখিত ছিল :—

“কাম্বোজগণ কর্ত্তৃক বরেন্দ্রী আক্রান্ত হইবার পর মহারাজ বিগ্রহপালদেব

ধনরত্ন ও পরিবারাদি সহ এই সঙ্ঘারামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শত্রুগণ তাঁহার সন্ধান পাইয়া সঙ্ঘারামের অভিমুখে আগমন করিতে আরম্ভ করিলে, তাড়াতাড়ি পলায়ন করিবার সময় তিনি তাঁহার সেই ধন রত্নের অধিকাংশ এই সঙ্ঘারামে রাখিয়া যাইতে বাধ্য হন। সেই ধনরত্ন লোকনাথের পাদমূলে প্রোথিত আছে। পাল-সাম্রাজ্যের বিপদ্‌কালে সেই আপদ্ হইতে সাম্রাজ্যকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত এই ধনরত্ন ব্যয়িত হইবে।

সঙ্ঘ-স্থবির শ্রীসোম দত্ত।"

কেদারেশ্বর পাঠ শেষ করিয়া ভোজ্যপত্রখানি সন্ন্যাসীকে প্রত্যর্পণ করিলেন। তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীগণের নিকট সমস্ত ব্যাপার প্রহেলিকাবৎ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বিস্ময়ে তাঁহাদের বাক্যস্ফুরণ করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন "বৎসগণ! তোমাদের বিস্ময়ের কোনই কারণ নাই। তোমাদিগের ব্রত আমি অবগত আছি। এ অর্থের ভার তোমাদিগকে দিবার জন্যই তোমাদিগকে এখানে ডাকিয়া আনিয়াছি।"

কেদারেশ্বর। "প্রভু! এ অর্থে আমাদের যে কি অধিকার তাহাতো বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

সন্ন্যাসী। "বৎসগণ! পাল-সাম্রাজ্যের ঘোরতর সঙ্কট কাল উপস্থিত। সেই সঙ্কটকালে এই অর্থদ্বারা সাম্রাজ্যের মঙ্গলার্থ অনেক কার্য্য তোমাদিগের দ্বারা সাধিত হইতে পারিবে।"

কেদারেশ্বর। "প্রভু! পাল-সাম্রাজ্যের কিরূপ বিপদের কথা বলিতেছেন, আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম।"

সন্ন্যাসী। "বৎসগণ! আমি যাহা বলিতেছি, তাহা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। রুদ্রকের পুত্র ভীম সম্প্রতি হঠকারী সম্রাট মহীপালদেব কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়াছে। এ সংবাদ বোধ হয় তোমরা অবগত নহ?"

ভীমের কারারুদ্ধ হইবার কথা শ্রবণ করিয়া কেদারেশ্বর ও সঙ্গীগণ অতি মাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাদের সে বিস্ময়ের ভাব লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"ভীমের কারারুদ্ধ হওয়ার সংবাদে তাহার পিতা রুদ্রক ও পিতব্য দিব্যক অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের গোপনীয় আদেশে কৈবর্ত্তগণ নানাস্থানে দলবদ্ধ হইতেছে। বরেন্দ্রীর প্রজাগণ মহারাজ মহীপালদেবের অত্যাচারে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা কৈবর্ত্তগণের সহিত যোগ দিবার সুযোগ অন্বেষণ

করিতেছে। মহীপালদেব এক্ষণে মদগর্ব্বে অন্ধ। পাল-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কোন অন্তঃশত্রু যে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হইতে পারে, তাহা তাঁহার ধারণাতীত। তিনি নিজকে নিরাপদ জ্ঞানে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছেন। কিন্তু আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, মহারাজ মহীপালদেব শীঘ্রই রাজ্যচ্যুত হইবেন। তারপর ভারতের একমাত্র বৌদ্ধ সাম্রাজ্য কৈবর্ত্ত নায়কগণের করতলগত হইবে। বৌদ্ধগণ তখন কি করিবেন বলা কঠিন। তবে কুমার রামপালদেব এখনও জীবিত। তাঁহার উদ্ধার সাধনের উপরই সকল আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে। কুমার শূরপালদেবের উদ্ধারকর্ত্তাগণের পক্ষে কুমার রামপালদেবের উদ্ধার সাধন অসম্ভব ব্যাপার নহে। আমার বিশ্বাস কুমার রামপালদেবের উদ্ধার সাধন তোমাদের দ্বারাই হইবে। তারপর কি হইবে বলা কঠিন নহে! আমি দেখিতেছি, বরেন্দ্রীর উদ্ধার লইয়া কৈবর্ত্ত নায়কগণের সহিত রাজ্যভ্রষ্ট পাল-রাজকুমারগণের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত। বৎসগণ! সেই বিষম যুদ্ধের সময় এই অর্থের প্রয়োজন হইবে। আর তোমরাই সেই মহাযুদ্ধের প্রধান নায়ক হইবে। বৎসগণ! তোমাদের ব্রত সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয়। তোমরাই এ ধনের ভার প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র। ভগবান তথাগতের ইচ্ছায় তোমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছে। এ অর্থে তোমাদেরই অধিকার।

কেদারেশ্বর। প্রভু! এখনও ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না—এ অর্থে আমাদের অধিকার কিরূপে হইতে পারে।

সন্ন্যাসী। "বৎস! আমি এ কথা বলিতেছি না যে, এই সমস্ত ধনরত্ন তোমরা অদ্যই ব্যবহার করিবে। ঠিক সে কথা আমার উদ্দেশ্য নহে। নিকটবর্ত্তী ভবিষ্যতে বৌদ্ধ পালসাম্রাজ্যকে অধঃপতন ও ধ্বংসের মুখ হইতে উদ্ধার করা আবশ্যক হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর সেই উদ্দেশ্যসাধনকল্পে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হইবে। তৎকালে কেবলমাত্র সেই প্রয়োজনেই এই অর্থরাশি ব্যবহারের অধিকার তোমাদের থাকিল। তুমি পরলোকগত সংঘ-স্থবিরের লিপি পাঠ করিয়াছ, অন্য কার্য্যে এই অর্থ ব্যবহার করিবার অধিকার কাহারও নাই।"

কেদার। কিন্তু প্রভু! আজ পর্য্যন্ততো আমরা কুমার রামপালদেবের কোনই সন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই। তাঁহার উদ্ধার না হইলে আমাদের অভিসন্ধি সিদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়?

সন্ন্যাসী। চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? বিশেষতঃ তোমরা সকলেই বিশেষ বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ও কার্য্যতৎপর। কুমার রামপালদেবের উদ্ধার সাধন তোমাদের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার নহে।

কেদার। কিন্তু তিনি কোথায়, কি অবস্থায় আছেন—জীবিত কি মৃত তাহাওতো জানিতে পারিতেছি না!

সন্ন্যাসী। কুমার রামপালদেব যে জীবিত আছেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তবে তিনি যে কোথায় অবরুদ্ধ আছেন, তাহা অবগত হওয়া সকলের পক্ষে সহজ নহে।

কেদার। আপনি কি তবে কুমার রামপালদেবের সম্বন্ধে কিছু অবগত আছেন?

সন্ন্যাসী। হাঁ, কতকটা বটে। সন্ধানে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, মহাস্থান দুর্গের সংলগ্ন 'অর্দ্ধকোট' নামক কারাগারে তিনি আবদ্ধ।

কেদার। প্রভু! যথেষ্ট। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেরূপে পারি কুমারের উদ্ধার সাধন করিব।

সন্ন্যাসী। কিন্তু বৎস! কার্য্য অতি গুরুতর। বিশেষতঃ কুমার শূরপালদেবের মুক্তির পর কুমার রামপালদেবের সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা ও কঠোরতা অবলম্বিত হইয়াছে।

কেদার। বুঝিয়াছি, প্রভু! কিন্তু ভগবান সহায় হউন, আপনার আশীর্ব্বাদ শীরোধার্য্য করিয়া আমরা এই কার্য্যে জীবন পণ করিব।

সন্ন্যাসী। ভাল, তোমার কথায় অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম। তোমাদের উদ্দেশ্য সাধু। ভগবান অবশ্যই তোমাদের সহায় হইবেন। এক্ষণে, ঐ অর্থরাশির কথা কিছু বলিব; কিছু উপদেশ দিব। আশা করি আমার উপদেশ লঙ্ঘন করিবে না।

যুবকগণ। নিশ্চয়ই না।

সন্ন্যাসী। প্রথম কথা পাল-সাম্রাজ্যের প্রয়োজন ব্যতীত অন্য প্রয়োজনে এই অর্থের ব্যবহার হইতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ, আত্যন্তিক প্রয়োজন উপস্থিত না হইলে তোমরা এই অর্থরাশির সন্ধান করিতে পারিবে না।

কেদারেশ্বর ও তাঁহার সঙ্গীগ সন্ন্যাসীর প্রস্তাবে মস্তক নাড়িয়া নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর সন্ন্যাসী কেদারেশ্বর ও তাঁহার সঙ্গীগণকে সহাস্যবদনে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় প্রদান পূর্ব্বক অশ্বে আরোহণ করত সেই অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অরণ্যের বাহিরে আসিয়া সকলে মিলিয়া পরামর্শ শেষ হইলে, তাঁহাদের নির্দ্ধারনানুসরে কুমার শূরপালদেব, কুমার কাহ্নুরদেবের সহিত অঙ্গরাজ্য অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এবং কেদারেশ্বর কুমার শিবরাজ ও কুমার সুবর্ণদেব কুমার রামপালদেবের উদ্ধারাশায় পুনরায় মহাস্থান দুর্গাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন।

সন্ন্যাসীও কিয়ৎকাল সেই ভগ্ন, পরিত্যক্ত, শূন্য মন্দিরে অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে কি চিন্তা করিতে করিতে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

ষোড়শপরিচ্ছেদ।

ব্যথার ব্যথী।

আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত দেদ্দাপুর সঙ্ঘারামের পশ্চাদ্ভাগে একটি ক্ষুদ্র আম্র-কানন ছিল। সেই আম্রকাননে বেশ সুন্দর মনোহর চিত্তাকর্ষক আমগাছের সারি—একটির পর একটি—তারপর একটি—তারপর আর একটি, এইরূপ এক—দুই—তিন—চারি—অনেকগুলি সারি বিদ্যমান। গাছগুলি সুদৃশ্য—পল্লবীত—ঘন শ্যামল-পত্রাচ্ছাদিত—ফলভারাবনত—অস্তগামী সূর্য্যালোকের রক্তশীর্ষ। সেই আম্রকাননের অভ্যন্তরে নিভৃতে একটি আম্রবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া দুইটী নবীনা স্ত্রীলোক গল্প করিতেছিল। তখন সন্ধ্যা প্রায় সমাগতা। ঊর্দ্ধে সুনীল গগন নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া কারুকার্য্য খচিত চন্দ্রাতপের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। নানাশ্রেণীর—নানাবর্ণের পাখিগুলি দলবদ্ধ হইয়া এক দলের পর আর এক দল, তারপর আর একদল এইরূপ অসংখ্য দলে বিভক্ত হইয়া সেই অনন্ত আকাশ বক্ষে সাঁতার দিতেছিল।

সেই নবীনা দ্বয়ের মধ্যে একজন আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা মাধবী—এখানে সম্প্রতি মল্লিকা নামে পরিচিতা। আমরাও তাহাকে অতঃপর মল্লিকা নামেই পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিব। অপরার নাম মাণ্ডবী। এখানে মাণ্ডবী-দেবীর কথা একটু বলিব। মাণ্ডবী চারি বৎসর মাত্র হইল দেদ্দাপুর ভিক্ষুনীসঙ্ঘে যোগদান করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্ব পরিচয় কেহ বিশেষভাবে জানে না—বুঝি মাণ্ডবীও তাহা ভাল করিয়া জানেন না। মাণ্ডবী অল্প বয়সেই সন্ন্যাসিনী—অতিশয় সুন্দরী—অতিশয় গুণবতী—অতিশয় ভক্তিমতী। তাঁহার সন্ন্যাস—সংযম—ধর্ম্মভাব—পবিত্রতা—সরলতা—বিশ্বপ্রেমিকতা অদ্ভুত—অতুলনীয়। তাই সঙ্ঘারামের সকলেই তাহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা ভক্তি করে—ভালবাসে। এমন কি অনেকে বিশ্বাস করে সে কোন শাপভ্রষ্টা দেবী। মল্লিকা সঙ্ঘারামে আগমন করিবার পর মাণ্ডবীর সহিত একসঙ্গে কয়েকদিন মাত্র বাস করিয়াই মাণ্ডবীকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই সর্ব্ব-সুখ-দুঃখ-জ্ঞান-বিরহিতা সন্ন্যাসিনী মাণ্ডবীও বুঝি মল্লিকাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মাণ্ডবী গল্প করিতে করিতে মল্লিকাকে বলিল "রাত দিন্ তুই এত ভাবিস্ কি, বোন্?"

মল্লিকা। "আমিও তো দিদি, তাই ভাবি যে এত ভাবি কেন!"

মাণ্ডবী। কি ভাবিস্ তা আজ তোকে বল্‌তেই হবে। না বল্‌লে আজ কিছুতেই তোকে ছাড়্‌ব না।"

মল্লিকা। "কি ভাবি, দিদি, তা কি বলিবার।"

মাণ্ডবী। "বল্‌লে দোষ কি, বোন্! দেখি, আমার দ্বারা যদি তোর কোন উপকার হয়!"

ম। "এ সংসারে আমার যে কি দুঃখ, তা কে বুঝিবে? ব্যাথার ব্যাথী না হইলে, কে বুঝিবে? তুমি কি, দিদি, কখনও ভাল বাসিয়াছ?"

মা। "বাসিয়াছি বৈ কি?"

মল্লিকা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। "বাসিয়াছি বৈ কি" মাণ্ডবীর এই কথায় মল্লিকা ভাবিল তবে কি মাণ্ডবীও আমার ন্যায় ব্যাথায় ব্যাথিত হইয়া সংসার ছাড়িয়াছে—মাণ্ডবী কি সত্যসত্যই কাহাকে ভাল বাসিয়াছে? প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিল "কাহাকে?"

মা। "কেন, বোন্, যিনি জগতের কর্ত্তা—জীবের বিধাতা তাঁহাকে।"

মল্লিকা কিছু অপ্রতিভ হইল। বলিল "আমি তোমাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করি করি নাই। তোমার যে সবই অদ্ভুত।

মা। "তবে কি কথা?"

ম। "তুমি কি কখনও কোন মানবকে দেখিয়া ভুলিয়াছ—ভুলিয়া আত্মদান করিয়াছ?"

মা। "বোন, দেখিতেছিস্, আমি সন্ন্যাসিনী। আমার ভালবাসা—আত্মদান সবই সেই পরম পুরুষ ভগবানে। পার্থিব প্রণয় আমার অদৃষ্টে কখনও ঘটে নাই। শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীনা হইয়াছি। এক্ষণে যৌবনে যোগিনী হইয়া ভগবানের কার্য্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি।"

ম। "তবে দিদি, তুমি আমার দুঃখ কি করিয়া বুঝিবে?

মা। "ভগিনি, বুঝিব কিনা বলিতে পারি না। তথাপি তোমার দুঃখের কাহিনী শুনিব—যদি তোমার দুঃখ মোচনের কিছু সহায়তা করিতে পারি।"

ম। "দিদি, আমার দুঃখ অসহনীয়—শুনিয়া কষ্ট পাইবে।"

মা। "আমার নিকট সুখ দুঃখ উভয়ই তুল্য।"

ম। "তবে শুনিয়া লাভ কি?"

মা। "লাভালাভ আমার পক্ষে তুল্য। কোন লাভের আশায় শুনিতে চাই, ইহা যদি মনে করিয়া থাক, তবে ভুল বুঝিয়াছ।"

ম। "তবে কেন শুনিতে চাও?"

মা। "বলিয়াছি তো, যদি তোমার কোন সাহায্য করিতে পারি।" মল্লিকা আর বৃথা বিতণ্ডা না করিয়া, আপনার পূর্ব্বকাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করিল। শুনিয়া মাণ্ডবীর চক্ষেও জল আসিল। সহৃদয়তায় তাহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। প্রকাশ্যে বলিল বোন্, বুঝিয়াছি, দুঃখ বটে। কিন্তু এ দুঃখের অবসান কিসে হয়, তাহা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ?"

ম। "চিন্তা তো সর্ব্বদাই করিতেছি; কিন্তু এ অপার জলধির কুল কিনারতো দেখিতেছি না।"

মা। "কেদারেশ্বর এক্ষণে কোথায়, তাহার কি কোন সন্ধান পাইয়াছ?"

ম। "না"।

মা। "কেদারেশ্বরের সন্ধান ছাড়া কি অন্য কোন উপায়ে তোমার দুঃখ ঘুচিতে পারে না?"

ম। "তাহাতো দিদি, পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আমার দুঃখ পৃথিবীতে কেহ বুঝিবে না।"

মা। "কিন্তু দুঃখ নিবৃত্তির অন্য উৎকৃষ্টতর পথ আছে—তাহাই অবলম্বন করিতে চেষ্টা কর।"

ম। "কি পথ?"

মা। "কেন, যাহাতে আমি শান্তি পাইয়াছি—'ভগবানে আত্ম সমর্পণ'!

ম। "এ জগতে একমাত্র কেদারেশ্বরকেই আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি। এরূপ অবস্থায় ভগবানকে আত্ম-সমর্পণ করা কি আমার পক্ষে সম্ভবপর।"

মা। "অভ্যাস দ্বারা সমস্তই সম্ভব। তুমি অভ্যাসযোগ অবলম্বন কর। ভগবান স্বয়ং গীতায় বলিয়াছেন—'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।' অর্থাৎ হে কৌন্তেয়, অভ্যাসযোগ দ্বারা এবং তদুৎপন্ন বৈরাগ্য দ্বারা মনকে সংযত করা যায়।"

ম। "কিন্তু, কাহার নিকট সে মন্ত্রে দীক্ষা পাইব?"

মা। "সেজন্য চিন্তা কি? আমার গুরুদেব আছেন। তিনিই তোমাকে দীক্ষা দিবেন।

ম। "তিনি কে ?"

মা। "তিনি স্বয়ং লোকনাথ স্বামী।"

ম। "যিনি অর্হতাচার্য্য বলিয়া বিখ্যাত ?"

মা। "হাঁ"।

ম। "তিনি এক্ষণে কোথায় ?"

মা। আগামী পরশ্ব দিবাবসানে বিখ্যাত মহীপাল স্তূপ সন্নিধানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

ম। "আমাকে কি তথায় যাইতে হইবে" ?

মা। "তুমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি।"

ম। "তবে, কল্য মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই তথায় রওনা হওয়া যাইবে!"

মা। আচ্ছা, তাহাই হইবে।

অতঃপর উভয়ে নীরব হইলেন। সন্ধ্যার ধুসর ছায়া পূর্ব্বেই আম্রকাননাভ্যন্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহা ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হইয়া জগৎ জুড়িতে আরম্ভ করিল। ক্রমে চতুর্দ্দিকের কোলাহল থামিয়া যাইতে লাগিল। সংঘারামের মন্দিরে সান্ধ্য আরতির ঘণ্টা কাঁশর সজোরে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা আর বিলম্ব করিলেন না। ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া আশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গুরু দর্শনে।

মহীপুর রাজপ্রসাদের অনতিদূরে প্রসিদ্ধ 'মহীপাল স্তূপ' অবস্থিত। [প্রথম] মহিপাল দেব গৌড়ীয় পাল-রাজবংশের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহাঁর পিতা [দ্বিতীয়] বিগ্রহপালদেবের রাজ্যকালে বরেন্দ্রী কাম্বোজান্বয় রাণরাজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল এবং চন্দেল্ল-বংশীয় যশোবর্ম্মার সাহায্যে গুর্জ্জররাজ মহীপাল মগধ পুনরধিকার করিয়াছিলেন। ১০৫৯ বিক্রমাব্দে [১০০২ খৃঃ] যশোবর্ম্মদেবের পুত্র ধঙ্গদেব কর্ত্তৃক রাঢ় ও অঙ্গদেশ বিজিত হইয়াছিল। এইরূপে গৌড় মগধ হইতে বিতাড়িত হইয়া পালরাজ বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর [প্রথম] মহীপালদেব বিশাল পাল-সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ মাত্র উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইলেও তিনি রাজা হইবার অল্পদিন মধ্যেই "রণক্ষেত্রে বাহুদর্প প্রকাশে সকল বিপক্ষ পক্ষ নিহত করিয়া, অনাধিকৃত বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়া, রাজগরের মস্তকে

চরণ-পদ্ম সংস্থাপিত করিয়া অবনীপাল হইয়াছিলেন।" তিনি কেবলমাত্র গৌড়-মগধ বলিয়া নহে, তীরভুক্তি, এমন কি বারাণসী পর্য্যন্ত পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শুধু রাজ্য বিজয় করিয়াই যে তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন, তাহা নহে ; তিনি নানা ধর্ম্মকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ও বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রীমান্ স্থিরপাল ও বসন্তপাল নামক অনুজ দ্বয়ের দ্বারা 'সরসী সদৃশ' বারাণসীধামে তিনি 'ঈশানচিত্র' ঘণ্টাদি শত কীর্ত্তিরত্ন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি গৌড়-মগধে ও মৃগদাবে নবনির্ম্মিত ও পুনর্ণব বহু ধর্ম্মরাজিকা, গন্ধকুটী, স্তূপ ও মন্দির সমূহের প্রতিষ্ঠা করিয়া অপার শোভা করিয়াছিলেন। বরেন্দ্রীর মহীপাল স্তূপটীও (প্রথম) মহীপালদেবের পূর্ব্বোক্ত কীর্ত্তিরাজির অন্যতম। এরূপ গগন স্পর্শী সমুচ্চ স্তূপ সমগ্র গৌড়-বঙ্গে আর দ্বিতীয় ছিল না। বরেন্দ্রীবাহিনী কলনাদিনী যমুনানদী হইতে একটি শাখানদী বহির্গত হইয়া স্তূপবেষ্টনীর পূর্ব্বধার বেষ্টন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই শাখানদী হইতে তুলসী-গঙ্গায় যাইবার একটী পয়ঃপ্রণালী সেকালে বর্ত্তমান ছিল। স্তূপবেষ্টনীর অপর তিনধার গভীর পরিখাবেষ্টিত এবং এই পরিখাগুলি শাখানদীর সহিত সংযুক্ত। প্রাচীর বেষ্টিত স্তূপের পরিখার বাহিরে পূর্ব্বদিকে স্তূপের উপকণ্ঠে একটি ক্ষুদ্র পল্লী অবস্থিত। নাম আলঞ্চ। বহু সংখ্যক সুরভি পুষ্পোদ্যানে পল্লীটি সুশোভিত। পল্লীর এক প্রান্তে একটি জীর্ণ বৌদ্ধমন্দির বহুদিন যাবৎ কালস্রোত উপেক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান। প্রবাদ আছে যে, এই মন্দিরের পূর্ব্বে এইস্থানে প্রস্তর বিনির্ম্মিত অপর একটি সুবৃহৎ মন্দির বর্ত্তমান ছিল। সেই মন্দিরটি যখন কালক্রমে ধ্বংসের কবলে পতিত হইল, তখন পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ তৎস্থলে বর্ত্তমান মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মন্দিরের অদূরে উত্তর পশ্চিম কোণে একটি নাতি বৃহৎ আম্র-পনসাদি ফলের বাগান ছিল, এবং তাহারই পার্শ্বে পশ্চিমদিকে একটি পুষ্পোদ্যান পরিদৃষ্ট হইত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তৎকালে ফুল ও ফলের বাগান যত্নাভাবে হীনশ্রী হইয়া পড়িয়াছিল। নানাপ্রকার আগাছা ও জঙ্গলে বাগান দ্বয়ের অভ্যন্তর ভাগ আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল এবং মন্দিরের ন্যায় বাগানদ্বয়ও বহু জীর্ণ শীর্ণ ও অন্তিমদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রে চতুর্দ্দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নিবৃষ্টি করিয়া ফিরিতেছে। প্রান্তরগুলি সেই অগ্নিবৃষ্টির প্রকোপে যেন মূর্চ্ছিত হইয়া ঘুমাইতেছে। রৌদ্রের

প্রভুত্ব সর্ব্বত্র প্রসার লাভ করিয়াছে, কিন্তু দেদ্দারপুর হইতে মালঞ্চ আসিবার প্রশস্ত রাজপথের উভয় পার্শ্বে আম্রপনসের বৃক্ষের সারি এরূপ ঘন সন্নিবিষ্ট ও পাদপগুলির স্নিগ্ধ শ্যামল পত্রাবরণ এরূপ নিবিড় যে সে পথে রৌদ্র একরূপ বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একদিন প্রহরান্তে সেই পথটি আলো করিয়া যুগল ভিক্ষুনীমূর্ত্তি মহীপাল স্তূপাভিমুখে চলিয়াছেন। ভিক্ষুণীদ্বয় অতিশয় রূপবতী ও লাবণ্যময়ী। সেরূপ লাবণ্য সচরাচর পরিদৃষ্ট হয় না। তাঁহাদের উভয়ের দেহ ভস্মাচ্ছাদিত ও পরিধানে কাষায় বস্ত্র। কিন্তু তাহাতে রূপ ঢাকা না পড়িয়া ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সরল পথিকগণ তাঁহাদিগকে দেখিয়া ছদ্মবেশিনী দেবমূর্ত্তি ভ্রমে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইতেছিল। কেহবা সম্মুখে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

ভিক্ষুনীদ্বয় যথাসম্ভব মিষ্ট বাক্যে সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া চলিতেছিলেন। পাঠক বুঝিয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে একজন মল্লিকা, অপরা মাণ্ডবী। তাঁহারা এক প্রহরের ঊর্দ্ধকাল পথ অতিবাহন করিবার পর মালঞ্চ গ্রামের সন্নিহিতা হইলেন এবং রাজপথ হইতে নামিয়া একটি সংকীর্ণ রাস্তা অবলম্বন করত আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিত আম্রপনস কাননাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সেই কানন মধ্যে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর তাঁহারা দেখিলেন, একটি সুবৃহৎ আম্রবৃক্ষের নিম্নদেশে বেদীমূলে জটাজুট সমন্বিত কাষায় পরিহিত তপ্ত-তপন সদৃশ একজন দীর্ঘকায় স্থবির উপবিষ্ট আছেন। মাণ্ডবী সেই স্থবিরকে দেখাইয়া মল্লিকাকে বলিলেন 'ভগ্নি, ঐ যে মহাপুরুষকে দেখিতেছ, উনিই আমার গুরুদেব লোকনাথ স্বামী।'' তখন উভয়ে হর্ষাৎফুল্ল কলেবরে ধীরে ধীরে সেই আম্রবেদীমূলে গমন করিয়া সন্ন্যাসীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। এবং উভয়েই প্রণতা হইয়া তাঁহার পাদবন্দনা পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া প্রভু লোকনাথ স্বামী ঈষৎ হাস্য করত মাণ্ডবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, তোমার কুশল তো ?"

মা। হাঁ প্রভু! আপনার কৃপায় সমস্তই মঙ্গল।

লোক। তোমাদের সঙ্ঘারামের সকলের কুশল ?

মা। আজ্ঞে, হাঁ, প্রভু।

লোক। তোমার সঙ্গিনী এই ভিক্ষুনীকে নূতন দেখিতেছি। এটি কে ?

মল্লিকা যখন দেখিলেন যে, তাঁহার নিজের সম্বন্ধে কথোপকথন উপস্থিত হইল, তখন তিনি ধীরে ধীরে তথা হইতে উঠিয়া সরিয়া গেলেন। মাণ্ডবী লোকনাথ স্বামীর

কথায় উত্তর দিয়া বলিলেন "প্রভু, কয়েকদিন মাত্র হইল আমার সঙ্গিনী আমাদের সঙ্ঘারামে আসিয়াছে।"

লো। এ কি যথারীতি ভিক্ষুনীব্রত গ্রহণ করিয়াছে ?

মা। না, প্রভু! বিপদ্‌গ্রস্তা হইয়া সঙ্ঘারামের আশ্রয়ে আসিয়াছে।

লো। তবে, ইহার ভিক্ষুনী বেশ কেন ?

মা। পথে পর্য্যটনের সুবিধার জন্য ভিক্ষুনীবেশ ধারণ করিয়াছে।

লো। এখানে আসিয়াছে কেন ?

মা। প্রভুর সাক্ষাৎ লাভ করিতে।

লো। প্রয়োজন ?

মা। প্রভুর উপদেশ শ্রবণাশায়।

লো। ইহার কোন পরিচয় জান ?

মা। কিছুমাত্র না।

লো। কারণ কি ?

মা। এ নিজের পরিচয় দিতে অসম্মত।

লো। নাম ?

মা। আমাদের নিকট 'মল্লিকা' নামে পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত নাম প্রকাশ করে নাই।

লো। মা, তোমার সঙ্গিনীকে দেখিয়া কোন ভাগ্যবানের ঘরের কন্যা বলিয়া বোধ হইতেছে।

সন্ন্যাসী ও মাণ্ডবী যতক্ষণ কথাবর্ত্তা কহিতেছিলেন, ততক্ষণ মল্লিকা বেড়াইতে বেড়াইতে নিকটবর্ত্তী পুষ্পোদ্যানের নিকটে গিয়া তথায় দাঁড়াইয়া উদ্যানের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিল। যাতি, যুঁথি, মল্লিকা, টগর নানা জাতীয় পুষ্পবৃন্দের শ্রেণী অনেক। তাহাদের কাহারও শাখা প্রশাখাগুলি সুরভি প্রস্ফুটিত পুষ্পদলে ভারাবনত—কোনগুলি বা শ্যামল পত্রাচ্ছাদিত হইয়া নিশিথের নিমিত্ত প্রতীক্ষাবান্। বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে অপ্রসস্ত দীর্ঘরাস্তা বাঁকিয়া বাঁকিয়া সর্পগতির ন্যায় চলিয়াছে—আবার কতক রাস্তা সহজ সোজা সরল ভাবে নিঃস্বার্থ সাধু ব্যক্তির মনোভাবের ন্যায় চলিয়াছে। মধ্যে একটি দীর্ঘিকা নাতি বৃহৎ—তাহাতে বাঁধাঘাট; ধাপগুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত। নিম্নে ঘনকৃষ্ণ স্বচ্ছ সলিলের মধ্যে একটির পর একটি তারপর আর একটি এইরূপে নামিয়া গিয়াছে। অদূরে একটি ঘন পত্রাচ্ছাদিত বহুশাখা প্রশাখা বিশিষ্ট অশ্বত্থ বৃক্ষ বহুদূর পর্য্যন্ত আচ্ছাদন করিয়া মহাপুরুষের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে।

মল্লিকা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই সব নিবিষ্ট চিত্তে দেখিতেছিল। উপরের অনন্ত উদার প্রশান্ত নীলাকাশ, নিম্নে দীর্ঘিকার স্বচ্ছ নীল সলিল রাশিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া কি মনোহর সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। নানাজাতীয় বিহঙ্গম কলনাদে চতুর্দ্দিক কেমন প্লাবিত করিতেছে—রৌদ্রক্লান্ত সন্ন্যাসাশ্রম গাভীগুলি শ্যামল প্রান্তর হইতে একটু দূরে বৃক্ষমূলে কি নিরুদ্বেগে ও নিশ্চিন্ত মনে অর্দ্ধনিমিলিত নেত্রে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেছে—মল্লিকা একদৃষ্টে তাহাই দেখিতেছিল, আর মনে মনে কি ভাবিতেছিল!

লোকনাথ স্বামী তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মাণ্ডবীকে বলিলেন "মা, তোমার সঙ্গিনীকে একবার ডাক।"

মাণ্ডবী প্রভুর আদেশমত মল্লিকাকে ডাকিল "ও মলি! মল্লিকা! এদিকে একবার এসো, বোন্!"

মল্লিকা সহসা ডাক শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল,—মাণ্ডবী ডাকিতেছে। তখন সে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিল। আসিয়া মাণ্ডবীকে জিজ্ঞাসা করিল "দিদি, আমাকে ডাকিতেছিলে?"

মা। "হাঁ, বোন্, প্রভু তোমাকে ডাকিতে বলিয়াছেন।"

সন্ন্যাসী সহাস্যবদনে মল্লিকাকে উপবেশন করিতে বলিয়া তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কর গণনা করিতে করিতে বলিলেন—"মা, তোমার পিতা দুর্গাধিপ ছিলেন। না, না, শুধু দুর্গাধিপ বলিলে ঠিক বলা হয় না, তিনি একজন মহাবীর পুরুষ ছিলেন!"

মল্লিকা সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। ভাবিল, সন্ন্যাসী এ সব কথা কি করিয়া জানিতে পারিল। শেষে প্রকাশ্যে বলিল "প্রভুর অনুমান অসত্য নহে।"

সন্ন্যাসী। "তোমার পিতা বীরপুরুষ হইলেও কর্ত্তব্যের কঠোর আদেশ পালন করিতে গিয়া রাজরোষে প্রাণ হারাইয়াছেন।" মল্লিকা অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল "প্রভুর বাক্য সর্ব্বাংশে সত্য।"

সন্ন্যাসী। তোমার পৈতৃকসম্পত্তি এক্ষণে পরহস্তগত। আর সেই শত্রুর অনধিকার চর্চ্চার ফলে তুমি গৃহত্যাগিনী।"

এবার আর মল্লিকার বিস্ময় প্রকৃতই সীমা অতিক্রম করিল। প্রকাশ্যে মস্তক নাড়িয়া সন্ন্যাসীর উক্তি সমর্থন করিল।

স। তুমি সম্প্রতি কোন প্রিয়জনের সংবাদাকাঙ্ক্ষী।

মল্লিকা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সন্ন্যাসীর দিকে তাকাইয়া উত্তর করিল "প্রভু সত্যই ত্রিকালদর্শী।"

স। মা, আমি ত্রিকালদর্শী নহি। মানব মানবীর অবস্থায় ত্রিকালদর্শী হইতে পারে কি না তাহাই সন্দেহস্থল। তবে কোন কোন বিষয়ে চেষ্ট করিলে মানবের দিব্যদৃষ্টি পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

ম। প্রভু! আপনার এ অধমা কন্যার মুখরতা মার্জ্জনা করিবেন। আমার একটি প্রশ্ন আছে?

স। কি প্রশ্ন, মা?

ম। প্রভু! সেই প্রিয়জনের দর্শনলাভ কি আমার ভাগ্যে ঘটিবার সম্ভাবনা আছে?

স। মা, শাস্ত্রে বলে "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী।" দর্শন ঘটিবে—কিন্তু কিছু বিলম্বে।

সন্ন্যাসী এই কথা বলিয়া মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিলেন। তারপর পুনরায় বলিতে লাগিলেন "মা, মানব-অদৃষ্টের গভীর অন্ধকারাবৃত গহন গহ্বরে যে কি নীহিত আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া দুষ্কর। তবে যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে দেখিতেছি, তোমার বর্ত্তমান অন্ধকারময় হইলেও ভবিষ্যৎ অত্যধিক সমুজ্জ্বল—সহস্র রত্নরাজির ভাস্বর বিভায় দীপ্তিশীল।"

এই বলিয়া মল্লিকার হস্তত্যাগ করত গাত্রোত্থান করিলেন। তখন সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। অদূরে মহীপালস্তূপে আরতির শঙ্খ ঘণ্টা সশব্দে বাজিয়া উঠিয়াছিল। সন্ন্যাসীকে গাত্রোত্থান করিতে দেখিয়া মল্লিকা ও মাণ্ডবীদেবীও গাত্রোত্থান করিলেন। তারপর তাঁহারা তিনজনে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে স্তূপাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ক্রমে তাঁহারা স্তূপবেষ্টনী অতিক্রম করিয়া স্তূপ সন্নিহিত প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন। দীপসমূহের উজ্জ্বল আলোকে, ধূপধুনার পূতগন্ধে স্তূপ-প্রাঙ্গণ আমোদিত হইয়া উঠিয়াছিল। দলে দলে সদ্ধর্ম্মীগণ—ভিক্ষু ভিক্ষুণী, স্থবির স্থবিরা, উপাসক উপাসিকা—সেই সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া স্তূপ প্রদক্ষিণ আরম্ভ করিয়াছিল। শত সদ্ধর্ম্মীর ভক্তিপূত হৃদয়োচ্ছ্বাস 'ওঁ মণিপদ্মে ওঁ' মহামন্ত্র সহায়ে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নিবেদিত হইতেছিল। ক্রমে আরতি, অর্চ্চনা, উপাসনা, প্রদক্ষিণ, ধ্যান পারসমাপ্ত হইয়া গেল। ক্রমে

সমবেত সদ্ধর্ম্মীগণ একে একে নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যাইতে লাগিল। তখন আমাদের সেই পূর্ব্ব বর্ণিত দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী মাণ্ডবী ও মল্লিকার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, স্তূপবেষ্টনী হইতে বহির্গত হইয়া, বরাবর উত্তরদিকের রাস্তা ধরিয়া প্রস্থান করিলেন। আর পূর্ব্বদিকগামী রাস্তা অতিবাহন করিয়া রজনীর প্রথম যাম অতিক্রান্ত না হইতেই মাণ্ডবী ও মল্লিকাদেবী স্বীয় সঙ্ঘারামে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দেব বর্ম্মা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, ৬৫৮ পৃষ্ঠার পর।)

'দ্বাধিমৌ পুরুষৌ' ইত্যাদি ভগবদুক্তির ব্যাখ্যায় ভগবদ্ভক্তশিরোমণি শ্রীধরস্বামী এই ক্ষর অক্ষর ও পুরুষোত্তমের তত্ত্ব সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য আমরা এখানে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। তিনি বলিতেছেন—

"ক্ষরঃ পুরুষো নাম সর্ব্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানি শরীরাণি, অবিবেকিলোকস্য শরীরেষ্বের পুরুষত্বপ্রসিদ্ধেঃ। কূটো রাশিঃ শিলারাশিঃ পর্ব্বত ইব দেহেষু নশ্যৎস্বপি নির্ব্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থশ্চেতনো ভোক্তা স তু অক্ষরপুরুষ উচ্যতে বিবেকিভিঃ। এতাভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যাম্ অন্যো বিলক্ষণস্তু উত্তমঃ পুরুষঃ। বৈলক্ষণ্যমেবাহ পরমশ্চাসৌ আত্মা চেতি উদাহৃত উক্তঃ শ্রুতিভিঃ; আত্মত্বেন ক্ষরাদ্‌চেতনাদ্ বিলক্ষণঃ, পরমত্বেন অক্ষরাচ্চ ভোক্তৃবিলক্ষণঃ ইত্যর্থঃ। পরমত্বমেব দর্শয়তি যো লোকত্রয়মিতি। য ঈশ্বর ঈশনশীলঃ অব্যয়শ্চ নির্ব্বিকার এব সন্ লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্তি পালয়তি।" [বিস্তার ভয়ে অনুবাদ দেওয়া হইল না]

এখানে স্বামী স্পষ্টতঃ পরমাত্মা পরব্রহ্মকেই পুরুষোত্তম বলিয়াছেন। বিপিনবাবু কিন্তু স্বামীর কথা আদৌ মানেন না।

ভগবদুক্ত ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম এই তিনতত্ত্ব আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য আমরা বৈষ্ণবশাস্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। বৈষ্ণবশাস্ত্র এই ত্রিতত্ত্ব

বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে ক্ষর পুরুষ অর্থাৎ প্রকৃতির পরিচয় দিয়া বলিতেছেন—

প্রোচ্যতে প্রকৃতির্হেতুঃ প্রধানং কারণং পরম্।
ইত্যেষা প্রকৃতিঃ সর্ব্বা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী॥ বিষ্ণুপুরাণ

প্রকৃতিই সমস্ত জগতের কারণ বলিয়া অভিহিত হন। তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয় রূপিণী।

অক্ষর পুরুষের পরিচয়ে বলিতেছেন "একঃ শুদ্ধাক্ষরো নিত্যঃ সর্ব্বব্যাপী তথা পুমান্। সোঽপ্যংশঃ পরমাত্মনঃ॥"

নিত্য স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী এক পবিত্র অক্ষর পুরুষ আছেন। তিনিও (সেই অক্ষর পুরুষও পরমাত্মার অংশ মাত্র। ইনিই জীব ("মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" গীতা) ইনিই দ্বাবিমৌ শ্লোকের অক্ষর পুরুষ।

ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী এই প্রকৃতি অর্থাৎ ক্ষরপুরুষ এবং এই নিত্য সর্ব্বব্যাপী এই দুই পুরুষ হইতে অক্ষর পুরুষ তাঁহারাই গীতায় "দ্বাধিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। এই দুই পুরুষ হইতে ভিন্ন আর এক পুরুষ আছেন, তিনি পরমাত্মা (পরম পুরুষ)। এই পরমাত্মা যে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে উত্তম তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—

প্রকৃতি র্যা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি॥

হে মৈত্রেয়! ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপিণী যে প্রকৃতি এবং পরমাত্মার অংশ স্বরূপ যে পুরুষের বিষয় তোমাকে বলিলাম, তাহারা উভয়েই এই পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হন। সুতরাং এই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

এক্ষণে, নিত্য সর্ব্বব্যাপী অক্ষর পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ যে পরমাত্মা ইনি কে? বিষ্ণুপুরাণ সুস্পষ্ট ভাষায় তাহার উত্তর দিতেছেন—

ন সন্তি যত্র সর্ব্বেশে নাম-জাত্যাদি-কল্পনাঃ।
সত্তামাত্রাত্মকে জ্ঞেয়ে জ্ঞানাত্মন্যাত্মনঃ পরে॥
স ব্রহ্ম তৎপরং ধাম পরমাত্মা স চেশ্বরঃ
স বিষ্ণুঃ সর্ব্বমেবেদং যতো নাবর্ত্ততে যতিঃ॥

যাঁহাতে নাম এবং জাত্যাদির কল্পনা নাই এবং যিনি কেবল জ্ঞানস্বরূপেই অবস্থান করিতেছেন তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা এবং তিনিই

সকলের ঈশ্বর। তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া যোগিগণ আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হন না।

বিষ্ণুপুরাণ কেবল এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে পরমাত্মা ব্রহ্মই পুরুষোত্তম। তাহার উক্তি এই—

পরমাত্মা চ সর্ব্বেষামাধারেঃ পরমেশ্বরঃ।
বিষ্ণুনাম্না স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে॥
ঋগ্‌যজুঃসামভির্মার্গৈঃ সর্ব্বমূর্ত্তিঃস পূজ্যতে।
যজ্ঞেশ্বরো যজ্ঞপুমান্ পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ॥

পরমাত্মাই সকলের আধার, তিনিই পরমেশ্বর, তিনিই পুরুষোত্তম। তিনিই যজ্ঞেশ্বর, তিনিই যজ্ঞপুরুষ। ঋগ্‌ যজুঃ ও সাম বেদোক্ত মার্গ সকল দ্বারা লোকেরা তাঁহাকেই (সেই পুরুষোত্তম পরমাত্মাকেই) পূজা করিয়া থাকেন। পাঠকগণ এক্ষণে দেখিলেন—

পুরুষোত্তম কে?

এই পুরুষোত্তম পরমাত্মাই বেদ ও বেদান্ত সমূহে বিষ্ণু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। "তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" ইতি শ্রুতিঃ। বিষ্ণু-পুরাণে অন্যত্র আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

"তদ্‌ব্রহ্ম পরমং ধাম তদ্‌ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।
শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদা বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥
তদেব ভগবদ্ বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
বাচকো ভগবচ্ছব্দস্তস্যাদ্যস্যাক্ষরাত্মনঃ॥

বিষ্ণু নামে অভিহিত সেই পরমাত্মাই পরম ব্রহ্ম। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি-দিগের তিনিই ধ্যেয় বস্তু, তিনিই বেদে অতি সূক্ষ্ম ও বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। পরমাত্মার সেই স্বরূপই ভগবৎ শব্দের বাচ্য এবং ভগবৎ শব্দ সেই আদি ও অক্ষর পরমাত্মারই বাচক।

উপরি উক্ত প্রকৃতি, অক্ষর পুরুষ ও পুরুষোত্তম এই ত্রিতত্ত্ব বিষ্ণুপুরাণে একই স্থানে পর পর সন্নিবেশিত আছে। আমরা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য পৃথক পৃথক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম। আমরা বিষ্ণুপুরাণে অন্যত্র দেখাইয়াছি—

ব্রহ্মাক্ষরমজং নিত্যং যথাসৌ পুরুষোত্তমঃ।
তথা বাগাদয়ো দোষাঃ প্রয়ান্তু প্রশমং মম॥

অক্ষর অজ নিত্য ব্রহ্মই যেমন এই পুরুষোত্তম, সেইরূপ আমার বাগাদি দোষ প্রশম প্রাপ্ত হউক।

বস্তুতঃ উপনিষৎপ্রতিপাদিত পরব্রহ্ম পরমাত্মাই পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম শব্দে পরব্রহ্ম পরমাত্মা ভিন্ন অপর কাহাকেও বুঝায় না,—বুঝাইতে পারে না। এই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব উপনিষদে কেমন সুন্দররূপে গীত হইয়াছে, আমরা সংক্ষেপে তাহা পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

উপনিষদ্ গাহিতেছেন—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥
ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥
যস্মাৎপরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্
যস্মান্নানীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ
তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥
এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি
অথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি॥

যিনি নিত্যদিগের মধ্যে (নিত্য জীব সকলের ও নিত্য আকাশাদির মধ্যে) নিত্য, অর্থাৎ যিনি নিত্য বলিয়া জীব সকলেরও আকাশাদির নিত্যতা; যিনি চেতন-দিগের মধ্যে চেতন অর্থাৎ যিনি চেতন বলিয়া অন্য চেতনগণ চেতনাবান্, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনার (কর্ম্মানুযায়ী ভোগ সকলের) বিধান করেন, যিনি সকলের

কারণ, সাংখ্যযোগাধিগম্য, সেই দেবতাকে জানিয়া সাধক অবিদ্যাদি সর্ব্বপাশ হইতে বিমুক্ত হন।

যিনি ঈশ্বরদিগেরও (ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবাদির ও) পরম মহেশ্বর অর্থাৎ পরম নিয়ন্তা, যিনি ইন্দ্রাদি দেবতাগণেরও পরম দেবতা, যিনি পতিদিগেরও (প্রজা-পতিদিগেরও) পতি, যিনি হিরণ্যগর্ভাদি পরম অক্ষর পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ, সকল ভুবনেশ্বর, সেই সম্ভজনীয় দেবতাকে আমরা জানি।

জগতে তাঁহার কোন পতি বা নিয়ন্তা নাই, এমন কোন চিহ্ন নাই যদ্দ্বারা তাঁহাকে অনুমান করা যায়। তিনি সকলের কারণ, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অধিপতি যে জীবাত্মা তিনি তাঁহারও স্বামী। তাঁহার জনিতা বা স্বামা কেহ নাই।

যাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা অশ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, যাঁহা হইতে ক্ষুদ্র বা মহৎ কিছুই নাই, তাঁহাকেই জানিয়া সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন; অমৃতত্ব প্রাপ্তির (মোক্ষ প্রাপ্তির) অন্য পথ নাই।

এই নিত্য আত্মসংস্থ পরমব্রহ্মই জ্ঞেয়। ইহার পর আর কিছুই জানিবার নাই। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন তাঁহারা অমৃত হয়েন; কিন্তু অন্যেরা দুঃখই প্রাপ্ত হয়েন।

উপনিষদে পরমাত্ম তত্ত্ব—পুরুষোত্তমতত্ত্ব এইরূপে কত সুন্দর ও কত স্পষ্টরূপে যে বর্ণিত আছে, তাহা উপনিষৎপাঠী সকলেই অবগত আছেন। জানি না কি জন্য বিপিনচন্দ্র তাহা দেখিতে পান না। পুরুষোত্তম শব্দে যে কয়টি বর্ণ পর পর বিন্যস্ত আছে, তাদৃশ বিন্যাসযুক্ত শব্দের অভাবই কি তাঁহার ঈদৃশ দৃষ্টিহীনতার কারণ?

বিপিনবাবু পরব্রহ্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণের ভেদ দেখাইতে গিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতেছেন—"তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) কেবল সাক্ষী নহেন, তিনি নিয়ন্তা ঈশ্বরও বটেন।" বিপিন বাবুর এতাদৃশী ভেদপ্রদর্শনপটুতা দর্শন করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তিনি এত উপনিষদ্ ঘাঁটিয়া ও কি বুঝিতে পারেন নাই যে পরমাত্মা পরব্রহ্ম কেবল সাক্ষী নহেন,—তিনিই সকলের একমাত্র নিয়ন্তা—তিনিই সকলের একমাত্র ঈশ্বর। তিনি ভিন্ন জগতের নিয়ন্তা বা ঈশ্বর আর কেহ নাই। উপনিষদ্ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন—

"য ঈশে অস্য জগতো নিত্যমেব
নান্যো হেতু বিদ্যতে ঈশনায়।"

তিনি (পরব্রহ্ম) এই জগৎকে সর্ব্বদা নিয়মিত করিতেছেন। তিনি ভিন্ন জগৎ শাসনের হেতু (জগতের শাসনকর্ত্তা) অন্য কেহ নাই।

"স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ
কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥"

তিনিই বিশ্বের কর্ত্তা, তিনি বিশ্বের বেত্তা, তিনি স্বয়ম্ভূ। তিনিই কালের কর্ত্তা গুণী ও সর্ব্ববেত্তা। তিনিই প্রধানের অর্থাৎ ক্ষর প্রকৃতির ও ক্ষেত্রজ্ঞের অর্থাৎ অক্ষর পুরুষ জীবাত্মার স্বামী। তিনিই সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের নিয়ন্তা। তিনিই সংসারের বন্ধন স্থিতি ও মোক্ষের হেতু।

"য ইমাঁল্লোকানীশতে ঈশনীভিঃ।
প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতে সঞ্চুকোপান্তকালে
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ॥"

তিনি এই লোক সকল নিজ শক্তিসমূহ দ্বারা নিয়মিত করিতেছেন, তিনি সর্ব্ব-জনের পশ্চাতে বর্ত্তমান আছেন, তিনি সমুদায় ভুবন সৃষ্টি করেন ও পালন করেন এবং প্রলয়কালে সংহার করেন।

একৈকং জালং বহুধা বিকুর্ব্বন্
অস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পতয়স্তথেশঃ
সর্ব্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা॥

এই দেব এই ক্ষেত্রে একটি জাল নানাভাবে বিস্তার করিয়া পুনরায় প্রত্যাহার করেন। এই মহান্ ঈশ্বর পুনরায় পূর্ব্ববৎ পতি সকলকে (লোকপালগণকে) সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বাধিপত্য করেন।

"স বা আত্মা সর্ব্বদর্শী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি।" সেই আত্মা (ব্রহ্ম) সকলের নিয়ন্তা তিনি এই সকল বিশ্ব শাসন করেন।

ভগবান্ পরমব্রহ্মই যে সমস্ত বিশ্বের একমাত্র নিয়ন্তা ও ঈশ্বর, তিনি যে কেবল সাক্ষী নহেন, তাহা উপনিষদ্ ভূয়ো ভূয়ঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রহ্মকে খাট করা চাই কিনা, তাই বিপিন বাবু চোখে কাপড় বাঁধিয়া তত্ত্ব ভূমিতে বিচরণ করিতেছেন!

বিপিনবাবু কোন্ কৃষ্ণ হইতে উপনিষদের পরব্রহ্মকে খাট দেখাইতে চাহেন, চক্ষু না বুজিলে তাহা বুঝা কঠিন। উপনিষদের প্রতিপাদ্য যে "সর্ব্বগত" সর্ব্বভূতান্ত-রাত্মা" "সর্ব্বেশ্বর" "বিশ্বরূপ" ব্রহ্মকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমি বলিয়া জ্ঞাপন করিয়া-

ছেন বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেবসুত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার একতম বিভূতি মাত্র। এ তত্ত্ব বিশ্বরূপ বর্ণনকালে ভগবান স্বয়ংই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—"বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি"—বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে আমি বাসুদেব। বিপিনবাবু কি বিশ্বরূপ ভগবানের এই একতম বিভূতিকে বিশ্বরূপ ভগবান্ পরব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ দেখাইতে চাহেন?

আমরা বিষ্ণুপুরাণে দেখাইয়াছি শ্রীকৃষ্ণ অন্তকালে ব্রহ্মকেই স্মরণ করিয়া, ব্রহ্মকেই ধ্যান করিয়া মানুষ দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। আমরা দেখাইয়াছি—

"ব্রহ্মভূতেঽব্যয়েঽচিন্ত্যে সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনি।
তত্যাজ মানুষং দেহমতীত্য ত্রিবিধাং গতিম্॥
অর্জ্জুনোঽপি তদাদ্বিষ্য রামকৃষ্ণ-কলেবরে।
সংস্কারং লম্ভয়ামাস তথান্যেষামনুক্রমাৎ॥ বিষ্ণুপুরাণ।

এখানে স্পষ্টই দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ ধ্যাতা এবং ব্রহ্ম ধ্যেয়। শ্রীকৃষ্ণ অন্তকালে ব্রহ্মকে স্মরণ ও ধ্যান করিতে করিতে মানব দেহ ত্যাগ করিলেন, বিপিন বাবু কি সেই ধ্যাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে ধ্যেয় ব্রহ্মকে নিকৃষ্ট দেখিয়া ও দেখাইতে চেষ্টা করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে চাহেন?

উপনিষদ্ ও গীতা পড়িয়া বিপিনবাবুর শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব পড়িতে আরম্ভ করিলেই মনে হয়, এ আবার কোন্ কৃষ্ণতত্ত্ব? ভক্ত বৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, জীবের উদ্ধারের জন্য, স্বয়ংই আত্ম তত্ত্ব, সরল সুন্দর করিয়া গীতায় নানা ভাবে অর্জ্জুনের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। ভক্ত মাত্রই গীতা পাঠ করিয়া, গীতায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব নানা ভাবে পরিস্ফুট দেখিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

গীতা পাঠ করিলেই মনে এই প্রশ্নের উদয় হয় অর্জ্জুনের উপদেষ্টা এই **শ্রীকৃষ্ণ কে?** ইহাই প্রকৃত কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা। ভগবান্ স্বয়ংই শ্রীমুখে এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেছেন।—

"অহমাত্মা গূঢ়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।" গীতা

সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত যে আত্মা **তিনিই আমি**। (সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ইতি শ্রুতিঃ.)

"ময়া ততামিদং সর্ব্বং জগৎ" গীতা

যিনি এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন **তিনিই আমি**। অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী আত্মাই আমি। (সর্ব্বগতমিতি শ্রুতিঃ)

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

যে বস্তু (আত্মা) সর্ব্বত্র বিদ্যমান এবং সকল বস্তু যাঁহাতে অবস্থিত আছে, **তিনিই আমি**। অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী আত্মা বা ব্রহ্মই আমি। এইরূপে যে আমাকে (আত্মরূপী ভগবান্‌কে) দেখে, আমি কখনও তাহার অদৃশ্য হই না; সেও কখনও আমার পরোক্ষ হয় না। অর্থাৎ তাঁহার প্রতি আমার কৃপা দৃষ্টি সর্ব্বদাই থাকে। (এই তত্ত্ব উপনিষদের অন্বর্থ মাত্র। উপনিষদ বলেন—"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবাণুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥")

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥

যিনি অর্থাৎ যে আত্মা ("তৎ" পদার্থ) সর্ব্বভূতে অবস্থিত, যিনি সর্ব্বভূতের সহিত ("ত্বং" পদার্থের সহিত) এক অর্থাৎ অভিন্ন, **তিনিই আমি**। যে সাধক আমাকে (পরমাত্মাকে) আপনার সহিত (জীবাত্মার সহিত) অভিন্ন জানিয়া ভজনা করেন, তিনি আমাতেই অভিন্নরূপে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। [তথাচ শ্রুতিঃ—"ক্ষরং প্রধান মমৃতাক্ষরং হরঃ, ক্ষরাত্মানা বীশতে দেব একঃ। তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্, ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ॥" ক্ষর প্রকৃতি ও অক্ষর জীবাত্মা এতদুভয়ের ঈশ্বর যে পরমাত্মা (পরব্রহ্ম) তাঁহার সহিত যোগ ও একত্ব বশতঃ অন্তে সম্পূর্ণরূপে সমুদায় মোহ বিনষ্ট হয়। অপিচ যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কং শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥ ইতি শ্রুতিঃ)

অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়॥

যিনি (যে আত্মা) সমগ্র জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় স্থান ("যদক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে যত্র চৈবাভিয়ন্তি।" ইতি "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিঃ), যাহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই (যস্মাৎ পরং নাস্তীতি শ্রুতিঃ) হে ধনঞ্জয়, **তিনিই আমি**।

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোক মহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

যিনি (আত্মা; কখন ও জন্মেন না সুতরাং যিনি অনাদি পুরুষ, **তিনিই** (অর্থাৎ সেই আত্মা বা ব্রহ্মই) **আমি**। ("ন জায়তে" ইতি শ্রুতিঃ) যিনি

অর্থাৎ আত্মা যে লোক সকলের মহেশ্বর (তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্ ইতি শ্রুতিঃ) **তিনিই আমি**। যে সাধক আমাকে জন্মরহিত, অনাদি এবং সর্ব্বলোকমহেশ্বর বলিয়া বোঝেন, মনুষ্যদিগের মধ্যে তিনি শ্বরাহচিত হইয়া সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন।

জীবের যাহা জানিবার বস্তু, যাহা জানিলে জীব মুক্ত হয় (যজ্‌জ্ঞাত্বাঽ মৃত মশ্নুতে) ভগবান্ ভক্তদিগের প্রতি কৃপা করিয়া গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সেই জ্ঞেয় বস্তুর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই জ্ঞেয় বস্তুই তিনি। ভগবান্ বলিয়াছেন—"মদ্‌ভক্ত এত দ্বিজ্ঞায় মদ্‌ভাবোঽয়োপপদ্যতে।" আমার ভক্তগণ ইহা জানিয়া (জ্ঞেয়বস্তুরূপে আমাকে অবগত হইয়া) মদ্‌ভাব লাভের অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির (মদ্‌ভাবায় ব্রহ্মভাবায় ইতি শ্রীধরঃ) যোগ্য হয়। এখানেও ভগবান্, উপনিষদ্ হইতে আকর্ষণ করিয়া, আত্ম স্বরূপের অর্থাৎ তিনি যে কি বস্তু তাহার অতি সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে তাহা দেখাইতেছি।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ গীতা

সর্ব্বত্র তাঁহার হস্তপদ, সর্ব্বত্র তাঁহার নেত্র, সর্ব্বত্র তাঁহার শির ও মুখ এবং সর্ব্বত্র তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় অর্থাৎ তিনি বিশ্বরূপ। তিনি সকল পদার্থ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন।

বহিরন্তশ্চ ভূতানাম চরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থংচান্তিকে চ তৎ॥

তিনি সকল বস্তুরই ভিতরে ও বাহিরে বর্ত্তমান। স্থাবরও তিনি, জঙ্গমও তিনি, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয়। দূর হইতেও দূরে তিনি, অতি নিকট হইতেও নিকটে তিনি। (তথাচ শ্রুতিঃ—তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্ উ অন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদ্ উ সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥)

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥

তিনি সর্ব্বভূতে অবিভক্ত থাকিয়াও (এক অখণ্ড আত্মারূপে অবস্থান করিয়াও) প্রতেক প্রাণীতে বিভক্তের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়েন। তিনিই জানিবার বস্তু। সৃষ্টিকর্ত্তাও তিনি সংহারকর্ত্তাও তিনি।

জ্যোতিষামপি তজ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম॥

তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ সকলের জ্যোতিঃ স্বরূপ (তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি শ্রুতিঃ), তিনিই অজ্ঞান বা অবিদ্যারূপ অন্ধকারের পরপারে স্থিত বলিয়া কথিত হয়েন (তমসঃ পরস্তাদিতি শ্রুতিঃ)। জ্ঞানও তিনি জ্ঞেয়ও তিনি। অমানিত্বমদাম্ভিত্বমিত্যাদি জ্ঞানলক্ষণ দ্বারা অধিগম্যও তিনি। তিনি সকলের হৃদয়ে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত। ("সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা" ইতি সর্ব্বভূতাদিবাসঃ ইতি চ শ্রুতিঃ)

ভগবান বলিতেছেন "আমার ভক্তগণ এইভাবে আমাকে জানিয়া মদ্‌ভাব লাভের (ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির) যোগ্য হয়।

এই দেহে দুইটি পুরুষ আছেন। একটি "জ্ঞ" অপরটি "অজ্ঞ।" একটি "ঈশ" অপরটি "অনীশ"। "জ্ঞাঽজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" ইতি শ্রুতিঃ।

বেদে অতি সুন্দর উপমাদ্বারা ইহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া, সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপপলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

পরস্পর সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন দুই পক্ষী এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন (জীব) সুখদুঃখাদি ফলভোক্তা ও অপরটি (ঈশ্বর) দ্রষ্টা ও নিয়ন্তা।

দেহস্থিত এই পুরুষদ্বয়ের মধ্যে জীব নিয়মিত ও ঈশ্বর নিয়ন্তা। এই নিয়ন্তা পুরুষ সম্বন্ধেই ভগবান্ বলিতেছেন—

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥

দেহস্থিত এই নিয়ন্তা পুরুষই মহেশ্বর (ব্রহ্মাদির ও ঈশ্বর) ইনিই বেদে পরমাত্মা বলিয়া বলিয়া কীর্ত্তিত আছেন। এই পরমাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তুই পরমপুরুষ বা পুরুষোত্তম। **ইনিই আমি** (অস্মি পুরুষোত্তমঃ ইতি গীতা) (অথাচ শ্রুতিঃ—এষ (পরমাত্মা) সর্ব্বেশ্বরঃ এষ অধিপতিঃ এষ লোকপাল ইতি।

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

যে বস্তু সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত, সর্ব্বভূত বিনষ্ট হইলেও যে বহু বিনষ্ট হয় না, তাহাই (সেই আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তুই) **আমি**। যে সাধক এইরূপে আমাকে দর্শন করেন তিনিই যথার্থদর্শী।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

যে পদ প্রাপ্ত হইলে (অর্থাৎ যে অব্যয় পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলে) সাধকের আর পুনরাবৃত্তি হয় না, যাঁহাকে চন্দ্র সূর্য্য ও হুতাশন প্রকাশ করিতে পারে না, তাহাই আমার পরমধাম অর্থাৎ সেই পরমধাম পরমাত্মা বা পরব্রহ্মই আমি। (তথাচ শ্রুতি :—ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকম্, নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥)

এইরূপে গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে নানাভাবে আত্ম-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। এগুলি আধ্যাত্মিকী ভাষা, লৌকিকী ভাষা নহে। ইহা যেমন সরল তেমনই সুন্দর। ইহাই **গীতায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব**।

গীতা পড়িতে পড়িতে সাধকের মনে যখন শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠে, তখন তিনি ভগবানের শ্রীমুখ নিনাদিত এই মধুর বংশী-ধ্বনি শুনিতে শুনিতে ভাববিহ্বল ও কৃতার্থ হইয়া যান। উপনিষদ্ বা শ্রুতি প্রতিপাদিত পরমাত্মা পরব্রহ্মকেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় আমি বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। বিপিনবাবু তাহা দেখিয়াও দেখিতে পান না অথবা জানি না কিজন্য, দেখিতে চান না।

যাঁহাকে শুনাইবার জন্য ভাগবতে কৃষ্ণলীলা, সেই রাজর্ষি পরীক্ষিৎ মৃত্যুকালে অধোক্ষজে (শ্রীকৃষ্ণে) চিত্ত সমাধান করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তথা চ ভাগবতে—

অনুজানীহি মাং ব্রহ্মন্ বাচং যচ্ছাম্যধোক্ষজে।
মুক্তকামাশয়ং চেতঃ প্রবেশ্য বিসৃজাম্যসূন্॥

পরমাত্মা বা ব্রহ্ম বস্তুই সেই অধোক্ষজ। ভাগবত স্পষ্টাক্ষরে সে কথা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—

পরীক্ষিদপি রাজর্ষিরাত্মন্যাত্মানমাত্মনা।
সমাধায় পরং দধ্যাবম্পন্দাসুর্যথা তরুঃ॥

রাজর্ষি পরীক্ষিৎ ও বুদ্ধি দ্বারা মনকে আত্মাতে যোজনা করিয়া নির্ব্বাত নিষ্কম্প তরুর ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া পরমাত্মাকে (ব্রহ্ম বস্তুকে) চিন্তা করিতে লাগিলেন ("পরম্ আত্মানং দধ্যৌ" ইতি শ্রীধরস্বামী)। এই পরমাত্মা বা ব্রহ্মবস্তুই অধোক্ষজ (শ্রীকৃষ্ণ)।

পরীক্ষিৎ মৃত্যুকালে অধোক্ষজকে (শ্রীকৃষ্ণকে) যে ভাবে ধ্যান করিয়াছিলেন, আমরা তাহা ও দেখাইয়াছি। **তাহা এই—**

"অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্।" ভাগবত,

সুতরাং ব্রহ্মই অধোক্ষজ (শ্রীকৃষ্ণ) বলিয়া অভিহিত। রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব প্রকাশক ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ এ কথাটি একেবারে খুলিয়াই বলিয়াছেন। তাহার উক্তি এই—

"সর্ব্ববীজং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।"

সকলের বীজ স্বরূপ যে পরব্রহ্ম তিনিই কৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

বস্তুতঃ ব্রহ্মবস্তুই পরম তত্ত্ব। ব্রহ্মবস্তুই সর্ব্বশাস্ত্রের পরম তাৎপর্য্য। ভাগবত বলেন, ব্রহ্মই পরমাত্মা (ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ), বিষ্ণুপুরাণ বলেন, ব্রহ্মই পরমাত্মা ও পরমেশ্বর (স ব্রহ্ম তৎপরং ধাম পরমাত্মা সচেশ্বরঃ। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, পরমাত্মাই উত্তম পুরুষ—পুরুষোত্তম (উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। এবং সেই উত্তম পুরুষই অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তুই আমি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে দেখাইয়াছি—ব্রহ্মই কৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত হন। সুতরাং অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে, ব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন বস্তু। সদ্‌গুরুর কৃপা হইলেই এ তত্ত্ব বুঝা যায়। এহেন শাশ্বত ও মধুর ভগবত্তত্ত্বে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্রের বিষমা ভ্রান্তি—বিষমা ভেদবুদ্ধি। সুতরাং আজ অতি দুঃখে আমাদিগকেও ভারতচন্দ্রের ভাষায় বলিতে হইতেছে—

কৃষ্ণে ব্রহ্মে করে ভেদ, নর বুঝে নারে
অভেদ কহে সর্ব্ব বেদ।
অভেদ ভাবে যেই পরম জ্ঞানী সেই,
তাঁরে না লাগে পাপ ক্লেদ।

শ্রীরেবতীমোহন কাব্যতীর্থ।

সংস্কার।

হিন্দু শাস্ত্রকারগণ ব্যক্তিগত সংস্কার সাধনের কথা সর্ব্বত্রই বিশদ ভাবে বুঝাইয়াছেন। কিন্তু সাধারণতঃ সংস্কার বলিলে, সমাজ-সংস্কারের কথাই আসিয়া পড়ে। প্রসঙ্গক্রমে সমাজ-সংস্কারের কথা উত্থাপন করিলে অসঙ্গত হইবে না; সমাজ-সংস্কারের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমে সমাজ এবং সংস্কার এই শব্দ দ্বয়ের ব্যুৎপত্তি লব্ধ অর্থের বিশেষ অনুসন্ধান প্রয়োজন। 'সমাজ' শব্দের ব্যুৎপত্তি লব্ধ অর্থ কি? সম্—অজ্ × ঘঞ্,—'সম্' উপসর্গ অর্থে একত্রে অর্থাৎ এক সঙ্গে বুঝায়; 'অজ্' ধাতুর অর্থ গমন করা এবং কর্ত্তৃ বা করণ বাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া সমাজ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কর্ত্তৃ বাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় স্বীকার করিলে, যাহারা একসঙ্গে অথবা তুল্য

ভাবে গমন করে, তাহাদের সমষ্টিই সমাজ; আর অধিকরণ বাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় মানিয়া লইলে, যাহাতে অবস্থিতি হেতু লোক সমষ্টি এক সঙ্গে বা তুল্যভাবে চালিত হয়, তাহাই সমাজ অর্থাৎ যে মানব মণ্ডলী একই আচার অনুষ্ঠানে একই রীতি নীতিতে এবং একই ধর্ম্ম বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত ও অনুশিষ্ট হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, সেই মানবমণ্ডলীই সমাজবদ্ধ জীব—তাহারই অঙ্গীভূত সমাজ, 'সমাজ' অর্থে ইংরাজী যে society শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহা Latin সঙ্গ বা সহচর socius শব্দ হইতে উদ্ভূত। যে জন সঙ্ঘ একই উদ্দেশ্য, একই নিয়মে, একই ভাবে এবং একই রাজ নৈতিক বা লৌকিক স্বার্থে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া ইহসংসারে সৎপথে অগ্রসর হয়, তাহাদিগকেই society কহে. সুতরাং মূলতঃ দুইটী শব্দই একই অর্থে প্রযুক্ত।

'সমাজ' শব্দের ব্যুৎপত্তি লব্ধ অর্থ এক প্রকার জ্ঞাত হওয়া গেল। এক্ষণে দেখা যাউক, সমাজ কি প্রকারেই বা গঠিত হয় এবং কি রূপেই বা ইহার উন্নতি সাধন করা যায়। সমাজ আপনা আপনি গঠিত হয় না। কতকগুলি এক ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি একই কর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া ও একত্রীভূত হইয়া সমাজ গঠন করিয়া থাকে। সমাজ শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় বিশ্লেষণে সম্যক গতি এবং সংস্কার শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় বিশ্লেষণে সংশোধন এই দুইটী অর্থ দাঁড়াইতেছে। 'সমাজ' অর্থে সমষ্টি, ব্যষ্টি লইয়াই সমষ্টি, অতএব ব্যষ্টির দোষ গুণের উপরই সমষ্টির দোষগুণ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। সুতরাং সমষ্টির সংস্কার বলিলেই ব্যষ্টির সংস্কারই বুঝিতে হইবে; এই নিমিত্তই আর্য্য-শাস্ত্রকারগণ সমষ্টির সংশোধনে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই ব্যষ্টির সংস্কারেই তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী হইয়া ছিলেন। যাহাতে ব্যক্তিত্ব পূর্ণ ভাবে বিকশিত হয় তাহাতেই সমষ্টির উন্নতি হইবে এবং কেবল সেই জন্যই শাস্ত্রকারগণ ব্যষ্টির উন্নতি কল্পে শত সহস্র উপায় উদ্ভাবন করিতে উদাসীন হন নাই। যে সমাজ ব্যক্তিগত গুণাবলীতে অলঙ্কৃত হয় নাই—যে সমাজ মনুষ্যোচিত উন্নতিতে উন্নত হয় নাই সে সমাজ কোনও কালেই অধঃগতির করাল কবল হইতে উদ্ধার পায় নাই। পারিপার্শ্বিক প্রভাবে সমাজের ক্রমোন্নতি সাধিত হয়। পারিপার্শ্বিক শক্তি অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন সমাজ অথবা একই সমাজের অঙ্গীভূত ব্যক্তি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্যষ্টির উন্নতিই সমাজের প্রকৃষ্ট উন্নতি সাধন। পারিপার্শ্বিক শক্তি ব্যতীত আরও একটী শক্তি সমাজের উন্নতি সাধনের সহায়; এই শক্তিটী বংশানুক্রমিক বৈজিক শক্তি। গত শ্রাবণ সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকায় "শক্তি-বিকাশ" শীর্ষক প্রবন্ধে বংশানুক্রমিক বৈজিক শক্তি ও কৌলিক পূর্ব্ব নিপাত (Atavism) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি এবং পারিপার্শ্বিকদিগের সম্মিলিত শক্তি মনুষ্য জীবনে যে কিরূপে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ তাহাও বুঝাইতে সচেষ্ট হইয়া কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, জানি না। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে পারিপার্শ্বিকগণ মনুষ্য জীবনে বিশেষ আধিপত্য করিয়া থাকে। নীচ সংসর্গে জীব যেরূপ নীচাত্মা সম্পন্ন হয়, সেইরূপ আবার উন্নতমনা ব্যক্তির সংস্পর্শে জীবগণ সর্ব্বদাই উন্নতিমার্গে গমন করিতে থাকে।

"সৎসঙ্গে স্বর্গবাস।
অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ॥"

এই প্রবাদ বাক্যটী বহুদিন হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কি বালক, কি স্ত্রী, কি বিদ্বান্ কি মূর্খ সকলের মুখেই ইহা শুনা যায়—বাল্যাবিধ গুরুজন প্রমুখাৎ সৎসঙ্গের গুণ এবং অসৎ সঙ্গের দোষ জ্ঞাত হইয়া বাল্যাবধিই সঙ্গের তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ হই। সৎসঙ্গে যে স্বর্গবাস সুখ অনুভূত হয়, তাহা ভগবান শঙ্করাচার্য্য সম্যক্ অবগত হইয়াছিলেন এবং জগজ্জন হিতাকাঙ্ক্ষী ভগবান শঙ্কর তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ মোহমুদ্গরে জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্লোকাকারে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সৎসঙ্গ যে মনুষ্য জীবনের ধারা পরিবর্ত্তন করে, তাহা আমরা প্রত্যেকেই অল্প বিস্তর হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম। অতএব সৎসঙ্গের কথা বিশেরূপে বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। একটী সমাজের অঙ্গীভূত এক ব্যক্তি যদি প্রকৃত মনুষ্যোচিত গুণালঙ্কৃত এবং কর্ম্ম কুশল হইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার গুণসমূহ সত্বর সেই সমাজে সংক্রামিত হইয়া অপরাপর সামাজিক ব্যক্তিবর্গের সাধনমার্গের চরমোৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকে, এতদ্ধেতু আর্য্য-শাস্ত্রকারগণ ব্যষ্টির পূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য বহু উপায় উদ্ভাবন করিয়া জগতের সমূহ হিতসাধন পূর্ব্বক প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন। শাস্ত্রকারগণ ব্যক্তিগত উন্নতি সাধন মানসে যে সমুদয় উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তন্মধ্যে দশবিধ সংস্কারই প্রকৃষ্ট, সহজ সাধ্য উপায়. এই দশটী সংস্কারই সর্ব্বতোভাবে অনুষ্ঠেয়, এবং ইহাই উন্নতিকামী মনুষ্য জীবনে কার্য্যকারী। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নিষ্ক্রামণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ্য, উপনয়ন, এবং বিবাহ এই দশবিধ সংস্কারই বিধিমত পরপর অনুষ্ঠিত হইলে ব্যক্তিগত বিকাশে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। খনি হইতে সদ্য উদ্ধৃত স্বর্ণ যেমন ব্যবহারোপযোগী হয় না, পরে উহার সংস্কার সাধন দ্বারা সম্পূর্ণ লোকহিতকর-কার্য্যোপযোগী হয়, সেইরূপ জীবগণ দেহ ধারণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইলেই পৃথিবীর কোনও উপকারে আসে না, কিন্তু

প্রসূত হইবার পূর্ব্ব হইতেই উক্ত সংস্কার সমুদয় পালিত হইলে, উহা মনুষ্য জীবনে এক অভিনব শক্তি সঞ্চার করিয়া আসঙ্গলিপ্সু মনুষ্যে সমাজের বিশেষ হিতসাধনে সমর্থ হয়। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন এই তিনটী পূর্ব্ব সংস্কার ক্ষেত্রদোষ; এবং জাত কর্ম্মাদি অবশিষ্ট সাতটী জাতান্তর পালিত সংস্কার বীজদোষ নষ্ট করিয়া পূর্ণ মনুষ্যত্ব প্রদান করিয়া থাকে। উপনয়নান্তর বালক গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করিয়া সম্যক জ্ঞানার্জ্জন করিয়া থাকে এবং পরিশেষে গৃহস্থাশ্রম গ্রহণের উপযুক্ত হইলে দার পরিগ্রহণান্তর বংশ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। অবশেষে মায়া বিজড়িত গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া বাণপ্রস্থ, তৎপরে সন্ন্যাস ও যতি ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মোক্ষপদ বা চরমোৎকর্ষ লাভে সমর্থ হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে ব্যক্তিগত সংস্কারে একটী সমগ্র সমাজ কি প্রকারে উন্নত হইতে পারে। সমাজ সংস্কার করিতে চেষ্টিত হওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু সে সমাজের সংস্কারক কে? যিনিই সংস্কার করিতে অগ্রসর হইবেন, তিনি নিজেই দেখিবেন যে, তাঁহারই বিশেষ সংস্কার আবশ্যক। ব্যষ্টি লইয়াই সমষ্টি বা সমাজ; সমাজের একটী মনুষ্য যদি প্রকৃত মনুষ্যোচিত গুণে বিভূষিত হইতে পারেন, তবে তিনিই সমগ্র সমাজের উন্নতি সাধনে সক্ষম। বৌদ্ধ বিপ্লবে এক বুদ্ধদেবের শক্তি প্রভাবে দেশ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছিল, আবার একক জ্ঞান গুরু শঙ্করাচার্য্যের প্রভাবে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হইয়াছিল। উপযুক্ত এক ব্যক্তিই সমগ্র সমাজ পরিচালনে সক্ষম, দশজনে মিলিয়া গণ্ডগোল করিলে কার্য্য হানিরই বিশেষ সম্ভাবনা। তাই বলিয়া একজনের উপর সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া সকলে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে কোনও কালেই সমাজ, সমাজ হইতে পারিবে না। পরন্তু ক্রমশঃ ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই উক্ত সংস্কারাদি দ্বারা ক্ষেত্রজ এবং জাত দোষসমূহ নষ্ট করিয়া, ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়ম পালন পূর্ব্বক প্রকৃত মনুষ্য হইতে চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা দ্বারা প্রত্যেকেই মনুষ্যোচিত বহুগুণার্জ্জনে সক্ষম হইয়া ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারিবে। পরে ক্রমবিকাশ শক্তিপ্রভাবে, দৈত্যকুলের প্রহ্লাদের ন্যায় কোনও এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া উন্নতিমার্গ গমনোন্মুখ সমাজকে সহজেই উন্নতির শিখরদেশে লইয়া যাইতে সক্ষম হইবেন। এক ভগবান ব্যতীত এমন কোনও শক্তিশালী পুরুষ নাই, যিনি অসংখ্যমূঢ় জীবগণের মোহ অপনোদন করিতে পারেন। তাই বলি যদি প্রত্যেক ব্যক্তিই উন্নতিকামী হইয়া সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে থাকেন, তবে প্রত্যেকেই অল্প বিস্তর উন্নত হইতে পারিবেন এবং পরিশেষে কোনও এক স্বীয় কুলোদ্ভব মহাপুরুষের শক্তি প্রভাবে সমগ্র সমাজের ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনব বেশ ধারণ

করিবে। সাধনে সিদ্ধি—সকলেই সিদ্ধি লাভে কৃতযত্ন হউন, ভগবান নিশ্চয়ই মুখ তুলিয়া চাহিবেন। যে সংস্কারে ঐ সিদ্ধিলাভ হয়, আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাইতেছি, বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ সেই বৈদিক মুখ্যসংস্কারেই কৃতযত্ন হইয়াছেন। ইহাতে যাহারা বাধা দিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন, তাহাদিগকে সমাজ-শত্রু ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

A Glimpse into the Life of Thakur Bhakti-Vinode. পণ্ডিত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ প্রণীত। ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ স্মৃতি-সভা হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"Whatever the department of thought, feeling or work, a colossal spirit stands as a hero, he commands our admiration and attracts us to a goal." গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য মহৎ। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের জীবনী যত আলোচিত হয়, দেশের ততই মঙ্গল। নৈতিক শিক্ষার মূল সূত্রগুলি পাঠ্য পুস্তকের ভিতর দিয়া ছেলেদের মুখস্থ করাইয়া দিলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। যাঁহারা ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ তাঁহাদের জীবনী, তাঁহাদের কার্য্য ও উদ্যমের কাহিনী—নৈতিক আদর্শগুলিকে পরিস্ফুট করিয়া তোলে এবং শিক্ষার ভিত্তিও দৃঢ় করে।

ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের জীবনীখানি পাইয়া আমরা সুখী হইয়াছি। হাটখোলার সুপ্রসিদ্ধ দত্ত-বংশোদ্ভব কেদারনাথ দত্তের জীবন, কর্ম্ম ও চিন্তার বিবরণ এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু একটা কথা আমাদের বলিতে হইতেছে। পুস্তকখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইল কেন? আমরা জানিনা বাঙ্গালায় ঠাকুরের জীবনী আছে কিনা—থাকিলেও আর একখানি বাঙ্গালায় লিখিলে ক্ষতি ছিল না। বাঙ্গালা অনভিজ্ঞ ব্যক্তির জন্য লেখাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলেও সে উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। ভাষা সেরূপ প্রাঞ্জল হয় নাই—লেখকের ভাষার আমরা প্রশংসা করিতে পারি না। পুস্তকখানি বাঙ্গালায় হইলে আমরা আরও সুখী হইতাম। একজনের জীবনী লিখিতে যাইয়া অর্দ্ধেক পুস্তকে অদ্বৈতবাদ প্রকৃতি ও আত্মার স্বরূপ রস কি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা না করিলেই হইত। লেখকের ইচ্ছা হইলে এই সকল বিষয়েই অন্য পুস্তক লিখিলে পারিতেন। এখানে ঐ সকল অবান্তর হইয়াছে মাত্র। দুঃখের বিষয় এখনও কেহ আমাদের দেশে জীবন-চরিত্র লেখার প্রণালী ধরিতে পারিলেন না।

নিত্যানন্দসেবক—দ্বিতীয় বর্ষ শ্রাবণ সংখ্যা। ধর্ম্ম ও সমাজ-তত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্র। সন্ন্যাসীডাঙ্গা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

প্রথমেই শ্রীসতীকিঙ্কর কুণ্ডুর "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বন্দনা।" মূল্যহীন রচনা। তারপর শ্রীযোগীন্দ্র-নারায়ণ কাব্যতীর্থের "সাধুসঙ্গ।" এক সময় বিলাতে লোকে কিছু লিখিতে হইলেই গ্রীক ও ল্যাটিন পুস্তক হইতে অংশ উদ্ধার করিয়া সাধারণের পক্ষে লেখা দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলিতেন। আমাদের পণ্ডিত সমাজেও আজকাল তাহাই হইয়াছে। মৌলিকতার অভাব হইলে লোকে ঘুঘুপুচ্ছ দাঁড়কাক সাজিতে যায়। "সাধুসঙ্গ" প্রবাণ পাঠকের যোগ্য নয় ইহা "সন্দেশ" অথবা

"মুকুল" পত্রিকায় বাহির হইলে শোভা পাইত। "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ" জনৈকা হিন্দু মহিলারচিত, চতুর্দ্দশপদী ছন্দে মহাপ্রভুর জীবনকাহিনী [illegible] বেশ [illegible] ও মিষ্ট। "বৈষ্ণবধর্ম্মের ভেজাল" [illegible] শ্রী [illegible] বিহারী [illegible] বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দু'একটি দোষ দেখাইয়া তাহার প্রতিকারের জন্য সাধারণ [illegible] আহ্বান করিয়াছেন উদ্দেশ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পৌণ্ড্র [illegible] উন্নয়ন সম্বন্ধে দুইটি লেখা [illegible]। একটী সম্পাদক মহাশয়ের। আজ কাল আমরা সমাজের প্রত্যেক অঙ্গের একটা উন্নতির স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া সুখী হইয়াছি। [illegible] জাতিকে উন্নত করিতে হইলে সমষ্টিকে উন্নত করিতে হইবে। কোনও অঙ্গ বাদ দিলে চলিবে না। "যারে তুমি রাখিবে পশ্চাতে সে তোমারে টানিবে পশ্চাতে" বহুকাল ধরিয়া আমাদের সমাজাগ্রণী ব্রাহ্মণগণ সমাজের বিবর্ত্তনবাদ নীতি তুচ্ছ করিয়া, সমাজের কোনও কোনও অংশকে বুদ্ধি, চরিত্র, নীতি ও শিক্ষায় নীচু করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন। আমরা সেই শিক্ষার লৌহ শৃঙ্খল খুলিয়া ফেলিতে চাই।

বেদান্ত দর্শনম্। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্ত্তৃক শারীরিক ভাষ্য ও ব্রহ্মসূত্র এবং 'ভামতী' টীকার বঙ্গানুবাদ ও বিশদ ব্যাখ্যা তাৎপর্য্যাদি সমন্বিত, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ২৮। নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্ লোটাস্ লাইব্রেরী হইতে খণ্ডাকারে প্রকাশিত। ডিমাই ৮ পেজী প্রতি খণ্ড ১৬ ফর্ম্মা, উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা মূল্য প্রতি খণ্ড ১৲ টাকা মাত্র। উক্ত গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শনের আচার্য্য শঙ্করকৃত শারীরিক ভাষ্য প্রতিপাদিত অদ্বৈতবাদ বহুকাল হইতেই ভারতে দার্শনিক জ্ঞানে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ইহা প্রায় সমগ্র পৃথিবীতে আদরনীয় ও পূজনীয় হইতেছে।

গভীর দার্শনিক তত্ত্ব সমূহ উপলব্ধির যোগ্য ভাব ও শব্দ সম্পদ বঙ্গভাষায় নাই বলিয়া যাহারা ক্ষুণ্ণ ছিলেন, এতদিনে তাহাদের সে ক্ষোভ সম্যক অপনীত হইতে চলিল। তর্কভূষণ মহাশয় সরল অথচ বোধগম্য ভাষায় শারীরক ভাষ্য অপেক্ষা অনেকাংশ নীরস কঠোর দুরূহ বিচার পূর্ণ ভামতীর বঙ্গানুবাদ করিয়া, দুরধিগম্য দর্শন শাস্ত্রে, বঙ্গভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সুপরিসর ভ্রমণ-বর্ত্ম বিরচন করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জনে উদ্যত হইয়াছেন। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে দুর্গম সংস্কৃত-ভাষা-শৈলের উত্তুঙ্গ শিখরদেশে অবস্থিত অদ্বৈত-তত্ত্বের সমুজ্জ্বল জ্যোতিরেখা বঙ্গদেশে প্রতি গৃহে অল্পাধিক সম্পাতিত হইবে সন্দেহ নাই।

শাঙ্কর-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ইতিপূর্ব্বেও দুই একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু ভামতীর অনুবাদ এই প্রথম। বিশেষতঃ ইহা মাত্র অনুবাদ নহে; তাৎপর্য্য, ভাবার্থ, বিশদ ব্যাখ্যা, দুরূহ শব্দের সরল প্রতিশব্দ, সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য অবগতির জন্য স্থানে স্থানে "রত্ন-প্রভা" টীকার ভাবার্থ প্রভৃতি বুভুৎসু পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, প্রায় তৎসমুদয়ই ইহাতে সুশৃঙ্খলভাবে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং দার্শনিক জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা বিশেষ আদরনীয় হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। মঙ্গলময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা তর্কভূষণ মহাশয় দীর্ঘজীবী হইয়া গ্রন্থখানি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করত বঙ্গভাষার শিরোদেশ উজ্জ্বল কিরীটে মণ্ডিত করুন।

বৈশ্যপত্রিকা। সপ্তমবর্ষ, ষষ্ঠ [illegible] সমালোচনার্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। প্রথমেই শ্রীপঞ্চানন দাস লিখিত "বিজয়-গীতি" [illegible] 'অধিকম গীতি' লিখিলেই ভাল হইত। এই গীতি উপহার হাসিকে [illegible] নয়। [illegible] রুদ্র রচিত 'পরিবর্ত্তন' গল্পে [illegible] কিছু পাইলাম না [illegible] সাহিত্য হইত তাহা হইলে [illegible] এত দৈন্য [illegible] বরদা [illegible] লিখিত। "বৈষ্ণব উপন্যাস" লেখক উপন্যাস কাহাকে বলে জানেন না—উপন্যাস লিখিতেও জানেন না। কতকগুলি ভক্তি কথা কাগজের পৃষ্ঠে ছড়াইয়া দিলেই উপন্যাস হয় না। "শোক-উচ্ছ্বাস" জনৈকা

মহিলার ভগ্নীবিয়োগে শোক প্রকাশ। শ্রীপুলিন বিহারী দাসের "৺প্রিয়নাথ দাস মহাশয়ের পরলোক গমন" উল্লেখযোগ্য। কিন্তু "দাস" স্থানে "দাশ" কেন? আমাদের দেশে আজকাল Varityর একটু বেশী প্রচার হইতেছে। যাঁহারা চিরকাল "দাস" লিখিতেন তাঁহারা এখন দন্ত্যস বাদ দিয়া তালব্যশ' ব্যবহার করিতেছেন। কারণ ইহারা সদাই ভয় পান পাছে কেহ ইঁহাদের দাস বা ভৃত্য মনে করে। কিন্তু এই আত্মম্ভবিতার জন্য—অজ্ঞানতাদোষে নিজেকে আরও হাস্যাস্পদ করিতেছেন, তাহা দেখেন না। বৈদিক সাহিত্যে "দাশ" অর্থে ধীবর এটা যেন মনে থাকে। এই পত্রিকাখানি যশোহর বৈশ্য-বারজীবী-সভা হইতে প্রকাশিত।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কুষ্ঠিয়ার শাখা সভা ঃ—

কুষ্ঠিয়ার কায়স্থ-শাখা-সভার সভাপতি ৺হৃদয়নাথ মজুমদারের মৃত্যুতে স্থানীয় সভার সভ্যগণ মৃত মহাত্মার কনিষ্ঠ সহোদর যুক্ত রামগোপাল বর্ম্ম মজুমদার উকিল মহাশয়কে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সদস্য করিয়া দিয়া, তাঁহাকে উক্ত সভার সহঃ-সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত তারাপদ বর্ম্ম মজুমদার উকিল মহাশয়কে সভাপতি করিয়াছেন। উক্ত শাখা-সভার এই নির্ব্বাচন আমরা সাদরে গ্রহণ করিতেছি।

দর্শকের দর্শনাভাব ঃ—

মাঘ মাসের কোন এক সংখ্যা দর্শকে "বৃদ্ধস্য বচনমগ্রাহ্যম্" নামে সংস্কার প্রয়াসীগণের বিরুদ্ধে নাতিবিস্তৃত এক টিপ্পনী প্রকাশিত হয়। তাহাতে লিখিত হইয়াছে "শূদ্র এখন ঠিক্ তার উল্টো চালে চল্‌ছে। যাদের বাপ পিতামহ শূদ্র ছিল, তারা এখন বৈশ্য ক্ষত্রিয় হ'য়ে পৈতের দাবী কচ্ছে। অনেকে গলায় সূতো চড়িয়েছে।" উহারই একত্র লিখিত হইয়াছে—"কায়স্থ-সভার কায়স্থ-পত্রিকা, সুবর্ণ-বণিক-সভার সুবর্ণ-বণিক-পত্রিকা বাহির হইয়াই যখন পৈতার দাবী করিয়াছে, তখন কে তাহাদের বাধা দিবে?"

এই বৃদ্ধের অবস্থা ঠিক ঘরপোড়া গোরুর সিন্দূরে মেঘ দর্শনে ভীতির ন্যায় হইয়াছে। এই ভয়বিহ্বলতায় আমাদের মনে হইতেছে, লেখক বৃদ্ধের দর্শন ও শ্রবণ দুইটী ইন্দ্রিয়ই বিকল হইয়াছে—সময়াবর্ত্তে পুনরায় বাল্য আশ্রয় করিয়াছে, তাই ঐ প্রকার বালভাষণে সকলের প্রতি আত্মভাব প্রকটিত হইয়াছে স্বকীয় অসংস্কৃত অপূত বৃষলত্ব কায়স্থাখ্য ক্ষত্রিয়জাতির প্রতি আরোপ করিতে কুণ্ঠা হইতেছে না। সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করি, তিনি তাঁহার ঐ বৃদ্ধ লেখককে দর্শনেন্দ্রিয় প্রদান করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হউন।

দেবী আখ্যায় কাশীপুর নিবাসী ঃ—

২রা ফাল্গুনের কাশীপুর নিবাসীতে লিখিত হইয়াছে,—"আমরা রাস্তা দিয়া গমন কালে কায়স্থ পত্নীর দেবী আখ্যা হইতে পারে না বলিয়া আলোচনা প্রায়ই শুনিতে পাই। তাহারা বলে "জগতের ছোট বড় কায়স্থ বংশের লোকেরা সকলেই মেয়েদিগকে অতি বিনীতভাব ও উচ্চ আদর্শ প্রদান করিতেন। দলিল পত্রে মোকর্দ্দমায় নিজ নামের সঙ্গে দাসী আখ্যা থাকিত। বর্ত্তমানে সকলেই দেবী পদবী বাচ্যা"— নারীজাতি যে যে গুণে দেবীতুল্য সেই সেই গুণে দেবী আখ্যা প্রাপ্ত হন। বিশেষতঃ নারী মাত্রেই আমাদের "জননী জাতির বিরাট অঙ্গের এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ; এভিন্ন "যত্র নারী তত্র গৌরী" ইহা আমাদেরই এই দেশ হইতে সর্ব্ব প্রথমে জগৎ সমক্ষে প্রচারিত হইয়াছিল।"

সম্পাদক মহাশয় কথাটা উপস্থিত করিয়া তাহার যে মীমাংসা করিয়াছেন, উহা কায়স্থ সাধারণের মনঃপূত হইয়াছে কিনা জানি না। তিনি 'জাতি' কথার পূর্ব্বে 'জননী'শব্দ বসাইয়া কায়স্থাখ্য ক্ষত্রিয়ত্বব্যাপ্য জাতির সঙ্কোচ কিজন্য করিলেন, তাহা কিন্তু আমরা বুঝিলাম না। রাজার নিকট রাজ্ঞীও কি 'দেবী' বলিয়া সম্বোধিত হন নাই? চন্দ্রদ্বীপের অভিসিক্ত কায়স্থ নরপতিগণের রাজ্ঞীগণকে কি বলিয়া সম্বোধন করিতেন? আর্য্যপত্নীগণ কখনও কি দাসী পদবী বাচ্যা? কায়স্থগণকে তিনি আর্য্য কি অনার্য্য মনে করেন, কথাটা খুলিয়া সমালোচনা করিলেই ভাল হইত।

ফরিদপুর কায়স্থ-প্রচার-সমিতির বার্ষিক বিবরণী।

(প্রেরিত)

বিগত সনের ফাল্গুন মাসে যখন প্রচার-সমিতির প্রতিষ্ঠা করা হয়, তখন নিরাশার নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে আশার ক্ষীণ বর্ত্তিকা লইয়াই আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলাম। করুণাময়ের অপার করুণায় নানা বিঘ্ন বাধার মধ্যদিয়া দেখিতে দেখিতে প্রচার সমিতির একটী বর্ষ পূর্ণ হইয়া গেল। দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইল। স্বজাতিবৃন্দকে এক বৎসরের কার্য্য বিবরণ ও আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রদর্শন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধারণের অর্থে, সাধারণের সহানুভূতি ও পরিশ্রম ফলেই প্রচার-সমিতি জাতীয় সংস্কার কার্য্যে অনেকটা সাফল্য লাভ করিয়াছে। স্বজাতি-গত প্রাণ উৎসাহী ব্যক্তিবৃন্দের আন্তরিকতার অভাব হইলে প্রচার-সমিতি জন্ম মাত্রেই মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িত। প্রচার-সমিতি যদি জাতীয় হিতকর কোন কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিয়া থাকে, তবে তাহার গৌরব ও যশের ভাগী নিঃস্বার্থ

কর্ম্মী ও চাঁদাদাতৃগণ। আর প্রচার-সমিতির ত্রুটী বিচ্যুতি যদি কিছু সংঘটিত হইয়া থাকে, তজ্জন্য সমাজ-সেবক সম্পাদকই সম্পূর্ণ দায়ী। আমরা সর্ব্বাগ্রে চাঁদা প্রদাতাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহাদের নিকট প্রচার সমিতি অপরিসীম ঋণে আবদ্ধ। যে মহাত্মারা চাঁদা আদায় করিয়া দিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন, তন্মধ্যে জলপাইগুড়ী প্রবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৌলক বর্ম্মা, নিলখীর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দেববর্ম্মা, দিগনগরের শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন মিত্রবর্ম্মা, বর্ণি নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল দাসবর্ম্মা, বেড়াদী নিবাসী শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসুবর্ম্মা ও হাতিয়াড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন গুহ বর্ম্মার নাম বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য। জাতীয় কার্য্যে সহায়তা কল্পে ইঁহাদের ন্যায় উৎসাহী কর্ম্মী অতি অল্পই নয়নগোচর করিয়াছি। ভগবান ইঁহাদিগকে দীর্ঘজীবী করিয়া স্বজাতির মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত রাখুন।

প্রচার-সমিতির সুযোগ্য প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা স্বীয় কর্ত্তব্য যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা বাস্তবপক্ষেই অতীব প্রশংসার্হ। তাঁহার স্বজাতি প্রেম অসামান্য। প্রচার-সমিতির পৃষ্ঠপোষক অনুগ্রাহক বর্গের উৎসাহে উদ্যমে ও প্রচারকের আন্তরিকতাপূর্ণ প্রচার ফলে ফরিদপুর জেলায় ১৫টী কেন্দ্রে ৬৩৫জন কায়স্থ-সন্তান উপনয়ন সংস্কারে ভূষিত হইয়াছেন, প্রচার কার্য্য ও উপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপনে বহু স্বজাতি হিতৈষী মহাশয় আনুকূল্য করিয়াছেন ; তাঁহাদের সকলের নাম প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। প্রচার-সমিতি তাঁহাদের প্রদত্ত উপকার কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছেন। ভাঙ্গার সবরেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুহবর্ম্মা, উকিল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা ও দৌলৎপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা কুল ভাস্কর মহাশয় সমিতির প্রচারককে সঙ্গে লইয়া নানাস্থানে কায়স্থধর্ম্ম প্রচার করিয়া স্বজাতির কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের কুসংস্কার অপনোদনে যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত ; ইহাদের সহায়তা ভিন্ন প্রচার সমিতির সাফল্যের আশা সুদূরপরাহত ছিল। কুলভাস্কর মহাশয়ের তুলনা তিনিই। জাতীয় কার্য্যে এরূপ উদারপ্রাণ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। তিনি ৭টী উপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপিত করিয়া ৪০২ জন কায়স্থ সন্তানের উপনয়ন গ্রহণের সহায়তা করিয়াছেন। সমস্ত ব্যয় ভার নিজেই বহন করিয়া কায়স্থ সমাজকে ত্যাগ মহত্ত্ব প্রদর্শনে কৃপণতা করেন নাই। এস্থলে মাণিকদহের জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রমোহন রায়, ডাঙ্গার পাড়ের ৺ব্রজনাথ সিংহ মহোদয়ের পুত্রদ্বয় ও খালিয়ার জমিদারগণ, শিরখাড়ার শ্রীযুক্ত রাজকুমার দত্ত, শিরুয়াইলের শ্রীযুক্ত সাগরচন্দ্র দত্ত

বর্ম্মা প্রভৃতির নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহারাও স্বস্ব ভবনে উপনয়ন-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া স্বজাতিবৃন্দের সংস্কার গ্রহণের সুবিধা করিয়া দিয়া ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। প্রচার-সমিতি ইহাদের ন্যায় সহৃদয় জাতীয় স্বার্থবোধ বিশিষ্ট মহোদয়গণের আনুকূল্য না পাইলে কখনই উদ্দেশ্য পথে দ্রুত ধাবিত হইতে পারিত না। কায়স্থ-পত্রিকা ও আর্য্য কায়স্থ-প্রতিভা প্রচার-সমিতির উদ্দেশ্য প্রচারের সহায়তা করায় প্রচার সমিতি উভয় সম্পাদকের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ, সর্ব্বোপরি যাঁহার আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করণার্থ প্রচার সমিতির শিরে আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইতেছে, যিনি কায়-মন-বাক্যে প্রচার-সমিতির শুভানুধ্যায়ী সেই অদ্ভুৎকর্ম্মা, জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা মহাশয়ের আমরা কোন্ ভাষায় ধন্যবাদ করিব, তাহা খুঁজিয়া পাই না; জগদীশ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া কায়স্থ-গগনে ধ্রুবতারারূপে বিরাজিত রাখুন।

বিগত বর্ষে প্রচার সমিতির সর্ব্ববিধ আয় ১৫৯৶০টাকা, ব্যয়১৩২৷৷৶০ প্রচারকের বেতন সমেত মনিকমিশন ১২১৶০,পোষ্টেজ ৩৷০,চাঁদা আদায় খরচ ১৷৶০ প্রচারকের পাথেয় ১৲, ছাপা খরচ ৫৲,খাতাপত্র খরিদ ৷৷০) অবশিষ্ট স্থিতি ২৬৷৷৶০ টাকামাত্র। ভরসা করি হিতৈষীগণ প্রচার-সমিতির উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বর্ত্তমান বর্ষের জন্য মুক্তহস্ত হইবেন, জাতীয় দায়ীত্ববোধ হৃদয়ে জাগ্রত হউক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

উপনয়ন ঃ—

১৬ মাঘ, ১৩২৩। জেলা ঢাকা, বিক্রমপুরের অন্তর্গত চিত্রকূট কেন্দ্র। আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী নিম্নলিখিত বঙ্গজ কায়স্থগণকে উপনীত করিয়াছেন।

চিত্রকূট নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ধর, হরেন্দ্রনাথ দত্ত, সতীশচন্দ্র দত্ত, লালমোহন দত্ত, ক্ষেত্রমোহন সিংহ, রাজেন্দ্রকুমার দত্ত, উপেন্দ্রনাথ ধর, অবিনাশচন্দ্র দেব, অজিতরঞ্জন দেব।

২৪শে মাঘ, ১৩২৩। যশোহরের উপকণ্ঠ সুলতানপুর গ্রাম নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ পালচৌধুরী মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। অঘোর বাবুর কুলপুরোহিত, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত কেন্দ্রের আচার্য্য হইয়াছিলেন।

সুলতানপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অঘোরকুমার পালচৌধুরী, কৈলাসচন্দ্র পালচৌধুরী, রামেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী, উপেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী, হরিপদ

পালচৌধুরী, কালীপদ পালচৌধুরী, তারাপদ পালচৌধুরী, বিজয়গোপাল পালচৌধুরী।

ফতেপর নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র গুহ, হরিচরণ গুহ, রাজেন্দ্রনাথ গুহ, যতীন্দ্রনাথ হ. নিবারণচন্দ্র রায়, রামগোপাল মিত্র। ইঁহারা সকলেই দক্ষিণরাঢ়ীয়।

৬ই ফাল্গুন, ১৩২৩। ময়মনসিংহ। অনারেবল্ রায় শ্রীনাথ রায়বাহাদুরের বাসাবাটীর কেন্দ্রে উপনীত বঙ্গজগণের নাম যথা—

বজযোগিনী নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল গুহরায়, গিরীন্দ্রলাল গুহরায়, ভূপেন্দ্রলাল গুহরায়। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার সোম, বি-এল্, (উকীল ময়মনসিংহ)। কুমারভোগ নিবাসী শ্রীযুক্ত জীবনকুমার সোম, নৃপেন্দ্রকুমার সোম, শশীন্দ্রকুমার সোম।

ইদিলপুর, এড়িকাটি নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুহ।

হাসরা নিবাসী শ্রীযুক্ত ভূপতিকান্ত রায়।

বীরতারা নিবাসী শ্রীযুক্ত রসিকলাল মজুমদার।

৬ই ফাল্গুন, ১৩২৩। কায়স্থ-সভার কেন্দ্রে। শিকদারবাগান নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, জগবন্ধু মিত্র, গোবিন্দলাল মিত্র যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া সাবিত্রী গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পশ্চাতে রংপুর-রাধাবল্লভের সধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মার উপদেশেই মুখ্যভাবে কার্য্য করিয়াছে। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

২৪শে ফাল্গুন, ১৩২৩। যশোহর,চাঁদপুর নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু ডাক্তার নিজ বাটীতে কেন্দ্র করিয়া, তিনি স্বয়ং এবং শ্রীযুক্ত রাখালদাস বসু, অমরেন্দ্রনাথ বসু স্বীয় পুরোহিত দ্বারা যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া সাবিত্রী-সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন।

বিবাহ ঃ—

(বিনাপণে)

১৬ই ফাল্গুন, ১৩২৩। যশোহর জেলার অন্তর্গত মোহনপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মতিলাল মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র মিত্রের সহিত খুলনা জেলার দামোদর গ্রাম নিবাসী ৺জানকীনাথ ঘোষ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুনীলার শুভ-পরিণয় সুসম্পন্ন হইয়াছে। কায়স্থ-সভার অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টায় বরপক্ষ সমস্ত দাবী দাওয়া ত্যাগ করত বিনাপণে বিবাহ সম্পন্ন করান।

১৬ই ফাল্গুন, ১৩২৩। যশোহর, মুক্তীশ্বরী নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত নামোদর নিবাসী শ্রীযুক্ত সীতানাথ ঘোষবর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী ননীবালার শুভবিবাহ বিনাপণে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রাদ্ধ :—

(ত্রয়োদশাহে)

৬ই ফাল্গুন, ১৩২৩। রাজসাহী জেলার ঝিনা নিবাসী ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণনন্দী বর্ম্মার মৃত্যুতে তদীয় আত্মকৃত ক্ষত্রিয়োচিত ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত শ্রাদ্ধে পাবনা কায়স্থ-সভার আচার্য্য শ্রীযুক্ত ঋষীকেশ বিদ্যাবিনোদ, মালঞ্চীর পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রাধানগরের রামসুন্দর শর্ম্মমণ্ডল, খোকসার অন্নদাপ্রসাদ বাচস্পতী, শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী,রাজসাহী কায়স্থ-সভার আচার্য্য জ্ঞানদাপ্রসাদ বিদ্যারত্ন ইহারা আমন্ত্রিত হইয়া শ্রাদ্ধীয় বরণাদি গ্রহণ এবং বৃষোৎসর্গাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন।

২৫শে ফাল্গুন, ১৩২৩। বর্দ্ধমান, দাঁইহাট। কায়স্থ-সভার প্রসিদ্ধ প্রচারক শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষবর্ম্ম অগ্নিহোত্রী তদীয় মাতৃদেবীর স্বর্গ-কামনায় ত্রয়োদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়াছেন। এই শ্রাদ্ধে স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ বিশেষভাবে প্রতিকূলাচরণ করিলেও কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, কালীকুমার ঘোষাল, পাটুলী চৌবাড়ীর শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য ও তদীয় মাতুল ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কাটোয়ার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সোদপুরের শ্রীযুক্ত রামপদ শর্ম্মরায়, পাণিঘাটার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ফণিভূষণ গোস্বামী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ এবং স্বগ্রামের শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দত্তবর্ম্মা, পাইকপাড়ার শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র,শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা, জিতেন্দ্রনাথ মিত্রবর্ম্মা বি-এ, কলিকাতার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, পাণিঘাটার শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ দেবচৌধুরী, হাঁসপুকুরিয়ার শ্রীযুক্ত দাশরথি দত্তবর্ম্মা, উত্তররাঢ়ীয় শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র সিংহবর্ম্মা প্রভৃতি বহুতর স্বজাতি, লগ্নাচার্য্য, ভাট প্রভৃতি হরিহর বাবুর আমন্ত্রণে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বিনয়তম্র ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন এবং শ্রাদ্ধের ভুরি ভোজনে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে চরিতার্থ করিয়াছেন। এই শ্রাদ্ধে কতিপয় ব্যক্তিকে ষ্টেশন হইতে চক্রান্তকারীগণ কুতির বাটীতে উপস্থিত হইতে দেয় নাই। অতঃপর তাহারা রাত্রে আসিয়া আহার করেন। অগ্রদানী বেচারাও তাহাদিগ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছে। কি ক্ষুদ্রতা!

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

অষ্টমাধিবেশন।

২৯শে মাঘ, ১৩২৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(দ) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মা (সভাপতির অনুপস্থিতে প্রথম সারদাবাবু, পরে যতীন্দ্রবাবু সভাপতির আসনে সমাসীন হন।)
(দ) „ বসন্তকুমার সেনবর্ম্মা।
(দ) „ কিরণচন্দ্র দত্ত।
(ব) „ মহেন্দ্রচন্দ্র গুহবর্ম্মরায়।
(দ) „ বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা।
(ব) „ শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।
(ব) „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মশাস্ত্রী।
(দ) „ নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মপ্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব।
(দ) „ মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা।
(দ) „ ললিতা প্রসাদ দত্তবর্ম্মা।
(দ) „ বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা।
(ব) „ মণীন্দ্রমোহন বসু।
(ব) রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
(ব)কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্ম ভাবসাগর।
(দ) শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা। } সম্পাদক।
(উ) „ যোগেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা। }
(দ) „ সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা (প্রচারক)
(দ) „ হীরালাল মিত্রবর্ম্মা (সাধারণ সভা)

অদ্যকার সভায় সভাপতি অথবা সহঃসভাপতিদিগের মধ্যে কেহ উপস্থিত না হওয়ায় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেন মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি মহোদয় এবং নড়ালের রায় কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুর ও রসড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত গোপালহরি ঘোষচৌধুরী মহাশয়গণ অনিবার্য্যকারণে অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখেন।

সভারম্ভে গত কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির কার্য্য-বিবরণী পঠিত এবং মাঘ মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম [illegible] মোক্তার হৃদয়নাথ মজুমদার বর্ম্মা মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ সভায় প্রকাশ [illegible] তাঁহার অকৃত্রিম স্বজাতি হিতৈষণার কথা উল্লেখ করিয়া শোক প্রকাশ করিলেন। এবং সভার এই সমবেদনা জানাইয়া, মৃত মহাত্মার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বর্ম্মমজুমদার এম্-এ মহাশয়কে পত্র লিখিয়া তাঁহাকে এই সভার সভ্য হইতে অনুরোধ করা হউক, সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে ইহা স্থির হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্ন-লিখিত মহোদয়গণ সভ্য মনোনীত হইলেন :—

(ব) শ্রীযুক্ত উমানন্দ রায়, সাং আকুটীয়া, পোঃ গয়হাটা, (ময়মনসিংহ)

(ব) „ জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা [illegible], ৭৭নং [illegible] ষ্ট্রীট।

উভয়ের প্রস্তাবক—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রশাস্ত্রী।

(দ) „ বিরাজমোহন সরকার [illegible], [illegible], বর্দ্ধমান জেলা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষবর্ম্মা (প্রচারক)

(ব) „ কুমুদিনীকান্ত রায়, [illegible], সাং কুমিল্লা, (ত্রিপুরা)

(ব) „ রাজকুমার গুহ, উকিল ঐ

উভয়ের প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা, সম্পাদক।

(ব) „ শ্যামাপ্রসন্ন রায়, সাং আকুটীয়া, পোঃ গয়হাটা, (ময়মনসিংহ)

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রশাস্ত্রী।

(ব) „ সারদাপ্রসন্ন দাস, এম-এ, অধ্যাপক প্রেসিডেন্সি কলেজ,

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত [illegible] সরকার এম-এ, অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর কলেজ।

(ব) ডাক্তার হীরালাল বসু দেওয়ান বাহাদুর, সাং [illegible] ক্রিক্ লেন, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা।

তৃতীয় প্রস্তাব। বার্ষিক অধিবেশনের স্থান নির্ব্বাচন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, আগামী গুড্ ফাইডের বন্ধে ৭ই ও ৮ই এপ্রিল কায়স্থ-সভার বার্ষিক অধিবেশনের [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] পত্র লইয়া শাস্ত্রী মহাশয় বর্দ্ধমানে গিয়া [illegible] মহোদয়কে লিখা হউক।

চতুর্থ প্রস্তাব। [illegible] গভর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য গ্রহণ। সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন, ইনস্পেক্টর অফ্ স্কুল পত্রের দ্বারা জানিতে চাহিয়াছেন—আর্য্য-বিদ্যালয় সাহায্য লইতে প্রস্তুত কিনা?

পূর্ব্বেও একবার এইরূপ পত্র আসিয়াছিল। তখন গভর্ণমেণ্ট্ অনেক বিদ্যালয়কে যৎসামান্য মাসিক সাহায্য দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তখন বিদ্যালয় সাহায্য লইতে প্রস্তুত হয়েন নাই; কারণ যৎসামান্য সাহায্য লইয়া সভার উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্যের ব্যাঘাত হইত, যথা উত্তম পুস্তকের মধ্যে কায়স্থের পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচন, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতার নিজের পুস্তক [illegible] প্রচলন, সর্ব্ব প্রথমে কায়স্থ ও সভার পক্ষপাতী ব্রাহ্মণদের পুত্রাদিকে বিনা বেতনে ভর্ত্তি করা ইত্যাদি। আরও তখন আমাদের সন্দেহ হয় যে গভর্ণমেণ্ট জাতি বিশেষকে কোনরূপে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবেন না। এখন যে পত্র আসিয়াছে সেই পত্রে ইনস্পেক্টর আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বিদ্যালয়ের যে বাড়ীতে আছে সে বাটী ভাড়া কি বিদ্যালয়ের নিজ সম্পত্তি এবং যে জমীর উপর বাড়ী আছে সে জমীই বা কাহার? আরও শুনা যাইতেছে যে গভর্ণমেণ্ট এখন কোন কোন বিদ্যালয়কে বিদ্যালয়ের বাটী প্রস্তুতের জন্য ২৫।৩০ হাজার টাকা করিয়া দিতেছেন। তাই মনে হয় সেই অভিপ্রায়েই এবার পত্র আসিয়াছে। এখন কি করা যাইবে?

মন্মথবাবু বলিলেন—"গভর্ণমেণ্ট যখন মিশনরি বিদ্যালয়কে এবং ফিরিঙ্গিদের জন্য সাহায্য দিতেছেন, তখন আর্য্য-বিদ্যালয়কে কেন দিবেন না? আমি প্রস্তাব করি যে ইনস্পেক্টরের কাছে সভার সভ্য ২।৪জন এবং বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে পাঠান হউক এবং তাঁহার অভিপ্রায় কি স্থির করা হউক, কিন্তু প্রকাশ থাকে যে সামান্য সাহায্য আমরা লইতে প্রস্তুত নহি এবং এই মর্ম্মে ইন্সপেক্টকে পত্র লেখা হউক।"

তৎপরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে নিম্নলিখিত সভ্যদের এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে অনুরোধ করা হউক তাঁহারা ইনস্পেক্টরের সহিত দেখা করুন :—

(উ) রায় রসময় মিত্র বাহাদুর, হিন্দু স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক।

(ব) রায় ঈশানচন্দ্র ঘোষ সাহেব, হেয়ার স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক।

(দ) শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা, স্কটিস্ চার্চ্চেস্ কলেজের অধ্যাপক।

(দ) „ ভোলানাথ বসু, আর্য্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

পঞ্চম প্রস্তাব। চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল মজুত টাকা এখন সাধারণ তহবীলে রাখা হউক।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। বিবিধ। [illegible] দেবরাণী গুহ ভাণ্ডার। সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন "দেবরাণী গুহ ভাণ্ডারের টাকার সুদ হইতে প্রতি বর্ষেই খরচের ব্যবস্থা আছে, এবং তজ্জন্য উক্ত ভাণ্ডারের [illegible] এতদিন [illegible] রাখা ভাল হয় নাই বিবেচনায়, বিশেষতঃ আমার জানিত বিদ্যার্থী লোক শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা

সুদে ছয় মাসের জন্য ঐ টাকা ধার লইতে চাহিতে আমি ঐ হারে ধার দিয়াছি। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির শেষ অধিবেশনের পর উক্ত লোকটী ধার চাহেন। আমিও দেখিলাম যে অত সুদ সহজে পাওয়া যাইবে না এবং বৎসরের প্রথমেই কোম্পানির কাগজ কিনিলে এক বৎসরে যাহা সুদ পাওয়া যাইত। এখন ৬৲ টাকা সুদে ধার দিলে ৬ মাসে প্রায় এক বৎসরের ৩৷৷০ টাকা হিসাব দাঁড়াইবে। এখন সমিতি এই ধার দেওয়া মঞ্জুর করুন, আমার প্রস্তাব এবং এই টাকার জন্য আমিই দায়ী থাকিলাম।" সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহাই মঞ্জুর হইল।

(খ) মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডার। উপরিখিত (ক) দফায় দেবরাণী গুহ ভাণ্ডারে যে কারণে ৬৲ টাকা সুদে ধার দেওয়া হইয়াছে, সেই কারণে মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডারের টাকাও ধার দেওয়া মঞ্জুর হইল।

(গ) প্রচারক সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রীর আবেদন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর এবং সভার মজুত তহবীল অত্যল্প দৃষ্টে উপস্থিত সদস্যগণের অধিকাংশের মতানুযায়ী স্থির হইল যে "প্রচারার্থ অস্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া আবেদনকারী পীড়িত হইয়া পড়ায়, সমিতির সদস্যেরা চাঁদা তুলিয়া তাঁহাকে কার্ত্তিক হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত যে চারি মাস তিনি রোগভোগ করিতেছেন এবং প্রচার কার্য্য করিতে পারেন নাই সেই ৪ মাসের অর্দ্ধেক বেতন হিসাবে ৬০৲ টাকা সদস্যগণ সংগ্রহ করিয়া দিতে চেষ্টা করুন।" উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন :—

১। রায় যতীন্দ্রনাথ মুন্সী।
২। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত।
৩। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

এই বিষয়ের আলোচনার পর আরও স্থির হইল যে প্রচারক বেতন দিয়া রাখিবার জন্য আগামী বৎসর সভার সাধারণ তহবিল হইলে কত টাকা খরচ করা সম্ভবপর হইবে, তাহা সম্পাদকগণকে সমিতির আগামী অধিবেশনে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করা হউক।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলেন যে, প্রচারক বেতন দিয়া বরাবর রাখা আবশ্যক, কিন্তু সভা হইতে সমস্ত না দিতে পারিলে তিনি তজ্জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে প্রস্তুত আছেন এবং অপরেরও দেওয়া কর্ত্তব্য। শরৎবাবু এইরূপ বলিবার পর উপরিলিখিত মন্তব্য সাব্যস্ত হয় যে সম্পাদকগণ আগামী অধিবেশনে সভা হইতে কত সাহায্য সম্ভবপর জ্ঞাপন করিবেন।

স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ।
সম্পাদক।

স্বাক্ষর
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
২৭এ ফাল্গুন ১৩২৩।

BLANK PAGE(S)